শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

২৮শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৮৩ { ১০-১১শ সংখ্যা



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উপাস্য শ্রীমন্মহাপ্রভু

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ., বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি. ই.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ১৬ই ফাল্গুন (ইং ২৮।২।৭৭), সোমবার ; (১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ-সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** ; এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ১৭ই ফাল্গুন (ইং ১।৩।৭৭), মঙ্গলবার ; (৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী ; এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য) —রাতুপুর।

৩। ১৮ই ফাল্গুন (ইং ২।৩।৭৭), বুধবার ; (৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য) —জান্নগর (জহ্নুমুনি-স্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ১৯শে ফাল্গুন (ইং ৩।৩।৭৭), বৃহস্পতিবার ; (৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য) —রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; অতঃপর কোলদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও পোড়ামাতলা।

৫। ২০শে ফাল্গুন (ইং ৪।৩।৭৭), শুক্রবার ; (৯) **অন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ২১শে ফাল্গুন (ইং ৫।৩।৭৭), শনিবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।

৭। ২২শে ফাল্গুন (ইং ৬।৩।৭৭), রবিবার—**সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)**।

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

জ্ঞাতব্য—যাত্রিগণ বিছানা ও মশারী অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

সপ্তবিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৯০ বিষ্ণু হইতে গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৮২ ফাল্গুন হইতে ১৩৮৩ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৭৬ মার্চ্চ হইতে ১৯৭৭ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা—
পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—
শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

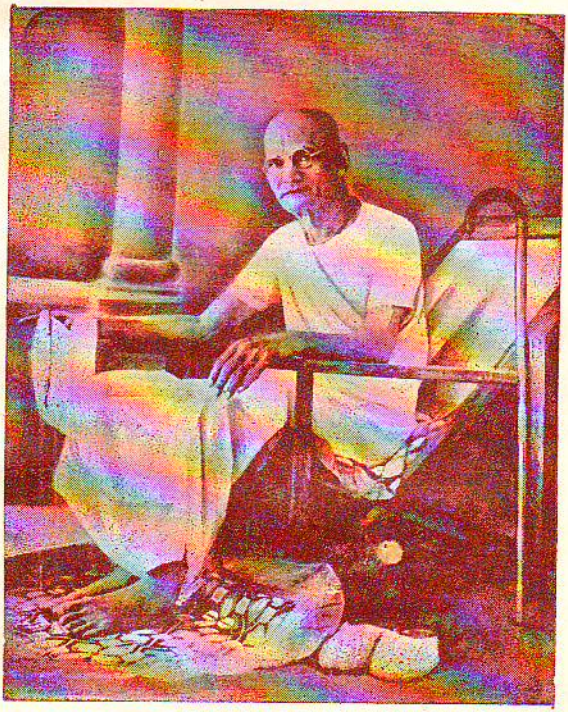
॥*॥ বার্ষিক ভিক্ষা—৭·০০ টাকা ॥*॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ



নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি
পরমহংসস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ৬ই ফাল্গুন, ১৩৮৩ (ইং ৮।২।৭৭) সোমবার হইতে ১২শে ফাল্গুন, (ইং ৬।৩।৭৭) রবিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে শ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে ষোলক্রোশ ধাম-পরিক্রমা করা হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। ইতি—৫ই মাঘ, '৮৩

শুদ্ধভক্ত কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

অষ্টাবিংশবর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অগ্নিসাক্ষীর-জন্মবৃত্তান্ত	১১।৪২৭
২। আমি ভজন করিনা কেন ?	৮।৩০৯
৩। আত্মঘাতি	৩।৯৮
৪। আত্মার স্বাস্থ্যই দেহ-মনের-স্বাস্থ্য	৯।৩৪৭
৫। আত্মোৎসর্গ	২।৭৪
৬। উত্তরখণ্ডে তীর্থ-পরিক্রমা (সংবাদ-সমাচার)	৬।২৩২
৭। উদ্ধবস্য-স্তুতিবচনম্—শ্রী (শ্রীশ্রীকৃষ্ণং প্রতি)	২।৪৩
৮। একাদশী-তিথি-মাহাত্ম্য—শ্রী (কবিতা)	৫।১৮৫
৯। কাকদ্বীপে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি মহারাজের শ্রীগৌর-বাণী	২।৮০
১০। কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন—শ্রী	৬।২০৮, ৭।২৪৯
১১। কৃষ্ণই পরম তত্ত্ব—শ্রী	৪।১৩৬, ৫।১৭৩
১২। কৃষ্ণজয়ন্তী-উৎসব—শ্রী (সংবাদ-সমাচার)	৫।২৭৩
১৩। খড়জ্যাঠিয়া বেটা	১১।৪২২, ১২।৪৫৬
১৪। গুরুদেবের তিরোধান-বাসরে শ্রদ্ধাঞ্জলি—শ্রী (কবিতা)	১২।৪৬২
১৫। গুর্ব্বষ্টকের পদ্যানুবাদ -- শ্রী	৮।২৯৮
১৬। গোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে ঝুলন উৎসব—শ্রী (সংবাদ-সমীক্ষা)	৭।২৭২
১৭। গৌড়ীয়ের অষ্টাবিংশ-বর্ষ	১।৩৪
১৮। গৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর বার্ষিক উৎসব—শ্রী	১১।৪৩৩
১৯। গ্রন্থ-সমাচার (সিদ্ধান্তরত্নম্)	১১।৩৩৮
২০। জন্মাষ্টমী-ব্রত ও মহোৎসব—শ্রী	৮।৩১৬
২১। জয়ন্তী	৭।২৬৯
২২। জীবসকল হরির বিভিন্নাং তত্ত্ব	১০।৩৬৭, ১১।৪৩৭
২৩। ঝুলন-লীলা (কবিতা)	১০।৩৭৬
২৪। তটস্থ-ধর্ম্মবশতঃ জীব বদ্ধদশায় মায়া কবলিত	১২।৪৪৬
২৫। দ্বাদশস্তোত্রম্ (শ্রীমদানন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ বিরচিতম্)	৭।২৩৯

২৬। ধ্রুবকৃতং শ্রী শ্রীভাগবৎস্তোত্রম্—শ্রী ৪।১২৩
২৭। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী ৩।১১৮
২৮। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য—শ্রী (কবিতা) ৭।২৫৯
২৯। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় আহ্বান—শ্রী ১২।৪৭১
৩০। নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহ-মহোৎসব—শ্রী ১১।৪৩১
৩১। নির্ভিকভাবে শাস্ত্রীয় সুসিদ্ধান্ত প্রচার
'(শ্রীল গুরু মহারাজের পত্র) ৩।৮৪
৩২। নীলাচল গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও দামোদরব্রত-
পালন—শ্রী (আহ্বান-পত্র) ৫।২০০
৩৩। নীলাচল গৌড়ীয় মঠে মহোৎসব—শ্রী ৮।৩১৭, ৯।৩৫৪
৩৪। নৃগরাজস্য স্তুতি-বচনম্ (শ্রীকৃষ্ণং প্রতি) ৬।২০৩
৩৫। পত্রোত্তর (শ্রীভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের) ২।৬৮
৩৬। পত্রোত্তর (শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারীর) ৩।১০০
৩৭। পরীক্ষিৎ-উত্তরা-সংবাদ ৫।১৭৮, ৬।২১৪, ৭।২৫৪, ৮।২৯৪, ৯।৩৩২,
১০।৩৭২, ১১।৪১১, ১২।৪৫১
৩৮। পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য—শ্রী ১।২৫, ২।৭১, ৩।২১২
৩৯। প্রকৃত পথ ১।২৮
৪০। প্রভুপাদের হরিকথা—শ্রী শ্রীল
[অগাষ্টভিলা, দার্জ্জিলিং ২।৪৮, ৩।৮৬, ১১।৪০১,
মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠে ৪।১২৬, ৫।১৬৭
শ্রীগোদাবরীতটে ৬।২০৪.
গৌড়ীয়মঠে সারস্বত নাট্যমন্দির ৭।২৪১, ৮।২৮১
৪১। প্রচার-প্রসঙ্গ (শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ) ৬।২৩৩
৪২। প্রশ্নোত্তর (শক্তিতত্ত্ব) ৫।১৯১
৪৩। প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ—[ভগবানের অলঙ্কারাদি অপহারক
ভাগ্যবান কি না ? ৭।২৫৪ ;
শ্রীগৌরাঙ্গের রথ ও ঝুলনযাত্রা সম্ভব কি না ? ৮।৩০৪ ;
শ্রীবিগ্রহ খণ্ডিত বা জীর্ণ হয় তার ব্যবস্থা) ৯।৩৪৩
৪৪। প্রশ্নোত্তর-পরিশিষ্ট ১০।৩৮১
৪৫। প্রেম (কবিতা) ১১।৪১৮
৪৬। বাসুদেব-বিমোচন (নাটিকা) ৫।১৯৭, ৬।২২৪

৪৭। বাণীপূজা-সম্পর্কে দু-চার কথা--শ্রী ১২।৪৬৪

৪৮। বিরহ-তিথি-পূজায় আমন্ত্রণ ৭।২৭৭

৪৯। বিরহ-বার্ত্তা (শ্রীমৎ ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের) ৯।৩৫১

৫০। বেঙ্কটাচল মাহাত্ম্য—শ্রী ৪।১৪৮, ৫।১৮৮, ৬।২১৮, ৮।২৯৯, ৭।২৬০, ৯।৩৩৮, ১১।৪২৪,

৫১। বৈষ্ণব-ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম ১।৫

৫২। বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য (কবিতা) ৯।৩৩৭

৫৩। বৈষ্ণবের চাষাবাস (পত্র) ২।৪৬

৫৪। বৃন্দাবন ঠাকুর—শ্রীশ্রীল ১।৯

৫৫। ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রী (আহ্বান) ১০।৩৩৭

৫৬। ভগবদ্ভক্তি-বিধি ও নিষেধ ১।২২

৫৭। ভগবান-দর্শন (কবিতা) ৬।২২২

৫৮। ভক্ত-লক্ষণ ২।৬২

৫৯। ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি (শ্রীল গুরুপাদপদ্ম) ২।৬৫

৬০। ভারতীয় রেলওয়ে সার্ভিস কমিশন হইতে প্রেরিত পত্র ১০।৩৯৮

৬১। ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির-সংবাদ ১০।৩৮৫

৬২। ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরস্থ শ্রীশ্রীঅমরনাথ (দর্শনের আহ্বান) ৩।১২১

৬৩। মহাপ্রভোঃ শুভাবির্ভাব-সর্ব্বাবতারিত্ব প্রমাণম্—শ্রীশ্রীমৎ ১।১

৬৪। রথযাত্রা-মহোৎসব—শ্রী (সাময়িকী) ৬।২৩৫

৬৫। রামচন্দ্রপুরী ৩।১০৬, ৪।১৫৪, ৫।১৮১

৬৬। রাসমেলা উপলক্ষে বিশেষ অতিথি—শ্রী ১০।৩৯৫

৬৭। শান্তি (কবিতা) ১।৩৩

৬৮। শ্রবণ করি না কেন ? ১০।৩৭৭

৬৯। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (কবিতা) ৭।২৫৯

৭০। শ্রীকৃষ্ণই অখিল রসামৃত-সমুদ্র ৮।২৮৯, ৯।৩২৭

৭১। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ৬।২০৮, ৭।২৪৯

৭২। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-তিথিপূজা-বাসর-স্মরণে (কবিতা) ৪।১৪৫

৭৩। শ্রীবেঙ্কটাচল-মাহাত্ম্য ৪।১৪৮

৭৪। শ্রীমদানন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্য-বিরচিতম্—
দ্বাদশস্তোত্রম্ ৮।২৭৯, ৯।৩২১, ১০।৩৫৯, ১১।৩৯৯, ১২।৪৩৯
৭৫। শ্রীমদ্ভাগবতের সুপ্রাচীনত্ব ১।১৬, ২।৫৫, ৩।৯০
৭৬। শ্রীদ্বাদশ-স্তোত্রম্ ৭।২৩৯
৭৭। শ্রীরথযাত্রার আমন্ত্রণ-পত্র ৪।১৬১
৭৮। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক (বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে) ৯।৩২১, ১০।৩৬১, ১২।৪৪১
৭৯। শ্রীশ্রীভগবৎস্তোত্রম্ (শ্রীভদ্রশ্রবা কৃতং) ৫।১৬৪
৮০। শ্রীশ্রীব্যাসপূজাবাসরে ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি (স্তোত্রম্) ৩।৮৩
৮১। শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুর-স্মরণে (কবিতা) ৩।৯৬
৮২। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিরাট সংস্কৃতি সম্মেলনে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যপাদ ২।৭৮
৮৩। সন্দর্ভসার (প্রীতিসন্দর্ভ—৫৬) ৪।১৪২
৮৪। সাধুসঙ্গে শ্রীঅমরনাথ দর্শন (সমাচার) ৭।২৭৪, ৮।৩১৩, ১০।৩৯৩, ১১।৩৭৪
৮৫। সুন্দরবনাঞ্চলে বিরাট ধর্ম্মসভা ২।১১৬
৮৬। হিন্দোল-লীলা ৬।২২৯
৮৭। Statement about ownership and Particulars about Newspaper "Shri Goudiya-Patrika"— ১।৪২

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিরহিত॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৮শ বর্ষ { বাসুদেব, ২৮ গোবিন্দ, ৪৮৯ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৮২ ; ইং ১৪।৩।১৯৭৬ } ১ম সংখ্যা

স্বয়ং-ভগবান্-শ্রীশ্রীমৎ-কৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভোঃ শুভাবির্ভাব-সর্ব্বাবতারিত্ব-সমীক্ষায়াং

সংক্ষিপ্ত-শাস্ত্রীয়-প্রমাণম্

[সানুবাদম্]

১। সপ্তমে গৌরবর্ণো বিষ্ণুরিত্যনেন স্বশক্ত্যা চৈকামেতা প্রান্তে প্রাতরবতীর্য্য সহ স্বৈঃ স্বমন্ত্রং শিক্ষয়তি।

—অথর্ব্ববেদ-পুরুষবোধিনী-সূক্তে

সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তরে কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু গৌরবর্ণ শ্রীভগবান্ সপার্ষদ অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় হ্লাদিনী শক্তিদ্বারা জনগণকে হরেকৃষ্ণ-মন্ত্রাদি উপদেশ দান করিতেছেন॥ ১॥

২। ইতোঽহং কৃতসন্ন্যাসোঽবতরিষ্যামি সগুণো নির্ব্বেদো নিষ্কামো ভূগীর্ব্বাণস্তীরস্থোঽলকনন্দায়াঃ কলৌ চতুঃসহস্রাব্দোপরি

পঞ্চসহস্রাভ্যন্তরে গৌরবর্ণো দীর্ঘাঙ্গঃ সর্ব্বলক্ষণযুক্ত ঈশ্বরপ্রার্থিতো নিজরসাস্বাদো ভক্তরূপো মিশ্রাখ্যো বিদিতযোগঃ স্যাম্ ।

—আথর্ব্বণস্য তৃতীয়কাণ্ডে ব্রহ্মবিভাগে

কলির চারিহাজার বৎসর অতিক্রমের পর ও পাঁচ হাজার বৎসরের মধ্যে শিবাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সকাতর প্রার্থনায় দ্রবীভূত হইয়া গোলোক হইতে অবতরণপূর্ব্বক অলকনন্দার (গঙ্গা) তীরে গৌরবর্ণ, দীর্ঘাঙ্গ, সর্ব্বলক্ষণোপেত সবিশেষগুণ-বৈরাগ্যযুক্ত ও নিষ্কাম মিশ্র-উপাধিভূষিত ব্রাহ্মণরূপে আবির্ভূত হইব এবং স্বীয় রসাস্বাদহেতু ভক্তরূপ অঙ্গীকার করিব ॥ ২ ॥

৩। তথাঽহং কৃতসন্ন্যাসো ভূগীর্বাণোঽবতরিষ্যে তীরেঽলকনন্দায়াঃ পুনঃ পুনরীশ্বরপ্রার্থিতঃ সপরিবারো নিরালম্বো নির্ধূত-কলি-কল্মষ-কবলিত-জনাবলম্বনায় ।

— সামবেদান্তার্গত-ব্রহ্মভাগে

শিবাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত হওয়ায় কলি-পাপহত জনগণের একমাত্র অবলম্বনহেতু নিরালম্বভাবে সপরিবার ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিব ॥ ৩ ॥

৪। মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ ।
সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি

সেই পুরুষ মহান্ প্রভু। তিনিই বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রবর্ত্তক। তাঁহারই কৃপায় নির্ম্মলা শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ-স্বরূপ ও অবিনাশী ॥ ৪ ॥

৫। জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে গোলোকাখ্যে ধাম্নি গোবিন্দো দ্বিভুজো গৌরঃ সর্ব্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতি ।

—চৈতন্যোপনিষদি

সকলের আত্মস্বরূপ, মহাপুরুষ, পরমাত্মস্বরূপ, মহাযোগী, ত্রিগুণাতীত, বিশুদ্ধসত্ত্বময়, দ্বিভুজ, শ্যামসুন্দর স্বয়ং জাহ্নবীতীরস্থ গোলোকাখ্য নবদ্বীপধামে গৌররূপে আবির্ভূত হইয়া জগতে ভক্তিধর্ম্ম প্রকাশ করিবেন ॥ ৫ ॥

৬। সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ॥
—মহাভারতে বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে

সুবর্ণ-বর্ণ, গলিতহেম-সদৃশ অঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, চন্দনমাল্যশোভিত—এই চারিটি গৃহস্থলীলায় লক্ষিত। কৃতসন্ন্যাস, হরিরহস্যালোচনারূপ শমগুণ-বিশিষ্ট, হরিকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে দৃঢ়নিষ্ঠ, অভক্তি-নিবৃত্তিকারিণী শান্তিলব্ধ ও মহাভাব-পরায়ণ॥ ৬॥

৭। সত্যে দৈত্যকুলাধিনাশ-সময়ে স্ফূর্জ্জন্নরকেশরী-
স্ত্রেতায়াং দশকন্ধরং পরিভবন্ রামেতি নামাকৃতিঃ।
গোপালান্ পরিপালয়ন্ ব্রজপুরে ভারং হরন্ দ্বাপরে
গৌরাঙ্গঃ প্রিয়কীর্ত্তনঃ কলিযুগে চৈতন্যনামা হরিঃ॥
—নৃসিংহ-পুরাণে

সত্যযুগে যিনি দৈত্যসম্রাট হিরণ্যকশিপুকে বিনাশকালে নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন; যিনি ত্রেতাযুগে দশানন রাবণবধের নিমিত্ত পরম মনোহর রামবিগ্রহরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; যিনি দ্বাপরে পৃথিবীর ভার হরণ ও গোপবালকগণকে পালন করিবার জন্য ব্রজধামে বিরাজ করিয়াছিলেন, তিনিই কলিযুগে কীর্ত্তনপ্রিয় শ্রীগৌরহরি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে বিখ্যাত॥ ৭॥

৮। গঙ্গায়া দক্ষিণভাগে নবদ্বীপে মনোরমে।
কলিপাপ-বিনাশায় শচীগর্ভে সনাতনি॥
জনিষ্যামি প্রিয়ে! মিশ্রপুরন্দরগৃহে স্বয়ম্।
ফাল্গুনী-পৌর্ণমাস্যাঞ্চ নিশায়াং গৌরবিগ্রহঃ॥
—বিশ্বসারতন্ত্রে

হে প্রিয়ে! ফাল্গুনীপূর্ণিমার নিশাভাগে গঙ্গার দক্ষিণে মনোরম নবদ্বীপধামে কলিপাপ বিনাশার্থ মিশ্রপুরন্দর-গৃহে সনাতন শচীগর্ভে গৌরবিগ্রহরূপে আমি স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিব॥ ৮॥

৯। কিমিদমিদমপূর্ব্বং দৃশ্যতে সর্ব্বলোকৈঃ,
কিমুত কিমুত রে রে কিন্নু হো কিং বিচিত্রম্।
জগতি কলিযুগেঽস্মিন্ রাজ-সন্ন্যাসমূর্ত্তি-,
স্ত্রিভুবন-পরিরাজদ্রূপ-লাবণ্য-লক্ষ্মীঃ॥

যৎপুণ্যচিত্রচরিতং বিবিধৈব লীলা-
নামামৃতং শ্রুতিগণৈঃ পরিগীয়তে চ।
কিন্তু স্বয়ং কলিযুগে জগতঃ শিবায়,
দৃগ্‌গোচরো হরিরহো কলয়ে নমোঽস্তু ॥
—জৈমিনি-ভারতে

নিখিল বিশ্ব বিস্ময়ভরে বলিতে লাগিল,—কি অপূর্ব্ব! কি অপূর্ব্ব! অধিক আর কি বলিব, অহো কি বিচিত্র! কলিযুগে জগতে লক্ষ্মীরূপলাবণ্যে ত্রিভুবন পরিরাজিত রাজ-সন্ন্যাসমূর্ত্তি,—যাঁহার পুণ্য-বিচিত্র চরিতকথা, বিবিধ লীলা ও নামামৃত বেদসমূহ বিশেষভাবে গান করিয়া থাকেন; অহো! কলিযুগে সেই হরি স্বয়ং জগতের মঙ্গলের জন্য সকলের দৃষ্টিগোচরীভূত হইলেন। হে (ধন্য) কলি! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

১০। ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল-ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥
—শ্রীমদ্ভাগবতে

হে প্রণতপালক! হে মহাপুরুষ (মহাভাগবত-লীলাভিনয়কারী মহাজন)! আপনিই একমাত্র নিত্যধ্যেয়বস্তু, জীবের দুঃখ-বিনাশক, যাবতীয় ভব-যন্ত্রণা-নিবারক, সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদায়ক, ব্রহ্মা-শিবপূজিত, ভবপারের নৌকাস্বরূপ এবং শরণ্য; আপনার পদকমলরূপ মহাতীর্থকে বন্দনা করিতেছি ॥ ১০ ॥

১১। ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্-
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ —শ্রীমদ্ভাগবতে

অদ্বৈতাচার্য্যস্বরূপ আর্য্যের প্রার্থনানুযায়ী বৈকুণ্ঠরাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া অতিপ্রিয় স্বরূপ-শক্তি শ্রীমতী রাধিকার অভিলষিত ধাম মায়াপুরগত-নবারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অচিন্মায়ারূপ মৃগের পরাভবের নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ সর্ব্বত্র ধাবিত হইয়াছিলেন, আপনার সেই অনুসরণশীল শ্রীপাদপদ্মকে বন্দনা করিতেছি ॥ ১১ ॥

বৈষ্ণব-ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম*

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

অদ্য আমরা 'সনাতন-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। যে-ধর্ম্ম নিত্যকাল একই অবস্থায় থাকে, তাহাকেই সনাতন ধর্ম্ম বলে। কোন-কালেই তাহার পরিবর্ত্তন ঘটে না। যাহা নিত্য বর্ত্তমান, তাহাই সনাতন। 'সনাতন' বলিলে নিত্য বুঝায়, সনাতন ধর্ম্ম নৈমিত্তিক নহে। কোন নিমিত্তকে অবলম্বন করিয়া যে ধর্ম্মের সূচনা করা হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বলে। দেশ স্বাধীন করিতে গেলেও সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। পরধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক স্বাধীনতা অর্জ্জন করা—পরাধীনতার নামান্তর মাত্র।—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব-আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ (পদ্মপুরাণম্)

শাস্ত্রকারগণ Material চিন্তাকে আসুরিক চিন্তা আখ্যা দিয়াছেন। কারণ এই চিন্তাদ্বারা শান্তি হইতে পারে না। মনুষ্যের গঠনগত অভাব আছে, তজ্জন্য পার্থিব চিন্তার দ্বারা মঙ্গল বা শান্তি অসম্ভব। মুনি-ঋষিগণ অপার্থিব চিন্তার দ্বারা মনুষ্যের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। আজকাল পার্থিব চিন্তার দ্বারা Minus Powerটাই বাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে, কিন্তু Plus one is greater than point nine recurring. পার্থিব চিন্তাদ্বারা আমাদের দুঃখই বৃদ্ধি পাইতেছে।

---

* ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আসাম-প্রদেশস্থ গোয়ালপাড়া-জেলার সদর ধুবড়ী-সহরে হরিসভায় ১৩ই এপ্রিল হইতে ১৫ই এপ্রিল, ১৯৬১ পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ের প্রথম দিন বক্তৃতার সারমর্ম্ম।

—প্রকাশক

ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা—এই ছয় দর্শন ভারতে আছে। তন্মধ্যে ২খানি বৈদিক। পূর্ব্বমীমাংসার রচয়িতা জৈমিনী বেদ স্বীকারপূর্ব্বক বেদ-ভিত্তিক দর্শন লিখিয়াছেন, ইহা আস্তিক দর্শন। শ্রীবেদব্যাসেরও উত্তরমীমাংসা তদ্রূপ আস্তিক দর্শন। ইহা বেদ নামে আখ্যাত হইয়াছে; ইহা বেদের সারস্বরূপ ও শিরোভাগ।

"অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" (ব্রঃ সূঃ ১।১)—ব্রহ্মে যাবতীয় কারক ও বিভক্তি আছে। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্রঃ সূঃ ১।২)—জন্ম, আদি, অস্য যতঃ। এখানেও নির্ব্বিশেষের কোন কথা নাই। নির্ব্বিশেষতা—নাস্তিকতারই নামান্তর মাত্র। নির্ধর্ম্মক, নির্গুণ বস্তুর কোন ভজন হইতে পারে না।

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ, সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষাং অধিক-বিশেষো, ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

Western Logicএ Animality ও Rationality দুইটী বিচার আছে। আমরা বর্ত্তমানে যাহাই কিছু করি না কেন, তাহার মূলকেন্দ্র—খাওয়া, পরা, থাকা। খাওয়া-দাওয়া-থাকার ব্যাপারে বরং মনুষ্যেতর শূকরাদি পশুরা শ্রেষ্ঠ। যে-দেশে সনাতন ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই দেশের মানবগণের একমাত্র কর্ত্তব্য কি খাওয়া-পরা-থাকা?

Darwin সাহেব বলিয়াছেন—মনুষ্য-জীবনই শেষ জন্ম; কিন্তু সনাতন-চিন্তা তাহা নহে। পাশ্চাত্য কোন কোন দার্শনিক বলেন—"World is an accident". নৈয়ায়িক, সাংখ্যবাদিগণেরও মত কতকটা তদ্রূপ। বেদব্যাস বলিয়াছেন—

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পর-সম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ (গীঃ ১৬।৮)

এস্থলে নাস্তিক অসুরস্বভাব নৈয়ায়িক ও সাংখ্যবাদিগণেরই মতবাদ নিরস্ত হইয়াছে। নিরীশ্বরবাদী জগৎকে অসত্য, আশ্রয়হীন, অনীশ্বর বলিয়া থাকেন। পরমেশ্বরের প্রতি অনাদর ও অবজ্ঞাই তাহাদের অধঃপতনের কারণ।

"বিদ্যা ভাগবতাবধিঃ"—শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার-তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত বুঝিতে গিয়া মানুষের প্রাকৃত বিদ্যা-বুদ্ধি ফুরাইয়া যায়। বেদ বলেন,—ঈশ্বর কর্ত্তৃক জগতের সৃষ্টি। ঈশ্বরের প্রকৃতির উপর ঈক্ষণের প্রভাবেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। মাকড়সা দৃষ্টির দ্বারা তাহাদের জননাদি কার্য্য সাধন করে। ব্রহ্মা মনের

দ্বারা চতুঃসনের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বৈজ্ঞানিকগণ চিন্তার দ্বারা সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

সনাতনধর্ম্মিগণ মূর্ত্তিবাদী। তাঁহারা শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণাদির নিত্যত্ব স্বীকার করেন, যেহেতু 'সনাতন' অর্থে নিত্যবস্তুকেই লক্ষ্য করে। শ্রীভগবান্ নরাকার—"পরংব্রহ্ম নরাকৃতিঃ" বচনই তাহার প্রমাণ। Darwin বলেন—সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। কিন্তু তাঁহার মতবাদের সহিত সনাতন ধর্ম্মের তফাৎ এই,—তিনি বলেন, একবার মনুষ্য হইতে পারিলে আর তাহার পতন নাই। কিন্তু শাস্ত্রের কথা,—সৎকর্ম্মের দ্বারা যেরূপ উন্নতি হয়, কুকর্ম্মের দ্বারা তদ্রূপ অধঃপতনও ঘটিতে পারে। শাস্ত্রাদিতে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। জন্মের কারণ কর্ম্ম। কর্ম্মের দ্বারা বন্ধনদশা ও জন্মাদিলাভ হইয়া থাকে।

স্থূলশরীরের ভিতর সূক্ষ্মশরীর, তাহার মধ্যে দেহী আত্মা বাস করেন। দেহ-মনোধর্ম্মী জীব কর্ম্মের স্থূল-সূক্ষ্ম-গতি অনুসারে নরক ও স্বর্গ প্রাপ্ত হন। অনেকে স্বর্গসুখকেই চরম জ্ঞান করেন। কিন্তু উহা ক্ষয়িষ্ণু, নশ্বর; তজ্জন্য উহা আমাদের সাধন-ভজনরাজ্যে আকাঙ্ক্ষিত বিষয় নহে। বেদান্তদর্শন বলেন—"কৃতাত্যয়ে অনুশয়বান্ দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাম্"। গীতা বলেন—"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি ॥" (গীঃ ৯।২১)

সনাতন ধর্ম্মে উপাস্য, উপাসনা ও উপাসক—তিনটীই নিত্য। "লোক-বত্তুলীলাকৈবল্যম্"—(ব্রঃ সূঃ) শ্রীভগবানের লীলা লৌকিক-মায়িক নহে, উহা অপ্রাকৃত। যাহারা বলেন—"মায়া মিশাইয়া এস ভগবান", তাহারা বস্তুতঃ ভ্রান্ত। পঞ্চোপাসনা, প্রতীকোপাসনা, বিশ্বরূপোপাসনা অহংগ্রহোপাসনা, সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়বাদ—সবই জড়ীয় *চিন্তাপ্রসূত ও ন্যূনাধিক নাস্তিকাবাদ।* সব ধর্ম্মকেই যদি সনাতন ধর্ম্মের শাখা বলা যায়, তাহাতে ভুল কি? 'শাখা' বলিতে বৃক্ষের একটী অংশ, যাহা বৃক্ষকে সাহায্য করে। অন্যান্য দেহ-মনোধর্ম্ম, অধর্ম্ম, বিধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম সবগুলিই যদি সনাতন ধর্ম্মের শাখা হয়, তবে তাহাদের সনাতন-ধর্ম্মের সঙ্গে বিরোধ কেন? ধর্ম্মের ক্রিয়াকর্ম্ম, নীতি-আদর্শ যথাযথভাবে পালন না করিলে ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্মজগতের Common Errors হইতে সর্ব্বদা আমাদিগকে দূরে থাকিতে হইবে। প্রচলিত কথার উপর কোনদিনই ধর্ম্ম স্থাপিত হয় না। কলির প্রভাবে ধর্ম্ম-চিন্তাধারার অবনতি ঘটিয়াছে।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী পাশ্চাত্য-চিন্তাধারায় প্রভাবিত হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখেন নাই। কাব্য ও সাহিত্য—জগতের কল্যাণেরই জন্য। সাহিত্য—হিতেন সহ বর্ত্তমানম্। যে গ্রন্থে মানুষের মঙ্গলের বা উন্নতির কথা থাকে না তাহা সাহিত্য নহে, বাহিত্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে। ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥" গীতা বলেন—"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥" (গীঃ ৯।২৫)। 'সব ধর্ম্মই এক; যে যাহা করুক, সব এক ফল পাইবে'—ইহা ধাপ্পাবাজী কথা। কেহ বলেন—ইহজগতে দুঃখ নিবৃত্তি হউক, সুখলাভ করি; আবার কাহারও আকাঙ্ক্ষা—মৃত্যুর পরও যেন ভোগ করিতে পারি। এই ভোগাশাই মানবের যত অনর্থ ও অনিষ্টের সৃষ্টি করিয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ (ভাঃ ১১।২০।৯)

যতদিন পর্য্যন্ত কর্ম্মফল ভোগে বিরক্তি না আসে, ভক্তিমার্গে ভগবৎকথা শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত লোকে প্রাকৃত কর্ম্মের আবাহন করে। ভগবদ্‌ভক্তের লৌকিক কাম্যকর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। "তৎ কর্ম্ম হরিতোষণং যৎ", "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণঃ" বাক্য আমাদিগকে বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে হইবে। ভগবৎপ্রীত্যর্থে হরিসেবানুকূল অনুষ্ঠানই ভক্তের উপজীব্য।

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং" (ভাঃ ১।২।১১) শ্লোকে দেখিতে পাই, একই পরতত্ত্ব বস্তুকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ বা পরমাত্মা, আবার কেহ ভগবান্ বলিতে চাহেন। যদি ব্রহ্মকেই পরতত্ত্ব বলি, তাহা হইলে পরব্রহ্ম কে? এই পরব্রহ্মই—শ্রীভগবান্। তিনিই বিভিন্ন শাস্ত্রে "পূর্ণংব্রহ্ম সনাতনম্" (ভাঃ ১০।১৪।৩২), "যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম" রূপে উক্ত হইয়াছেন। ব্রজবাসী গোপ-গোপীগণ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে মিত্ররূপে লাভ করিবার মহাসৌভাগ্য পাইয়াছেন। অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ বাৎসল্যরসাশ্রিত শ্রীনন্দ-যশোমতীর বারান্দায় বালগোপাল মূর্ত্তিতে পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্ হামাগুড়ি দিতেছেন। সেই ভগবান্ অচিন্ত্য, সর্ব্বশক্তিমান্, নিখিল-রসাশ্রয়, "রসো বৈ সঃ" পরতত্ত্বরূপে বেদ-প্রতিপাদিত বিগ্রহ। তাঁহার শ্রীনাম-রূপ-গুণাদি নিত্য, তাঁহার লীলাও নিত্যা।

সেব্য, সেবা ও সেবক নিত্য। সেবা, উপাসনা, আরাধনা—এক তাৎপর্য্যপর। পূজা, অর্চ্চনা—সেবারই অন্তর্গত ব্যাপারবিশেষ। সমজাতীয় বস্তুই সমজাতীয় বস্তুর সেবাপূজায় সমর্থ। "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ", "দেবং ভূত্বা দেবং যজেৎ" বাক্যে আমরা সেবকের অধিকার-বিচার দেখিতে পাই। সেব্য-সেবক সম্পর্ক নিত্য। "নিতাইর চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য"। "নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা"—"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥" "হিত্বা অন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতির্হি মুক্তিঃ।"—অবিদ্যা বিরহিত হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারিলেই আমাদের মুক্তি বা সাক্ষাৎ ভগবৎসেবা লাভ সম্ভব। ইহাকেই Self annihilation বলে, Self destruction কখনই আমাদের কাম্য নহে। ইহাই সনাতন ধর্ম্মের মূল তথ্য।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর *

বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বাংশে পূর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্গত মামগাছী নামে একটি প্রাচীন পল্লী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই মামগাছী গ্রামকে প্রাচীনগণ এবং ভক্তিরত্নাকরের লেখক নবদ্বীপের অন্তর্গত মোদদ্রুমদ্বীপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মামগাছী-গ্রামের প্রান্তদেশেই ভাগীরথী প্রবহমানা। এই গ্রামে এখনও ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনদাসের সেবা শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তির নিত্যপূজা সাধিত হইতেছে। কথিত হয় যে, ঠাকুর বৃন্দাবন এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আজও বৃন্দাবনদাসের বালাকালের বিচরণ-ভূমি বলিয়া ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীটী নির্দ্দিষ্ট হয়।

শ্রীবাসের গৃহিণী মালিনী দেবীর মামগাছী-গ্রামে পিত্রালয় ছিল। শ্রীনবদ্বীপ নগরের শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রিয়ভক্ত শ্রীবাসপণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীনারায়ণী দেবীর মামগাছীগ্রামে বিবাহ হয়। মালিনী শেষবয়সে স্বীয় পিত্রালয়ে

---

* জগদ্গুরু পরমহংসস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** "শ্রীচৈতন্যভাগবতের ভূমিকা"র অংশরূপে লিখিত জীবনী।

আসিয়া বাস করেন। ঐ বংশের কাহারো সহিত নারায়ণী দেবীর বিবাহ হয়। শ্রীনারায়ণীর গর্ভেই শ্রীবৃন্দাবনদাস জন্মগ্রহণ করেন।

শিশুকালেই ঠাকুরের পিতৃবিয়োগ হওয়ায় এবং পিতাঠাকুর মহাশয় শ্রীভগবান্ চৈতন্যচন্দ্রের সেবানিরত হইবার পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করায় তাঁহার কথা বিশেষভাবে কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে হরিপাদপদ্ম আশ্রয় না করায় পিতৃবংশের পরিচয়ে শ্রীবৃন্দাবন-দাসের পরিচয় হয় নাই।

আজও শ্রীবাসপত্নী মালিনীর ভিটাস্থিত শ্রীবৃন্দাবনদাস-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-শ্রীবিগ্রহ স্থানান্তরিত হইয়া যথাবিধি সেবিত হইলেও সেবাটী তাদৃশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও উজ্জ্বল নাই।

শ্রীবৃন্দানদাস ঠাকুর মহাশয় অনেক সময় দেনুড়েই ছিলেন। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের সংসার-পরিগ্রহের কোন কথা আমরা শুনিতে পাই নাই। তিনি চারিটী শিষ্যের মধ্যে শ্রীরামহরি-নামক একটী উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে স্বীয় দেন্দুড়াস্থিত সম্পত্তিসমূহের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। তাঁহার বংশধরগণই এখনও শ্রীঠাকুর মহাশয়ের দেনুড়পাট বাটীতে অবস্থান করিয়া সেবা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। রামহরি স্বয়ং সংস্কারসম্পন্ন হইয়া দীক্ষিত হইলেও কালপ্রভাবে অবৈষ্ণব স্মার্ত্তাচারের প্রাবল্যে তদীয় অধস্তনগণ কয়েক পুরুষ হইতে স্মার্ত্তশাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া সামাজিক সদাচার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পিতৃকুলের অধিক পরিচয় না পাওয়া গেলেও তিনি রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত ছিলেন, জানা যায়। মাতৃকুল শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের একান্ত আশ্রিত এবং সর্ব্বপ্রধান গৃহস্থ-বৈষ্ণব বলিয়া সেই পরিচয়েই তিনি বৈষ্ণবজগতে ও গৌড়ীয়-সাহিত্যিক-সমাজে পরিচিত।

শ্রীনারায়ণীর গর্ভজাত ঠাকুর মহাশয় ভক্তিশাস্ত্রে প্রগাঢ় প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন এবং বৈষ্ণবাচারে অবস্থিত হইয়া বৈষ্ণব-গুরুবর্গের মহিমা প্রচার করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা-বিশিষ্ট ছিলেন।

বৈষ্ণব-বিদ্বেষী স্মার্ত্তসমাজ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি বিদ্বেষপরবশ হইয়া শ্রীনিত্যানন্দদাস শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে বৈষ্ণববিরেধী স্মার্ত্তসমাজের উন্নত চূড়ায় স্থান দেন নাই। ছলনামূলে তাঁহার কুলগত কুৎসা-প্রচারাদিমুখে নানা অসৎকথার অবতারণা পর্য্যন্তও করিতে ত্রুটী করেন নাই।

শ্রীগৌরসুন্দরের নবদ্বীপ-পরিহারের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে শ্রীঠাকুরমহাশয়ের মাতা নারায়ণী চারিবৎসর বয়সের বালিকা মাত্র। সেই সময় তিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের স্নেহ-দৃষ্টিতে সম্বর্দ্ধিতা ছিলেন। পরবর্ত্তিসময়ে তিনি শ্রীমালিনীদেবীর পিত্রালয়ে পতিগৃহ লাভ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনদাসের পৌগণ্ডকাল পর্য্যন্ত পুত্ররত্নের পালনাদি করিয়াছিলেন। সামাজিক স্মার্ত্তগণের কুহকে পড়িয়া কোন কোন রাঢ়দেশীয় অনভিজ্ঞ প্রাকৃত-সাহজিক বৈষ্ণবব্রুবগণ তাঁহাকে তাৎকালিক ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে পৃথক্ বুদ্ধি করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, তিনি প্রকৃত শুদ্ধ ব্রাহ্মণ-সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া পরমার্থ-বিরোধী স্মার্ত্তসমাজের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। এই মহাত্মার রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-প্রকটিত শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মপ্রচারে ঠাকুর মহাশয় সর্ব্বোত্তম দিক্‌পাল। যে সময়ে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পুত্র বলরামের সন্তান মধুসূদনের পুত্র রাধারমণ শান্তিপুরে বাস করিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রচারিত পারমার্থিকধর্ম্মের উৎসাদন-মানসে বন্দ্যঘটীয় শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য-পুত্রের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং যে সময়ে বীরচন্দ্রপ্রভুর পুত্রপ্রতিম শিষ্য-ত্রয় স্মার্ত্তশাসনের করাল কবলে নিগৃহীত হইয়া পঞ্চোপাস্যের অন্যতম ত্রিপুরা-সুন্দরীকে শ্রীশ্যামসুন্দর-বিগ্রহের সম-সিংহাসনে রাখিতে বাধ্য হন, এবং রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ সামাজিক বিধি-অনুসারে বারেন্দ্রের সহিত গঙ্গা ঠাকুরাণীর যৌনসম্বন্ধকে রাঢ়ীয় শ্রেণীতে গঙ্গোপাধ্যায়কুলে পরিণত করিবার কথা আলোচিত হয় এবং শ্রীপ্রভু-নিত্যানন্দের মৈথিল-ব্রাহ্মণকুল হইতে বড়গাছী রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ সরখেলকুলে উদ্বাহের কথা আলোচিত হয়, সেই সময় শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর প্রভৃতিকে দীক্ষা বিধানদ্বারা দৈক্ষ্যসাবিত্র্যব্রাহ্মণকুলে গ্রহণ প্রভৃতি বিচারের প্রতিকূল চেষ্টাসমূহ শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ের বৈষ্ণবসমাজের প্রতিষ্ঠা-সংবর্দ্ধনে নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকতা করিয়াছিল। তথাপি গৌড়ীয়-সাহিত্যিকসূর্য্য শ্রীনিত্যানন্দৈকপ্রাণ গৌরভক্তাগ্রণী ঠাকুর মহাশয়কে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে সত্যকথা লিপিবদ্ধ করিতে নিরস্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যভাগবত বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ঠাকুর মহাশয়ের কথিত নিরস্তকুহক সত্য হইতে বিপথগামী হইতে পারেন না।

শ্রীল ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিভিন্ন স্থানে ভক্তি-সিদ্ধান্তের অপূর্ব্ব সামাজিক মীমাংসা স্বর্ণাক্ষরে খচিত আছে। শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দে তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি অতুলনীয়া। সমগ্র জগৎ, ভারতবর্ষ, গৌড়দেশ, শ্রীনবদ্বীপধাম

প্রভৃতির কোন বিদ্বন্মণ্ডলী বা তাৎকালিক সমাজ তাঁহার কেশ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। পরবর্ত্তিকালে তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিবার প্রবল চেষ্টা-কল্পে তাঁহার ব্যক্তিগত কুল ও ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার প্রসন্নচিত্তত্বের প্রতি কটাক্ষ করিতে দ্বিধা করেন নাই।

শ্রীঠাকুর মহাশয়ের সর্ব্বদৃগুণাবলীকে আক্রমণ করিবার জন্য কদর্য্যস্বভাব লোকের অভাব নাই। এই বৈষ্ণব-বিদ্বেষিভাব পোষণ করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুর মহাশয় ও তাঁহার নিত্যদাসগণ অবৈষ্ণবের প্রতি নিতান্ত বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিয়া শ্রীগৌর-প্রচারিত সহিষ্ণুতাধর্ম্মের আদর্শে ও তৃণাদপি সুনীচ ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যে অনভিজ্ঞ লোকের প্রীতি আকর্ষণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনদাসগণ তদুত্তরে বলেন যে, এইরূপ সমালোচনা করিতে গিয়া তাদৃশ কদর্য্যস্বভাব ভক্তিবিরোধি-জনগণ সাহিত্যিকের বেশে নৈতিকের পীঠে আরোহণপূর্ব্বক যে লোক-প্রতারণাকার্য্যে বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন, তাহা তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের পরিচয়মাত্র। সুকৃতির অভাব হইলেই এই প্রকার গুরুবৈষ্ণবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবার দুঃসাহসে প্রবৃত্তি হয়। বিশ্বজনীন সার্ব্বভৌমিক প্রেমধর্ম্মের সহিত অপ্রীতিকর বিরোধ-ধর্ম্মের সমন্বয়-প্রয়াস হইতেই সৎসাম্প্রদায়িকের প্রতি অবিবেচক সমন্বয়বাদী যে কুতর্ক উপস্থাপিত করেন, তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক ও মৎসরতামূলে উদ্ভূত। শ্রীঠাকুরমহাশয়ের কায়মনোবাক্য গুরুনিত্যানন্দ-সেবায় সম্পূর্ণভাবে বিভাসিত, সুতরাং তাঁহার অনুষ্ঠানাবলীতে দোষারোপ করিবার সামর্থ্যভার সাহিত্যিককে বা অনভিজ্ঞ নীতিবাদীকে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ন্যস্ত করেন নাই। এই সকল সমালোচক যে কালে জাগতিক ষড়রিপুর আধারে যথেচ্ছাচার-নৃত্য হইতে বিরত হইবেন, সেই সময়ই তাঁহারা শ্রীঠাকুরমহাশয়কে শ্রীগৌড়ীয়গণের একমাত্র গুরুদেব বলিয়া জানিতে পারিবেন এবং স্ব-স্ব গুর্ব্বপরাধ জন্য অনুতপ্ত হইবেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের লিখনী-প্রণালী প্রাঞ্জল ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের চরিত্র-বর্ণনে; শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রকটকালীয় সামাজিক অবস্থা-বর্ণনে; ভোগিপাল, যোগিপাল ও মহীপাল প্রভৃতির গীতাদির সাহিত্যিক স্থান-নির্দ্দেশে; তাৎকালিক ব্রাহ্মণগণের "কালে ভদ্রে পুণ্ডরীকাক্ষ" প্রভৃতি নামগ্রহণ-বর্ণনে; শ্রীগৌরসুন্দরের ঐশ্বর্য্য ও মহিমা প্রভৃতি অঙ্কনে, শ্রীঠাকুর মহাশয় যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে

গৌড়ীয়-সাহিত্যের সৌন্দর্য্যদ্রষ্টৃগণ সাহিত্য-মন্দিরে বসিয়াও অলৌকিক প্রীতিলাভ করিবেন। সাহিত্যমন্দিরে প্রবেশার্থিগণও গৌড়মণ্ডলের অধিবাসিগণের মায়িক ভোগবৃত্তি ব্যতীত বৈকুণ্ঠের সাহিত্যগত বিচিত্রতা লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইবেন। গৌড়ীয়গণ কেবল গৌড়দেশবাসী নহেন, তাঁহারা গৌড়ীয়ভাষার সাহায্যে নিত্য গোলোকে অবস্থিত মুক্ত পরিকর-গণের ভাষায়ও নৈপুণ্য লাভ করিয়া আপনাদিগকে সেশ্বর গৌড়ীয় বলিয়া জানিতে পারিবেন।

শ্রীঠাকুরমহাশয়ের কথা আমাদিগের পূর্ব্বগুরুদেব শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্য শেষ করিলাম,—

ওরে মূঢ় লোক, শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য-লীলার ব্যাস—বৃন্দাবনদাস॥
বৃন্দাবনদাস কৈল 'চৈতন্যমঙ্গল'।
যাঁহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্য-নিতাইর যা'তে জানিয়ে মহিমা।
যা'তে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা॥
ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইঁহা জানি করিয়া উদ্ধার॥
'চৈতন্যমঙ্গল' শুনে যদি পাষণ্ডী, যবন।
সেহ মহা বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥
বৃন্দাবনদাস-পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি' তিঁহো তারিলা সংসার॥
নারায়ণী—চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস-বৃন্দাবন॥
তাঁ'র কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত-বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন॥

বৃন্দাবনদাস কৈল 'চৈতন্যমঙ্গল'।
তাহাতে চৈতন্য-লীলা বর্ণিল সকল ॥
সূত্র করি' সব লীলা করিল গ্রন্থন।
পাছে বিস্তারিয়া তাহার কৈল বিবরণ ॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন।
সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥
নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ-লীলা রহিল অবশেষ ॥
বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥
'চৈতন্য-লীলাতে ব্যাস'—বৃন্দাবনদাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ ॥ (আদি, ৮ম পঃ)
বৃন্দাবনদাস—নারায়ণীর নন্দন।
'চৈতন্যমঙ্গল' যিঁহো করিল রচন ॥
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্য-লীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবনদাস ॥ (আদি, ১১শ পঃ)
চৈতন্য-লীলার ব্যাস.—দাস বৃন্দাবন।
মধুর করিলা লীলা করিয়া রচন ॥ (আদি, ১৩শ পঃ)
চৈতন্যলীলার ব্যাস—দাস বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করোঁ তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ ॥
ভক্তি করি শিরে ধরি, তাঁহার চরণ।
শেষলীলার সূত্র এবে করিয়ে বর্ণন ॥ (মধ্য, ১ম পঃ)
সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্য-বিহার।
বৃন্দাবনদাস-মুখে অমৃতের ধার ॥
এ সকল লীলা শ্রীদাস বৃন্দাবন।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন উত্তম বর্ণন ॥
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি।
দম্ভ করি বর্ণি যদি নাহি তৈছে শক্তি ॥
চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিল বর্ণন।
সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন ॥

তাঁ'র সূত্রে আছে, তিঁহ না কৈল বর্ণন।
যথা কথঞ্চিৎ করি সে লীলা কথন॥
অতএব তাঁ'র পায়ে করি নমস্কার।
তাঁ'র পায় অপরাধ না হউক আমার॥ (মধ্য, ৪র্থ পঃ)

বৃন্দাবন-দাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
সেইসব লীলার আমি সূত্র মাত্র কৈল॥
তাঁ'র ত্যক্ত 'অবশেষ' সংক্ষেপে কহিল।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল॥
নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র—বৃন্দাবনদাস।
চৈতন্যলীলায় তেঁহো হয়েন 'আদিব্যাস'॥
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর॥
যে কিছু বর্ণিলুঁ, সেহ সংক্ষেপ করিয়া।
লিখিতে না পারেন, তবু রাখিয়াছেন লিখিয়া॥
চৈতন্যমঙ্গলে তেঁহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সেই বচন শুন, সেই পরম-প্রমাণে॥
সংক্ষেপে কহিলুঁ, বিস্তার না যায় কথনে।
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিলা বর্ণনে॥
চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সত্য কহেন, আগে ব্যাস করিলা বর্ণনে॥
চৈতন্য-লীলামৃত-সিন্ধু—দুগ্ধাব্ধি-সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি' তিঁহো কৈলা পান॥
তাঁর ঝারী-শেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
তাতেকে ভরিল পেট, তৃষ্ণা মোর গেলা॥ (অন্ত্য, ২০শ পঃ)

অকিঞ্চন—
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীমদ্ভাগবতের সুপ্রাচীনত্ব,
তদনুশীলনে অধিকার-নির্ণয় ও সৎসাম্প্রদায়িকতা

[ভারবাহী— সাম্প্রদায়িক ; সারগ্রাহী—অসাম্প্রদায়িক]

শাস্ত্র দুইপ্রকার, অর্থাৎ অর্থপ্রদ ও পরমার্থপ্রদ। ভূগোল, ইতিহাস, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, মানসবিজ্ঞান, আয়ুর্ব্বেদ, ক্ষুদ্র-জীব-বিবরণ, গণিত, ভাষাবিদ্যা, ছন্দবিদ্যা, সঙ্গীত, তর্কশাস্ত্র, যোগবিদ্যা, ধর্ম্মশাস্ত্র, দণ্ডবিধি, শিল্প, অস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যাই অর্থপ্রদ শাস্ত্রের অন্তর্গত। যে-শাস্ত্র যে-বিষয়কে বিশেষরূপে ব্যক্ত করে এবং তদনুযায়ী যে সাক্ষাৎ ফল উৎপন্ন করে তাহাই তাহার অর্থ। অর্থসকল পরস্পর সাহায্য করত অবশেষে আত্মার পরম-গতিরূপে যে পরমফল উৎপন্ন করে তাহাই পরমার্থ। যে শাস্ত্রে ঐ পরম ফল প্রাপ্তির আলোচনা আছে, তাহার নাম **পারমার্থিক শাস্ত্র**।

দেশ-বিদেশে অনেক পারমার্থিক শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ঋষিগণ অনেক দিবস হইতে পরমার্থ বিচার করিয়া অনেক পারমার্থিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে **শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্বপ্রধান**। ঐ গ্রন্থখানি অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকবিশিষ্ট। ঐ গ্রন্থে (ক) জগতের সমস্ত তত্ত্বই সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর-কথা, ঈশ-কথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—এই দশটি বিষয় বিচারক্রমে কোনস্থলে সাক্ষাদুপদেশ ও কোনস্থলে ইতিহাস ও অন্যান্য কথা উল্লেখে সমালোচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আশ্রয়-তত্ত্বই পরমার্থ। আশ্রয়-তত্ত্বনিতান্ত নিগূঢ় ও অপরিসীম। আশ্রয়তত্ত্ব জীবের পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ হইলেও মানবগণের বর্ত্তমান বদ্ধাবস্থায় ঐ অপ্রাকৃত তত্ত্ব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা কঠিন। এ বিধায় ভাগবত-রচয়িতা দশম তত্ত্ব স্পষ্টরূপে বোধগম্য করণাশয়ে পূর্ব্বোল্লিখিত নয়টী তত্ত্বের আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। (খ)

এবম্বিধ অপূর্ব্ব গ্রন্থ এ কাল পর্য্যন্ত উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই। স্বদেশ-বিদেশস্থ মানবগণকে ভারবাহী-সারগ্রাহীরূপ দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে **ভারবাহী** বিভাগই বৃহৎ। **সারগ্রাহী** মহোদয়গণের সংখ্যা অল্প। তাঁহারা স্বয়ং শাস্ত্র তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ আত্মার উন্নতি সাধন করেন।

(ক) অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥ (ভাগবত ২।১০।১)

(খ) দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥ (ভাগবত ২।১০।২)

পরমার্থতত্ত্বে সকল লোকেরই অধিকার আছে, কিন্তু আলোচকগণের অবস্থাক্রমে তাঁহাদিগকে তিন ভাগে বিভাগ করা যায়। * যাঁহাদের স্বাধীন বিচার-শক্তির উদয় হয় নাই, তাঁহারা কোমলশ্রদ্ধ নামে প্রথমভাগে অবস্থান করেন। বিশ্বাস ব্যতীত তাঁহাদের গতি নাই। শাস্ত্রকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঈশ্বর-আজ্ঞা বলিয়া না মানিলে তাঁহাদের অধোগতি হইয়া পড়ে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের স্থূলার্থের অধিকারী, সূক্ষ্মার্থ-বিচারে তাহাদের অধিকার নাই। যে পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গ ও সদুপদেশ দ্বারা ক্রমোন্নতি-সূত্রে তাঁহারা উন্নত না হন সে-পর্য্যন্ত তাঁহারা বিশ্বাসের আশ্রয়ে আত্মোন্নতির যত্ন পাইবেন। বিশ্বস্ত বিষয়ে যুক্তিযোগ করিতে সমর্থ হইয়াও যাঁহারা পারংগত না হইয়াছেন তাঁহারা যুক্ত্যধিকারী বা মধ্যমাধিকারী বলিয়া পরিগণিত হন। পারংগত পুরুষেরা সর্ব্বার্থসিদ্ধ। তাঁহারা অর্থসকলদ্বারা স্বাধীনচেষ্টাক্রমে পরমার্থ-সাধনে সক্ষম। ইঁহাদের নাম উত্তমাধিকারী।

এই ত্রিবিধ আলোচকদিগের মধ্যে এই গ্রন্থের অধিকারী কে, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। কোমলশ্রদ্ধ মহোদয়গণ ইহার অধিকারী নহেন। কিন্তু ভাগ্যোদয়ক্রমে ক্রমশঃ উচ্চাধিকার প্রাপ্ত হইয়া পরে অধিকারী হইতে পারেন। পারংগত মহাপুরুষদিগের এই গ্রন্থে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকরণ ব্যতীত আর কোন সাক্ষাৎ প্রয়োজন নাই। তথাপি এতদ্‌গ্রন্থালোচনদ্বারা মধ্যমাধিকারীদিগকে উন্নত করিবার চেষ্টায় এই গ্রন্থের সমাদর করিবেন। অতএব মধ্যমাধিকারী মহোদয়গণ এই গ্রন্থের যথার্থ অধিকারী।

শ্রীমদ্ভাগবতে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ লোকেরই অধিকার আছে। ঐ অপূর্ব্ব গ্রন্থের প্রচলিত টীকা-টিপ্পনীসকল প্রায় কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের উপকারার্থ বিরচিত হইয়াছে। টীকা-টিপ্পনীকারেরা অনেকেই সারগ্রাহী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যতদূর কোমলশ্রদ্ধদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ততদূর মধ্যমাধিকারীদিগের প্রতি করেন নাই। যে যে-স্থলে জ্ঞানের চর্চ্চা করিয়াছেন, সেই সেই-স্থলে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের উল্লেখ থাকায় বর্ত্তমান যুক্তিবাদীদিগের উপকার হইতেছে না। সম্প্রতি অস্মদ্দেশীয় অনেকে বিদেশীয় শাস্ত্র ও বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া তাৎপর্য্য অন্বেষণ করেন। পূর্ব্বোক্ত কোমলশ্রদ্ধ

---

* যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরাংগতঃ।
তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ (ভাগবত ৩।১।১৭)

পুরুষগণের উপযোগী টীকা-টীপ্পনী ও শাস্ত্রকারের পরোক্ষবাদ * দৃষ্টি করিয়া তাঁহারা সহসা হতশ্রদ্ধ হইয়া, হয় কোন বিজাতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, অথবা তদ্রূপ কোন ধর্ম্মান্তর সৃষ্টি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হন। ইহাতে শোচনীয় (বিষয়) এই যে, পূর্ব্বমহাজনকৃত অনেক পরিশ্রমজাত অধিকার হইতে অধিকারান্তর গমনোপযোগী সমাক্ সোপান পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরর্থক কালক্ষেপজনক সোপানান্তর গঠনে প্রবৃত্ত হন। মধ্যমাধিকারীদিগের শাস্ত্র-বিচারের জন্য যদি কোন গ্রন্থ থাকিত তাহা হইলে আর উপধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম, বৈধর্ম্ম ও ধর্ম্মান্তরের কল্পনারূপ বৃহদনর্থ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিত না। উপরোক্ত অভাব পরিপূরণ করাই এই শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ এই শাস্ত্রদ্বারা কোমলশ্রদ্ধ, মধ্যমাধিকারী ও উত্তমাধিকারী ত্রিবিধ লোকেরই স্বতঃ পরতঃ উপকার আছে। অতএব তাঁহারা সকলেই ইহার আদর করুন।

পরমার্থতত্ত্বে সাম্প্রদায়িকতা স্বভাবতঃ হইয়া পড়ে। আচার্য্যগণ যখন প্রথমে তত্ত্ব-নিরূপণ করিয়া শিক্ষা দেন, তখন সাম্প্রদায়িকতাদ্বারা তাহা দূষিত হয় না, কিন্তু কালক্রমে পরম্পরা-প্রাপ্ত বিধিসকল দৃঢ়মূল হইয়া সাধ্যবস্তুর সাধনোপায় সকলকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়। (অ) যে মণ্ডলে যে-বিধি চলিত হইয়াছে, তাহা ভিন্ন মণ্ডলে না থাকায় এক মণ্ডল অন্য মণ্ডল হইতে ভিন্ন হইয়া যায় ও ক্রমশঃ স্ব-স্ব উপাধি ও উপকরণসকলকে অধিক মান্য করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলীয় ব্যক্তিগণকে ঘৃণা করত অপদস্থ জ্ঞান করে। এই সম্প্রদায়-লক্ষণটী প্রাচীনকাল হইতেই সর্ব্বদেশে দৃষ্ট হয়। কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের মধ্যে ইহা অত্যন্ত প্রবল। মধ্যমাধিকারীরাও কিয়দংশে ইহাকে বরণ করেন। উত্তমাধিকারীগণের সাম্প্রদায়িকতা নাই।

লিঙ্গনিষ্ঠাই সম্প্রদায়ের প্রধান চিহ্ন। লিঙ্গ তিনপ্রকার অর্থাৎ আলোচক-গত, আলোচনাগত ও আলোচ্যগত। সাম্প্রদায়িক সাধকগণ কতকগুলি বাহ্যচিহ্ন স্বীকার করেন; তাহাই আলোচকগত লিঙ্গ। মাল্যতিলকাদি,

---

* পরোক্ষবাদবেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হগদং যথা॥ (ভাগবত ১১।৩।৪৪)

(অ) যথাপ্রকৃতি সর্ব্বেষাং চিত্রা বাচঃস্রবন্তি হি॥
এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে॥ (ভাগবত ১১।১৪।৭-৮)

গেরুয়া বস্ত্রাদি ইহাদের উদাহরণ। উপাসনা-কার্য্যে যে-সকল ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ণীত হয়, তাহাই আলোচনাগত লিঙ্গ। যজ্ঞ, তপস্যা, হোম, ব্রত, স্বাধ্যায় ঈজ্যা, দেবমন্দির, বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ-নদ্যাদির বিশেষ বিশেষ পাবিত্র্য মুক্তকচ্ছতা, আচার্য্যাভিমান, বদ্ধকচ্ছতা, চক্ষুনিমীলন, বিশেষ বিশেষ পুস্তকাদির সম্মাননা, আহারীয় বস্তুসমুদয়ে বিধি নিষেধ, বিশেষ বিশেষ দেশকালের পবিত্রতা ইত্যাদি ইহার উদাহরণ। পরমেশ্বরের নিরাকার-সাকার-ভাবস্থাপন, ভগবদ্ভাবের নির্দ্দেশক-নিরূপণ অর্থাৎ মূর্ত্ত্যাদি স্থাপন, তাঁহার অবতার-চেষ্টা-প্রদর্শন ও বিশ্বাস, স্বর্গ-নরকাদির ভাবনা, আত্মার ভাবী অবস্থা বর্ণন ইত্যাদি আলোচ্যগত লিঙ্গের উদাহরণ।

এই সকল পারমার্থিক-চেষ্টা-নির্গত লিঙ্গদ্বারা সম্প্রদায়বিভাগ হইয়া উঠে। পরন্তু দেশভেদে, কালভেদে, ভাষাভেদে, ব্যবহারভেদে, আহারভেদে, পরিধেয় বস্ত্রাদিভেদে ও স্বভাবভেদে যে-সকল ভিন্নতা উদয় হয়, তদ্দ্বারা জাত্যাদি ভেদ-লিঙ্গসকল পারমার্থিক লিঙ্গ সকলের সহিত সংযোজিত হইয়া ক্রমশঃ একদল মনুষ্যকে অন্যদল হইতে এরূপ পৃথক্ করিয়া তুলে যে, তাহারা যে মানবজাতিত্বে এক, এরূপ বোধ হয় না। এবম্বিধ ভিন্নতাবশতঃ ক্রমশঃ বাগ্বিতণ্ডা, পরস্পর আহারাদি পরিত্যাগ, যুদ্ধ ও প্রাণনাশ পর্য্যন্ত অপকার্য্য দৃষ্ট হয়। কনিষ্ঠাধিকারী অর্থাৎ কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের মধ্যে ভারবাহিত্ব প্রবল হইলে এই শোচনীয় ঘটনা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। যদি সারগ্রাহী প্রবৃত্তি স্থান প্রাপ্ত হয়, তবে লিঙ্গাদিজনিত বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত না হইয়া কোমলশ্রদ্ধ পুরুষেরা উচ্চাধিকার-প্রাপ্তির যত্ন পাইয়া থাকেন। মধ্যমাধিকারীরা বাহ্য লিঙ্গ লইয়া ততদূর বিবাদ করেন না, কিন্তু জ্ঞানগত লিঙ্গাদি-দ্বারা তাঁহারা সর্ব্বদা আক্রান্ত থাকেন। কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের লিঙ্গ-সকলের প্রতি সময়ে সময়ে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন। আরাধ্যবস্তু নিরাকার—এই তর্কগত আলোচ্য-নিষ্ঠ লিঙ্গ স্থাপনার্থ তাঁহারা কনিষ্ঠাধিকারীদিগের প্রতিষ্ঠিত আলোচ্যগত লিঙ্গ অর্থাৎ মূর্ত্ত্যাদির অপ্রতিষ্ঠ করিয়া থাকেন। * এস্থলে তাঁহাদের ভারবাহিত্বকেই কারণ বলিয়া লক্ষ্য হয়। কেন না যদি তাঁহাদের উচ্চাধিকার প্রাপ্তির জন্য সারগ্রাহী চেষ্টা থাকিত, তাহা হইলে উভয় লিঙ্গের সাম্বন্ধিক সম্মাননা করিয়া লিঙ্গাতীত বস্তু

* মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথা কর্ম্ম যথা রুচিঃ॥ (ভাগবত ১১।১৪।৯)

জিজ্ঞাসার উপলব্ধি করিতেন। বস্তুতঃ ভারবাহিত্বক্রমেই লিঙ্গবিরোধ উপস্থিত হয়।

সারগ্রাহী মহোদয়গণ অধিকার-ভেদে লিঙ্গভেদের আবশ্যকতা বিচার-পূর্ব্বক স্বভাবতঃ নির্বৈর ও সাম্প্রদায়িক বিবাদ সম্বন্ধে উদাসীন হন। * এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারীদিগের মধ্যে সারগ্রাহী ও ভারবাহী উভয়বিধ মনুষ্যই লক্ষিত হয়। ভারবাহী লোকেরা যে এই শাস্ত্র আদর করিবেন, এরূপ আশা করা যায় না। লিঙ্গবিরোধবিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমোন্নতি-বিধির আদর করিলে কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারী সকলেই সারগ্রাহী হইয়া থাকেন। তাঁহারা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ও প্রিয় বান্ধব। জন্ম বা বাল্যকালে উপদেশবশতঃ পূর্ব্ব হইতে আশ্রিত কোন বিশেষ সম্প্রদায়-লিঙ্গ স্বীকার করিয়াও সারগ্রাহী মহাপুরুষগণ কার্য্যতঃ উদাসীন ও অসাম্প্রদায়িক থাকেন।

যে-ধর্ম্ম এই শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত ও ব্যাখ্যাত হইবে, তাহার নামকরণ করা অতীব কঠিন। কোন সাম্প্রদায়িক নামে উল্লেখ করিলে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ হইবার সম্ভব। অতএব এই সনাতন-ধর্ম্মকে সাত্বত ধর্ম্ম বলিয়া ভাগবতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন (অ)। ইহার অপর নাম **বৈষ্ণব-ধর্ম্ম**। ভারবাহী-গণ শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব—এই পঞ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ বিরল, অতএব অসাম্প্রদায়িক।

মানবগণের প্রবৃত্তি দুই প্রকার অর্থাৎ আর্থিক ও পারমার্থিক। আর্থিক প্রবৃত্তি হইতে দেহপোষণ, গেহনির্ম্মাণ, বিবাহ, সন্তানোৎপাদন, বিদ্যাভ্যাস, ধনোপার্জ্জন, জড়বিজ্ঞান, শিল্পকর্ম্ম, রাজ্য ও পুণ্যসঞ্চয় প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য নিঃসৃত হয়। পশু ও মানবগণের মধ্যে অনেকগুলি কর্ম্মের ঐক্য আছে, কিন্তু মানবগণের আর্থিকচেষ্টা পশুদিগের নৈসর্গিক চেষ্টা হইতে শ্রেষ্ঠ। সমস্ত আর্থিক-চেষ্টা ও কার্য্য করিয়াও মানবগণ স্বধর্ম্মাশ্রয়ের চেষ্টা না করিলে তাহারা দ্বিপদ পশু বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়! শুদ্ধ আত্মার নিজধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলা যায়। শুদ্ধ অবস্থায় জীবের স্বধর্ম্ম প্রবলরূপে প্রতীয়মান হয়। বৃদ্ধাবস্থায়

---

*. অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ॥ (১১।১৪।১৩)

খ) ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো।
নির্ম্মৎসরাণাং সতামিত্যাদি॥ (ভাগবত ১।১।২)

ঐ স্বধর্ম্ম পারমার্থিক চেষ্টারূপে পরিণত আছে। পূর্ব্বোল্লিখিত অর্থসমস্ত পারমার্থিক চেষ্টার অধীন হইয়া তাহার কার্য্য সাধন করিলে অর্থসকল চরিতার্থ হয়, নতুবা তাহারা মানবগণের সর্ব্বোচ্চতা সম্পাদন করিতে পারে না। (ক) অতএব কেবল অর্থচেষ্টা হইতে পরমার্থচেষ্টার উদয়কালকে ঈষৎ সাম্মুখ্য বলা যায়। ঈষৎ সাম্মুখ্য হইতে উত্তমাধিকার পর্য্যন্ত অসংখ্য অধিকার লক্ষিত হয় (খ)।

যাঁহারা নিজ ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া অন্যান্য ধর্ম্মকে বিধর্ম্ম বা উপধর্ম্ম বলেন, তাঁহারা কুসংস্কারপরবশ হইয়া সত্য নির্ণয়ে অক্ষম। বস্তুতঃ অধিকারভেদে সাম্বন্ধিক ধর্ম্মকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বলিতে হইবে। কিন্তু স্বরূপ-ধর্ম্ম একমাত্র মানবগণের সাম্বন্ধিক অবস্থায় সাম্বন্ধিক ধর্ম্মসকলকে অস্বীকার করা সারগ্রাহীর কার্য্য নহে। অতএব সাম্বন্ধিক ধর্ম্ম সকলের যথাযোগ্য সম্মান করিয়া আমরা স্বরূপ-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিচার করিব।

সাত্বত বা অসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবধর্ম্মই (গ) স্বরূপ-ধর্ম্ম অর্থাৎ জীবের নিত্য ধর্ম্ম। কিন্তু মায়াবাদ-সম্প্রদায়-মধ্যে যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়, তাহা এই স্বরূপ-ধর্ম্মের গৌণ অনুকরণমাত্র। সেই সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নির্গুণ অর্থাৎ মায়াবাদশূন্য হইলেই সাত্বত-ধর্ম্ম হয়। সাত্বত-ধর্ম্মে যে দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত ভেদে সম্প্রদায়-ভেদ, তাহা বৈষ্ণব-তত্ত্বের বিচিত্র ভাবের পরিচয় মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে কোন মূল-তত্ত্বভেদ-জনিত সম্প্রদায়-ভেদ নয়। মায়াবাদই ভক্তি-তত্ত্বের বিপরীত ধর্ম্ম। যে বৈষ্ণবেরা মায়াবাদ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব ন'ন।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

(ক) ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ (ভাগবত ১।২ ৮)

(খ) ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। (ঋগ্বেদ ১।২২।২০)

(গ) ঈষৎ সাম্মুখ্যমারভ্য প্রীতিসম্পন্নতাবধিঃ।
অধিকারা হ্যসংখ্যেয়াঃ গুণাঃ পঞ্চবিধা মতাঃ॥ (দত্তকৌস্তুভম্)

তমঃ, রজস্তমঃ, রজঃ, রজঃসত্ত্ব ও সত্ত্ব এই পাঁচটি গুণ ক্রমে পাঁচ প্রকার ধর্ম্ম মানবগণের পঞ্চ স্থূল স্বভাব হইতে উদয় হয়। স্বভাব ও গুণ-বিচারে অর্থবাদী পণ্ডিতেরা গুণের নীচতা হইতে উচ্চতা পর্য্যন্ত পাঁচটী স্থূল বিভাগ করিয়াছেন।

ভগবদ্ভক্তি-বিধি ও নিষেধ

দেবর্ষি নারদের নিকট শ্রীমহাদেবের উক্তি—

শ্রীগুরোরুপদেশেন ভগবদ্ভক্তিতৎপরৈঃ ।
যথাকার্য্যং স্বকরণৈর্ভগবৎ পাদসেবনম্ ॥
বাচোচ্চারো হরের্নাম্নাং কর্ণাভ্যাং কর্ম্মণাং শ্রুতিঃ ।
হস্তাভ্যাং ভগবদ্দেহপ্রতিমাদিষু সেবনম্ ॥
জিহ্বয়া ভগবদ্ভক্তনৈবেদ্যহরণং মুদা ।
নাসয়া কৃষ্ণপাদাব্জলগ্নগন্ধানুজিঘ্রণম্ ॥
ভগবদ্গাত্রনির্ম্মাল্যহরণং শিরস তথা ।
দৃষ্ট্যা বিষ্ণুজনাদীনামীক্ষণং সাদরেণ চ ॥
মনসা ভগবদ্রূপচিন্তনং শিরসোরসা ।
বাহুপাদাদিভির্বিষ্ণোর্বন্দনং পরয়া মুদা ॥
অর্থাদীনামানয়নমীশ্বরার্থেন সর্ব্বশঃ ।
এতৈঃ স্বসাধনৈর্নিত্যং ভগবৎ পাদসেবনম্ ॥
আশু সম্পাদ্যতে ভক্তিঃ কৃষ্ণে পরমপুরুষে ॥
স্বাভাবিকীরতিরভূৎ সা বৈ ভাগবতী মতা ।
এতদ্ভক্তিপরো বিপ্র চাতুর্ব্বর্গ্যং ন মন্যতে ।
তস্যামন্তঃ সর্ব্বসুখমধিকং বাপি লভতে ॥

—সাত্বততন্ত্র ৪র্থ, পটল

ভগবদ্ভক্তিতৎপর ব্যক্তিগণের শ্রীগুরুদেবের উপদেশানুসারে ভগবৎপাদপদ্ম-সেবার্থ ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যাহা কর্ত্তব্য তাহা শ্রবণ কর। বাক্যদ্বারা শ্রীহরির নাম উচ্চারণ, কর্ণদ্বয়ের দ্বারা শ্রীহরির লীলাদি শ্রবণ, হস্তদ্বারা শ্রীহরি-প্রতিমার সেবা, জিহ্বাদ্বারা ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ, নাসিকা-দ্বারা কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-লগ্ন তুলসী-পুষ্পাদির গন্ধগ্রহণ, মস্তকে ভগবদঙ্গে অর্পিত নির্ম্মাল্য-ধারণ, দৃষ্টিদ্বারা সাদরে বিষ্ণুজনের (বৈষ্ণবের) দর্শন, মনের দ্বারা ভগবদ্রূপ-চিন্তন, মস্তক, বক্ষঃ, বাহুপদাদিদ্বারা পরমপ্রীতির সহিত শ্রীহরির পাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণতি এবং ঈশ্বরার্থে অর্থাদি আনয়ন—এই সকল সাধনের দ্বারা নিত্য-ভগবৎপাদপদ্ম সেবা করিলে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে শীঘ্র ভক্তি লাভ করা যায়। তদ্দ্বারা স্বাভাবিকী ভাগবতী মতি হয়। এইপ্রকার ভক্তিমান্ জনের নিকট চাতুর্ব্বর্গ্য (ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ) বহুমানিত হয় না। তদপেক্ষা অধিক সুখও অন্য কোনপ্রকারে পাওয়া যায় না।

অতঃপর প্রেমময়ী ভক্তির কথা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শ্রবণ কর—

সদ্‌গুরোরুপদেশেন লব্ধ্বা সৎসঙ্গমাদৃতঃ।
চতুর্ব্বিধানাং শ্রীবিষ্ণোঃ কর্ম্মণাং শ্রবণং সতাম্॥
তেষ্বেবং কীর্ত্তনং তেষাং মনসা চাপি চিন্তনম্।
বচসা গ্রহণং তেষাং তৎপরাণাং প্রশংসনম্॥

শ্রীবিষ্ণুর নিমিত্ত সদ্‌গুরুর উপদেশক্রমে আদরের সহিত সৎসঙ্গে থাকিয়া চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম—ভগবন্নামরূপগুণলীলাদি কথা শ্রবণ, তাঁহাদের আনুগত্যে ভগবন্নামাদি কীর্ত্তন, মনে ভগবৎপাদপদ্ম চিন্তন, বাক্যের দ্বারা তাহা গ্রহণ এবং তৎপর (ভগবৎপর) জনের প্রশংসা—এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্মের দ্বারা প্রেমময়ী ভক্তি লাভ করা যায়।

যদ্যশক্তো ভবেৎ কীর্ত্তৌ স্মরণে চাপি সর্ব্বশঃ।
তদা তু ভগবন্নাম্নামাবৃত্তিং বর্ত্তয়েৎ সদা॥
সদা শশ্বৎ প্রীতিযুক্তো যঃ কুর্য্যাদেতদন্বহম্।
তস্যাশু ভক্তিঃ শ্রীকৃষ্ণে জায়তে সদ্ভিরাদৃতা॥
এবং প্রেমময়ীং লব্ধ্বা ভিত্ত্বা সংসারমাত্মনঃ।
আশু সম্পদ্যতে শান্তিং পরমানন্দদায়িনীম্॥

যদি ভগবৎ কীর্ত্তন-স্মরণাদিতে অসমর্থ হয়, তবে সর্ব্বদা প্রীতিযুক্ত হইয়া যে অনুদিন ভগবন্নাম উচ্চারণ করিতে পারে, তাহার সত্বর শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি জন্মায়। এইরূপ প্রেমময়ী ভক্তি লাভের দ্বারা সংসার-মমতা ত্যাগান্তে পরমানন্দদায়িনী শান্তি লাভ হয়।

শ্রীনারদ প্রশ্ন করিলেন—

বিধেয়ং কথিতং সর্ব্বং ত্বয়া বৈ সুরসত্তম।
নিষেধনীয়ং কিং বাত্র ভক্তিস্তম্ভকরং চ যৎ॥
হানিবৃদ্ধিকরং বাপি মুখ্যসাধনমেব চ।
কথয়স্ব মহাদেব শ্রদ্ধাসেবাপরয়া মে॥

হে সুরশ্রেষ্ঠ মহাদেব, আপনি ভক্তিলাভের বিধি কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে নিষেধ সম্বন্ধে উপদেশ করুন, যদ্দ্বারা ভক্তি শুদ্ধা হয়। হানিবৃদ্ধিকর মুখ্য, সাধনও শ্রদ্ধালুসেবাপরায়ণ আমাকে বলুন।

শ্রীমহাদেবের উক্তি—

ভক্তীনাং সাধনানাং যদ্‌বর্হিভূতং মহামুনে।
নিষেধনীয়-তত্তাসাং ভক্তানাং পুরুষোত্তমে॥

দেহপ্রবাহাদাধিক্যং বিষয়াদরণং চ যৎ।
ভক্তিস্তম্ভকরং প্রোক্তং ভক্তিনিষেধং দ্বিজোত্তম॥
সমাসেন ময়া প্রোক্তং নিষেধস্তম্ভনং তব।
ভক্তিঘ্নদোষং শৃণু তং সর্ব্বথা বর্জ্জনং নৃণাম্॥
নির্গুণায়াং প্রাণিহিংসা ভগবত্যামহঙ্কৃতিঃ।
প্রেমমর্য্যাং সতাং দ্বেষো ভক্তিনাশ করা ইমে॥
সর্ব্বভক্তিব্যতিকরঃ স্বগুরোর্বাগনাদরঃ।
দ্বেষেণ নরকং যাতি কুর্ব্বন্ ভক্তিমান্ দ্বিজ॥
দোষদৃষ্ট্যা দোষবান্ স্যাৎ তত্তৎ দোষফলং লভেৎ।
মর্ত্তাদৃষ্ট্যা কৃতং সর্ব্বং ভবেৎ কুঞ্জরশৌচবৎ॥
সর্ব্বসাধনমুখ্যা হি গুরুসেবা সদাদৃতা।
যয়া ভক্তির্ভগবতি হ্যঞ্জসা স্যাৎ সুখাবহা॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরোর্বাগাদরেণ বৈ।
কার্য্যা সৈব তু তৎসর্ব্বা ভগবদ্ভক্তিবর্দ্ধিনী॥

—সাত্বততন্ত্র, চতুর্থ পটল

ভক্তিসাধনের বহির্ভূত এবং নিষেধনীয় বিষয় শ্রবণ কর। দেহে আত্ম-বুদ্ধি ও বিষয়ে আদর ভক্তিস্তম্ভকর বলিয়া কথিত হয়। আমি তোমাকে সংক্ষেপে ভক্তিস্তম্ভকর বিষয় বলিয়াছি। প্রাণিহিংসা এবং ভক্তিমানের ভক্তির জন্য অহঙ্কার ও প্রেমময় সাধুর বিদ্বেষ—এই সকল ভক্তিনাশের কারণ। শ্রীগুরুর বাক্যে অনাদর সর্ব্বপ্রকার ভক্তিস্তম্ভকর। গুরুদেবকে বিদ্বেষ করিলে নরকে গমন করিতে হয়। গুরুর দোষদৃষ্টি করিলে নিজে দোষযুক্ত হয়। সেই দোষগুলি তাহাতে জন্মায় এবং গুরুকে মর্ত্তাবুদ্ধি করিলে সকল কার্য্যই হস্তীস্নানের মত মিথ্যা হয়। (হস্তীকে স্নান করাইলে সে তৎক্ষণাৎ স্বীয় অঙ্গে ধূলি ছড়াইয়া শরীরকে মলিন করে। সুতরাং তাহার স্নান বৃথা হয়।) আদরের সহিত গুরুসেবাই সর্ব্বসাধনের মধ্যে মুখ্য, যাহা দ্বারা শ্রীভগবানে শীঘ্রই ভক্তি লাভ করা যায়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে গুরুবাক্য আদরের সহিত পালন করিলে ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি হয়।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

স্কন্দপুরাণ-বিষ্ণুখণ্ডান্তর্গত

শ্রীপুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য

[শ্রীক্ষেত্র-মহিমা]

একদা মুনিগণ মহর্ষি জৈমিনিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—ভগবন্ ! আপনি সকল শাস্ত্রজ্ঞ ও সমুদয় তীর্থের মাহাত্ম্য অবগত। ইতিপূর্ব্বে তীর্থ-কথন-প্রস্তাবে পরম পবিত্রতাজনক পুরুষোত্তম-নামক সুমহৎ ক্ষেত্রটির উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ ক্ষেত্রে শ্রীপতি নারায়ণ মানবলীলা সাধনোদ্দেশ্যে দারুময় কলেবর পরিগ্রহণপূর্ব্বক বিরাজমান আছেন। যিনি দর্শন মাত্রেই সাক্ষাৎ মুক্তি ও সকল তীর্থের ফলপ্রদান করেন, সেই ক্ষেত্রটি কোন্ ব্যক্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে সবিস্তর বর্ণন করুন্। সেই সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ পরমপুরুষ জ্যোতিপ্রকাশ হইয়াও কি নিমিত্ত দারুময়রূপে সেই ক্ষেত্রে স্থিতি করিতেছেন। আপনার নিকট তৎশ্রবণে আমাদিগের কৌতুহল হইতেছে, যেহেতু আপনি পরমবাগ্মী ও সর্ব্বলোকের গুরু। মহর্ষি জৈমিনি মুনিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে মুনিগণ ! সেই পরমরহস্য ক্ষেত্রের বিবরণ পুরাকালে কার্ত্তিকেয় মহাদেবের মুখপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়া মন্দর-পর্ব্বতে সিদ্ধগণ ও দেবগণের সভাতে বর্ণন করিয়াছিলেন। আমি তখন সেই দেবদেব মহাদেবের পূজনার্থে তথায় গমন করিয়া কার্ত্তিকেয়-মুখ-বিনির্গত তৎসমুদয় যে-প্রকার শুনিয়াছিলাম, তাহা অবিকল বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

যাহারা বিষ্ণুপরায়ণ নহে, ইহা শুনিয়া তাহাদিগের মনে ভক্তিসঞ্চয় হয় না। কিন্তু তাহার বিবরণ কীর্ত্তনমাত্রেই সমুদয় তমোগুণ লয় প্রাপ্ত হয়। যদিও এই জগন্নাথ সর্ব্বব্যাপী সকলের কারণ এবং বহুপাপনাশক এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রও আছে, তথাপি ক্ষেত্রটি সেই মহাত্মা ভগবানের বপুঃস্বরূপ হওয়াতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছে। ঐ মহাত্মা স্বয়ং বিগ্রহধারী হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতেছেন এবং সেই ক্ষেত্রটি স্বনামে বিখ্যাত করিয়াছেন। সেই স্থানে যে ব্যক্তিরা অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয় ও যে ব্যক্তিরা বাস করিয়া গদাধরের সেই মূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের সৌভাগ্য বর্ণনাতীত।

সেই পরম রমণীয় আশ্চর্য্য ক্ষেত্রটি দশ যোজন বিস্তৃত ও তীর্থরাজ সমুদ্রের সলিল হইতে সমুত্থিত হইয়া বালুকা-রাশিতে বেষ্টিত। উহার মধ্যস্থল বৃহৎ

নীলপর্ব্বত দ্বারা পরিশোভিত আছে। অতিদূর হইতে ইহা পৃথিবীর একটি স্তন-স্বরূপ বলিয়া অনুভূত হয়। পুরাকালে বরাহবিগ্রহধারী নারায়ণ প্রলয়-জলে নিমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করিলে, ব্রহ্মা তাহাকে সর্ব্বতোভাবে পরি-শোভিত ও পর্ব্বতবেষ্টিত করিয়া সুন্দররূপ সুস্থিরা করিয়াছিলেন। তিনি চরাচর সৃষ্টিপূর্ব্বক তীর্থ ও ক্ষেত্রসকল যথাস্থানে নিবেশিত করিয়া সৃষ্টিভারে আপনাকে নিপীড়িত বোধে চিন্তা করিলেন যে, কি উপায় অবলম্বন করিলে আর আমার এই গুরুতর কার্য্যভার বহন করিতে না হয় এবং আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপে তাপিত জীবেরাই বা কি প্রকারে মুক্তিলাভ করিবে। এই প্রকারে চিন্তা করিতে করিতে প্রজাবৎসল প্রজাপতির মনে উদয় হইল যে, মুক্তির একমাত্র কারণ পরাৎপর পরমেশ্বর বিষ্ণুকেই স্তব করি।

এই মনে করিয়া ব্রহ্মা স্তব করিলেন,—হে শঙ্খ-চক্র-গদা-ধারিন্! আপনি জগতের আধার, আমি এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও স্বয়ং আপনার নাভিপদ্ম হইতে জন্মলাভ করিয়াছি। আমি আপনাকে নমস্কার করি। জগদাত্মন্! আপনার পরমাত্মস্বরূপ আপনিই জানেন। আপনারি মায়াতে এই নিখিল মহদাদি জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে। হে ভগবন্! আপনার নিশ্বাসবায়ু হইতে সমুত্থিত শব্দরূপ ব্রহ্ম (ওঁ তৎসৎ) এইরূপে ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছে। আমি তাহাই আশ্রয় করিয়া এই সকল ভুবন সৃজন করিয়াছি। তোমা হইতে স্থূল বা সূক্ষ্ম, দীর্ঘ অথবা হ্রস্ব কিছুই পৃথক্ নয়। যেমন সুবর্ণ বিকারপ্রাপ্ত হইলে বলয় প্রভৃতি অলঙ্কার জন্মে, সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়-বিভাগে অবস্থান্তর ভেদে আপনি এই সমুদায় চরাচরস্বরূপ হইয়াছেন। হে জগৎপ্রভো! তুমিই সৃজনকর্ত্তা, তুমিই আবার সৃষ্ট বস্তু হও, তুমি পালনকর্ত্তা এবং তুমিই আবার পালনীয় হও। তুমিই আধার, তুমিই আধেয় এবং তুমিই ধারণ-কর্ত্তা। সকল জীবেরাই তোমাকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে ও বিহিত-কর্ম্মফলানুরূপ অবস্থা লাভ করে। হে পরমেশ্বর! তুমিই জগতের গতি, তুমিই ভরণকর্ত্তা এবং তুমিই ইহার সাক্ষী। হে কৃপাময়! তুমি এই চরাচর জগতের গুরু ও সকল জীবেরই বীজস্বরূপ। হে জগন্নাথ! আমি নিয়ত তোমার শরণাগত, অদ্য আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

মহর্ষি জৈমিনি কহিলেন,—হে মুনিগণ! সেই নীলজলধর-সদৃশ শঙ্খ-চক্রাদিচিহ্নিত দীপ্তিবিশিষ্ট-মুখপঙ্কজ গরুড়ারোহী গরুড়ধ্বজ ভগবান্ বিষ্ণু এই-

প্রকারে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া তাঁকে কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে বিস্ফুরিতাধর হইয়া আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি যে নিমিত্ত আমাকে স্তব করিতেছ, তাহা আমার শক্তির অধীন নহে, যেহেতু স্বভাবসিদ্ধা অনাদি সুকঠিনা মায়া কর্ম্মরূপ বন্ধনদ্বারা দুশ্ছেদ্যা হইয়াছেন, অতএব সেই মায়ার প্রভাব থাকিতে কি প্রকারে মৃত্যু ও জন্ম পরিত্যাজ্য হইবে? হে অনঘ! তথাপি তোমার যদি এইরূপ নিতান্ত অধ্যবসায় জন্মিয়া থাকে, তবে যে নিয়মে মৃত্যু ও জন্ম না হয়, তাহার কারণ তোমাকে বলিতেছি।

এই অখিল জগৎ মৎস্বরূপ, আমিও যে, তুমিও সেই (তজ্জাতীয় বস্তু) যাহাতে তোমার রুচি, তাহাতে আমার রুচি হইবে, অন্যথা বিবেচনা করিও না। সমুদ্রের উত্তর তীরে মহানদী নদীর দক্ষিণ প্রদেশটি পৃথিবীর মধ্যে সকল তীর্থের ফল প্রদান করেন। হে ব্রহ্মন্! সেই স্থানে যে-মনুষ্যেরা বসতি করিতেছেন, তাঁহারাই সুবুদ্ধি এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফলভাগী হইয়াছেন। যাহাদিগের অল্পপুণ্য এবং আমাতে ভক্তি নাই, তাহারা সে-স্থানে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে না। একাম্রকানন ভুবনেশ্বর হইতে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরভূমি পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদক্ষেপের স্থান উত্তরোত্তর অপেক্ষাকৃত পবিত্র বলিয়া শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! সিন্ধুতীরে যে-স্থানে নীলপর্ব্বত বিরাজিত আছে, পৃথিবীর মধ্যে সেই স্থানটি গোপনীয় এবং তোমারও অতি দুর্লভ। তাহা দেবতা ও অসুরগণের দুর্ব্বিজ্ঞেয় এবং মদীয় মায়াতে আবৃত আছে।

আমি সকল সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেহধারণ করিয়া দেবগণ ও অসুরগণের সংসর্গ পরিহার করিয়া সেই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রেই নিত্য অবস্থিতি করি। এই ক্ষেত্রটি সৃষ্টি ও প্রলয়ের আক্রমণ হইতে বহির্ভূত। হে পিতামহ! এই স্থলে চক্রাদিচিহ্নিত আমার যে রূপ দর্শন করিতেছ, সেই ক্ষেত্রে গমন করিলে আমাকে তদ্রূপ দর্শন করিবে। নীলপর্ব্বতের মধ্যস্থলে অক্ষয় বটের মূল হইতে বায়ুকোণে যে রৌহিণনামক বিখ্যাত কুণ্ড আছে, তাহার তীরে আমাকে চর্ম্মচক্ষুদ্বারা দর্শন করিতে করিতে জীবেরা সেই কুণ্ডের জলে পবিত্র ও নিষ্পাপ হইয়া আমার সাযুজ্য লাভ করে। হে মহাভাগ ব্রহ্মন্! তুমি সেই সেই ক্ষেত্রে গমন কর। তথায় আমাকে দর্শনানন্তর ধ্যান করিতে করিতে ক্ষেত্রের পরম মহিমা স্পষ্টরূপে অবগত হইবে। তোমারও নিকট সেই মহিমা পরমাশ্চর্য্য বোধ হইবে। সেই স্থান শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণে

আমারই মায়াদ্বারা গোপিত হইয়া সকলের অগোচর রহিয়াছে। এইক্ষণে তোমার এই স্তবদ্বারা আমি প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব সেই ক্ষেত্রটি সকল ব্যক্তির গোচর হইয়া প্রকাশ পাইবে। নির্ম্মলস্বভাব ব্যক্তিদিগের ব্রত, তীর্থ, যজ্ঞ ও দানে যে-সকল ফল উক্ত আছে, সেই ক্ষেত্রে এক দিবারাত্রি মাত্র বাস করিলেই সেই সমুদায় ফল লাভ হয়। নিমেষমাত্র বাস করিলেও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়। হে বিপ্রগণ! সেই সময়ে প্রভু পুরুষোত্তম ব্রহ্মাকে এইরূপ আদেশপূর্ব্বক তদীয় দর্শন-পথ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

প্রকৃত পথ

ওহে মূঢ় পথিক্! উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে ত্বরিতপদে কোথায় চ'লেছ? ভেবে দেখেছ কি, কোথায় যেতে হবে? কিঞ্চিদধিক হাজার বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশঙ্করাচার্য্য ব'লে গেছেন,—

"কস্ত্বং বা কুত আয়াত।
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥"

অর্থাৎ হে কলিহত ভ্রাতঃ! তুমি কা'র কোথা হ'তে এ মরজগতে এসেছ—এ তত্ত্বকথা একবার চিন্তা ক'রে দেখ।

আবার কোন মহাজন গেয়েছেন,—

কে তুমি কোথায় ছিলে, কিবা কাজ করি' গেলে,
যাবে কোথায় শরীর পতনে?

হে জীবনযাত্রা-পথের পান্থ! তুমি এ সব চিন্তা করনি। এ সব তত্ত্ব চিন্তা করবার সময় কোথায়? 'অন্নচিন্তা চমৎকারা'। বিক্রমাদিত্য রাজার সভা-পণ্ডিত কালিদাসের মত ব্যক্তিরও 'অদ্য গৃহে তণ্ডুলং নাস্তি' শ্রবণে মস্তক ঘূর্ণিত হ'য়েছিল, সাধারণ মানব ত' কোন্ ছার! তত্রাচ যদি আমাদের আত্যন্তিক মঙ্গল কামনা হৃদয়ে থাকে, তবে শঙ্করাচার্য্যের বাণী অনুসরণ ক'রতেই হবে। এই নিদারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনেও আত্মতত্ত্বানুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবানের সৃষ্টি দুই প্রকার, যথা—স্থাবর ও জঙ্গম। তন্মধ্যে জঙ্গমের অন্তর্গত মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ। 'গম্' ধাতু থেকে জঙ্গম শব্দ নিষ্পন্ন হ'য়েছে অর্থাৎ জঙ্গম বল্‌তে 'গতিশীলতা' বুঝায়। 'কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। আমরা অনাদিকাল হ'তে ভগবদ্বহির্ম্মুখ অবস্থায় পরিভ্রমণ কর্‌ছি। যেদিন ভগবদ্ধামবিচ্যুত হ'য়েছি, সেদিন হ'তে জন্ম-মরণমালাচক্রে ঘূর্ণিত হ'চ্ছি।

"কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু সুখী, কভু দুঃখী কভু কীট. ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্তে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু॥"

আমাদের এই গতিশীলতা রুদ্ধ করবার কথা কি কখনও চিন্তা করি? যেমন একটা বাক্য (Sentence) লিখতে গেলে তার মধ্যে কমা, সেমিকোলন্ ও দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ থাকে, তদ্রূপ আমাদের জীবনযাত্রাপথে মৃত্যুই 'কমা' বা বিশ্রাম (Pause)। তারপরে চল্‌তে চল্‌তে যেদিন গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাব, সেই দিনই পূর্ণচ্ছেদ বা দাঁড়ি।

(এইরূপ)—'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
তাতে কৃষ্ণভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥' (চৈঃ চঃ মঃ)

তাই শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় দেখতে পাই—

"ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।"

অর্থাৎ সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষেরমূল অনাসক্তিরূপ শস্ত্রদ্বারা ছেদন ক'রে তারপর ভগবানের পাদপদ্ম অন্বেষণ কর্‌বে, যেখানে গেলে আর এ মর্ত্ত্য-ভুবনে ফিরে আস্‌তে হবে না। উহাই জীবের একমাত্র গন্তব্যস্থল (Goal)।

তাই বলি পথহারা পথিক! তুমি সৎপথ ছেড়ে কুপথের দিকে, দ্রুতগতিতে চ'লেছ। উত্তর আসিল—'যত মত, তত পথ' জগতে বিদিত আছে। এর যে কোন একটি মত বা পথ ধরলেই আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাব।

হে মূঢ়! একি কখন সম্ভব হয়? সব পথের লক্ষ্যস্থল কি সমান? ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণও বেদ-শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ কর্‌তে অসমর্থ হ'য়ে

কেহ কর্ম্মকে, কেহ জ্ঞানকে, কেহ যোগকে 'একমাত্র গ্রাহ্যমত' ব'লে নির্দ্দিষ্ট ক'রেছিলেন। শুদ্ধভক্তিপথই গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার একমাত্র সুপথ।

এ মরজগতের জড়-কবি গেয়েছেন—

মহাজ্ঞানী, মহাজন যে পথে ক'রে গমন
হ'য়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়।
সেইপথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্ত্তি-ধ্বজা ধ'রে
আমরাও হব বরণীয় ॥

এ মর্ত্তভূমিতে জড়রসের কবি প্রাকৃতজ্ঞানসম্পন্ন মনীষিকে 'মহাজ্ঞানী' ও দেশের-দশের হিতকারী ব্যক্তিকে 'মহাজন' আখ্যা দিয়েছেন; কিন্তু পারমার্থিক রাজ্যে তাঁহাদিগকে মহাজ্ঞানী-মহাজন ব'লে স্বীকার করা হয় নি। মহান অর্থাৎ ভূমা পুরুষ ভগবান্, তাঁহার সহিত সম্বন্ধজ্ঞান যাঁহার লাভ হ'য়েছে তিনিই মহাজ্ঞানী, আর যিনি মহতের আশ্রয়ে থেকে শব্দব্রহ্মে ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত, তিনিই **মহাজন**।

শাস্ত্রে দেখাযায়, কেবলমাত্র দ্বাদশ মহাজন, যথা—

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃকুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥ (ভাঃ ৬।৩।২০)

অর্থাৎ ব্রহ্মা, নারদ, শিব, সনৎকুমার, দেবহূতি-পুত্র কপিল, মনু, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব, প্রহ্লাদ ও যম।

শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বে দেখতে পাই,—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্যমতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥

অর্থাৎ তর্ক সহজেই প্রতিষ্ঠাশূন্য, শ্রুতিসমূহও ভিন্ন ভিন্ন, ঋষিগণের মতও পৃথক্ পৃথক্। এজন্য ধর্ম্মতত্ত্ব নিগূঢ়, সহজে বোধগম্য নহে। শাস্ত্র-গ্রন্থাদি পাঠদ্বারা ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন। সুতরাং যাঁকে সাধুগণ **মহাজন** ব'লে স্থির করেছেন, তিনি যে-পন্থাকে শাস্ত্রপথ ব'লে স্বীকার করেছেন, জগৎবাসীকে সেই পথই অবলম্বন ক'রতেই হবে।

মহাজনগণ শুদ্ধভক্তির পথই অনুসরণ ক'রেছেন। অতএব তাঁদের আদর্শে আমাদেরও অনুপ্রাণিত হ'তে হবে।

বেদে ও ভাগবতে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগপথের যে নিন্দা ক'রেছেন, তার কিছু প্রমাণ উল্লেখ করছি—

বেদে কর্ম্মনিন্দা—

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং পুনরেবাপি যান্তি॥

যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যাহা অনুষ্ঠিত হয়নি, তাদৃশ যজ্ঞরূপ নৌকা ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হ'বার পক্ষে খুব দৃঢ় নহে। কেননা ঐ সকল যজ্ঞমধ্যে অষ্টাদশ পুরুষোক্ত কর্ম্ম ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কৃত হয় না ব'লে উহা অত্যন্ত অপকৃষ্ট। যে-সমস্ত বিবেকহীন ব্যক্তি উহাকেই চরম কল্যাণের উপায় মনে করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

বেদে কেবলজ্ঞাননিন্দা—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

যিনি অবিদ্যার সেবা করেন, তিনি অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন এবং যিনি নির্ব্বিশেষ জ্ঞানরূপা বিদ্যাতে রত হন, তিনি তাহাপেক্ষা অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে প্রবিষ্ট হন।

শ্রীভাগবতেও জ্ঞাননিন্দা—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ (ভাঃ ১০।১৪।৪)

হে বিভো! যারা ধান্য পরিত্যাগ ক'রে তুষ (আগড়া) হ'তে তণ্ডুল (চাউল) পাবার জন্য তাকে আঘাত করে, ফলে কেবল কষ্টই পায়, সারবস্তু কিছুই মিলে না। তেমনি ভক্তিপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল-জ্ঞান লাভের চেষ্টায় ক্লেশমাত্র হ'য়ে থাকে।

শ্রীভাগবতে অষ্টাঙ্গাদিযোগ নিন্দিত—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাত্মা ন শাম্যতি॥ (ভাঃ ১।৬।৩৬)

মুকুন্দসেবনদ্বারা কাম-লোভাদি বশীভূত অশান্ত মন যেরূপ সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাদশ যোগমার্গদ্বারা সেরূপ শান্ত হয় না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও পরম করুণাময় ভগবান্ ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিয়েছেন, যথা—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ (গীঃ ৬।৪৬-৪৭)

অর্থাৎ ভক্তিযোগী তপস্বী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও। মদ্গতচিত্তে শ্রদ্ধাবান্ হ'য়ে যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার যোগিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিমত।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও প্রাপ্ত হই—

"জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশহেতু এক কৃষ্ণপ্রেমরস॥"
"ঐছে শাস্ত্রে কহে—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥"
"ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥"

উপসংহারে আমি ইহাই বল্‌তে চাই যে, শ্রীভগবান্‌কে পাবার যত পথই থাকুক না কেন, তন্মধ্যে ভক্তিমার্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীভক্তিমার্গ কোটিকণ্টকরুদ্ধ হ'লেও উদ্যমবিহীন হ'লে মনোরথ পূর্ণ হ'বে না।

সেজন্য বলি—পথিক! পথ হারিও না। মহাজননির্দ্দেশিত পথ ধ'রে এগিয়ে চলো। বর্ত্মপ্রদর্শক সদ্গুরুর চরণ আশ্রয় কর! তা'হলে নিশ্চয়ই অশোক-অভয়-অমৃত-আধারস্বরূপ শ্রীভগবৎপাদপদ্মে উপনীত হবে এবং চিরশান্তি লাভ কর্‌তে পার্‌বে। তাই গীতায় শুন্‌তে পাই—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ (গীঃ ১৮।৬২)

অর্থাৎ হে ভারত! তুমি সর্ব্বতোভাবে সেই ভগবানের শরণাপন্ন হও, তাঁর অনুগ্রহেই পরা শান্তি ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হ'বে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

শান্তি

ওহে ভ্রান্ত, পথ-শ্রান্ত, পথিক সুজন।
'শান্তি'' 'শান্তি' বরি' ভ্রান্তি, করিছ গমন॥
শান্তি-মণি চিন্তামণি সন্ধানে সতত।
মন-প্রাণ, ধন-জন, সঁপি হও রত॥
কিন্তু বল, অবিরল, যাঁহার লাগিয়া।
কর এত, ধরি' ব্রত, মিলে কি আসিয়া?
ওহে পান্থ, নহ শান্ত, যে-শান্তির তরে।
হেন শান্তি, সদা শান্তি, নহে কি বিচারে?
শুন স্বান্ত, চিত্ত শান্ত, হ'য়েছে যাঁহার।
তাঁর স্বান্তে, আদি অন্তে, শান্তি অধিকার॥

ভোগে শান্তি, জ্ঞানি' ভ্রান্তি, হে পথিকবর!
ত্যাগে প্রীতি, জ্ঞানে রতি করিছ অপর॥
কিন্তু দেখ, শাস্ত্র-লেখ, করিয়া বিচার।
'নেতি' 'নেতি', অনুভূতি, নহে কি আঁধার?
'কাক-বিষ্ঠা, বিশ্ব-নিষ্ঠা', বলি', বার বার।
বিশ্ব-স্রষ্টা, সর্ব্ব দ্রষ্টা, ত্যজি' সারাৎসার॥
যে অরতি, তব প্রীতি, করিছে ঘোষণা।
ওহে যতি! সে অরাতি, তাহা কি জান না?
সে বিরাগে, অনুরাগে, নাম 'শান্তি' যা'র!
স্ব-বিনাশে, সব নাশে, শান্তি নাশে আর॥
'শান্তি' 'শান্তি', চিত্ত-ভ্রান্তি, 'শান্তি' বুদ্ধিক্ষয়।
সেই ভ্রান্তি, হ'লে শান্তি, শান্তির উদয়॥
হে পথিক! সে শান্তিক শান্তি-চিন্তামণি।
স্থিত স্বান্তে রাধাকান্তে প্রীতি বলি' গণি॥

গৌড়ীয়ের অষ্টাবিংশ-বর্ষ

অষ্টাবিংশ-কলিতে শ্রীগৌরসুন্দরের শুভাবির্ভাবে বন্দনামুখে মঙ্গলাচরণ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** গৌড়ীয়োপাস্য স্বয়ং-ভগবান্ অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুকে** ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক অষ্টাবিংশ-বর্ষে শুভ-প্রবেশ করিলেন। ভগবান্ ত্রিবিধ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন। শক্তির তারতম্য ও কার্য্যের গৌরব বা চিদ্বৈশিষ্ট্য হেতু এই ত্রিবিধ ভেদ, যথা—**পুরুষাবতার, গুণাবতার** ও **লীলাবতার**। পুরুষাবতার ত্রিবিধ, গুণাবতার তিন প্রকার এবং লীলাবতারের মধ্যে ত্রিবিধ ভেদ **—কল্পাবতার, মন্বন্তরাবতার ও যুগাবতার**। শুক্ল, রক্ত, শ্যাম ও পীত—এই চারিটী যুগাবতার। ইহার মধ্যে **বৈবস্বত-মন্বন্তরে শ্যাম ও পীতের বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান**।

"সত্য,ত্রেতা,দ্বাপর,কলি চারিযুগ জানি। সেই চারিযুগে দিবা একযুগ মানি॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর। চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস-ভিতর॥
'বৈবস্বত' নাম এই সপ্ত মন্বন্তর। সাতাইশ চতুর্যুগ গেলে তাহার অন্তর॥
অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥
* * * *
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তামু নাম-সংকীর্ত্তন। চারিভাব-ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন॥
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে॥
যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥
এত ভাবি কলিকালে প্রথম-সন্ধ্যায়। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥

অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য

অন্যান্য কলিতে যুগাবতারদ্বারা যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু শ্রীগৌরচন্দ্র সকল কলিতে প্রকটিত হন না। ব্রহ্মার অহোরাত্রের মধ্যে তিনি একবার প্রকট-লীলা করেন। দুই কল্পে এক অহোরাত্র; দিবা বা সৃষ্টি এবং রাত্র বা প্রলয়-কালকে অহোরাত্র বলে। দিবাভাগের শেষ-সন্ধ্যায়—**শ্বেতবরাহ-কল্পে সপ্তমবৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে ব্রজের সহিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রকট-বিহার করেন, আর কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র প্রকটিত হন।** এই নিয়মানুসারেই উভয়ের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। যে-সময়ে স্বয়ংরূপ প্রকটিত হন, তৎসহ সকল

মূর্ত্তি ও অবতার তাঁহাতে মিলিত হন ; তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ উভয়েই স্বয়ংরূপ অবতারী। তন্মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গাবতারে মুখ্য ও গৌণভেদে কতকগুলি উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। শ্রীরাধিকার প্রণয়-মাধুর্য্য আস্বাদন ও প্রেমভক্তি-প্রচারই মুখ্য উদ্দেশ্য, আর ভক্তবাৎসল্য, ভূভারহরণ ও যুগধর্ম্ম-প্রচারাদি গৌণ প্রয়োজনরূপে নির্ণীত হইয়াছে।

কৃষ্ণ ও গৌর-লীলায় শ্রীবেদব্যাসের ভূমিকা

মৎস্যপুরাণের "ভারাবতারণার্থন্তু ত্রিধা বিষ্ণুর্ভবিষ্যতি। দ্বৈপায়নো মুনি-স্তদ্বদ্রৌহিণেয়োথ কেশবঃ॥" বচনে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্বেতবরাহকল্পে বৈবস্বতাখ্য সপ্তম মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে **শ্রীভগবান্** ত্রিধামূর্ত্তিতে **বেদব্যাস**, বলরাম ও কেশবরূপে ভূভার-হরণার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই কলিতেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সহিত ব্যাসদেবরূপে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর আবির্ভূত হইলেন। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়—"বেদব্যাসো য এবাসীৎ দাসো বৃন্দাবনোঽধুনা" এবং অনন্তসংহিতায় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-জন্মখণ্ডে "ব্যাসো বৃন্দাবনঃ স্মৃতঃ" বর্ণিত হইয়াছে। তজ্জন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীও জানাইলেন—"কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস। চৈতন্যলীলার ব্যাস-বৃন্দাবনদাস।" শ্রীল বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবত-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে তল্লীলাপরিকরাদি আশ্রিততত্ত্ব-সমন্বিত বিষয়বিগ্রহ শ্রীগৌর-সুন্দরের এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন—"নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ। স-ভৃত্যায় স-পুত্রায় স-কলত্রায় তে নমঃ॥" অর্থাৎ আপনি ত্রিকাল-সত্য, জগন্নাথমিশ্রের নন্দন ; আপনার ভৃত্যরূপী ভক্তগণের, পুত্ররূপী ত্যক্তগৃহ গোস্বামী প্রভৃতি শিষ্যগণের এবং ভূ-শক্তিস্বরূপা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রী-শক্তিস্বরূপা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া এবং শ্রীগদাধর-নরহরি-রামানন্দ-জগদানন্দ প্রভৃতি কলত্রগণের (শক্তিবর্গের) সহিত আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

মঙ্গলাচরণে আশ্রয়-বিষয়বিগ্রহরূপে শ্রীব্যাসগুরু ও পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের জয়গান

প্রারম্ভিক সূচনায় বিষয়-আশ্রয়ের বন্দনা বা জয়গান—শিষ্টাচার বা সদাচার-সম্মত রীতি। তজ্জন্য পুরাণাদি-শাস্ত্রেরও আদি-মধ্য-অন্তে "নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্। দেবীং সরস্বতীং **ব্যাসং** ততো জয়মুদীরয়েৎ॥" মঙ্গলাচরণরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। কোথাও আশ্রয় ও বিষয়বিগ্রহের পৃথক্-ভাবে, আবার কোথাও মিলিতভাবে জয়গান দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীব্যাসপূজার অঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক এবং তত্ত্বপঞ্চকের আরাধনায়ও অনুরূপ সিদ্ধান্ত পরিদৃষ্ট হয়। আবার পৃথক্‌ভাবে কোনস্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বধাম, সর্ব্বসেব্য বিষয়রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—"কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্ব্বধাম", "এক কৃষ্ণ-সর্ব্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর" (চৈঃ চঃ আঃ)। শ্রীল শ্রীধরস্বামী (ভাঃ ১০।১।১) তাঁহার ভাবার্থদীপিকা-টীকায় লিখিয়াছেন—দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহম্। শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥" অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে আশ্রিতগণের আশ্রয়বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষিত হইয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমধাম ও জগদ্ধামকে নমস্কার করি।

শ্রীমদ্ভাগবতই আশ্রিত ও সর্ব্বাশ্রয়-তত্ত্বের সমন্বয়কারী

এই নিখিলাশ্রয় দশটী তত্ত্বের বিষয়রূপে পরমধাম ও জগদ্ধাম যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাহা ভাগবতই বিশেষরূপে জানাইয়াছেন—

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥ (ভাঃ ২।১০।১)

ভাগবত-শাস্ত্রে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—এই দশটী লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে।

জগতে দুইটী তত্ত্ব আছে—আশ্রয় ও আশ্রিত। যিনি সকল আশ্রিত-তত্ত্বেরও মূল, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া যে তত্ত্ব, তাঁহারা সকলেই আশ্রিত। সর্গ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত ৯টী আশ্রিত তত্ত্ব। পুরুষাবতারত্রয়, সমস্ত অবতার, শক্তি, জৈব ও জড়জগৎ সকলে সেই কৃষ্ণরূপ পরমাশ্রয়ের আশ্রিত। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও শক্তিত্রয়—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভের প্রয়োজনীয়তা আছে। এস্থলে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত দশটী লক্ষণ আলোচিত হইতেছে—

"(১) সর্গ—পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্রা, দশেন্দ্রিয়, মন, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার, এ সকলের বিরাট্‌রূপে ও স্বরূপে যে উৎপত্তি। (২) বিসর্গ—ব্রহ্মা হইতে চরাচর সৃষ্টি। (৩) স্থিতি—শ্রীভগবানের বিজয়, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ও সংহারকারী শিব হইতে উৎকর্ষ। (৪) পোষণ—নিজভক্তগণের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ। (৫) ঊতি—কর্ম্মবাসনা। (৬) মন্বন্তর—সাত্ত্বিক জীব-গণের আচরণীয় ধর্ম্ম। (৭) ঈশকথা—শ্রীহরির অবতার-কথা ও ভাগবত-দিগের কথা। (৮) নিরোধ—শ্রীহরির যোগনিদ্রাকালে স্বোপাধি-শক্তিসহ শয়ন। (৯) মুক্তি—স্থূল-সূক্ষ্ম রূপ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধজীব-স্বরূপে বা পার্ষদরূপে

অবস্থিতি। (১০) আশ্রয়—যাঁহা হইতে সৃষ্টি ও লয় হয়, যাঁহাতে বিশ্ব প্রকাশিত হয়, সেই প্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা।"

মনু, মন্বন্তর ও চতুর্যুগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

গ্রন্থ-সম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবতে 'সর্গ হইতে আশ্রয়' পর্য্যন্ত যে দশটী তত্ত্ব বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্মশাস্ত্র ও সংহিতাকার বৈবস্বতাদি মনুগণ প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন। প্রতিকল্পে এইরূপ স্বায়ম্ভুবাদি ১৪ জন **মনু** হইয়া থাকেন, **সম্প্রতি সপ্তম-বৈবস্বত মনুর অধিকার।** ৭১ চতুর্যুগে এক **মন্বন্তর** এবং ইহাই প্রত্যেক মনুর শাসনকাল। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই **চারিযুগ**। (১) বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়ার রবিবারে **সত্যযুগের উৎপত্তি** হয়। এই যুগের পরিমাণ ১৭,২৮,০০০ বৎসর। এই যুগে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ—এই চারি অবতার। লোকসকল নিরন্তর ধর্ম্মরত ছিল। এই সময়ে পাপ ছিল না, ধর্ম্ম চতুষ্পাদ অর্থাৎ পূর্ণভাবে ছিল। (২) কার্ত্তিকমাসের শুক্লা নবমী তিথিতে সোমবারে **ত্রেতাযুগের উৎপত্তি** হয়। এই যুগের পরিমাণ ১২,৯৬,০০০ বৎসর। ত্রেতায় বামন, পরশুরাম ও শ্রীরাম—এই তিন অবতার। লোকে দানধর্ম্মাদিতে এবং তপস্যায় রত ছিল। এই সময়ে পাপ একপাদ এবং পুণ্য ত্রিপাদ ছিল। (৩) ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে বৃহস্পতিবারে **দ্বাপরযুগ উৎপন্ন** হয়। এই যুগের পরিমাণ ৮,৬৪,০০০ বৎসর। এই যুগে বলরাম ও বুদ্ধ—এই দুই অবতার। মানবগণ ধর্ম্মাধর্ম্মরত থাকায় পাপ দ্বিপাদ ও পুণ্য দ্বিপাদ ছিল। (৪) মাঘী পূর্ণিমার শুক্রবারে **কলিযুগের উৎপত্তি** হয়। ইহার পরিমাণ ৪,৩২,০০০ বৎসর। এই যুগের শেষভাগে কল্কি অবতার হইবেন। কলিতে পুণ্য একপাদ ও পাপ ত্রিপাদ।

কলিজীবের দুর্ভাগ্য ও দুরবস্থা এবং ম্লেচ্ছাচার

কলিকালে ধর্ম্ম, তপস্যা, সত্য প্রভৃতি প্রায় তিরোহিত। কলিতে পৃথিবী অল্পশস্যশালিনী, রাজগণ কুটিল, ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রাচার-পরাঙ্মুখ, মানবগণ স্ত্রী-বশীভূত, স্ত্রীগণ অতি চঞ্চল-স্বভাবা এবং লোকসকল সর্ব্বদা পাপানুরক্ত। এই সময়ে সাধুগণ অবসন্ন ও দুর্জ্জনগণ প্রভাবান্বিত। কলির প্রাবল্যে বেদমার্গানুসারী সাধুদিগের ক্লেশ হইবে। ম্লেচ্ছজাতীয় রাজগণ ধনলোলুপ হইবেন। রমণীগণ অতি দুর্দ্দান্ত, কলহ-রত এবং গুরুজন-নিন্দাপরায়ণা হইবে। আত্মীয়-স্বজন বিবাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইয়া একে অপরকে বিনাশ করিবে। কলির

চরমাবস্থায় ধর্ম্মাধর্ম্ম লোপ পাইবে; হিন্দু, যবন, ম্লেচ্ছ—সব একাকার হইবে। মানব আচারহীন ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার হারাইয়া আহার-বিহার, চাল-চলন, বেষ-ভূষা ও আলাপ-ব্যবহারে পশু ও পিশাচ-সদৃশ হইবে।

সর্ব্বদোষাকর কলির মহদ্‌গুণ—'ধন্যকলি' নামকরণ

পরম ধার্ম্মিক রাজা পরীক্ষিৎ কলির নিগ্রহশেষে তাহার জন্য যে স্থানপঞ্চক নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা শ্রীভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে। কলিকে দ্যূত-ক্রীড়াদি, মদ্যাদি সেবন, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা আসক্তি, জীবহিংসা এবং সর্ব্বশেষে সুবর্ণ দান করিলেন। কারণ শেষোক্ত অর্থের দ্বারা মিথ্যা, অহঙ্কার, কাম ও হিংসা সবই লাভ হয়। সুতরাং কলি পরীক্ষিৎ-প্রদত্ত পাঁচটী স্থানে সন্তুষ্টচিত্তে বাস করিতে লাগিল। কিন্তু যাঁহারা নিজদের উন্নতি ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে ঐগুলির সেবা করা কখনও উচিত নহে; বিশেষতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তি, রাজা, লোকনেতা ও সদ্‌গুরুর পক্ষে ঐ সকল কলিপঞ্চক সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য —এই নিষেধনামা জারি করিতেও পরীক্ষিত মহারাজ ভুল করেন নাই। তিনি গুরুপাদপদ্ম শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে সর্ব্বদোষাকর কলির প্রজাগণের মুক্তির উপায় বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তাহার সদুত্তরই পাইয়াছেন—"কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের দ্বারা কলিজীব বন্ধনমুক্ত হইয়া শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইবেন। তজ্জন্যই অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্র কলিজীবের সৌভাগ্যাকাশে গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে শ্রীজগন্নাথমিশ্র-গৃহে শচীনন্দনরূপে উদিত (অবতীর্ণ) হইয়া স্বীয় অনর্পিতচর শ্রীনাম-প্রেম বিশেষ করুণা প্রকাশে বিতরণ করিয়াছেন। এজন্য তত্ত্বদর্শিগণ কর্ত্তৃক বর্ত্তমান অষ্টাবিংশ-কলিযুগ 'ধন্য কলি'-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিজন্য বর্ত্তমান কলি ধন্য হইল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা না করিয়া কলির স্রোতে গা ভাসাইলে আমাদের মঙ্গল কোথায়? এই তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত যাঁহারা অনুশীলন ও অনুধাবন করিতে যত্ন করেন, তাঁহাদিগকেই 'সুমেধা', 'সুবুদ্ধি'-জন বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন।

কলিতে বহুমুখী নাস্তিকতার প্রাবল্য

যাহারা সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য স্বীকার করেন না, তাহারা নাস্তিক—কলির চর। যাহারা অপৌরুষেয় বেদ ও বেদপ্রতিপাদিত-বিগ্রহ শ্রীভগবানের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাদিকে প্রাকৃত বলিয়া মনে করেন, তাহারা অর্ব্বাচীন —অসুর। যাহারা নিরাকার-নির্ব্বিশেষবাদী—তাহারাই অস্পৃশ্য, অধম ও যমদণ্ড্য। দুষ্কৃত, মূঢ়, নরাধম ও মায়াচ্ছন্ন মনুষ্যগণ শ্রীভগবানে প্রপত্তি

স্বীকার করে না। (১) নিতান্ত অবৈধ জীবনযাপনকারী ব্যক্তিই 'দুষ্কৃত', (২) নিরীশ্বর নৈতিক লোকগণই 'মূঢ়', (৩) শ্রীভগবানকে নীতির 'অঙ্গ'রূপে স্বীকার ও নীতির 'অধীশ্বর' রূপে যাহারা অস্বীকার করে, তাহারা 'নরাধম', এবং (৪) যাহারা শ্রীভগবান শক্তিমৎ উপাস্য-তত্ত্ব, জীব নিত্য চিৎস্বরূপ, অচিদ্বস্তুর সহিত অনিত্য সম্বন্ধ ও জীব নিত্য ভগবৎদাস বলিয়া জানে না, তাহারা বেদ-বেদান্তাদিপাঠ করিয়াও 'মায়াচ্ছন্ন'—ইহারা আত্মকল্যাণ লাভে সমর্থ হয় না।

শাস্ত্রানুশীলনে অধিকারি-নির্ণয়

শাস্ত্রাধ্যয়নানুশীলনে যে বিশেষ অধিকার-বিচার আছে, ইহা যাহারা মানিতে চাহে না তাহারাও ন্যূনাধিক নাস্তিক ও অদূরদর্শী। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে রাসপঞ্চাধ্যায়শেষে "নৈতৎ সমাচ্চরেজ্জাতু মনসাপি-হ্যনীশ্বরঃ" বাক্যে যে অনধিকার এবং অপ্রাকৃত কবি শ্রীজয়দেব গোস্বামী শ্রীগীতগোবিন্দে "যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ, যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলম্" উক্তিতে যে অধিকার নির্ণয় করিলেন, তাহা কি প্রাকৃত পণ্ডিতম্মন্য সাহিত্যিক-কবি-ঔপন্যাসিক-ঐতিহাসিকগণের বোধগম্য হইবে না? শ্রীভগবানের অসমোর্দ্ধ-লীলাকে মায়িক মনে করিয়া তাঁহাদিগকে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা বলিয়া ভ্রম ও মনুষ্যজ্ঞান করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য? জড়-সাহিত্য-কাব্যেতিহাস স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ ও বিবরণ দান করেন, তাহাতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করিলে পারমার্থিকগণের কোন লাভ বা ক্ষতি নাই। প্রাকৃত ইতিহাস ও কাল-গণনা অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত। যুক্তি ও নীতি-আদর্শের দ্বারা ঐসকল বিচার করিলে আর্থিক-পারমার্থিক উভয় জগতের কল্যাণ আশা করা যায়। আজকাল বহু ভারতীয় বিদ্বজ্জন বিদেশী শাস্ত্র—বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, মানসবিজ্ঞান, ভাষাবিদ্যাদি আলোচনাদ্বারা প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করিতে চাহেন। তাঁহাদের অধ্যয়নাদির ভাবধারা যদি ভিন্নমুখী হইত, তাহা হইলে ভুল বুঝাবুঝির কোন সম্ভাবনা থাকিত না ও ঋষি-অধ্যুষিত ভারত-ভূমিতে ছলধর্ম্ম বা ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের মহানর্থ ভারতবর্ষে প্রবেশও করিত না।

জড় ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক-কবি-ভাষাবিদ্‌গণের তত্ত্বানুসন্ধানও—নাস্তিক্যবাদ

"সাম্প্রদায়িকতা" ব্যাপারটী সর্ব্বদেশেই আছে। এমন কি, বৃক্ষ-তৃণ-গুল্ম-লতা, পশু-পাখীগণের মধ্যেও "বাঁচা-বাড়ার" উদগ্র প্রচেষ্টা বা খাওয়া-

থাকার চিন্তারূপ প্রাদেশিকতা বর্ত্তমান। প্রাকৃত দেশ-কাল-ভাষা-ব্যবহার-আহার-বিহার-পোষাকপরিচ্ছদে পার্থক্য স্থাপনের জন্যই ভেদ সৃষ্টি হয়। মনুষ্য-সমাজে দেহ-গেহ, বিদ্যা-ধনোপার্জ্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ, শিল্পোন্নয়ন, জড়বিজ্ঞান-চর্চ্চা প্রভৃতি বহুবিধ কর্ম্ম রহিয়াছে। পশু ও মানবগণের মধ্যে বহু কর্ম্মের ঐক্য আছে। আর্থিকজগতের সকল প্রকার কার্য্য ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মানবগণ আত্মকল্যাণের চিন্তা না রাখিলে 'নরপশু' বলিয়া আখ্যা লাভ করেন। নিত্যসিদ্ধ মহাত্মা, গুরুজন ও শ্রীভগবানের গুণ-মহিমাকে খর্ব্ব করা বা তাঁহাদের চরিত্র-হননের অপচেষ্টাই আজকাল তথাকথিক বিদ্বৎ ও সুধী-সমাজে একটা বাহাদুরির মধ্যে পরিগণিত হইতেছে। প্রত্যেকের অর্জ্জিত সকলপ্রকার যোগ্যতা দেশের-দশের কল্যাণার্থে প্রযুক্ত না হইয়া ব্যক্তিগত পাণ্ডিত্ব-প্রতিভা প্রকাশে নিযুক্ত হইতেছে, ইহা বড়ই দুর্ভাগ্য ও পরিতাপের বিষয়। বর্ত্তমান সময়ে ভগবানও প্রাকৃত ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক-কবি-ভাষা-বিদ্‌গণের সমালোচনার পাত্র হইয়াছেন। 'দেশের ঠাকুর' ফেলিয়া এইরূপ অন্ধ সাম্প্রদায়িকতারূপ তত্ত্বানুসন্ধান (Research) করিতে যাইয়া 'শিব গড়িতে বানর' গড়িতেছেন।

অধ্যাত্মবাদ—কল্পনাপ্রসূত, অতএব নাস্তিক্যবাদ

ধর্ম্মজগতে তত্ত্বের অন্বয়মুখী আলোচনা না করিয়া অনেকেই আজ গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-শ্রবণাদিতে বিশেষ আগ্রহী। অধ্যাত্ম-বাদ—মনসম্পর্কীয় কাল্পনিক ব্যাপারবিশেষ, তাহাতে এত আগ্রহ কেন? শাস্ত্রের অভিধা-বৃত্তি গ্রহণ না করিয়া 'লক্ষণা' করিলে আমাদের মঙ্গল কোথায়? কল্পনা একটা Negative idea মাত্র। প্রকৃতিকে জগৎকর্ত্রী বলা—**শাক্তধর্ম্ম**; জড়ের মধ্যে উত্তাপের প্রাধান্য স্থাপনই **সৌরবাদ**; পশু-চৈতন্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনই **গাণপত্য ধর্ম্ম**; শুদ্ধ নর-চৈতন্যের শিবরূপে উপাসনাই **শৈববাদ** এবং জীবচৈতন্যের দ্বারা পরম-চৈতন্যের উপাসনাই **বিদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম**রূপে প্রকাশিত।

পরমার্থ-তত্ত্বের ঐতিহাসিক ক্রমোন্নতি

শাস্ত্র ও মহাজনবাক্য আমরা সর্ব্বদাই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য আছি। "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্"—সিদ্ধ মহাত্মগণের হৃদয়-গুহায় পরমার্থ-তত্ত্ব সংস্থাপিত। শ্রীগৌরশক্তিস্বরূপ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন —"পরমার্থতত্ত্ব আদিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ স্পষ্টীভূত, সরল ও সংক্ষেপ

হইয়া আসিয়াছে। * * সরস্বতী-তীরে ব্রহ্মাবর্ত্তের কুশময় ভূমিতে ঐ **তত্ত্বের জন্ম** হয়। ক্রমশঃ প্রবল হইয়া পরমার্থতত্ত্ব বদরিকাশ্রমের তুষারাবৃতভূমিতে **বাল্যলীলা** সম্পাদন করেন। গোমতী-তীরে নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে তাঁহার **পৌগণ্ডলীলা** অতিবাহিত হয়। দ্রাবিড়দেশে কাবেরী-স্রোতস্বতীর রমণীয় কূলে তাঁহার **যৌবন** কার্য্যসকল দৃষ্ট হয়। **জগৎ-পবিত্রকারিণী জাহ্নবী-তীরে নবদ্বীপ-নগরে ঐ ধর্ম্মের পরিপক্কাবস্থা পরিদৃষ্ট হয়।"**

জীবের প্রতি প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরহরির চরমোপদেশ

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপগোস্বামীকে প্রেম বা প্রীতিতত্ত্ব-উপদেশ করিতে গিয়া জানাইয়াছেন—

"তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন। সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন॥ এই ত পরম ফল—'পরম-পুরুষার্থ'। যাঁর আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥" সাধু-গুরুর উপদেশ-নির্দ্দেশ ভক্তিলতার বীজস্বরূপ শ্রদ্ধাকে রোপণ করিতে হয়। কৃষ্ণকৃপাদ্বারা জীব মায়িকব্রহ্মাণ্ড হইতে নিস্তার লাভ করেন এবং ভক্তকৃপাদ্বারাই উহা সিদ্ধ হয়। সাধনভক্তির পর প্রেমরূপ প্রয়োজন লাভ এবং শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনপ্রাপ্তি। ভক্তিলতাই প্রেমফল দান করেন এবং জীবাত্মা তাহা পরমানন্দে সেবন করেন। ইহাই পঞ্চম পুরুষার্থ। রাগানুগ ও রাগাত্মিক প্রেমে পরস্পর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই পরমোপাস্য এবং শ্রীকৃষ্ণনামই সেই সর্ব্বাকর্ষক ভগবানকে পাইবার একমাত্র উপায়। শ্রীভগবানের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অনুশীলনের দ্বারাই নামী শ্রীভগবান্ বশীভূত হন। পঞ্চাঙ্গ সাধনদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়—ইহাই নিখিল বিশ্বের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিগূঢ় শিক্ষা ও চরমোপদেশ।

বন্দনামুখে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা

পরিশেষে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর বন্দনামুখে তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিতেছি—

"গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায়ৈ তদালয়ে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ॥"

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER "SHRI GOUDIYA-PATRIKA"

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1, Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

2. Periodicity of its Publication - Last day of every Bengali month i. e. once in a month.

3. Printer's Name—Shri Nabajogendra Brahmachari, Bhakti-Bandhav.

Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
Address—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.- Nabadwip (Nadia), W. B.

4. Publisher's Name— Do
Nationality— Do
Address— Do

5. Editor's Name - Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj.

Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
Address - Shri Devananda Goudiya Math.
Tegharipara. P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

6. Name and address of individuals who won the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of th total capital.— Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Nabajogendra Brahmachari*, here by declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- Nabajogendra Brahmachari

Dated—23. 2. 75. *Signature of Publisher*

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



২৮শ বর্ষ { প্রদ্যুম্ন, ২৮ বিষ্ণু, ৪৯০ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩০ চৈত্র, ১৩৮২ ; ইং ১৩।৪।১৯৭৬ } ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীউদ্ধবস্য স্তুতিবচনম্

(শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষোড়শ ষষ্ঠোঽধ্যায়ে)

শ্রীউদ্ধব উবাচ,—

ত্বং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদনাদ্যন্তমপাবৃতম্।
সর্ব্বেষামপি ভাবানাং ত্রাণস্থিত্যপ্যয়োদ্ভবঃ॥ ১॥

উদ্ধব বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি অনাদি, অনন্ত, নিরাবরণ সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম এবং নিখিল পদার্থের সৃষ্টি, স্থিতি, রক্ষণ ও সংহারের কারণ-স্বরূপ॥ ১॥

উচ্চাবচেষু ভূতেষু দুর্জ্ঞেয়মকৃতাত্মভিঃ।
উপাসতে ত্বাং ভগবন্ যাথাতথ্যেন ব্রাহ্মণাঃ॥ ২॥

হে ভগবন্! বেদতাৎপর্য্যাভিজ্ঞ পুরুষগণ উত্তম-অধম সর্ব্বভূতে অবস্থিত এবং অপুণ্য জনগণের দুর্জ্ঞেয় আপনাকে যথার্থরূপে আরাধনা করিয়া থাকেন॥ ২॥

যেষু যেষু চ ভূতেষু ভক্ত্যা ত্বাং পরমর্ষয়ঃ।
উপাসীনাঃ প্রপদ্যন্তে সংসিদ্ধিং তদ্বদস্ব মে ॥ ৩ ॥

হে প্রভো! পরমর্ষিগণ যে যে ভূতমধ্যে ভক্তিসহকারে আপনার উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহা আমার নিকট বর্ণনা করুন্ ॥ ৩ ॥

গূঢ়শ্চরসি ভূতাত্মা ভূতানাং ভূতভাবন।
ন ত্বাং পশ্যন্তি ভূতানি পশ্যন্তং মোহিতানি তে ॥ ৪ ॥

হে ভূতভাবন! আপনি ভূতগণের অন্তর্যামিরূপে গূঢ়ভাবে সর্ব্বভূতে বিরাজমান রহিয়াছেন। নিখিলভূতগণ আপনাকর্ত্তৃক মোহিত হইয়া সর্ব্বদর্শী আপনাকে দেখিতে পায় না ॥ ৪ ॥

যাঃ কাশ্চ ভূমৌ দিবি বৈ রসায়াং
বিভূতয়ো দিক্ষু মহাবিভূতে।
তা মহ্যমাখ্যাহ্যনুভাবিতাস্তে
নমামি তে তীর্থপদাঙ্ঘ্রিপদ্মম্ ॥ ৫ ॥

হে মহাবিভূতিশালিন্! স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল ও দিঙ্মণ্ডলে আপনার যে-সকল বিভূতি সংযোজিত রহিয়াছে, আমার নিকট সেই সকল বর্ণন করুন। আপনার শ্রীপদ সর্ব্বতীর্থের আশ্রয়, আমি সেই পাদপদ্মে প্রণাম করিতেছি ॥ ৫ ॥

দেবদেবেশ যোগেশ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন।
সংহৃত্যৈতৎ কুলং নূনং লোকং সন্ত্যক্ষ্যতে ভবান্।
বিপ্রশাপং সমর্থোঽপি প্রত্যহন্ ন যদীশ্বরঃ ॥ ৪২ ॥

হে পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন! হে দেবদেবেশ! হে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ! আপনি জগদীশ্বর এবং সর্ব্বতোভাবে সমর্থ হইয়াও যেহেতু ব্রহ্মশাপের বাধা প্রদান করেন নাই; সেই জন্য মনে হয় যে, আপনি নিশ্চয়ই এই যাদবকুলের সংহার-পূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৪২ ॥

নাহং তবাঙ্ঘ্রিকমলং ক্ষণার্দ্ধমপি কেশব।
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি ॥ ৪৩ ॥

পরন্তু হে কেশব! আমি ক্ষণার্দ্ধকালও আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগে ইচ্ছুক নহি; হে নাথ! অতএব আমাকেও নিজধামে লইয়া যাউন ॥ ৪৩ ॥

তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্ ।
কর্ণপীযূষমাসাদ্য ত্যজন্ত্যন্যস্পৃহাং জনাঃ ॥ ৪৪ ॥

হে কৃষ্ণ ! মানবগণ পরমমঙ্গলপ্রদ, শ্রুতি-সুখজনক ভবদীয় লীলা-চরিতামৃত শ্রবণপূর্ব্বক ইহলোকে যাবতীয় বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

শয্যাসনাটনস্থান স্নানক্রীড়াশনাদিষু ।
কথং ত্বাং প্রিয়মাত্মানং বয়ং ভক্তাস্ত্যজেম হি ॥ ৪৫ ॥

হে দেব ! আমরা চিরকাল শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, অবস্থান, স্নান, ক্রীড়া, ভোজন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে প্রিয় আত্মস্বরূপ আপনার সেবা করিয়াছি, সুতরাং সম্প্রতি আপনাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব ? ৪৫ ॥

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধ-বাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥ ৪৬ ॥

হে দেব ! আমি আপনাকে ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়াই আপনার সহিত গমন প্রার্থনা করিতেছি, পরন্তু মায়াভয়ে নহে ; যেহেতু আপনার সেবক আমরা আপনার উপভুক্ত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিত এবং উচ্ছিষ্টভোজী হইয়াই ভবদীয় মায়াকে জয় করিতে সমর্থ ॥ ৪৬ ॥

বাতবসনা য ঋষয়ঃ শ্রমণ্য ঊর্দ্ধমন্থিনঃ ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥৪৭॥

হে প্রভো ! দিগম্বর, ঊর্দ্ধরেতাঃ, শ্রমণ, শান্ত, নির্ম্মলচিত্ত, ঋষি, সন্ন্যাসিগণ ব্রহ্মচর্য্যাদি মহাকৃচ্ছ্রসাধনদ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৪৭॥

বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্ম্মবর্ত্মসু ।
ত্বদ্বার্ত্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ ॥ ৪৮ ॥
স্মরন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তস্তে কৃতানি গদিতানি চ ।
গত্যুৎস্মিতেক্ষণক্ষ্বেলি যন্নৃলোকবিড়ম্বিনম্ ॥ ৪৯ ॥

হে মহাযোগিন্ ! আমরা কিন্তু এই সংসারে ভ্রমণ করিয়াও আপনার ভক্তগণের সহিত আপনার কথাসমূহের কীর্ত্তন এবং মনুষ্যলীলানুরূপ ভবদীয় গমন, হাস্য, দৃষ্টিপাত, পরিহাস, কর্ম্ম এবং উপদেশসমূহের স্মরণ ও কীর্ত্তন করিয়া দুস্তর সংসার-দুঃখ অতিক্রম করিব ॥ ৪৮-৪৯ ॥

* বৈষ্ণবের চাষাবাদ, চাতুর্ম্মাস্যাদি ব্রতপালন ও আহার-বিহারে সদাচার-নিষ্ঠার উপদেশ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)
ইং ৫।১০।৬০

স্নেহাস্পদেষু—

* ! * * * নিয়ম-নিষ্ঠাই ভগবদ্-রাজ্যে প্রবেশ করিবার একটী প্রধান উপায়। * * অতএব তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে একত্র হইয়া একলক্ষ নাম গ্রহণ করিবে। তোমাদের ২ জনের নাম-সংখ্যা পরস্পর ঠিক করিয়া লইবে। বৌমা ৪০ হাজার এবং তুমি ৬০ হাজার—এইরূপে মোট ১ লক্ষ উভয়ে মিলিত হইয়া পূরণ করিবে। *

* * তোমাদের চাষ করিবার জমি থাকিলে তুমি নিজেই লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করিতে পার। বৈষ্ণবের ইহাতে কোন বাধা নাই। ব্যবসা-বাণিজ্য অপেক্ষা চাষ-আবাদে পবিত্রতা আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে সত্য-মিথ্যা আশ্রয় করিতে হয়। চাষ-আবাদে প্রায়ই মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয় না। সুতরাং **কৃষিকার্য্য গৃহী বৈষ্ণবের উত্তম জীবিকা।** গৃহস্থের পক্ষে ভিক্ষা নিষিদ্ধ।

তুমি পাশপোর্ট করিতে চাহিতেছ, ইহা ভাল কথা। তুমি বি, ভিসা করিবার চেষ্টা করিবে। * * তুমি ১৭ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, ইং ৩।১১।৬০ পূর্ণিমার দিন ব্রত ভঙ্গ করিয়া ক্ষৌরী করিবে। গতকল্য মঙ্গলবার ১৮ই আশ্বিন হইতে কার্ত্তিকব্রত আরম্ভ হইয়াছে। ইহা চাতুর্ম্মাস্যের অন্তর্গত। এই পূর্ণিমা হইতে ১৭ই কার্ত্তিক পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিলতৈল ও সরিষার তৈল খাওয়া নিষেধ। বাদাম তৈল ও ঘৃত ব্যবহার করিবে। মৃত্তিকা-নির্ম্মিত লবণ অর্থাৎ মাটি হইতে যে লবণ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা খাইবে না।

---

* প্রত্যেক নামাশ্রয়ী বৈষ্ণবের পক্ষেই প্রত্যহ নির্ব্বন্ধসহকারে অপতিতভাবে ১ লক্ষ নাম গ্রহণ করার বিধান শাস্ত্রাদিতে প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থলে প্রাথমিক অবস্থার কথাই বিবেচনা করা হইয়াছে মাত্র।

—প্রকাশক

ব্রাহ্মণের বিক্রীত লবণ কার্ত্তিকমাসে আমিষ মধ্যে গণ্য। গোড়ালেবু ও জাম্বুরা কার্ত্তিক মাসে খাইবে না। অন্য মাসে খাওয়া চলে।

* * তুমি একজন বৈষ্ণব-নামধারীর পাচিত অন্ন-প্রসাদ পাইয়াছ, ইহা ঠিক হয় নাই। "শুদ্ধ বৈষ্ণব" একটা কঠিন কথা। **যে-বৈষ্ণবের দীক্ষার পর উপনয়ন-সংস্কার হয় নাই তাঁহাকে শুদ্ধবৈষ্ণব বলিবে না** এবং মাত্র ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত বা 'গোস্বামী' বলিয়া পরিচয় দেন এমন ব্যক্তি-দেরও পাচিত দ্রব্য গ্রহণ করিবে না; কেবল ফল-মূল লইতে পার।

যাঁহারা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যকুলেও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও **বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে ব্রাহ্মণতা লাভ করেন**। ইহা যাহারা স্বীকার করেন না তাহারা অবৈষ্ণব। তাহাদের পাচিত দ্রব্য কখনও গ্রহণ করিবে না। গৌড়ীয় মঠের অনুগত না হইলে তাঁহারা যতই শুদ্ধচারী হউন না কেন এবং 'বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিচয় দিন না কেন, তাঁহাদের হাতে খাইবে না। **পান বা তাম্বুল বিলাসিতা আনয়ন করে;** উহা ভগবান্ করিতে পারেন, কিন্তু কোন বদ্ধজীবের উহা গ্রহণ করা উচিত নহে।

তোমার শাশুড়ী বা মাতা শুদ্ধাচার অবলম্বন করিলে অথবা স্নানাদি করিয়া বিশুদ্ধভাবে শুক্না দ্রব্য করিয়া দিলে ঠেকার সময় গ্রহণ করিতে পার, নচেৎ নহে। গর্ভধারিণী মাতাকে চিরদিনই সম্মান করিবে। তবে তিনি মৎস্য-মাংসাশী হইলে তাঁহার ছোঁয়া ঠাকুর-সেবায় দিবে না। স্নানাদি করিয়া হস্তপদাদি ভাল করিয়া ধুইয়া ফল বা তরকারী আমান্য করিয়া দিলে ভাল করিয়া তাহা ধুইয়া রান্না করিতে পারিবে এবং ফলও ঠাকুর-সেবায় চলিবে। মায়ের পায়ে হাত দিয়া দণ্ডবৎ করিলে কোন দোষ হইবে না।

পৃথক্‌ভাবে শয়ন ব্যবস্থাই ভাল। **"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।"** নিতান্ত ঠেকা হইলে আর উপায় কি? আপৎকাল বা গুরুতর বিপদ উপস্থিত হইলে সমস্ত নিয়মই পরিবর্ত্তনযোগ্য। জীবন-রক্ষা সম্বন্ধে যে-কোন ব্যক্তির ঔষধ-পথ্য গ্রহণ করা যাইবে। অবশ্য নিয়ম-নিষ্ঠা বজায় রাখিতে পারিলেই সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রী শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

স্থান—অগষ্টাভিলা, দার্জ্জিলিং

কাল—৯ই মে, ১৯৩১ ; সন্ধ্যা—৭-৩০ মিঃ

পূর্ণবাবু নামক জনৈক আগন্তুক ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন,—কিসে নামে রুচি হয় ?

শ্রীল প্রভুপাদ তৎপ্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন—সর্ব্বাগ্রে নাম জিনিষটা কি, তাহা জানা দরকার। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলেছেন,—

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত ।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥

নাম একটী অচেতন পদার্থ ন'ন। যেখানে নাম অচেতন পদার্থের বাচক হয়, নাম-নামী ভেদ হয়, সেখানে 'হরিনাম' সম্বন্ধে বলা হয় না। হরিনাম অভিধানিক শব্দ কিম্বা প্রাকৃত ব্যাকরণ-নিষ্পন্ন শব্দ ন'ন। অন্য যাবতীয় শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তু স্বতন্ত্র, শব্দ স্বতন্ত্র। 'হরিনাম' কথা বল্‌তে পারেন। যিনি হরিনাম গ্রহণকারী, তিনি চেতনময় বস্তু। তিনি বল্‌ছেন,—"হে হরিনাম! আমি তোমার দাস, তোমার আনুগত্য স্বীকার কর্‌লাম।" যিনি হরিনাম কর্‌তে প্রবৃত্ত হন, তিনি হরিনাম-প্রভুর ভৃত্য। জগতের শব্দমাত্রই হরি ভিন্ন অন্য বস্তুকে উদ্দেশ করে। যে-সমুদয় বস্তু জাগতিক শব্দ-দ্বারা উদ্দিষ্ট হ'য়েছে, তা' অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আলোচিত হ'য়ে তা'দের সম্বন্ধে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার মোট তাৎপর্য্য মনদ্বারা গৃহীত হচ্ছে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিও স্বতন্ত্র। শব্দ জিহ্বা-দ্বারা উচ্চারিত এবং কর্ণদ্বারা শ্রুত হয়। কিন্তু জিহ্বা-দ্বারা উহা আস্বাদনীয় নয়, ত্বকের দ্বারা উহা স্পর্শ করা যায় না। শব্দ কেবল কর্ণেন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য। হরিনাম ঐরূপ শব্দের সহিত সমান ন'ন। অন্য শব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়ামাত্র অন্য চারটি ইন্দ্রিয় তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হয়। শব্দ শব্দীকে লক্ষ্য করে। জাগতিক শব্দের শব্দী বহির্জ্জগতের কোন বস্তু—যা' ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। শব্দ কাণে গিয়া অন্য ইন্দ্রিয়-দিগকে বলে যে, তোমরা বুঝে নেও—বস্তুটি কি।

সসীম জিনিষের যেমন একটা সংজ্ঞা আছে, সেইরূপ যা' সীমাবদ্ধ নয়, তা'রও একটা সংজ্ঞা আমরা ব্যতিরেকভাবে কর্‌তে পারি। সীমাবিশিষ্ট বস্তু সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়দিগের মেপে নেওয়ার একটা কার্য্য উপস্থিত হয়। যা'র সীমা নেই, চেষ্টা ক'রেও আমরা তা'র কোন কিনারা পাই না। এইরূপ ব্যাপারকে অসীম (infinity) ব'লে—একটা শব্দদ্বারা লক্ষ্য করি।

যদি শব্দ-দ্বারা জ্ঞাতব্য বস্তু সীমাবিশিষ্ট হয়, তা' হ'লে সেই বস্তুকে জান্‌বার জন্য বিভিন্ন ইন্দ্রিয়দিগকে নিযুক্ত করি। হরিবস্তু সীমাবিশিষ্ট ন'ন। তিনি সীমাবিশিষ্ট বস্তুর সীমাকে হরণ করেন। অসীমকে যখন তিনি হরণ করেন, তখন তিনি সীমাবিশিষ্ট। সসীম বস্তু কখনও অসীম নহে। দেশ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। সীমাবিশিষ্ট ব্যাপারে যে অবরতা আছে, হরিতে তা' আরোপ কর্‌তে হ'বে না। অসীম বস্তুর অভ্যন্তরে 'সীমা' ব'লে একটা ব্যাপার আছে; কিন্তু সসীম এবং অসীম শব্দ হরিতে যুগপৎ প্রযুক্ত হ'তে পারে। সমস্ত জিনিষ যিনি নিয়ে নেন, তিনিই সেই হরি।

সূর্য্যকে 'কপিঃ' (কং জলং পিবতি ইতি কপিঃ) বলা হয়, যেহেতু তিনি জলকে টেনে নেন্। হরি শুধু জল টেনে নেন্ না। জড়জগতের যত বস্তু আছে—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম্—সব তিনি হরণ কর্‌তে—আকর্ষণ কর্‌তে পারেন। 'অভাব' ও 'ভাব'-যুক্ত উভয়বিধ জিনিষকে তিনি হরণ, আকর্ষণ করেন।

হরণ-কার্য্যের নির্ব্বিশেষ-বিচার গ্রহণ কর্‌তে হ'বে না। সবিশেষ আকর্ষণ-বিচারে হরিকে 'বিষ্ণু' বলা হয়। বর্ত্তমানতা ও অবর্ত্তমানতা উভয়কেই তাঁ'র হরণ কর্‌বার ক্ষমতা আছে। 'বিষ্ণু' ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হন। আমরা এই হরিকে না বুঝ্‌তে পেরে অন্যরূপে অনেক কথা বলি—হরিকে নির্ব্বিকার, নিরাকার বলি। চক্ষু ইন্দ্রিয় অসীম বস্তুকে গ্রহণ কর্‌তে সমর্থ নহে। চক্ষু ইন্দ্রিয়ের যা' অগ্রাহ্য, এরূপ অসীম আকারবিশিষ্ট বস্তুকে আমরা নিরাকার বলি। কিন্তু আকাশকে অসীম বল্‌লে, অসীম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ'য়ে যায়—সসীমের অন্তর্গত হ'য়ে যায়—সসীমের গুণফল (multiple of something definite) বিচার হ'য়ে যায়—চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির সীমাটা তখন পরিমাপক হয়। বিকারশীল জগতে আমরা নির্ব্বিকার বস্তু দেখি না; নেতি নেতি ক'রে মনে করি,—নির্ব্বিকার। আমার ধারণার বাহিরের বস্তু নির্দ্দেশ কর্‌তে গিয়ে ধারণার মধ্যের বস্তুকে লোপ (rub out) করি। দৃশ্য বিষয়-(phenomena)কে এরূপভাবে বিদায় কর্‌লে দৃশ্য বিষয়েরই অপর দিক আমাদের উদ্দিষ্ট বস্তু হয়।

জড়বৈজ্ঞানিকগণ বিচার কর্‌তে পারেন যে, তাঁ'রা সব বুঝে নিয়েছেন। তাঁ'রা যা' বুঝ্‌তে পেরেছেন, তা' 'ঈশ্বর' শব্দবাচ্য হ'বে না—সে-সব 'বান্দা' হ'য়ে যায়। এরূপ মনে করাটাও থাকে না। এই সমুদয় শব্দ অর্থাৎ নিরাকার, নির্ব্বিকার, ব্যক্তিত্বহীন ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার দ্বারা ভগবানের

ব্যক্তিত্ব অপলাপ করা হয়। আমার বশীভূত যা' নয়, তাঁ'কে উদ্দেশ ক'রে একটা শব্দ প্রয়োগ করা হয় মাত্র—যে শব্দটা জিনিষ থেকে আস্‌ছে না। ইহজগতের জিনিষকে ছেড়ে দিয়ে তা'র অভাব-বোধক অন্য জিনিষকে যে শব্দ-দ্বারা লক্ষ্য করি, আমরা সে শব্দকে 'বড়' ব'লে মনে করি। কিন্তু সে শব্দটা পূর্ণ অদ্বয় বস্তুর একটী আংশিক প্রতীতি মাত্র। undefined portion of the angleকে যেমন complementary. supplementary angles বলি। অর্দ্ধেক কথা নিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা; অপর অর্দ্ধেকের কথা আমরা জানি না। আমরা দেখি—ইন্দ্রিয়গুলো দেখে বৃত্তার্দ্ধ (hemisphere), বৃত্তের অন্য অর্দ্ধ (other moiety) সর্ব্বদা অস্বীকৃত হচ্ছে। দেশের সম্বন্ধে এই সব কথা হচ্ছে।

আবার কালের সম্বন্ধে ইতিহাসে অনেক কথা লেখা আছে। সূর্য্যের ভ্রমণ, গ্রহ-নক্ষত্রাদির ভ্রমণ, জাগতিক সমুদয় ব্যাপারের ঘটনাকাল ইত্যাদি কালবিচারের অন্তর্গত। এই কালের রাজ্যের বিচার বাদ দিয়ে কালাতীত রাজ্যের বিষয়কে 'নবকাল' ইত্যাদি শব্দদ্বারা অভিহিত করি। মহাকাল কালের অব্যবহিত অভিজ্ঞান (uninterrupted cognisance of time)। তিন বৎসর, সাড়ে তিন বৎসর ইত্যাদি খণ্ডকালকে লক্ষ্য করে। অন্য অংশকে বাদ দিয়ে একটা অংশ বলা হয়। খণ্ডকালকে হরণ করেন ব'লে তাঁ'কে মহাকাল বলা হয়। মহাকালকে হরণ করেন ব'লে তাঁ'কে খণ্ডকাল বলা যায়। তিনি খণ্ডকালের মধ্যে তাঁ'র অন্তর্গতরূপে আস্‌তে পারেন না, ইহা সর্ব্বব্যাপকত্ব কথা হ'তে পারে না। তিনি কাল, মহাকাল—উভয়কেই হরণ করেন।

পাত্র সম্বন্ধে বিচারে দেখা যায় যে, পাত্র-দ্বারা বিশিষ্ট জিনিষকে (individualty) বুঝায়—যা' কাল এবং দেশজাতীয় ব্যাপারকে (incorporetes the factors of time and space) অন্তর্ভুক্ত করে। খণ্ডিত পাত্র—যেমন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি (individual), অর্থাৎ খণ্ডকাল এবং খণ্ডদেশ অবকাশকে ঢেকে রেখে যে মানুষটা হয়, তা'কে ব্যক্তিবিশেষ ব'লে অভিহিত করি। অন্য মানুষ—বর্ত্তমানের এবং ভবিষ্যতের মানুষ অন্তর্ভুক্ত করে' 'বিরাট্' কল্পনা করা হয়। 'এক' পাত্র বিভিন্ন হ'য়ে 'বহু' পাত্র। যেমন এক গ্লাস জলে আলোক প্রতিফলিত হ'য়েছে—এক হাজার গ্লাসে প্রতিফলিত হ'য়েছে—সমান্তর আয়নাতে (parallelmirrors) প্রতিফলিত হ'য়েছে। একটা জিনিষই বহু হ'য়েছে। জিনিষটার বহুত্ব হয় নাই—তা'র সাদৃশ্য বহু হ'য়েছে। তা'তে জিনিষটার একত্ব বিনষ্ট হয় না।

বিশিষ্ট অবকাশের (particular span) মধ্যে বিষ্ণুর বিগ্রহের (figure) অধিষ্ঠান হ'তে পারে। বহির্জগতের দৃশ্যবস্তুর সঙ্গে ভুলক্রমে সাম্য বিচার কর্‌তে হ'বে না। তিনি তদপেক্ষা অধিকতর শক্তিবিশিষ্ট। তিনি জগতের সমস্ত ব্যক্তির সমুদয় যুক্তিকে নিরাস ক'রে বিরাজ কর্‌তে পারেন। তিনি পাত্রকে হরণ কর্‌তে পারেন, নিত্যকাল আত্মবৃত্তিতে রেখে দিতে পারেন। অল্পকাল স্থায়ী বিমুখ মানব-জীবনকে হরণ ক'রে নিত্য আত্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে পারেন, এমন নয়।

সমস্ত শব্দ—হরি। হরি ব্যতীত অন্য কোন শব্দ নাই। 'হরি' শব্দে হরণ করা ধর্ম্ম আছে। যে হরি শব্দে হরণ ধর্ম্ম নাই, তা' হরি নহে। যেমন আভিধানিক অর্থবাচক ঘোড়া ইত্যাদি শব্দ। অনেকে রূপক, ঐতিহাসিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি অর্থ বুঝ্‌তে চায়। 'হরি' সেটুকু মাত্র পাত্রত্ব নহেন। হরিতে যুগপৎ ব্যক্তিত্ব ও অব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য আছে। তথাকথিত যুক্তি-মার্গ-বিচার-দ্বারা নানারকমের যে-সমুদয় শব্দ উপস্থিত হ'য়েছে, 'হরি' শব্দে সে-সমুদয় অপেক্ষা বিশেষত্ব আছে।

সেই হরি শব্দ যখন কাণে প্রবেশ করেন, তাঁ'র এতটা শক্তি আছে যে, তখন তাঁ' অন্য সকল প্রকার অভিজ্ঞান দূর ক'রে দেন। শব্দ যখন পূর্ণতাকে উদ্দেশ করে, তখন ক্ষুদ্রত্বকে বুঝায় না—এরূপ নহে। 'ব্রহ্ম' শব্দ ক্ষুদ্রত্বকে রক্ষা করে না। অতি বৃহত্বকে মাত্র লক্ষ্য করে, তখন মানুষের ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় (benumbed) হ'য়ে যায়। ঐ শব্দটা এতটা অধিক শক্তি দেখায় যে, মানুষের সব অভিজ্ঞতা নিস্তব্ধ ক'রে দেয়। ইহা শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তির পূর্ণ পরিচয় নহে। আবৃতবিশেষ-পরিচয় পূর্ণতাকে লক্ষ্য করে না। অন্য বস্তু হ'তে পৃথক্ ক'রে ৪ চার বলা হ'ল—১, ২, ৩ এবং ৫, ৭ ইত্যাদিকে বাদ দেওয়া হ'ল। শব্দের স্থিতি-স্থাপকতামাত্র লক্ষ্য কর' হচ্ছে, যেখানে-সেখানে 'বৈকণ্ঠ' শব্দ হ'ল না—হরিজ্ঞাপক হ'ল না। আমরা মেপে নেওয়ার মধ্যে প'ড়ে গেলাম।

হরিই—নাম। কর্ম্মধারয় সমাস "হরিশ্চেতি নামচাসৌ"। হে হরিনাম, তোমাকে আমি সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় কর্‌লাম—অন্য সব ছাড়্‌লাম। 'হরি' শব্দকে আশ্রয় কর্‌লাম। মুক্তকুল—যাঁরা মুক্তিলাভ ক'রেছেন, তাঁরা উপাসনা কর্‌ছেন,—ইহজগতে যাঁ'দের আর কোন কৃত্য নাই, তাঁরা শ্রীহরিনাম করেন। 'হরিনাম' অচেতন কিম্বা কল্পিত পদার্থ ন'ন—দৃশ্যপদার্থবিশেষ

ন'ন—দৃশ্য-জগতের কোন বস্তু ন'ন। আমরা হরিনামকে সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় কর্‌ব, আর কারো কাছে যা'ব না। বৈকুণ্ঠবস্তুকে সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় কর্‌ব। তোমাকেই—হরি-শব্দকেই আশ্রয় কর্‌ব। নাম-নামীর মধ্যে প্রভেদ নাই; নামই—নামী—সেই জিনিষটিই। সেই তোমাকেই আশ্রয় কর্‌লাম।

[প্রশ্ন—যদি এই বিবেচনা ভুল হ'য়ে থাকে ?]

উঃ—না, হ'তে পারে না। যে-সমুদয় বৈকণ্ঠ-শব্দ বিদ্বদ্‌রূঢ়িতে প্রকাশিত হ'য়েছে, হরিনাম তৎসমুদয় শাস্ত্র (scriptures)কে অঙ্গীভূত করেছেন। যদি কোন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বলেন যে, তাঁ'র শাস্ত্র (scriptures) পৃথক্, 'নিখিল' শব্দ-দ্বারা তা'র সম্ভাবনা নিরস্ত হ'য়েছে। যে-সব শাস্ত্র (scriptures) ইহজগতে অবতরণ করেছেন—যেগুলি আসেন নাই—খণ্ড-কালের মধ্যে অবতরণ কর্‌বেন না, সে-সমুদয় শব্দশাস্ত্র হরিনামকে উদ্দেশ করেছেন। তাঁ'দের শীর্ষভাগসমূহের রত্নমালা—'রত্ন' যা' হ'তে আলোক উচ্ছুরিত হচ্ছে—হরিনামের 'নীরাজন'—আরতি কর্‌ছে। শ্রীবিগ্রহকে শীতল জলে ধু'য়ে দেওয়া—স্নান করিয়ে দেওয়া হ'ল—আচমনীয় দেওয়া হ'ল। পা'টা ধু'য়ে দেওয়া হ'ল। ঐ যে ঠাণ্ডা জলটা লাগ্‌ল, উহাতে নাতিশীতোষ্ণ ভাবটা আন্‌বার জন্য অল্প গরম সেক দেওয়া হ'ল। এর নাম নীরাজন। 'পা'—হরিনামের পাদপদ্ম। তাঁ'র অন্তপ্রদেশ নীরাজিত হচ্ছে। কোনো কর্দ্দমাদি মলিনতা এসে কলঙ্কিত না কর্‌তে পারে। ধু'য়ে দেওয়া হচ্ছে। এই হরিনামকে আশ্রয় কর্‌তে হ'বে, ইহা আচার্য্যের উপদেশ।

আর যে হরিনাম নিজের কোন সুবিধা করে দিচ্ছে, সে হরিনাম বদ্ধ-জীবের একটা জাগতিক চেষ্টামাত্র। হয় ত' কেউ বল্লেন,—"আমি বাঙ্গালী, বাংলাদেশের লোক, আমার হরিনাম।" আবার সেইরূপ অপরে বল্‌ছে,—"আমি অন্য দেশবাসী, আমার জন্য অন্য শব্দ।" এইরূপ বিচার অবলম্বন ক'রে জাতিগত, দেশগত ধর্ম্ম-দ্বারা ভিন্ন জাতি, ভিন্নদেশের ধর্ম্ম হ'তে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা আমাদের আবশ্যকীয় বিষয় নহে। সে-রকম শব্দ প্রেমাভাব উৎপন্ন করে। সেরূপভাবে নামের ভজন হ'তে পারে না। নামভজন ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা হ'তে পারে না। **'মুক্ত জীবের উপাস্য অর্থে—বদ্ধজীবের ধারণা সুবিস্তার হ'য়ে পৌঁছুক, এরূপ কথা বলা হচ্ছে।** বৈকুণ্ঠ-নামে রুচি হোক্। বৈকুণ্ঠ-নামে রুচি হোক্, এ কথা বলা হচ্ছে না। যে-হরিকীর্ত্তন-দ্বারা কলেরা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ভাল হ'বে, সে-হরিনাম কর্‌তে হ'বেনা।

[প্রশ্ন—কিন্তু হরিনাম ক'রে ত' কলেরা ভাল হয়।]

উঃ—তা' হ'লে হরিকে চাকর ক'রে ফেলা হয়—সে কথা আছে—ভিন্ন ভিন্ন অপেক্ষাযুক্ত অবস্থায় আছে—থাকুক্। তদপেক্ষা উচ্চ কথাটা শোনা যাক্। সত্য কথা অন্য কিছুর অপেক্ষা করে না, যা' শুন্‌লে লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষেপে যা'বে। বৈকুণ্ঠে একটা সিংহ একটা মানুষকে খেয়ে ফেল্‌লে। মায়িক জগতে ইহা প্রবল দুর্দ্দৈব; কিন্তু বৈকুণ্ঠে সেরূপ অসুবিধা হয় না। এ জগতে কর্ম্মফলে একজনের প্রার্থনা এক প্রকার, আর এক জনের প্রার্থনা অন্য প্রকার হ'য়ে পড়ে; কিন্তু নিত্যজগতে সেবাই নিত্যকর্ম্ম। স্বল্পদৃষ্টি হ'তে ফলটা সঙ্গে সঙ্গে পা'বে, এরূপ ইচ্ছা ভোগপর কর্ম্মবাদীর। তাই ব'লে 'বৈকুণ্ঠ' শব্দের সত্যকথাটা উড়িয়ে দেবো—এরূপ বিচার সঙ্গত নহে।

এই দেহটা কতদিন থাক্‌বে? দেহ ফল পাবে মনে কর্‌তে পারা যায়। কিন্তু উহা অবিবেচনা, সুশিক্ষার অভাব, বিচার কর্‌তে হ'বে। এইগুলো নিয়ে যদি থাকা যায়, তা'হ'লে যা'দের এসব অভাব থেমে গেছে, তাঁ'দের কথা শোনা হয় না। তাঁ'দের কথাটা শুন্‌তে হ'লে নিজের সুবিধা ব'লে যে জিনিষটা, তা' এ সব কথা নয়।

[প্রশ্ন—বিচার-ভাবটা আসে কেন?]

উঃ—অনর্থযুক্ত আছেন ব'লে। এ সব হরিনাম নয়, এ সব হচ্ছে সময় কাটাবার জন্য। এরূপ সময় না কাটানই ভাল।

[প্রশ্ন—এগুলো কি ছেড়ে দেবো?]

উঃ—ছেড়ে দেবার কথা আমি বল্‌ছি না। নিজে যখন বুঝ্‌বেন, তখন যা' সঙ্গত কর্‌বেন। শ্রবণ ক'রে যতদিন না নিত্যসত্যে রুচি হয়, ততদিন বৈকুণ্ঠনাম শ্রবণ কর্‌তে হ'বে। যে-শিক্ষা পেয়েছেন, তা'তে ধর্‌তে পার্‌লেন না। বদ্ধাবস্থায় ত' বুঝ্‌বেন না। তখন ত' যা'তে ব্যারাম ভাল না হয়, তাই কর্‌তে থাক্‌বেন। এই সব চিন্তাগুলো একটু থাম্‌লে ধর্‌তে পারেন। হরিনাম সম্বন্ধে সাহিত্য ছাপা হচ্ছে। রোজ নূতন নূতন কথা বলা হচ্ছে, যেমন নূতন ধূতন লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। আপনার নেশার বশে থাক্‌লে রুচি হ'বে না।

[প্রশ্ন—বিচার ত্যাগ করা কি উচিত?]

উঃ—কোন্ বিচার? অনর্থযুক্ত অবস্থায় উন্মাদের যে বিচার, উহা বাঞ্ছনীয় কি? সে বিচার কত সময় থাক্‌বে, বিচার করুন। তা'র স্থায়িত্ব

কতটা? এ কথা ছাড়া আর বাদ বাকী যা' বিচার কর্‌ছেন, তা' রক্ষা কর্‌তে পারেন কতক্ষণ? খানিকক্ষণ পরে আপনিই ছে'ড়ে দেবেন। অপরিবর্ত্তনীয় ব্যাপারের সঙ্গে পরিবর্ত্তনীয় ব্যাপারটা এক ক'রে ফেল্‌তে হ'বে না। তা' কর্‌লে বুঝ্‌তে হ'বে যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'অ,' 'আ'র মধ্যে প্রবেশ হয় নাই। এ ভাষা ত' এখনও এদেশে আসে নাই।

[প্রশ্ন—বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, সুতরাং লাভ নাই।]

উঃ—কিন্তু এই কথাটাই ত' সত্য। যখন realise কর্‌তে পার্‌বেন, তখন বুঝ্‌তে পারবেন—জন্ম-জন্মান্তরে বুঝ্‌বেন, এরূপ নয়। গাছের ফুল নয় যে, আস্‌লেন আর পে'ড়ে নিয়ে গেলেন; জন্ম-জন্মান্তরের কত সংস্কার, কত কথা সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছেন। সে-সব না কেটে গেলে শুন্‌তে পাবেন কেমন ক'রে?

[প্রশ্ন—মহাপ্রভু য'াকে তা'কে দিলেন।]

উঃ—মহাপ্রভু য'াকে-তা'কে দিলেন; কিন্তু আমার মত লোক ত' পেল না। না হ'লে এখানে এসে কেন বসে আছি? যদি মনে করেন, য'াকে-তা'কে দিয়ে গেছেন, আমি তা'র থেকে একটু ভাল, তা' হ'লে পাবেন না। মহাপ্রভু যা'কে দিলেন, তা'কে উহা গ্রহণের জন্য আগে শক্তি সঞ্চার কর্‌বেন। আপনি যদি সে শক্তি পান, তা' হ'লে পেতে পারেন।

মহাপ্রভু যখন যা'কে দয়া করেন, তখন সে দয়াটা এসে পড়্‌লে সুবিধা হয়। কিন্তু আমার দয়ার প্রয়োজন নাই—এরূপ যতক্ষণ মনে থাকে, ততক্ষণ দয়াটা এসে পড়্‌লেও ধর্‌তে পারা যায় না। বি, এ, ক্লাসের পাঠ্য পাঠশালার ছাত্রকে কখনই বুঝিয়ে দেওয়া যায় না।

সূর্য্যগ্রহণ গণনা কর্‌বার জন্য একজন ব্যক্তি অল্প সময়ের মধ্যে জ্যোতিষ শিখ্‌তে এসেছিলেন। যা' জান্‌বার দরকার, একটু বলা হ'লে—১০ মিনিট-কাল-মাত্র বলা হ'লে তিনি বলেন, অল্পের মধ্যে বুঝিয়ে দিতে হ'বে। যখন বলা হ'ল যে, তবুও একটু সময় দিতে হ'বে, তখন তিনি বলেন,—তিনি যখন চন্দ্রগ্রহণ গণনা কর্‌তে জানেন না, তখন এ কথাটা কেন বুঝ্‌তে পার্‌বেন না? তাঁ'র সঙ্গে আলোচনায় বুঝা গেল,—তাঁ'র শিক্ষা এত অল্প হয়েছে যে, তিনি সে-সকল কথা বুঝ্‌তে পার্‌বেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতের সুপ্রাচীনত্ব, তদনুশীলনে অধিকার-নির্ণয় ও সৎসাম্প্রদায়িকতা

[২]

গ্রন্থরাজের প্রকাশ-নিত্যত্ব

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ আধুনিক নয়, বেদের ন্যায় নিত্য ও প্রাচীন। পূজপাদ শ্রীধরস্বামী "তারাঙ্কুর সজ্জনিঃ" শব্দ-প্রয়োগদ্বারা ভাগবতের নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন সমস্ত নিগম-শাস্ত্ররূপ কল্পবৃক্ষের চরমফল বলিয়া শ্রীভাগবত-গ্রন্থ পরিলক্ষিত হইয়াছেন। (ক) প্রণব হইতে গায়ত্রী, গায়ত্রী হইতে অখিলবেদ, অখিলবেদ হইতে ব্রহ্মসূত্র এবং ব্রহ্মসূত্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবত উদয় হইয়াছেন। পরব্রহ্মের অচিন্ত্য সত্যসমূহ জীব-সমাধিতে প্রতিভাত হইয়া সচ্চিদানন্দ-সূর্য্যস্বরূপ ঐ পারমহংস্য-সংহিতা জাজ্বল্যরূপে উদিত হইয়াছেন। যাঁহাদের চক্ষু আছে তাঁহারা দর্শন করুন; যাঁহাদের কর্ণ আছে তাঁহারা শ্রবণ করুন; যাঁহাদের মন আছে তাঁহারা শ্রীভাগবতের সত্যসকলের নিদিধ্যাসন করুন। পক্ষপাতরূপ অন্ধতাপীড়িত পুরুষেরাই কেবল ভাগবতের মাধুর্য্য আস্বাদন হইতে বঞ্চিত আছেন। চৈতন্যাত্মা ভগবান্ তাঁহাদের প্রতি কৃপাবলোকন-পূর্ব্বক তাঁহাদের অন্ধতা দূর করুন।

শ্রীভাগবতের জন্ম নাই, যেহেতু উহা সনাতন, নিত্য ও অনাদি। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতদিকের মতে কোন্ সময়ে, কোন্ দেশে ও কোন্ মহাত্মার চৈতন্যে ঐ গ্রন্থরাজের প্রথম উদয় হয়, তাহা নিরূপণ করা অতীব বাঞ্ছনীয়। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, যাঁহারা কোন বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম নহেন, সেই কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের জন্য কথিত হইয়াছে যে, যৎকালে ব্যাসদেব সর্ব্বশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াও সন্তোষ হইলেন না, তখন তত্ত্বদর্শী নারদের উপদেশক্রমে সরস্বতীতীরে সমাধিদ্বারা পরমার্থ দর্শনপূর্ব্বক শ্রীভাগবত প্রকাশ করিলেন। যে যে মহাপুরুষেরা পরমার্থ-শাস্ত্র সংগ্রহ করিতেন, তাঁহারা ব্যাসপদ প্রাপ্ত হইয়া জনগণের শ্রদ্ধাস্পদ হইতেন। ব্যাস-শব্দে এস্থলে বেদব্যাস হইতে ভাগবতকর্ত্তা ব্যাসপর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। অতএব যখন

(ক) নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥ (ভাঃ ১।১।৩)

সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনাপূর্ব্বক অনির্ব্বচনীয় পরমার্থ-তত্ত্বের গূঢ়াবস্থান নির্ণীত না হইল, তখন বাক্য ও মনকে তদ্বস্তু হইতে নিরস্ত করিয়া পরমার্থবিদ্যাবিশারদ ব্যাসদেব সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক পরমতত্ত্বের অনুভব ও অনুবর্ণন-রূপ, শ্রীভাগবত রচনা করিলেন।

সনাতন-ধর্ম্মের ১২টী মৌলিক বিষয়

বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদ ও ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র নিত্য বলিয়া আমরা জানি। সম্প্রতি পরমার্থতত্ত্বের উদয়কাল হইতে বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যন্ত যে যে পরিবর্ত্তন ও উন্নতি-সোপান বিগত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পরমার্থতত্ত্বই আত্মার স্বধর্ম্ম। জীবসৃষ্টির সহিত ঐ নিত্যধর্ম্মের একত্রাধিষ্ঠান স্বীকার করিতে হইবে (খ)। আদৌ ঐ স্বধর্ম্ম স্বপ্রকাশরূপে ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্য চিন্তনরূপ অস্ফুট ছিল। আত্মা ও ব্রহ্মের বিশেষ ভেদ স্থাপন-পূর্ব্বক পরম প্রেমরূপ বন্ধনগ্রন্থি বিচারিত হয় নাই (গ)। সেই ধর্ম্মতত্ত্ব অনেক দিবস পর্য্যন্ত ব্রহ্মাত্মার অভিন্নতা বুদ্ধিস্বরূপে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু সূর্য্যরূপ সত্য কদাপি অজ্ঞান বা ভ্রম-মেঘের দ্বারা চিরকাল আচ্ছন্ন থাকিতে চাহে না। ঋষিগণ সময়ে সময়ে যজ্ঞ, তপস্যা, ইজ্যা, শম, দম, তিতিক্ষা, দান ইত্যাদি নানাপ্রকার অভিধেয় কল্পনা করত সেই স্বধর্ম্মকে স্থির করিতে যত্ন করিয়াছেন (ঘ)। ব্রহ্মাস্মীতিরূপঃচিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক জড়াত্মক কর্ম্মকাণ্ডে স্বধর্ম্মের অনুসন্ধান করিতে করিতে অনেক দিন বিগত হইল। ভ্রম হইতে ভ্রমান্তরে পতনকালে প্রায় ভ্রমাবৃত হইয়া পতনকার্য্যকে উন্নতি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভ্রমটী প্রতীত হয়। যৎকালে কর্ম্মকাণ্ডে ক্ষুদ্র ও মন্দ ফল বিবেচিত হইল তখন আর্য্যদিগের মন মোক্ষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত

(খ) ব্রহ্ম দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠামাথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥
অথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাং। (মণ্ডুকে)

(গ) স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম। (বৃহদারণ্যকে)

(ঘ) কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা যস্যাং ধর্ম্মোমদাত্মকঃ॥ (ভাঃ ১১।১৪।৩)
মস্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথা কর্ম্ম যথা রুচি॥
ধর্ম্মমেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং শমং দমম্॥

হইল। (ঙ) কিন্তু তাহাও শুষ্ক ও কার্য্যগতিকে বিফল। যত দিনেই হউক, সত্যের প্রকাশ অবশ্যই হইবে। পরে আর্য্য-হৃদয়ে অপূর্ব্ব তত্ত্বের উদয় হইলে প্রেমসূত্রের স্বরূপটী স্পষ্টীভূত হইল। (চ) সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ ঐ নিত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় স্থির করিয়াছেন।

১। পরমাত্মা—সচ্চিদানন্দ সূর্য্যস্বরূপ বিভু চৈতন্য; জীবাত্মা—তদ্রশ্মি পরমাণু-স্বরূপ অণুচৈতন্য।

২। ভগবচ্ছক্তির আবির্ভাবরূপ বিশেষ নামে কোন অনির্ব্বচনীয় চৈতন্যগত নিত্যধর্ম্মের দ্বারা বিভুচৈতন্য অণুচৈতন্য হইতে ভিন্ন, অণুচৈতন্য-সকল পরস্পর ভিন্ন, চৈতন্যগণের অবস্থানোপযোগী পীঠস্থান এবং চৈতন্য বস্তু হইতে জড়াত্মক জগত ভিন্ন হইয়াছে।

৩। জড়াত্মক জগৎটী চিজ্জগতের প্রতিফলিত ধামবিশেষ এবং শুদ্ধানন্দের বিপরীত কোনপ্রকার আভাসস্বরূপ সুখদুঃখের পীঠস্বরূপ।

৪। জড় জগতের জীবাত্মার নিত্যসম্বন্ধ নাই। কেবল বদ্ধ-অবস্থায় উহা জীববাস মাত্র। অচিন্ত্য ভগবচ্ছক্তি কর্ত্তৃক বদ্ধ জীবগণ জড়ানুযন্ত্রিত হইয়া কেহ বা জড়সুখে আবদ্ধ আছেন, কেহ বা চিৎসুখ অন্বেষণ করিতেছেন।

৫। স্বতঃ পরতঃ পরতত্ত্বের প্রতি জীবের অনুরাগরূপ স্বাভাবিকী প্রবৃত্তির নাম জীবের স্বধর্ম্ম। বদ্ধাবস্থায় বিষয়রাগরূপ ঐ স্বধর্ম্মের বিকৃত ভাবটী শোচনীয়।

৬। স্বধর্ম্মের স্বরূপাবস্থিতির নাম মোক্ষ। স্বালোচন কার্য্য অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা তাহা সাধিত হয়।

৭। অধিকারভেদে স্বধর্ম্মানুশীলন বিবিধরূপ। তন্মধ্যে কতকগুলি সাক্ষাৎ; কতকগুলি গৌণ।

৮। স্বরূপপ্রাপ্তি যে সকল অনুশীলনকার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য ও অন্য ফলের সম্ভাবনা নাই; তাহারা সাক্ষাৎ।

(ঙ) অন্যে বদন্তি স্বার্থং বৈ ঐশ্বর্য্যং ত্যাগভোজনম্।
কেচিদ্ যজ্ঞং তপো দানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্॥
আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ।
দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রানন্দাঃ শুচার্পিতাঃ॥
ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যত্তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্॥ (ভাঃ ১১।১৪।১০-১২)

(চ) কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। (ভাঃ ১০।১৪।৪৫)

৯। যে সকল অনুশীলনকার্য্যদ্বারা দেহ-সম্বন্ধে কোন অবান্তর ফলপ্রাপ্তি সংঘটন হয়, সে সকল গৌণ।

১০। সমাধিই প্রধান সাক্ষাদনুশীলন। তৎপোষক জীবন-নির্ব্বাহোপযোগী কর্ম্মসকলকে প্রধান গৌণানুশীলন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

১১। সমাধিযোগে ব্রজভাবগতরসাশ্রিত কৃষ্ণানুশীলনই জীবের নিয়ত কর্ত্তব্য যেহেতু ; ঐ ভাবটী জীবের প্রাপ্য বিষয়ের অত্যন্ত সন্নিকর্ষ।

১২। অধিকার ভেদে পরম মাধুর্য্য স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ গাঢ় মধুর রসের আলোচনাই জীবের চরম মহিমা।

এই দ্বাদশটী তত্ত্বের মধ্যে প্রথম চারিটী তত্ত্বে কেবল সম্বন্ধজ্ঞান সঙ্কলিত হইয়াছে। পঞ্চম হইতে দশম তত্ত্ব পর্য্যন্ত জীবের কর্ত্তব্য নিরূপিত হইয়াছে। শেষ দুইটী তত্ত্বে কেবল জীবের চরম প্রয়োজনরূপ পরম ফলের উদ্দেশ আছে।

প্রাজাপত্য, মানব ও দৈবাধিকারে সম্বন্ধতত্ত্ব কেবল বীজরূপে উপলব্ধ হয়। কেহ উপাস্য আছেন তাঁহাকে সন্তোষ রাখা কর্ত্তব্য, এই মাত্র বোধ ছিল। প্রণব-গায়ত্র্যাদিতে এই মাত্র বুঝা যায়। সে-কালে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে বিবাদ ছিল। সনক-সনাতনাদি কয়েক-জন প্রবৃত্তিমার্গকে নিতান্ত অবহেলা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রজাপতি মনু ও ইন্দ্রাদি দেবগণ যজ্ঞাদিদ্বারা সংসার উন্নতিক্রমে হরিতোষণ-আশা করিতেন। ফলতত্ত্বে তাঁহাদের স্বর্গ-নরকরূপ চিন্তামাত্র উদয় হইয়াছিল। আত্মার বিশুদ্ধসত্তা ও মোক্ষাভিসন্ধান ও চরমে পরম প্রীতি—এ সকল কিছুই উপলব্ধ হয় নাই।

বৈবস্বতাধিকারের শেষার্দ্ধে যখন স্মৃতিশাস্ত্র ও ইতিহাস প্রচারিত হইল, তখনই আত্মবোধ ও আত্মগতিক অনেক বিচার উপস্থিত হইল (ছ)। কিন্তু প্রয়োজন তত্ত্বের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল এমত বোধ হয় না। অন্ত্যজাধিকার ব্রাত্যাধিকারে দর্শন ও পুরাণশাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিন তত্ত্বেরই বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। (জ) শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রেই এই তিনটী তত্ত্বের

(ছ) যে পাকযজ্ঞাশ্চত্বারো বিধিযজ্ঞসমন্বিতা।
সর্ব্বে তে অপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ (মনুঃ)

(জ) অহং হরে তব পাদৈকমূলদাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।
মনঃ স্মরেতাসুপতে-র্গুণানাং গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতু কায়ঃ॥
ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥ (ভা. ৬।১১।২৪-২৫)

সম্পূর্ণ আলোচনা দৃষ্ট হয় এবং সিদ্ধান্ত সকল স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত সমুদ্রবিশেষ। ইহার কোন্ অংশে কি কি রত্ন আছে, তাহা সংগ্রহ করা মধ্যমাধিকারীদিগের পক্ষে নিতান্ত কঠিন। ইহা বিবেচনা করিয়া পরমদয়ালু শঠকোপশিষ্য রামানুজাচার্য্য সর্ব্বাদৌ বৈষ্ণব-তত্ত্বের সারসংগ্রহ করেন। তাঁহার কিছুদিন পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্য বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচনা করত নির্ব্বিশেষ জ্ঞানচর্চ্চা এতদূর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন যে, ভক্তিদেবী (ঝ) অনেক দিবস পর্য্যন্ত কুণ্ঠিতা ও সচকিতা হইয়া ভক্তগণের হৃদয়-গহ্বরে লুক্কায়িত ছিলেন। শঙ্করাচার্য্যকে আমরা দোষ দিতে পারি না, বরং দেশহিতৈষী ভগবদ্ভক্ত বলিয়া আমরা তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করি, কেননা তাঁহার তৎকালে তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার হেতু ছিল।

গৌতবুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্যের বাদানুবাদের পরিণতি এবং বৈষ্ণবাচার্য্য-চতুষ্টয়ের আবির্ভাব

সকলেই অবগত আছেন যে, খ্রীষ্টের প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে কপিলাবস্তু-নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া শাক্যকুলোদ্ভব গৌতম নামক একজন মহাত্মা জ্ঞান-কাণ্ডের এতদূর প্রবল আলোচনা করেন যে, তদ্দ্বারা আর্য্যদিগের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বর্ণাশ্রমরূপ সাংসারিক ধর্ম্ম লোপপ্রায় হইতে লাগিল। তাঁহার প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্মটী আর্য্যদিগের সমস্ত পুরাতন বিষয়ের কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠিল। বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ পাঞ্জাবদেশ অতিক্রম করিয়া সিথিয়বংশীয় কনিষ্ক, হবিষ্ক ও বাসুদেব প্রভৃতি রাজগণের আশ্রয়ে হিমালয়ের উত্তরদেশে ত্রিবর্ত্ত, তাতার, চীন প্রভৃতি নানাদেশে ব্যাপ্ত হইল। এদিকে ব্রহ্মদেশ, সিংহল দ্বীপ প্রভৃতি অনেক স্থানে বৌদ্ধ মতটী অশোকবর্দ্ধনের যত্নক্রমে দৃঢ়মূল হইয়া গেল। ভারতবর্ষেও ঐ ধর্ম্ম সারীপুত্র, মৌদ্গালায়ন, কাশ্যপ ও আনন্দ প্রভৃতি শিষ্য-গণের দ্বারা প্রচারিত হইয়া ক্রমশঃ অশোকবর্দ্ধন প্রভৃতি রাজগণের সাহায্যে

(ঝ) শ্রীরূপগোস্বামি-বিরচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে ভক্তির সামান্য লক্ষণ এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

ভক্তিলক্ষণ-ব্যাখ্যায় জ্ঞান ও কর্ম্ম অস্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু পবিত্র ভক্তিবৃত্তিকে জ্ঞান বা কর্ম্ম আচ্ছন্ন করিলে ঐ বৃত্তির কার্য্য হয় না। প্রথমে যখন কর্ম্মকাণ্ড প্রবল ছিল তখনও ভক্তিবৃত্তির আলোচনার পক্ষে যেরূপ প্রতিবন্ধক ছিল, বৌদ্ধদিগের সময় জ্ঞানা-লোচনাও তদ্রূপ হইয়া উঠিল, বরং তাহা হইতে অধিক বলবান্ হইয়া উঠিল।

সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। আর্য্যদিগের যে-তীর্থ ছিল ঐ সকল স্থান বৌদ্ধপ্রায় হইয়া গেল। এমত কি, ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মের প্রায় সকল চিহ্নই লুপ্ত হইতে লাগিল। যখন এই প্রকার উপপ্লব অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িল, তখন খ্রীষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ দলবদ্ধরূপে বৌদ্ধ-বিনাশের যত্ন পাইতে লাগিলেন।

তৎকালে ঘটনাক্রমে কৃতবিদ্য ও মহাবুদ্ধিশালী শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কাশীনগরে ব্রাহ্মণদিগের সেনাপতি হইয়া উঠিলেন। ইঁহার কার্য্য আলোচনা করিলে ইহাঁকে পরশুরামের অবতার বলিয়া বোধ হয়। জন্মসম্বন্ধে ইহাঁর অনেক গোলযোগ ছিল, এবিধায় তাঁহাকে মহাদেবের পুত্র বলিয়া তাঁহার অনুগত ব্রাহ্মণেরা স্বীকার করেন। বাস্তবিক তাঁহার বিধবা মাতা দ্রাবিড়দেশীয়া স্ত্রী ছিলেন ও কাশীবাসকরণার্থে তৎকালে বারাণসীতে অবস্থান করিতেন। জন্মসম্বন্ধে যাহার যে-দোষ থাকুক, তাহা সারগ্রাহীদিগের গ্রাহ্য নয়; যেহেতু যাঁহার যতদূর বৈষ্ণবতা, তিনি ততদূর মহৎ। নারদ, ব্যাস ও শঙ্কর—ইহাঁরা নিজ নিজ কার্য্যগুণে জগন্মান্য হইয়াছেন; ইহাতে কিছুমাত্র তর্ক নাই। তবে আমি যে এস্থলে শঙ্করের উৎপত্তি উল্লেখ করিলাম, সে কেবল একটী বিচার দর্শাইবার জন্য বুঝিতে হইবে। বিচারটী এই যে, সপ্তম শতাব্দী হইতে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যেরূপ বুদ্ধির প্রাবল্য ও তীক্ষ্ণতা দেখা যায়, সেরূপ অন্যত্র নহে। শঙ্কর, শঠকোপ, যামুনাচার্য্য, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী ও মধ্বাচার্য্য—এই সকল ও আর আর অনেক মহা মহা পণ্ডিতগণ ঐ সময় হইতে ভারতের দক্ষিণ বিভাগের নক্ষত্রস্বরূপ উদিত হন।

শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণদলবল লইয়া অধিক কৃতার্থ না হইতে পারায় গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি দশবিধ সন্ন্যাসীর পথ সৃজন করিয়া ঐ সকল সন্ন্যাসি-দিগের বাহুবলে ও বিচারবলে কর্ম্মপ্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে আত্মসাৎ করিয়া বৌদ্ধবিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। যেখানে বৌদ্ধদিগকে স্বদলভুক্ত করিতে না পারিলেন, সেস্থলে নাগা-সন্ন্যাসিদল নিযুক্তপূর্ব্বক খড়্গাদি অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। অবশেষে বেদান্তভাষ্য রচনাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্মকাণ্ড ও বৌদ্ধদিগের জ্ঞানকাণ্ড একত্র মিশ্রিত করিয়া বৌদ্ধদিগের যে-সকল দেবায়তন ও দেবলিঙ্গ ছিল, সে-সকল নামান্তর করিয়া বৈদিক-ধর্ম্মের অনুগত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা কতকটা প্রহারের ভয়ে ও কতকটা স্বধর্ম্মের কিঞ্চিদবস্থান দৃষ্টি করিয়া অগত্যা ব্রাহ্মণাধীন হইয়া পড়িলেন।

যে-সকল বৌদ্ধেরা এরূপ কার্য্যে ঘৃণাবোধ করিলেন, তাঁহারা বুদ্ধদেবের চিহ্নসমুদায় লইয়া হয় সিংহলদ্বীপে, নয় ব্রহ্মরাজ্যে পলায়ন করিলেন। বুদ্ধ-অবতারের দন্ত লইয়া ঐ সময়ে বৌদ্ধপণ্ডিতেরা শ্রীপুরুষোত্তম হইতে সিংহল-দেশে গমন করেন। তাঁহাদের পরিত্যক্ত বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ-রূপ ত্রিমূর্ত্তি তৎপরে পুনরায় শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রারূপে পরিচিত হন। পঞ্চম শতাব্দীতে ফাহিয়ান নামক চীনদেশীয় পণ্ডিত পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র দর্শন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত লিখিয়াছিলেন যে, ঐ স্থলে বৌদ্ধধর্ম্ম অদূষিতরূপ ছিল এবং ব্রাহ্মণদিগের কোন দৌরাত্ম্য নাই। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েনসাং-নামক দ্বিতীয় চীনপণ্ডিত পুরুষোত্তম আসিয়া লিখিয়াছিলেন যে, বুদ্ধদন্ত সিংহলে নীত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ঐ তীর্থ সম্পূর্ণরূপে দূষিত হইয়াছে। এই সকল ঘটনা ও বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে শঙ্করের কার্য্যসকল বিস্ময়জনক হয়। বৌদ্ধনাম দূরীভূত করিয়া শঙ্করাচার্য্য ভারতের কিয়ৎপরিমাণে সাংসারিক উপকার করিয়াছেন; যেহেতু পুরাতন আর্য্যসমাজ ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছিল, তাহা নিবৃত্ত হইল। বিশেষতঃ আর্য্য-গ্রন্থমধ্যে বিচারপদ্ধতি প্রবেশ করাইয়া আর্য্যদিগের মনের গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন; এমত কি, তাঁহার প্রদত্ত বেগদ্বারা আর্য্যদিগের বুদ্ধি নূতন নূতন বিষয় বিচারে সমর্থ হইয়া উঠিল।

শঙ্করের তর্কস্রোতে ভক্তিকুসুম ভক্তচিত্ত-স্রোতস্বতীতে ভাসমান হইয়া অস্থির ছিলেন; কিন্তু রামানুজাচার্য্য * * * ভগবৎ-কৃপায় শারীরক-সূত্রের ভাষ্যান্তর বিরচন করত পুনরায় বৈষ্ণব-তত্ত্বের বল সমৃদ্ধি করিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য ও মধ্বাচার্য্য—ইহাঁরাও বৈষ্ণবমতের কিছু কিছু ভিন্ন আকার স্থাপন করত স্ব-স্ব-মতে বেদান্ত-ভাষ্য রচনা করিলেন। * * * * শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় সকলেই একটী একটী গীতাভাষ্য, সহস্রনাম-ভাষ্য ও উপনিষদ্-ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। এইরূপ একটী মত তখন জনগণের হৃদয়ে জাগরূক হইল যে, কোন একটী সম্প্রদায় স্থির করিতে হইলে উপরি-উক্ত চারিটী গ্রন্থের ভাষ্য থাকা আবশ্যক। উক্ত চারিজন বৈষ্ণব হইতে শ্রী-বৈষ্ণব প্রভৃতি চারিটী সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বদর্শিত দ্বাদশ তত্ত্বের মধ্যে প্রথম দশটী চারি-সম্প্রদায়ে বিশেষরূপ অনুভূত ছিল। শেষ দুইটী তত্ত্ব তৎকালে মাধ্ব, নিম্বাদিত্য ও বিষ্ণুস্বামী—এই তিন সম্প্রদায়ে কিয়ৎ-পরিমাণে আলোচিত হইত।

ভক্ত-লক্ষণ

দেবর্ষি নারদ শ্রীমহাদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—

কৃষ্ণপাদাব্জশ্চরণং বদমে বহুবিত্তম।
বিনা যেন সুমান্ যাতি কুর্ব্বন ভক্তিমপি শ্রমম্ ॥

হে বহুবিজ্ঞ প্রভো! কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণ কি প্রকার তাহা আমাকে বলুন যাহার অভাবে জীব ভক্তিজনিত পরিশ্রম করিলেও বৃথা হইয়া যায়।

শ্রীশিব বলিলেন (সাত্বততন্ত্রে ৪র্থ পটল)—

কায়বাঙ্মনসাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
পরিনিষ্ঠাশ্রয়ং যদ্বৈ শরণং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
এতদ্বৈদ্বিবিধং প্রোক্তাং বেদবিদ্ভির্দ্বিজোত্তম।
প্রথমং মধ্যমং শ্রেষ্ঠং ক্রমশঃ শৃণু তন্মুনে ॥
ধর্ম্মেতীর্থে চ দেবাদৌরক্ষত্বমদ্মাদিতঃ।
যদ্বুদ্ধিনিষ্ঠিতং কৃষ্ণে কৃতং তৎ প্রণমং স্মৃতম্ ॥
কলত্রপুত্রমিত্রেষু ধনে গেহগবাদিষু।
যন্মমত্বাশ্রয়ং কৃষ্ণে কৃতং তন্মধ্যমং স্মৃতম্ ॥
দেহাদাবাত্মনো যাবদাত্মত্বাশ্রয়ণাদি যৎ।
তৎ সর্ব্বং কৃষ্ণপাদাব্জে কৃতং শ্রেষ্ঠং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
ঈশ্বরং তদধীনং চ তদ্ধর্থং চ সনাতনম্।
ত্বিত্থাখ্যাশ্রয়ং তস্য বস্তুতো নৈব দৃশ্যতে ॥
এতচ্চরণসম্পন্নোভক্তিমান্ পুরুষোত্তমে।
পুনাতি সর্ব্বভুবনং হৃদিস্থেনাচ্যুতেন সঃ ॥
তস্মাদ্ভক্তাদৃতে বিষ্ণোর্দেহোঽপি নৈবমৎপ্রিয়ঃ।
কিমুতান্যে বিভূতাদ্যাঃ পরমানন্দরূপিণঃ ॥

—সাত্বততন্ত্র, ৪র্থ পটল

শ্রীমহাদেব বলিলেন— পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে কায়-বাক্যমনের পরিনিষ্ঠার সহিত সাক্ষাৎ আশ্রয়কে "শরণ" বলে। ইহা ত্রিবিধ বলিয়া বেদবিদ্‌গণ বলিয়াছেন—প্রথম, মধ্যম ও শ্রেষ্ঠ; ধর্ম্মে, তীর্থে ও দেবাদিতে পাপাদি হইতে রক্ষকত্ব ও শ্রীকৃষ্ণে পরিনিষ্ঠিত বুদ্ধি প্রথম। কলত্রপুত্র-মিত্রে, ধন-গৃহ-গবাদিতে সমত্ব রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণে যে-শরণাগতি, তাহা মধ্যম, আর দেহাদিতে

আত্মত্ব বুদ্ধি না করিয়া কৃষ্ণপাদাব্জে সম্পূর্ণ শরণাগতিকে শ্রেষ্ঠ শরণ বলা হইয়াছে। ঈশ্বর তাঁহার অধীন-তত্ত্ব ও সনাতন-ধর্ম্ম তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য-বস্তুতে বাস্তবিক দেখা যায় না। কিন্তু জীব তাহা ভুলিয়া আমি আশ্রয়ত্ব বুদ্ধি করিয়া থাকে। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আশ্রয়-সম্পন্ন ব্যক্তি হৃদিস্থ অচ্যুতের কৃপায় সমস্ত ভুবন পবিত্র করেন। অতএব ভক্ত ব্যতীত পরমানন্দরূপী শ্রীভগবানের দেহও তত প্রিয় নহে; অন্য বিভূতি আদির কথা কি বলিব?

শ্রীনারদ বলিলেন,—হে সুরসত্তম! ভক্তগণের সাক্ষাৎ লক্ষণ কি তাহা আমাকে বলুন। তাহা জানিতে পারিলে আমি ভক্তে প্রীতি করিতে পারিব।

শ্রীশিব বলিলেন—

ভক্তাণাং লক্ষণং সাক্ষাদ্দুর্বিজ্ঞেয়ং নৃভির্মুনে।
বৈষ্ণবৈরেব তদ্‌বেদ্যং পদান্যহি রহেরিব॥
তথাপি সায়তস্তেষাং লক্ষণং যদলৌকিকম্।
বক্ষে তত্তে মুনিশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্তো যতো ভবান্॥
মচ্চিত্তা নিরহঙ্কারায় মমকারবিবর্জ্জিতাঃ।
শাস্ত্রানুবর্ত্তিনঃ শান্তাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্॥
যদা সর্ব্বেষু ভূতেষু হিংসন্তমপি কন্ধন।
ন হিংসন্তি তদা মুক্তা নির্গুণা ভগবৎপরাঃ॥
হরিসেবাং বিনা কিঞ্চিন্মন্যতে নাত্মনং প্রিয়ম্॥ (সাঃ তঃ)

ভক্তগণের সাক্ষাৎ লক্ষণ মুনিগণেরও দুর্ব্বিজ্ঞেয়। বৈষ্ণবগণের দ্বারা তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। তথাপি তাঁহাদের যাহা অলৌকিক লক্ষণ তাহার সার কথা বলিতেছি, যেহেতু তুমি বিষ্ণুভক্ত, নিজচিত্তে মমকার বা অহঙ্কার বর্জ্জিত, শাস্ত্রানুবর্ত্তী, শান্ত, সকলের সুহৃদ, হিংসা করিলেও যাঁহারা হিংসকের হিংসা করেন না, তাঁহারা মুক্ত, নির্গুণ ও ভগবৎপরায়ণ। তাঁহারা হরিসেবা ব্যতীত কোনবস্তু নিজপ্রিয় মনে করেন না।

সৎপ্রীতিপরমাঃ শুদ্ধাঃ শ্রুতি কীর্ত্ত্যুক্তিনিষ্ঠিতাঃ।
ত্রৈবর্গিকপরালাপস্নেহসঙ্গবিবার্জিতাঃ॥
সদ্বাক্যকারিণঃ কৃষ্ণযশস্যুৎসুকমানসাঃ।
হরিপ্রীতিপরা এতে ভক্তালোকপ্রণামকাঃ॥
ভক্তাণাং লক্ষ্মণং হ্যেতৎ সামান্যেন নিরূপিতম্।
ইদানীমাত্মজিজ্ঞাস্যং লক্ষ্মণং ত্রিবিধং শৃণু॥

সৎপ্রীতি পরম শুদ্ধ, শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে নিষ্ঠাযুক্ত, ধর্ম্মার্থ-কামাদি-বিষয়ের আলাপবর্জ্জিত স্নেহ ও অঙ্গবিবর্জ্জিত, সদ্‌বাক্যকারী, শ্রীকৃষ্ণযশে উৎসুকমনা, হরিপ্রীতিপর, সেবক-হৃদয়ে শ্রীহরিকে উদ্দেশ করিয়া প্রণামকারী, এই সকল সামান্যভাবে ভক্তলক্ষণ বলা হইল। এক্ষণে আত্মজিজ্ঞাস্য ত্রিবিধ লক্ষণ শ্রবণ কর।

সর্ব্বাত্মানং হরিং জ্ঞাত্বা সর্ব্বেষু প্রীতিমান্নরঃ।
সেবাপরো দ্বেষহীনো বালেষু স চ সত্তমঃ॥
জ্ঞাত্বাপি সর্ব্বাং বিষ্ণুং তারতম্যেন প্রীতিমান্।
শ্রেষ্ঠ মধ্যমনীবেষু হাত্মনঃ স তু মধ্যমঃ॥
প্রতিমাদিরেব হরৌ প্রীতিমান্ ন তু সর্ব্বগে।
প্রাণি-প্রাণ বধত্যাগী প্রাকৃতঃ স তু বৈষ্ণবঃ॥

সর্ব্বাত্মা শ্রীহরি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত জানিয়া সকলে প্রীতিমান, ভগবৎ-সেবাপর জনে দ্বেষহীন ব্যক্তি সাধুশ্রেষ্ঠ। সর্ব্বান্তর্যামী বিষ্ণুকে জানিয়াও শ্রেষ্ঠ; মধ্যম ও নীচ জনে তারতম্যের সহিত প্রীতিমান ব্যক্তি মধ্যম। আর কেবল প্রতিমাতে শ্রীহরির প্রতি প্রীতিযুক্ত কিন্তু সর্ব্বজীবে অবস্থিত বিষ্ণুর তত্ত্ববোধে অসমর্থ প্রাণীমাত্রের প্রাণবধত্যাগী ব্যক্তি প্রাকৃত বৈষ্ণব অর্থাৎ সামান্য বৈষ্ণব।

যস্যেন্দ্রিয়ানীং সর্ব্বেষাং হরৌ স্বভাবিকী রতিঃ।
স বৈ মহাভাগবতো হ্যুত্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
যস্য যত্নেনেন্দ্রিয়াণীং বিষ্ণৌ প্রীতির্হি জায়তে।
স বৈ ভাগবতো বিপ্র মধ্যমঃ সমুদাহৃতঃ।
যস্যেন্দ্রিয়ৈঃ কৃষ্ণসেবা কৃতা প্রীতিবিবর্জ্জিতা।
স প্রাকৃতো ভাগবতো ভক্তঃ কামবিবর্জ্জিতঃ॥
হরিলীলা শ্রুতোচ্চারং যঃ প্রীত্যা কুরুতে যদা।
স বৈ মহাভাগবতোঽস্ত্যুত্তমো লোকপাবনঃ॥
শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণৌ প্রীত্যায়াসৌ তু যো নরঃ।
কুর্য্যাদহরহঃ শাশ্বৎ প্রীতিমান্ স চ মধ্যমঃ॥
যামৈকমাত্রং যঃ কুর্য্যাচ্ছ্রবণং কীর্ত্তনং হরেঃ।
প্রীত্যা বিষ্ণুজনদ্বেষহীনঃ প্রাকৃত উচ্যতে॥

যাঁহার সকল ইন্দ্রিয়ের প্রীতি একমাত্র শ্রীহরিতে তিনি উত্তম মহাভাগবত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। যাঁহার ইন্দ্রিয়সকল যত্নের সহিত শ্রীহরিতে প্রীতিযুক্ত, তিনি মধ্যম ; আর যাঁহার ইন্দ্রিয়সকল প্রীতিবর্জ্জিত হইয়া কৃষ্ণে সেবাপর, তিনি কামবিবর্জ্জিত প্রকৃত ভক্ত।

যিনি সর্ব্বদা প্রীতির সহিত হরি-লীলাকীর্ত্তনে নিযুক্ত-তিনি লোক-পবিত্রকারী উত্তম ভাগবত। যিনি আয়াসের সহিত অহরহ শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন, তিনি মধ্যম। আর একপ্রহরমাত্র যিনি কৃষ্ণকথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তিনি প্রাকৃত ভক্ত।

যদ্যন্যলক্ষণং চান্যভক্তে লক্ষ্যেত সজ্জনৈঃ।
তথাপি নিষ্ঠামালক্ষ্য তং তং জানীহি সত্তম ॥

যদি অন্যলক্ষণ, অন্য ভক্তে লক্ষিত হয়—তথাপি নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া তাহাকে সেই ভক্তের মধ্যে গণনা করিবে।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মের
৭৮তম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিতে
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান, জয় জয় প্রভু ভকতরাজ,
আজিকে তোমার পূত আবির্ভাবে ধরেছে ধরণী নূতন সাজ।
মাঘের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে উদিত তুমি এ' অবনী' পরে,
শুদ্ধভক্তগণ পূজে তাই তোমা' ফুল-চন্দনে ভকতি ভরে।
ভকতেরা আজি মাতে উল্লাসে, দশ দিগন্ত উঠিছে নেচে,
তোমার নামের বিজয়-শঙ্খ দেশে দেশে আজ উঠিছে বেজে।
তোমার দেহের মধুর গন্ধ পবনে পবনে আসিছে ভেসে,
সুরধুনী আজ কল-কল্লোলে তব আগমন-বারতা ঘোষে।

দুর্ব্বাদলে আজ শিশির-কণারূপে রাজে তব পদ-ধৌত-জল,
তব বন্দনা গাহিতেছে ওই নীল নভোতলে বলাকাদল।
ধরণী-মাঝারে সবাই জেনেছে আজিকে তোমার প্রকট-তিথি,
তব কালজয়ী অবদান স্মরি' গাহে সবে আজ তোমার স্তুতি।
শ্রীপ্রভুপাদের সেবায় তুমি গো নিঃশেষে করিলে আত্মদান,
তোমার শ্রীগুরু-সেবন-কাহিনী এ জগতে কভু হ'বে না ম্লান।
শ্রীগুরুর দাস, শ্রীগুরু-সেবক,—হেন অহঙ্কার হৃদয়ে ধরি ;
আমিত্বের ভাণ করনি কভুও শ্রীগুরু-চরণে দাস্য বরি'।
শ্রীগুরু-পরাণ রক্ষিতে একদা হয়েছিলে কতই দুঃখভাগী,
অবিশ্বাসীরাও হেরিল নয়তে তব গুরু-সেবা কিরূপ খাঁটি !
শ্রীগুরু-চিন্তনে ডুবিয়া নিয়ত প্রেরণা জাগালে মোদের মনে ;—
গুরুর কার্য্য সাধন ব্যতীত কি ফল বাঁচিয়া এ ধরা-ভূমে ?
হৃদয়ে তোমার ছিল না শঙ্কা, শ্রীগুরু-করুণা ধরিয়া শিরে,
তোমার অমিত বিক্রম নেহারি' পাষণ্ডকুল কাঁপিত ডরে।
শ্রীগৌর-দর্শন-আচার ও প্রচার ছিল যে তোমার জীবন-ব্রত,
সর্ব্বশাস্ত্র মাথিয়া জানালে শ্রীগৌর-মতই শুধু শাস্ত্র-গৌরব।
শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র-মহিমা জানিনু আমরা তোমার কাছে,
ভোগ-ত্যাগ-রূপ জড়মল নাহি শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র-মাঝে।
শ্রীমদ্ভাগবত-পঠন-পাঠন ও শ্রবণে আত্ম সমর্পণে,
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা টুটি' জীব-হৃদয় ভরে বিশুদ্ধ জ্ঞানে।
শ্রীপ্রভুপাদের অপ্রকট' পরে জগজ্জীবের দুর্দ্দশা হেরি'
শ্রীপ্রভুপাদের শিক্ষা-প্রদর্শনী স্থাপিলে আবার জগৎ জুড়ি'।
জীবোদ্ধার-লীলা প্রকাশিলে তুমি লোকগুরুরূপে মরত-মাঝ,
শ্রীনাম-কীর্ত্তন-মন্ত্র-মহিমা শুনিনু আবার তোমার কাছ।
জানালে মোদেরে শ্রীহরি-ভজনে কাম-ক্রোধাদির নাহিক ঠাঁই,
অসহিষ্ণু হয়ে বাচনিক দৈন্যে কপটতা ছাড়া কিছু তো নাই।

স্ব-সুখ লাগিয়া যে' করে ভজন, সে জন শুধুই ব্যবসাদার,
হরি-সুখ-লাগি' যেবা হরি ভজে, সেই তো জেনেছে ভজন-সার !
অচিন্মাত্রবাদ, কেবলাভেদ-বাদ ধর্ম্ম জগতে বিড়ম্বনা ;
সে' সব মতের বিচার-ধারায়, বাস্তব সত্যে যায় না জানা ।
'তত্তু সমন্বয়াৎ'— সূত্রে জানালে সর্ব্বদেশিক চিৎ-সমন্বয় ;
গৌর-ধর্ম্মমতই সার্ব্বজনীন ধর্ম্মে ব্যাপ্তি লভিল বিশ্বময় !
হে গৌর-মূর্ত্ত-বাণী ! তোমারি মাধ্যমে শ্রীগৌরাঙ্গের হদিশ মিলে,
তোমার মতন গৌর-গত-প্রাণ, দেখি নি মোরা এই পৃথ্বীতলে ।
তব করুণার অমৃত-পরশে, পাপীরও কৃষ্ণে হইল মতি,
বুঝিনু আমরা পাপী ঘৃণ্য নহে, পাপই জগতে ঘৃণিত অতি ।
হরি স্বয়ং রহে বিগ্রহ ধরি', মুক্তরাও হরি-বিগ্রহ পূজে,
ভগবান্ কভু নহে নিরাকার,—এ' কথা জেনেছি তোমার কাছে ।
রাধা-কান্তি ধরি' কৃষ্ণ একদা, দেখা দিলা তোমায় নদীয়া-মঠে,
সারা ভূ-ভারতে ভক্ত-সমাজে, এ শুভ বারতা সতত রটে ।
তুমি যে নামের মূর্ত্ত-বিগ্রহ, নাম তাই রটে তোমায় ঘিরে,
তুমি যা'র প্রতি করেছো করুণা, সে কভু যায় নি তোমায় ছেড়ে ।
হে মহামহিম মহাভাগবত, মানুষের মাঝে দেবতা তুমি,
তোমার রাতুল চরণ-পরশে, ধন্য হ'ল এ' ধরণী ভূমি ।
বহু উপদেশ করেছি শ্রবণ, তব পদ-পাশে নিয়ত থাকি'
মোর এ' হৃদয়ে স্ফুরে যেন তাহা, হেন কৃপা মোরে কর গো আজি ।
তোমার চরণ-আশ্রয় করি' হ'তে চাহি তব পূজার ফুল,
প্রার্থনা মোর তোমার পূজনে কভু যেন মোর হয় না ভুল !
সব দিয়া তোমা' নিঃস্ব হ'তে চাই, এ' প্রণ-ধারণ তোমার তরে,
লহ অঞ্জলি, হে প্রাণ-দেবতা ! পূরাও বাঞ্ছা এ' পূজা-বাসরে ।

সেবকাধম—
'চিত্তরঞ্জন'
বড় বহরকুলি (বর্দ্ধমান) ।

পত্রোত্তর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ

মথুরা (উঃ প্রঃ)।

ইং ২৪।১২।৭৫

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

* * ! তোমার ১২ই ডিসেম্বরের পত্র পাইয়া সকল বিষয় অবগত হইলাম। তাহাতে তুমি কয়েকটী প্রশ্নের মীমাংসা জানাইবার জন্য আমাকে জানাইয়াছ। বর্ত্তমানে তোমার চিত্ত নানা প্রকার চিন্তায় অশান্ত। পূর্ব্বে তোমাকে আমি এ বিষয়ে কয়েকটী কথা বলিয়াছি; অদ্য পুনরায় তোমার প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর দিতেছি। এই সব প্রশ্নের মীমাংসা সাক্ষাতেই সুন্দরভাবে সম্ভবপর হইতে পারে। তবে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইতেছি।

গৃহত্যাগের অধিকার লাভের পূর্ব্বেই পারমার্থিক শ্রদ্ধা রহিত অনধিকারী ব্যক্তিগণ কোন ভাগ্যক্রমে গুরুপদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও সাধুসঙ্গে থাকিবার সুযোগ পেলেও কামনা-বাসনা বা ভোগ-বাসনা এবং গৃহের পরিবারবর্গের প্রতি আমার ও শরীরের প্রতি আত্মবুদ্ধি প্রচুর পরিমাণে থাকার দরুণ যথার্থ ফল লাভ করিতে পারে না। কৃষ্ণভক্তি করিলে আমার মানব-জীবনের যাবতীয় কর্ত্তব্য পালন করা হইয়া যায়—এইরূপ পারমার্থিক শ্রদ্ধা লাভ করিয়া সংসার ও সাংসারিক ভোগকে তুচ্ছজ্ঞান করত নিষ্কপটভাবে শ্রীল গুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইলে আর কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। তার প্রত্যেকটী আদেশ ও উপদেশ পালন করাই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য মনে করে; তখন তাহাদের বিপত্তিগুলিও সুখকর বোধ হয়—বিঘ্নবাধা বলিয়া কিছু বোধ হয় না। তুমি এই সকল বিষয় নিজেই বিচার করিয়া দেখিবে।

উত্তর ঃ ১। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব ও শাস্ত্রবাক্যে পূর্ণ শ্রদ্ধা না থাকিলে সন্দেহের উৎপত্তি হয় এবং তখনই সংসারকে নিজের বোধ করায় সাংসারিক বাধা-বিঘ্ন ও বিপত্তিগুলিকে নিজের বিপত্তি বলিয়া বোধ করে। কখন কখন শরণাগত ভক্তগণের দীনতা ও আর্ত্তি বৃদ্ধির জন্য ভগবান্ নিজেই কতকগুলি বাধা-বিঘ্ন বা বিপত্তি দিয়া থাকেন; ইহাতে সাধকগণের পরম মঙ্গল সাধিত হয়।

২। জগতের অধিকাংশ লোকই মায়ার পাশে বদ্ধ হওয়ার দরুন সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য বলিয়া মনে করেন। তাই তারা অসত্য-স্বরূপ বিষয়-ভোগকে সত্য এবং পরম সত্য ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তি হইতে বহির্মুখ

থাকিয়া তাহাকে অসত্য মনে করে ; তাই তারা এই পথের পথিক হইতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ এই যে, পারমার্থিক সুকৃতি না হইলে ভগবৎ ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয় না। বর্ত্তমানে সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সংখ্যা অতি অল্প, তজ্জন্য তাহারা এই পথের পথিক হইতে পারে না—যেরূপ জগতের সকলেই প্রধান মন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি হইতে পারে না। তজ্জন্য যোগ্যতা এবং ভাগ্যের (পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের) প্রয়োজন হয়।

৩। সংসার, বিষয়-ভোগ এবং পরিবার প্রভৃতি যাবতীয় সাংসারিক বিষয়ের প্রতি বিরাগ এবং ভগবানের প্রতি অনুরাগ জন্মাইলেই গৃহত্যাগের অধিকার হয়। যথা, শ্রীভাগবতে (১১।২০।৯)—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

যদি কোন ব্যক্তি তাহার মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন তাহাদের প্রতি কোন কর্ত্তব্য আছে বলিয়া মনে করে তাহা হইলে তার গৃহে থাকিয়া আত্মীয়-স্বজন এবং মাতা-পিতার প্রতি কর্ত্তব্য নির্ব্বাহপূর্ব্বক গৃহে থাকিয়াই হরিভজন করা উচিত। যাঁহারা ঐকান্তিক ভাবে গুরুপদাশ্রয় করিয়া হরিভজনে প্রবৃত্ত হন তাঁহাদের আর অন্য কোন কর্ত্তব্য থাকে না। ভগবৎসেবার দ্বারাই তাঁহারা মাতৃঋণ, পিতৃঋণ, আত্মীয়-স্বজনের ঋণ, দেবঋণ আদি সমস্ত ঋণ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া যায়—এ বিষয়ে ভাগবতে শ্রীনবযোগেন্দ্র-সংবাদে স্পষ্টভাবে এই সিদ্ধান্ত পরিলক্ষিত হয়।

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥
(ভাঃ ১১।৫।৪১)

অর্থাৎ, যিনি সংসারের সকল কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেবই সকল—এই জ্ঞানে অখিল লোকের শরণ্য শ্রীমুকুন্দপাদপদ্মে সর্ব্বান্তকরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন—তিনি দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, ভূতসকল, আত্মীয়স্বজন এবং অপর মনুষ্যগণের কাহারও নিকট দাস্যে বা ঋণপাকে বদ্ধ নহেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন (গীঃ ১৮।৬৬)—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

৪। দীর্ঘ দিন মঠে বাস করিলেও শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি নিষ্ঠা এবং শুদ্ধা ভক্তি-সাধনে বহির্মুখতা বশতঃ অথবা বিষয়-ভোগের স্পৃহার জন্য কোন কোন

ব্যক্তির বৈষ্ণবোচিত ব্যবহার দেখা যায় না। কখন কখনও কপটতা বশতঃ বাহিরে বৈষ্ণব-ব্যবহার দেখা গেলেও তাহা অন্তরে থাকে না। "সেকজল পাইয়া উপশাখা বাড়ি'য়ায়। স্তব্ধ হইয়া মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥" সেকজল অর্থাৎ সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ সেকজল পাইয়াও ফল বিপরিত হয়।

৫। মঠবাসীগণের প্রধান কর্ত্তব্য—

ক) শ্রীল গুরুপাদপদ্মের প্রতি, তাঁহার উপদেশের প্রতি, তাঁহার আদেশ-নির্দ্দেশের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা।

খ) গুরুসেবা-পরায়ণ ব্যক্তিগণের প্রতি নিষ্কপটমৈত্রী ও কৃতজ্ঞতার ভাবনা।

গ) সহিষ্ণুতা, দীনতা অমানী-মানদ হওয়া।

ঘ) পরস্বভাবের নিন্দা আদি না করিয়া নিজ-স্বভাবের দোষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহা দূর করিবার নিষ্কপট চেষ্টা।

ঙ) সর্ব্বদা নিরপরাধ হইয়া সম্বন্ধযুক্ত ভাবে হরিনাম করা এবং নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ ও নিজের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট, তত্ত্বজ্ঞ ও ভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণবের আনুগত্যে সাধন-ভজন ও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করা।

চ) সর্ব্বপ্রকারের অসৎসঙ্গ, বিষয়ী, স্ত্রী, স্ত্রী-সঙ্গী ও অভক্তাদির সঙ্গ পরিহার করা।

তাহা ছাড়া শ্রীল গুরুপাদপদ্মের উপদেশসমূহ, শ্রীল প্রভুপাদ এবং অন্যান্য পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের উপদেশ পালন। বিশেষ করিয়া উপদেশামৃত ও মনঃ-শিক্ষার উপদেশগুলি অনুশীলন ও পালন করা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীভাগবতের এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থসমূহ মনোযোগের সহিত পাঠ। —ইহা মঠবাসীগণের অবশ্যই পালনীয়।

৬। আমরা ভগবানের নিত্যদাস অণুচৈতন্যজীব, বৃহদচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের সেবা ভুলিয়া বহির্মুখ হওয়া হেতু অনাদিকাল হইতে মায়িক সংসারে ত্রিতাপ ভোগ করিতেছি। এই ত্রিতাপ হইতে চিরকালের জন্য মুক্তিলাভ করত নিত্যকালের জন্য স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমলাভ করাই ভজনের প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য।

অধিক কি, পত্র পাইলে কুশল-সংবাদ জানাইবে। তত্রস্থ বৈষ্ণবগণকে আমার দণ্ডবৎ প্রণতি জানাইবে। ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস,—

শ্রীভক্তিবেদান্ত নারায়ণ

স্কন্দপুরাণ-বিষ্ণুখণ্ডান্তর্গত

শ্রীপুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য

[২]

(বায়স-মুক্তি বিবরণ)

অনন্তর মহর্ষি জৈমিনি কহিলেন,—তাহার পর ভগবান্ স্বয়ং যে-স্থানে গিয়া বাস করিলেন, সেই স্থানে গমনানন্তর ব্রহ্মা পূর্ব্বে স্তব করিবার সময় প্রভুকে যে-প্রকার দেখিয়াছিলেন, সেখানেও তাঁহাকে সেই প্রকার দর্শন করিলেন। হে মুনিগণ! ব্রহ্মা সেই পরমেশ্বরকে তথা সন্দর্শনে প্রত্যভিজ্ঞান দ্বারা হর্ষিতচিত্ত হইয়া অদ্ভূত জ্ঞান লাভ করিলেন। যৎকালে তিনি প্রভুর রূপ-দর্শনলাভে হর্ষবিকশিতলোচনে স্তব করিতেছিলেন, সেই সময়ে কোন স্থান হইতে উত্তম একটী কাক পিপাসার্ত্ত হইয়া উপস্থিত হইল। সেই কাক সেই কারণবারি-পরিপূর্ণ রৌহিণ কুণ্ডে নিমজ্জন এবং সেই নীলরত্নচ্ছবি কৃপা-নিধি ভগবান্‌কে বিলোকনপূর্ব্বক স্বীয় কাকদেহ পুনঃপুনঃ মৃত্তিকাতে লুণ্ঠন করত তৎপরিত্যাগ করিয়া শঙ্খচক্র-গদাপাণি বিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক প্রভুর পার্শ্বদেশে অবস্থিত হইল।

হে মুনিগণ! ব্রহ্মা যোগীন্দ্রদিগের দুর্লভ ঐ পক্ষীর ঈদৃশী অবস্থা দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন, এই সৃষ্টি এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রক্ষীণ হইবে। মনুষ্যদিগের মুক্তিবিষয়ে বেদান্তেও সংশয় থাকিতে পারে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিষ্ণুভক্তদিগের কিছুই দুর্লভ বোধ হয় না। হে দ্বিজগণ! ইতিপূর্ব্বে পুরাণ-পুরুষ ভগবান্ যাহা করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মার প্রত্যক্ষগোচর হইল। যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে সমুদায় পাপ নষ্ট হয়, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলে মোক্ষফল কখন কি দুর্লভ হইতে পারে? যে বিষ্ণুকে মনে মনে ধ্যান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলে জীব মুক্ত হয়, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলে যে মুক্তি লাভ হইবে, ইহা কখন আশ্চর্য্য নহে। হে দ্বিজগণ! পুরুষোত্তম-নামধেয় ক্ষেত্রের মহিমা অতীব অদ্ভুত, যেহেতু, কাকপক্ষীও সেখানে বিষ্ণুকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে পারে। এই ক্ষেত্রটি পরম দুর্লভ; যেহেতু ইহা অজ্ঞান জীবদিগকেও মুক্তিপ্রদান করে। যাহারা নিরন্তর শান্তি, বৈরাগ্য ও জ্ঞানযুক্ত, তাহাদের মুক্তিতে আর কি সংশয় আছে?

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নীলমাধবকে এবং তদ্দর্শনক্ষণেই দেহবন্ধন-মুক্ত সেই কাক পক্ষীকে দেখিয়া পিতামহ কি করিলেন? জৈমিনি বলিলেন,—ব্রহ্মা অদ্ভূত ঘটনাদ্বয় দর্শন করিয়া যেকালে মাধবকে ধ্যান করিতেছিলেন, সেই সময়ে দণ্ডধর স্বীয় অধিকার ধ্বংসের সংশয়ে ব্যাকুল ও ম্লান হইয়া দ্রুত

নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সত্বর সেই স্থানে সমাগত হইলেন। অনন্তর নীলপর্ব্বতে মাধবকে দর্শন ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া স্বকীয় অধিকারের দৃঢ়রূপে স্থিতির নিমিত্ত স্তব করিয়াছিলেন।

যম কহিলেন,—হে দেবদেবের ঈশ্বর! আপনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কারণ। মণিসকল যেমন সূত্রেতে গ্রথিত থাকে, সেইরূপ এই সমুদায় জগৎ আপনাতে সংলগ্ন আছে। তুমি এই জগৎকে ধারণ ও সৃজন এবং আপ্যায়ন করিতেছ। হে প্রভো! তুমি চন্দ্র-সূর্য্যাদিরূপে অখিল জগৎ প্রদীপ্ত করিতেছ। তুমি বিশ্বের ঈশ্বর ও বিশ্বযোনি; তুমি বিশ্বের সাক্ষী ও উৎপত্তি-বিনাশ-বর্জ্জিত; আমি তোমাকে প্রণাম করি। তুমি পরমকরুণার সাগর; তুমিই পর, তুমিই অপর এবং পরাতীত বিভু এবং বিশ্বের সম্ভব। তুমি এই ভবসন্তাপরূপ নীহার-নাশে সূর্য্য-স্বরূপ; তুমি দীনজনের বন্ধু, তুমিই নিজমায়া রচিত অশেষ বিশেষগুণরূপ রজ্জুস্বরূপ হইয়াছে। যিনি কমলের কেশর সদৃশ পীতবর্ণ নির্ম্মলবস্ত্র পরিধান করেন, যিনি চক্রধারী এবং যাঁহার ঐ চক্রদ্বারা মহাযুদ্ধে শত্রুগণের স্কন্ধদেশ ছিন্ন হয়, যিনি দংষ্ট্রাদ্বারা পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া পালন করেন, যিনি ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়রূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি যজ্ঞবরাহরূপধারী এবং চন্দ্র, সূর্য্য অগ্নি যাঁহার চক্ষুস্বরূপ, আমি সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার করি। যিনি নৃসিংহ অবতার, যাঁহার ভীষণ দংষ্ট্রা দ্বারা শত্রুগণ বিদ্রাবিত হয়, যাঁহার কটাক্ষপাতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হয় ও বিবিধাত্মক ভব-সংসার পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হয়, সেই নীলমেঘসন্নিভ নীলকান্ত-মণিময় নীলাচলের গুহাবাসী কৃপানিধি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শুভকারী প্রণত-জনের অশেষ পাপব্যূহ-বিনাশকারী ভগবান্ মুরবৈরিকে প্রণাম করি। কমলার অপাঙ্গসংসর্গে যাঁহার নয়ন নিয়ত শোভিত, যাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নিত কৌস্তুভমণিপ্রদীপ্ত, যাঁহার পাদপদ্মদ্বয় আশ্রয় করিয়া লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্যশালিনী বলিয়া আশ্রিত ব্যক্তি সকলকে পৃথক্ পৃথক্ ঐশ্বর্য্য দান করিতে পারেন, যাঁহার সৃষ্টিকরণে প্রবৃত্তি হইলে পরা (প্রকৃতি) পর (পুরুষ) ভিন্না প্রতীয়মান হয়েন, সেই প্রকৃতি নির্ব্বিকার ব্রহ্মের বিকার সম্পাদন করেন এবং জগতের লক্ষণেতে সম্পূর্ণ ও শুভ লক্ষণদ্বারা লক্ষিতা এবং নারায়ণের বক্ষঃস্থলে সতত অধিষ্ঠায়িনী সেই লক্ষ্মীকে আমি প্রণাম করি।

জৈমিনি কহিলেন,—তৎকালে শ্রীপতি, ধর্ম্মরাজ পিতৃপতির স্তবে পরিতোষিত হইয়া বীণাহস্তা পার্শ্বস্থিতা লক্ষ্মীকে কটাক্ষ-নিক্ষেপে ভঙ্গীক্রমে ইঙ্গিত করিলে ভবদুঃখ-বিনাশিনী লক্ষ্মী তাঁহার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সকল

লোকের মঙ্গল নিমিত্ত অবলীলাক্রমে যমরাজকে কহিতে লাগিলেন,—তুমি যে অভিপ্রায়ে আমাদিগকে স্তব করিতেছ, এই ক্ষেত্রে সেটি দুর্লভ ; যেহেতু এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রটী আমাদিগের অত্যাজ্য। যখন কল্পাবসান হইবে, তখনও ইহা পরিত্যাগ করিব না। কল্পাবসান হইলে ব্রহ্মা আমাদিগের দুইজনকে স্থাপনা করিবেন। ব্রহ্মা প্রভৃতি প্রভুদিগেরও এখানে স্বামিত্ব নাই এবং শুভাশুভ কর্ম্মের ফলনিষ্পত্তি এক্ষেত্রে কদাচ প্রভাবশালী হয় না। এস্থানে যে-সকল পাপিষ্ঠ মনুষ্য ও পক্ষী প্রবেশ করে, তাহাদিগের দুষ্কৃতি অগ্নিতে তুল্য-রাশির ন্যায় নিঃশেষে দগ্ধ হয়। যে-সকল জীবেরা পাপপুণ্যস্বরূপ শৃঙ্খলে দিবারাত্র আবদ্ধ আছে, তাহাদিগের দমনকর্ত্তারূপে তুমি নির্ম্মিত হইয়াছ। অত্রস্থলে নীলকান্তমণির ন্যায় মনোজ্ঞ সাক্ষাৎ শরীরধারী নারায়ণকে দৃষ্টি করিলে লোক কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। হে যম! অতএব অন্যকর্ম্মভূমিতে তুমি প্রভু হইয়া সঞ্চরণ কর। এই প্রধানক্ষেত্রে কর্ম্মফলের নিয়ম লঙ্ঘনহেতু তুমি ক্ষোভ করিও না। যেহেতু তোমার প্রপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা বিষ্ণু-সারূপ্যপ্রাপ্ত পক্ষীকে কৌতূহলে দর্শন করিতেছেন। হে যম! সকলের এই কর্ম্মফল কেহ জানে না, ক্ষেত্রের মহিমা জ্ঞাত হইয়া গদাধরকে স্তব করে। যে-সকল জীবেরা এই ক্ষেত্রে বাস করিতেছে, তাহারা তোমার বশতাপন্ন হইবে না। হে সূর্য্যসূনো! এস্থানে মুমুক্ষু ব্যক্তিরা জীবন্মুক্ত হইয়া বাস করেন।

বিষ্ণুর প্রতিনিধিস্বরূপ লক্ষ্মীকর্ত্তৃক যম এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়া অহঙ্কার ও লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন,—হে মাতঃ! তুমি যে আজ্ঞা করিলে তাহা পূর্ব্বে আমি শ্রবণ করি নাই। আমি অজ্ঞানী হইয়া এই উত্তম রহস্যবিষয় কি প্রকারে জ্ঞাত হইব? যাঁহার স্বরূপ বেদসকল ও পিতামহ অবগত নহেন, আমি অহঙ্কারে মোহিত হইয়া তাঁহার মহিমা কি প্রকারে জানিব? হে লক্ষ্মি! বিশ্বেশ্বরি! দেবি! তুমি আদেশ করিলে যে, এই ক্ষেত্র ভগবানের সন্নিধিহেতুক মুক্তি দান করেন, তাহাতে সংশয় কি? ঈশ্বরের ইচ্ছা অনিবার্য্য। বিষ্ণু অন্যস্থানে বন্ধনদাতা, কেবল এই ক্ষেত্রে মুক্তিদান করেন। এই বিষ্ণু আমায় এবং স্বর্গ-নরক সৃজন করিয়াছেন। অতএব এস্থলে মৃতমাত্রেরই যদি মুক্তিলাভ হয়, তবে এই ক্ষেত্রের স্থিতি কতকাল হইবে এবং এ ক্ষেত্রে বাস করিলে ফল কি? এখানে কত তীর্থ আছে এবং এতদ্ভিন্ন আর গোপনীয় কি আছে? ক্ষেত্রের স্বধিষ্ঠাতাই বা কে? এতৎসমুদয় আমাকে বর্ণন করুন, তাহা হইলে ইহার অনিবার্য্য সীমা পরিত্যাগ করিয়া নির্ভয়ে গমন করি।

আত্মোৎসর্গ

পরের জন্য আত্মোৎসর্গকে পরার্থিতা (Altruism) বলে। মানবের বিভিন্ন প্রকার আত্মবোধ ও আত্মাভিমান হইতে ঐরূপ আত্মোৎসর্গের প্রণালী বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। যে-ব্যক্তি বা যাঁহারা আপনাকে বা আপনাদিগকে দেহব্যতীত অপর কিছু বস্তু ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন না, দেহাত্মবোধই যাঁহাদের সমগ্রতাকে সর্ব্বক্ষণ আত্মসাৎ করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহারা নিজে যেই দেহে দুঃখ বা সুখ অনুভব করেন, সেই নিজ-দেহের সুখের জন্য চেষ্টাকে যেরূপ বহুমানন করেন, সেইরূপ সেই চেষ্টাকে ব্যাপ্ত করিয়া পরের দেহের সুখানুভবে নিযুক্ত করিতে পারিলে তাহাকে পরার্থিতা বলিয়া মনে করেন।

যাঁহারা আবার আর একটুকু অগ্রসর হইয়া স্থূল-দেহকে অতিক্রমপূর্ব্বক সূক্ষ্ম-দেহ-মনের সহিত আত্মাভিমান সম্পর্কিত করেন, তাঁহারা নিজ মানসিক উন্নতির চেষ্টাকে পরার্থে ব্যাপ্ত করিতে পারিলে তাহাকেই পরার্থিতা মনে করিয়া থাকেন।

আবার যাঁহারা স্থূল দেহাত্মবোধ বা সূক্ষ্ম দেহাত্মবোধের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া প্রকৃত আত্মায় আত্মবোধ করেন, অর্থাৎ যাঁহাদের প্রকৃত বস্তুতেই বস্তুজ্ঞান উদিত, প্রকৃত সত্যেই সত্যজ্ঞান উদ্বুদ্ধ, তাঁহারা অপর আত্মার হিতার্থে আত্মোৎসর্গ করিয়া যে-পরমাত্মার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান করেন, তাহাকেই পরার্থিতা বিচার করেন।

দেহাত্মবোধ বা মনে আত্মবোধ হইতে অপরের দেহ ও মনের সুখ-বিধানের জন্য অর্থাৎ জড়ের বা মিশ্রিত জড়ের সাময়িক তৃপ্তির জন্য অপর মিশ্রিত জড়বস্তু যখন আপনাকে উৎসর্গ করে, তখন তাহাতে যে-মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তাহা জড়ের রাজ্যে জড়বুদ্ধি লোকের স্তবের বস্তু হইয়া থাকে।

স্থূল-দেহ বা সূক্ষ্মদেহকে কেন্দ্র করিয়া যে পরার্থিতা, তাহা আপাতঃ দর্শনে পরার্থিতা হইলেও পর-পীড়া মাত্র। ইহা একটুকু সহিষ্ণু হইয়া বিচার করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের পরার্থিতা—"গরু মারিয়া জুতা দানে"র ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। কোন ব্যক্তিকে শীতকালে নগ্নপদে অত্যন্ত কষ্টে বিচরণ করিতে দেখিয়া এবং ঐ ব্যক্তির কাতর নিবেদন শ্রবণে যখনই তাহাকে একজোড়া জুতা দান করিয়া তাহার উপকার করিবার চেষ্টা উদিত হয়, তখনই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একটী গোবধের ভাগী না হইলে ঐ পরার্থিতার মহত্ত্ব অর্জ্জন করা যায় না। রোগীকে ছাগলাদ্য ঘৃত খাওয়াইয়া তাহার

শরীর পুষ্ট করিতে হইলে একটী জীবন্ত ছাগলকে মাটির মধ্যে পুতিয়া বধ করিতে হয়। একটী প্রাণীর প্রতি হিংসা না করিলে আর একটী প্রাণীর উপকার করা যায় না। শুনা যায়, বহু পূর্ব্বকালে পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে কৃষ্ণবর্ণ লোক দেখিলেই তদানীন্তন রাজপুরুষগণ তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেন। তাহাদিগকে জীবন্ত অবস্থায় হাত, পা বাঁধিয়া গাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখা হইত। নীচে একটী বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া তাহার উপরে একটী পাত্র রাখা হইত। ঐ জীবন্ত মানুষকে পূর্ব্বে কয়েক দিন খুব ভাল করিয়া পুষ্টিকর দ্রব্যসমূহ ভোজন করান হইত এবং সেই পরিপুষ্ট ব্যক্তির শরীর হইতে অগ্নির তাপে ক্রমে ক্রমে যে-সকল সারাংশ বহির্গত হইত, তাহা নিম্নস্থিত পাত্রে পড়িয়া সঞ্চিত হইত। ঐ সারবস্তু 'নিমাই তৈল' নামে প্রসিদ্ধ। বহু জীবন্ত লোকের প্রাণ বধ করিলে সামান্য কিছু 'নিমাই' সংগ্রহ হইত। কিন্তু উহা খুব উপকারী ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এমন কি, উহা ক্রমাগত মালিস করিলে অস্থির ভগ্নস্থানও পুনঃ সংযোজিত হইতে পারে; শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের বড়লোকগণের ঘরে এই দুর্লভ 'নিমাই' থাকিত; তাহারা পরার্থিতার উদ্দেশ্যে সময় সময় উহা বিতরণ করিয়া লোকের নিকট সম্মান ও আদর লাভ করিতেন। কিন্তু এইরূপ পরার্থিতার মূলে যে পরপীড়নের একটী ভয়াবহ লোমহর্ষণ লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা তথাকথিত পরার্থিগণের হৃদয়ে অনুভবের বিষয় হইত না। একজন ব্যক্তির দেহের প্রস্তাবিত সাময়িক উপকার করিতে গিয়া যে কতগুলি ব্যক্তিকে বলি দেওয়া হইত, তাহা পরার্থিতার আপাতঃ মোহন আবরণে লোকের বিচারের বিষয় হইত না।

বর্ত্তমানে ঐরূপ চেষ্টা আধুনিক সভ্য ব্যক্তিগণের চেষ্টায় রাজকীয় আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ হইলেও সভ্যতার নামে পরার্থিতার আবরণে অনেক ক্রুর পরপীড়নের আদর্শ দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে। কোন এক পাশ্চত্য দেশীয় চিকিৎসক জানাইয়াছেন যে, পরার্থিতার (experiment) এর জন্য প্রতি বৎসর কয়েক কোটী জীবের জীবন অত্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে বিনাশ করা হয়। ঐ সকল প্রাণীর মধ্যে পশু-পক্ষীর সংখ্যা অধিক হইলেও মানবের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। আর পশু, পক্ষীর সংখ্যাই বা যদি অধিক হয়, তাহা হইলেও সেখানে পরার্থিতার প্রতিজ্ঞা কি ভঙ্গ হইয়া পড়ে না? মানব-জাতির অতি ক্ষুদ্র সংখ্যাকে সাময়িকভাবে সুখ প্রদান করিতে গিয়া অপর

প্রাণীর জীবন হরণ করিবার কি অধিকার মানবজাতি পাইয়াছেন? মানব-জাতি যে-প্রাণীর প্রাণ সঞ্চার করিতে অক্ষম, সেই প্রাণীকে নির্দ্দয়-ভাবে হত্যা করিয়া কএকটী মণিবের সাময়িক ইন্দ্রিয়তর্পণ, বা সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক-নিজেন্দ্রিয়-তর্পণই কি পরার্থিতা? কাজেই জগতে যত কিছু তথাকথিত পরার্থিতা, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তনে পর-পীড়নেরই ভীষণ দৃশ্য দেখা যায়। এই জগতের পরার্থিতা এক 'পরের' আপাতঃ উপকারের মহত্ত্ব দেখাইতে গিয়া অপর 'পরের' ততোধিক পীড়ন না করিয়া প্রচারিত হইতে পারে না।

এখানকার দুঃখীকে বস্ত্র-দান, অন্ন-দান, আর রোগীকে ঔষধ, পথ্য-দান—যিনি যে পরার্থিতার নামই করুন না কেন, তাহাতে একজনের উপকার করিতে গিয়া আর একজনের অপকার বা ক্লেশ হইবেই হইবে। একজনের অর্থ আনিয়া অপরকে দান করিলে অপরের ভোগ-সুখ ততটা পরিমাণে কম হইবে। এখানে একজনকে মোটর-গাড়ীতে চড়াইলে আর একজন লোককে বা বহু লোককে রাস্তায় হাঁটিয়া ধূলা খাইতে হইবে। একজন অট্টালিকায় বাস করিলে আর একজনকে মজুরী করিতে হইবে। আধুনিক তথাকথিত সাম্যবাদের নীতি এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যে একাকার করিবার একটা কল্পনা করিতেছেন, তাহা একদিকে যেমন অসম্ভব, অপরদিকে তেমনি পর-পীড়নের অভিনব প্রশস্ত পথ।

জাগতিক পরার্থিতা অসম্ভব ও কপটতাপূর্ণ। আমরা যতই কেন না অপরের উপকারের উদারতায় প্রদর্শনী খুলি, তাহাতে অপরের প্রতি উপকার কথাটী কেবল বঞ্চনামূলক। বস্তুতঃ তাহা নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকে অপরে ব্যাপ্ত করিয়া দেখিবার একটী অদম্য পিপাসা মাত্র। যেমন নিজে কিরূপ সাজিয়াছি, তাহা দেখিতে হইলে অপর প্রতিবিম্বে নিজের ছবি প্রতিবিম্বিত করিয়া দেখিতে হয়, তদ্রূপ আমরা নিজে স্থূল ও সূক্ষ্ম-দেহের যে-তৃপ্তি অনুভব করি, তাহাই অপরে প্রতিবিম্বিত বা ব্যাপ্ত করিয়া দেখিতে চাই। উহা পরের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি নহে; বস্তুতঃ নিজেরই ইন্দ্রিয়-তর্পণ। একটু আত্মস্থ হইয়া বিচার করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়।

ভগবদ্ভক্তগণের পূর্ণ ও পরমব্যাপ্ত পরার্থিতা কর্ম্মীর প্রস্তাবিত পরার্থিতার ন্যায় সঙ্কীর্ণ এবং চরমে অপরের পীড়াদায়ক নহে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবদ্ভক্তেই পরার্থিতা অতি সুন্দরভাবে বিরাজিত। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের পরার্থিতার প্রস্তাব পরবঞ্চনা মাত্র। উহা মানবের পরম অর্থের পথে অর্গল-ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহা মানবকে দেহ-সর্ব্বস্ব ও মনঃসর্ব্বস্ব-বিচারে

এতদূর সমাধিস্থ করিয়া দেয় যে, তাহারা আত্মার পরম অর্থের বিষয় ভ্রম-ক্রমেও চিন্তা করিতে পারে না। ঐ বিচারে অভ্যস্থ ব্যক্তিগণ 'পর'-শব্দে নিজ স্থূলের উপমায় বাহ্যে ব্যাপ্ত অপর স্থূলদেহ ও মন এবং 'অর্থিতা'-শব্দে ঐ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের আপাতঃ তৃপ্তি ব্যতীত আর কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারে না। কেহ কেহ ঐ স্থূল-সূক্ষ্মদেহের আপাতঃ তৃপ্তির বিশ্বাসঘাতকতায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আত্মহত্যার প্রণালীকে 'পরার্থিতা' বলিয়া কল্পনা করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত 'পর' বলিতে পরাৎপর পুরুষোত্তম এবং 'অর্থিতা' বুঝিতে সেই অপ্রাকৃত লীলাপুরুষোত্তমেরই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ছাড়া আর কিছু বুঝেন না। সেই পরাৎপর বস্তুটী একটী অদ্বয় পূর্ণবস্তু বা Integer. তাহা ভগ্নাংশ বা দশমিক জাতীয় বস্তু নহে। কাজেই সেই পরাৎপরের অর্থের ইন্ধন যোগাইতে পারিলে অন্যান্য যাবতীয় তদন্তর্গত বস্তুর অর্থ আনুষঙ্গিকভাবেই সাধিত হইয়া পড়ে। মূলে জল প্রদান করিলে সমস্ত পল্লব, পত্র, পুষ্প আপনি সঞ্জীবিত হইয়া থাকে। অবশ্য আপাত বিচারে মনে হয়, যখন গাছের পাতাটী শুকাইয়া গিয়াছে, ফলটী পরিপুষ্ট না হইয়া শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, তখন ঐ পাতা বা ফলে জল দান না করিয়া মূলে জল-প্রদান-ব্যাপারটী জলের অপব্যয় ও অপব্যবহার মাত্র। কিন্তু ঐ গাছের পাতার বা ফলের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যিনি মূলকে উপেক্ষাপূর্ব্বক যতই কেননা পাতা ও ফলের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করেন এবং তাহাকে সেবাধর্ম্ম বা পরার্থিতা বলিয়া মনে করেন, ঐ প্রণালীতে কিছুতেই পাতা বা ফলকে সঞ্জীবিত করা যাইবে না। উহার দ্বারা পত্রে, ফলে বা পুষ্পে সাময়িক একটুকু সঞ্জীবনের ভাব আসিতে পারে। কিন্তু মূল হইতে পত্রে ও ফলে রস সঞ্চারিত না হইলে কিছুতেই উহারা স্থায়ীভাবে সতেজ থাকিতে পারে না। জগতের সমস্ত 'পর' বস্তুর মূল অর্থাৎ পরাৎপর বস্তু ভগবান্। সেই মূলের সেবা না করিয়া যাঁহারা অন্যান্য বস্তুর আপাত ক্লেশকে বিদূরিত করিবার পরার্থিতার পৌরোহিত্য করেন, তাঁহাদের প্রণালী বৃক্ষের মূল অবজ্ঞাপূর্ব্বক পত্রে ও ফলে সাময়িকভাবে জল-সেচনের প্রণালী মাত্র। তাঁহারা এইরূপভাবে কয়টী পত্র বা ফলকে কতক্ষণ সতেজ রাখিতে পারিবেন? কিন্তু মূলে জল দিলে সমস্ত পত্র, সমস্ত ফল, পুষ্প, শাখা, প্রশাখা অর্থাৎ বৃক্ষ সমগ্রভাবে সঞ্জীবিত থাকিবে। একটী পত্রকে সাময়িকভাবে সতেজ করিতে গিয়া অপর পত্রের প্রতি যে ঔদাসীন্য বা হিংসা করা হয়, তাহা কর্ম্মী পরার্থীর পক্ষে অনিবার্য্য।

ভগবদ্ভক্ত সমস্তই পরাৎপর বস্তুর জন্য অনুষ্ঠান করেন. এই হেতু অপর বস্তুর প্রতি পীড়ন বা হিংসা বলিয়া কোন ব্যাপার তাহাকে বা কাহাকেও স্পর্শ করিতে পারে না। সমস্তই এক পরমার্থের জন্য সাধিত হওয়ায় আনুষঙ্গিক-ভাবে সকলেই উপকৃত ও প্রফুল্লিত হইয়া থাকে। এইজন্য ভগবৎসেবাতেই পরার্থিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে, বুদ্ধধর্ম্মের অহিংসানীতি প্রচারে. কর্ম্মিগণের সৎকর্ম্মনীতিতে, জ্ঞানিসম্প্রদায়ের জাগতিক অনিত্যবস্তুর সংস্পর্শ পরিত্যাগে যে-সকল পরার্থনীতির পরিচয় পাওয়া যায়, সেই সকল পরার্থনীতি অতি আনুষঙ্গিকভাবে ভগবদ্ভক্তের হরিসেবাময়ী পরার্থনীতির ক্রোড়ীভূত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছে। অন্যান্য যাবতীয় ব্যক্তির পরার্থনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা আছে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের পরার্থনীতি মহাবদান্যতাগুণে বিভূষিত। এক'দশ বা একজাতির উপকার করিতে হইলে আর একজাতির হিংসা না করিলে, স্বদেশপ্রেম দেখাইতে গিয়া বিদেশীর প্রতি বিরোধ না করিলে তত্তৎ পরার্থিতা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু হরিসেবায় কাহারও কোনপ্রকার স্বার্থহানি হয় না। "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।" কাজেই পরার্থিতা একমাত্র ভগবদ্ভক্তেই উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও বিরাট সংস্কৃত সম্মেলনে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যপাদ

২৪ পরগণা জিলার বসিরহাট থানার অন্তর্গত কাটিয়া হাটে বিগত ৫ই ফাল্গুন, ১৩৮২ (ইং ১৮।২।৭৬) বুধবার হইতে চারি দিবস-ব্যাপী বিরাট সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সম্মেলনের চতুর্থ দিবসে এক বিপুল জনসমাবেশে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্যপ্রবর **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ** সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাদুড়িয়া এল. এম. এস.-এর প্রধান শিক্ষক গৌরগত-প্রাণ শ্রীসহদেব বিশ্বাস মহাশয়। বিশেষ অতিথি ছিলেন কাটিয়াহাট বি. কে. এ. পি. ইন্‌স্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক পরম ভক্তিমান শ্রীতারাপদ সরদার মহোদয়। সভায় শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ সরদার শ্রীমন্মহাপ্রভুর "**প্রেমধর্ম্ম**" সম্পর্কে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

প্রধান অতিথি তাঁহার ভাষণে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা-প্রসঙ্গ এবং শক্তি ও শক্তিমানতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। বিশেষ অতিথি মহোদয় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক ভঙ্গীতে ধর্ম্মসভায় শ্রোতৃবৃন্দের মানসিকতা বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে,—ঈশ্বরারাধনাই মানব জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

শ্রীল আচার্যাদেব তাঁহার দীর্ঘ ভাষণে শ্রীগৌড়ীয় সাত্বত বাণীই সম্প্রচার করেন। তিনি আর্য্য-ঋষি-কথিত ভারতীয় নীতি ও আদর্শের কথা-প্রসঙ্গে বলেন যে, জীবন গঠনে এই সবের প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। ঐ দিবসের আলোচ্য বিষয়বস্তু "**প্রেমধর্ম্ম**" এর উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন: প্রেমধর্ম্ম মহামিলনের সেতুর পারে। তাই অসমান বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে মিলন সম্ভব নয়। লৌহদণ্ড এবং তুলার বস্তার একত্রে মিলন যেমন দুঃসাধ্য, তেমনি চিন্তায়, কর্ম্মে, ভাবনায়, নীতিতে এবং আদর্শে সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী মানুষের পরস্পরের মিলন অসম্ভব। মিলন হইতে গেলে প্রয়োজন সহধর্ম্মিতা, সহমর্ম্মিতা ও সমঝোতা, নইলে মিলন অবাস্তব হইয়া পড়ে।

বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি ধর্ম্মের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন এবং **শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়া তিনি বেদান্তের প্রতিপাদ্য যে 'ভক্তি' উহাই প্রতিষ্ঠিত করেন।** তিনি দৃপ্তকণ্ঠে প্রচার করেন,—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

শ্রোতৃবৃন্দের সাগ্রহ-শ্রবণেচ্ছা, সভায় ঘনসম্বদ্ধ হইয়া নিঃশব্দ-অবস্থান, মুখমণ্ডলে পরিতৃপ্তির প্রসন্নতা গৌড়ীয় সাত্বতবাদী তথা পরম ধর্ম্মের কথার সারবত্তাই প্রতিষ্ঠিত করে। চতুর্থ দিবসের সর্ব্বাধিক জনসংখ্যাই প্রমাণিত করেছিল—এই ভোগবাদের চরমমুহূর্ত্তেও মানুষ ব্যবহারিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের তুলনায় আত্মিক উপলব্ধিকেই বড় করিয়া দেখিয়াছিল। আধ্যাত্মিকতা যে ভারতীয় মানুষের চিরন্তনী-পিপাসা, শ্রীগৌড়ীয়-অনুষ্ঠানে আনুমানিক দশ/পনের হাজার নরনারীর উপস্থিতি তাহার অভ্রান্ত দিক্ নির্দ্দেশক।

—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সরকার
পোঃ ও গ্রাম—পুঁড়া (২৪ পঃ)।

কাকদ্বীপে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-মহারাজের শ্রীগৌর-বাণী

কাপদ্বীপস্থ শ্রীশ্রীগৌর-নৃসিংহদেবের নবনির্ম্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হয়, সেই অনুষ্ঠানে উক্ত মন্দিরের পক্ষ হইতে শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পাত্রদাস মহাশয় তথা স্থানীয় বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বিশেষ আহ্বানে নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ** উক্ত ধর্ম্মসভায় পৌরহিত্য করিতে সম্মত হওয়ায় বিগত ২৪শে ফাল্গুন (ইং ৮।৩।৭৬) সোমবার দিবস তিনি কাকদ্বীপে শুভবিজয় করিলে সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে তাঁহাকে মাল্যার্ঘাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া সভাস্থলে আনয়ন করা হয়। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পমন্ত্রী ধর্ম্মপ্রাণ মাননীয় শ্রীযুক্ত তরুণকান্তি ঘোষ মহোদয় কৃপাপূর্ব্বক প্রধান অতিথিরূপে আমন্ত্রণ স্বীকারপূর্ব্বক উক্ত সভা অলঙ্কৃত করেন। তদুপরি স্থানীয় এম. এল. এ., সাগরদ্বীপের কংগ্রেস-সভাপতি, কাকদ্বীপের ছাত্র-পরিষদের সভাপতি মহোদয় প্রভৃতিও উক্ত সভায় যোগদান করত সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

উক্ত সভায় মাননীয় শ্রীযুক্ত তরুণকান্তি ঘোষ মহাশয় মানব-জীবনে আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার সর্ব্বোপরি প্রয়োজন এবং ইহা সমাজ-জীবনে নৈতিক শৃঙ্খলা আনয়ন করিতে পারে বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি তাঁহার দীর্ঘ ভাষণে উল্লেখ করেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে-প্রেমের কথা বলেছেন, যে-সমাজ-তন্ত্রের ইঙ্গিত দিয়াছেন—উহা বিশ্বজনীন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী আচরিত হইলে মানব-সমাজে নবস্বর্গ রচনা হইবে। তাই আধুনিক বিশ্বে এই জাগরণের যুগে তাঁহার বাণী প্রতিফলিত হওয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার সভাব-সুলভ ভাবগম্ভীর প্রাঞ্জল ভাষায় মহাবদান্যবর পরম কারুণিক শ্রীগৌরসুন্দর সনাতন ধর্ম্মের মূলতঃ যে-ধারা জগতকে জানাইয়াছেন তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার বক্তব্য সম্প্রসারিত করেন। সনাতন অর্থাৎ শাশ্বত চিরন্তন নিত্যবস্তু কখনই পরিবর্ত্তীয় নহে। আর যদি উহা পরিবর্ত্তনশীল হয় তবে সনাতনত্বের হানি প্রতিয়পন্ন ঘটে। সনাতন ধর্ম্ম কখন যুগোপযোগীর আওতায় আসিতে পারে না বা যুগের সহিত তাল মিলাইয়া নিজেদের সুখ-সুবিধার সুযোগ করে এঁর ধারাকে পরিচালিত করা যেতে পারে না। কেননা চিন্ময়বস্তুর 'ধর্ম্ম' নিত্য অবস্থায় থাকে। কাল তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে

না বা সে কালের অধীনতায় আসিলে সনাতন অর্থাৎ নিত্যত্বের হানি ঘটিবে ; কারণ কাল পরিবর্ত্তনশীল।

জীবের যখন স্বরূপ উপলব্ধি ঘটিবে, তখনই সনাতন বা নিত্যবস্তুর সন্ধানে উন্মুখ হইবে। কারণ সনাতন বা চিদানুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে সচ্চিদানন্দ লাভের যে-প্রয়াস এবং উহার কৃপাকটাক্ষক্রমে যে-আনন্দ ঘটে উহা নিত্য শাশ্বত—ইহা লাভের ধারাও গতানুগতিক। তটস্থা অবস্থায় জীব যখন মায়াদ্বারা আকর্ষিত হইয়া সুক্ষ্মপন্থা অবহেলায় উদ্যোগী হয় তখন আর সনাতনানুভূতি হইতে পারে না। পতিত জীব এই অবস্থায় সনাতন ধর্ম্মের কথা কি করিয়া চিন্তা করিতে পারে? জীব মাত্রেই শান্তি চায়—কিন্তু শান্তির চলন্তিকা অচ্ছেদ্যরূপে থাকাই বাঞ্ছনীয়। যে-শান্তি নিঃশ্বেষিত বা স্তিমিত অবস্থা লাভ করে তাহা জীবকে পূর্ণ শান্তি দিতে পারে না। যে-শান্তির ছেদ নিরূপিত হইতে পারে—তাহা সনাতন ধর্ম্মের শান্তিকে লক্ষ্য করে না। সনাতন ধর্ম্মের সহিত নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্ম্মের প্রভেদ এইখানেই। * * * * সনাতন ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে শ্রীচৈতন্য-দর্শন আলোচনা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় ; তাই নিবেদন করি—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ-
গৌরাঙ্গচন্দ্র-চরণে কুরুতানুরাগম্ ॥

উক্ত সভায় সভাপতি মহারাজের দীর্ঘ ভাষণে প্রায় পঞ্চ সহস্রাধিক শ্রোতৃবৃন্দ নিস্তব্ধতা বজায় রেখেছিলেন। সভান্তে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির-কমিটির সভাপতি শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পাত্রদাস, সম্পাদক শ্রীপঞ্চানন্দ প্রধান, মন্দির দাতা শ্রীহরিপদ সামন্ত, সেবক শ্রীরাধেশ্যাম গোস্বামী, শ্রীপুলিনবিহারী সাউটিয়া প্রভৃতি মহোদয়গণ স্বামীজী মহারাজের গভীর দার্শনিকপূর্ণ ভাষণ শ্রবণে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পূজ্যপাদ সভাপতি মহারাজ, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথা অন্যান্য উপস্থিত সজ্জন সুধীবৃন্দকে কমিটির মুখপাত্র যথাযোগ্য শ্রদ্ধা নিবেদকপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

—শ্রীকৃষ্ণদাস দাস
পোঃ ও গ্রাম—গণেশনগর (২৪ পঃ)।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের স্মৃতি স্মরণ করিয়া এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ শ্রীশ্রীব্যাস-পূজার বিপুল আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে বিগত ৩ গোবিন্দ, ৫ই ফাল্গুন, ১৩৮২ (ইং ১৮।২।৭৬) বুধবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-আচার্য্যপ্রবর পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি-পূজা ৫ গোবিন্দ, ৭ই ফাল্গুন (ইং ২০।২।৭৬) শুক্রবার হইতে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতের যুগান্ত আনয়নকারী বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যভাস্কর জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি পর্য্যন্ত ত্রয়দিবসব্যাপী এই অনুষ্ঠান সারম্বরে উদ্‌যাপীত হয়।

৪ঠা ফাল্গুন সমিতির প্রাণকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের মূল মন্দির, শ্রীসমাধি-মন্দির, অধিষ্ঠাহরণ কীর্ত্তন-সদন ও বর্হিতোরণ প্রভৃতি পত্র, পুষ্প ও কদলীবৃক্ষ রোপণ এবং নানাবিধ মাঙ্গলীক উপকরণ স্থাপন প্রভৃতি অধিবাস-দিবস হইতেই নবসাজে সুসজ্জিত করিতে থাকেন। ৫ই ফাল্গুন ব্রাহ্মমহূর্ত্তে কীর্ত্তনমুখে মঙ্গলারতি, শ্রীমন্দির-পরিক্রমাদি যথারীতি হয়, তদনন্তর শ্রীগুর্ব্বষ্টক, শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব তথা মহাজন-গীতি কীর্ত্তন হইলে পূজ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ পাঠমুখে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অবদান-বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন। এরপর নাট্য-মন্দিরে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরাট তৈলচিত্র সুসজ্জিত করা হয় এবং শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা-হোমাদি সমিতির শ্রীআচার্য্যপাদ ও শ্রীল নারায়ণ মহারাজ তথা ত্রিদণ্ডিপাদগণ এবং ব্রহ্মচারীবৃন্দসহ সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করেন। এবং বিভিন্ন মঠ হইতে নিমন্ত্রিত পূজ্যপাদ বৈষ্ণববৃন্দ তথা উপস্থিত সকলেই শ্রীল গুরুপাদপদ্মে ও শ্রীল প্রভুপাদকে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। তদনন্তর উপস্থিত সকলকেই মহা প্রসাদ দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক মহতি সভার আয়োজন হইলে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র বক্তৃতামুখে আলোচনা এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে লিখিত বিভিন্ন ভাষায় কবিতা-প্রবন্ধাদিও আবৃত্তি করিয়া কীর্ত্তনমুখে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

বলাবাহুল্য, সমিতির সমস্তকেন্দ্রেই এই মহোৎসব বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। —**নিজস্ব সংবাদ**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৮শ বর্ষ { গর্ভোদশায়ী, ১ ত্রিবিক্রম, ৪৯০ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৮৩ ; ইং ১৪।৫।১৯৭৬ } ৩য় সংখ্যা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্টস্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামী-মহারাজস্য

শ্রীশ্রীব্যাস-পূজাবাসরে

ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলিঃ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজেন অনুবাদেন সহ বিরচিতা]

শ্রীহরিত্বেন যঃ স্মৃতোঽবিদ্যাধ্বান্তবিনাশকঃ।
লব্ধহংস-বিচক্ষণঃ ভব-মল বিশোধকঃ॥ ১॥
কেলি-নৃত্যপরায়ণঃ চিত্ত-চকোররঞ্জনঃ।
শরণাগতবৎসলঃ শিষ্য-সন্তাপহারকঃ॥ ২॥
বন্দে তং দ্বিভুজং গুরুং বরাভয়প্রদায়কম্।
গৌদ্রুমপতিবল্লভং নিত্যানন্দস্বরূপকম্॥ ৩॥

সমস্ত শাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরিসদৃশ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন ; যিনি অবিদ্যারূপ অন্ধকার দূরীভূত করেন ; যিনি পরমহংস অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছেন

এবং সংসার-মল শোধনকারী ; নৃত্যকলাবিৎ যিনি সর্ব্বজনচিত্ত-চকোরের মনোরঞ্জনকারী ও পদাশ্রিতকে স্নেহাভিষিক্ত করিয়া থাকেন এবং শিষ্যবর্গের হৃদয়ের সন্তাপসমূহ অপহরণ করেন ; যিনি গোদ্রুমপতি শ্রীগৌরহরির মনোঽভীষ্টপূরণকারী ও সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ, সেই দ্বিভুজমূর্ত্তিধর বরাভয়প্রদাতা শ্রীগুরুদেবকে বন্দনা করিতেছি ॥ ১-৩ ॥

স্বার্ভকস্নেহদাতারং সেবকজনপালনম্ ।
মীমাংসকেষু পুঙ্গবং কুসিদ্ধান্তনিরাসকম্ ॥ ৪ ॥
মধুর-মধুরস্মিতহাস্যোজ্জ্বল-কলেবরম্ ।
হারানিধি-প্রদায়কং নিত্যশান্তিবিধায়কম্ ॥ ৫ ॥
রাজতে চেতনে চিরং বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শকঃ ।
জয়তি হৃদয়েশ্বরঃ ভব-বন্ধনমোচকঃ ॥ ৬ ॥

যিনি উলঙ্গপরাণ সরলমতি বালকগণকে স্নেহ দান করেন ও সেবকবৃন্দকে সযত্নে পালন করিয়া থাকেন ; যিনি বেদান্তশাস্ত্রজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং কুসিদ্ধান্ত নিরাসকারী ; যিনি মধুর-মৃদুমন্দহাস্যযুক্ত বদন ও উজ্জ্বলকান্তিবিশিষ্ট দেহ ধারণ করিয়াছেন ; যিনি হারানিধি কৃষ্ণধনকে প্রদান করিতে সক্ষম এবং একমাত্র চিরশান্তি-বিধানকারী ; যিনি চেতনে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-গোলোকধামে চির বিরাজমান ও বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শক, তিনি মদীয় হৃদয়েশ্বররূপে অধম হৃদয়ে সর্ব্বোৎকর্ষভরে বিদ্যমান থাকুন বা সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে জয়যুক্ত হউন ॥ ৪-৬ ॥

নির্ভীকভাবে শাস্ত্রীয় সুসিদ্ধান্ত-প্রচার ও হরিকথা-কীর্ত্তনের নির্দ্দেশ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ
কংসটীলা (মথুরা)
ইং ২৩।১১।৬০

স্নেহভাজনেষু—

* ! তোমার * * লিখিত ১৭ই অক্টোবরের পত্র ও * * * ১৪।১১।৬০ তাং-এর পত্র পাইয়াছি। তোমার উভয় পত্রই আমাকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করিয়াছে। কারণ আমরা শাস্ত্রীয় শিক্ষায়ই শিক্ষিত হইব।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—**"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"**। শাস্ত্র বলেন—"কলৌ তদ্‌হরিকীর্ত্তনাৎ"। ইহার অর্থ এই যে, হরিকীর্ত্তন বা হরিকথানুশীলনের দ্বারাই সমগ্র জীব বন্ধনমোচন অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিয়া ভগবৎসেবার অধিকারী হইতে পারে। তুমি সর্ব্বদা সুযোগমত সকলের সহিত হরিকথা আলোচনামুখে কীর্ত্তন করিতেছ, ইহাই আমার বিশেষ আনন্দের বিষয়। তুমি নির্ভীকভাবে হরিকথা বলিবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার মধ্যে অশাস্ত্রীয়, অযৌক্তিক বা অসঙ্গত কোন কথা নাই। অন্য সমস্ত প্রচারক বা তথাকথিত ধার্ম্মিক-সম্প্রদায় বা আচার্য্যবর্গ সকলেই অল্প-বিস্তর স্বকপোল-কল্পিত শাস্ত্রবিচারের বিরুদ্ধ ও যুক্তিহীন মত লইয়াই বর্ত্তমান সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। নির্ভীক-ভাবে সত্যকথা বলাই প্রয়োজন। দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির জন্য ভগবান্ নহেন। উপনিষদ্ বলেন—**"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"** কাপুরুষ ব্যক্তি ধর্ম্মের মধ্যে গোঁজামিল দিয়া 'সব ভাল' 'সব ভাল' বলিয়া ভজন-চিন্তায় দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে। তুমি ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিবে। আবশ্যক হইলে আমি প্রকাশ্য সভায় ইহার বিচার করিতে প্রস্তুত আছি।

যাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে 'পরতত্ত্ব' বলিতে চাহেন তাঁহাদিগকে বলিবে—তাহা হইলে শাস্ত্রের বহুক্ষেত্রে 'পরমব্রহ্ম'-শব্দের উল্লেখ দেখা যায় কেন? পরমব্রহ্ম বলিলে ব্রহ্ম হইতে আরও উন্নত তত্ত্বকে অর্থাৎ পরম-বস্তুকে নির্দ্দেশ করিতেছে। সুতরাং **'ব্রহ্ম' পরতত্ত্ব নহে**। এ সম্বন্ধে সাক্ষাতে তোমার সহিত আলোচনা করিব।

ব্রহ্মজ্ঞান-একটা Negative aspect; Positive aspect—ভগবদ্-জ্ঞান। Negative idea র কোন মূল্য নাই। গীতার বক্তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তিনি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাতা। **"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্"** (গীঃ ১৪।২৭)—আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। এই বাক্যটী ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবে।

'বিষ্ণু'-শব্দটী বেদের। ব্রাহ্মণজাতি মাত্রই 'বিষ্ণু'শব্দ উচ্চারণ করিয়া আচমন করিয়া থাকেন। অসুরগণ বিষ্ণু-নাম শুনিলে ভীত হয়। পত্রে সমস্ত কথা লিখিবার স্থান নাই। সংসার করিতে হইলে অর্থোপার্জ্জনোপযোগী বিদ্যার আবশ্যকতা আছে, তবে **পারমার্থিক বিদ্যা সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বমঙ্গলময়**। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—অগষ্টা ভিলা, দার্জ্জিলিং

তারিখ—২৭শে বৈশাখ, ১৩৩৮ ; পূর্ব্বাহ্ণ—১১ ঘটিকা

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩)

যিনি যেখানে আছেন, সেখান থেকেই কাণ দিয়ে শুন্‌তে পারেন। নমস্কার কর্‌বার তিনটে (medium) অবলম্বন—কায়, মন, বাক্য। আনুগত্য ধর্ম্ম শুন্‌বার কাণ নিয়ে নিরহঙ্কার হ'য়ে শুন্‌তে হ'বে। জগতে বিভিন্ন কথা আছে, সে-সব কথা হ'তে ভিন্ন ভগবৎসম্বন্ধীয় কথা শুন্‌তে হ'বে। নিত্যকাল স্থায়ী কথা শ্রবণ কর্‌তে হ'বে—যাহা একমাত্র সাধুই বলেন। সাধু নিত্যকথা অবলম্বন ক'রে বাস করেন—যে-কথা অপরিবর্ত্তনশীল। যে-কথার দ্বারা পার্থিব জ্ঞান লাভ ক'রেছি, পরে উহার (inadequacy fill up) অসম্পূর্ণতা সমাধান করি। উত্তরোত্তর বেশী অভিজ্ঞান লাভ কর্‌বো, বরাবরই মনে করি। কিন্তু সকল সময়েই মনে করি যে, পরেও যা' শুন্‌বো, তাও (inadequate) অসম্পূর্ণ হ'বে—পরে আবার তা' (unsettle) ওলট্‌-পালট্‌ কর্‌বো—তদ্দ্বারা আশা পূর্ণ হ'বে না—অভিজ্ঞানের পরিবর্ত্তন হ'য়েও কিন্তু কখনই পূর্ণতা সাধিত হ'বে না।

যে-সমুদয় কথাতে মানবজাতি উন্নত হ'বেন আশা কর্‌ছেন, সেগুলো পূর্ণতার দিকে যাচ্ছে না—অভাবের দিকেই যাচ্ছে। (Empiricism) ইন্দ্রিয়জজ্ঞান অবলম্বনে (Truth) সত্যের দিকে (march) দ্রুত অগ্রসর হওয়ার বুদ্ধি অবলম্বন ক'রে (shaky position) অব্যবস্থিত অবস্থা থেকে অব্যাহতি পা'ব না। (Sensuous effort) ইন্দ্রিয়ানুশীলন-চেষ্টা-দ্বারা যে-জ্ঞানের উদয় হয়, তা' ফুটো হাঁড়িতে জল রাখার মতন। (Absolute) অদ্বয় বস্তুর কথা—যা সাধুগণ বলেন, তা' সেরূপ নয়। ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞানের কথা গ্রহণের চেষ্টা-দ্বারা সুবিধা হয় না। এইরূপ যে-জ্ঞান—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান প্রভৃতি শব্দ-সাহায্যে যে-জ্ঞানের উদয় হয়, সেইরূপ জ্ঞান-সম্বন্ধে যে যে-রকম মূর্খই থাকি না কেন, যদি (attention) মনোযোগের সহিত

(Absolute Truth) একমাত্র সত্যের কথা শুন্‌বার সুযোগ হয়, তা' হ'লে (ascending effort) আরোহ-চেষ্টা পরিত্যাগ কর্‌তে পারি—রাবণের সিঁড়িবাঁধার চেষ্টা ছাড়্‌তে পারি।

হে ভগবন্, তোমাকে জয় করা যায় না। সমগ্র জ্ঞান আমাদের লাভ হয় না। (Ascending effort) আরোহ-চেষ্টা-দ্বারা (partial) আংশিক জ্ঞান লাভ করি। তোমাকেও জয় ক'রে—(Absolute Truth) অদ্বয়জ্ঞান তাঁ'র করায়ত্ত হয়—যে ব্যক্তি সাধুদিগের মুখে (attention) মনোযোগের সহিত তোমার সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ করেন। (By this method we can cross over all speculative imperfections) এই পদ্ধতি-দ্বারা আমরা ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞানের সমুদয় অসম্পূর্ণতা অতিক্রম কর্‌তে পারি। ব্রহ্মা এই ব'লেছিলেন।

এই পৃথিবীতে জ্ঞান সংগ্রহ করার স্পৃহা থাকা-কাল পর্য্যন্ত সেই পূর্ণ বস্তু—"যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমেব বিজ্ঞাতং ভবতি"—তাঁ'কে পাওয়া যায় না। (Empiricism) ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞান দোষজনক কিসের জন্য? এ সব জ্ঞানের অন্যপক্ষ থাক্‌বেই। (Absolute Truth) একমাত্র সত্য (challenge) প্রত্যাখ্যান কর্‌বার (occasion) আবশ্যক হয় না। (It is not shaky) উহাকে নড়াইতে পারা যায় না। (It is found to be shaky it is not Absolute) যা'কে স্থানচ্যুত করা যায়, তা' একমাত্র সত্য নয়। অন্যটা তর্কপথ। (In which we reserve the right of exposing the falsity of the thing by the method of contradiction) যে-পন্থায় আমরা বিরুদ্ধ যুক্তি-দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের অসত্যতা উদ্‌ঘাটন কর্‌বার অধিকার পোষণ করি (the sound must be criticised), তা'তে সেই শব্দগুলির দোষ নির্দ্ধারিত হউক, এইরূপ অবসরের (opportunity) সুবিধা আমরা দেই। (Absolute Truth) একমাত্র সত্য—এরূপ (Empiric truth) ইন্দ্রিয়জ্ঞ অভিজ্ঞাতজাত সত্য নয়। (Empiric uphill work) ইন্দ্রিয়জ চেষ্টারূপ পর্য্যন্ত আরোহণ-কার্য্য দ্বারা কোথায় পৌঁছ্‌বো, তা' কেহ জানে না। উহা (mathematical) গণিত-বিচারের (to infinity) অসীমের বিচারের মতন ধরে নেওয়া জিনিষ। সিঁড়ি তৈরী কর্‌তে হ'লে একটা (arch) খিলান কর্‌তে হয়; না হ'লে প'ড়ে যায়। (Empiric arch) ইন্দ্রিয়জ খিলানের এদিক্‌কার (foundation) ভিত্তি

আমরা (phenomenal world) বহির্জ্জগৎ থেকে (start) আরম্ভ ক'রে—যা'র সম্বন্ধে কিছু জানি না, সেদিকে এই (experience) অভিজ্ঞান দিয়ে (progress) অগ্রসর হ'বার চেষ্টা ক'রে নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করি। এরূপ জ্ঞান-সংগ্রহদ্বারা অদ্বয়জ্ঞানের পথে অগ্রসর হ'তে চেষ্টা কর্‌লে সুবিধা হ'বে না।

বৈদিক-পন্থায় শ্রবণ কর্‌তে হ'বে। তজ্জন্য (Submissiv temper) আনুগত্য স্বভাবের আবশ্যক। সে জ্ঞানটা সেদিক থেকে আস্‌বে,—

'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'।

যেটার নিকটবর্ত্তী হ'তে পাচ্ছি না, সেটার (approach) নিকটবর্ত্তী হ'তে হ'বে তা'র (submissive) অনুগত হ'য়ে। যদি অহঙ্কারী হই, তা'হ'লে নিত্যমঙ্গলের কথা শুন্‌তে অবকাশ দেবে না। যিনি জানেন, তাঁ'র কাছ থেকে জান্‌তে হ'বে। যদি আমি জানি, এরূপ অভিমান হয়, তা' হ'লে জান্‌তে পারিবো না। যেখানে সন্দেহ হ'বে, ব'ল্‌তে হ'বে এবং জবাবটা (patiently) ধৈর্য্যের সহিত শুন্‌তে হ'বে। (Inattentive) অমনোযোগী হ'লে শুনা হ'বে না। (Interrogatives) পরিপ্রশ্ন হোক্। কিন্তু প্রশ্নটা ক'রে জবাবটা শুনবো না—এরূপ (impatient) অধৈর্য্য হ'য়ে পড়্‌তে হ'বে না—শুন্‌বো। প্রশ্নের উদয়ে প্রত্যুত্তর পা'বার চিত্তবৃত্তি থাকা দরকার। অন্য বিষয়ের চিন্তা ক'র্‌লে পুরাণো কথা মনে হ'লে প্রশ্নের উত্তরের সময় (inattentive) অমনোযোগী থাক্‌বো। জবাবটাকে (utilize) কার্য্যে পরিণত কর্‌বো। নইলে প্রশ্ন করি কেন? ঘড়িতে দম্ দিয়ে আবার সমস্তটা খুলে দেবো না। ঘড়ির সময় দেখাটার পরে একটা কাজ থাকা উচিত। যদি কেবলই ঘড়ি দেখ্‌তে থাকি, তা' হ'লে কাজ হ'বে না। পরে একটা কৃত্য আছে, তা'র নাম—অভিধেয়।

জ্ঞানটা পা'বার পরে সেই কার্য্য (অভিধেয়) করি। জ্ঞানটা পা'বার পরে (devotion) সেবা। সেবার কথাটা জান্‌তে হ'বে ((attention) মনোযোগ দিয়ে। নিজের (satisfaction) সন্তুষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রশ্ন ক'র্‌বো—(attentively) মনোযোগের সহিত জবাব শু'নে সেবায় লাগিয়ে দেবো। তর্কের পথ ও শুনার পথ বিভিন্ন। শুনার পথে শব্দ ব'লে একটা জিনিষ আছে—যা' দূরস্থিত বস্তুর (signify) অভিজ্ঞান প্রদান করে। আমরা চতুর্থ (dimension) মানের তুরীয়ের সংবাদ জানি না। সেটা এসে উপস্থিত

হচ্ছে। (Cubical content present sense equipment এ comprehensible) তৃতীয় মানের শব্দ বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়গম্য। বেশী (dimension) মানের কথা—পঞ্চম মানের কথা—'মধুর মুরলী পঞ্চম জুষে'—যমুনার ধারের পঞ্চম মানের কথা তৃতীয় (dimension) মানের ভিতর থাকা কালে—(observation) দর্শন (observed) দৃশ্য, (observer) দ্রষ্টা থাকা-কালে শুন্‌তে পাওয়া যায় না। তুরীয় রাজ্যে চারটে (quadrant) বৃত্তচতুর্থাংশ (fully) সম্পূর্ণরূপে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। একটা (quadrant) বৃত্তচতুর্থাংশ দেখে এখন (information) সংবাদ পাচ্ছি। চারটে দেখ্‌লে সমস্ত (Information) সংবাদ পাওয়া যায়। একপাদ বিভূতি এই জগৎ তিনটে বিষয়ে—দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শনে আবদ্ধ রয়েছে। গোলোক বস্তুর—সমস্ত বস্তুটার পূর্ণতা দর্শন হচ্ছে না।

অর্দ্ধাংশ আমাদের (visible) দর্শনীয় হয়। (180 degrees) ১৮০ ডিগ্রি দেখি আমাদের চোখের দ্বারা। আর দুটো (quadrant) অপরার্দ্ধ দেখ্‌তে পাই না। বৈকুণ্ঠ-বর্ণনে এরূপভাবে (half) অর্দ্ধাংশ দেখ্‌তে পাচ্ছি। কেবল নীচে থেকেই দেখ্‌বো বিচারটা ছেড়ে দিয়ে যদি (more confidence) অধিকতর বিশ্রম্ভের সহিত অগ্রসর হই, তা'হ'লে দেখ্‌তে পাব যে, সে বস্তুটা কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এখানে যে-রকম (relation) সম্বন্ধ পাই, তা'তে (mental position) নির্ব্বিশেষ অবস্থা চরম লক্ষ্য হয়। পঞ্চম মানের পূর্ণতা লাভ কর্‌তে হ'লে কৃষ্ণতত্ত্ব—(quintessence) পঞ্চতত্ত্ব বিচার প্রবল হয়। 'মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি।' (Consorthood) কৃষ্ণযোষিৎ-সম্বন্ধ (ordinary literature) সাধারণ সাহিত্যে নাই - চতুর্থ (dimension) মানে নাই—সাধারণ দর্শনে নাই। সম্ভ্রম-পূর্ব্বক আর আড়াই প্রকার রস (reverentially avoid) বাদ দেওয়া হয়। (Consorthood) কৃষ্ণ-যোষিৎসম্বন্ধ তো চতুর্থমানেও বুঝ্‌তে পারা যায় না, শ্রীচৈতন্যদেব একথাটা ব'লে দিয়েছেন। চতুর্থ আর পঞ্চম (dimension) মানের কথা এদেশে এসেছে। অল্প সময়ের মত এদেশে এলেও ধ'রে নিতে পারা যায়। যাঁ'রা (fortunate) ভাগ্যবান্, তাঁ'রা ধ'রে নিতে পারেন।

— ——

শ্রীমদ্ভাগবতের সুপ্রাচীনত্ব,
তদনুশীলনে অধিকার-নির্ণয় ও সৎসাম্প্রদায়িকতা
(পরমার্থ-তত্ত্বের ঐতিহাসিক ক্রমোন্নতি – শ্রীমন্মহাপ্রভুর গোস্বামিগণের দ্বারা সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব-নির্দ্দেশ, পঞ্চমুখ্যরস, চারিযুগের তারকব্রহ্ম নামে ইহার ক্রমপ্রকাশ ও মাধুর্য্যরসের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন)

[৩]

খ্রীষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ ১৪০৭ শকাব্দায় শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন। প্রথমে সংসার-ধর্ম্মে থাকিয়া পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু বৈষ্ণবধর্ম্মের শেষ দুই তত্ত্বের সম্পূর্ণ জ্ঞান বিস্তার করিলেন। বঙ্গভূমি যে দেবদুর্ল্লভ, তাহাতে সন্দেহ কি? সেই ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া বৈষ্ণবদিগের পরমপূজনীয় শচীকুমার পরমার্থতত্ত্বের যে অতুল্য সম্পদ সর্ব্বলোককে বিতরণ করিয়াছেন, তাহা কে না জানেন? সৌভাগ্যক্রমে আমরা ঐ অপূর্ব্ব দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। বহুদিবসের পরেও যে-সকল বৈষ্ণবগণ ঐ ভূমিতে উদ্ভূত হইবেন, তাঁহারাও আমাদের ন্যায় আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিবেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের সাহায্যে রূপ, সনাতন, জীব, গোপালভট্ট, রঘুনাথদ্বয়, রামানন্দ, স্বরূপ ও সার্ব্বভৌম প্রভৃতির দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সম্বন্ধতত্ত্ব স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অভিধেয়তত্ত্বে কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করত কার্য্য সংক্ষেপ করিয়াছেন এবং প্রয়োজনতত্ত্বে ব্রজরস আস্বাদন করিবার অত্যন্ত সরল উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

পাঠকবৃন্দ বিশেষ বিচার করিলে দেখিতে পাইবেন যে, পরমার্থতত্ত্ব আদিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ স্পষ্টীভূত, সরল ও সংক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে। যত দেশকালজনিত মলিনতা উহা হইতে দূরীভূত হইতেছে, ততই উহার সৌন্দর্য্য দেদীপ্যমান হইয়া আমাদের সম্মুখীন হইতেছে। সরস্বতী-তীরে ব্রহ্মাবর্ত্তের কুশময় ভূমিতে ঐ তত্ত্বের জন্ম হয়। ক্রমশঃ প্রবল হইয়া পরমার্থ-তত্ত্ব বদরিকাশ্রমের তুষারাবৃত ভূমিতে বাল্যলীলা সম্পাদন করেন। গোমতীতীরে নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে তাঁহার পৌগণ্ডকাল অতিবাহিত হয়। দ্রাবিড়দেশে কাবেরীস্রোতস্বতীর রমণীয়কূলে তাঁহার

যৌবন-কার্য্যসকল দৃষ্ট হয়। জগৎ-পবিত্রকারিণী জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপ নগরে ঐ ধর্ম্মের পরিপক্কাবস্থা পরিদৃশ্য হয়।

সমস্ত জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলেও শ্রীনবদ্বীপে পরমার্থতত্ত্বের চরম উন্নতি দেখা যায়। পরব্রহ্ম জীবসমূহের একান্ত প্রেমের আস্পদ। অনুরাগক্রমে তাঁহাকে না ভজন করিলে তিনি কখনই জীবের পক্ষে সুলভ হইতে পারেন না। সমস্ত জগতে জীবের যে স্নেহ আছে, তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহাকে ভাবনা করিলেও তিনি অনায়াসলভ্য নহেন। তিনি রসবিশেষের বশীভূত এবং রস ব্যতীত তাঁহাকে পাওয়া না পাওয়া সমান। *

সেই রস পঞ্চ প্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্তরসটি ব্রহ্মসম্বন্ধে প্রথম রস অর্থাৎ জীবের সংসারযন্ত্রণা নিবৃত্ত্যন্তর পরব্রহ্মে অবস্থান মাত্র। ঐ অবস্থায় কিয়ৎপরিমাণ ব্যতিরেক সুখ ব্যতীত আর স্বাধীন ভাব কিছু নাই। তৎকালে পরব্রহ্মের সহিত সাধকের কোন সম্বন্ধ স্থাপন হয় নাই। দাস্যরসই দ্বিতীয় রস। শান্তরসের সমস্ত সম্পদ ইহাতে আছে এবং সে-সমস্ত ব্যতীত আরও কিছু ইহাতে উপলব্ধ হয়। ইহার নাম মমতা। ভগবান্ আমার প্রভু—আমি তাঁহার নিত্য দাস—এরূপ একটী সম্বন্ধ ঐ রসে লক্ষিত হয়। জগতে যতই উৎকৃষ্ট দ্রব্য থাকুক, মমতা সম্বন্ধ না থাকিলে, তজ্জন্য কোন প্রকার বিশেষ ব্যস্ততা থাকে না। অতএব দাস্যরস শান্ত অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। শান্ত হইতে যেমন দাস্য শ্রেষ্ঠ, দাস্য হইতে সেইরূপ সখ্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবেন। যেহেতু দাস্যরসে সম্ভ্রমরূপ কণ্টক আছে। কিন্তু সখ্যরসে বিশ্রম্ভরূপ প্রধান অলঙ্কার দৃষ্ট হয়। দাসগণের মধ্যে যিনি সখা তিনি শ্রেষ্ঠ, ইহাতে সন্দেহ কি? সখ্যরসে শান্ত ও দাস্য-রসের সকল সম্পদই আছে। দাস্য হইতে যেমন সখ্য শ্রেষ্ঠ, সখ্য হইতে বাৎসল্য তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ; ইহা সহজে দেখা যায়। সমস্ত সখ্যগণের মধ্যে পুত্র অধিক প্রিয় ও আনন্দ-উৎপাদক। বাৎসল্যরসে শান্ত প্রভৃতি ঐ চারি রসের সম্পদ দেখা যায়। বাৎসল্যরস অন্য সকল রস হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও মধুর রসের নিকট অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। পিতা-পুত্রে অনেক বিষয় গোপন থাকে, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষে তাহা থাকে না। অতএব এ রূপে বিচার করিয়া দেখিলে মধুররসে পূর্ব্বগত সমস্ত রস পূর্ণরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে দেখা যাইবে।

---

* রসো বৈ সঃ হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতীতি শ্রুতি।

এই পঞ্চরসের ইতিহাস দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শান্তরস সর্ব্বাদৌ ভারতবর্ষে পরিদৃশ্য হইয়াছিল। যখন প্রাকৃত বস্তুতে যজ্ঞাদি ক্রিয়াদ্বারা আত্মা সন্তুষ্ট হইল না, তখন সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার, নারদ, মহাদেব প্রভৃতি পরমার্থ-বাদীরা প্রাকৃত জগতে নিস্পৃহ হইয়া পরব্রহ্মে অবস্থিতিপূর্ব্বক শান্তরসের অনুভব করিলেন। তাহার বহুকাল পর কপিপতি হনুমানে দাস্যরসের উদয় হয়। * * * * কপিপতির বহুকাল পর উদ্ধব ও অর্জ্জুন ইহাঁরা সখ্যরসের অধিকারী হন এবং ঐ রস জগতে প্রচার করেন। * * * * বাৎসল্য রস সময়ে সময়ে ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন আকারে উদয় হইয়াছিল। * * * * মধুররসটী প্রথমে ব্রজধামেই জাজ্বল্যমান হয়; বদ্ধ জীবহৃদয়ে ঐ রসের প্রবেশ করা অতীব দুরূহ, কেননা উহা অধিকারপ্রাপ্ত শুদ্ধজীবনিষ্ঠ। নবদ্বীপচন্দ্র শচীকুমার স্বদলসহকারে ঐ নিগূঢ়-রসের প্রচার করেন। ভারত অতিক্রম করিয়া উক্ত রস এ পর্য্যন্ত অন্যত্র ব্যাপ্ত হয় নাই।

অল্প দিন হইল নিউমান নামক পণ্ডিত ইংলণ্ডদেশে ঐ রসের কিয়ৎ পরিমাণ উপলব্ধি করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশস্থ ব্যক্তিরা এপর্য্যন্ত যীশুপ্রচারিত গৌরবগত বাৎসল্য-রসের মাধুর্য্যে পরিতৃপ্ত হন নাই। আশা করা যায় যে, ভগবৎ-কৃপাবলে তাঁহারা অনতিবিলম্বেই মধুররসের আসব-পানে আসক্তি হইবেন। দেখা যাইতেছে যে, যে-রস ভারতে উদয় হয় তাহা অনেক দিন পরে পশ্চিমদেশ-সকলে ব্যাপ্ত হয়, অতএব মধুররস সম্যক্ জগতে প্রচার হইবার এখনও কিছু কাল বিলম্ব আছে। যেমন সূর্য্যদেব প্রথমে ভারতে উদয় হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিমদেশসকলে আলোক প্রদান করেন, তদ্রূপ পরমার্থতত্ত্বের অতুল্য কিরণ প্রথমে ভারতে উদয় হইয়া কিয়দ্ দিবস পরে পাশ্চাত্য দেশে ব্যাপ্ত হয়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রকারেরা ও ভগবদ্ভাব-উদয়কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত যে-সকল উন্নতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আলোচনাপূর্ব্বক তারকব্রহ্ম নামের যুগে যুগে ভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

সত্যযুগের তারকব্রহ্ম নাম—

"নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ।
নারায়ণপরা মুক্তিনারায়ণপরা গতিঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—বিজ্ঞান, ভাষা, মুক্তি ও চরমগতি এই সমস্ত বিষয়ের আস্পদ নারায়ণ। ঐশ্বর্য্যগত পরব্রহ্মের নাম নারায়ণ। বৈকুণ্ঠ ও

পার্ষদসকল যে বর্ণিত আছেন, তাহাতে নারায়ণরূপ ভগবদ্ভাব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হয়। এই অবস্থায় শুদ্ধশান্ত ও কিয়ৎপরিমাণে দাস্যের উদয় দেখা যায়।

"রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥"

—এইটী **ত্রেতাযুগের** তারকব্রহ্ম নাম। ইহাতে যে-সকল নামের উল্লেখ আছে, তাহাতে ঐশ্বর্য্যগত নারায়ণের বিবিধ বিক্রমসকল সূচিত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ দাস্যরসপর ও কিয়ৎ-পরিমাণে সখ্যের আভাস দান করিতেছে।

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥"

—এইটী **দ্বাপরযুগের** তারকব্রহ্ম নাম। ইহাতে যে-সকল নামের উল্লেখ আছে, তাহাতে নিরাশ্রিত জনের আশ্রয়রূপ কৃষ্ণকে লক্ষ্য হয়। ইহাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য—এই চারিটী রসের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়।

কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

—এইটী সর্ব্বাপেক্ষা মাধুর্য্যপর নাম-মন্ত্র বলিতে হইবে। ইহাতে প্রার্থনা নাই। মমতাযুক্ত সমস্ত রসের উদ্দীপকতা ইহাতে দৃষ্ট হয়। ভগবানের কোন প্রকার বিক্রম বা মুক্তিদাতৃত্বের পরিচয় নাই। কেবল আত্মা যে পরমাত্মা কর্ত্তৃক কোন অনির্ব্বচনীয় প্রেমসূত্রে আকৃষ্ট আছেন, ইহাই মাত্র ব্যক্ত আছে। অতএব মাধুর্য্যরসপর জনগণের সম্বন্ধে এই নামটি একমাত্র মন্ত্রস্বরূপ হইয়াছে। ইহার অনুক্ষণ আলোচনাই একমাত্র উপাসনা। সারগ্রাহী জনগণের ইজ্যা, ব্রত, অধ্যয়ন ইত্যাদি সমস্ত পারমার্থিক অনুশীলন, এই নামের অনুগত। ইহাতে দেশকালপাত্রের বিচার নাই। গুরূপদেশ, পুরশ্চরণ ইত্যাদি কিছুরই ইহাতে অপেক্ষা নাই। (১)

(১) তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ॥
কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্র-সাবিত্র-যাজ্ঞিকৈঃ।
কর্ম্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ পুংসোঽপি বিবুধায়ুষা॥

পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশটি মূলতত্ত্বের অবলম্বনপূর্ব্বক এই নামমন্ত্রের আশ্রয় করা সারগ্রাহী জনগণের নিতান্ত কর্ত্তব্য। বিদেশীয় সারগ্রাহী জনেরা, যাঁহাদের ভাষা ও সাংসারিক আশ্রম ভিন্ন, তাঁহারা এই নামের সমান কোন সাঙ্কেতিক উপাসনালিঙ্গ নিজ নিজ ভাষায় গ্রহণপূর্ব্বক অবলম্বন করিতে পারেন অর্থাৎ উপাসনাকাণ্ডে কোন অসরল বৈজ্ঞানিক বিচার, বৃথা তর্ক বা কোন অন্বয়-ব্যতিরেক-বিচারগত বাদ বা প্রার্থনাদি না থাকে। যদি কোন প্রার্থনা থাকে, তাহা কেবল প্রেমের উন্নতিসূচক হইলে দোষ নাই। অলটম্পরূপে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহপূর্ব্বক সন্তুষ্ট অন্তঃকরণে কৃষ্ণৈক-জীবন হইয়া সারগ্রাহী জনগণ বিচরণ করেন। (২) যে সকল লোকের দিব্যচক্ষু আছে তাঁহারা তাঁহাদিগকে সমন্বয়যোগী বলিয়া জানেন। যাঁহারা অনভিজ্ঞ বা কোমলশ্রদ্ধ, তাঁহারা তাঁহাদিগকে সংসারসক্ত বলিয়া বোধ করেন। কখন কখন ভগবদ্বিমুখ বলিয়াও স্থির করিতে পারেন। সারগ্রাহী জনগণ স্বদেশীয়-বিদেশীয় সর্ব্ব-লক্ষণসম্পন্ন সারগ্রাহী ভ্রাতাকে অনায়াসে জানিতে পারেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদ, ভাষা, উপাসনা, লিঙ্গ ও ব্যবহারসকল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাঁহারা পরস্পর ভ্রাতা বলিয়া অনায়াসে সম্বোধন করিতে পারেন। এই সকল লোকই পরমহংস এবং পারমহংস্য-সংহিতারূপ শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহাদের শাস্ত্র। (৩)

আর একটী বিষয়ের বিচার না করিয়া এই উপক্রমণিকা সমাপ্ত করিতে পারিলাম না। অনেক কৃতবিদ্য পুরুষ কুসংস্কারক্রমে সারগ্রাহী বৈষ্ণবতায় প্রেমের অধিকতর আলোচনা থাকায় সারগ্রাহী বৈষ্ণবেরা উত্তমরূপে সংসারী হইতে পারেন না, এরূপ দোষারোপ করেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, সংসারোন্নতি করিবার যত্ন না থাকিলে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হন না এবং অধিকতর আত্মানুশীলন করিতে গেলে সংসারের প্রতি স্নেহের খর্ব্বতা হইয়া পড়ে।

শ্রুতেন তপসা বা কিং বচোভিশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ।
বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেন্দ্রিয়রাধসা॥
কিং বা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি।
কিং বা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ॥
শ্রেয়সামপি সর্ব্বেষামাত্মা হ্যবধিরর্থতঃ।
সর্ব্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ॥ (ভাঃ ৪।৩১।৯-১৩)

(২) দয়য়া সর্ব্বভূতেষু সন্তুষ্ট্যা যেন কেন বা।
সর্ব্বেন্দ্রিয়োপশান্ত্যা চ তুষ্যত্যাশু জনার্দ্দনঃ॥ (ভাঃ ৪।৩১।১৯)

(৩) সর্ব্বতঃ সারমাদত্তে যথা মধুকরো বুধঃ। (ভাঃ ৪।১৮।২)

এই যুক্তিটী নিতান্ত দুর্ব্বল, কেননা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত শ্রেয় আচরণে যত্নবান্ হইলে এই অনিত্য সংসারের যদি লোপ হয়, তাহাতে ক্ষতি কি ? (৪) পরমেশ্বরের কোন দূর উদ্দেশ্য সাধন জন্য এই সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে উদ্দেশ্য কি (তাহা) কেহই বলিতে পারেন না।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আত্মা প্রথমে মনুষ্যাকারে এই স্থূল জগতে সৃষ্ট হইয়াছে। সংসার-উন্নতিরূপ ধর্ম্মাচরণ করত ক্রমশঃ আত্মার উচ্চগতি হইবে, এই অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর এই জগৎ সৃজন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, এ জড়জগৎ নরবুদ্ধিদ্বারা স্বর্গপ্রায় হইয়া পরম আনন্দধামস্বরূপ হইয়া উঠিবে। কেহ কেহ আত্মার দেহান্তর ঘটিয়া পরে নির্ব্বাণরূপ মোক্ষ হইবে, এরূপ স্থির করেন। এই সকল সিদ্ধান্ত অন্ধগণকর্ত্তৃক হস্তীর আকার নিরূপণের ন্যায় বৃথা তর্ক মাত্র। সারগ্রাহিগণ এই সকল বৃথা তর্কে প্রবেশ করেন না, যেহেতু নরবুদ্ধিদ্বারা এ সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয় না। (৫) সিদ্ধান্ত করিবার আবশ্যক কি ? আমরা কোন প্রকারে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া সেই পরম পুরুষের অনুগত থাকিলে তাঁহার কৃপাবলে অনায়াসে সমস্ত বিষয়ই অবগত হইব।

---

(৪) যুক্তিযোগকে মূলতত্ত্বে নিরর্থক জ্ঞান করত ব্যাসদেব সমাধিযোগে দেখিলেন,—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়ম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥" (ভাঃ ১।৭।৪-৭)

(৫) ন চাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতুরবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ উতীঃ।
নামানি রূপাণি মনোবচোভিঃ সন্তন্বতো নটচর্য্যামিবাজ্ঞঃ॥
স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরস্য দুরন্তবীর্য্যস্য রথাঙ্গপাণেঃ।
যোঽমায়য়া সন্ততয়ানুবৃত্ত্যা ভজেত তৎপাদসরোজগন্ধম্॥ (ভাঃ ১।৩।৩৭-৩৮)

সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ পরমার্থতত্ত্বে যুক্তিযোগকে পরিত্যাগ করত সহজজ্ঞানলব্ধ সত্যসমূহের আশ্রয়ে আত্মার সঙ্কোচ-বিকোচাত্মক অবস্থাদ্বয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন।

কামবিদ্ধ পুরুষেরা স্বভাবতই সংসারোন্নতির যত্ন পাইবেন। তাঁহারা সংসারোন্নতি করিলেন, আমরা সেই সংসারকে ব্যবহার করিব। তাঁহারা অর্থশাস্ত্র ও তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া অর্থসংগ্রহ করিবেন, আমরা কৃষ্ণকৃপায় ঐসকল সংগৃহীত অর্থ হইতে পরমার্থতত্ত্ব লাভ করিব। তবে আমাদের দেহযাত্রা-নির্ব্বাহ কার্য্যসকলে যদি সংসারের কোন উন্নতি হইয়া উঠে, উত্তম। সংসারে স্থূল উন্নতি বা অবনতি-বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন, কিন্তু সংসারগত আত্মনিচয়ের পরমার্থতত্ত্বে উন্নতিসম্বন্ধে আমরা স্বভাবতঃ ব্যস্ত, এমত কি সমস্ত জীবনসুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভ্রাতৃগণের আত্মোন্নতি-সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বদা চেষ্টান্বিত থাকি। পতিত ভ্রাতাদিগকে সংসারকূপ হইতে উদ্ধার করা বৈষ্ণবদিগের প্রধান কর্ম্ম। বৈষ্ণব-সংসার যত প্রবল হইবে ক্ষুদ্রাশয়গ্রস্ত পাষণ্ড-সংসার ততই হ্রাস হইবে, ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের নৈসর্গিক গতি।

সেই অনন্তরূপী পরমেশ্বরের প্রতি সর্ব্বজীবের প্রীতিস্রোত প্রবাহিত হউক। পরমানন্দস্বরূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হউক। ঈশ্বরবিমুখ লোকদিগের চিত্ত পরমতত্ত্বে দ্রবীভূত হউক। কোমলশ্রদ্ধ মহোদয়েরা ভগবৎকৃপাবলে সাধু-সঙ্গাশ্রয়ে ও ভক্তিতত্ত্ব-প্রভাবে উত্তমাধিকারী হইয়া বিশুদ্ধ প্রীতিকে আশ্রয় করুন। মধ্যমাধিকারী মহাত্মগণ সংশয় পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানালোচনা সমাপ্ত করিয়া প্রীতিতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হউন। সমস্ত জগৎ হরিসঙ্কীর্ত্তনে প্রতিধ্বনিত হউক।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর-স্মরণে

জয় জয় জয় শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী।
সর্ব্বাগ্রে জানাই আমি তোমারে প্রণতি ॥

শ্রীরাধা-নয়নমণি নিত্য ব্রজে স্থিতি।
ধরাতলে অবতরি উদ্ধারিলে ক্ষিতি ॥

কলিহত জীব-দুঃখ হেরিয়া কাতর।
উদ্ধারিতে হৈলে তুমি বদ্ধপরিকর ॥

ঐকান্তিকী শুদ্ধা-ভক্তি করিলা প্রচার।
তদাশ্রয়ে বহুজীব পাইলা নিস্তার ॥

ভক্তি-গ্রন্থ প্রকাশন, শ্রীমঠ স্থাপন।
লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, শ্রীনাম-প্রচারণ ॥

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী প্রকট করিলা।
হরিভক্তি নিত্যধর্ম্ম জীবে জানাইলা ॥

সংসারী সকল জীব অনিত্যে আসক্ত।
তে কারণে দুঃখ তারা পায় অবিরত ॥

নিত্যবস্তু কৃষ্ণ,—কৃষ্ণভক্ত আর ভক্তি।
তাঁ'দের সেবায় জীব লভে চিৎশক্তি ॥

চিৎশক্তি-বলে জীব যায় মায়াপারে।
কৃষ্ণসেবা-সুখ লভে সে গোলোকাধারে ॥

হরিভক্তি প্রচারি সে-সুখ জীবে দিলা।
অভক্তি-পর সিদ্ধান্ত সকলি খণ্ডিলা ॥

পতিত-পাবন হেতু তব অবতার।
সন্ন্যাসী বেষেতে বিশ্ব করিলা নিস্তার ॥

চারিযুগে চারিধর্ম্ম শাস্ত্রের কথন।
ধ্যান, যজ্ঞ, পূজা, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ॥

বিবিধ কৌশলে যুগ-ধর্ম্ম বিতরিলা।
শ্রীবৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা আনি অবিদ্যা নাশিলা ॥

অনন্ত অপার প্রভো! তোমার মহিমা।
এ-ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তার নাহি পাই সীমা ॥

অপরাধ ক্ষমি দয়া কর এইবার।
তোমার চরণে নমি মুঞি বারবার ॥

কৃপাকণাপ্রার্থী অধম—
(ত্রিদণ্ডিভিক্ষু) শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

আত্মঘাতী

পরম করুণাময় পরমেশ্বর জীবের প্রতি কৃপাপরবশে তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার কাছেই জীবকে পাঠিয়েছেন, কারণ মায়ার শোধনাগার হইতে বিশেষ-ভাবে শোধিত হইলে, তবে ভগবদ্ধামে পৌঁছিবার যোগ্যতা লাভ করা যায়। এতদুদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্টিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—স্থাবর ও জঙ্গম। স্থাবর-যোনিজাত বৃক্ষ-লতা ও পাহাড়-পর্ব্বতাদি আচ্ছাদিত-চেতনযুক্ত (Enshrouded animation) এবং জঙ্গমের মধ্যে কতকগুলি সঙ্কুচিত চেতনবিশিষ্ট (Shrunken animation), যেমন সর্প, ভেক প্রভৃতি। তৎপরে জীব মুকুলিত চেতন (Budded animation) অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যশ্রেণীতে পর্য্যবসিত হয়। এই মানব যখন স্বধর্ম্ম-পরায়ণ হন, তখন তাঁহাকে বিকচিত-চেতনযুক্ত (Blossomed animation) বলা হয়। পরিশেষে যিনি ঐকান্তিক বৈষ্ণবতা লাভ করেন, তিনি পূর্ণ-বিকশিত-চেতন (Full Blossomed animation) বিশিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হন।

এইরূপে জীবকে চুরাশি (৮৪) লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হয়। শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ উল্লিখিত আছে—

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষ বিংশতিঃ
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥

অর্থাৎ নয় লক্ষবার জল-জন্তু, কুড়ি লক্ষবার স্থাবর যোনি, এগার লক্ষবার কৃমি-কীট প্রভৃতি, দশ লক্ষবার পক্ষী ও ত্রিশ লক্ষবার পশুযোনিতে জন্মের পর মনুষ্য-জন্ম লাভ করা যায়। পরে চারি লক্ষবার এই মানবদেহ ধারণ হইয়া থাকে।

খৃষ্টধর্ম্ম, ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মে সর্ব্বত্রই উল্লেখ দেখা যায় যে, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মনুষ্যদেহ। তাই যদি স্বীকার করা যায়, তবে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়—ধর্ম্মই একমাত্র শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। ধর্ম্মহীন মানব পশুতুল্য। ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে আজকাল নাস্তিকতা—অপধর্ম্মে ঘিরেছে সংসার। চতুর্দ্দিকে বিদ্যাশিক্ষার প্রভূত উন্নতি দেখা যাইতেছে। কেহ বিচারক, কেহ উকিল-ব্যারিষ্টার, কেহ ইঞ্জিনীয়ার, কেহ ডাক্তার, আবার কেহ বা পি, আর্, এস্ ও পি, এইচ্ ডি। ঈদৃশী বিদ্যায় পারদর্শী হইলেও তাঁহাদিগকে কি প্রকৃত বিদ্বান্ বলা হইবে? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রায় রামানন্দ-সংবাদে দেখিতে পাই—

"প্রভু কহে, কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার ?
রায় কহে, **কৃষ্ণভক্তি** বিনা বিদ্যা নাহি আর।"

উহাতে অন্যত্র দৃষ্ট হয়—

"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥"

বর্ত্তমান যুগের শিক্ষাপদ্ধতি মানুষকে ধর্ম্মের নিম্নস্তরে নামাইয়া দিতেছে, ফলে অধর্ম্মই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। অধুনাতন শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজ নিজ স্বার্থ প্রণোদিত পথে চলিয়াই মনে করিতেছেন, আমরা ঠিক পথেই চলিতেছি ; কিন্তু হায় ! মহাজন নির্দ্দেশিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া মনোধর্ম্ম-চালিত হইলেই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

পরম গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—যাহারা হরিভজন করে না, তাহারা নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী। শ্রীমদ্ভাগবতেও (১১।২০।১৭) ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাই—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্যদেহই সর্ব্ববাঞ্ছিতফলের মূলীভূত কারণ। ইহা সুদুর্লভ, যেহেতু বহুকোটি চেষ্টাদ্বারা মনুষ্যশরীর লাভ করা যায় অর্থাৎ আশিলক্ষ মনুষ্যেতর জন্মের পর নরদেহ-প্রাপ্তি হয়। কোন ভাগ্যবশতঃ ইহা লব্ধ হয় বলিয়া ইহাকে সুলভ বলা হইয়াছে। মনুষ্যমাত্রের দেহই আত্মমঙ্গল-লাভের একমাত্র উপায়। এই শরীরকে নৌকার সহিত তুলনা করা হইয়াছে, কারণ এ-পার হইতে ও-পারে যাইতে হইলে যেমন তরণী বা নৌকার প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ বিরজা নদীর এ পারস্থিত ব্রহ্মাণ্ড হইতে বৈকুণ্ঠে পৌঁছাইতে এ দেহ-তরী একান্ত আবশ্যক। এ নৌকার সুকল্প বা সুদক্ষ মাঝি শ্রীগুরুদেব এবং ভগবৎ-কৃপারূপ অনুকূল বায়ু হইতেছে ইহার 'পাইল' (পাল)। যিনি সদ্‌গুরুর চরণ আশ্রয় করত তাঁহাকে কর্ণধার-জ্ঞানে ভগবদনুগ্রহরূপ বায়ুর সাহায্যে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা ও যত্ন না করেন, তিনি বস্তুতঃ আত্মঘাতী। আত্মানং হন্তি যঃ স আত্মহা (আত্মঘাতী)। যদিও তিনি বিষপানে বা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা না করেন, তবুও নিজ নিত্যমঙ্গল বিনাশ করেন বলিয়া সত্য-সত্যই তাঁহাকে আত্মবিনাশকারী বলা হইয়া থাকে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, মানুষমাত্রেরই বিষ্ণুপাদোপসর্পণ অর্থাৎ ভগবৎপাদপদ্ম-সেবন একমাত্র কর্ত্তব্য, কারণ ভগবান্‌ই সর্ব্বভূতের প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃৎ। যতই বিদ্বান্-বুদ্ধিমান্ হউন না কেন, যদি হরিভজন না করেন, তবে তিনি প্রকৃতপক্ষে নিঃসন্দেহে **আত্মদ্রোহী বা আত্মঘাতী**।

শ্রীগুরুবর্গের মুখে শুনিয়াছি যে, শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন, "ঘোর দুর্দ্দিন আসিতেছে, আপনারা শীঘ্র শীঘ্র হরিভজন করুন।" তাই এ অধমের সকাতর প্রার্থনা এই যে, যত সত্বর পারেন, এই দারুণ অভাব-অনটনের মধ্যে হিমালয়ের মত শত শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ভগবদ্ভজন দ্বারা সুদুর্লভ মনুষ্যজনম সার্থক ও পরাশান্তি লাভ করুন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ**

পত্রোত্তর

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী,
ভক্তিবান্ধব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া), পঃ বঙ্গ

তারিখ ইং ২৫।১১।৭৫

প্রকাশক ও মুদ্রক,
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

ক্রমিক নং ৫৭৫।৭৫-৭৬

প্রিয় যামিনি!

পত্রে তুমি আমার প্রীতি ও স্নেহ জানিবে। অনেক দিন পর তোমার পত্র পাইয়াছি। কারণ বিভিন্ন কার্য্যব্যাপদেশে বাহিরে ছিলাম। তোমার পত্র পাইয়া ব্যথিত হইলাম। তুমি বেশ মর্ম্মাহত হইয়াছ বুঝিলাম। পত্রখানি যেভাবে লিখিয়াছ, তাহাতে বুঝিলাম পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোকই প্রায়ই সেইরূপ নির্ব্বোধ। এই বক্তব্য অত্যন্ত রূঢ় হইলেও নিছক সত্য—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, ইহা তুমি সুনিশ্চিত জানিবে। সাক্ষাতে আলাপ-আলোচনা হইলেই ভাল—কিন্তু তাহারও কোন সুযোগ নাই। তোমার কথা আমার প্রায়ই মনে পরে। শুধু তোমার কেন? অতীত জীবনের অনেকের কথাই আমার স্মৃতিপটে বার বার ভেসে উঠে—আর দুঃখ হয়, ভারবাহী গর্দ্দভের ন্যায় বিচরণশীল প্রিয়জনদের কথা ভেবে ভেবে। ভূত ধরিলে, ভূতধরা অবস্থায় মানুষের যেমন হুস্ থাকে না। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা

করিলে, সে ভূতের নাম ঠিকানা বলিতে থাকে—পূর্ব্ব স্মৃতি বিস্মরণ ঘটিয়া যায় এবং সে তখন সেই অবস্থাকে বহুমানন করিয়া আনন্দ পায়। কিন্তু সেই অবস্থা নিশ্চয়ই প্রকৃতিস্থ নহে বা বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ তাহার অবস্থা উপলব্ধি করিয়া ওঝা, গুণীন্ প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। এই সংসারে আমরাও সেইরূপ মায়ারূপী ভূতের কবলে পতিত হইয়া আমাদের স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া ক্ষণস্থায়ী বিষয়-আশয়ের প্রতি মোহযুক্ত হইয়া বৃথা গর্দ্ধভের ন্যায় সংসারে বিচরণ করি। সুতরাং আমরা যেহেতু মানুষ—সেই-হেতু বিচার-বিবেচনা করিয়া চলিব—ইহাই প্রকৃত-বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

তুমি নিজেই চিন্তা করিয়া দেখ, হয়তো বলিবে বৈবাহিক জীবনে বড়ই ঝামেলা—সুষ্ঠুভাবে জীবন-যাপন করা দুরুহ ব্যাপার। কিন্তু যখন তোমার ছেলে-মেয়েরা উপযুক্ত হইবে তখন তুমিই তাহাদিগের বিবাহ দিবার জন্য ভীষণ ব্যস্ত হইয়া পড়িবে—এমনকি যদি কোন ছেলে-মেয়ে বিয়ে করিতে আপত্তি করে তখন তো তোমার খুব দুঃখ মনে হইবে। অথচ সংসারে প্রবেশ করে কত নাকানি-চোকানি খাইতেছ। যে-মায়ার গর্ত্তে পতিত হইয়া তুমি জ্বলে-পুড়ে অতিষ্ট হইয়াছ বা হইতেছ—আবার সেই তিক্ত পরিবেশে সাধের ছেলে-মেয়েদেরকে ঠেলে দিবার জন্য উঠে পরে লাগা কিরূপ বিচক্ষণতা—তাহা কি কেউ একবার গভীর ভাবে চিন্তা করেন? —ইহা মায়ারাজ্যের বৈচিত্র্যময় অদ্ভুত ঘটনা। এই ধরণের কত ঘটনা ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্বা নাই। পাগলের প্রলাপের ন্যায় মায়াবদ্ধজীবগণ কত সময় কতকিছুই বলিয়া থাকে, কিন্তু তাহা কি যথার্থভাবে উপলব্ধি করে?

এই দেখ না, কোন লোক মারা গেলে তাহাকে শ্মশানে দাহ করিবার সময় অনেকেই বলাবলি করে,—হায়রে আমাকেও একদিন যাইতে হইবে। ভাই-ভগ্নি, আত্মীয়-পরিজন সহ বাবা-মাকে কেহ দাহ করিতে গেলে ঐসময়ে এমন বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, যেন মনে হয় লক্ষ্মীপুত্তুর। কিন্তু বাড়ী এসেই জমা-জমি, ধন-সম্পত্তি লইয়া অনেকে বিরাট ব্যাপার ঘটাইয়া বসে। সুতরাং ইহাদ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, সুক্ষ্ম চিন্তার গভীরে তাহাদের প্রবেশ করা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং কে মরিল আর বাচিল তার কিন্তু যথার্থ অনুসন্ধান না করিয়াই বৃথা শোক, আর শোক করিলেও তাহা সাময়িক ঘটিয়া থাকে। তৎপূর্বে এই অবস্থার হেতু কি তাহা অবশ্যই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা সে-বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া অহেতুক দুঃখ পাইয়া থাকি। তুমি তো বলছ অমুকটির কেন অকালমৃত্যু ঘটল? মৃত্যুর আবার কাল-অকাল কি? মৃত্যু

যে কোন সময়েই যে-কেউকে গ্রাস করিতে পারে। আর মৃত্যু বলিতে আমাদের মৃত্যুরই বা কি অবস্থা তাহা কি ভাবিয়াছ ? গীতায় বলিয়াছেন,—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ (গীতা ২।২৩)

আত্মাকে শস্ত্রাদি ছেদন করিতে পারে না ; অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না ; জল সিক্ত করিতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না।

এইরূপ যেখানে জীবাত্মার অবস্থা সেক্ষেত্রে মৃত্যুর কথা কি ? আরও বলিয়াছেন,—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

অর্থাৎ এই আত্মা কখনও জন্মে না বা কখনও মরে না। অথবা পুনঃ পুনঃ তাহার উৎপত্তি বৃদ্ধি হয় না। কারণ আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, অপক্ষয়-রহিত অর্থাৎ অবিনশ্বর, নিত্য নবীন অথচ পুরাতন ; জন্ম-মরণশীল শরীর বিনষ্ট হইলেও আত্মার বিনাশ নাই।

সুতরাং এইরূপ পরিস্থিতিতে জন্ম-মৃত্যুর অবস্থা লইয়া হর্ষ-বিষাদের কোন কারণই নাই। আমরা সকলেই (যাহারা বদ্ধজীব) চামার হইয়া বসিয়াছি, কারণ আত্মদর্শন না হওয়ায় স্থূল দর্শন হেতু মৃত্যু বা জন্ম দৃশ্য অবলোকন করিতেছি। এবং যখন এই দর্শনের অভাব বা ব্যাঘাত ঘটিতেছে তখন আমরা অধৈর্য্য হইয়া পরি। যে বস্তুর (আত্মার) অভাবে এই সাধের দেহ অচল বা মূল্যহীন হইয়া পরে, সেই বস্তুকে কি কোন দিন দর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছি ? বাহ্যিক অবয়ব বা পাঞ্চভৌতিক দেহ-দর্শনই দর্শনের ভ্রম আনিয়া দিতেছে। ইহা ক্ষণভঙ্গুর, আমরা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করিতেছি বটে—কিন্তু তাহার মূল্যায়ন দিতে পারিতেছি না। তাই আমরা চামার। কারণ, সুন্দর বেশ-ভূষা পরিধানকারী কোন ভদ্রলোককে মুচি বা চামারগুলি দেখিলে তাহার পায়ের দিকে দেখিতে থাকে অর্থাৎ জুতা জোড়া কিরূপ আছে—কালি লাগাইতে পারা যাইবে কি না, ইত্যাদি চিন্তা করে। অর্থাৎ তাহার ভদ্ররূপের কথা চিন্তা না করিয়া কার্য্যসিদ্ধির জন্য চর্ম্ম-পাদুকার কথাই ভাবনা হয়। সেইরূপ আত্ম দর্শন না হওয়ার হেতু বদ্ধজীবগণ মানুষের অবয়বকে দেখিয়াই বিচার করিতে চায়। ব্যক্তি স্বার্থ কতটুকু কোথায় পাওয়া যায়—এই নিয়াই স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ রচনায় প্রয়াসী। যখনই স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটিবার উপক্রম তখনই বেদনায় আমরা মুচরে পরি। যে বস্তুর

(আত্মার) অবর্ত্তমানে আমাদের সম্বন্ধ চুকিয়ে যায়—তাহার কথা একবারও কি ভাবিবার অবকাশ রাখি ?　ইহা আমাদের অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় ও দুর্দ্দৈব—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তুমি লিখিয়াছ, "অবোধ বালিকাটির অকাল মৃত্যু কেন ঘটিল ?　এর কি পাপ থাকিতে পারে ?"—কে মরিয়াছে ?　তুমি কি তাহাকে কখন দেখিয়াছ ?　তাহার আবির্ভাব অর্থাৎ ভূমিষ্ট হইতে যে শরীর দেখিয়াছ—উহা তো বরং পূর্ব্বাপেক্ষা স্থূল বা সুন্দর দেখাইতেছিল এবং যখন তুমি 'মরিয়াছে' বলিতেছ—তখনও তো সেই শরীর, কর্ণ, নাসিকা, মুখমণ্ডল প্রভৃতি দেখিতে পাইয়াছ।　সুতরাং কি মরিয়াছে ?　বা কিসের অভাব ঘটিয়াছে তাহা ভাবিয়াছ কি ?　আর যে-বস্তুর অভাবের জন্য তাহার প্রয়োজন হীনতা হইয়াছে উপলব্ধি করিয়াছ—উহা কি বস্তু ?　সেই বস্তু কখন কি দেখিয়াছ বা স্পর্শ করিয়াছ ?　তাহা কিন্তু তুমি আদৌ দেখিতে বা স্পর্শ করিতে পার নাই।　সুতরাং কি সেই বস্তু ?　সেই বস্তু শিশু না যুবা বা বৃদ্ধ—না আর কিছু ?　রামায়ণ গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া কখন পাঠ করিয়াছ কি ?　শ্রীরামচন্দ্রের সময়—যিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম, রাজ্য-শাসন অভিনয়কারী—তাঁহার রাজত্বে, তাঁহারই রাজ্যে এক ব্রাহ্মণের শিশু সন্তানের অকাল মৃত্যু ঘটেছিল।　তাই তিনি রাজদরবারে আর্জ্জি করেছিলেন যে, "আমার ছেলে কি পাপ করিয়াছে বা কাহার পাপের জন্য অকাল মৃত্যু ঘটিল ?　আমি তো জীবনে কখন কোন অন্যায় করি নাই—ইত্যাদি।"　উক্ত কথার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, দায়ী অনেকে হইতে পারে।　শিশুসন্তান হইল বলে সে দায়ী নহে—ইহা ঠিক যুক্তিসঙ্গত নহে।　জীবমাত্রেই নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে—কেহ কাহার কর্ম্মের জন্য দায়ী নহে।　তবে কোন সময় কেহ কেহ উপলক্ষ্য মাত্র হইতে পারে—তাই বলে সম্পূর্ণ দায়ী উহা ভিত্তিহীন। শ্রীগীতা ভালভাবে আলোচনা করিলে উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বা গূঢ় রহস্য অবগত হওয়া যায়।　সুতরাং তোমার সন্তান অকাল মৃত্যু গ্রহণ করার হেতু—প্রধানতঃ সে নিজেই দায়ী, তবে সেক্ষেত্রে আনুসঙ্গিক তুমি ও তোমার স্ত্রীও কিছু পরিমাণে দায়ী।　কারণ তাহার অকাল মৃত্যুতে তোমাদের যে বেদনার দংশনজ্বালা জর্জ্জরিত করিয়াছে বা করিতেছে—উহাও প্রারব্ধ কর্ম্মফল জানিবে।　জীবগণ নিজ কর্ম্মফলই সর্ব্বদা ভোগ করে।　ভগবান্ কখন কোন কর্ম্মের অধিন নহেন বা কর্ম্মজনিত জীবগণকে কৃপা করিতে বাধ্য—ইহাও নহে। ভগবৎসেবাদ্বারা বা ভক্তিদ্বারা ভগবৎ-প্রীতি হইতে পারে, কিন্তু তাই বলে

তিনি কর্ম্মফল বাধ্য হইয়া কর্ম্মীর তল্পিবাহী হইবেন বা হন—ইহা নহে। ভগবান্ স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষ। তবে ভক্তের ভক্তিতে প্রীত হইয়া কখন কখন নিজের স্বতন্ত্রতাকে ভক্ত-তন্ত্র করেন। কিন্তু উহা কখন? যাহারা আত্ম-সুখেচ্ছাকামী বা ভগবদ্গত প্রাণ যাহারা নহে তাদের জন্য কি? যখন তিনি বুঝিতে 'পারেন, ভক্ত আমারই আর কিছু জানে না'—ভক্ত নিজের স্বতন্ত্রতাকে সম্পূর্ণভাবে তাঁহাকে উৎসর্গ করেন—তাঁহার সেবাপ্রীতিই জীবের একমাত্র কৃত্য হয়—তখন পরম কারুণিক করুণাময় কি আর চুপ্ করে থাকতে পারেন? যখন শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজকে রক্ষা করার জন্য শ্রীভগবান্ নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপুরকে বধ করত প্রহ্লাদের নিকট উপনীত হন এবং প্রহ্লাদের নিকট তিনি অভিযোগসুরে বলেন, "প্রহ্লাদ! আমার আসিতে বড্ড দেরি হইয়া গিয়াছে—আরও অনেক আগে আসা উচিত ছিল। কিন্তু তুমি একবারও তো 'আমাকে রক্ষা কর' বলিয়া বলিলে না?" সুতরাং শুদ্ধভক্ত ভগবানের দ্বারা কিছু কাজ করাইয়া লইবেন—ইহা নহে। পরন্তু তাঁহারা নিজের জন্য ভগবানের নিকট কিছুই কামনা করেন না—এমনকি ভগবৎপ্রীতির জন্য বা সেবার জন্য প্রয়োজন হইলে তাঁহারা নরকে যাইবার জন্যও সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন। জগতের কোন ভয়েই তাঁহাদিগকে ভয় দেখাইতে পারে না বা তাঁহাদিগকে বিপদ গ্রাস করিতে পারে না। ক্ষুদ্রবুদ্ধি-সম্পন্ন যাহারা সেবায় বেনীয়াগিরী করিতে তৎপর তাহারাই মনে করে কর্ম্ম করিলে ভগবান্ বাধ্য হইবেন। তাহারা এতই নির্ব্বোধ যে মাকোশার জাল দিয়া বিক্রমশালী সিংহকে বন্ধন করিতে চায়। অর্থাৎ মাকোশের জাল দিয়া যেমন মদমত্ত হস্তী বা সিংহকে বন্ধন করা সম্ভব নয়—সেইরূপ স্বরাট্ স্বাধীন স্বতন্ত্রপুরুষকে কাল-কবলিত করিবার যে প্রয়াস—উহা মূর্খের ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভগবান্ কালের অতীত—কাল তাঁহাকে গ্রাস করিতে পারে না, স্বয়ং ভয়ও যাঁহাকে ভয় করে—তিনি খাজা-গজার আজ্ঞাবাহী হইবেন—ইহা চিন্তা করাও বোকামী—মূঢ়তা। একটা সাধারণ উপমা দিয়া তোমাকে জানাইতেছি, তুমি একটু উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিবে। ধরে লও, কোন এক জননী শিশুসন্তানকে খাটের উপর শুয়ে দিয়ে সংসারের কাজে নাতিদূরে ব্যস্ত আছেন। এমন সময় শিশুটি হেগে কান্না সুরু করে দিল—মা আসিলেন। তিনি একবার গলাটি সন্তানের দিকে দিয়ে এগিয়ে যান, সন্তানটি হাত বাড়িয়ে গলা ধরতে আসিতেই মা একটু নগর করার জন্য তৎক্ষণাৎ পিছিয়ে আসেন। আবার শিশুটি কান্না সুরু করে—

এইরূপ কয়েকবার চলার পর মা অবশেষে গলা বাড়িয়ে দিলে, বালক গলা জড়িয়ে ধরিল। এমতাবস্থায় কেহ যদি বলে, মা অপেক্ষা ছেলেটি বেশী শক্তিশালী—জোর করে মা'র গলা ধরে টেনে নিয়েছে। ইহা যেমন নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় ঠিক ঈশ্বরকে আমরা জোর করে ধরে নেব বা কর্ম্মের দ্বারা বাধ্য করাইব উহাও অবান্তর। শিশুর আর্ত্তিতে মা আর্দ্র হইয়া কৃপা-পূর্ব্বক গলায় জড়িয়ে নিয়ে থাকেন, কিন্তু ক্ষমতার লড়াইতে হেরে উহা করিয়া থাকে—ইহা নহে। আমরা অনেক সময় সাধারণ লোকের সহিত ভগবানের উপমা খাটাইতে অভ্যস্ত। কিন্তু ভগবানকে যদি তুমি জীবের সহিত একাকার করিতে যাও তবে ভগবত্ত্বা ও জীবত্বের যে বহুক্ষীণি ব্যবধান তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥

ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ এবং হ্লাদিনী ও সম্বিৎ-শক্তিদ্বারা আশ্লিষ্ট; কিন্তু জীব স্বীয় (আরোপিত) অবিদ্যাদ্বারা সংবৃত, সুতরাং সংক্লেশ সমূহের আকর। অন্যদিকে পরমপুরুষ শ্রীভগবানের সংজ্ঞা বিষ্ণুপুরাণে কথিত রয়েছে,—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা। (বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৪৭)

অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী (অর্থাৎ সৌন্দর্য্য), সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টির সমাহার 'ভগ'-নামে খ্যাত; এই ছয়টি অচিন্ত্যগুণ যাঁহাতে অঙ্গাঙ্গিভাবে ন্যস্ত,—তিনিই 'ভগবান্'।

শ্রীভগবান্ ও জীবের মধ্যে অবস্থার এই যে-বিরাট ব্যবধান তাহা চিন্তা করিলে জীব ও ভগবান্‌কে একাকার করিবার যে প্রবণতা তাহা মূঢ়তারই পরিচায়ক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। জীবই ঈশ্বর বা ঈশ্বরই জীব—ইহা আসুরিক চিন্তাস্রোত বা পাষণ্ডতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক সম্ভব হইলে তুমি সাক্ষাতে আরও যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে—প্রশ্ন করিবে। বর্ত্তমানে আমার সময়ের বড়ই অভাব—তাই পত্র দীর্ঘকার করিতে বিরত হইলাম। যদি দেখা করিতে না পার পত্র লিখিবে—উত্তর দিব। বিশেষ কি? ভগবানের নিকট তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি। ইতি—

শ্রীগৌরজন-কিঙ্কর—
শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী

রামচন্দ্র পুরী

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রসঙ্গ পাঠ-কালে একটি পদ দেখিতে পাওয়া যায়,—

"গুরু যথা ভক্তিশূন্য, তথা শিষ্যগণ ॥" (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১শ)

অর্থাৎ গুরু ভক্তিহীন হইলে শিষ্যগণও তদ্রূপই হইয়া থাকে। সাধারণ ধারণাও তাহাই। অনেকে মনে মনে কল্পনা করেন যে, সদ্‌গুরুর পদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া কেহ যদি ঐকান্তিক ভক্তিযুক্ত বা সদাচারনিষ্ঠ প্রভৃতি না হয়, তাহা হইলে সমস্ত দোষ গুরুদেবের! অসদ্‌ব্যক্তি বা গুরুব্রুবগণের কুপরি-স্বরূপা এক শ্রেণীর লোকের কার্য্যই এই যে, তাহারা সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়—এরূপ ব্যক্তি কোথায় পাওয়া যাইবে, যে-ব্যক্তি সদ্‌গুরু পদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও অন্যায় ও অবৈধ কার্য্যে নিযুক্ত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছে। ঐরূপ কোনও দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেই তাহারা প্রকৃত সদ্‌গুরুকে লোকের চক্ষে হীন এবং 'নাকচ' করিয়া তাহাদের অসদ্-ব্যবসায়কে অর্থাৎ গুরুব্রুবগণের জীবনকে 'বহাল' রাখিতে পারে। প্রকৃত বৈষ্ণবাচার্য্যের কোনও পতিত, বঞ্চিত কিংবা ত্যক্ত শিষ্যনামধারীকেই অসদ্‌ব্যক্তিগণ আদর্শ করিয়া তাহাদের কার্য্য-সিদ্ধি করিবার অর্থাৎ প্রকৃত সদ্‌গুরুর প্রতি লোকের সন্দেহ ও অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা করে। সাধারণ কোমলশ্রদ্ধ লোক, প্রাকৃত লোক বা কনিষ্ঠাধিকারী ব্যক্তি জীবের স্বরূপগত স্বতন্ত্রতা, তটস্থা শক্তির স্বভাব প্রভৃতি বিষয় শ্রবণ করেন নাই; কেহ কেহ ঈষৎ শ্রবণ করিলেও উপলব্ধি করেন নাই বা ঐ সকল কথা তাঁহাদের হৃদয়ে দৃঢ় হয় নাই; কাজেই তাঁহারা বাহ্যবিচারে যাহা দর্শন ও শ্রবণ করেন, তাহারা ব্যক্তিগত জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার গুরুর উপর আরোপিত করিবারই প্রবণতা তাঁহাদের উপস্থিত হয়। অভাক্তিকগণ, কোমল-শ্রদ্ধগণও ভক্তিরাজ্যের দ্বারে প্রবেশাধিকার-বঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিকট যে পুরাতন প্রশ্নটি প্রহেলিকার মত অমীমাংস্য হইয়া রহিয়াছে, সেই প্রশ্নেরই অবতারণা ও প্রয়োগ তাঁহারা এক্ষেত্রেও করিয়া থাকেন। সেই প্রহেলিকাপূর্ণ পুরাতন প্রশ্ন বা সমস্যাটি এই,—"ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্ত যদি সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ও সর্ব্বশক্তি-যুক্তই হন, তবে তাঁহারা জীবকে বিপথগামী হইতে দেন কেন? জীবের স্বতন্ত্রতা আক্রমণ করিয়া জীবের মন ঘুরাইয়া দিলেই ত' পারেন!"

সদ্‌গুরু-নির্ণয়েও এই অজ্ঞতামূলক বিচার-বিবর্ত্তের আবাহন করা হয়,—"যদি কোনও ব্যক্তি সদ্‌গুরুর নিকট আসিবার অভিনয় করিয়া পতিতই হইল, তাহা হইলে সদ্‌গুরুর মূল্য থাকিল কোথায়? অসদ্‌গুরুর নিকট গেলেও ত' তাহার ঐরূপই অমঙ্গল লাভ হইত! যে গুরু শিষ্যের স্বতন্ত্রতায় বাধা প্রদান করিয়া শিষ্যকে পতন হইতে আটকাইয়া রাখিতে না পারিলেন, সেই গুরু "সদ্‌গুরু'ই নহেন, সেই গুরুর গুরুত্বেই সন্দেহ আছে।"

সাধারণ বিচারে ঐরূপ যুক্তিগুলি মনের সঙ্গে খুব খাপ খায়। কিন্তু ঐরূপ বিচার "গ্রহণ করিলে জীবকে 'জীব' বা 'চেতন' না বলিয়া 'অচিৎ' বা 'জড়পিণ্ড' বলিতে হয়। কেন না, জড়পিণ্ডের স্বতন্ত্রধর্ম্ম নাই, সদ্‌বৃত্তি নাই, অসদ্‌বৃত্তিও নাই। কিন্তু চেতনের তাহা আছে—চেতনের 'সাধু' হইবার যোগ্যতা আছে, 'অসাধু' হইবার যোগ্যতাও আছে। কেবল সাধু' হইবার যোগ্যতা থাকিলে, তাহাকে 'স্বতন্ত্র' বা 'চেতন' বলা যায় না। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ বা তাঁহার প্রভিভূ শ্রীগুরুদেব যদি সমস্ত চেতন বা জীবসমূহকে এমন করিয়া আক্রমণ করেন যে, তাঁহারা যাহাতে তাহাদের স্বতন্ত্রতার কোনরূপ পরিচালনাই করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র নির্য্যাতনকারী শাসনকর্ত্তার করায়ত্ত কয়েদীর ন্যায় একদিকে চলিতেই বাধ্য হন, তাহা হইলে তাহাও স্বাভাবিকী প্রক্রিয়া হইল না। জীব যখন চেতন, তখন সে স্বয়ং তাহার স্বাধীনতার সদ্‌ব্যবহারের প্রয়োগে অর্থাৎ নিজে সাধন, গুরু-উপদেশ-শ্রবণ এবং গুরু সেবারূপ কৃপা-প্রভাবেই মুক্ত হইবেন। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে যদি শ্রীগুরুদেব জড়পিণ্ডের ন্যায় একটী ছাঁচে ফেলিয়া, পিটিয়া গড়িয়া তোলেন, তবে তাঁহার চেতনের স্বাধীনতা-সৌন্দর্য্য এবং আত্মার স্বাভিবিকী বৃত্তির স্ফূর্ত্তি কিছুই পরিস্ফুট ও প্রকাশিত হইতে পারে না। এই সকল সুন্দর সুসমন্বিত সুদার্শনিক সিদ্ধান্ত যাঁহারা শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারেন নাই, সেই সকল দুর্ব্বল মস্তিষ্ক অশ্রৌত ব্যক্তিগণই জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারকে শ্রীভগবান ও শ্রীগুরুদেবের অসমর্থতার পতাকা বলিয়া দর্শন করেন। কিন্তু মহাজনগণের চরিত্রের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত অন্যরূপ প্রমাণ করিয়াছে।

উন্নত-উজ্জ্বল-প্রেমামরতরুর প্রথম অঙ্কুর, কৃষ্ণপ্রেমপুর শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীর নাম কে না শুনিয়াছেন? শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী মহাভাগবত-শিরোমণি, সদ্‌গুরুকুলের মুকুটমণি ও উপমান স্বরূপ। তাঁহার এক একজন শিষ্য এক

একটি জগদুদ্ধারণ মহাভাগবত আচার্য্য। এমন কি, স্বয়ং শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য, জগদ্‌গুরু শ্রীল নিত্যানন্দ যাঁহার শিষ্যাভিমান-লীলা এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যাঁহার শিষ্যানুশিষ্য পরিচয়ের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন. যে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের সম্বন্ধ-গন্ধ-মাত্রে অপ্রাকৃত উজ্জ্বল রসের প্রকাশ সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়াছে. সেই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের জগদ্‌গুরুত্বে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এইরূপ অসমোর্দ্ধ গুরু-পাদপদ্মের আশ্রয়ের অভিনয় করিয়াছিলেন,—আমাদের আলোচ্য 'রামচন্দ্রপুরী' নামক জনৈক সন্ন্যাসী।

রামচন্দ্রপুরী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্যের অভিনয়, সন্ন্যাসীর অভিনয়, মৌখিক আনুগত্যের অভিনয় করিয়াও মহাপ্রভুর অনুগত নিষ্কপট বৈষ্ণব ও গুরু-ভ্রাতৃগণের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া ও গাহিয়া বেড়াইতেন। এমন কি, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীতেও মর্ত্ত্য-বুদ্ধি করিয়া তাঁহার মহাভাগবতোচিত ক্রিয়া-মুদ্রাকে অক্ষজ-জ্ঞানে মাপিতে চেষ্টা করিতেন এবং গুরুকে শিক্ষা দিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেন! অধিক কি, স্বয়ং ভগবানেরও মর্ত্ত্যজীবোচিত দোষের অনুসন্ধান করিতে তিনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না। তাঁহার বিচার হইয়াছিল,—জগতে তিনিই একমাত্র ভাল লোক--আদর্শ লোক—নির্দ্দোষ ব্যক্তি. আর গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ হইতে আরম্ভ করিয়া বাদবাকী সকলেরই কোন না কোন দোষ আছে! এইরূপভাবে তাঁহার **নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ** হইয়াছিল।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু রামচন্দ্রপুরীর চরিত্র অঙ্কন করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন,—

"সর্ব্বলোক নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ।"

ভজনশীল ব্যক্তিগণের হরিনামে নির্ব্বন্ধ অর্থাৎ নিষ্ঠার সহিত আসক্তি, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নির্ব্বন্ধ, স্বাধ্যায়-নির্ব্বন্ধ. ভক্ত্যঙ্গ-যাজনাদিতে নির্ব্বন্ধ হইয়া থাকে; আর রামচন্দ্রপুরীর নির্ব্বন্ধ হইয়াছিল—নিষ্কপট বৈষ্ণব-নিন্দা-কার্য্যে।

একদিন নীলাচলে শ্রীল পণ্ডিত জগদানন্দ গোস্বামী রামচন্দ্রপুরীকে 'সন্ন্যাসী' ও শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য জানিয়া ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন এবং স্বহস্তে শ্রীজগন্নাথের নানাবিধ প্রসাদ পরিবেশন করিয়া ভিক্ষা দিলেন। রামচন্দ্রপুরীও মনের আনন্দে যথেষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। নিজের ইচ্ছায়ই

অত্যধিক ভোজন করিয়া আচমনাদির পরে রামচন্দ্রপুরী পরিবেশনকারী পণ্ডিত জগদানন্দকেই যথেচ্ছ নিন্দা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রপুরী নিন্দা করিয়া বলিলেন যে, পণ্ডিত জগদানন্দ স্বয়ং ঔদরিক বলিয়াই তাঁহাকে (রামচন্দ্রপুরীকে) অত্যধিক ভোজন করাইয়াছেন। রামচন্দ্রপুরীর নিজের এত ভোজনে ইচ্ছা ছিল না। এইরূপ বলিয়াও রামচন্দ্রপুরী তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। পণ্ডিত জগদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন,—"পণ্ডিত, তুমি আমার অবশেষ গ্রহণ কর।" ইহা বলিয়া রামচন্দ্রপুরী স্বয়ং শ্রীল জগদানন্দের নিকটে বসিয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত পরিবেশন ও পুনঃ পুনঃ অনুরোধ-সহকারে পণ্ডিত জগদানন্দকে প্রসাদ সেবন করাইতে লাগিলেন। শ্রীল জগদানন্দ আচমনাদি কৃত্য শেষ করিবা-মাত্রই রামচন্দ্র শ্রীল জগদানন্দের নিন্দা আরম্ভ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"জগদানন্দ অত্যাহারী, উদর-লম্পট, লোভী ও অজিতেন্দ্রিয়। এতদিন লোকমুখে শুনিতাম যে, চৈতন্যেরগণ যথেষ্ট ভক্ষণ করিয়া থাকে; এখন স্বয়ং ঐ বাক্যের সত্যতা প্রত্যক্ষ করিলাম। চৈতন্যের শিষ্য-সম্প্রদায় সন্ন্যাসিগণকে অত্যধিক ভোজন করাইয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম-নাশ করে, আর নিজেরাও বৈরাগীর বেশ লইয়া অত্যাহার করিয়া থাকে, ইহাদের বৈরাগ্যধর্ম্মের আভাসও নাই।" এইরূপে রামচন্দ্রপুরী স্বয়ং স্বেচ্ছায় অত্যধিক ভোজন করিয়া ও অপরকে স্বয়ং অনুরোধ-উপরোধে ভোজন করাইয়া যত দোষ সমস্তই অপরের ঘাড়ে ন্যস্ত করিতেন এবং তাঁহার নিজের কোনই দোষ নাই, তিনি পূর্ণ পুরুষ,—মনে মনে এইরূপ জ্ঞান করিতেন।

এই সকল ঘটনার পূর্ব্ববর্ত্তিকালে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী প্রভুবরের নিত্যলীলায় প্রবেশের পূর্ব্বে একদা রামচন্দ্রপুরী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিকট আসিয়াছিলেন; তখন শ্রীল মাধবেন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইয়া উচ্চ কৃষ্ণসংকীর্ত্তন এবং 'অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ' হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"—শ্লোক উচ্চারণ করিতেছিলেন। রামচন্দ্রপুরী মহাভাগবত গুরুবরের অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-চেষ্টা বুঝিতে পারিলেন না। কর্ম্মী ও নির্ভেদ-জ্ঞানীর বিচার-স্রোতে প্রধাবিত হইয়া তিনি মনে মনে ভাবিলেন, তাঁহার শ্রীগুরুদেব শ্রীল পুরীপাদ এখনও ভগবদ্দর্শন পান নাই, এখনও তাঁহার সিদ্ধ-দশা লাভ হয় নাই, তাই কিরূপে ভগবানের দর্শন পাইবেন, সেই আশায়

অসিদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় বৃথা চীৎকার করিতেছেন? কারণ কর্ম্মী ও জ্ঞানি-সম্প্রদায় পরম অমুক্ত হইয়াও আপনাদিগকে 'মুক্ত' বলিয়া কল্পনা করে (জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি' মানে) কখনও বা আপনাদিগকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ পরমমুক্তাবস্থায় ভগবৎ-সেবায় অনুক্ষণ পূর্ণ সংলগ্ন থাকিলেও কৃষ্ণের অধিকতর সেবা-সুখ-তাৎপর্য্যে অতৃপ্ত-লীলাসমন্বিত হইয়া অধিকতর কৃষ্ণসেবা-সুখই আকাঙ্ক্ষা করেন। প্রেমের স্বভাবই এই যে, প্রীতির বিষয়কে প্রেমিক যত ঘনীভূতভাবে প্রাপ্ত হন, ততই তিনি আরও অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা করেন। যে ব্যক্তিতে প্রেমের সত্য সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, তিনি সর্ব্বদাই দৈন্য-সহকারে মনে করেন, তাঁহার কৃষ্ণে ভক্তিগন্ধও উদিত হয় নাই।

প্রেমের স্বভাব, যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ॥
(চৈঃ চঃ অঃ ২০।২৮)

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রপুরী ইহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মায়াবাদী সন্ন্যাসী এবং ভক্তি ও ভক্তনিন্দক-সম্প্রদায়ের বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে আরোপিত করিয়া বিচার করিতেছিলেন, জীবের হরিসেবারূপ নিত্য কৃত্য নাই, নিত্য অপ্রাকৃত সেবকাভিমান অপেক্ষা স্বয়ং 'সেব্য' হইয়া যাইতে পারিলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। তাই রামচন্দ্রপুরী জগদ্গুরু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদে মর্ত্ত্য বুদ্ধি করিয়া তাঁহাকে উপদেশ-প্রদান করিবার ধৃষ্টতা করিলেন ও বলিলেন,—"আপনি ব্রহ্মবিৎ হইয়াও কেন অপ্রাজ্ঞের ন্যায় রোদন করিতেছেন? আপনি পূর্ণব্রহ্মানন্দ স্মরণ করুন।"

রামচন্দ্রপুরীর এইরূপ ধৃষ্টতায় ও চিদ্বিলাসবিরোধ-চেষ্টায় শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের মনে বিশেষ ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি রামচন্দ্রপুরীকে "দূর, দূর, পাপিষ্ঠ, অপরাধী" বলিয়া ভর্ৎসনা-পূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। আরও বলিলেন—"কোথায়, আমি কৃষ্ণ-কৃপা পাইলাম না, মথুরানাথের দর্শন পাইলাম না; আপন-দুঃখে আপনি কাতর হইতেছি; আর কি না তুই আমাকে জ্বালাইতে আসিলি! তুই আমাকে আর তোর মুখ দেখাস্ নি, তোর যথা ইচ্ছা হয়, তথা চলিয়া যা'; তোর মুখ দেখিয়া মরিলে আমার অসদ্গতি হইবে। আমি কৃষ্ণ পাইলাম না, আপন-দুঃখে আপনি মরিতেছি, আমাকে কি না এই ছার মুখে 'ব্রহ্ম'-উপদেশ করিতে আসিয়াছে!

শুনি' মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
'দূর, দূর, পাপী, বলি' ভর্ৎসনা করিল॥
কৃষ্ণ-কৃপা না পাইনু, না পাইনু 'মথুরা'।
আপন-দুঃখে মরোঁ, এই দিতে আইল জ্বালা॥
মোরে মুখ না দেখাবি তুই, যাও যথি-তথি।
তোরে দেখি' মৈলে, মোর হ'বে অসদ্গতি॥
কৃষ্ণ না পাইনু মরোঁ আপনার দুঃখে।
মোরে "ব্রহ্ম" উপদেশে এই ছার মুখে॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ৮ম পঃ)

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ রামচন্দ্রপুরীকে এইরূপভাবে উপেক্ষা ও ত্যাগ করিলেন। শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে অপরাধ-নিবন্ধন রামচন্দ্রপুরীর বিষয়ভোগ ও সংসার-বাসনার পুনরুদ্রেক হইল। অধিক কি, শাস্ত্র বলেন—

"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥"

(বাসনাভাষ্যধৃত ভগবৎপরিশিষ্ট-বাক্য)

অচিন্ত্যমহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের নিকট অপরাধ হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাদের কর্ম্ম দ্বারা পুনরায় বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন।

শুষ্কব্রহ্মানুসন্ধানে কৃষ্ণের কোনও সম্বন্ধ নাই। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুগণ কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-স্বরূপ-তদ্রূপবৈভবাদির নিন্দা করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তের নিন্দাতেই তাহাদের নিষ্ঠাময়ী আসক্তি ও প্রীতি উদিত হয়।

আজকাল একশ্রেণীর লোক কেবল নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু অপেক্ষাও অধিকতর কপটতা ও চতুরতার সহিত—

"সর্ব্বলোক নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ॥"

তাহারা তথাকথিত সমন্বয়বাদী বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদী। সাধারণ্যে তাহারা 'সকল লোকেরই প্রশংসাকারক' ও 'অনিন্দক' বলিয়া প্রচারিত ও আদৃত অর্থাৎ তাহারা সকলের সকল মতেই 'সায়' দিয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা অন্তরে প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদী ও মহা-নিন্দক। যাঁহারা সকল বস্তুকে সমান বলেন, মনোধর্ম্মমত-সমূহের সহিত সাত্বতধর্ম্মের বাস্তব ও নিত্য সিদ্ধান্তকে সমন্বয় করিবার 'লোক-ভুলানো' কপটতা দেখান, যাঁহারা 'যত পথ তত

মতে'র ধূয়া গান করেন, তাঁহাদের ন্যায় প্রচ্ছন্ন নিন্দক আর জগতে দ্বিতীয় নাই। কারণ, জগতে সকল বস্তু সমান হইতে পারে না, মায়া ও কৃষ্ণ এক হইতে পারে না, সাত্বত-বিচার ও অসাত্বত-মত কখনই সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না, শ্রৌত-সিদ্ধান্ত ও মনোধর্ম্মের কল্পনা বা অনুমান কখনই সমন্বিত হইতে পারে না। সাধুকে চোরের সহিত সমান, বা ভগবান্ ও মায়াকে এক পর্য্যায়ে স্থ'পন করিলে 'সাধু'র নিন্দাই হয়—ভগবানের চরণে অপরাধই হয়। 'সাধু'কে চোরের সহিত সমান বলিলে বা ভগবান্‌কে মায়ার সহিত সমান আসনে স্থান দিলে যে জগতে প্রায় শতকরা শত জনই অসৎ বা অসাধু—যে জগতে প্রায় শত জনই মায়ার কবলে কবলিত, সেই জগতে সমাদর পাওয়া যাইতে পারে—অভিনন্দন আহরণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত সাধু ও ভগবানের বাস্তব অসমোর্দ্ধ আসন স্বীকৃত না হওয়ায় প্রকৃত 'সাধু' ও 'ভগবানে'র নিন্দাই হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

স্কন্দপুরাণ-বিষ্ণুখণ্ডান্তর্গত

শ্রীপুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য

[শ্রীমার্কণ্ডেয় মুনির খাত বিবরণ]

লক্ষ্মী বলিলেন,—হে রবিনন্দন! বিষ্ণুসন্নিধানে তোমার এই যে-বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা প্রশংসনীয়। আমি পূর্ব্বে ভগবানের বক্ষঃস্থলে থাকিয়া যে-রূপ দর্শন করিয়াছিলাম, ক্ষেত্রের সেই আশ্চর্য্য বিষয় বিবরণ করিতেছি। এই চরাচর জগৎ প্রলয়কালে লীন হইলে এই ক্ষেত্র এবং আমি, এই দুই মাত্র উপস্থিত ছিল। সেই সময়ে সপ্তকল্প পর্য্যন্ত জীবী মার্কণ্ডেয় মুনি চরাচর বিলীন হইলেও প্রলয় সমুদ্রে মগ্ন হইয়া অবস্থানাভাবে কোথাও মঙ্গল লাভ করিতে পারেন নাই। অনন্তর সেই প্রলয়-জলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে পুরুষোত্তমসদৃশ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে একটি বটবৃক্ষ দেখিলেন। সেই বৃক্ষের মূল উদ্দেশ করিয়া ডুবিতে ডুবিতে বৃক্ষ-সমীপে একটি বালকের বচন শ্রবণ করিলেন, যথা,—হে মার্কণ্ডেয়! আমার নিকট আগমন করিয়া আত্যন্তিক দুঃখ দূর কর, শোক করিও না। মার্কণ্ডেয় মুনি তৎকালে সেই

আশ্চর্য্য বচন স্পষ্টরূপে শ্রবণ করিয়া স্বীয় দুঃখ চিন্তা না করিয়া পরম বিস্ময় লাভ করিলেন।

এই ক্ষেত্র বারিতে শীর্ণ, কি কালরূপ অগ্নিতে দগ্ধ, কি সম্বর্ত্তকাদি কর্ত্তৃক শুষ্ক বা বিচলিত হয় না। মহাঘোর একার্ণবে নৌকার ন্যায় এই ক্ষেত্রটি দৃষ্ট হয়। সেই ক্ষেত্রের মধ্যে যূপকাষ্ঠসদৃশ এই মহৎ বটবৃক্ষটি অবস্থিত আছে। এই ক্ষেত্রটি উত্তম বটবৃক্ষটি ভগবানের শরীর। মহাপ্রলয় বায়ুতে ইহার শাখাটিও কম্পিত হয় না। মুনিবর সেই বৃক্ষের নিম্নে থাকিয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই একার্ণবপ্রলয়ে স্থাবর জঙ্গম সকলই নষ্ট হইল, তবে এই ভূপ্রদেশ কিরূপে স্থিরতর রহিল ও ইহাতে এই বৃক্ষটি কোমল ভাবে দৃষ্ট হইতেছে। 'হে মার্কণ্ডেয়! আগমন কর', এই আশ্রয় রহিত সপ্রশ্রয় বাক্য বারম্বার কোথা হইতে উৎপন্ন হইতেছে, ইহা চিন্তা করিতে করিতে গমন কালে, হে সূর্য্য-সুনো! শঙ্খচক্রগদাপাণি নারায়ণকে এবং তাঁহার ক্রোড়রূপ পদ্মাসনে স্থিতা আমাকেও দর্শন করিয়াছিলেন। জলবায়ুবেগে বিবশাঙ্গ হইয়াও তৎকালে তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়া ভগবানের সমীপে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও তাঁহার প্রসন্নতার নিমিত্ত স্তব করিয়াছিলেন।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে বিষ্ণো! আজ আমি আপনার পাদপদ্মের সান্নিধ্য লাভ করিয়া ব্রহ্মা, রুদ্র ও চন্দ্রের ন্যায় অসীম সম্পদের অধিকারী হইয়াছি। পরন্তু এতদিন আমি আপনার ভজন না করিয়া বিবিধপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। হে দয়ার-সাগর! এ সময়ে আমাকে রক্ষা করুন। আপনার পাদপদ্মের মহিমা অপার ও মুক্তি লাভের একমাত্র নিদান, ব্রহ্মাদি দেবগণ সেই কারণে পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। হে কৃপানিধে! আমি ভজন-পূজনহীন অধম, আমাকে দয়া করিয়া রক্ষা করুন। যাঁহার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন এই ব্রহ্মাণ্ড তদপেক্ষা অনেক কোটিগুণ বিস্তৃত হইয়া প্রতিভাত হইতেছে, এই সংসারলীলার সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাঁহা হইতে হইতেছে, হে দেব! আপনি সেই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু, দয়া করিয়া এই অধমকে পরিত্রাণ করুন। একমাত্র সুবর্ণ যেমন বলয় হার প্রভৃতি রূপভেদে বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হয়, একমাত্র দিবাকর যেমন জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানাবিধরূপে প্রতিয়মান হন, তদ্রূপ আপনি নির্গুণ অদ্বয় ব্রহ্মরূপী হইয়াও বিভিন্ন আকার ধারণ করিতেছেন। হে অপার শক্তিশালিন্! আপনার কোন প্রকার বাসনা বা সঙ্কল্প না থাকিলেও দীনানুকম্পা-নিমিত্ত প্রতিযুগে দেহ ধারণ করিতেছেন। হে জগদীশ! না হয়

আমি পূর্ব্বে আত্মজ্ঞানে আপনার পাদপদ্ম সেবা করি নাই ; সেই কারণেই আমার এই দারুণ দুর্ব্বিপাক উপস্থিত। হে কৃপানিধে! দয়া করিয়া অধমকে পরিত্রাণ করুন। হে মহাত্মন্! আপনার ত্রিগুণময় শরীর নিখিল জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী, মহদাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের হেতু ; আপনি প্রকৃতি হইতে অতীত সর্ব্বকারণ পরমাত্মা, আপনাকে নমস্কার। আপনাতে যে সর্ব্বব্যাপী অনন্ত অপ্রমেয় বর্দ্ধমান ব্রহ্মরূপ বিদ্যমান ; জগৎপ্রপঞ্চের হেতুভূত বিশ্বরূপী আপনার সেই আধ্যাত্মরূপের আশ্রয় করিতেছি। হে লক্ষ্মীপতে! আমি বাত্যাবৃষ্টি দ্বারা নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি, এই ভীষণ একার্ণবে বিন্দু-মাত্রও থাকিবার স্থান পাইতেছি না ; হে বিষ্ণো! জগন্নাথ! আমি সংসার-সাগরে মগ্ন ; আমাকে রক্ষা করুন,—হে গোবিন্দ! কৃপাপাঙ্গ-দৃষ্টি দ্বারা আমাকে এই সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করুন।

'শ্রী' কহিলেন,—ব্রহ্মর্ষি মার্কণ্ডেয়ের স্তব শ্রবণে সাক্ষাৎ নারায়ণ বিভু করুণাকটাক্ষপাত দ্বারা তাঁহাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন,—হে মার্কণ্ডেয়! তুমি চিনিতে না পারিয়া পূর্ব্বে আমার যে দুষ্কর স্তব করিয়া অতি দুঃখিত হইয়াছিলে, তাহাতেই দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছ। এই কল্প-বটের ঊর্দ্ধদেশে পত্রপুটকে সকলের কালাত্মা বালকসদৃশ যিনি শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহাকে দর্শন কর। ইহার যে বিস্তৃত বদন, তাহাতে তুমি অবস্থান করিতে পারিবে। মার্কণ্ডেয় ভগবানের এই বাক্য শ্রবণে বিস্মিতবদন হইয়া বৃক্ষে আরোহণানন্তর সেই বালকের রূপ দর্শনপূর্ব্বক তাহার মুখে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর কণ্ঠমার্গদ্বারা তাঁহার বিস্তৃত মহোদরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে চতুর্দ্দশ ভুবন ও ব্রহ্মাদি দিক্‌পাল ও দেবগন্ধর্ব্ব-রাক্ষসগণ, ঋষি এবং দেবর্ষিগণ, সসাগরা পৃথ্বী, নানাতীর্থ, নদী, পর্ব্বত, কানন, ইত্যাদিতে লক্ষিত এবং নগর, পুর, গ্রাম, কর্ব্বট, অর্থাৎ দ্বিশত গ্রাম, তন্মধ্যে মনোহর স্থানসকল এবং সপ্ত পাতাল, সহস্র নাগকন্যা, সুধালেপদ্বারা দীপ্তিবিশিষ্ট মহামূল্য পুরস্থিত সৌধ অর্থাৎ রাজসদন ও মস্তকে বহুমূল্য-মণিবিশিষ্ট নাগগণ কর্ত্তৃক সেবিত জগদ্ধারী সহস্র ফণাতে ভূষিত পরম অদ্ভুত অনন্তদেব, শিষ্যগণ মধ্যে অশেষ শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে সকল বস্তু ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎসমুদায় সেই বালকের কুক্ষিমধ্যে দর্শন করিয়াছিলেন। মুনি তাঁহার কুক্ষিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াও অন্তদর্শন করিতে পারেন নাই। তদনন্তর কুক্ষি হইতে নির্গত হইয়া পুনর্ব্বার আমার সহিত পুরুষোত্তমকে পূর্ব্বের ন্যায় দর্শন করিলেন!

মুনি বিস্ময়-বিকশিত নয়নে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন,—হে দেব-দেবেশ! ইহা কি আশ্চর্য্য, মহাপ্রলয়কালে এই সৃষ্টি আপনার কুক্ষি-দেশেই অবস্থিত হয়, অতএব তোমার মায়া দুশ্চিন্ত্য; আমি কি প্রকারে তাহা জ্ঞাত হইব?

ভগবান কহিলেন,—হে মুনে! আমার এই আশ্চর্য্য ক্ষেত্র নিত্য, ইহা ভাবনা কর। ইহাতে সৃষ্টি, প্রলয় ও সংসৃতি নাই। নিরন্তর একরূপী পুরুষোত্তম-নামক আমাকে মুক্তিদাতা বোধ করিয়া যে-ব্যক্তি এখানে প্রবিষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি সান্দ্রসুখস্বরূপ হইয়া পুনরায় গর্ভস্থিতি প্রাপ্ত হয় না। মহামুনি মার্কণ্ডেয় ভগবানের উক্ত আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া 'এই ক্ষেত্রেই বাস করিব, অন্য তীর্থে যাইব না'—এই বুদ্ধি স্থির করিয়া ভক্তিশ্রদ্ধাতে হর্ষিত হইয়া তখন বিষ্ণুকে কহিয়াছিলেন,—হে ভগবন্! আমাকে এই অনুগ্রহ করুন, যাহাতে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র বাস করিয়া মৃত্যুর বশতাপন্ন না হই। ভগবান্ কহিলেন,—হে বিপ্রর্ষে! মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত এই মুক্তিসাধক ক্ষেত্রে আমি স্থিতি করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাপ্রলয়াবসানে তোমার নিমিত্ত একটী নিত্যতীর্থ রচনা করিব; তাহার তীরে তপস্যা করিয়া আমার দ্বিতীয়তনু যে শিব; তাঁহাকে আরাধনা করিলে আমার অনুগ্রহে নিশ্চয়ই মৃত্যুকে জয় করিবে।

জৈমিনি পুনরায় কহিলেন,—এই প্রকার পূর্ব্বকালে মার্কণ্ডেয় মুনি বর প্রাপ্ত হইয়া বটবৃক্ষের বায়ুকোণে হরির খাত প্রস্তুত করিয়া সেই গর্ত্তকে আশ্রয়-পূর্ব্বক মহাদেবের পূজনানন্তর মহৎ তপস্যাদ্বারা শীঘ্রই মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন। সেই গর্ত্তটী মার্কণ্ডেয় খাত বলিয়া খ্যাত আছে। তাহাতে স্নানানন্তর শিবকে দৃষ্টি করিয়া লোক অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করে। 'স্ত্রী' কহিলেন,—এই সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্র তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,—ইহার বিস্তার পঞ্চক্রোশ। এই পঞ্চক্রোশের মধ্যে সমুদ্রতটবর্ত্তী দুই ক্রোশ অতি পবিত্র; উহা সুবর্ণ-বালুকা-সমাকীর্ণ এবং নীলাচলদ্বারা শোভিত। ঐ যে সাক্ষাৎ নারায়ণরূপী দেব বিশ্বেশ্বর,—যম-ভীতিনিবারক বলিয়া যিনি যমেশ্বর বলিয়া খ্যাত, ঐ চতুঃষষ্টিতম প্রভু বিষয়বাসনা সংযত করিয়া জগন্নাথের উপাসনা করিবার নিমিত্ত সমুদ্রতটে অবস্থিতি করিতেছেন, উহাঁর দর্শনে এবং পূজনে কোটিশিবলিঙ্গ পূজার ফল লাভ হয়।

সুন্দরবনাঞ্চলে বিরাট ধর্ম্মসভা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম বিশিষ্ট প্রচারকদ্বয় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ সুন্দরবন বাসন্তী থানার অন্তর্গত জ্যোতিষপুর গ্রাম-নিবাসী শ্রীপাদ রাধাকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দাস ও শ্রীযুক্ত পশুপতি হালদার প্রভৃতি কয়েকজন ভক্তবৃন্দের সাদর আহ্বানে শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী এবং শ্রীপাদ লীলানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ গত ১৫ই চৈত্র (ইং ২৯শে মার্চ্চ) সোমবার জ্যোতিষপুর গ্রামে শুভ বিজয় করেন। উক্ত গ্রামনিবাসী ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে ১৬ই চৈত্র (ইং ৩০শে মার্চ্চ) মঙ্গলবার হইতে ১৯শে চৈত্র (২রা এপ্রিল) শুক্রবার পর্য্যন্ত চারদিবসব্যাপী মাঝেরপাড়া ময়দানে বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়।

উক্ত সভার প্রথম দিনের বিষয়বস্তু ছিল—**সনাতন ধর্ম্ম ও মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য**—ঐ দিন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী প্রভু উক্ত বিষয়বস্তু লইয়া প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা দান করেন; পরে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডী মহারাজ ওজস্বিনী ভাষায় বিশাল জনসমুদ্র-সমক্ষে সনাতন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও উপাদেয়ত্ব তথা মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দীর্ঘ দুই ঘন্টাকাল ভাষণ দান করত শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ সনাতন ধর্ম্মেরই নামান্তর যে বৈষ্ণবধর্ম্ম আত্মধর্ম্ম বা নিত্যধর্ম্ম তাহা দার্শনিক ও শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত-সমন্বিত দীর্ঘ ভাষণে শ্রোতৃবৃন্দের পারমার্থিক অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। উক্ত ধর্ম্ম পালনই যে জীবের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সে বিষয়েও সুবৈজ্ঞানিক তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা দান করেন।

দ্বিতীয় দিবসের বিষয়বস্তু ছিল—**অবতারবাদ ও মনুষ্যজীবনে ধর্ম্মের আবশ্যকতা।** উক্ত দিবসেও শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডী মহারাজ প্রথম ভাষণে জানান যে, "জীব কখন ভগবান্ বা তদীয় অবতার হইতে পারেন না। শাস্ত্রীয় ভগবল্লক্ষণে যিনি চিহ্নিত ও প্রমাণিত তিনি বস্তুতঃ ভগবান্ বা ভগবদবতার। জীবকে ঈশ্বর বলে অভিহিত করা শুধু মূর্খামী নয়—ভীষণ অপরাধও। শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা প্রমাণিত করেন যে, শ্রীকৃষ্ণই তদভিন্ন শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার ভাষণে তিনি আরও বলেন যে, ধর্ম্মীয়জীবন যাপন ব্যতীত কেহই যথার্থ

মনুষ্য পদবাচ্য হইতে পারে না।" সভার অন্তে সভাপতির ভাষণে শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ শ্রীভগবান্ ও তদীয় অবতারগণের লক্ষণ ও আবির্ভাবের স্থান-কালাদি সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ কক্তৃতা প্রদান করেন এবং তিনি তাঁহার ভাষণে পরিবেশন করেন যে, "ধর্ম্ম ব্যতীত কোন জীবের সত্বাই থাকিতে পারে না। অবিদ্যাক্রমে ধর্ম্ম আচ্ছাদিত থাকে। সৎসঙ্গক্রমে অবিদ্যা দূরীভূত হইলে ধর্ম্ম প্রকাশ পায়। ধর্ম্মজীবন যাপনই জীবাত্মার স্বরূপের পরিচয়।" সর্ব্বশেষে শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী প্রভু ছায়া-চিত্রযোগে ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র প্রদর্শনমুখে ব্যাখ্যা করেন।

তৃতীয় দিবসের বিষয়বস্তু ছিল—**স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য ও তদীয় অবদান-বৈশিষ্ট্য**। উক্ত দিবসেও শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডী মহারাজ তাঁহার সুদীর্ঘ ভাষণে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবত্তা ও তাঁহার আবির্ভাবের কারণ ও তদীয় অবদান সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন। এবং পরিশেষে সভাপতি মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও মহাবদান্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন। এবং সভান্তে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা শ্রীপাদ নিকুঞ্জ প্রভু প্রদর্শন করান।

চতুর্থ দিবসের বিষয়বস্তু—**"শ্রীহরিভক্তি ও শ্রীনাম-তত্ত্ব"**—এই দিন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সর্ব্বাগ্রে শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ তাঁহার ভাষণে পরিবেশন করেন যে, "কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও তপস্যা দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তি অসম্ভব; কেবলমাত্র ভক্তিদ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, কলিকালে বিশেষতঃ হরিনাম কীর্ত্তনাখ্য ভক্তি-যোগেই ঈশ্বর লাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। পরিশেষে শ্রীমৎ সভাপতি মহারাজ শ্রোতৃবৃন্দের একান্তানুরোধে শ্রীমদ্ভাগবতের অজামিল উপাখ্যান আলোচনামুখে দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী প্রভু ছায়াচিত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন-মুখে বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত জ্যোতিষপুর, নফরগঞ্জ, উত্তর সোনাখালি এবং পদ্মাপাড়া প্রভৃতি সুন্দরবনের বিভিন্ন গ্রামে পক্ষকালব্যাপী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচারান্তে পূজ্যপাদ বৈষ্ণববৃন্দ সমিতির প্রধানকেন্দ্রে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

—শ্রীপরমানন্দদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

অন্যান্য বৎসরের স্মৃতি-স্মরণ করত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীগৌর-সারস্বত বাণীর বিশেষ সেবকসূত্রে ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-বিগ্রহ কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভুবনমঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা-উপলক্ষে বিগত ২৫ গোবিন্দ, ২৭শে ফাল্গুন (ইং ১১।৩।৭৬) বৃহস্পতিবার হইতে ১ বিষ্ণু, ৩রা চৈত্র (ইং ১৭।৩।৭৬) বুধবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী শ্রীগৌর-মণ্ডলের অন্তর্গত নবধা-ভক্তির পীঠভূমি শ্রীনবদ্বীপাত্মক শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমণ ও নবধা-ভক্তির প্রত্যেকটি অঙ্গের পূর্ণযাজনদ্বারা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন এবং সমগ্র বিশ্বকে হরিকথায় মুখরিত করিবার ঐকান্তিক প্রয়াসেই—এই মহা-মহোৎসবের আয়োজন করেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্যতম অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ** এই পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্ত্তক। তাই তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত এই অনুষ্ঠান প্রতি বৎসর উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন।

পূর্ব্ব হইতেই সূচীত উৎসব-পঞ্জী অনুযায়ী ২৪ গোবিন্দ, ২৬শে ফাল্গুন (ইং ১০।৩।৭৬) বুধবার দিন সহর নবদ্বীপস্থ সমিতির মূল কেন্দ্রস্থল শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীহরি-কীর্ত্তন-সদনে উক্ত উৎসবের আনুষ্ঠানিক সেবা-সূচী আরম্ভ উপলক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আগত ভক্তবৃন্দ ও সজ্জন-মণ্ডলীকে স্বাগত জানাইবার ও শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ-উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় মহতী ধর্ম্মসভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। উক্ত সভায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকবর ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বিভিন্ন ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীধাম-পরিক্রমার প্রসঙ্গে, ইঁহার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা আত্যান্তিক মঙ্গলকামীগণের অত্যাবশ্যক মহান কৃত্য। তাই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ প্রচুর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই মহদনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

উক্ত দিবসে সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্য মহারাজ বক্তৃতার মধ্যে জানান যে, ভগবৎপ্রীতি-কামনা—কামনা নহে, যেহেতু ভগবানের সুখ-চেষ্টাই নিখিল জীবের একমাত্র কাম্য এবং ইহা দ্বারাই জীব কৃতকৃতার্থ হয়। কিন্তু মানবেতর প্রাণিগণের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। এজন্য ভগবৎপ্রীতিমূলক যে-কোনও প্রকার সঙ্কল্প গ্রহণই—মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। তদ্ব্যতীত ভগবৎ-সেবাবিহীন হইয়া অন্যাভিলাষীতার সঙ্কল্পগ্রহণ—আসুর মনোবৃত্তির নিদর্শন।

সঙ্কল্পসূচীত অনুযায়ী ২৭শে ফাল্গুন হইতে ১লা চৈত্র পর্য্যন্ত যথাক্রমে **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য), **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য), **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য), **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য), **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য), **শ্রীমদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য), **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য), **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য) ও **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য) প্রভৃতি নবধাভক্তির পীঠস্থান বিভিন্ন দিবসে পরিক্রমার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তদুপরি উপস্থিত স্থানে, স্থান-মাহাত্ম্য ও বিভিন্ন ভক্তের লীলাবলী, অপ্রাকৃত রাজ্যের তত্ত্ব অবগত করাইয়া চিন্ময়রাজ্যের প্রবেশদ্বার উন্মোচন করত মায়াগন্ধরহিত চিন্ময়রাজ্যের সন্ধান প্রকাশ ইত্যাদি এই পরিক্রমার উদ্দেশ্য।

উক্ত অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আগত ন্যূনাধিক পঞ্চ সহস্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। সমিতির সেবা-সেবিগণ উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তন নৃত্যসহকারে পরিক্রমা পরিচালন, সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দের শারিবদ্ধ পরিক্রমণ, বিবিধ বর্ণের উন্নীত ধ্বজা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, ঝাঁঝর, কাঁসর, ঘন্টাধ্বনি, শঙ্খনিনাদ দিগদিগন্তকে মুখরিত করিয়া প্রেমাবতার অমন্দদয়-দয়াকারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সুসজ্জিত শিবিকা অনুশরণ-পূর্ব্বক ঘনে ঘনে জয়ধ্বনীসহ শ্রীধাম-পরিক্রমণ হইয়াছিল।

জীবমাত্রই স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। তাঁহারা দুইভাগে বিভক্ত—বদ্ধ ও মুক্ত। মুক্তজীবগণ প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত জগতে নিত্য কৃষ্ণ-সেবাতৎপর; বদ্ধ-জীবগণ স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস হইলেও কৃষ্ণবিমুখতা হেতু মায়ার স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণে আবদ্ধ হইয়া—স্থূল শরীরে ও তৎসম্বন্ধীয় বস্তুগুলিতে 'আমি' ও 'আমার'-বুদ্ধি করিয়া অনাদিকাল হইতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক চুরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে নিরন্তর ত্রিতাপ দগ্ধ হইতেছেন। পরম কারুণিক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিমুখ জীবগণের বিমুখতা ঘুচাইয়া মায়ার কবল

হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে পুনরায় নিজ-সেবাতে আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে বহুবিধ উপায় উদ্ভাবন করেন। তন্মধ্যে তিনি শ্রীব্রজমণ্ডল এবং শ্রীগৌরমণ্ডলাদি তাঁহার নিত্যধামসমূহকে ভৌমজগতে প্রকাশ করাইয়া তাঁহার পরিক্রমার মাধ্যমে সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবন—এই পঞ্চধা ভক্তি এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-নবধাভক্তি-রূপ কৃষ্ণানুশীলনের যে সুযোগ জীবগণকে প্রদান করিয়াছেন তাহা একটি অন্যতম উপায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীগৌর-মহিমা নিবেদন করি,—

অহো ন দুর্ল্লভা মুক্তি র্নচভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা।
গৌরচন্দ্র-প্রসাদস্তু বৈকুণ্ঠেঽপি সুদুর্ল্লভঃ॥

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এই নবদ্বীপ অর্থাৎ নয়টি দ্বীপ পরিক্রমণ ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য শ্রীল জীবপ্রভুর নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন। এই নবদ্বীপের মহিমা অপরিসীম—ভক্তিমান ব্যক্তি ব্যতীত ইহার তত্ত্ব অবগত বা ইহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইতে পারে না। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নবদ্বীপ সম্পর্কে বলিয়াছেন,—"নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই। যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য-গোসাঞি॥"

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথিকে কেন্দ্র করিয়া ফাল্গুনী শুক্লা দশমী হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসে নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা ও ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-দিবস শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে উপবাসপূর্ব্বক শ্রীগৌর-তত্ত্ব আলোচনা, শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন-মাধ্যমে দিবা অতিক্রম এবং সন্ধ্যায় অন্যান্য দিবসের ন্যায় এই দিবসেও মহতী ধর্ম্মসভায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভাষণানুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। তৎপর দিবস সূর্য্যোদয়ের পর হইতে বৈকাল ৫টা এবং রাত্র ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত আগন্তুক মাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণাদি করা হয়। দূর হইতে আগত পঞ্চসহস্রাধিক ভক্তবৃন্দ ব্যতীত স্থানীয় প্রায় দ্বি-সহস্রাধিক আগন্তুকেও প্রতিদিন মহাপ্রসাদ বিতরণ এবং সাধারণ মহোৎসবের দিন অগণিত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ দান করা হয়। এই উৎসব আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত দশদিনে প্রায় সোয়া লক্ষ্যাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

—নিজস্ব সংবাদ

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরস্থ শ্রীশ্রীঅমরনাথ

দর্শনের সুবর্ণ সুযোগ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন –

আগামী ১৫ই শ্রাবণ (ইং ৩১।৭।৭৬) শনিবার দিবসে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** তত্ত্বাবধানে **শ্রীঅমরনাথ** দর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পথিমধ্যে **শ্রীনগর, অমৃতসর** প্রভৃতি দর্শনের ব্যবস্থাও থাকিবে। উক্ত দিবসে শিয়ালদহ ষ্টেশনের (নর্থ) ৫নং প্লাট্‌ফর্ম্ম হইতে দিবা ১০ টার সময় যাত্রা করা হইবে। অতএব যাত্রিগণ ৯টার মধ্যেই উক্ত প্লাট্‌ফর্ম্মে উপস্থিত থাকিবেন। নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ উক্ত পরিক্রমায় যোগদান করিতে পারেন। বিশেষ কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে উল্লিখিত ঠিকানায় **পরিব্রাজকাচার্য্য** ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** সহিত সাক্ষাৎ অথবা পত্রালাপ করুন। ইতি—১৯শে বৈশাখ, ১৩৮৩

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ নিয়মাবলী ঃ—

১। দুইবেলা প্রসাদ, **শিয়ালদহ** হইতে **জম্মু** যাতায়াত **ট্রেণ** এবং **জম্মু** হইতে **শ্রীনগর-অমরনাথ** বাস-কুলি, পহলগাঁও হইতে পঞ্চতরণী পর্য্যন্ত (হাটাপথ, তাবুতে বিশ্রাম **তাবু-ভাড়া** প্রভৃতি খরচের জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে ৮৫৫·০০ (আটশত পঞ্চান্ন) টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।

২। যাত্রিগণ শীতোপযোগী বিছানা (মশারীসহ), গরম জামা-কাপড় (সোয়েটার, কোট, মাফলার, হাত ও পা-মোজা প্রভৃতিসহ), টর্চ্চলাইট, একটি করিয়া এ্যালুমিনিয়ামের থালা, ঘটি, গরম জল বা দুগ্ধ রাখিবার উপযোগী ফ্লাক্স, বিছানা ঢাকিবার জন্য ৪।। ফুট × ৬।। ফুট ভাল প্লাষ্টিক পেপার, বিছানা

বাঁধিবার দড়ি, ওয়াটার প্রুফের টুপীসহ জামা, ছাতা, লাঠি, বরফ-পাহাড়-পথে হাটিবার উপযোগী মোজাসহ জুতা (চামড়ার নহে) প্রভৃতি সঙ্গে লইবেন। পাহাড়ে হাটা-পথে ব্যবহারের জন্য কিস্‌মিস্‌, কাজু বাদাম, হর্‌লিক্স, খেজুর, চানাচুর, নিম্‌কি, কড়া-পাকের সন্দেশ এবং লজেন্স ইত্যাদি সঙ্গে রাখিবেন। প্রয়োজনবোধে চিঠিপত্র লেখার জন্য খাম-পোষ্টকার্ড, দাঁতের মাজন, সাবান প্রভৃতিও সঙ্গে লইতে পারেন।

৩। বিছানা, বাসনপত্র ইত্যাদি সর্ব্বসমেত যেন পনের কে. জি-র অধিক না হয়। তবে কোন যাত্রী ১৫ কেঃ জিঃ র অধিক মাল লইতে পারেন, কিন্তু তাহাকে প্রতি কেঃ জিঃ ৫'০০ টাকা হিসাবে কুলি-ভাড়া অতিরিক্ত দিতে হইবে।

৪। পদব্রজে ৩ দিনে ৩০ মাইল পরিক্রমায় অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে ঘোড়া (১৫০/২০০ টাকা) বা ডাণ্ডী(৯০০/১০০০ টাকা)-ভাড়া এবং তীর্থে ঠাকুর-প্রণামী, পাণ্ডা-বিদায় প্রভৃতি যাত্রীগণকে নিজ নিজ খরচ বহন করিতে হইবে।

৫। দেয় ভিক্ষার টাকা-মধ্যে ৩৫৫'০০ (তিনশত পঞ্চান্ন) টাকা আগামী ৩১শে বৈশাখ (ইং ১৪।৫।৭৬) শুক্রবার মধ্যে জমা দিয়া সমিতির রসিদ সংগ্রহ-পূর্ব্বক আসন সংরক্ষণ করিবেন; নচেৎ বিলম্বে অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। অগ্রিম ৩৫৫'০০ টাকা দেওয়া বাদে বাকী ৫০০'০০ (পাঁচশত) টাকা যাত্রার ১১ দিন পূর্ব্বে অবশ্যই কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে বা তৎপূর্ব্বেও দিতে পারেন।

—ঃ দর্শনীয় স্থানসমূহ ঃ—

১। শ্রীঅমরনাথ, ২। পহলগাঁও, ৩। চন্দনবাড়ী, ৩। শেষনাগ, ৫। পঞ্চতরণী, ৬। শ্রীমগর, ৭। ভেরী-নাগ, ৮। শালিমার বাগ, ৯। নিশাতবাগ, ১০। চশমা-শাহী, ১১। ক্ষীরভবানী, ১২। শোনমার্গ, ১৩। টাঙ্গমার্গ, ১৪। গুলমার্গ, ১৫। খিলেনমার্গ, ১৬। জম্মু, ১৭। পাটানকোট, ১৮। জ্বালামুখী, ১৯। বজ্‌রনাথ ও ২০। অমৃতসর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—দৈবানুরোধে যাত্রার দিন ও দর্শনীয় তীর্থস্থানাদির তালিকা পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য এবং কোন দৈবদুর্ব্বিপাকের জন্য সমিতি বা কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী নহেন। এই পরিক্রমায় ২০।২২ দিন সময় লাগিতে পারে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক পরিত্যাজ্য। মিউনিসিপালিটি, কর্পোরেশন বা সরকারী হাসপাতালে কলেরার ইন্‌জেক্‌সন ও বসন্তের টীকা লইয়া অবশ্যই সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৮শ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ২ বামন, ৪৯০ গৌরাব্দ | সোমবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩ : ইং ১৪।৬।১৯৭৬ | ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীধ্রুব-কৃতং শ্রীশ্রীভগবৎস্তোত্রম্

(শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ে)

শ্রীধ্রুব উবাচ,—

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিল-শক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্ত-চরণ-শ্রবণ-ত্বগাদীন্
প্রাণান্ নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥ ৬॥

শ্রীধ্রুব কহিলেন,—যে-পুরুষ চক্ষুরাদি-নিখিল জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি ধারণ করেন, অর্থাৎ যিনি আমার অন্তঃকরণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমার প্রসুপ্ত বাক্‌শক্তি এবং হস্ত, পদ, কর্ণ, ত্বক্ প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রামকে সঞ্জীবিত করিতেছেন, আপনি সেই ভগবান্ অন্তর্যামী, আপনাকে নমস্কার॥ ৬॥

একস্ত্বমেব ভগবন্নিদমাত্মশক্ত্যা
মায়াখ্যয়োরুগুণয়া মহদাদ্যশেষম্ ।
সৃষ্ট্বানুবিশ্য পুরুষস্তদসদ্গুণেষু
নানেব দারুষু বিভাবসুবদ্বিভাসি ॥ ৭ ॥

হে ভগবন্ ! একমাত্র আপনিই আপনার বিচিত্রগুণশালিনী মায়ার দ্বারা এই মহদাদি অশেষ বিশ্বসৃষ্টি করিয়া উহার অভ্যন্তরে অন্তর্যামিরূপে প্রবেশ করিয়াছেন এবং যেরূপ একই অগ্নি বহুবিধ কাষ্ঠ আশ্রয় করিয়া নানারূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ আপনিও উন্মুখ ও বিমুখ জীবের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হন ॥ ৭ ॥

ত্বদ্দত্তয়া বয়ুনয়েদমচষ্ট বিশ্বং
সুপ্ত-প্রবুদ্ধ ইব নাথ ভবৎপ্রপন্নঃ ।
তস্যাপবর্গ্যশরণং তব পাদমূলং
বিস্মর্যতে কৃতবিদা কথমার্তবন্ধো ॥ ৮ ॥

হে আর্ত্তবন্ধো ! ব্রহ্মা আপনার শরণাগত হইলে আপনি তাঁহাকে যে-জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা যেন তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় এই বিশ্ব দর্শন করিয়াছিলেন। হে নাথ, আপনার পাদপদ্ম মুক্তকুলেরও আশ্রয়, সুতরাং যাঁহারা আপনার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে উপকৃত, সেইসকল মুক্তপুরুষ কিপ্রকারেই বা আপনার পাদপদ্ম বিস্মৃত হইবেন ? ৮ ॥

নূনং বিমুষ্টমতয়স্তব মায়য়া তে
যে ত্বাং ভবাপ্যয়-বিমোক্ষণমন্যহেতোঃ ।
অর্চ্চন্তি কল্পকতরুং কুণপোপভোগ্য-
মিচ্ছন্তি যৎ স্পর্শজং নরকেঽপি নৃণাম্ ॥ ৯ ॥

আপনি জীবকুলকে জন্ম মরণমালা হইতে মুক্ত করিয়া আপনার নিত্যসেবা প্রদান করিয়া থাকেন। আপনি বাঞ্ছাকল্পতরু, যাহারা এতাদৃশ আপনাকে আপনার নিত্যসেবা লাভ ব্যতীত অন্য কিছু কামনার উদ্দেশ্যে আরাধনা করিয়া থাকেন, তাহারা নিশ্চয়ই মায়া-বঞ্চিতচিত্ত ; কারণ, তাহারা শবতুল্য শরীরভোগ্য বিষয়ের উপভোগার্থ লালায়িত। ঐরূপ বিষয়ভোগজনিত সুখ প্রাণিগণের নরকেও লাভ হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

যা নির্ব্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথা-শ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিম্বন্তকাসি লুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥ ১০ ॥

হে নাথ! ভবদীয় শ্রীচরণকমল ধ্যান এবং আপনার নিজজনের সহিত আপনার চরিত্র-কথা শ্রবণ করিয়া যে-আনন্দ লাভ হয়, ব্রহ্মানন্দেও সেইরূপ সুখ অনুভূত হয় না। অতএব দেবতা-পদ ত' অতি তুচ্ছ! কারণ, 'কালরূপ খড়্গদ্বারা স্বর্গারোহণ-যান খণ্ডিত হইলে দেবতাগণও মর্ত্ত্যলোকে পতিত হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের কথা আর কি বলিব? ১০ ॥

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত-মহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্গুণ-কথামৃত-পানমত্তঃ ॥ ১১ ॥

হে অনন্ত! যে-সকল শুদ্ধাত্মপুরুষ নিরন্তর আপনাতেই ভক্তি করিয়া থাকেন, সেইসকল সাধু মহাত্মার সহিত আমার প্রকৃষ্টসঙ্গ লাভ হউক্। এবম্ভূত মহৎসঙ্গ-বলে আমি ভবদীয় গুণকথামৃত-পানোন্মত্ত হইয়া অতিশয় দুঃখপরিপূর্ণ এই ভীষণ ভবসমুদ্র অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারিব ॥ ১১ ॥

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যং
যে চান্বদঃ সুত-সুহৃদ্-গৃহ-বিত্ত-দারাঃ।
যে ত্বজ্জনাভ ভবদীয়-পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্য-লুব্ধ-হৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ ॥ ১২ ॥

হে ঈশ, হে পদ্মনাভ! যাঁহারা ভবদীয় পাদারবিন্দ-সৌগন্ধে লুব্ধহৃদয় মহাত্মগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ লাভ করেন, তাঁহারা নিরতিশয় প্রিয় এই দেহকে এবং তৎসম্বন্ধি-পুত্র, সুহৃৎ, গৃহ, বিত্ত এবং কলত্র, ইহাদের কিছুই চিন্তা করেন না ॥ ১২ ॥

তির্য্যঙ্নগ-দ্বিজ-সরীসৃপ-দেব-দৈত্য-
মর্ত্ত্যাদিভিঃ পরিচিতং সদসদ্বিশেষম্।
রূপং স্থবিষ্ঠমজ তে মহদাদ্যনেকং
নাতঃ পরং পরম বেদ্মি ন যত্র বাদঃ ॥ ১৩ ॥

হে অজ, হে পরমেশ! আপনার এই বিরাট্ রূপ—পশু, পক্ষী, নগ, সরীসৃপ, দেবতা, দৈত্য ও মনুষ্যাদিদ্বারা পরিব্যাপ্ত। ইহাতে স্থূল-সূক্ষ্মাদি, সৎ এবং অসৎ পদার্থ, পরস্পর পৃথক্‌রূপে প্রকাশমান। ইহার মহদাদি অনেক কারণও বর্ত্তমান। আমি আপনার এবম্ভূত রূপই অবগত আছি। কিন্তু এতদ্ভিন্ন আপনার যে ঈশ্বর-স্বরূপ ও শব্দাদিব্যাপারশূন্য ব্রহ্মস্বরূপ আছে, তাহা আমি অবগত নাই ॥ ১৩ ॥

কল্পান্ত এতদখিলং জঠরেণ গৃহ্ণন্
শেতে পুমান্ স্বদৃগনন্তসখস্তদঙ্কে।
যন্নাভি-সিন্ধুরুহ-কাঞ্চনলোকপদ্ম-
গর্ভে দ্যুমান্ ভগবতে প্রণতোঽস্মি তস্মৈ ॥ ১৪ ॥

প্রলয়কালে যে পুরুষ স্বীয় উদরমধ্যে নিখিলব্রহ্মাণ্ড সন্নিবিষ্ট করিয়া যোগনিদ্রা অবলম্বনপূর্ব্বক শেষশায়ী হইয়াছিলেন এবং তৎকালে যাঁহার নাভিসমুদ্রোৎপন্ন কাঞ্চনময় লোকপদ্মের কর্ণিকামধ্যে অতি-তেজস্বী ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করি ॥ ১৪ ॥

ত্বং নিত্যমুক্ত-পরিশুদ্ধ-বিবুদ্ধ আত্মা
কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ।
যদ্‌বুদ্ধ্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা
দ্রষ্টা স্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত আসসে ॥ ১৫ ॥

হে দেব! আপনি নিত্যমুক্ত, জীব আপনার প্রসাদেই জড়বন্ধনমুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে। আপনি পরিশুদ্ধ, জীব মলিন; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, পরন্তু জীব অল্পজ্ঞ; আপনি মায়াধীশ, জীব মায়াবশ-যোগ্য; আপনি নির্ব্বিকার, জীব মায়াসংস্পর্শে বিস্মৃত-স্বরূপ; আপনি (জন্মরহিত) আদিপুরুষ, জীব আদিমান (জন্মযুক্ত); আপনি পূর্ণৈশ্বর্য্যশালী, জীব স্বরূপাবস্থিতিতেও স্বল্পৈশ্বর্য্যযুক্ত; আপনি ত্রিগুণের অধীশ্বর স্বতন্ত্র পুরুষ, জীব গুণদ্বারা অভিভাব্য। আপনি স্বীয় অখণ্ডিত চিন্ময় দৃষ্টিদ্বারা বুদ্ধির সমস্ত অবস্থাকেই দর্শন করিয়া থাকেন। আপনি বিশ্বের পালনের নিমিত্ত যজ্ঞাধিষ্ঠাতা শ্রীবিষ্ণুরূপে বর্ত্তমান আছেন,—সুতরাং আপনি জীব হইতে সম্পূর্ণই বিলক্ষণ ॥ ১৫ ॥

যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি
বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্ব্যা।
তদ্‌ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্য-
মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে ॥ ১৬ ॥

পরস্পর-বিরুদ্ধ স্বভাবশালিনী বিদ্যা এবং অবিদ্যাদি বিবিধ শক্তিসমূহ যাঁহা হইতে নিরন্তর উদ্ভূত হইতেছে, সেই বিশ্বের কারণভূত অখণ্ড, অনন্ত, অনাদি, আনন্দমাত্র, অবিকার পরব্রহ্ম শ্রীভগবচ্চরণে শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ১৬ ॥

সত্যাশিষো হি ভগবংস্তব পাদপদ্ম-
মাশীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্ত্তেঃ।
অপ্যেবমর্য্য ভগবান্ পরিপাতি দীনান্
বাশ্রেব বৎসকমনুগ্রহকাতরোঽস্মান্ ॥ ১৭ ॥

হে ভগবন্! যাঁহারা আপনাকে একমাত্র পুরুষার্থ-জ্ঞানে পরমানন্দস্বরূপ আপনার ভজনা করেন, তাঁহাদের নিকট আপনার পাদপদ্মই রাজ্যাদি অপেক্ষা পরমার্থ-ফলস্বরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু হে স্বামিন্, ধেনু যেরূপ স্নেহবিহ্বলা হইয়া নবপ্রসূত বৎসকে দুগ্ধ পান করায় এবং (বৃকাদির ভয় হইতে) রক্ষণাবেক্ষণ করে, তদ্রূপ ঐশ্বর্য্যশালী আপনিও অনুগ্রহপরবশ হইয়া মাদৃশ সকাম ব্যক্তিদিগকে (সংসার-ভয় হইতে) রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

কাল—১০ই জানুয়ারী, ১৯৩২

সময়—সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা

ইউ (Suvoor) সব্বুর ডি, এস্, সি (লণ্ডন) ডেপুটী ডিরেক্টর অব্ পাব্‌লিক্ ইন্‌স্ট্রাক্‌সন্; মিসেস্ সব্বুর; ডাঃ শঙ্কর রাও; অধ্যাপক এল, এন, গোবিন্দরাজন; জে, ডি, সুব্রহ্মণ্যম্ সম্পাদক 'অব্জ্ব' পত্রিকা; সম্পাদক 'জষ্টিস্' পত্রিকা; মিঃ কে, মেনন সম্পাদক 'মডার্ণ উইক্লি' পত্রিকা; শ্রীযুক্ত ওয়াই জগন্নাধম্ বি, এ সব্‌রেজিষ্ট্রার, এলোর; শ্রীযুক্ত সি, ভি, কৃষ্ণস্বামী আয়ার বি, এ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, লোক্যাল সেল্‌ফ্ গভর্ণমেণ্ট; পি, এন্, শঙ্করনারায়ণ আয়ার, বি-এ, বি-এল; শ্রীযুক্তা বিশালাক্ষী দেবী য়্যাসিষ্টেণ্ট

সেক্রেটারী, অল্ ইণ্ডিয়া উইমেনস্ য়্যাসোসিয়েসন ইত্যাদি উপস্থিত শত শত মন্ত্রদেশবাসী ব্যক্তির নিকট শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন,—

আমাদের শ্রীগুরুবর্গের বাকো এইরূপ শ্রীগুরু-প্রণাম শুনিতে পাই,—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

শ্রুতিও বলেন,—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথাদেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী তাঁহাদেরই হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবে পরাভক্তিবিশিষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীমুখ হইতে আমরা কয়েকটী শিক্ষা পাই। সেই শিক্ষা যে কেবল কোন দেশ-বিশেষে আবদ্ধ থাকিবে, কিংবা কেবল-মাত্র দক্ষিণ-ভারতে প্রচারিত হইবে, তাহা নহে। বিশ্বের সর্ব্বত্র তাঁহার বাণীর বিস্তার হইবে। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী কোন দেশ, কাল বা পাত্রের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নহে। তাহা সকল স্থানে, সকল কালে, সকল পাত্রে সমভাবে বিস্তারিত হইইবার পূর্ণ যোগ্যতা সংরক্ষণ করে।

আমি জানি না, তাঁহার সেই বাণী আমি কতদূর আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইব। কিন্তু তাঁহার বাণী আপনাদের বিকশিত চেতনের বৃত্তিতে প্রকাশিত হইলে আপনারা নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও অসমর্দ্ধত্ব দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছেন যে, যাঁহারা পারমার্থিক জীবনের যোগ্যতার জন্য নিষ্কপটভাবে অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই একমাত্র পরম উপায়। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে পরমার্থ-জীবন-যাপনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ্যতা লাভ হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী এইরূপ,—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

ভগবদ্ভক্তির যতপ্রকার অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই একমাত্র প্রধানতম ও পরম প্রয়োজনীয় অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণ-নামের সেবা প্রকৃতপ্রস্তাবে ও সর্ব্বতোভাবে সাধন করিতে হইলে আমাদিগকে শ্রীনামপরায়ণ মহাজনগণের পদাঙ্কানুসরণ করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ-নামে সকল জিনিষই পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণনামে সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বশোভা সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষার পরিস্ফূর্ত্তি এবং সর্ব্বসাধনের চরমফল ও সিদ্ধি নিহিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, পরিকর, ধাম, লীলার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নাম সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের নাম-সেবা দ্বারাই তাঁহার স্বরূপ, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর—সকল বিষয়ই জীবের চেতনের বৃত্তিতে প্রকাশিত হয়। অপ্রাকৃত শ্রীনামই—নামী, রূপী, গুণী, লীলাময়রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম শ্রীকৃষ্ণের নাম-সেবার দ্বারাই পরিপূরিত হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণের নামে আমাদের যাবতীয় ক্রিয়াভিনিবেশ, যাবতীয় প্রবৃত্তি, যাবতীয় চিন্তা, যাবতীয় ধারণা —সকলই নিয়মিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের নাম আমাদের জিহ্বাগ্রে উদিত হইলে আমরা নশ্বর জগতের যাবতীয় কৃত্য, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, নশ্বর জগৎ ভোগ করিবার প্রবৃত্তি এবং আমাদের পারিপার্শ্বিক সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি সমস্তই অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারি। আমরা তখন আমাদের নিখিল চেষ্টাকে শ্রীকৃষ্ণের কাম-সেবায় নিযুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম-শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে জীবন যাপন করিতে পারি।

কৃষ্ণেতর বস্তুর নাম বা জাগতিক আভিধানিক শব্দসমূহ আমাদের সম্মুখে আমাদের নিত্যানন্দ লাভের পথে যে-সকল অর্গল আনিয়া দেয়, শ্রীকৃষ্ণনামেই সেই সকল অর্গলও অনায়াসে তিরোহিত হইয়া যায়। সেই শ্রীকৃষ্ণনাম আমাদের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ, নিখিলচেষ্টা, সর্ব্বপ্রকার অভিনিবেশ, অধ্যবসায়—সকলের উপরে বিজয় লাভ করুন। সকল সাধনের শিরোদেশে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন নৃত্য করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণনাম কেবল-মাত্র সাধন-ব্যাপার নহেন, তাহা সাধনের ফল সাধ্যবস্তুও বটে। এজন্য যাহাদের সর্ব্ববিধ জাগতিক তৃষ্ণা সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই সকল মুক্ত মহামহিম-গণও একায়ন পদ্ধতিতে এই শ্রীকৃষ্ণনামেরই নিরন্তর উপাসনা করেন। সমস্ত

বেদের শিরোভাগ ও সারভাগ যে শ্রুতিসমূহ, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রভুর নখশোভাকে নিরন্তর আরতি করিয়া থাকেন। আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু প্রমাণোদ্ধার-মুখে লিখিয়াছেন,—

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥

যিনি শত শত পূর্ব্বজন্মে সম্যগ্‌রূপে বাসুদেবের অর্চ্চন করিয়াছেন, বর্ত্তমান জন্মে তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নামসমূহ অনুক্ষণ নৃত্য করিয়া থাকেন।

শ্রী-সম্প্রদায় যে অর্চ্চনের কথা পরমাদরের সহিত বরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ বাসুদেবের অর্চ্চন শত শত জন্ম করিবার পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দাসানুদাসগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণ-নাম-শ্রবণ-পূর্ব্বক তাহা অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিবার রতি লাভ হয়। আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু আরও বলিয়াছেন,—

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥

যে শ্রীকৃষ্ণনামের সেবায় বর্ণাশ্রমাদি নিজধর্ম্মযাজন, ধ্যান, পূজাদির চেষ্টা সহজেই বিরত হইয়া যায়, এইরূপ অপ্রাকৃত আনন্দকন্দস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এই নাম যে-কোনরূপে গৃহীত হইলেই অর্থাৎ নামাভাস-মাত্রেই প্রাণিগণের মুক্তিদান করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-নামই একমাত্র পরম অমৃতস্বরূপ, ইহাই জীবের জীবন—চেতনের পরম ভূষণ।

আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর মুখেও আমরা শুনিতে পাই,—

যদ্‌ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মধ্যানের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধ কর্ম্ম অনায়াসে নির্ম্মূল হইয়া যায়। ইহাই বেদ পুনঃ পুনঃ তার-স্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অতএব শ্রীকৃষ্ণের নামই পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-নামের এমনই স্বভাব যে, উহা একবার কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে তিনি জীবের

জিহ্বাকে দ্বার করিয়া স্বয়ং আপনাকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করাইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-নামের আবৃত্তিতে আমরা সাতপ্রকার ফল পাইয়া থাকি।

আমাদের চিত্ত মুকুরের ন্যায় স্বচ্ছ ও বস্তু-প্রতিফলনের যোগ্যতাবিশিষ্ট হইলেও তাহা বর্ত্তমানে জাগতিক অসংখ্য আগন্তুক ধূলিকণার দ্বারা আবৃত্তি রহিয়াছে। আমরা আমাদের চিত্তদর্পণে অধিকৃত নিত্যবস্তুর দর্শন পাইতেছি না। আমাদের চিত্ত সর্ব্বতোভাবে মার্জ্জিত করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই মার্জ্জনা-কার্য্যে কেহ কেহ অষ্টাঙ্গ-যোগাদির প্রণালী অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন, কেহ বা প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্ম-প্রণালীর ব্যবস্থা দিয়াছেন, কেহ বা নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত-তপস্যাদির, কেহ বা জ্ঞানচর্চ্চাদির দ্বারা চিত্তের ধূলিরাশি বিদূরিত করিবার উপায়-সমূহ গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা সহিষ্ণু ও নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিতে পারেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, ঐ সকল প্রণালিগুলি—সকলই কৃত্রিমতা ও অসম্পূর্ণতা-দোষে দুষ্ট। চেতনের দর্পণকে নীরঞ্জীকৃত করিবার বা চেতন পর্য্যন্ত পৌঁছিবার সামর্থ্য ঐ সকল কৃত্রিম সাধনপ্রণালীর কোনটীরই নাই। প্রাণায়ামাদির দ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল করিবার প্রণালীতে চিত্ত বিষয়-মলশূন্য হয় না; কেবল সাময়িক শুদ্ধভাব প্রকাশিত হয় মাত্র। সুতরাং ঐরূপ চিত্ত বহুক্লেশ, কৃচ্ছ্রতা প্রভৃতির দ্বারা সাময়িক শুদ্ধভাব অবলম্বন করা সত্ত্বেও পুনরায় কোন কারণে ঈষৎ বিক্ষুব্ধ হইলেই যাবতীয় রোগ আরও দ্বিগুণতর বেগে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করে। ঐ সকল উপায় কেবল বৃথা কালক্ষেপন করিবার হেতুমাত্র। উহার দ্বারা কখনও চিত্তের মল তিরোহিত হইতে পারে না। এই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে অসংখ্য স্থানে অসংখ্যভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্ ॥

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
মায়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষেপণহেতবঃ ॥

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

শ্রীকৃষ্ণনামের আভাসেই অনায়াসে চিত্তদর্পণের যাবতীয় মলিনতা বিনষ্ট হয়। যে-সকল আগন্তুক আবরণ আমাদিগের স্বরূপের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা নিরাকরণে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-নামের আভাসই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন।

স্বরূপ-নির্ণয়ের প্রশ্ন ধর্ম্মজগতে একটী সমস্যাপূর্ণ প্রশ্নরূপে গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সমস্ত সমস্যার প্রহেলিকা ও বিভীষিকাকে তিরোহিত করিয়া ঐ প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছে,—স্বরূপ নির্ণয়ে সকলেই 'কৃষ্ণদাস'। অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের দ্বারা অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণের অপ্রাকৃত কামের সেবাই স্বরূপ-নির্ণয়ের ফল। কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনে চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জিত হইলে জীবের এইরূপ চেতনস্বরূপ বিকশিত হয়।

এই জগৎ আমাদিগের নিকট যে তিক্ত অভিজ্ঞতা আনয়ন করিয়াছে, তাহাতে আমরা সকলেই ন্যূনাধিক ঐ তিক্ত অভিজ্ঞতার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য কোন না কোনরূপে ব্যগ্র। জগতের ত্রিবিধ ক্লেশে হরিবিমুখ জীবমাত্রেই নিয়ত তপ্ত হইতেছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ক্লেশের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য ঈশ্বর-কৃষ্ণ ও পতঞ্জলি প্রভৃতি যে-সকল ব্যবস্থা দিয়াছেন, তদ্দ্বারা জীবের চেতনা-বিনাশেরই ব্যবস্থা হইয়াছে। চেতনা-বিনাশের ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অনন্ত নিষ্ঠুর দণ্ড, ভীষণ ক্লেশ আর কি হইতে পারে? চেতনতা বিনষ্ট হইলে জীবের জীবত্ব ধ্বংস হইল। চেতনতাই স্বাধীনতার মূল। চেতনতা বিনষ্ট হইলে স্বাধীনতাকেও যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হইল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জীবের চেতনতা বা স্বাধীনতা বিনাশের ব্যবস্থা দেন নাই। তিনি জীবের ক্লেশ মোচনের নামে সর্ব্বাপেক্ষা ক্রূরতাপূর্ণ ক্লেশে ও নিষ্ঠুরতম দণ্ডে দণ্ডিত করিবার কপটতা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—জীব পূর্ণচেতন শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ, জীবের নিত্যসত্তা, নিত্যচেতনতা, নিত্য আনন্দসম্পদ্ রহিয়াছে; জীব শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে অভিষিক্ত হইলে তদীয় নিত্যসত্তা, নিত্য চেতনতা এবং নিত্য আনন্দের পরিপূর্ণ বিকাশ নবনবায়মানভাবে সাধিত হইতে পারে। অন্য উপায়ে জীবের স্বাধীনতা স্তব্ধ ও বিনষ্টই হইয়া যায় শ্রীকৃষ্ণ-নামের আভাসেই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ত্রিতাপ অচিরে অনায়াসেই সমূলে নির্ম্মূলিত

হয়। শ্রীকৃষ্ণনামকীর্ত্তনকারীই বিশ্বকে নিত্য ও পূর্ণ সুখের আগাররূপে অনুভব ও দর্শন করিতে পারেন। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের আভাসেই মহাদাবাগ্নিতুল্য এই সংসারানল নির্ব্বাপিত হইতে পারে। অন্যান্য যাবতীয় অভক্তি-উপায়ের আশ্রয়ে ভবমহাদাবাগ্নি কোনমতেই বিনষ্ট হয় না, অপিচ কোন না কোনভাবে লুপ্ত তুষাগ্নির ন্যায় অন্তরে দহ্যমান থাকিয়া পরিণামে জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করে।

শ্রীকৃষ্ণনামে সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ প্রস্ফুটিত হয়। আমরা শ্রুতিতে "শ্রেয়ঃ" ও "প্রেয়" এই দুইটি শব্দ শুনিতে পাই। যাহাতে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ নিহিত এবং যাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ নাই, তাহাই 'প্রেয়' আর যাহাতে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের পরিপূর্ণতা এবং আমার বহির্ম্মুখতার আপাত অপ্রিয়তা তাহাই শ্রেয়ঃ। যাঁহাদের 'প্রেয়' ও 'শ্রেয়ঃ' পৃথক্ নহে, তাঁহারাই মুক্ত। তাঁহাদের জিহ্বাতেই শ্রীকৃষ্ণের নাম নিরন্তর নৃত্য করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-নামসংকীর্ত্তন ব্যতীত তাঁহাদের পৃথক্ কোন প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ বিচার নাই।

আমাদের বাস্তব সুখের দ্বারাই সমৃদ্ধ হওয়া উচিত। জগতে যে সুখের কল্পিত সন্ধান হয়, তাহাতে কেবল ক্লেশের তীব্রতাকে সাময়িকভাবে হ্রাস করিবার চেষ্টা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। কিন্তু কেবল কষ্টের সাময়িক মোচন বা কষ্টের তীব্রতা লঘুকরণ বাস্তব সুখের স্বরূপ হইতে পারে না। প্রকৃত সুখ—অবসান রহিত, অপরিবর্ত্তনীয় এবং নিরবচ্ছিন্ন।

শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রেয়ঃকুমুদবিকাশক চন্দ্রিকা বিতরণ করিয়া থাকেন। তীব্র সূর্য্যালোকে কুমুদের কোমলতা বিনষ্ট হয়; বিশেষতঃ সূর্য্যের তীব্ররশ্মি চক্ষুর পীড়াদায়ক। কিন্তু চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না কুমুদ বিকাশের অনুকূল এবং ইন্দ্রিয়ের স্নিগ্ধকারক। শ্রেয়ঃকুমুদ ইতর তীব্রসাধন-প্রণালী-দ্বারা মলিন হইয়া পড়ে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের স্নিগ্ধ চন্দ্রিকায় শ্রেয়ঃকুমুদ বিকশিত ও সম্বর্দ্ধিত হয়। শ্রেয়ঃকুমুদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের স্নিগ্ধ চন্দ্রিকার যেরূপ পরম অনুকূল সম্বন্ধ, শ্রেয়ের সহিত অপর সাধন-প্রণালীর সেরূপ সম্বন্ধ নাই। এজন্যই শ্রেয়ঃকৈরব চন্দ্রিকা-শব্দের উল্লেখ। যদিও আমাদের আলোক প্রয়োজন, তথাপি তীব্র আলোক বা তাপ প্রয়োজন নহে। অনুকূল স্নিগ্ধালোকই প্রয়োজন। ইতর সাধন-প্রণালিগুলি আলেয়ার মত আলোক-প্রদানের ছলনাযুক্ত অথবা হরিসেবাবিমুখ কৃচ্ছ্রতার তীব্রতাপযুক্ত। উহাতে শ্রেয়ঃকুমুদ বিকশিত হয় না। পরন্তু শ্রেয়ঃ লুপ্ত হইয়া পড়ে।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন – বিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ। আমরা জ্ঞানার্জ্জনের জন্য আকাঙ্ক্ষা-বিশিষ্ট। অভিজ্ঞতার প্রণালী নানা দোষদুষ্ট ও অসম্পূর্ণ। অভিজ্ঞতার প্রণালী দ্বারা আমরা যে জ্ঞানার্জ্জন করি, তাহা চিরস্থায়ী ফল প্রসব করিতে পারে না। যখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, তখন আমাদের আহৃত প্রচুর জ্ঞান-ভাণ্ডার আমাদের আয়ত্ত থাকে না। অভিজ্ঞতার প্রণালী কিয়ৎকাল পরেই অসম্পূর্ণতাদোষে দুষ্ট বলিয়া মনে হয়। অভিজ্ঞতার প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক অর্দ্ধশতাব্দির সাধনার পর আমরা যে-জ্ঞান অর্জ্জন করি, সেই জ্ঞানভাণ্ডার শতাব্দির সাধনার পর অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক বলিয়া দৃষ্ট হয়। কিন্তু অপরিবর্ত্তনীয় ও সম্পূর্ণ জ্ঞান-ভাণ্ডারই সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের কাম্য। যখন আমাদিগের স্বরূপ-নির্ণয় হয়, তখন আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে, জাগতিক অভিজ্ঞতা-দ্বারা সংগৃহীত ও সঞ্চিত শত শত শতাব্দির জ্ঞানভাণ্ডারও কত দরিদ্র, অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক। ঐ সকল অসম্পূর্ণ জ্ঞান আমাদের কোন সাময়িক প্রয়োজন সাধন করিতে পারে, কিন্তু তাহারা কখনই আমাদিগের নিত্য আকাঙ্ক্ষা, নিত্যমঙ্গলসাধনে সমর্থ নহে। আমরা কেবল যদি বর্ত্তমানের আপাত প্রয়োজনীয়তাকেই বড় মনে করি এবং তাহা পরিপূরণেই বিব্রত থাকি, তাহা হইলে আমাদিগকে 'মনুষ্য' নামে অভিহিত করা কি সঙ্গত? আমাদিগকে নিত্য প্রয়োজনের চেষ্টা, সামর্থ্য যোগ্যতা—নিত্য প্রয়োজনের পরিপূর্ত্তি-সাধনেই নিয়োগ করিব। আমাদের চেতনের বিকাশ-সাধন ব্যতীত, অন্যান্য যাবতীয় চেষ্টা নশ্বর, তাহারা কিয়ৎক্ষণের জন্য আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অল্পকালের মধ্যেই আত্মগোপন করে।

শ্রুতি এইগুলিকে অপরা বিদ্যা নামে অভিহিত করিয়াছেন। আত্মার অপ্রতিহতা আকাঙ্ক্ষাময়ী বৃত্তি পরা বিদ্যা। সেই পরা বিদ্যা নিখিল সদ্‌জ্ঞানের জননী। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন সেই পরা-বিদ্যার জীবাতু-স্বরূপ। পূর্ণজ্ঞান একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণনাম—পূর্ণতম সম্বিদ্‌-বিগ্রহ। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান, বাসুদেব-জ্ঞান, লক্ষ্মীনারায়ণ-জ্ঞান, কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষিরোদকশায়ীর জ্ঞান, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধের জ্ঞান, রাম-নৃসিংহাদি অবতারের জ্ঞান, বৈকুণ্ঠ ও গোলোকের যাবতীয় জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণনামেই অনুস্যূত রহিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণনাম ব্যতীত ইতর শব্দ ইতরব্যোমে বিচরণ করিয়া বহির্ম্মুখ জীবের নিকট আবৃতজ্ঞান প্রকাশ করিতেছে। ঐ সকল শব্দ আমাদের কর্ণ ব্যতীত

চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক্—এই চারিটি পরীক্ষকের পরীক্ষার পাত্রত্বে পরিণত হইয়াছে। ইতরব্যোম হইতে যখনই কোন শব্দ আগত হয় তখনই ঐ চারিটি পরীক্ষক ঐ শব্দের সত্যতা-নিরূপণে নিযুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু পরব্যোমগত শব্দ ঐ সকল পরীক্ষকগণের অধীন নহে। তাঁহার ব্যক্তিগত এমন একটি স্বতন্ত্রতা আছে, যাহা ঐ শব্দ সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষণ করিয়া শব্দ-শ্রবণকারীর যাবতীয় ইন্দ্রিয়কে নিয়মিত করিয়া দিতে পারেন। ইতরব্যোম শব্দ অপরের ভোগের জন্য কল্পিত। কিন্তু পরব্যোমের শব্দ স্বয়ং ভোক্তা ও সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র এবং পরিপূর্ণ শক্তিমান। সেই বৈকুণ্ঠ শব্দোচ্চারণই কৃষ্ণসংকীর্ত্তন, তাহা কৃষ্ণেতর সংকীর্ত্তন নহে।

শ্রীকৃষ্ণনাম—পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণসৎ ও পূর্ণ আনন্দস্বরূপ। অতএব আমরা শ্রীকৃষ্ণনামের সহিত জড়জগতের মলিনতা মিশ্রিত করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিব না। কৃষ্ণনামের প্রভুত্বের বৈশিষ্ট্য আমাদিগের যাবতীয় জ্ঞানের আকরসমূহের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান আছে, তাহাতে আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রবেশাধিকার নাই। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্যান্য সাধন-প্রণালিগুলি আরোহবাদের অহমিকার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অধোক্ষজ বস্তুর সমীপে উপনীত হওয়ার প্রণালী একমাত্র শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনে প্রতিষ্ঠিত।

জড়মিশ্র শব্দ কখনই আমাদিগকে অধোক্ষজ শব্দের নিকট লইয়া যাইতে পারে না। যখন জড়মিশ্র শব্দের সহিত অবিমিশ্র পূর্ণ সচ্চিদানন্দ শব্দের একাকার করিবার চেষ্টা প্রদর্শিত হইবে, তখন সেইরূপ অবৈধ প্রাকৃত মতবাদকে আমরা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিব। অধোক্ষজ অবিমিশ্র শব্দ আমাদিগের ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়মিত সংযমিত এবং পূর্ণ সচ্চিদানন্দের সেবার যোগ্য করিয়া তুলিবে। আমরা তখন পরা বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত হইব।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন—চেতনের আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনকারী। আমরা অনেক সময়ই ক্ষণিক অকিঞ্চিৎকর এবং পরিণামে দুঃখদায়ক সুখের মায়ামৃগ হইয়া পড়ি। কিন্তু আমাদের চেতনের আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদাই নিত্য, পূর্ণ, অখণ্ড চিদানন্দসমুদ্রের জন্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। একমাত্র কৃষ্ণনামই আমাদিগকে নিত্যানন্দসাগরের সন্ধান-প্রদান এবং আনন্দসাগরে-নিমজ্জিত করাইতে পারেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে এই আম্নায়-বাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—

গৌণ মুখ্যবৃত্তি কিবা অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয় কৃষ্ণকে॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৪৬)

বেদসকল কোনস্থলে মুখ্য বা অভিধা-বৃত্তিযোগে, কোনস্থলে গৌণ বা লক্ষণা-বৃত্তিযোগে, কোনস্থলে অন্বয় বা সাক্ষাৎ ব্যাখ্যাক্রমে এবং কোনস্থলে ব্যতিরেক বা ব্যবধান বাক্যের সহিত একমাত্র কৃষ্ণকেই ব্যাখ্যা করেন।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু, কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্,—তিন তাঁর রূপ॥

বেদ ভাগবত উপনিষদ আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে, নাহি যাঁর সম॥

ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁর দরশন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥

জ্ঞান-যোগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম-আত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব॥

(চৈঃ চঃ আঃ ২।১০৬, ৬৫, ২৪-২৬)

শ্বেতাশ্বতর (৫।৪ মন্ত্র) বলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সকলের পূজনীয়; তিনি জন্ম-স্বভাব-প্রাপ্ত সমস্ততত্ত্বেই অধিষ্ঠানরূপে নিত্য বিরাজমান। যথা—

একো দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ।

অতএব ভাগবতে.—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। (১।৩।২৮)

[পূর্ব্বে যে-সকল অবতারের বিষয় কীর্ত্তন করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ, কেহ বা আবেশাবতার। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।]

ভগবদ্গীতায় কহিয়াছেন,—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎকিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ ইত্যাদি ॥

(গীঃ ৭।৭ ও ১৫।১৫)

[হে ধনঞ্জয়, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। সকল বেদের জ্ঞাতব্য বিষয় আমিই।]

শ্রীগোপালোপনিষদে কথিত হইয়াছে,—

তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ।
তং রসেৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ ॥
একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য, একোপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।
তং পীঠস্থং যে তু ভজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥

(গোপালতাপনী ২১ মন্ত্র)

[সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, সেই কৃষ্ণকেই ধ্যান করিবে, তাঁহার নামই সংকীর্ত্তন করিবে, তাঁহাকেই ভজন করিবে, এবং তাঁহারই পূজা করিবে। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ববশ-কর্ত্তা কৃষ্ণই একমাত্র সকলের পূজ্য। তিনি এক হইয়াও মৎস্য-কূর্ম্মাদি, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি, কারণার্ণব-গার্ভোদকাদি বহুমূর্ত্তিতে প্রকাশমান হন। শুকদেবাদির ন্যায় যে-সকল ধীর পুরুষ তাঁহার পীঠমধ্যে অবস্থিত শ্রীমূর্ত্তির পূজা করেন, তাঁহারাই নিত্যসুখ-লাভে সমর্থ হন; অন্য কেহই ব্রহ্ম-পরমাত্মাদির উপাসনায় তদ্রূপ সুখলাভে সমর্থ হন না।] তত্র কারিকা,—

কৃষ্ণাংশঃ পরমাত্মা বৈ ব্রহ্ম তজ্জ্যোতিরেব চ।
পরব্যোমাধিপস্তস্যৈশ্বর্য্য-মূর্ত্তির্ন সংশয়ঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বেশ্বর। পরমাত্মা তাঁহার অংশ। ব্রহ্ম তাঁহার জ্যোতিঃ। পরব্যোমনাথ নারায়ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্য-বিলাসমূর্ত্তি-বিশেষ। এই সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র সংশয় নাই; যেহেতু বেদাদি-শাস্ত্র ইহাই নির্দ্দেশ করিতেছেন;—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং। পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ॥ (তৈঃ উঃ ২।১)

[সত্যস্বরূপ, চিন্ময়, অসীমতত্ত্বই **'ব্রহ্ম'**। চিত্ত-গুহায় অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত-তত্ত্বই **'পরমাত্মা'**। পরব্যোমে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে অবস্থিত-তত্ত্বই

'নারায়ণ'। এই তত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনি **'বিপশ্চিৎ ব্রহ্ম'** অর্থাৎ পরব্রহ্ম-কৃষ্ণের সহিত যাবতীয় কল্যাণগুণ প্রাপ্ত হন।]

এইস্থলে **বিপশ্চিৎ ব্রহ্মতত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণ**। ভাগবতেও "গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং," বিষ্ণুপুরাণে **'যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্ম নরাকৃতিং"**, ও গীতায় "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং" ইত্যাদি সিদ্ধান্ত-বচন-সহস্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বিপশ্চিৎ ব্রহ্ম অর্থাৎ পরংব্রহ্ম বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। **'বিপশ্চিৎ' শব্দে পণ্ডিত** অর্থ হয়। শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টি-গুণের মধ্যে পাণ্ডিত্যই একটী প্রধান গুণ। চতুঃষষ্টিগুণ। যথা,—

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ম্বদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্ব্বশী॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্॥
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্দুর্বিগাহা হরেরমী॥
জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে॥
অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরীশাদিষু।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ।
অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ॥
অবিচিন্ত্য মহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ॥

আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ।
সর্ব্বাদ্ভুত-চমৎকার-লীলা-কল্লোল-বারিধিঃ॥
অতুল্য-মধুর-প্রেম-মণ্ডিত প্রিয়মণ্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষীমুরলীকলকূজিতঃ॥
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীঃ বিস্মাপিতচরাচরঃ।
(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১লঃ ১১-১৭)

[এই নায়ক কৃষ্ণ (১) সুরম্যাঙ্গ (২) সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত (৩) সুন্দর (৪) মহাতেজা (৫) বলবান্ (৬) কিশোর-বয়সযুক্ত (৭) বিবিধ অদ্ভুতভাষাবিৎ (৮) সত্যবাক্ (৯) প্রিয়বাক্যযুক্ত (১০) বাবদূক অর্থাৎ বাক্‌পটু (১১) **সুপণ্ডিত** (১২) বুদ্ধিমান্ (১৩) প্রতিভাযুক্ত (১৪) বিদগ্ধ অর্থাৎ রসিক (১৫) চতুর (১৬) দক্ষ (১৭) কৃতজ্ঞ (১৮) সুদৃঢ়ব্রত (১৯) দেশকালপাত্রজ্ঞ (২০) শাস্ত্রদৃষ্টিযুক্ত (২১) শুচি (২২) বশী অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় (২৩) স্থির (২৪) দান্ত (২৫) ক্ষমাশীল (২৬) গম্ভীর (২৭) ধৃতিমান্ (২৮) সমদর্শন (২৯) বদান্য (৩০) ধার্ম্মিক (৩১) শূর (৩২) করুণ (৩৩) মানদ (৩৪) দক্ষিণ অর্থাৎ সরল উদার (৩৫) বিনয়ী (৩৬) লজ্জাযুক্ত (৩৭) শরণাগতপালক (৩৮) সুখী (৩৯) ভক্তবন্ধু (৪০) প্রেমবশ্য (৪১) সর্ব্বসুখকারী (৪২) প্রতাপী (৪৩) কীর্ত্তিমান্ (৪৪) লোকসমূহের অনুরাগভাজন (৪৫) সজ্জন-পক্ষাশ্রিত (৪৬) নারীমনোহারী (৪৭) সর্ব্বারাধ্য (৪৮) সমৃদ্ধিমান্ (৪৯) শ্রেষ্ঠ ও (৫০) ঐশ্বর্য্যযুক্ত।]

উক্ত চতুঃষষ্টিগুণের মধ্যে প্রথম পঞ্চাশটী গুণ জীবে বিন্দু বিন্দুরূপে বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণে ঐ সকল গুণ পরিপূর্ণরূপে থাকে। প্রথম পঞ্চাশৎ গুণ ও তৎপর-বর্ণিত পাঁচটী গুণ অংশরূপে শ্রীমহাদেবাদিতে দৃষ্ট হয়। তাহার পর যে পাঁচটী গুণের উল্লেখ আছে, তাহা ও পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চ-পঞ্চাশৎ গুণ পরব্যোমপতি নারায়ণে লক্ষিত হয়। অতএব নারায়ণে ষষ্টিসংখ্যক গুণ সম্পূর্ণরূপে থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে উক্ত ষষ্টিসংখ্যক গুণ অত্যন্ত অদ্ভুতরূপে পরিলক্ষিত হয়। আবার শেষোক্ত চারিটী অসাধারণ গুণ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাতেও লক্ষিত হয় না—অর্থাৎ (১) **লীলা-মাধুর্য্য (২) প্রেম-মাধুর্য্য (৩) রূপমাধুর্য্য ও (৪) বেণুমাধুর্য্য**। অতএব স্বরূপসংপ্রাপ্ত পরব্রহ্ম অর্থাৎ বিপশ্চিৎ ব্রহ্ম বলিতে **শ্রীকৃষ্ণকেই** বুঝিতে হয়। সেই শ্রীকৃষ্ণের যশোরাশি জ্যোতিরূপে সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম নামে অভিহিত হয়।

অতএব বেদ—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই তিনটী মাত্র গুণে অবিপশ্চিৎ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকে লক্ষ্য করেন। গুহায় নিহিত যে তত্ত্ব, তাহার নাম—পরমাত্মা। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ অংশের দ্বারা তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট। অতএব **ব্রহ্মাণ্ডরূপ গুহা বা জীব-হৃদয়রূপ গুহাতে যিনি প্রবিষ্ট, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা পরমাত্মা**। ঈশ্বর, নিয়ন্তা, জগৎকর্ত্তা, জগদীশ্বর, পাতা, পালয়িতা প্রভৃতি তাঁহার সহস্র নাম। তিনিই জগতে অবতাররূপ রাম-নৃসিংহ-বামনাদি হইয়া পালনকার্য্য করেন। "পরমে ব্যোমন্" অর্থাৎ পরব্যোমধামে কৃষ্ণের একটি বিলাসমূর্ত্তি নারায়ণ নিত্য বিরাজমান। এইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব ও পরব্যোমপতি ভগবত্তত্ত্ব ভালরূপে আলোচনা করিয়া যে রসিক পণ্ডিত সেই সব তত্ত্বের পরমাশ্রয়রূপ শ্রীকৃষ্ণরূপ রসপাণ্ডিত্যপূর্ণ বিপশ্চিৎ-ব্রহ্মকে সেবা করেন, তিনি দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ও মধুর রসগত সমস্ত অপ্রাকৃত কাম তাঁহার সহিত নিত্য ভোগ করেন। পরমাত্মা যে কৃষ্ণের অংশ, তাহা কৃষ্ণ স্বয়ং গীতায় বলিয়াছেন, যথা—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ (গীঃ ১০।৪২)

[হে অর্জ্জুন, অধিক কি বলিব—আমি এক অংশে পরমাত্মারূপে অখিল জগতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত।]

ব্রহ্ম যে কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, তাহা ব্রহ্মসংহিতায় কথিত হইয়াছে, যথা—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ (ব্রঃ সং ৫।৪০)

[যাঁহার প্রভা হইতে উৎপত্তি-নিবন্ধন উপনিষদোক্ত নির্ব্বিশেষব্রহ্ম কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডগত বসুধাদি-বিভূতি হইতে পৃথক্ হইয়া নিষ্কল, অনন্ত, অশেষ তত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।] কারিকা ;—

দেহ-দেহি-ভিদা-নাস্তি ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভিদা তথা।
শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে পূর্ণেঽদ্বয়জ্ঞানাত্মকে কিল॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে জড়ীয় শরীরধারী জীবের ন্যায় দেহ-দেহি ভেদ ও ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভেদ নাই। অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপে যে দেহ—সে-ই দেহী,

যে ধর্ম্ম—সে-ই ধর্ম্মী। কৃষ্ণ-স্বরূপ একস্থান-স্থিত মধ্যমাকার হইলেও সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে অবস্থিত। যথা বৃহদারণ্যকে,—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ (৫ম অধ্যায়)

(পূর্ণরূপ অবতারী হইতে পূর্ণরূপ অবতার স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হন; অবতারী পূর্ণ হইতে লীলা পূরণজন্য পূর্ণ অবতার হইলেও অবতারীতে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে, কিছুমাত্র ন্যূন হয় না। আবার অবতারের প্রকট-লীলা সমাপন হইলে অবতারীর পূর্ণতার বৃদ্ধি হয় না।] যথা নারদপঞ্চরাত্রে,—

নির্দ্দোষ-পূর্ণগুণ-বিগ্রহাত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ।
আনন্দমাত্রকরপাদ-মুখোদরাদিঃ সর্ব্বত্র চ স্বগতভেদবিবর্জ্জিতাত্মা ॥

[ভগবান্ নির্দ্দোষ ও সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি গুণপূর্ণ বিগ্রহ-বিশিষ্ট। জড় শরীর যেরূপ চৈতন্যহীন এবং উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ-ধর্ম্মত্রয়-বিশিষ্ট, ভগবানের শরীর তাদৃশ নহে। পরন্তু দেহ চৈতন্য-বিশিষ্ট এবং প্রাকৃত গুণ-রহিত অপ্রাকৃত ও চিদানন্দময় অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আনন্দমাত্র। সর্ব্বত্র দেহ-দেহী ও গুণ-গুণী এবং **স্বগত-ভেদ-বর্জ্জিত** পরমাত্ম-স্বরূপ।]

শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, পরমাত্মা ও ব্রহ্মের আশ্রয় এবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, ইহা প্রদর্শিত হইল। এখন বেদ যেরূপ তাঁহাকে গৌণ-মুখ্য-বৃত্তি এবং অন্বয়-ব্যতিরেক ভাবে উদ্দেশ করেন, তাহা বিচার করা আবশ্যক। মুখ্য বা অভিধা-বৃত্তিদ্বারা ছান্দোগ্য শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণন করিতেছেন। যথা,—

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে। শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে ॥ (৮।১৩।১)

শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রা স্বরূপশক্তির নাম শবল। কৃষ্ণ-প্রপত্তি-ক্রমে সেই শক্তির হ্লাদিনী-সার ভাবকে আশ্রয় করি। হ্লাদিনী-সারভাবের আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণে প্রপন্ন হই। শ্যাম-শব্দের অভিধা-বৃত্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণই বর্ণিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদ-সংহিতায় ও আরুণেয়্যুপনিষৎ ৫ম মন্ত্রে বলিয়াছেন, যথা,—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততং বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥ (১।২২।২৩ ঋক্)

পণ্ডিতসকল নিত্য বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করেন। সেই বিষ্ণুপদ—চিচ্চক্ষুর দর্শনীয় শ্রীকৃষ্ণরূপ পরমতত্ত্ব। **(ক্রমশঃ)**

জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

সন্দর্ভসার

প্রীতিসন্দর্ভ—৫৬

আশ্রয়-ভক্তিরস

ভক্তিময় রসসকলের মধ্যে আশ্রয়-ভক্তির সম্বন্ধে বলা হইতেছে। ইহাতে বিষয়-আলম্বন—পালকরূপে স্ফূর্ত্তিমান আশ্রয়-ভক্তির আশ্রয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। আশ্রয়ালম্বন তাঁহার লীলান্তঃপাতী পরম পাল্য পরিকরগণ।

সেই পাল্যগণ দ্বিবিধ—প্রপঞ্চকারী অধিকারিগণ বহিরঙ্গ আর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণছায়াই যাঁহাদের জীবাতু, তাঁহারা অন্তরঙ্গ। তন্মধ্যে ব্রহ্মা-শিবাদি জগৎকার্য্যাধিকারী হইলেও ভক্তিবিশেষহেতু তাঁহারাও অন্তরঙ্গ।

অন্তরঙ্গ পাল্যগণ ত্রিবিধ—সাধারণজন, শ্রীযদুপুরবাসী ও শ্রীব্রজপুরবাসী। জরাসন্ধ বদ্ধ রাজগণ ও কোন কোন মুনি সাধারণ পাল্য। শেষোক্ত-দ্বিবিধ-পাল্য শ্রীযদুপুরবাসী ও শ্রীব্রজপুরবাসী অনুগতজনাদি।

ভক্তিময় রসের উদ্দীপনসকলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের গুণরূপ উদ্দীপন কথিত হইতেছে—এই রসে শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বরাকারে ও শ্রীমন্নরাকারে আলম্বন হইয়া থাকেন। আলম্বন অর্থে আশ্রয়। তন্মধ্যে যাঁহাদের পরমেশ্বরাকারে প্রীতির আলম্বন, তাঁহাদের নিকট ভগবত্ত্ব, অবতারাবলীবীজত্ব, আত্মারামাকর্ষিত্ব, পূতনাদিরও ভক্তবেশানুকরণে মহাভক্তভাবদাতৃত্ব, পরমাত্মত্ব। অংশরূপে কেবল রোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাশ্রয়প্রদত্ব প্রভৃতি গুণসকলের উদ্দীপন হয়। মহাবিষ্ণুর রোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি। তিনি শ্রীকৃষ্ণের কলামাত্র। শ্রীমন্নরাকার যাঁহাদের আলম্বন, তাঁহাদের নিকট কৃপাম্বুধিত্ব, আশ্রিতপালকত্ব, অবিচিন্ত্য মহাশক্তিত্ব, পরমারাধ্যত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সুদৃঢ়ব্রতত্ব, সমৃদ্ধিমত্ত্ব, ক্ষমাশীলত্ব, দাক্ষিণ্য, সত্য, দাক্ষ্য, সর্ব্বশুভঙ্করত্ব, প্রতাপিত্ব, ধার্ম্মিকত্ব, শাস্ত্রচক্ষুষ্ট্ব, ভক্তসুহৃত্ত্ব, বদান্যত্ব, তেজঃ, কীর্ত্তি, ওজঃ, বল, প্রেমবশ্যত্ব প্রভৃতি।

শ্রীকৃষ্ণের জাতিরূপ উদ্দীপন দ্বিবিধ—তাঁহার গোপত্ব, ক্ষত্রিয়ত্বাদি এবং শ্যামকিশোরত্বাদি। শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরাকার যাঁহাদের আলম্বন, তাঁহাদের নিকট গোপত্বাদির অনুকারিরূপে শ্রীকৃষ্ণের গোপত্বাদি এবং তাহার স্মৃতি-কারক শ্যামত্বাদি জাতিরূপ উদ্দীপনা হয়। আর শ্রীমন্নরাকার যাঁহাদের আলম্বন, তাঁহাদের নিকট তাঁহার গোপাদিশ্রেষ্ঠত্ব ও কিশোরশেখরত্বাদি জাতিরূপ উদ্দীপন হয়।

দাস্যরসের ভক্তগণ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বররূপে, কেহ অপ্রাকৃত নররূপে প্রীতি করেন। যাঁহারা পরমেশ্বররূপে প্রীতি করেন, তাঁহারা মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ জাতিতে গোপরূপে (বৃন্দাবনে) ও ক্ষত্রিয় (মথুরা ও দ্বারকায়)

প্রতীত হইলেও তিনি বাস্তবিক পরমেশ্বর গোপাদি জাতির অনুকরণ করেন মাত্র। আর তাঁহার যে শ্যামরূপ, তাহা তাঁহার পরমেশ্বরত্ব স্মরণ করায়। যাঁহারা তাঁহাকে অপ্রাকৃত মানুষরূপে প্রীতি করেন, তাঁহারা মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণ গোপশ্রেষ্ঠ কিম্বা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ এবং নিখিল কিশোরগণের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ।

ক্রিয়ারূপ উদ্দীপন—শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বররূপে যাঁহাদের আলম্বন, তাঁহাদের নিকট সৃষ্টি-স্থিতি প্রভৃতি কর্ত্তার বিশ্বরূপ-দর্শনাদি ক্রিয়ারূপ উদ্দীপন। যাঁহাদের শ্রীমন্নরাকার আলম্বন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পরপক্ষদলন স্বপক্ষ-পালন সদয়াবলোকনাদি ক্রিয়ারূপ উদ্দীপন হয়। দ্রব্যরূপ উদ্দীপন—শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও শার্ঙ্গধনু, বাদিত্র (বংশী ও শিঙ্গা) ভূষণ, স্থান, পদচিহ্ন ও ভক্ত প্রভৃতি। যাঁহাদের পরমেশ্বররূপে আলম্বন, তাহাদের নিকট এ সকল অলৌকিকরূপে, আর যাঁহাদের শ্রীমন্নরাকার আলম্বন তাঁহাদের নিকটও সকল লৌকিক হইলেও অলৌকিক মতই প্রভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে।

কালরূপ উদ্দীপন—উভয়ের পক্ষেই শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি ও তাঁহার বিজয়াদি সম্বন্ধীয় কাল।

অনুভাব—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ লইয়া বসতি, শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবাদিময় গুণ-নামকীর্ত্তনাদি।

সঞ্চারী—যোগে হর্ষ, গর্ব ও ধৃতি ; অযোগে (বিচ্ছেদ কালে) ক্লম (ক্লান্তি) ও ব্যাধি। যোগ-অযোগ উভয় অবস্থায়ই নির্ব্বেদ, শঙ্কা, বিষাদ, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, ব্রীড়া, মৃতি প্রভৃতি। স্মৃতিও উভয়াবস্থায় সঞ্চারী ভাব হইতে পারে। বিয়োগে স্মৃতি আবির্ভাবের সম্ভাবনা করা যায়। যোগে কিরূপে তাহা সম্ভব হয়? এ প্রশ্নের আশঙ্কায় বলিতেছেন—শ্রীভীষ্মের চরিতে স্মৃতি-সঞ্চারী আবির্ভাব দেখা যায়,—

বিশুদ্ধয়া ধারণয়া হতাশুভস্তদীক্ষয়ৈবাশু গতায়ুধশ্রমঃ।
নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিবিভ্রমস্তুষ্টাব জন্যং বিসৃজন্ জনার্দ্দনম্॥
(ভাঃ ১।৯।৩১)

বিশুদ্ধ ধারণাদ্বারা ভীষ্মদেবের সমুদয় অমঙ্গল নষ্ট হইয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টিপাতে তাঁহার অস্ত্রাঘাত-জনিত বেদনা উপশম প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার ইন্দ্রিয়ের বিভ্রম নিবৃত্ত হওয়ায় তিনি দেহ-ত্যাগাভিলাষে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন।

এই শ্লোকযোগে—শ্রীকৃষ্ণ সম্মিলনে শ্রীভীষ্মদেব মৃতি নামক সঞ্চারী বর্ণিত হইয়াছে। তিনি দেহত্যাগের জন্য স্তব করিয়াছিলেন।

যুধি তুরগরজোবিধূম্রবিশ্বক্-কচলুলিতশ্রমবার্যলঙ্কৃতাস্যে।
মম নিশিতশরৈর্ব্বিভিদ্যমানত্বচি বিলসৎকবচেঽস্তু কৃষ্ণ আত্মা॥
(ভাঃ ১।৯।৩৪)

যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলি দ্বারা ধূসরবর্ণ কুন্তলে এবং শ্রমজনিত স্বেদবিন্দুতে যাঁহার মুখ অলঙ্কৃত হইয়াছিল, আমার তীক্ষ্ণ শরে যাঁহার ত্বক্ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল এবং কবচ ত্রাটিত হইয়াছিল. সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার মতি হউক। এই শ্লোকে "আমার তীক্ষ্ণশরে" ইত্যাদি শ্রীভীষ্মদেবের নিজাপরাধ-সূচক বাক্যে দৈন্যসঞ্চারীর উদাহরণ দেখা যায়। অতঃপর ভীষ্মদেব (ভাঃ ১।৯।৩৮) বলিয়াছেন,—

শিতবিশিখহতো বিশীর্ণদংশঃ ক্ষতজপরিপ্লুত আততায়িনো মে।
প্রসভমভিসসার মদ্বধার্থং স ভবতু মে ভগবান্ গতিমুকুন্দঃ॥

যাঁহার অঙ্গে আমি তীক্ষ্ণ বাণাঘাত করিয়াছিলাম, তাহাতে যাঁহার কবচ ছিন্ন হইয়াছিল, যাঁহার অঙ্গ রক্তপ্লাবিত, যিনি আমাকে বধ করিবার জন্য অততায়ী আমার প্রতি বলপূর্ব্বক অভিসার করিয়াছিলেন সেই ভগবান্ মুকুন্দ, আমার গতি হউন। এই শ্লোকেও পূর্ব্বোক্ত দৈন্যসঞ্চারী ভাবোদ্গম বর্ণিত হইয়াছে।

আশ্রয় ভক্তিরসে স্থায়িভাব—আশ্রয়-ভক্তি নামক ভগবৎ প্রীতি। দ্বারকার প্রজাগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—

ভবায় নস্ত্বং ভব বিশ্বভাবন ত্বমেব মাতাথ সুহৃৎ পতিঃ পিতা।
ত্বং সদ্গুরুর্ণঃ পরমঞ্চ দৈবতং যস্যানুবৃত্ত্যা কৃতিনো বভূবিম॥

হে বিশ্বভাবন, আপনি আমাদের মঙ্গলের হেতু, আপনিই আমাদের মাতা, সুহৃৎ, পতি, পিতা, সদ্গুরু, পরমদেবতা। আপনার অনুগমন করিয়া আমরা কৃতার্থ। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইহাদের ভক্তি আশ্রয়ভক্তি নামে অভিহিতা।

অযোগাত্মক ও যোগাত্মক ভেদে আশ্রয়-ভক্তিময় রস দুইপ্রকার। অযোগও আবার দ্বিবিধ। অপ্রাপ্তি ও বিয়োগ। যোগও দ্বিবিধ। দ্বিবিধ অযোগের শেষে ক্রমশঃ দ্বিবিধ যোগ জন্মে। সেই যোগদ্বয় সিদ্ধি ও তুষ্টি নামে খ্যাত। অপ্রাপ্তির পর যে যোগ, তাহার নাম সিদ্ধি; আর বিয়োগের পর যে যোগ, তাহার নাম তুষ্টি।

অপ্রাপ্ত্যাত্মক (ভাঃ ১০।৭০।৩১) অযোগ—

ইতি মাগধসংরুদ্ধা ভবদ্দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।
প্রপন্নাঃ পাদমূলং তে দীনানাং শং বিধীয়তাম্॥

জরাসন্ধ সংরুদ্ধ রাজগণ এইরূপে আপনার দর্শনাভিলাষে ভবদীয় পাদমূলে শরণাপন্ন। সেই শরণাগত রাজগণের কল্যাণ বিধান করুন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনই রাজগণের বন্ধনমোচনের অভিলাষ বিজ্ঞাপিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণে স্থায়ীভাব (প্রীতি) প্রদর্শিত হইয়াছে।

এ স্থলে প্রথমে অপ্রাপ্ত্যাত্মক অযোগ বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে যে সিদ্ধ্যাখ্য যোগ, তাহা সেই রাজগণের সম্বন্ধেই বর্ণিত হইয়াছে—জরাসন্ধ বধের পর রাজগণ মুক্তি লাভ করিয়া দেখিলেন—

শ্রীকৃষ্ণ ঘনশ্যাম, তাঁহার পরিধানে পীতকৌষেয় বসন। তিনি শ্রীবৎস-চিহ্নযুক্ত, চতুর্ভুজ পদ্মগর্ভের ন্যায় অরুণবর্ণ নয়নবিশিষ্ট, প্রসন্ন বদন, স্ফূর্ত্তিশীল মকরকুণ্ডলে শোভমান, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কিরীট-হার-বলয় মেখলাদি-শোভিত। গ্রীবাতে দীপ্তিমান কৌস্তুভমণি এবং কণ্ঠে বনমালা লম্বিত।

শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে তাহাদের কারাবাসজনিত দুঃখ দূর হইয়াছিল। শরণাপত্তিতে পাপ বিনষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা মস্তকদ্বারা শ্রীহরির পাদপদ্মে প্রণামপূর্ব্বক অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান পুরঃসরঃ বাক্যদ্বারা হৃষীকেশের স্তব করিতে লাগিলেন।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-তিথিপূজা-বাসর-স্মরণে

ওঁ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহ-রূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব-ইতি নামিনে॥”

গুরু ঈশ্বর-স্বরূপ সর্ব্বদেবময়।
মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যে অবজ্ঞায় অপরাধ হয়॥
গুরুতে যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করে নরাধম।
তার মুখ নাহি দেখি দণ্ডে তারে যম॥

ভগবানে পরা ভক্তি যথা কৃত হয়।
সেই ভাবে গুরুপূজা তার কম নয়॥
সেইজন শ্রেষ্ঠ বন্ধু পিতা-মাতা হয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যেই প্রেমভক্তি দেয়॥
প্রতিজন্মে পিতামাতা পাইবে সকল।
হরি-গুরু-সেবা পাওয়া অতীব বিরল॥
কৃষ্ণ আছেন কোথায় কারো নাই জ্ঞান।
অবিদ্যা-পীড়িত জীব মায়াতে অজ্ঞান॥
বহু যোনি বহু জন্ম ঘোরে বহুকাল।
পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু-তাপ লভে বিশাল॥
পশু, পক্ষী, কীট জন্ম হয় কত কালে
মায়ার নফর হইয়া ফিরে মায়াজালে॥
এমত দুর্ম্মতি অন্ধ যে জীব-নিচয়।
চক্ষুদিয়া উদ্ধারেণ গুরু মহাশয়॥
বহু গুরু আছে বিশ্বে শিষ্য-বিত্তহারী।
বহু গুরু আছে বিশ্বে শিষ্য-চিত্তহারী॥
সদ্‌গুরু দুর্লভ ভাই ধরনী-মণ্ডলে।
তাহা লভ্য হয় জান বহু ভাগ্য-ফলে॥
গুরুপূজা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্ব-শাস্ত্রে কয়।
অগ্রে গুরু পূজি' পরে শ্রীকৃষ্ণ পূজয়॥
গুরুবিনা গতি নাই এ ভব-সংসারে।
গুরুবিনা পন্থা নাই কৃষ্ণ-ভজিবারে॥
গুরুবিনা শক্তি নাই মায়া তরিবারে।
গুরুবিনা কেহ নাই শান্তি আনিবারে॥
গুরু হন বুদ্ধিদাতা সংসার তরিতে।
গুরু হন জ্ঞানদাতা অজ্ঞান-খণ্ডিতে॥
গুরু হন চক্ষুদাতা শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে।
গুরু হন বিদ্যাদাতা নিগম বচনে॥

গুরু হন কর্ণাধার ভব-পারাবারে।
গুরু হন ভয়ত্রাতা মায়া-কারাগারে॥
গুরু হন উপদেষ্টা যাতে কৃষ্ণ পাই।
গুরু-কৃপায় ভবাগ্নি নিভে যায় ভাই॥
সেই গুরুদেব যদি না হন উদয়।
কি গতি হইবে জীবের কহনে না যায়॥
সেই গুরুদেব, করুণা প্রকাশিয়া জগতে।
কারারুদ্ধ মর্ত্ত্যজীবে পথ দেখাইতে॥
অপার করুণাময় কে বর্ণিতে পারে।
ভক্তিধারা প্রবাহিলে আনি এ সংসার॥

কি দিয়ে পূজিব আমি নাহি কিছু বল।
কি দিয়ে সেবিব মুই নাহিক সম্বল॥
কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, নাই যোগ-ধ্যান।
তপ নাই, জপ নাই, নাই সাধ্য-সাধন॥
শ্রদ্ধা নাই, ভক্তি নাই, নাই পুণ্য-বল।
হৃদয়টী পূর্ণ মোর শুধু হলাহল।
মহাপাপী, অপরাধী, কাম-ক্রোধে হত।
সেবাহীন, শঠ, দুষ্ট বিমুখ সতত॥
এমন নির্ম্মম আমি পাষাণ হৃদয়।
পুরীষের কীট হৈতে লঘিষ্ঠ নিশ্চয়॥
ঘৃণিত, নির্লজ্জ কেহ, আমা সম নাই।
জগতে পাবেনা খুজে দশ দিকে চাই॥
হেন পাতকীরে প্রভো! কৃপা বিতরিয়া।
চুলে ধরে স্থান দেন শ্রীচরণে নিয়া॥

আপনার অহৈতুকী কৃপাভিক্ষারিণী—
(শ্রীমতী) কমলা (বসু)
শ্রীরামপুর (হুগলী)।

স্কন্দপুরাণ-বিষ্ণুখণ্ডান্তর্গত

শ্রীবেঙ্কটাচল-মাহাত্ম্য

[২]

ব্যাস বলিলেন,—শৌনকাদি মহর্ষিগণ লোকরক্ষার জন্য পুণ্য নৈমিষারণ্যে দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ব্যাসশিষ্য বাগ্মী মহামতি রোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবা তথায় তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। পৌরাণিকোত্তম সূত-শৌনকাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্কন্দ-নামক দিব্য পুরাণ বর্ণন করেন। সূত পুরাণ-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে সৃষ্টি, লয়, বংশ, বংশানুচরিত, মন্বন্তর এবং তীর্থমাহাত্ম্য এইসকল বিস্তার রূপে বর্ণন করিতেছিলেন। পরে মুনিপুঙ্গবগণ তাঁহার মুখে তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সেই জিতেন্দ্রিয় সূতকে তীর্থবিষয়ক অন্যান্যকথা শ্রবণাভিলাষে জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সর্ব্বজ্ঞ, পুরাণার্থবিশারদ রোমহর্ষণ! আমরা মহীতলস্থিত গিরীন্দ্রগণের মাহাত্ম্য শ্রবণে অভিলাষ করি; অতএব হে মহাভাগ! গিরিনিকর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন।

সূত উত্তর করিলেন,—পূর্ব্বকালে আমি জাহ্নবীতীরে বসিয়া স্বীয় গুরু মুনিসত্তম ব্যাসসমীপে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। আমার প্রশ্নের উত্তরে গুরুশ্রেষ্ঠ ব্যাস আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন। ব্যাস বলেন,—"হে সূত! পূর্ব্বে দেবযুগে মুনিসত্তম নারদ নানারত্নে উপশোভিত সুমেরুশিখরে গমন করিয়া সেই শিখরমধ্যে বিপুল প্রভাবশালী দিব্য ব্রহ্মালয় সন্দর্শন করেন এবং তাহার তীরের উত্তরদিকে এক উত্তম পিপ্পল বৃক্ষ দেখিতে পান। ঐ বৃক্ষের উচ্চতা সহস্র যোজন এবং বিস্তৃতি তাহার দ্বিগুণ। ঐ পিপ্পলতরুমূলে নানারত্ন-সমাচিত এক দিব্য মণ্ডপ বিদ্যমান। ঐ মণ্ডপ সহস্র পদ্মরাগমণিস্তম্ভে অলঙ্কৃত, বৈদূর্য্য, মুক্তা ও মণিদ্বারা উহার স্বস্তিক-মালিকা (আলপনা) বিরচিত! উহা নবরত্নে সমাকীর্ণ ও দিব্য তোরণদ্বারা শোভিত; এবং সেই শুভ নবরত্নময় মণ্ডপ মৃগ ও পখীগণে আকীর্ণ। ঐ মণ্ডপের দ্বার পুষ্পরাগময় এবং গোপুর সপ্ত-ভূমিক; প্রদীপ্ত বজ্রমণিময় সুন্দর কপাটদ্বয়ে ঐ মণ্ডপ উত্তমরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে।

মহামুনি নারদ সেই দিব্য মুক্তানির্ম্মিত মণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৈদূর্য্য-নির্ম্মিত উচ্চ বেদীতে আরোহণ করিলেন এবং তন্মধ্যে আবার অষ্টপাদ-

সমন্বিত মুক্তা সমাকীর্ণ মহাদ্যুতিশালী অতীব উচ্চ এক সিংহাসন দর্শন করিলেন। ঐ সিংহাসনমধ্যে উজ্জ্বল কর্ণিকাবিশিষ্ট সহস্রদলশোভিত সহস্র চন্দ্রপ্রভার ন্যায় দিব্য এক শ্বেতপদ্ম বিদ্যমান। তাহার মধ্যে আবার অযুত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রভাবশালী কৈলাশপর্ব্বতাকার সুন্দর এক পুরুষ সমাসীন রহিয়াছেন ; তাঁহার শরীর, উঁহার চতুর্ব্বাহু ও মুখ মনোহর বরাহের মত ; ঐ পুরুষোত্তম হস্তচতুষ্টয়ে, শঙ্খ, চক্র, অভয় ও বর ধারণ করিতেছেন। উঁহার পরিধানে পীতবসন, লোচন আয়ত, কমলতুল্য ও পূর্ণেন্দুর ন্যায় সৌম্যদর্শন এবং সেই মুখাম্বুজ ধূপগন্ধময়। ঐ দেবের ধ্বনি সাম, মূর্ত্তি যজ্ঞ, তুণ্ড স্রুক্ এবং নাসিকা স্রুব ; উঁহার মস্তকে ক্ষীরসাগরের ন্যায় উজ্জ্বল কিরীট বিদ্যমান থাকিয়া মুখকান্তি সমধিক সম্পাদন করিতেছে। উঁহার বক্ষোদেশ শ্রীবৎস-শোভিত এবং উহাতে শুভ্র যজ্ঞসূত্র বিরাজিত ; ঐ বক্ষোদেশ সমুন্নত ও কৌস্তুভকান্তি সমুদ্ভাসিত হইয়াছে। ঐ দেব জাম্বুনদময় দিব্য সুন্দর রত্নাভরণে ভূষিত ; বিদ্যুন্মালাপরিক্ষিপ্ত শরৎকালীন মেঘের ন্যায় ঐ ভূষণ-সমূহে উঁহার ঔজ্জ্বল্য হইয়াছে। উঁহার পদতলে একটী পাদপীঠ ন্যস্ত রহিয়াছে এবং ঐ দেব সর্ব্বদা কটক, অঙ্গদ, কেয়ূর ও কুণ্ডল দ্বারা উজ্জ্বলরূপ ধারণ করিয়াছেন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ, অত্রি, মার্কণ্ডেয় ও ভৃগু প্রভৃতি অনেক মুনীশ্বর নিরন্তর উঁহার সেবা করেন ; ইন্দ্রাদি লোকপাল, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ এই দেবদেবের সমীপে আগমনপূর্ব্বক বিবিধ প্রণিপাতদ্বারা উঁহার সন্তোষ সাধন করিয়া থাকেন। দেবর্ষি নারদ সেই ধরাধারী দেবকে সন্দর্শন করিয়া দিব্য উপনিষদ দ্বারা উহাঁর স্তব করত পরম প্রীতিসহকারে তাঁহার সমীপে উপবেশন করিলেন।

এই সময় দিব্য দুন্দুভি নিনাদিত হইলে সখীগণসহ ধরিত্রীদেবী সেই দেবের সমীপে আগমন করিলেন। ঐ ধরিত্রীদেবী রত্ন-সমন্বিত সাগরাকার দিব্যবস্ত্রে শোভিত, সুমেরু ও মন্দরতুল্য স্তনদ্বয়ের ভারে নম্র, নব-দূর্ব্বাদলের ন্যায় শ্যামাঙ্গী এবং বিবিধ আভরণে ভূষিতা। ইলা ও পিঙ্গলা নামক সখীদ্বয় ধরিত্রীদেবীর সঙ্গে আগমন করিয়াছিল, তাহারা বহুবিধ পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া ধরিত্রীদেবীকে প্রদান করিল। দেবী ঐ সকল পুষ্প বরাহদেবের পাদমূলে বিকীরণ করিলেন এবং সেই দেবদেবকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বরাহদেবও দেবীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। অনন্তর প্রীতিপ্রবণমনা বরাহদেব পৃথিবীকে

কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বরাহ বলিলেন,—হে মহাদেবি! তোমাকে সুখবাহন শেষনাগের মস্তকে ন্যস্ত এবং তোমাতে ত্রিলোক ও তোমার সাহায্যকারী ধরাধরদিগকে রক্ষিত করিয়া আমি এখানে আগমন করিয়াছি; হে দেবি! তুমি কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ? পৃথিবী উত্তর করিলেন,—হে দেব! আমাকে পাতাল হইতে উদ্ধার করিয়া তুঙ্গ রত্নপীঠের ন্যায় সহস্রফণাশোভিত রত্নসমন্বিত অনন্তের মস্তকে স্থাপন করিয়াছেন। হে পুরুষোত্তম! আমার ধারণযোগ্য বিষ্ণুময় বহু পূত পর্ব্বতও আমাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন; এ সকলই সত্য, কিন্তু হে মহাবাহো! ঐ পর্ব্বত সকলের মধ্যে আমার শ্রেষ্ঠ আধার কে, তাহা আমাকে বলুন। বরাহ বলিলেন,—সুমেরু, হিমবান্, বিন্ধ্য, মন্দর, গন্ধমাদন, শালগ্রাম, চিত্রকূট, মাল্যবান, পারিযাত্রক, মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, সিংহগিরি, রৈবত, মেরুতনয় শ্রেষ্ঠ স্বর্ণময় অঞ্জন; হে বসুন্ধরে! এই শৈল-শ্রেষ্ঠগণ সকলেই তোমার উত্তম আধার। হে মাধবি! দেব ও ঋষিগণসহ আমি ইহাদের সেবা করিয়া থাকি। এক্ষণে ইহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান শৈলের বিষয় প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। শালগ্রাম, সিংহাদ্রি ও গন্ধমাদন ইহাঁরা সকলে শৈলশ্রেষ্ঠ এবং যেদিকে হিমালয়ের অবস্থান, ইহাঁরাও সেইদিকে অবস্থিত। হে বসুন্ধরে! এক্ষণে দক্ষিণ দিক্‌স্থিত শৈলসমূহের কথা কীর্ত্তন করিতেছি; অরুণাদ্রি, হস্তিশৈল এবং গৃধ্র এই সকল শৈলশ্রেষ্ঠ ক্ষীরনদীর সমীপস্থ। হস্তিশৈলের উত্তরে পঞ্চযোজন আয়ত সুবর্ণমুখরী নামে এক শ্রেষ্ঠ নদী আছে। তাহার উত্তর তীরে কামলাখ্য সরোবর বিদ্যমান এই সরোবরতীরে ভগবান্ হরি বিরাজ করেন। ইনি শুককে বরদান করিয়াছিলেন।

হরি এখানে কৃষ্ণ-বলরামরূপে একযোগে ভক্তের পীড়া নাশ করেন এবং অমল বৈখানস মুনিগণ নিত্য ইহাঁকে আরাধনা করিয়া থাকেন। কমলাখ্য সরোবরের উত্তরে একটী মনোরম কানন-ভূমি বিদ্যমান; ইহা ক্রোশদ্বয়-পরিমাণ এবং হরিচন্দনশোভিত। তথায় শ্রীবেঙ্কটাচল নামে বাসুদেবের এক উত্তম আলয় আছে। এই শৈলেন্দ্রের বিস্তার সপ্তযোজন ও উচ্চতা এক যোজন। হে দেবি! ইহার আয়ত সানুদেশ স্বর্ণ ও রত্নময়; ইন্দ্রাদিদেবগণ বশিষ্ঠাদি মুনীশ্বর সকল, সিদ্ধ, সাধ্য, মরুৎ, দানব, দৈত্য, রাক্ষস এবং রম্ভাদি অপ্সরাগণ—নিয়ত এই পর্ব্বতে বাস করেন। নাগ, গরুড় ও কিন্নরগণ এখানে সতত অধিষ্ঠিত থাকিয়া তপস্যা করেন। হে মাধবি!

এখানে পুণ্যদর্শন বিবিধ দিব্য সরোবর বিরাজিত রহিয়াছে। হে দেবি! তত্রত্য নিখিল তীর্থের যে তীর্থ প্রধান, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। চক্রতীর্থ, দেবতীর্থ, আকাশগঙ্গা, পাপনাশন, কুমারধারিকা, পাণ্ডবতীর্থ ও স্বামিপুষ্করিণী—নারায়ণগিরির এই সাতটী তীর্থই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হয়। হে দেবি! এই সাতটী তীর্থের মধ্যে শোভনা স্বামিপুষ্করিণীই শ্রেষ্ঠ। ইহার পশ্চিমতীরে আমি তোমার সহিত একত্র বাস করি। ইহার দক্ষিণতীরে জগৎপতি শ্রীনিবাস বাস করেন। হে সাগরাম্বরে! এই স্বামিপুষ্করিণীতীর্থ গঙ্গাদি সকল তীর্থের তুল্য। এই ত্রিলোকে যে সকল তীর্থ, সরোবর ও নদী বিদ্যমান—এই স্বামিপুষ্করিণীই তৎসকলের উপর প্রভুত্ব লাভ করিয়াছে। পুণ্য স্বামিপুষ্করিণীকে সেবা করিবার জন্য এই দিব্য ভূধরে যে সকল তীর্থ বাস করেন, সম্প্রতি তাঁহাদিগের সংখ্যা কীর্ত্তন করিতেছি। এই পাবন ভূধরোত্তম বেঙ্কটাচলে ষট্‌ষষ্টিকোটি তীর্থ বিদ্যমান। হে বসুন্ধরে! ইহার মধ্যে ছয়টী অত্যন্ত প্রধান। অবশিষ্ট পঞ্চতীর্থরাজের মধ্যে আবার গর্ভের ন্যায় তুম্বতীর্থ শ্রেষ্ঠ। এই ভূধরোত্তমে স্নান করিলে গর্ভবাসভয় বিধ্বংস হয়। ধরণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহাবাহো! আপনি এই মহীধরে যে ছয়টী তীর্থের কথা বলিয়াছেন, এক্ষণে তাহার মাহাত্ম্য এবং ঐ তীর্থসেবার কাল ও বিধি কীর্ত্তন করুন। হে ভূধর! ঐ তীর্থসমূহে মানব স্নান করিলে যে-সকল ফল লাভ করে, তাহাও বলুন। বরাহ উত্তর করিলেন,—হে মাধবি! নারায়ণাদ্রির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দেব, ঋষি ও সনকাদি বিদ্বান যোগিগণ বলিয়া থাকেন,—সত্য যুগে অঞ্জনাদ্রি, ত্রেতায় নারায়ণগিরি, দ্বাপরে সিংহশৈল এবং কলিতে শ্রীবেঙ্কটাচল—এই সকল পরমাত্মার আলয়।

সহস্র যোজন ব্যবধানে কিংবা দ্বীপান্তরে থাকিয়াও মানব যদি ভক্তিপূর্ব্বক এই ভূধরের উদ্দেশে প্রণাম করে, তবে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। এক্ষণে ঐ ভূধরস্থিত ছয়টী তীর্থের মাহাত্ম্য ও সেবাকাল কীর্ত্তন করিতেছি। হে ভদ্রে! সাবধানে সর্ব্বপাপপ্রণাশন এই তীর্থকথা শ্রবণ কর। হে বসুন্ধরে! রবির কুম্ভরাশিতে অবস্থান-কালে ফাল্গুনী পূর্ণিমা কিংবা মঘানক্ষত্রযুক্ত মাঘীপূর্ণিমা মহাতিথিতে এই অমল ভূধরেন্দ্রস্থিত কুমারধারিকানামক সরোবর অতীব লোকপাবন হন। এখানে অগ্নিসম্ভব পার্ব্বতীনন্দন কার্ত্তিকেয় শ্রীনিবাস কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া দেবসেনা সমভিব্যাহারে বিরাজ করেন। যে-ব্যক্তি মধ্যাহ্নকালে এই তীর্থে স্নান করে,

তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। হে জগদ্ধাত্রি! দ্বাদশ বৎসর নিয়মপূর্ব্বক গঙ্গাদি তীর্থসমূহে স্নান করিলে যে ফল, এই তীর্থে স্নান করিলেও তাহার সমান ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি এই তীর্থে শক্তি অনুসারে দক্ষিণাসহ অন্নদান করে, স্নানে যে ফল কথিত হইয়াছে, অন্নদানেও তাহার সেই ফল প্রাপ্তি ঘটে। হে দেবি! যে ব্যক্তি রবির মীনরাশিতে অবস্থানকালে উত্তর-ফল্গুনীযুক্ত পৌর্ণমাসীতে চতুর্থ অর্থাৎ কুতপাদি কালে বেঙ্কটগিরি-গুহাস্থিত পঞ্চতীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুম্বতীর্থে স্নান করে, তাহার আর গর্ভবাস হয় না। যে ব্যক্তি সূর্য্য মেষস্থিত হইলে চিত্রানক্ষত্রসংযুক্ত পূর্ণিমা তিথিতে পূত প্রাতঃকালে আকাশগঙ্গা-নাম্নী নদীতে স্নান করে, তাহার মোক্ষ লাভ হয়। ভাস্কর বৃষস্থিত হইলে কিংবা রবিবারসংযুক্ত বৈশাখী দ্বাদশীতে অথবা শুক্ল কিংবা কৃষ্ণপক্ষের মঙ্গলবারযুক্ত দ্বাদশী তিথিতে পুষ্যা কিংবা হস্তানক্ষত্র যুক্ত হইলে যে ব্যক্তি সঙ্গবকালে পাণ্ডবতীর্থে স্নান করে, তাহার ইহকালে দুঃখ দূর হয় এবং পরকালে সুখপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে মহাভাগে! শুক্ল কিম্বা কৃষ্ণ-পক্ষের রবিবারযুক্ত সপ্তমী, পুষ্যা কিম্বা হস্তানক্ষত্রসংযুক্তা হইলে যে-ব্যক্তি নিয়মপূর্ব্বক ভূধরেন্দ্র বেঙ্কটাচলের মস্তকস্থিত পাপনাশন নামক তীর্থে স্নান করে, সেই নরোত্তম কোটিজন্মার্জ্জিত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।

দেবি! এক্ষণে অনন্ত মহাগিরির পরম গুহ্য দৈবতীর্থের বিষয় শ্রবণ কর। এই গিরিতে আমার এক দিব্য আলয় আছে। ঐ আলয়ের বায়ব্য দিক্‌স্থিত শিখরে গুহাগহ্বরে এই বিখ্যাত দেবতীর্থ বিদ্যমান এবং ইহার ক্ষুদ্রতট বিশেষ শোভা-সম্পন্ন। দেবি! এই পুণ্যতম দৈবতীর্থের স্নানকাল তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। গুরুবারে পুষ্যানক্ষত্রের যোগে, ব্যতীপাতে কিম্বা সোমবার শ্রবণানক্ষত্রে স্নান করিলে যে ফললাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর। এই পূত দৈবতীর্থে স্নানকারীর জ্ঞান কিম্বা অজ্ঞানকৃত যে-সকল পাপ, তৎসমস্তই বিনষ্ট হয় এবং দৈবতীর্থে মজ্জনকারীর অন্যান্য পুণ্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পুত্র-পৌত্রসমন্বিত হইয়া দীর্ঘ আয়ু লাভ করে এবং অন্তে স্বর্গে গমন করিয়া তারপর চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়। হে দেবি! ঐ দিনে যে-ব্যক্তি অন্নদান করে, সে চিরকাল অন্নদাতা হয়। হে বসুন্ধরে! তোমার নিকট যে-সকল কথা কহিলাম, ইহা অতি গোপনীয়। ব্যাস বলিলেন,—এই সকল শ্রবণ করিয়া দেবী পৃথিবী অত্যন্ত প্রীতিমতী হইলেন এবং বহু ইষ্ট বাক্য দ্বারা ধরণীধরের আরাধনা করিলেন। ধরণী বলিলেন,—হে দেবদেবেশ, বরাহবদন

অচ্যুত ! আপনাকে নমস্কার। হে ক্ষীরসাগরপ্রভ, বজ্রশৃঙ্গ, মহাভুজ ! আপনি কল্পের আদিতে সাগরজল হইতে আমার উদ্ধারসাধন করিলে আমি সহস্রবাহু দ্বারা সমগ্র জগৎ ধারণ করি। হে বিষ্ণো ! আপনি অনেক দিব্য আভরণে ভূষিত, আপনার বক্ষে যজ্ঞসূত্র বিরাজিত, আপনার পরিধানে অরুণ বসন, আপনি দিব্য রত্নে বিভূষিত এবং আপনার পাদপদ্ম উদীয়মান ভাস্করের ন্যায় আভা-সমন্বিত ; হে দেব ! আপনাকে নমস্কার। আপনার দংষ্ট্রাগ্র বালচন্দ্রের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, আপনি মহাবলপরাক্রম ; দিব্য চন্দনে আপনার অঙ্গসকল লিপ্ত হইয়াছে ; আপনার কুণ্ডলযুগল তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়, আপনার দ্যুতি ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় ও স্বর্ণাভরণে আপনার শরীর বিভূষিত। হে মহাবল ! আপনি বজ্রের ন্যায় দংষ্ট্রাগ্র দ্বারা হিরণ্যাক্ষকে বিদীর্ণ করিয়াছেন। আপনার লোচনযুগল কমলের ন্যায় মনোরম ; আপনি সামনিস্বন দ্বারা মন হরণ করেন। হে সর্ব্বাত্মন্ ! বেদের যে শীর্ষস্থান, তাহারও তুমি ভূষণস্বরূপ এবং তোমার বিক্রম অতীব মনোজ্ঞ। হে আয়তলোচন ! চতুরানন ও শম্ভু কর্ত্তৃক তুমি পূজিত হও, তোমার আকার সর্ব্ববিদ্যাময় ; তুমি শব্দাতীত ; তোমাকে নমস্কার। তুমি আনন্দের নিলয় ও কালেরও কাল, তোমাকে নমস্কার। অচলা পৃথ্বীদেবী এইরূপে স্তব করিয়া বিভুর পাদদ্বয় বন্দনা করিলেন। তখন দেবীকে বন্দনা করিতে দেখিয়া বিভু বিষ্ণুর লোচন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি ধরণীদেবীকে বাহুদ্বারা উত্তোলনপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার আনন আঘ্রাণ করিয়া তাঁহাকে বামাঙ্কে স্থাপন করিলেন। অনন্তর মহীপতি বিষ্ণু নারদাদি মুনীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া গরুড়ারোহণে বৃষভাচলে গমন করিলেন। স্বামিপুষ্করিণীর লোকপূজিত পশ্চিমতীরে বরাহবদন দেব বিষ্ণু বিদ্যমান, সেখানে ব্রহ্মতুল্য মহাভাগ মহাত্মা বৈখানস মুনীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক এই বরাহবদন পূজিত হন।

ব্যাস বলিলেন,—হে সূত ! পূর্ব্বকালে নারদ সেই স্থান দর্শন করিয়া মুনিগণকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, আমি সেই মুনিগণের সভায় থাকিয়া তাহা শুনিয়াছিলাম। হে সূত ! তুমি যে আমাকে ধরণীধর অচলগণের মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এ বিষয় নারদের মুখে আমি যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই আমি যথাবৎ বলিলাম। হে সূত ! যে ব্যক্তি আমাদের এই পূতধর্ম্মসংবাদ—দেবতা, ব্রহ্মজ্ঞ কিংবা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণাভিলাষী যে কোন জাতীয় মানবগণের সমক্ষে পাঠ করে, সে ব্যক্তি পুত্রপৌত্র-সমন্বিত হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে

সমর্থ হয় এবং যাঁহারা শ্রবণ করেন, তাঁহাদেরও অভিষ্ট লাভ হইয়া থাকে। সূত বলিলেন,--মুনিজনসেবিত ভগবান্ ব্যাস আমাকে এইরূপই বলিয়াছিলেন, পুরাকালে গুরু কৃষ্ণদ্বৈপায়নসমীপে আমি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, হে মুনীশ্বরগণ! আপনাদের নিকট আমি তদ্রূপই বলিলাম। অনন্তর নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ সূতের মুখে এবম্বিধ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক প্রীত হইয়া পুনরায় তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! এই ক্ষিতি-তলে যে-সকল পুণ্য পর্ব্বত আছে তন্মধ্যে অতিপবিত্র মহীন্দ্রনামক মহীধরের পাপহর মোক্ষফল-প্রদায়ক মাহাত্ম্য আপনি আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর বরাহদেব ধরণীর সহিত বৃষাচলে গমন করিয়া ধরিত্রীকে কি বলিয়াছিলেন, হে মহামতে! তাহা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন।

রামচন্দ্রপুরী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১২ পৃষ্ঠার পর]

তথাকথিত সমন্বয়বাদিগণ বলিতে পারেন, "যাঁহারা চিদ্‌বিলাস স্বীকার করেন, তাঁহারাও ধার্ম্মিক, আর যাঁহারা চিদ্‌বিলাস-বিরোধ করেন, তাঁহারাও ধার্ম্মিক!" এই সকল গোঁজামিল-দেওয়া সম্প্রদায়ের অন্তর বিশ্লেষণ করিয়া দেখুন যে, তাহাদের নিন্দার তৌলদণ্ড কার্য্যতঃ চিদ্‌বিলাস-বিরোধের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বাহিরে তাহাদের নিরপেক্ষতার মৌখিকতা কেবল কপটতার আত্মরক্ষার একটি কৌশলপূর্ণ কবচ-মাত্র। যদি তাহারা চিদ্‌বিলাসের নিন্দকই না হইবেন, তবে কিরূপেই বা মুহূর্ত্তের জন্য অচিদ্‌বিলাস বা চিদ্‌বিলাস-বিরোধের ঈষৎ আভাসকেও সহ্য করিতে পারেন? কিন্তু মায়ার এমনই উন্মাদিনী ইন্দ্রজাল-শক্তি যে, জগতের গণগড্ডলিকা ঐরূপ কপট-নিন্দকগণকেই অধিকতর উদার, নিরপেক্ষ ও অনিন্দক বলিয়া বিবেচনা করেন এবং যাঁহারা প্রকৃত অন্তরে-বাহিরে নির্ম্মৎসর, সেই চিদ্‌বিলাস-সেবক ভাগবতগণকে অন্যরূপ ধারণা করিয়া থাকেন। জীবের বহু সৌভাগ্য-ফলে চিদ্‌বিলাসের ঐরূপ ভীষণ প্রচ্ছন্ন শত্রু সমন্বয়বাদিগণের কবল হইতে উদ্ধার লাভ হয়।

সদ্‌গুরুর নিষ্কপট অনুগত শিষ্য ও কপট স্বতন্ত্র শিষ্যব্রুবের পার্থক্য

সদ্‌গুরুকুলের আদর্শ শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্রপুরিপাদের পাদপদ্ম তাঁহার একটি প্রকৃত নিষ্কপট শিষ্য ও আর একটি কপট শিষ্যব্রুবের উদাহরণ-জগতে উদ্‌ঘাটন-পূর্ব্বক উভয়বিধ ব্যক্তির পার্থক্য সম্বন্ধে এক মহতী শিক্ষা জগতে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রের নিষ্কপট বিশ্রম্ভ-শিষ্যগণের অন্যতম ছিলেন—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী,--যাঁহার নিকট স্বয়ং কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব শিষ্য-লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন।

অতিমর্ত্ত্য মহাভাগবতগণ বহির্ম্মুখলোকদিগকে বঞ্চনা ও সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণের সেবা-সুযোগ প্রদানের জন্য স্ব-লীলায় ভজনসুখে থাকিয়াও বাহ্যে ব্যবহারিক আময় বা দুঃখাদি প্রকাশ করেন। উহাও তাঁহাদের অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-ভজনের প্রকার-বিশেষ। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু রামচন্দ্রপুরী শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি-নিবন্ধন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তাই যখন শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরিপাদ তাঁহার অন্তর্ধানের পূর্ব্বে আময়লীলা প্রকাশ করিলেন, তখন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী নিজ-গুরুর বিশ্রম্ভ-সেবা হইতে দূরে থাকিলেন না। মর্ত্ত্যবুদ্ধিবিশিষ্ট প্রাকৃত জীবগণের হৃদয়ে যে-দৃশ্য বা যে-সেবায় সেব্যের প্রতি প্রাকৃত-বুদ্ধি আনিয়া দেয়, শ্রীল মাধবেন্দ্রপাদ সেইরূপ দৃশ্য প্রকাশ করিয়া নিজ-শিষ্যের নিষ্কপটতা পরীক্ষা করিলেন। তাহাতে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবা-সৌন্দর্য্যানুরাগ আরও উজ্জ্বলতরা নিষ্ঠাযুক্ত মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইল। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভুর ভাষায়—

ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদ-সেবন।
স্বহস্তে করেন মল-মূত্রাদি মার্জ্জন॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ॥
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বর দিলা—"কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন"।
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী 'প্রেমের সাগর'।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্বনিন্দাকর॥
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী দুইজনে।
এই দুইদ্বারে শিখাইল জগজনে॥

জগদ্‌গুরু মাধবেন্দ্র করি' প্রেম দান।
এই শ্লোক পড়ি' তেঁহো করিলা অন্তর্ধান॥
অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥
এই ত' শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেম করে উপদেশ।
কৃষ্ণের বিরহ, ভক্তের ভাববিশেষ॥
পৃথিবীতে রোপণ করি' গেলা প্রেমাঙ্কুর।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ—চৈতন্য ঠাকুর॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮ম পঃ)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব জ্বলন্ত ভাষায়ই শ্রীঈশ্বরপুরী ও রামচন্দ্রপুরীর চরিত্রের পার্থক্য, নিষ্কপট গুরুসেবক ও কপট, নিন্দক, স্বতন্ত্র শিষ্যব্রুবের আদর্শদ্বয় সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। সদ্‌গুরু-পাদপদ্মের নিষ্কপট শিষ্য ও স্বতন্ত্র শিষ্যাভিনয়কারীর এইরূপ আদর্শ সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং যাহারা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হইয়া শিষ্যব্রুব বা শিষ্যাভিনয়কারীর স্বতন্ত্র চরিত্র-দর্শনে উহার হেয়তা সদ্‌গুরুপাদপদ্মে আরোপ করিতে চাহেন বা সদ্‌গুরুপাদপদ্মকে খারিজ করিয়া অসদ্‌গুরু কিম্বা গুরুব্রুব-সম্প্রদায়ের সহিত সদ্‌গুরুকে সমস্তরে স্থাপন করিতে চাহেন, তাহারাও রামচন্দ্রপুরীর আদর্শেরই কোন না কোনরূপ পক্ষপাতী। সদ্‌গুরু স্বতন্ত্র শিষ্যব্রুবকে বর্জ্জন করেন—সংশোধনার্থ পুনঃ পুনঃ সুযোগ প্রদান করিবার পরও স্বতন্ত্রতা ও পাষণ্ডতার স্রোতে প্রধাবিত হইলে ঐরূপ স্বতন্ত্র বিপথগামী শিষ্যকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু অসদ্-গুরু বা গুরুব্রুব অবৈধ ও স্বতন্ত্র শিষ্যব্রুবের দ্বারে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক বা কোনও না কোনও ভাবে তাহার মুখাপেক্ষী ও অধীন থাকায় ঐরূপ শিষ্যব্রুবের স্বতন্ত্রতা বা পাষণ্ডতার বিরুদ্ধে কোন অভিমত প্রকাশে সাহসী হন না; পরন্তু কোনও না কোনও প্রকারে ঐরূপ পাপী, অপরাধী ও পাষণ্ড শিষ্যব্রুবের পাপ-পাষণ্ডতাদির দায়ভাগী হইয়া থাকেন।

অসদ্‌গুরু বা গুরুব্রুবের শিষ্য কোনও দিনই মঙ্গললাভ করিতে পারে না। অসদ্‌গুরু ও সদ্‌গুরু আশ্রয়ের পার্থক্য এই যে, অসদ্‌ব্যক্তি 'গুরু'র সজ্জায় যে-পথ দেখাইয়া দেন, তাহা বিপথ, কুপথ বা সম্পূর্ণ বিপরীত পথ; আর সদ্‌গুরু যে-পথ প্রদর্শন করেন, তাহা একমাত্র রাজকীয় সুপথ। মনে করুন, আমাকে পূর্ব্বদিকে যাইতে হইবে; এক ব্যক্তি ঠিক পশ্চিম দিককে 'পূর্ব্বদিক' বলিয়া

আমাকে দেখাইয়া দিলেন, আর আমি সেই ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া খুব দ্রুতবেগে হাটিতে থাকিলাম এবং অচিরেই আমার অভীষ্ট স্থানে উপনীত হইব, প্রত্যয় করিলাম ; কিন্তু আমার ঐরূপ অন্ধবিশ্বাস এবং নিষ্ঠার সহিত পদব্রজে চলিবার প্রভূত ক্লেশ-স্বীকার-সত্ত্বেও আমাকে পূর্ব্বদিকের ঠিক বিপরীত পশ্চিমদিকে অর্থাৎ প্রতি-পদ-বিক্ষেপের সহিত পূর্ব্বদিক হইতে ক্রমাগত দূরেই সরিয়া পড়িতে হইল। উক্ত পথ-প্রদর্শকের কথায় যত বিশ্বাস করিয়া পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে থাকিলাম, পূর্ব্বদিক ততই দূরে অর্থাৎ আমার অভীষ্ট গন্তব্যস্থান ততই দূরে পতিত হইতে থাকিল। আর অন্য একটি ব্যক্তিকে আমার অভীষ্ট গন্তব্য পূর্ব্বদিকের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি ঠিক পূর্ব্বদিকই দেখাইয়া দিলেন ; কিন্তু আমি আমার আলস্য বা স্বতন্ত্রতা বশতঃ অথবা 'উহা পূর্ব্বদিক্ নহে'—এইরূপ সন্দেহ করিয়া কিংবা অপর বিপথগামী বা দুষ্টব্যক্তির পরামর্শে কল্পনা করিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট প্রকৃত পথে অগ্রসর হইলাম না ; অথবা অল্প অগ্রসর হইয়াই পথে বসিয়া পড়িলাম। প্রথমোক্ত উদাহরটী গুরুব্রুবের শিষ্যাভিমানীর সম্বন্ধে প্রযোজ্য, আর দ্বিতীয় উদাহরটী সদ্‌গুরুর শিষ্যাভিনয়কারীর সম্বন্ধে কতকটা প্রযুক্ত হইতে পারে। যিনি প্রথম দৃষ্টান্তের বিষয় হইলেন, তিনি চিরতরে বিপথের দিকেই চলিলেন, আর শেষোক্ত উদাহরণে সদ্‌গুরু প্রকৃত পথ দেখাইলেন, কিন্তু শিষ্য তাঁহার ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন না—কিংবা অল্প অগ্রসর হইয়া দুষ্ট লোকের সংসর্গ-ফলে আর চলিলেন না।

সুতরাং গুরুব্রুব-সম্প্রদায়ের প্রতি যে-সকল অসদ্-ব্যক্তির পক্ষপাতিত্বের তৌলদণ্ড অধিক নমিত হয়, সেই সকল অসদ্‌ব্যক্তিগণের যুক্তি ও পরামর্শ অবলম্বন-পূর্ব্বক যাহারা মনে করেন, "যখন সদ্‌গুরুর শিষ্য (?) হইলেও জীবের অসুবিধা হয়, তখন গুরুব্রুব বা কৌলিক, লৌকিক প্রাকৃত গুরুগণের আশ্রয় করাই ভাল ! সকলই যখন শিষ্যের উপর নির্ভর করে, তখন আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইন্ধন-সরবরাহকারী—আমাদের ইন্দ্রিয়প্রিয় রুচির অধীন কোনও ব্যক্তিবিশেষকে 'গুরু' সাজাইয়া আমরা নিজেরা ভাল (?) হইলেই এবং সেইরূপ কল্পিত গুরুর (?) অসম্পূর্ণতা পূরণ-কল্পে আমাদের ইন্দ্রিয়-তোষণপর রুচির অনুকূল আর একটি দ্বিতীয় কল্পিত শিক্ষাগুরু (?) অবলম্বন করিলেই ত' আমাদের যাবতীয় স্বতন্ত্রতা ও প্রতিষ্ঠা সংরক্ষিত হইল।"

রামচন্দ্রপুরীর সহিত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর চরিত্রের পার্থক্য-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরিপাদের স্বহস্তে শ্রীগুরুদেবের সেবার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে যাহারা তথাকথিত সমন্বয়বাদিগণের চেষ্টার সহিত সমান জ্ঞান করিবেন, তাহারা বঞ্চিত হইবেন। আধুনিক তথাকথিত সমন্বয়বাদিগণ বা কর্ম্মবাদিগণ বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের মল-মূত্রাদির সেবক হইয়া যে মেথর-মুদ্দাফরাসের দ্বিতীয় সংস্করণরূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং উহাকেই 'সেবা,' 'পরোপকার,' 'চিত্তশুদ্ধি' বা 'সিদ্ধি'-লাভের সোপান মনে করেন, মহাভাগবতশিরোমণি জগদ্‌গুরু শ্রীল মাধবেন্দ্র প্রভুর প্রতি শ্রীল ঈশ্বরপুরিপাদের সেবা সে-জাতীয় নহে। শ্রীল ঈশ্বরপুরী কখনও বা কোনও দিনই কোনও বহির্ম্মুখ কর্ম্মী বা মর্ত্ত্য কর্ম্মফলবাধ্য জীবের কোন পরিচর্য্যা করিতে যান নাই কিংবা উহাকে সেবার আভাসও বলেন নাই বা কোন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিও তাহা বলিতে পারেন না। কর্ম্মফলবাধ্য জীবের সেবকগণ বিভিন্ন নামে পরিচিত। কুকুরের সেবক 'ভাঙ্গি,' ঘোড়ার সেবক 'সহিস' প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। কর্ম্মি-সম্প্রদায় আপনাদিগকে যে কর্ম্মফলে স্পৃহাহীন, নিঃস্বার্থ সেবক প্রচার করিয়া ঐরূপ তথাকথিত সাময়িক, অসম্পূর্ণ ও মন্দোদয় লোকহিতকর কার্য্যের অভিনয়ে চিত্তশুদ্ধি-আকাঙ্ক্ষা-পূর্ব্বক পরিণামে নাস্তিকতার পূর্ণ আহবে আত্মাহুতি প্রদান করেন, সেইরূপ কপটতা কখনই শ্রীঈশ্বরপুরিপাদের ঐকান্তিকী গুরুসেবা, মহাভাগবত-সেবা বা কৃষ্ণের প্রিয়তম অতিমর্ত্ত্য গুরুদেবের সেবার সহিত সমজাতীয় নহে।

বহির্ম্মুখ মর্ত্ত্যজীবের মল-মূত্রাদি মার্জ্জন করিয়া জীবের কখনও আত্যন্তিক বা নিত্য কল্যাণ হয় না। ঐরূপ সেবক ও সেব্য উভয়েই পারমার্থিক মঙ্গল হইতে দূরে অবস্থান করা স্বাভাবিক। সৎকর্ম্মি-সম্প্রদায় ঐরূপ কার্য্যদ্বারা কুকর্ম্মি-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং উহার দ্বারা যে দৈহিক, সাময়িক মন্দোদয় প্রতিকার হয়, তাহাকেই বহুমানন করেন। বস্তুতঃ জীবকে যদি হরিভজনে প্রবৃত্ত করান যায় এবং হরিভজনে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণের জন্য যাবতীয় পরিচর্য্যাদির চেষ্টায় নিয়োগ করা যায়, তবেই উহা ভগবদ্ভক্তির অনুকূল হওয়ায় কর্ম্মবাদের প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার কবল হইতে উদ্ধৃত হইয়া নিত্য কল্যাণের পথে অভিযান আরম্ভ করিতে পারে; আর যদি সেই সকল পরিচর্য্যা ও সেবাচেষ্টা কোনও মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ গুরু-বৈষ্ণবে প্রযুক্ত হয়, তবে তদ্দ্বারা সাক্ষাৎ ভগবৎসেবা লাভ হয়।

বহির্ম্মুখের মলমূত্র-বিসর্জ্জনাদি দূরে থাকুক, এমন কি, তাহাদের উন্নতাঙ্গের ক্রিয়াসমূহ অর্থাৎ তাহাদের মস্তিষ্কজাত চেষ্টা-সমূহও হরিসেবায় প্রযুক্ত না হওয়ায় তাহা নিরয়েরই ব্যসন-বৈচিত্র্য বলিয়া সুধীসমাজে সিদ্ধান্তিত হয়। আর মহাভাগবত ভগবৎসেবকগণ—সমর্পিত সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বক্ষণ একান্ত কৃষ্ণানুশীলন করেন বলিয়া, তাঁহাদের মলমূত্রাদি-বিসর্জ্জনের অভিনয়ও কৃষ্ণসেবা-সাধক। বহির্ম্মুখগণ মল-মূত্রাদি বিসর্জ্জন করিয়া সুস্থ ও স্বচ্ছন্দচিত্তে অধিকতর ভোগে, নাস্তিকতায়, বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে লিপ্ত হয়, আর মহাভাগবতগণ কৃষ্ণসেবার প্রতিকূলতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অধিকতর উদ্যমে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং মহাভাগবত বৈষ্ণবের জন্য আমাদের যে সকল সেবাচেষ্টা নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক, সেই সকল সেবা যেন বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের প্রতি ধাবিত হইয়া আমাদিগকে চিজ্জড়সমন্বয়বাদি-গণের ন্যায় ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানে বিরোধের প্রচ্ছন্ন আত্মপাতকের যূপকাষ্ঠে পাতিত না করে।

গুরু ও বৈষ্ণবের শ্রীচরণে অপরাধ ও তাঁহাদের নিন্দায় নির্ব্বন্ধ হইলে কিরূপে সেই অপরাধ শ্রীপরমেশ্বর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়, তাহার আদর্শ আমরা রামচন্দ্রপুরীর উদাহরণে দেখিতে পাই। রামচন্দ্রপুরী গুরুকে উপদেশ দিতে গিয়াছিলেন, অতিমর্ত্ত্য গুরুর অপ্রাকৃত দৈন্যময় বিপ্রলম্ভ-বিচার অপেক্ষা মায়াবাদীর সম্ভোগ-বিচার ও আত্মম্ভরিতা সিদ্ধাবস্থার অধিকতর নিদর্শন মনে করিয়াছিলেন, ভোগ-চক্ষে বৈষ্ণবগণকে বৈরাগ্যহীন ও উদর-লম্পটরূপে দর্শন করিয়া নিজকে বৈরাগী ও আদর্শত্যাগী ভাবিয়াছিলেন, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের চরণে এই সকল অপরাধের বীজ ক্রমে ক্রমে অঙ্কুরিত হইতে হইতে মহামহীরুহে পল্লবিত হইয়া উঠিল, অবশেষে অপরাধমত্তহস্তী শ্রীভগবৎপাদপদ্মকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নীলাচলে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণলীলানুসন্ধান-লীলা প্রকাশ এবং ভক্তগণকে নানাবিধভাবে কৃপা বিতরণ করিতেছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রপুরীর সেদিকে দৃষ্টি নাই। নিখিল প্রতিষ্ঠাপতি ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্কানুসরণকারিণী প্রতিষ্ঠার কথা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রপুরীর হৃদয়ে মৎসরতার সঞ্চার হইয়াছিল। তাই তিনি সর্ব্বক্ষণ মহাপ্রভুকে মর্ত্ত্য-মানব-জ্ঞান করিয়া মহাপ্রভুর সর্ব্বকার্য্যে ছিদ্রানুসন্ধান করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিলেন,—

"প্রভুর স্থিতি, রীতি, ভিক্ষা, শয়ন, প্রয়াণ।
রামচন্দ্রপুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান ॥
প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল।
ছিদ্র চাহি' বুলে, কাহাঁ ছিদ্র না পাইল ॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত। ৮ম পঃ)

শ্রীল মধ্বাচার্য্যপাদ বলিয়াছেন,—
"মণিময় মন্দির-মধ্যে পশ্যতি পিপীলিকা ছিদ্রম্ ॥"

মসৃণ মণিময়-মন্দিরে ছিদ্রের কোনই অবকাশ বা অস্তিত্ব নাই, তথাপি পিপীলিকার স্বভাব এই যে, সেখানেও ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া থাকে। রামচন্দ্রপুরীর আচরণও সেইরূপই হইয়াছিল। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোনও ছিদ্র না পাইয়া অবশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভক্তগণ ভক্তির সহিত যে ভিক্ষা প্রদান করেন, তাহার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের ও শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের সম্বন্ধে রামচন্দ্রপুরীকে 'গুরুবুদ্ধি' করিয়া যথাযোগ্য সম্ভ্রম, সম্মানাদি প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু রামচন্দ্রপুরী কেবল মহাপ্রভুর ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেন এবং "শ্রীমন্মহাপ্রভু 'সন্ন্যাসী' হইয়া অত্যধিক মিষ্টান্ন ভক্ষণ করেন, নানাপ্রকারচর্ব্ব্য-চূষ্যাদি সামগ্রী আহরণ করেন, ঐরূপ ভোগী উদর-লম্পট সন্ন্যাসীর কিরূপে ইন্দ্রিয়-সংযম হইবে ?" —এরূপ নানা হিতাকাঙ্ক্ষীর ছলনা দেখাইয়া সকল লোকের নিকট মহাপ্রভুর নিন্দা প্রচার করিতেন। মহাপ্রভু কি করেন, কোন্ কোন্ দোষকর কার্য্য করেন, তাহা পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করিবার জন্য রামচন্দ্রপুরী প্রত্যহ মহাপ্রভুর নিকট আসিতেন। রামচন্দ্রপুরী যে মহাপ্রভুর নিন্দা করিয়া বেড়ান, ইহা মহাপ্রভু জানিতেন, তথাপি তিনি পুরীকে সবিশেষ সম্ভ্রম প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত হইতেন না।

একদিন প্রাতঃকালে রামচন্দ্রপুরী ঐরূপ বুদ্ধি লইয়াই নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাসাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ" ন্যায়ে ছিদ্রান্বেষী ছিদ্র না থাকিলেও সর্ব্বত্রই ছিদ্র দর্শন করেন। রামচন্দ্রপুরী দেখিতে পাইলেন, প্রভুর গৃহে কতকগুলি পিপীলিকা বিচরণ করিতেছে। পিপীলিকা নিজ স্বভাববশতঃ সর্ব্বত্রই ঐরূপ বিচরণ করিয়া থাকে, অনেক সময় মিষ্টদ্রব্যাদি না থাকিলেও খাদ্যান্বেষণে উহারা ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে। (ক্রমশঃ)

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

[শ্রীপুরীধামের প্রথানুসারে]

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** উপলক্ষে আগামী ১৩ই আষাঢ়, ১৩৮৩ (ইং ২৭।৬।৭৬) রবিবার হইতে ২৩শে আষাঢ়, ১৩৮৩ (ইং ৭।৭।৭৬) বুধবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী- শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা. ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট্ **মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—১লা বৈশাখ, ১৩৮৩; ইং ১৪।৪।৭৬

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ.

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

—ঃ সেবা-পঞ্জী ঃ—

১। **১৩ই আষাঢ়,** ২৭শে জুন, রবিবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-উপলক্ষে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা।**

২। **১৪ই আষাঢ়,** ২৮শে জুন, সোমবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**মুখে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন,** স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **১৫ই আষাঢ়,** ২৯শে জুন, মঙ্গলবার—**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ;** অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তনমুখে শোভাযাত্রা-সহ রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে অপরাহ্ণ ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ** পাঠ।

৪। **১৬ই আষাঢ়,** ৩০শে জুন, বুধবার হইতে **১৮ই আষাঢ়,** ২রা জুলাই, শুক্রবার **পর্য্যন্ত** দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত **সঙ্কীর্ত্তন,** শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যা-আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা** পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে **শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরামলীলা-সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৫। **১৯শে আষাঢ়,** ৩রা জুলাই, শনিবার—**হেরাপঞ্চমী**-দিবসে **শ্রী**লক্ষ্মী-বিজয়-উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সঙ্কীর্ত্তন।** অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও **শ্রীমদ্ভাগবত** পাঠ।

৬। **২০শে আষাঢ়,** ৪ঠা জুলাই, রবিবার হইতে **২২শে আষাঢ়,** ৬ই জুলাই মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ ৫টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৭। **২১শে আষাঢ়,** ৭ই জুলাই, বুধবার—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা।** পরে শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরতি।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম দুইরূপে পালে সেই জন্য।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিরূঢ়। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৮শ বর্ষ { গর্ভোদশায়ী, ৫ শ্রীধর, ৪৯০ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৮৩; ইং ১৬।৭।১৯৭৬ } ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীভদ্রশ্রবা-কৃতং শ্রীশ্রীভগবৎস্তোত্রম্

(শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশেঽধ্যায়ে)

শ্রীভদ্রশ্রবস উচুঃ,

ওঁ নমো ভগবতে ধর্ম্মায়াত্মবিশোধনায় নম ইতি॥ ২॥

শ্রীভদ্রশ্রবা ও তদনুচরগণ বলিয়া থাকেন,—"আমরা ভগবান্ ধর্ম্মকে নমস্কার করি, যিনি জীবের অবিদ্যারূপ মলিনতা দূরীভূত করিয়া বিশেষরূপে আত্মশোধন করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করি॥ ২॥

অহো বিচিত্রং ভগবদ্বিচেষ্টিতং
ঘ্নন্তং জনোঽয়ং হি মিষন্ ন পশ্যতি।
ধ্যায়ন্নসদ্‌যর্হি বিকর্ম্ম সেবিতুং
নির্হৃত্য পুত্র পিতরং জিজীবিষতি॥ ৩॥

আহা কি আশ্চর্য্য! এইসকল মনুষ্য প্রাণাপহারক মৃত্যুকে দেখিয়াও দেখিতেছে না; যেহেতু মৃত পিতা বা পুত্রকে দাহ করিয়া তাহারা (জীবিত

পিতা বা পুত্র) তাহাদের (মৃত পিতা বা পুত্রের) ধনদ্বারাই তুচ্ছ বিষয়সুখ ভোগ করিবার আশায় জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ৩ ॥

বদন্তি বিশ্বং কবয়ঃ স্ম নশ্বরং
পশ্যন্তি চাধ্যাত্মবিদো বিপশ্চিতঃ।
তথাপি মুহ্যন্তি তবাজ মায়য়া
সুবিস্মিতং কৃত্যমজং নতোঽস্মি তম্ ॥ ৪ ॥

হে অজ ! যদিও বেদান্তবিদ্যাধ্যয়নকারী জ্ঞানিগণ এবং বিবেকিগণ বিশ্বকে নশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং সমাধি-সময়ে ইহার নশ্বরত্ব প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিয়া থাকেন, তথাপি যে তাঁহারা আপনার মায়া দ্বারা মুগ্ধ হন, ইহা আপনারই লীলা। হে প্রভো, আপনার মায়া—অতি চমৎকারিণী। আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

বিশ্বোদ্ভবস্থাননিরোধকর্ম্ম তে
হ্যকর্ত্তুরঙ্গীকৃতমপ্যপাবৃতঃ।
যুক্তং ন চিত্রং ত্বয়ি কার্য্যকারণে
সর্ব্বাত্মনি ব্যতিরিক্তে চ বস্তুনি ॥ ৫ ॥

আপনি নিরাবরণ ও অকর্ত্তা হইলেও বেদে যে বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসরূপ কার্য্য আপনার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই ; তাহা উপযুক্তই হইয়াছে ; কারণ, আপনার অচিন্ত্যশক্তিবলে সকলই সম্ভব ; আপনি—কার্য্যের কারণ, সকলের আত্মা অথচ সকল হইতে পৃথক্,—ইহা আপনার অচিন্ত্যশক্তিরই পরিচয় ॥ ৫ ॥

বেদান্ যুগান্তে তমসা তিরস্কৃতান্
রসাতলাদ্‌যো নৃতুরঙ্গবিগ্রহঃ।
প্রত্যাদদে বৈ কবয়েঽভিযাচতে
তস্মৈ নমস্তেঽবিতথেহিতায় ॥ ইতি ॥ ৬ ॥

কল্পনান্তসময়ে দৈত্যরূপী অজ্ঞান বেদসমূহ অপহরণ করিলে, যিনি "হয়গ্রীব"-মূর্ত্তি প্রকট করিয়া রসাতল হইতে ঐসকলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মা প্রার্থনা করিলে, যিনি তাঁহাকে ঐসকল বেদ সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই সত্যসঙ্কল্প আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীনরসিংহায় নমস্তেজস্তেজসে
আবিরাবির্ভব বজ্রনখ বজ্রদংষ্ট্র কর্ম্মাশয়ান্ রন্ধয় রন্ধয়
তমো গ্রস গ্রস ওঁ স্বাহা অভয়মভয়মাত্মনি ভূয়িষ্ঠাঃ
ওঁ ক্ষ্রৌম্ ইতি ॥ ৮ ॥

ভগবান্ শ্রীনৃসিংহ-দেবকে নমস্কার ; তিনি—তেজঃসকলেরও তেজঃ। হে বজ্রনখ, হে বজ্রদংষ্ট্র, আমাদিগের কর্ম্মবাসনাসমূহ দাহ করুন, অজ্ঞান-অন্ধকার বিনাশ করুন। আপনা হইতে আমাদের আত্মাতে অভয় আবির্ভূত হউক ॥ ৮ ॥

স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাং
ধ্যায়ন্তু ভূতানি পিবং মিথো ধিয়া।
মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদধোক্ষজে
আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী ॥ ৯ ॥

নিখিল বিশ্বের মঙ্গল হউক ; খলব্যক্তিগণ অনুকূল হউক ; প্রাণিসকল (বুদ্ধিযোগে) পরস্পরের মঙ্গলচিন্তা করুক ; তাহাদিগের মন মঙ্গল (উপশমাদি) ভজনা করুক এবং আমাদিগের বুদ্ধি নিষ্কামা হইয়া অধোক্ষজ শ্রীহরিতে প্রবিষ্ট হউক ॥ ৯ ॥

মাগারদারাত্মজবিত্তবন্ধুষু
সঙ্গো যদি স্যাদ্ভগবৎপ্রিয়েষু নঃ।
যঃ প্রাণবৃত্ত্যা পরিতুষ্ট আত্মবান্
সিধ্যত্যদূরান্ন তথেন্দ্রিয়প্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥

হে প্রভো! কোনরূপ বিষয়েই যেন আমাদিগের আসক্তি না জন্মে। যদি আসক্তি জন্মে, তাহা হইলে যেন গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত ও বন্ধুগণে না জন্মিয়া ভগবৎপ্রিয় পুরুষগণেই আসক্তি উদিত হয়। যে আত্মতত্ত্ববিৎ পুরুষ কেবলমাত্র প্রাণধারণোপযোগী আহারমাত্রে পরিতুষ্ট থাকেন, শীঘ্রই তিনি কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন ; গৃহাদিবিষয়াসক্ত ব্যক্তি সেরূপ হইতে পারে না ॥ ১০ ॥

যৎসঙ্গলব্ধং নিজবীর্য্য-বৈভবং
তীর্থং মুহুঃ সংস্পৃশতাং হি মানসম্।
হরত্যজোঽন্তঃ শ্রুতিভির্গতোঽঙ্গজং
কো বৈ ন সেবেত মুকুন্দ-বিক্রমম্ ॥ ১১ ॥

(হে ভগবন্ !) ভগবৎপ্রিয়-পুরুষগণের সঙ্গ হইতেই মুকুন্দের বিক্রমের কথা জানিতে পারা যায় এবং মুকুন্দের সেই বীর্য্যবৈভবের অসাধারণ ক্ষমতা আছে। যে-সকল ব্যক্তি কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার নিরন্তর সেবা করেন, শ্রীহরি তাঁহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের মনোমল বিনাশ করিয়া থাকেন। গঙ্গাদি-তীর্থ বারংবার সেবন করিলে কেবল অঙ্গজ মল নষ্ট হয়, কিন্তু ইতর বাসনারূপ অনর্থ বিনষ্ট হয় না। অতএব কোন্ বিবেকিব্যক্তি সেই ভগবদ্ভক্তদিগের সেবা না করিবেন ? ॥ ১১ ॥

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র-সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ১২ ॥

(হে ভক্তপ্রাণধন !) ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কামা সেবা-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সমস্ত-গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যগ্রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তি—অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-রত বা গৃহাদিতে আসক্ত; সুতরাং হরিতে তাহার কেবলা-ভক্তি নাই। মনোধর্ম্মের দ্বারা সে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত; তাহাতে মহদ্-গুণগ্রামের সম্ভাবনা কোথায় ? ॥ ১২ ॥

হরির্হি সাক্ষাদ্ভগবাঞ্ছরীরিণা-
মাত্মা ঋষাণামিব তোয়মীপ্সিতম।
হিত্বা মহাংস্তং যদি সজ্জতে গৃহে
তদা মহত্ত্বং বয়সা দম্পতীনাম্ ॥ ১৩ ॥

(হে অন্তর্যামিন্ !) জল যেরূপ মীনগণের অভীষ্টবস্তু, সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীহরি আপনিও তদ্রূপ প্রাণিগণের আত্মা। মহদ্ব্যক্তিও যদি সেই হরিকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে আসক্ত হন, তাহা হইলে (শূদ্রাদি জাতিতেও) স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কেবলমাত্র বয়সদ্বারা যে মহত্ত্ব প্রসিদ্ধ আছে, তিনিও সেই তুচ্ছ পার্থিব মহত্ত্বই ধারণ করেন'—জ্ঞানাদির দ্বারা যথার্থ মহত্ত্ব তাঁহাতে কিছুই থাকে না ॥ ১৩ ॥

তস্মাদ্রজোরাগ-বিষাদমন্যু-
মান-স্পৃহাভয়দৈন্যাধিমূলম্।

হিত্বা গৃহং সংসৃতিচক্রবালং
নৃসিংহপাদং ভজতাকুতোভয়ম্ ইতি ॥ ১৪ ॥

অতএব, হে গৃহব্রত অসুরগণ ! তোমরা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অকুতোভয় শ্রীনৃসিংহের চরণারবিন্দ ভজনা কর। এই গৃহই (গৃহাসক্তিই) রাগ, তৃষ্ণা বিষাদ, ক্রোধ, মান, স্পৃহা, ভয়, দৈন্য প্রভৃতির নিদান (মূলকারণ); অতএব উহা জন্মমরণাদি সংসারমালার আলবাল-স্বরূপ ॥ ১৪ ॥

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৫ পৃষ্ঠার পর)

অন্য সাধন-প্রণালী বাস্তব আনন্দ-প্রদানে অসমর্থ। ইতর সাধনের দ্বারা সাময়িক দুঃখনিবৃত্তি বা দুঃখের স্তব্ধ ভাবমাত্র আমাদের নিকট উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু কেবল স্তব্ধভাব বাস্তবতার পর্য্যায়ে পরিগণিত হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণনাম আমাদিগকে প্রতিপদে পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন করাইয়া থাকেন। অমৃত কঠিন বস্তু নহে ; তাহা তরল, সুস্বাদু, সঞ্জীবক ও অমরত্ব-সাধক। শ্রীকৃষ্ণনাম—অখিলরসময়। শ্রীকৃষ্ণনামে পঞ্চবিধ মুখ্য চিন্ময়রস ও সপ্তবিধ আগন্তুক গৌণ-চিন্ময়রস পরিপূর্ণ-মাত্রায় রহিয়াছে। জাগতিক অভিধানগত নাম বিরস ও কুরস বহন করিয়া থাকে। এমন কি, ব্রহ্ম, পরমাত্মা নারায়ণাদি নামেও অখিল চিদ্‌রস নাই। ঐ সকল অসম্যক্, আংশিক ও তটস্থ-বিচারে অখিলরসের ন্যূনতা-জ্ঞাপক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনামরস শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের ন্যায় অখিলরস-বিগ্রহ।

আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ রসের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন :—

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকার ভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ ॥

প্রাকৃত ভাবনার পথ বা তথাকথিত আধ্যাত্মিক ভাবনার পথ অতিক্রম-পূর্ব্বক অপ্রাকৃত চমৎকারাতিশয়ের আধার-স্বরূপ যে স্থায়িভাব শুদ্ধ, সত্ত্ব, পরিমার্জ্জিত উজ্জ্বল হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই 'রস' বলিয়া বিবেচিত।

রস আস্বাদনের বস্তু। সেই আস্বাদন--চিদাস্বাদন ; চিদাস্বাদন তখনই সম্ভব, যখন আমরা জাগতিক আবর্জ্জনাগুলি সম্পূর্ণভাবে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি। যখন আমরা শ্রীগুরু-কৃপায় আবর্জ্জনা বা আবরণ-মুক্ত হই, তখনই অখিলরসামৃত-বিগ্রহ শ্রীনাম আমাদিগের নির্ম্মল চেতনস্বরূপ তাঁহার অপ্রাকৃত রসময় স্বরূপ প্রকটিত করেন। আমরা তখন অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় অপ্রাকৃত নামরস আস্বাদন করিয়া শ্রীনাম-প্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে পারি। আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-ব্যাপারটি—আস্বাদন নহে, তাহা 'ভোগ' বা 'কাম'। অপ্রাকৃত নামপ্রভু জীবের কাম সহ্য করেন না। যাহারা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকে 'আস্বাদন' বলিয়া মনে করে, তাহাদের নিকট অপ্রাকৃত রসনিকেতন শ্রীনাম তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন না। তাহারা নামাপরাধকেই 'নাম' মনে করিয়া মনঃকল্পিত বিকৃত রসের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের সপ্তম ফল—সর্ব্বাত্মস্নপন। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বাঙ্গদ্বারা অপ্রাকৃত কামদেবের সেবার উপায় ও উপেয়। ব্রজবধূগণ—ব্রজবধূশিরোমণি শ্রীবার্ষভানবী সর্ব্বাঙ্গ-দ্বারা অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীনন্দনন্দনের যে অপ্রাকৃত কামসেবা করেন, সেই অপ্রাকৃত কামসেবা যাঁহারা ব্রজবধূগণের আনুগত্যে লালসা করেন, শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন তাঁহাদেরই মুখ্যসাধন ও সাধ্য। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে তাঁহাদের সর্ব্বাত্মস্নপন বা সর্ব্বাত্মাদ্বারা শ্রীকামদেবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ সুষ্ঠুরূপে সাধিত হয়। কৃষ্ণকামসেবা-রসামৃতসিন্ধুতে যাঁহার সর্ব্বাত্মস্নপিত হইয়াছে, সেই মুকুন্দপ্রেষ্ঠা বার্ষভানবীর কুণ্ডে সর্ব্বাত্মস্নপন যাঁহারা আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনকেই একমাত্র সাধনরূপে বরণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন ব্যতীত পৃথগ্‌ভাবে স্মরণ-প্রযত্নাদি দ্বারা শ্রীবার্ষ-ভানবীর কুণ্ডে এবং অখিলরসামৃতসিন্ধুতে কাহারও সর্ব্বাত্মস্নপন হয় না। পৃথগ্‌ভাবে স্মরণ-প্রযত্নাদি—প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাযুক্ত কৃত্রিম ও আনুকরণিক অবৈধ চেষ্টা-মাত্র। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনেই সর্ব্বাত্মা স্নপিত হয়। সর্ব্বাত্মস্নপন-সিদ্ধিতে কেবলমাত্র সম্ভ্রম-বিচারে নাভির ঊর্দ্ধদেশ হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত উত্তমাঙ্গের দ্বারাই ভগবানের সেবা-চেষ্টা প্রদর্শিত হয় না। নাভির নিম্ন হইতে পদনখ পর্য্যন্ত সর্ব্বচিদঙ্গ দ্বারা অর্থাৎ সর্ব্বাত্মা-দ্বারা অপ্রাকৃত কামদেবের অপ্রাকৃত কামসেবায় যোগ্যতা লাভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণনামের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণই আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ প্রদান করিবে। আমরা সেই একমাত্র উপায় ও উপেয়কেই গ্রহণ করিব। তাহার কারণ, স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মামাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

ভগবানের নিজ সর্ব্বশক্তি অপ্রাকৃত ভগবন্নামেই নিহিত রহিয়াছে। "নিজশক্তি" বলায় তাঁহার বহিরঙ্গা মায়ার শক্তি বা ক্রিয়া অপ্রাকৃত শ্রীনামে নাই, ইহাই সূচিত হইতেছে। কৃষ্ণের নিজস্ব যতকিছু শক্তি, তাহা অপ্রাকৃত নামে পূর্ণমাত্রাই বিরাজিত। সুতরাং পূজা-ধ্যানাদির জন্য শ্রীনামগ্রহণকারীর পৃথক্ প্রযত্ন নাই। শ্রীহরি-নামে স্থান, কাল, পাত্রেরও বিচার নাই। পূজা, ধ্যান প্রভৃতি সাধনের স্থান, কাল, পাত্রের বিচার রহিয়াছে। যে পরম উপায় ও উপেয়ের স্থান-কাল-পাত্রের বিচার নাই, তাঁহাকে স্থান-কাল-পাত্রের বিচারাধীন অন্যান্য সাধনের সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত করা দুর্দ্দৈবের লক্ষণ। অপ্রাকৃত নামকে ইতরসাধনের দ্বারা সম্পূর্ণ (?) করিবার চেষ্টাও দুর্দ্দৈবের অন্যতম চিহ্ন। অপ্রাকৃত নামকে প্রাকৃত শব্দের সহিত সমজ্ঞান-পূর্ব্বক অন্যান্য কর্ম্মাড়ম্বর, জ্ঞানাড়ম্বর, যোগাড়ম্বর ও ব্রতাড়ম্বরের জন্য আগ্রহও দুর্দ্দৈবের লক্ষণ।

কৃষ্ণ—অখিল রসামৃতমূর্ত্তি; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর পঞ্চমুখ্য রস ও তাহাদের পরিপোষক সপ্ত আগন্তুক গৌণ-রস কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়াই পূর্ণরূপে অবস্থিত।

এই জড় জগতেও নশ্বর জড়ীয় সম্বন্ধে ঐ সকল রসের হেয় প্রতিফলন দৃষ্ট হয়। প্রাকৃত অলঙ্কারশাস্ত্রেও এই সকল রসের আলোচনা শ্রুত হয়। আমাদের প্রত্যেকেই উক্ত মুখ্য পঞ্চরসের কোন না কোন একটীতে অপরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। প্রথমটীতে নিরপেক্ষ অবস্থান, দ্বিতীয়টীতে প্রভু ও ভৃত্যের অবস্থান, তৃতীয়টীতে বন্ধু ও বন্ধুর অবস্থান, চতুর্থটীতে মাতা-পিতা ও পুত্রের অবস্থান, পঞ্চমটীতে পতি ও পত্নীর অবস্থান। বন্ধু ও বন্ধুর অবস্থান দুই প্রকার। একটী সম্ভ্রম বা গৌরবের সহিত, আর একটী বিশ্রম্ভের সহিত বন্ধুত্ব। বিশ্রম্ভ বন্ধুত্ব কোন কোন বিচারক গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই দক্ষিণ-প্রদেশেই অনেক বিচারককে বিশ্রম্ভ বন্ধুত্বের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে দেখিতে পাই নাই। তাঁহারা শান্ত, দাস্য ও সখ্যার্দ্ধ অর্থাৎ গৌরব-সখ্য পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিচারানুসারে আমরা বিষ্ণুর নিকট যুক্তকরে দূর হইতে দণ্ডবৎ-প্রণাম ও পূজা-মাত্র করিতে পারি। কিন্তু তাঁহাকে অত্যন্ত

আপনার জ্ঞানে তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া, তাঁহাকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইয়াও তাঁহার প্রীতি, সুখ ও শ্রেষ্ঠ সেবা করা যায়—এ কথা অনেকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

কেহ কেহ পরমেশ্বরকে পিতৃত্বে স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু পরমেশ্বরকে পুত্রত্বে স্থাপন করিয়া তাঁহার আবির্ভাবের মুহূর্ত্ত হইতে কিরূপে অখিল ভুবনপতি পরমেশ্বরকেও লাল্য পাল্য-বিচারে অত্যন্ত বিশ্রম্ভ-সেবা করিতে পারা যায়, তাহা অনেকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আবার যাঁহারা পরমেশ্বরের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাও পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পরমেশ্বররূপেই দেখিয়াছেন। কিন্তু পরমেশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য্য যেখানে তাঁহার পুত্রত্বের পূর্ণ প্রভাব সঙ্কোচিত করিতে পারে নাই, সেইরূপ পুত্রত্বের বিচার অনেকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরী যে নিত্যপুত্র পরমেশ্বরকে পাল্য-জ্ঞানে বন্ধন করিয়া থাকেন, পরমেশ্বরও নিত্যপুত্ররূপে যাঁহাদের অলিন্দে জানুচংক্রমণ করেন, সেরূপ পুত্রত্বের বিচার অনেক বিচারক গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

পতি-পত্নীর বিচার অনেকে স্বীকার করিলেও এক পত্নী ও এক পতির নৈতিক বিচার অনেকে স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ বা পরমেশ্বরকে গান্ধর্ব্ব-রীতিতে বহুবল্লভ পর্য্যন্ত দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু অনূঢ়া ও পরোঢ়া অপ্রাকৃত ললনাকুলের কান্তরূপে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিতে অনেক বিচারক সমর্থ হন নাই।

যেখানে জাগতিক সম্বন্ধ, সেখানেই বিশ্রম্ভ-বিচার বা মাতা, পিতা ও পুত্র কিংবা কান্তের বিচার হেয়তা সংশ্লিষ্ট করিবে। কিন্তু যেখানে প্রাকৃত সম্বন্ধের বা প্রাকৃত বিষয়-আশ্রয়ের সমাবেশ নাই, যেখানে প্রাকৃত বিভাব, অনুভাবাদি সামগ্রীর কোন প্রসঙ্গ নাই, যেখানে অস্থায়ীভাব বা বিরতি নাই, সেখানে কখনই হেয় রসের প্রসঙ্গ উত্থাপিতই হইতে পারে না। বিম্বে যে বস্তু যত উন্নত, প্রতিবিম্বে সেই বস্তুই তত অবনত। বিম্বে যে বস্তু যত উপাদেয় ও চমৎকার, প্রতিবিম্বে সেই বস্তুই তত অনুপাদেয় ও অশোভন। সুতরাং স্বরাট্-লীলা-পুরুষোত্তমের সহিত যেখানে সম্বন্ধ, সেখানে বিকৃত প্রতিবিম্বজাত কোন হেয় রসের প্রসঙ্গ নাই। বিকৃত প্রতিফলিত প্রতিবিম্বে যাহা অত্যন্ত অবনত, তাঁহাই অবিকৃত অপ্রাকৃত বিম্বে উন্নত উজ্জ্বলরূপে সম্প্রকাশিত।

যদি প্রাকৃত সম্বন্ধে পঞ্চবিধ রসের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়, তবে অপ্রাকৃত সম্বন্ধে মাত্র আড়াই প্রকার সম্বন্ধ স্বীকার করিলে অপ্রাকৃতের বিচিত্রতা অপেক্ষা প্রাকৃতের বিচিত্রতার সংখ্যাধিক্য মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু ইহা শ্রুতির বিরুদ্ধ কথা। অখণ্ড, অনন্ত, নিত্য নবনবায়মান অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যের খণ্ড, শান্ত, অনিত্য, একঘেয়ে প্রতিফলন মাত্র—প্রাকৃত বৈচিত্র্য। বিম্বে যাহা নাই, প্রতিবিম্বে তাহা প্রতিফলিত হইতে পারে না। বিম্বে যাহা আছে, প্রতিবিম্বে তাহাই বিকৃতরূপে প্রতিফলিত হয়, ইহাই নিত্যসিদ্ধ সত্য, শ্রীচৈতন্যদেব এই ভাগবতীয় সত্যই দক্ষিণ-দেশে প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন যে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণের দ্বারাই অখিল রসামৃত-মূর্ত্তি নামীর রসসিন্ধুতে সর্ব্বাত্মস্নপন হয়।

আমাদিগকে অবিমিশ্র চেতনের সংস্পর্শ ও সন্ধান লাভ করিতে হইবে—যে চেতনের জগতের সহিত কোন মিশ্রন নাই—যে চেতন আবরণ-রহিত হইয়া তাঁহার নিত্যসিদ্ধা বৃত্তিতে জাগরুক আছেন—যে চেতন বিশ্রম্ভভাবে পূর্ণ চেতনের পূর্ণসেবায় তৎপর হইয়াছেন ; কিন্তু যদি কেবল আমরা কৃত্রিম অনুকরণপ্রিয় হই, তবে কোন দিনই মঙ্গলের পথে আরূঢ় হইতে পারিব না। যাঁহাদের সার্ব্বকালিকী সর্ব্বাঙ্গময়ী চেষ্টা পূর্ণতম চেতনের সুখতাৎপর্য্যে অবিচ্ছিন্ন-অহৈতুকভাবে নিযুক্ত, তাঁহাদের অনুসরণের দ্বারাই মঙ্গল লাভ হইবে। কারণ,—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥
(ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

অপ্রাকৃত রস ভাবনার পথ মনকে অতিক্রম-পূর্ব্বক শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চেতনে চমৎকারাতিশয়ের ভাণ্ডারস্বরূপ স্থায়ী ভাবরূপে সঞ্চারিত হয়। তাহা কৃত্রিমতা বা অনুকরণের দ্বারা লাভ করা যায় না। অনুকরণকারী বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

আত্মাকে মন. বুদ্ধি. অহঙ্কারের সহিত একাকার করিয়া ফেলিতে হইবে না। পাশ্চাত্য দেশের অনেকেই এবং ভারতীয় কর্ম্মজড়-সম্প্রদায়ের অনেকে মনকে আত্মার সহিত একাকার করিয়াছেন, নির্ভেদজ্ঞানী আবার মন হইতে চেতনকে পৃথক্ করিতে গিয়া আত্মার অস্তিত্বই একেবারে অস্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন ; কিন্তু আমরা শ্রীগীতোপনিষদে দেখিতে পাই,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ (গীঃ ৭।৪-৫)

হে অর্জ্জুন! আমার অপরা বা জড়া প্রকৃতি ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আট ভাগে বিভক্ত, এতদ্ব্যতীত আমার আর একটী পরা প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা। সেই শক্তি হইতে জীবসমূহ নিঃসৃত হইয়া জড়জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ (গীঃ ১৫।৭)

জীব—সনাতন অর্থাৎ নিত্য। মুক্তদশায় জীব সম্পূর্ণরূপে মদাশ্রিত ও প্রকৃতি-সম্বন্ধশূন্য। বদ্ধদশায় জীব স্বীয় উপাধিরূপ প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়—এই ছয়টী ইন্দ্রিয়কে স্বকীয় তত্ত্ববোধে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

আমাদের স্বরূপ-নির্ণয় হইলে অর্থাৎ আমরা যে পূর্ণ চেতনের বিভিন্নাংশ * ইহা উপলব্ধি হইলে আমাদের অবস্থান অটুট হয়। তখন আমরা আমাদের নিত্য জীবনের পথে অগ্রসর হইতে পারি।

দক্ষিণদেশের শ্রী-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণে পূজার জন্য অগ্রসর হন, শ্রীমদানন্দ-তীর্থের অধস্তন তত্ত্ববাদিগণও বালকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরিপাদের বাণী ও শিক্ষার মধ্যে আমরা বিশ্রম্ভসেবার সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥ (পদ্যাবলী ১২৭)

আমি কেবল মহাভারত ও গীতায় আবদ্ধ থাকিব না, কিন্তু আমি নন্দকে উপাসনা করিব—যাঁহার বারেন্দায় পরব্রহ্ম স্বচ্ছন্দে হামাগুড়ি দেন।

এরূপ বিচার বা ভগবৎপ্রীতির আস্তিকতা অধিকতর বিস্তৃত ধারণা। শ্রীভগবানের পুত্রত্বের বিচার শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরিপাদ এবং তাঁহার অনুচরবর্গের লেখনীর মধ্যে প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়।

* বারাহে—স্যাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধায়মিষ্যতে। বিভিন্নাংশস্তু জীবঃ স্যাৎ।

ভগবানের কান্তত্ব-বিচারও একদিন আমাদের ন্যায় পতিত জীবের নিকট প্রচারিত হইয়াছিল—কত বড় কথা প্রচারিত হইয়াছিল! আমাদের নির্ম্মল চেতনের নিকটই তাহা প্রকাশ করা হইয়াছিল। 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' ও 'ব্রহ্ম-সংহিতা' নামক দুইখানি গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই দক্ষিণদেশ হইতেই আহরণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব একদিন উক্ত গ্রন্থ-দ্বয়ের পরিশিষ্ট-বিচার শ্রীরায় রামানন্দের শ্রীমুখে স্বয়ং বক্তা হইয়া দক্ষিণদেশে রাজমহেন্দ্রীর নিকট কব্বুর নামক স্থানে প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ও তাঁহার অনুবর্গের হৃদয়ে সেই সকল পরিশিষ্ট কথা প্রকাশিত আছে। এইজন্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে স্তব করিয়া বলিয়াছেন,—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভু জগৎকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের অনর্পিতচরী বাণী প্রতিচেতনে সঞ্চারিত হউন, প্রত্যেক ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যবাণী স্বারাজ্য-সিংহাসন লাভ করুন।

শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪১ পৃষ্ঠার পর)

পুনরায় ঋগ্বেদ বলিতেছেন,—

অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্ব্বসান আবরীবর্ত্তি ভুবনেষ্বন্তঃ॥

(ঋগ্বেদ ১।২২।১৬৪ সূক্ত ৩১ ঋক্)

দেখিলাম,—এক গোপাল তাঁহার কখনও পতন নাই, কখন নিকটে—কখন দূরে, নানাপথে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কখন বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখন বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রাচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি বিশ্বসংসারে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতেছেন। এই বেদবাক্য-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা অভিধা-বৃত্তিক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যত্র বলিয়াছেন,—

তা বাং বাস্তূন্যশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি॥

(১।৫৪ সূক্ত ৬ ঋক্)

[(ঋঙ্ মন্ত্রে ভগবানের নিত্যলীলা এইরূপে কথিত হইয়াছে)—তোমাদের (রাধা ও কৃষ্ণের) সেই গৃহসকল প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করি। যেখানে কামধেনুসকল প্রশস্ত শৃঙ্গবিশিষ্ট এবং বাঞ্ছিতার্থ প্রদানে সমর্থ—ভক্তেচ্ছা-পূর্ণকারী শ্রীকৃষ্ণের সেই পরমপদ প্রচুররূপে প্রকাশ পাইতেছেন।]

এই বেদমন্ত্রে গোকুলবীর শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন অতি সুন্দর দেখা যায়। এইরূপ মুখ্যবর্ণন বেদের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌণ বা লক্ষণাবৃত্তিযোগে,—

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্। —শ্বেতাশ্বতর ৩।৯

যাঁহা হইতে অপর কিছুই শ্রেষ্ঠ নয় এবং যাঁহা হইতে কিছুই অণু বা বৃহৎ নাই, সেই এক পুরুষ যৎকর্ত্তৃক সর্ব্ববস্তুই পূর্ণ হইয়াছে, তিনি স্থির হইয়া বৃক্ষের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়-মণ্ডলে অবস্থিত। কঠোপনিষৎ বলেন—

অগ্নি র্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো, রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ (২।২।৯)

[যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভূতাগ্নিরূপে প্রতিবিম্বিত হয়েন, তেমন একই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মরূপে প্রতিবিম্বিত হয়েন। যাহা বিম্বের সদৃশ হইয়াও তদধীন, তাহাকেই 'প্রতিবিম্ব' বলা যায়। জীবাত্মা বিম্বস্থানীয় পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বলিয়া তৎসদৃশ হয়েন সত্য, কিন্তু তিনি কখনই বিম্বস্বরূপ হয়েন না; তদ্বহির্ভাগেই অবস্থান করেন। তিনি সূর্য্যমণ্ডলস্থানীয় পরমাত্মার বহিশ্চর কিরণ পরমাণুস্থানীয়।]

ঈশাবাস্য বলেন—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

(১৫শ মন্ত্র ও বৃহদাঃ ৫।১৫।১ ব্রাহ্মণ)

[শুদ্ধভক্তি-ভিন্ন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয় না; শ্রীভগবানের কৃপা ভিন্ন শুদ্ধা ভক্তি লভ্য হয় না; এইজন্যই বলিতেছেন,—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মরূপ

জ্যোতির্ম্ময় আচ্ছাদন দ্বারা সত্যরূপ পরব্রহ্মের মুখোপলক্ষিত শ্রীবিগ্রহ আচ্ছাদিত রহিয়াছেন। হে জগৎপোষক পরমাত্মন্। তুমি সত্যধর্ম্মানুষ্ঠান-পরায়ণ মাদৃশ ভক্তজনের সাক্ষাৎকারার্থ ঐ আবরণ উন্মোচন কর।]

বৃহদারণ্যক বলেন—

অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু
অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ
সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা ইত্যাদি ॥ (২।৫।১৪-১৫)

শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার গুণ-পরিচয় দ্বারা গৌণরূপে বেদ বলিতেছেন যে, আত্মারূপ কৃষ্ণই সর্ব্বভূতের মধু, অধিপতি ও রাজা। আত্মা শব্দে কৃষ্ণ, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন, যথা ;—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানং জগদাত্মনাম্। (১০।১৪।৫৫)

হে রাজন্! কৃষ্ণকে তুমি সকল আত্মার আত্মা বলিয়া জানিবে। অন্বয়-ক্রমে ছান্দোগ্য বলিয়াছেন,—

তচ্চেদ্ব্রূয়ুর্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম। স ব্রূয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ইতি। এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু-র্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ। স যদি সখিলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ইত্যাদি। শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে ইত্যাদি ॥

—৮।১।১, ৫, ৮।২।৫ ও ৮।১৩।১ মন্ত্র

এই বেদবাক্যের সাক্ষাৎ অর্থ এই যে, ব্রহ্মপুরে পদ্মপুষ্প-সন্নিভ একটী অপ্রাকৃত ধাম আছে। ব্রহ্মসংহিতায় সেই ধাম এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ-সম্ভবম্ ॥ (৫।২)

সেই পরমব্রহ্মধাম বা গোকুল অমৃতের আশ্রয়। তাহা অনন্তের অংশ দ্বারা নিত্য প্রকটিত। তাহাতে জরা-মরণাদি নাই। যে-সকল চিৎকণ জীব তথায় আছেন বা গমন করেন, তাঁহারা পাপপুণ্য-শূন্য, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুধারহিত, পিপাসা-রহিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প ; এরূপ শুদ্ধ আত্মা অষ্টপ্রকার অপ্রাকৃত গুণযুক্ত। তাঁহাদের সখ্য প্রভৃতি যে রসে আনন্দ হয়, সেই রসই তাঁহারা তথায় ভোগ করেন। হ্লাদিনী মহাভাবযুক্ত শ্যামচাঁদকে নিত্য উপাসনা করেন।

বেদ এ স্থলে অন্বয়রূপে বা সাক্ষাৎ বর্ণনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম ও লীলা প্রকাশ করিলেন।

ব্যতিরেকক্রমে বেদ অনেক স্থানেই শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করেন। কঠে বলিয়াছেন,—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ (২।২।১৫)

[সেই ব্রহ্মকে সূর্য্য-চন্দ্র-তারকাগণ এবং এই বিদ্যুৎসকল প্রকাশ করিতে পারে না এবং অগ্নি যে প্রকাশ করিতে পারে না, তাহার কথা অধিক আর কি বলিব। কিন্তু সেই স্বপ্রকাশ ভগবান্‌কে অনুসরণ করিয়া সূর্য্য-চন্দ্র প্রভৃতি সকলেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, যেহেতু সেই ভগবানের প্রকাশেই এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে।]

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥
সর্ব্বতঃ পাণি-পাদন্তৎ সর্ব্বতোক্ষি-শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমাল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

—শ্বেতাশ্বতর ৩।৮, ১৬

[এই মহাপুরুষকে স্বতঃপ্রকাশ প্রকৃতির অতীত বলিয়া জানি। তাঁহাকে অবগত হইয়াই জীব মৃত্যু অতিক্রম করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত মৃত্যু অতিক্রম করিবার অন্য কোন পন্থা নাই। তাঁহার হস্তপদ সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে। তাঁহার চক্ষু, শির, মুখ এবং কর্ণ সর্ব্বব্যাপক। তিনি যাবতীয় বস্তুকে আবৃত করিয়া (ব্যাপিয়া) অবস্থান করিতেছেন]; শ্বেতাশ্বতরে—

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ (৪।২০)

[**ইঁহার রূপ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। চক্ষুদ্বারা কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন না।** যাঁহারা এই হৃদয়ে অবস্থিত পুরুষকে বিশুদ্ধচিত্তে ধ্যানদ্বারা জানিতে পারেন, তাঁহারাই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।]

বেদের অনেক স্থলেই এই প্রকার গৌণ ও ব্যতিরেকভাবে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন আছে। কেবল চিচ্ছক্তিপ্রকাশ-অবসরে মুখ্য ও অন্বয়রূপে বর্ণন দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ;—

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষ-গৃভীত গুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধ-সমস্তভগঃ।
অগ জগদোকসামখিল-শক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥ (ভাঃ ১০।৮৭।১৪)

শ্রুতিগণ কহিলেন,—**হে কৃষ্ণ, যাঁহার গুণসকলও দোষ বলিয়া গৃহীত হয়, সেই মায়াশক্তি-লাম্পী অজাকে তুমি বিনষ্ট কর।** তুমি আত্মশক্তি-দ্বারা সর্ব্বদা সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। তুমি স্থাবর-জঙ্গম সকলেরই শক্তি অববোধন করিয়া থাক। বেদসকল তোমাকে দুই প্রকারে বর্ণন করেন অর্থাৎ **যখন তুমি মায়াশক্তির চালনা কর, তখন একপ্রকারে বর্ণন করেন এবং যখন আত্মশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তি অবলম্বন করিয়া ব্রজলীলা কর, তখন আর একপ্রকার বর্ণন করেন।** কারিকা,—

ব্রহ্ম-রুদ্র-মহেন্দ্রাদি-দমনে রাসমণ্ডলে।
গুরুপুত্রপ্রদানাদাবৈশ্বর্য্যং যৎপ্রকাশিতম্॥
নান্য-প্রকাশ-বাহুল্যে তাদৃষ্টং শাস্ত্রবর্ণনে।
অতঃ কৃষ্ণপারতম্যং স্বতঃসিদ্ধং সতাং মতে॥

শ্রীভাগবতাদিশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলা-বর্ণনে, ব্রহ্ম-রুদ্র-ইন্দ্রাদি-দমনে, রাসলীলায় এবং গুরুপুত্র-সমানয়নাদি-কার্য্যে যে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হইয়াছে, তাহা অন্য বহুতরপ্রকাশে কুত্রাপি দেখা যায় নাই। অতএব সাধুলোক বলেন যে, কৃষ্ণের পারতম্য স্বতঃসিদ্ধ। অতএব শ্বেতাশ্বতরে বলিয়াছেন ;—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ (শ্বেঃ ৬।৭)

[তুমি ব্রহ্ম-রুদ্রাদি ঈশ্বরগণের পরম মহেশ্বর। তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পরম দেবতা। তুমি প্রজাপতিগণেরও পতি (পালক)। তুমি পর-(শ্রেষ্ঠ) তত্ত্বেরও শ্রেষ্ঠতত্ত্ব। তোমাকে আমরা জগদ্বন্দ্য লীলাপরায়ণ পরমেশ্বর বলিয়া জানি।]　—ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

পরীক্ষিৎ-উত্তরা-সংবাদ

শ্রীশুকদেবের উপদেশে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের তক্ষকদংশনজনিত ভয় বা সংসারভয় বিনষ্ট হওয়ায় তাঁহার বৈকুণ্ঠ-আরোহণের কাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল ; তখন তাঁহার মাতা উত্তরাদেবী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বৎস ! তুমি শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখকমল হইতে যে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ, ক্ষীরসাগর হইতে অমৃত উদ্ধারণের ন্যায় নিজবুদ্ধির দ্বারা সেই উপদেশ-সার আমাকে বল।

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, মাতঃ যদ্যপি আমার প্রয়াণ-কাল নিকটবর্ত্তী, তথাপি আপনার প্রশ্নের মাধুরী আমাকে মুখর করিয়াছে। অতএব গুরু-দেবের উপদেশসার আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। ইহা অত্যন্ত গোপনীয় ও পরম রসময়।

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন—একদিন প্রয়াগে মুনিগণ একত্রিত হইয়া পরস্পরের প্রশংসা করিতেছিলেন—"আপনিই শ্রীকৃষ্ণের পরম কৃপাভাজন" বলিয়া। তৎকালে দশাশ্বমেধতীর্থে ভগবদ্ভক্তিমান এক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবার মানসে তথায় পরিজন-বেষ্টিত হইয়া আগমন করিলেন। তিনি উৎকৃষ্ট বহুবিধ খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া একটী বিস্তীর্ণ স্থান সংস্কার করাইয়া চত্বর নির্ম্মাণ করিলেন এবং আতপ নিবারণ জন্য তথায় চন্দ্রাতপ তুলিয়া দিলেন। সেই চত্বরে স্বর্ণসিংহাসনে শালগ্রামশিলারূপী শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপন করিয়া ভক্তির সহিত অন্নবস্ত্রাদি বিবিধ উপকরণ দ্বারা প্রভুর অর্চ্চন করিলেন। পরে শ্রীহরির অগ্রে নৃত্যগীতাদি দ্বারা মহোৎসব সম্পাদন করিলেন। তৎপরে সেই ভগবন্নিবেদিত মহাপ্রসাদ দ্বারা ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণকে ভোজন করাইয়া শ্রীহরিকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া নিজ গৃহে গমনোদ্যত হইলে দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে দেখিয়া—"আপনিই শ্রীহরির প্রিয়" বলিতে বলিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। যেহেতু আপনার এতাদৃশ ধন-দ্রব্যাদি সদ্ধর্ম্মের সম্পাদক। দেবর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন, প্রভো ! আপনি আমাকে যাহা বলিলেন, আমি তাদৃশ উক্তির পাত্র নহি। কিন্তু দক্ষিণ দেশে যে মহারাজ বিরাজ করিতেছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের পরম কৃপাপাত্র। তাঁহার রাজ্যে বহু দেবালয় আছে। তিনি সর্ব্বত্রই ভিক্ষুক এবং তীর্থপর্য্যটক ব্যক্তিগণকে ভগবৎপ্রসাদ ভোজন করাইয়া থাকেন। তজ্জন্য বহু সাধু তথায় নিয়ত বাস করেন। রাজাও নিজ রাজ্য দেবতা ও ব্রাহ্মণের

উদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন। ঐস্থানের ভূমি সুজলা-সুফলা বলিয়া বর্ষণ ব্যতিরেকে বীজবপন মাত্র প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। ঐ স্থানের প্রজাগণ ধর্ম্মনিষ্ঠ ও শ্রীকৃষ্ণতৎপর বলিয়া সুখী। রাজাও তাঁহাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। সেই অচ্যুতপ্রিয় রাজা নিরহঙ্কার এবং নীচজনোচিত সেবা দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চন করেন। তাঁহার তাদৃশ ব্যবহারে সকল লোক আনন্দিত। তিনি স্বীয় ভ্রাতা, ভার্য্যা, পুত্রপৌত্রাদি, ভৃত্যবর্গ, অমাত্যাদি সকলকে লইয়া শ্রীহরির সম্মুখে নামসংকীর্ত্তন ও নৃত্যগীতাদি দ্বারা প্রভুর সন্তোষ বিধান করেন। তাঁহার সেই গুণাবলীর বিষয় আমি সামান্যই জানি মাত্র।

দেবর্ষি নারদ তখন সেই নৃপবরের দর্শন মানসে বীণাবাদন সহকারে সেই দক্ষিণ দেশীয় রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—আপনিই শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র। কারণ আপনার এতাদৃশ বৈষ্ণব, স্বধর্ম্মনিরত প্রজাসকল, লোকবাৎসল্যাদি গুণগ্রাম এবং ভক্তিদ্বারা সুশোভিত বৈষ্ণবসকল বিদ্যমান।

দেবর্ষি নারদ সেই রাজার গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে থাকিলে রাজা নিজ প্রশংসাসূচক বাক্য শ্রবণে লজ্জায় অবনত মস্তকে দেবর্ষির পূজা করত বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন,—হে দেবর্ষি! আপনি এই অধম মনুষ্যকে কেন বিনা বিচারে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র বলিতেছেন? আমরা স্বল্পায়ু-বিশিষ্ট মনুষ্য। ঐশ্বর্য্যও অল্প। আমরা কর্ম্মপরাধীন ভয়াক্রান্ত ও ত্রিত পপীড়িত। প্রকৃত পক্ষে দেবতাগণই ভগবানের কৃপাপাত্র। তাঁহারা মানবগণ কর্ত্তৃক নিত্য পূজিত হন। তাঁহাদের শরীর তেজোময়, নিষ্পাপ, সত্ত্বগুণ-যুক্ত, দুঃখরহিত এবং নিজ নিজ ভক্তগণের অভিলষিত বর প্রদানে সমর্থ। আবার নিত্য অমৃত পান করিয়া মৃত্যু, রোগ ও জরাকে জয় করিয়াছেন। ক্ষুধাতৃষ্ণাদির অভাবেও মানবগণ প্রদত্ত যজ্ঞাদি ভাগ গ্রহণে সন্তুষ্ট। এই ভারতে প্রচুর পুণ্য কর্ম্ম করিলে তাঁহাদের সেই স্থান লাভ করা যায়। ঐ স্থানের অধীশ্বর দেবরাজ ইন্দ্র। তাঁহার ভাগ্যের কথা কি বলিব, ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃরূপে তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া বিরাজিত। যিনি ইন্দ্রকে বিভিন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহার প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করেন। আপনি এ সকল বৃত্তান্ত অপেক্ষা অনেক অধিক বিষয় অবগত আছেন।

দেবর্ষি নারদ এই প্রকারে সেই মহারাজের প্রশংসা করিয়া তাঁহার উক্তি অনুসারে স্বর্গে গমন করিলেন এবং দেবসভামধ্যে দেবগণপরিবেষ্টিত ভগবান্ শ্রীবামনদেবকে দর্শন করিলেন। তিনি গরুড়ের পৃষ্ঠে সমাসীন, কল্পদ্রুমজাত

পুষ্পমালা বিলেপন, ভূষণ, বসন ও অমৃতাদিদ্বারা দেবতাগণ তাঁহার পূজা করিতেছেন। বৃহস্পতি প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন, জননী অদিতি দেবী তাঁহার লালন করিতেছেন এবং শ্রীভগবান্ প্রিয় বাক্যে তাঁহাদিগকে আনন্দ প্রদান করিতেছেন। তথায় সিদ্ধগণ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব-অপ্সরাদি বিবিধ স্তব জয় শব্দ এবং বাদ্য-গীত-নৃত্যাদি দ্বারা তাঁহার সন্তোষ-বিধান করিতেছেন। শ্রীভগবান্ দেবরাজ ইন্দ্রকে দৈত্যভয় হইতে অভয় দান করিতেছেন এবং নিজলক্ষ্মী কীর্ত্তিদেবী-কর্ত্তৃক নিবেদিত তাম্বূল সেবন করিতেছেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় আসনে অবস্থিত হইয়া বারম্বার ভগবন্ মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। আর তৎপ্রতি ভগবানের কৃত উপকার সকল বর্ণন করিতে করিতে সহস্রনয়নে অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ নিজাবাসে গমনপরায়ণ হইলে দেবর্ষি ইন্দ্রের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে দেবরাজ! তুমি শ্রীভগবানের অনুকম্পিত। সূর্য্যচন্দ্রাদিলোকপাল সকল তোমার আজ্ঞাকারী। মুনিগণও তোমার বশীভূত। শ্রুতিসকল তোমাকে জগদীশ্বর বলিয়া স্তব করেন। তুমি ধর্ম্মা-ধর্ম্মের ফলদাতা, আর শ্রীভগবান্ তোমার কনিষ্ঠ সহোদর হইয়া জ্যেষ্ঠের উপযোগী সম্মান প্রদান করেন।

তচ্ছ্রবণে দেবরাজ ইন্দ্র দেবর্ষিকে প্রণাম করিয়া লজ্জাবশতঃ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—হে গান্ধর্ব্বকলা-বিশারদ! আপনি কি আমাকে উপহাস করিতেছেন? আমি দৈত্যভয়ে কতবার স্বর্গ হইতে পলাইয়াছি। দৈত্যরাজ বলি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া অসুরদিগকে সূর্য্যচন্দ্রাদির অধিকারে নিযুক্ত করিয়াছিল। আর স্বয়ং যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিত। আমার তাদৃশ দুঃখভোগের পর আমার পিতা-মাতার কঠোর তপস্যায় শ্রীঅচ্যুত অংশমাত্র দ্বারা আমার ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আর আমার শত্রু বলিকে বিনাশ না করিয়া ছলক্রমে ভিক্ষা করিয়া স্বর্গরাজ্য লইয়া আমাকে দিয়াছেন। স্বর্গে স্পর্দ্ধা, অসূয়াদি দোষ আছে। ব্রহ্মহত্যাদি পাপ এবং পতনেরও আশঙ্কা আছে। আর আমার প্রতি শ্রীমান উপেন্দ্রের বিশেষ উপেক্ষাই দেখা যায়। যেহেতু তিনি স্বর্গের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ সুধর্ম্মা সভা ও পারিজাত বৃক্ষ মর্ত্ত্যলোকে লইয়া স্থাপন করিয়াছেন। গোপগণ কৃত আমার চিরন্তনী পূজা তিনি নাশ করিয়াছেন। আর আমার প্রিয় বিশাল খাণ্ডব বন দাহন করাইয়াছেন। আমি বৃত্রাসুর-বধের জন্য প্রার্থনা করিলে তিনি আমাকেই বৃত্রবধে প্রেরণা দিয়াছিলেন।

হে দেবর্ষি! আপনার পিতাকেই শ্রীহরির কৃপাপাত্র বলিয়া জানিবেন। তাঁহার একদিনে মাদৃশ চতুর্দ্দশ ইন্দ্র, চতুর্দ্দশ মনু ও তৎপুত্রাদি প্রাদুর্ভূত হন। এইরূপ তাঁহার এক দিনের পরিমাণ বারিসহস্র দৈবযুগ; রাত্রিও সেই পরিমিত। ঐরূপ অহোরাত্র ৩৬০ সংখ্যা পূর্ণ হইলে তাঁহার এক বৎসর হয়। তাদৃশ শতবৎসর ব্রহ্মার আয়ুর পরিমাণ। (ক্রমশঃ)

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীরামচন্দ্রপুরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৬০ পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু ছিদ্রানুসন্ধানে যাহার একান্ত অধ্যবসায়, সেই রামচন্দ্রপুরী পিপীলিকার ন্যায় মণিময় মন্দিরেও ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। এতদিন রামচন্দ্রপুরী লোকের নিকট মহাপ্রভুর নিন্দা গাহিয়া বেড়াইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মৎস্যরতার জ্বালা—পরনিন্দা—পরমেশ্বর-নিন্দার উত্তেজনা মিটে নাই। তাই সে-দিন মহাপ্রভুকে আহ্বান করিয়াই মহাপ্রভুর দোষ নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন—

"রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি।
অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয়-লালসা!"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮ম)

—রাত্রিকালে এইস্থানে ইক্ষুজাত গুড় ছিল, এই জন্যই এখানে পিপীলিকাসমূহ বিচরণ করিতেছে। অহো! বিরক্ত-সন্ন্যাসিগণেরও কি এইরূপ ইন্দ্রিয়-লালসা!

রামচন্দ্রপুরী যে মহাপ্রভুর নিন্দা করিয়া বেড়ান. একথা মহাপ্রভু পূর্ব্বে কর্ণপরম্পরায় শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সাক্ষাদ্‌ভাবে শুনিতে পাইলেন। নিজ-নিন্দা-শ্রবণে জগদ্‌গুরু আচার্য্যলীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু ভয় ও সঙ্কোচের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গোবিন্দকে আহ্বান-পূর্ব্বক বলিলেন,—

আজি হৈতে ভিক্ষা আমার এই ত নিয়ম।
পিণ্ডভোগের এক চৌঠি, পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন।
ইহা বই অধিক আর কিছু না লইবা।
অধিক আনিলে আমা এথা না দেখিবা॥

মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ সকল বৈষ্ণবের নিকট গিয়া প্রভুর এই আদেশ জানাইলেন। ইহা শুনিয়া মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্তগণের হৃদয়ে দারুণ দুঃখ উপস্থিত হইল।

সকলে রামচন্দ্রপুরীকে মনে মনে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'এই পাপিষ্ঠ আসিয়া সকলের প্রাণ বিনাশে উদ্যত হইয়াছে। কোথায় শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরিপাদ, আর কোথায় দুরাত্মা রামচন্দ্র। শ্রীল মাধবেন্দ্রের ত্যক্ত শিষ্য এই অপরাধী ব্যক্তি স্বরাট্ ভগবানের চিত্ত অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছে।'

সত্য-সত্যই শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

'গুরু উপেক্ষা কৈলে, ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বরপর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়॥'

যে-দিন রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুর সম্মুখেই মহাপ্রভুর এইরূপ নিন্দা করিলেন এবং মহাপ্রভু গোবিন্দকে ডাকিয়া তাঁহার (মহাপ্রভুর) দৈনিক ভিক্ষার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন, সেই দিনই জনৈক ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। গোবিন্দ মহাপ্রভুর কঠোর ও দুর্ল্লঙ্ঘ্য আদেশানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ প্রসাদমাত্র গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ ইহা দেখিয়া নিজের শিরে করাঘাতপূর্ব্বক হাহাকার করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর জন্য গোবিন্দ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণানুযায়ী যে সামান্য অন্ন-ব্যঞ্জন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্য হইতে মাত্র অর্দ্ধেক মহাপ্রভু ভোজন করিলেন এবং অবশেষ গোবিন্দ গ্রহণ করিলেন। মহাপ্রভু ও গোবিন্দ উভয়েই অর্দ্ধাশন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ভক্তগণ একেবারে ভোজন পরিত্যাগ করিলেন।

এদিকে মহাপ্রভু গোবিন্দ ও কাশীশ্বরকে নিজ-জন-জ্ঞানে অন্যত্র ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিতে বলিলেন।

এইরূপে কিছুকাল মহাদুঃখে ভক্তগণের দিন অতিবাহিত হইল। মহাপ্রভুর এইরূপ ভোজন-সঙ্কোচ, ভক্তগণের হৃদয়ের দুঃখ ও উপবাসাদির কথা শ্রবণ করিয়া একদিন রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিলেন। মহাপ্রভু রামচন্দ্রকে মান দান করিয়া বসাইলেন। কিন্তু রামচন্দ্রপুরী স্বরাট্ ভগবান্‌কে মর্ত্ত্য সাধক সন্ন্যাসী-মাত্র জ্ঞান করিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন,—

"সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে 'ইন্দ্রিয়-তর্পণ'।
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ॥

তোমারে ক্ষীণ দেখি, শুনি,—কর অর্দ্ধাশন।
এই 'শুষ্ক-বৈরাগ্য' নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম॥
যথাযোগ্য উদর ভরে, না করে 'বিষয়' ভোগ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ॥"

শ্রীগীতা (৬।১৬-১৭) বলিয়াছেন,—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

রামচন্দ্রপুরীর এইরূপ উপদেশ-বাক্যাড়ম্বর শ্রবণ করিয়া অমানি-ধর্ম্মের আদর্শ মহাপ্রভু দৈন্যভরে বলিলেন,—

"অজ্ঞ বালক মুই 'শিষ্য' তোমার।
মোরে শিক্ষা দেহ'—এই ভাগ্য আমার॥"

এইরূপ শুনিবার পর সেইদিন রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুর বাসা পরিত্যাগ করিলেন।

ক্রমে মহাপ্রভু ভক্তগণের অর্দ্ধভোজনের কথা শ্রবণ করিতে পাইলেন।

একদিন শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্রপুরিপাদের অন্যতম গুরুনিষ্ঠ মহাভাগবত-শিষ্য শ্রীল পরমানন্দপুরী মহাপ্রভুর ভক্তগণের সহিত প্রভুর নিকট আগমন-পূর্ব্বক দৈন্যবিনয়-সহকারে জানাইলেন,—"রামচন্দ্রপুরী নিন্দক-স্বভাব ব্যক্তি, তাঁহার কথায় ভোজন পরিত্যাগ করিয়া কি লাভ হইবে? রামচন্দ্রের স্বভাবই এই, যে-ব্যক্তি আহার করিতে চাহে না, তাহাকে বহু যত্ন করিয়া যথেষ্ট আহার করাইয়া থাকে এবং ঐরূপ আহার করাইবার পর পুনরায় তাহার কত কি নিন্দা আরম্ভ করে। কখনও ঐরূপ ভোজনকারীকে বলে, তুমি যে এত আহার কর, তোমার কত ধন আছে? কখনও বা নিজে স্বেচ্ছায় যথেষ্ট ভোজন করিয়া ভোজন-দাতাকে নিন্দা করিয়া বলে, 'তুমি সন্ন্যাসীকে অধিক খাওয়াইয়া তাহার ধর্ম্মনাশ করিতে চাহ, তোমাতে ধর্ম্মের আভাসও নাই।' কে কখন কি করেন, কে কিরূপ ভোজন করেন, এই অনুসন্ধান লইয়াই রামচন্দ্রপুরী সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে। কারণ, লোকের ছিদ্রানুসন্ধান ও নিন্দাই তাহার স্বভাব। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

'পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।'

পরের স্বভাব ও কর্ম্মসমূহের প্রশংসাও করিবে না, নিন্দাও করিবে না। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশংসা-বিধি অপেক্ষা পরবর্ত্তী নিন্দানিষেধরূপ বিধিই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। কারণ, পূর্ব্ব ও পরবিধির মধ্যে পরবিধিই বলবান্। কিন্তু রামচন্দ্র-পুরীর স্বভাব এই,—যেখানে শতগুণ আছে, সেই শতগুণই গ্রহণ করিয়া, তন্মধ্য হইতে ছলে দোষারোপ করিয়া থাকে। রামচন্দ্রের স্বভাবের কথা কহিবার নয়, কেবল হৃদয়ে দুঃখ হয় বলিয়া প্রকাশ করিলাম। এইরূপ মক্ষিকাবৃত্তিযুক্ত ব্যক্তির কথায় কখনও ভোজন-সঙ্কোচ বা অন্নত্যাগ করা উচিত নহে।

শ্রীল পরমানন্দপুরী এইরূপ বলিয়া ভক্তগণের মুখপাত্ররূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ স্বীকার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

শ্রীল পরমানন্দপুরীর বাক্য শ্রবণ করিয়া জগদ্গুরু লোকশিক্ষকের লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু যতিধর্ম্মবিধি কীর্ত্তন করিলেন,—

প্রভু কহে, "সবে কেন পুরীরে কর রোষ?
সহজ ধর্ম্ম কহে তেঁহো, তাঁ'র কিবা দোষ?
যতি হঞা জিহ্বা-লাম্পট্য, অত্যন্ত অন্যায়।
যতির ধর্ম্ম,—প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু রামচন্দ্রপুরীর আদর্শের দ্বারা অনেক শিক্ষা দিলেন। আনুষঙ্গিকভাবে জানাইলেন, যাহারা বিধির অতীত ঈশ্বর, মহাভাগবত ও তদধীন বদ্ধজীবে সমবুদ্ধি করে, তাহারা প্রাকৃত-সহজিয়া ও অদৈবগণে গণিত হইবার যোগ্য। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও আপনাকে বৈরাগ্য-বাধ্য জীবজ্ঞানে যতিবেশী আচার্য্য-সম্প্রদায়কে নিরপেক্ষতা শিক্ষা দান করিলেন।

এদিকে ভগবদাশ্রয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রামচন্দ্রপুরী তীর্থযাত্রা করিলেন। ভক্তগণের হৃদয়-ভার লাঘব হইল, মহাপ্রভুর গণ আনন্দিত হইলেন।

গুরু-অবজ্ঞার দ্বারা গুরুর উপেক্ষা ও অপ্রসন্নতা লাভ করিলে জীবের হৃদয়ে ঐরূপই বিষ্ণু-বিরোধ ও পাষণ্ডত্বের সঞ্চার হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু অপরাধী রামচন্দ্রের চরিত্রের দ্বারা লোকশিক্ষা দিলেন,—

গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর-পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়॥

যদ্যপি গুরুবুদ্ধ্যে তার দোষ না লইল।
তার ফল-দ্বারা লোকে শিক্ষা করাইল॥

অতএব যাহারা সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও রামচন্দ্রপুরীর আদর্শে গুরু-সেবক বৈষ্ণব, এমন কি, অতিমর্ত্ত্য মহাভাগবত-শিরোমণি গুরুদেবের ছিদ্রান্বেষণ এবং নিন্দার নির্ব্বন্ধযুক্ত হইবার ভীষণাদপি ভীষণ দুর্ভাগ্য লাভ করে, তাহারা গুরুর দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া পাষণ্ডীর গণে গণিত হয়। তাহাদের কোন কালে রক্ষা নাই। ভগবান্ রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করেন, কিন্তু গুরু-বৈষ্ণব রুষ্ট হইলে বা উপেক্ষা করিলে ঐরূপ উপেক্ষিত ব্যক্তির কোনও কালে নিস্তার নাই।

শ্রীএকাদশী-তিথি-মাহাত্ম্য

পূজ্যা তিথিবরা—'একাদশীর' মহিমা।
পুরাণাদি বিভিন্ন শাস্ত্রে আছে বর্ণনা॥
তাহা হ'তে অবলম্বি—স্বল্প আচ্ছাদিয়া।
বর্ণিলাম শ্রীগুরু-কৃপা-কণা লভিয়া॥
দুগ্ধপোষ্য শিশু-রক্ষণার্থ মাতৃগণ।
আর রোগীর ত্রাণ হেতু ঔষধ সেবন॥
তদ্রূপ ভব-রোগ করিতে নিবারণ।
শ্রীহরি—'একাদশী' করিয়াছে সৃজন॥
অশেষ দুঃখ-সঙ্কুল সংসারে আসিয়া।
একান্তভাবে—শুদ্ধা একাদশী বরিয়া॥
চিন্ময়-পরব্যোমে—করয়ে গমন।
প্রপঞ্চ-মাঝারে—সেই বুদ্ধিমান জন॥
একাদশী লভি যেবা আন ব্রত ধরে।
করগত মণিত্যজি 'লোষ্ট্র' আশা করে॥
একাদশী তিথিতে করিয়া উপবাস।
হরি 'অম্বুম্বিতার্চ্চনে' (হয়) ভব-বন্ধ-নাশ॥

সংসার-সর্পে যে-পাপীরে করে দরশন।
একাদশী-উপবাসে—আনন্দে খণ্ডন ॥

শত শত জন্মোত্থ পাতকরূপ-কাষ্ঠ।
একাদশী-বহ্নিতে সবই 'ভস্মিভূত' ॥

যাবৎ হরিবাসরে না করে উপবাস।
তাবৎ শরীরে হয় পাপের নিবাস ॥

সহস্র অশ্বমেধ শতেক বাজপেয়।
একাদশীর এক-ষোড়ষাংশ না হয় ॥

স্বর্গ, মোক্ষ, রাজ্য, সুপুত্র-সুন্দরী জায়া।
সব সিদ্ধি হয় হরিবাসর করিয়া ॥

গয়া, বারানসী, পুষ্কর, যমুনা, গঙ্গা।
শ্রীকুরুক্ষেত্র, রেবা, বেদিকা, চন্দ্রভাগা ॥

আর যত তীর্থ আছে জগত-প্রখ্যাত।
একাদশীর সম কেহ নহে বিখ্যাত ॥

ছলে বা অজ্ঞাতে যদি কেহ করে ব্রত।
সর্ব্ব পাতক ক্ষয়-ক্রমে বৈকণ্ঠে-নীত ॥

জিতেন্দ্রিয় জন, যেবা করি উপবাস।
কায়-মনে পূজে সেই জগত-নিবাস ॥

পূর্ব্বকৃত সর্ব্ব পাপ হয় প্রক্ষালন।
তপস্যা-যজ্ঞ-সাধন কিবা প্রয়োজন ॥

যে জন একাদশীর লইবে শরণ।
চতুর্ভুজে গরুড়োপরি করি আরোহণ ॥
মাল্য পীতবাস বিভুষিতা নানারত্নে।
অনায়াসে যায় শ্রীহরির নিকেতনে ॥
অন্নাভাবে আর রাজগৃহে কারাবাস।
সেদিন যদি একাদশীর (হয়) উপবাস ॥

একাদশীর সম্যক উপবাস-ফল।
কখন ভ্রষ্ট হয় না থাকে চিরকাল ॥
সর্ব্ব প্রায়শ্চিত্তরূপ একাদশী-তিথি।
সংসার 'ত্রাণকারক' একমাত্র বিধি ॥
চতুর্দ্দশ দিবসে যে-পাপের সঞ্চয়।
পঞ্চদশ দিবসে তাহা উপবাসে ক্ষয় ॥
কলিযুগে উচ্ছৃঙ্খল-নিষ্ঠুর-পাপাত্মা।
উদ্ধারের পথ নাই একাদশী বিনা ॥
কৃষ্ণ-স্মৃতি আর একাদশী-উপবাস।
দুটি' প্রায়শ্চিত্তরূপ করে 'ভব' নাশ ॥
স্নেহ-ভক্তি-প্রসঙ্গতঃ আর শক্র-বশে।
যেরূপে হ'ক একাদশীর উপবাসে ॥
জনার্দ্দন শ্রীহরির করে স্তব-স্তুতি।
সর্ব্ব পাপক্ষয় তার হয় ঊর্দ্ধগতি ॥
সর্ব্ব সুখ ধর্ম্ম আর গুণের আশ্রয়।
নিখিল শাস্ত্রে 'কালকেতু' কীর্ত্তিত রয় ॥
শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রীতি একাদশীব্রত।
শ্রদ্ধান্বিতে অনুষ্ঠাতা শীঘ্রে হয় মুক্ত ॥
একাদশী-ব্রতকথা করিলে শ্রবণ।
তদ্ ব্রতানুষ্ঠান হ'লে অনুমোদন ॥
কার প্রতি ব্রত লাগি করে শ্রদ্ধাদান।
সেই ভাগ্যবান করে বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ ॥
একাদশী-তিথি আর ব্রতের মহিমা।
পুরাণ-শাস্ত্রে তাহার নাহিক সীমা ॥

—শ্রীরমাপতি ভক্তসুহৃদ

স্কন্দপুরাণ-বিষ্ণুখণ্ডান্তর্গত

শ্রীবেঙ্কটাচল-মাহাত্ম্য

(শ্রীবরাহ-পৃথিবী-সংবাদ)

সূত বলিলেন ! হে মুনিগণ ! পুরাতনী পুণ্যকথা শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে পুণ্যতম সত্যযুগের বৈবস্বতমন্বন্তরে পৃথিবীপতি দেবেশ বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া নারায়ণ পর্ব্বতে বাস করেন। তখন সখীসমাবৃতা দেবী-ধরণী পদ্মের ন্যায় রক্তাভ আয়তনেত্র বরাহরূপী বিষ্ণুকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। ধরণী বলিলেন,—আপনি কোন্ মন্ত্রদ্বারা আরাধিত হইলে প্রীত হন এবং আপনার যাহা সতত প্রিয়, হে দেবেশ ! তাহা আমাকে বলুন। হে মানদ, বরাহ ! কামনাপূর্ব্বক জপ করিলে আপনার যে মন্ত্র সতত সর্ব্বসম্পত্তিকারক, পুত্রপৌত্রপ্রদ, কামদ ও সার্ব্বভৌমত্বপ্রদ হয় এবং আত্মরত ব্যক্তির অন্তে আপনার পাদপদ্মপ্রাপ্তি ঘটে, প্রীতিপূর্ব্বক আমার নিকট তাদৃশ মন্ত্র কীর্ত্তন করুন। সূত উত্তর করিলেন,—বরাহদেব ধরিত্রীদেবীর এবম্বিধ বাক্যে প্রীত হইয়া স্তিমিত নেত্রে উত্তর করিলেন।

বরাহ বলিলেন,—হে দেবি। সদ্যঃসম্পত্তিকারক, ভূমিদ ও পুত্রদ পরম গুহ্য মন্ত্র শ্রবণ কর ; ইহা গোপনীয়, কদাচ প্রকাশ্য নহে ; কিন্তু শুশ্রূষাশীল নিয়তাত্মা ভক্তের নিকট বক্তব্য। মুমুক্ষুগণ 'ওঁ নমঃ শ্রীবরাহায়' ইহার সঙ্গে বহ্নিজায়া অর্থাৎ স্বাহা যোগ করিয়া "ওঁ নমঃ শ্রীবরাহায় স্বাহা" এই মন্ত্র সতত জপ করিবেন। হে ধরাদেবি ! এই মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক। এই মন্ত্রের ঋষি—সঙ্কর্ষণ, দেবতা—আমি অর্থাৎ বরাহ, ছন্দঃ—পংক্তি, এবং বীজ—শ্রীং বলিয়া অভিহিত হয়। এই মন্ত্র সদ্‌গুরুর নিকট লাভ করিয়া চতুর্লক্ষ জপ এবং মধু ও ঘৃতসহ পায়েসান্নে হোম করিতে হয়। অনন্তর মনঃশুদ্ধিপ্রদায়ক বরাহদেবের ধ্যান কীর্ত্তন করিতেছি। বরাহদেবের শরীরপ্রভা শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায়, নেত্র রক্তপদ্মপত্র-সদৃশ, মুখ বরাহমুখবৎ এবং সৌম্য ; ইঁহার চারিবাহু, মস্তকে কিরীট, বক্ষে শ্রীবৎসমণি, হস্ত-চতুষ্টয়ে চক্র, শঙ্খ, অভয় ও পদ্ম ; হে সাগরাম্বরে ! তুমি আমার বাম উরুতে অবস্থানপূর্ব্বক আমার সহিত মিলিত-ভাবে বিরাজিত। বরাহদেবের পরিধানে রক্ত-পীত বসন এবং তিনি রত্না-ভরণভূষিত ও কূর্ম্মপৃষ্ঠোপরি শেষনাগের মস্তকস্থ পদ্মের উপর সংস্থিত। এইরূপে ধ্যান করিয়া সর্ব্বদা অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপ করিতে হয় এবং এইরূপ

করিলে সর্ব্ববিধ কামনালাভ হয় ও অন্তে মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। হে অমলে ধরণি! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তাহা বলিলাম। হে অমলাননে! অতঃপর যাহা জানিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা বল। বরাহদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধরিত্রীদেবী পুনরায় তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—দেব! পূর্ব্বকালে কে ইহার অনুষ্ঠান করিয়া কিরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিল? বরাহদেব এইরূপে পুনরায় জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে দেবি! পুরাকালে সত্যযুগে ধর্ম্মনামক এক শ্রেষ্ঠ মনু ছিলেন। তিনি ব্রহ্মার নিকট এই মন্ত্র লাভ করিয়া জপ করেন। হে দেবি! অনন্তর তিনি আমাকে দর্শন ও আমার নিকট বর লাভ করিয়া আমার পদপ্রাপ্ত হন। পূর্ব্বকালে দুর্ব্বাসার শাপে শচীপতি স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হন। হে দেবি! তিনিও এই মন্ত্রে আমাকে পূজা করিয়া পুনরায় স্বর্গরাজ্য লাভ করেন। হে দেবি! অন্য আরও অনেক মুনি এই বরাহমন্ত্র জপ করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। পন্নগপতি অনন্ত, কশ্যপসমীপে এই মন্ত্র লাভ করেন এবং শ্বেতদ্বীপে অবস্থানপূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করিয়া ধরণীধারণে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব ইহকালে ভূমিকামী মানবের এই মন্ত্র সতত জপ করা কর্ত্তব্য। সূত বলিলেন,—এতৎশ্রবণে অতীব প্রীতা হইয়া পৃথিবী পুনরায় ভূধর বরাহকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ধরণী বলিলেন,—শ্রীনিবাস জগৎপতি দেবেশ বিমল বরাহ ধরিত্রীর সহিত বেঙ্কটনামক মহাশৈলে কোন্ সময় আগমন করেন এবং জনার্দ্দন কল্পান্ত কালেও স্থায়ী হন। হে বরাহাত্মন্! এই সকল শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে, অতএব বলুন।

শ্রীবরাহ বলিলেন,—অহো! বরাননে! তোমার নিকট পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করিতেছি, হে মহাদেবি! তুমি ভূত, অতীত ও অনাগত বৃত্তান্ত সকল শ্রবণ কর। হে অনঘে! পূর্ব্বকালে সত্যযুগের বৈবস্বত মন্বন্তরে বায়ুর সুমহৎ তপস্যাদর্শনে শ্রীনিবাস ভূমির সহিত স্বামিপুষ্করিণীতীরে আগমন করেন। বায়ুর প্রিয়কারী শ্রীপতি হরি স্বামিপুষ্করিণীর পরম পাবন দক্ষিণতীরে আনন্দনামক বিমানে বাস করেন এবং হৃষীকেশ তদবধি কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক নিরন্তর আরাধিত হইয়া কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত এই বিমানে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করেন। ধরণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—মানবগণের অদৃশ্য দেবেশ ভগবান্ শ্রীনিবাস আপনার দক্ষিণপার্শ্বগ হইয়া কিরূপে দৃশ্য হইয়াছিলেন এবং জনগন তাঁহাকে কিরূপেই বা আরাধনা করিয়াছিল? হে সুরাধীশ! এই সকল কথা বলুন। বরাহ

উত্তর করিলেন,—মহর্ষি অগস্ত্য এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক সনাতন বরাহদেবকে দর্শন করেন এবং দ্বাদশ বৎসর যাবৎ পুনঃ পুনঃ আরাধনা করত তাঁহাকে প্রীত করিয়া "ভগবন্ দৃশ্য হউন" এইরূপ বলিয়া তাঁহার সান্নিধ্য কামনা করেন। হে ধরে! তখন ভূমির সহিত হৃষীকেশ ঋষি অগস্ত্য কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন। শ্রীভগবান বলেন,—"তোমার প্রার্থনায় আমি দেহিগণের দৃশ্য হইব বটে; কিন্তু হে দেবর্ষে! এই বিমান কদাচ কেহ দেখিতে পাইবে না। আমি কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে মুনীন্দ্রগণের দৃশ্য হইব, সংশয় নাই। অনন্তর ঋষি অগস্ত্য বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন।

অনন্তর বরাহ চতুর্ভুজরূপে মানবগণের দৃশ্য হইতে লাগিলেন; কিন্তু বায়ু ও কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক সতত আরাধিত হইয়া তদবধি আর তিনি মুনি-চিন্তিত বিমানে উপবেশন করিলেন না। হে বসুন্ধরে! অনন্তর এইরূপে চতুর্যুগ-সমন্বিত বহুকাল অতীত হইলে দ্বাপর-যুগের অবসানে অষ্টাবিংশতি যুগে ভারত-যুদ্ধের অবসানে তিষ্যযুগ উপস্থিত হইবে, হে বরাননে! তখন বিক্রম ও অর্কাদি ভূপ, শক এবং শূদ্রগণ আমাকে জানিতে না পারিয়া স্বর্গে গমন করিবেন। হে বরারোহে! অনন্তর সোমবংশসম্ভব মহাভাগ্যসম্পন্ন মহারথ চিত্রবর্ম্মা তুণ্ডীরমণ্ডলের নারায়ণপুরে রাজা হইয়া বাস করত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে। ঐ ভূপাল ধর্ম্মদ্বারা ভূর্লোক শাসন করিতে থাকিলে বিনা বর্ষণেই পৃথিবী সর্ব্বশস্যবিভূষিতা হইবেন। তাঁহার রাজ্যে কোথায়ও অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ইতিভাব থাকিবে না এবং নিখিল মানব ধার্ম্মিক হইবে। তৎকালে মনোরমা পাণ্ড্যতনয়া তাঁহার পত্নী হইলেন ও আকাশনামক তাঁহার ভূকুলষণ এক তনয় জন্মগ্রহণ করিল এবং ঐ আকাশের শকবংশজাত ধরণী-নাম্নী পত্নী হইলেন। নৃপোত্তম মিত্রবর্ম্মা নিজতনয় আকাশের প্রতি তদীয় রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া বেঙ্কটশৈলের সন্নিকটে এক পুণ্য তপোবনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; তদীয় তনয়শ্রেষ্ঠ আকাশই সর্ব্বভৌম হইলেন। রাজা আকাশ আর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি সতত ধরণীতেই নিরত থাকিতেন। তিনি যজ্ঞার্থ আরণীর তীরভূমি শোধন করিয়াছিলেন। তদনন্তর সুবর্ণময় হলদ্বারা বসুধাতল কৃষ্যমান হইলে বীজমুষ্টি বিকিরণ করিতে করিতে ভূতলে একটী কন্যা দেখিতে পাইলেন। এই কন্যা সরোজশয্যায় শয়ানা, রমণীয়া এবং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা। তিনি যেন তপ্তকাঞ্চনের পুত্তলিকার ন্যায়

বিরাজ করিতে লাগিলেন। সেই কন্যাকে দর্শন করিয়া মহীপাল আকাশের বিস্ময়ে নয়ন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তাহাকে গ্রহণ করিয়া রাজা "ইনি আমারই কন্যা" পুনঃপুনঃ এই কথা বলিতে বলিতে মন্ত্রিগণ সহ আহ্লাদিত হইলেন। তখন একটী আকাশবাণী উত্থিত হইয়া নৃপতি আকাশকে বলিল,—"সত্যসত্যই ইনি তোমার কন্যা; তুমি এই সুলোচনা কন্যাকে পালন কর।" অনন্তর মহীপতি প্রীতমনে স্বীয় পুরে প্রবেশ করিলেন এবং সহধর্ম্মিণী দেবীধরণীকে ডাকিয়া আনিয়া এই কথা বলিলেন,—"দেবি! এই ভূলোত্থিতা দেবদত্তা কন্যা সন্দর্শন কর, আমাদের পুত্র-কন্যা নাই, ইনি নিশ্চয়ই আমাদের কন্যারূপে বিরাজ করিবেন।" নৃপতি আকাশ এইরূপ বলিয়া প্রীতভরে প্রিয়ার করে সেই কন্যা অর্পণ করিলেন। অনন্তর শুভলক্ষণা ঐ কন্যা রাজার গৃহে প্রবেশ করিলে রাণী ধরণী গর্ভধারণ করিলেন, রাজা আকাশও স্নিগ্ধ-বিলোচন পত্নীকে সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীতমানসে বলিলেন,—হে সুভ্রু! আজ আমার সন্তানপ্রসূ লতায় ফল ধরিয়াছে।

অনন্তর যথাকালে কমললোচনা দেবী ধরণী এক পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ তনয়ের জন্মকালে পঞ্চগ্রহ অত্যন্ত উচ্চস্থ ছিল। দিবাকর মেষরাশিতে অবস্থান করিতেছিলেন। অতএব ঐ মুহূর্ত্ত অতি প্রশস্ত। তখন দেবদুন্দুভি নিনাদিত ও গৃহে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল এবং বায়ু সুখস্পর্শ হইয়া বহিতে লাগিল। সুতজন্মহর্ষিত নৃপতির সমীপে যে যে আসিয়া পুত্রজন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল, ছত্র ও চামর ব্যতীত রাজা তাহাদিগকে সর্ব্বস্ব দান করিলেন। তিনি কোটি কপিলা ও শত বৃষভ দান করিলেন এবং পুত্রের দ্বাদশদিনে জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়াসকল সম্পাদিত করিলেন এবং তিনি নিজেই পুত্রের নাম রাখিলেন,—'বসুদান'। বরাহ বলিলেন,—হে দেবি! মনোরম আকাশসুত বালক বসুদান শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মপারগ গুরুগণ দ্বারা বিনীত বসুদান উপনীত হইয়া পিতার নিকট মন্ত্রবান্ অস্ত্র-শস্ত্র সকল শিক্ষা করিলেন। তিনি পিতার নিকট সাঙ্গোপাঙ্গ চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিলে তদীয় পিতা আকাশ, তনয় বসুদানের প্রভাবে শত্রুগণের অবধ্য হইলেন এবং গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যযুক্ত নির্ম্মল মধ্যাহ্ন-আকাশের ন্যায় দুঃসহ ও দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন।

প্রশ্নোত্তর-তত্ত্ব

মাননীয়,

'শ্রীগৌড়ীয়'-পত্রিকা-সম্পাদক-সমীপেষু—

মহাত্মন! নিম্নলিখিত প্রশ্নটীর উত্তর আপনাদের সুবিখ্যাত "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"-পত্রে প্রদান করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিবেন।

* * * * * *

বিনীত—

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রশ্ন

১। বৈষ্ণবদর্শনে জীবকে 'তটস্থাশক্তি' বলিয়া জীবের স্বতন্ত্রতা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু গীতায় দেখা যায়, জীবের কোনও স্বতন্ত্রতা নাই। ঈশ্বরের প্রেরণায় জীব যন্ত্রারূঢ় বস্তুর ন্যায় ভ্রামিত হয়। এতদ্বিষয়ে প্রসিদ্ধ প্রমাণ শ্লোকটি এই ;—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

গীতার সিদ্ধান্ত ও বৈষ্ণবদর্শনের সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য কি?

উত্তর

শ্রীগীতার উপরি-উক্ত শ্লোক বৈষ্ণবদার্শনিক সিদ্ধান্তেরই সম্পূর্ণ সমর্থক। যাঁহারা শ্রীগীতার ঐ শ্লোকটী খুব তাড়াতাড়ি বুঝিয়া ফেলিয়াছেন মনে করেন, তাঁহাদের কাল্পনিক বিচার ও সিদ্ধান্তে ভ্রম প্রবেশ করিয়া থাকে।

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র একদেশ-দর্শন বা 'মাঝখান' হইতে বুঝা যায় না। পূর্ব্ব, পর ও মধ্য—এই তিনের সঙ্গতি করিয়া শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য ও সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিতে হয়।

প্রথমতঃ আমরা উপরি-উক্ত শ্লোকটির অনুবাদ করি ;—হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর (পরমাত্মা) যন্ত্রারূঢ় সর্ব্বভূতকে (স্বীয়) মায়ার দ্বারা ভ্রামিত করাইয়া সর্ব্বভূতের হৃদয়ে (পরমাত্মা রূপে) অবস্থিত।

পরমাত্মাই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যত কর্ম্ম করেন, ঈশ্বর তদনুরূপ ফল দান করেন। ঈশ্বর মায়ার দ্বারা সর্ব্বভূতকে ভ্রামিত করান। 'যন্ত্রারূঢ়'-শব্দে—'সূত্রসঞ্চারাদি-যন্ত্রারূঢ় কৃত্রিম পুত্তলবৎ সর্ব্বভূত',

অথবা 'যন্ত্রারূঢ়'-শব্দে—'শরীরারূঢ়'ও বুঝায়। সর্ব্বভূতকে চালিত-করণে পরমেশ্বর সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব-বিধান করেন না। 'মায়য়া' তিনি মায়া বা নিজ-শক্তির দ্বারা পরিচালিত করেন। মায়া দুই প্রকার—'যোগমায়া' ও জড়মায়া। বিমুখজীব যখন বিমুখতা বরণ করে, তখন তাহার উপর জড়মায়ার কার্য্য—জীব তখন জড়মায়ার দ্বারা ভ্রামিত হয়, আর উন্মুখজীব যখন উন্মুখতা বরণ করেন, তখন যোগমায়া তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন।

বিমুখতা বা উন্মুখতা-বরণ—জীবের স্বতন্ত্রতা। জীব—তটস্থ। বিমুখতা ও উন্মুখতা—এই উভয়দিকে জীব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে। যখন জীব বিমুখতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন পরমেশ্বরের বহিরঙ্গ শক্তি জড়মায়া তাহাকে সংসারচক্রের ক্রিয়া পুত্তলি করিয়া সংসারে ভ্রামিত করায়। যন্ত্রারূঢ় জীব এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া নিজ-স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের জন্য নির্ব্বেদগ্রস্ত হইলে যখন উন্মুখ হইবার জন্য সচেষ্ট হয় অর্থাৎ স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিবার জন্য স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করে বা আনুগত্যময়ী স্বতন্ত্রতা বরণ করে, তখন পরমেশ্বরের যোগমায়া জীবকে উন্মুখতার পথে চালিত করেন।

পরমেশ্বর জীবের নিয়ন্তা হইলেও তিনি জীবের স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতার হন্তারক নহেন। জীব কিছু জড় পুত্তল নহে যে, তাহাকে যেদিকে চালনা করা যায়, সে সেই দিকেই যায়। যদি তাহাই হইত, তবে 'জীব' ও জড়ে কোনও পার্থক্যই লক্ষিত হইত না। জীবকে 'জড়' বলা—নাস্তিকতার আবাহন-মাত্র। জীব যখন স্বীয় নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্রতার ব্যবহার বা প্রয়োগ করিয়া কোন কার্য্য করে, ভগবান্ তখন স্বীয় মায়া বা স্বশক্তির দ্বারা সেই কার্য্যের ফলদান করিয়া থাকেন।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, জীবই যদি কর্ম্মের ও সুখ-দুঃখানুভবের কর্ত্তা হন, তাহা হইলে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব কোথায় থাকে? গীতার উপরি-উক্ত শ্লোক ত' ব্যর্থ হইয়া যায়?

তদুত্তর এই যে, জীব—হেতু-কর্ত্তা এবং ঈশ্বর—প্রয়োজক কর্ত্তা। জীব নিজ-কর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া যে ফলভোগের অধিকারী হন এবং যে ভাবিকর্ম্মের উপযোগী হন, সেই সকল ফলভোগে ও কার্য্যকরণে প্রয়োজক-কর্ত্তা-রূপে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব আছে। ঈশ্বর—ফলদাতা, জীব—ফলভোক্তা।

শ্রীগীতার আলোচ্য শ্লোক ও তাহার পূর্ব্বাপর-শ্লোকের সহিত আলোচ্য শ্লোকের সঙ্গতি বিচার করিতে হইলে উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তই সম্প্রকাশিত হয়।

যদি জীবের কোনও স্বতন্ত্রতা না-ই থাকিত, জীব যদি জড় ক্রীড়াপুত্তলির ন্যায় বস্তুই হইতেন, তবে ভগবানের আলোচ্য শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী—"স্বভাবজেন কৌন্তেয় **নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা। কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ** করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ। (গীতা ১৮।৬০) শ্লোকের অবতারণার কোনও আবশ্যকতাই ছিল না কিংবা অব্যবহিত পরবর্ত্তি-শ্লোকেরও কোনই প্রয়োজন ছিল না।

আলোচ্য-শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তি-শ্লোকের অর্থ এই,—

হে কৌন্তেয়, তুমি যাহা **মোহ বশতঃ** করিতে **ইচ্ছা** করিতেছ না, **স্বভাবজাত স্বকর্ম্ম-দ্বারা অবশ** হইয়া তুমি সেই কার্য্যেই করিবে।

তাহা হইলে এখানে জীবের **মোহ বশতঃ কার্য্য করিবার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা** অর্থাৎ প্রবৃত্তি বা **স্বতন্ত্রতা** আছে, আর জীবের **স্বভাবজাত স্বকর্ম্মও** আছে, যেজন্য জীব 'হেতুকর্ত্তা'। যখন জীব এইরূপ হেতুকর্ত্তা হইলেন, তখন ভগবান্ জীবকে 'অবশে' অর্থাৎ যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় ভ্রামিত করান; এখানেই ঈশ্বরের প্রয়োজক-কর্ত্তৃত্ব। এখানে জীব নিজ-কর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া যে ফলভোগের অধিকারী এবং ভাবিকর্ম্মের উপযোগী হইল, জীবের অবশে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় সেই ফলভোগ বরণ করিয়া লইতে হইল। সুতরাং এখানে ঈশ্বরের ফলদাতৃ-সূত্রে নিয়ন্তৃত্ব; জীবের স্বতন্ত্রতার ব্যবহার-জনিত কর্ম্মের কর্ত্তা-সূত্রে কর্ত্তৃত্ব।

জীব যদি একান্ত অস্বতন্ত্র জড়পুত্তলিবৎ বস্তুই হইত, তাহা হইলে 'নেচ্ছসি.' 'স্বেনকর্ম্মণা' প্রভৃতি শব্দই তাহার সম্বন্ধে উক্ত হইতে পারিত না। একান্ত অস্বতন্ত্র বস্তুর আবার 'স্বকর্ম্ম' কোথায়? তাহার 'ইচ্ছাই' বা কোথায়? আর তাহাকে প্রেরণা ও উপদেশ দিবারই বা আবশ্যকতা কি? ঈশ্বর যখন জীবের হৃদয়ে বসিয়াই তাহাকে যন্ত্রের ন্যায় ঘুরাইয়া দিয়া থাকেন, জীবের যখন মোটেই কোনও স্বাধীনতা তিনি প্রদান করেন নাই, ভাল-মন্দ সমস্ত কর্ম্মই যদি ভগবান্‌ই জীবকে করান, তাহা হইলে ভগবানের উপদেশ দেওয়ারই কোন আবশ্যকতা নাই। ভগবান্ যন্ত্রের ন্যায় বা কলের ন্যায় জীবকে ঘুরাইয়া দিলেই ত' হয়, তাহাতে শরণ গ্রহণ করিবার আবার **উপদেশ** দেন কেন?

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ গীঃ ১৮।৬২)

হে ভারত, তুমি সর্ব্বভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও। তাঁহার প্রসাদে পরা শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে।

এখানে ভগবান্ জীবকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিলেন কেন? নিয়ন্তৃ ঈশ্বরই ত' জীবরূপ জড়যন্ত্রের কল টিপিয়া দিয়া তাঁহাকে শরণাগত (?) করাইতে পারিতেন। শুধু এই শ্লোকে নয়, সমগ্র গীতা-শাস্ত্রের উপদেশই তাহা হইলে ব্যর্থ হইয়া যায়। শ্রীগীতার চরম শ্লোকও তাহা হইলে ভগবানের একটা ফাজ্‌লামী (?) হইয়া পড়ে—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (গীঃ ১৮।১৮)

সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ গ্রহণ কর। জীব যদি সম্পূর্ণ অস্বতন্ত্রই হয়, তাহার যদি বিন্দুমাত্র স্বাধীনতার সদ্‌ব্যবহার ও অপব্যবহার করিবার শক্তিরূপ স্বাধীনতার বৃত্তিদ্বয় না থাকে, তাহা হইলে ভগবান্ 'পরিত্যজ্য' ও 'শরণং ব্রজ' কথা বলিলেন কেন? অস্বতন্ত্র বস্তু কি কোন বস্তু গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতে পারে? অস্বতন্ত্র বস্তু কি শরণ গ্রহণ করিতে পারে? তাহা হইলে কে পারে? পূর্ব্বে যে-ব্যক্তি স্বতন্ত্রতার অসদ্‌ব্যবহার করিয়া ইতর ধর্ম্ম-সমূহ গ্রহণ করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়া সেই সকল ইতর ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে। এই উভয় কার্য্যেই জীবের স্বতন্ত্রতার বৃত্তি পরিস্ফুট। ধর্ম্মগ্রহণেও জীবের স্বতন্ত্রতা, ধর্ম্ম পরিত্যাগেও জীবের স্বতন্ত্রতা। ভগবান্ জীবের স্বতন্ত্রতার এই উভয় বৃত্তির হন্তারক হইয়া জীবকে জড় বস্তুর অন্তর্গত না করিয়া জীবকে স্বতন্ত্রতার সদ্‌ব্যবহারের উপদেশ-মাত্র শ্রবণ করাইয়া তাহাকে স্বতন্ত্রতা-রত্নেরই উত্তম অধিকারী করিয়া থাকেন। জীব যখন স্বতন্ত্রতার সদ্‌ব্যবহার করিল অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করিল কিংবা সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিল বা অপর ভাষায় হেতুকর্ত্তা হইল, তখন পরমেশ্বর প্রয়োজক-কর্ত্তারূপে জীবকে "পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।" "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"— প্রভৃতি বাণী শ্রবণ করাইয়া জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্‌ব্যবহারের উপযুক্ত ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

কাজেই জীবের স্বতন্ত্রতার হন্তারক হইবার ছলে যাহারা নিজ নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার জনিত অসৎ কর্ম্মগুলি ভগবানেরই প্রেরণায় ও নিয়ন্তৃত্বে

কৃত বলিয়া আত্মদোষ-ক্ষালনের দুরভিসন্ধি প্রদর্শনার্থ যত্নবান হয়, তাহাদের চেষ্টা কোনও দিন শাস্ত্র-দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে না। তাহাদের ন্যায় জীবের শত্রু ও আত্মশত্রু আর কেহ নাই। স্বাধীনতা কে না চায়? স্বাধীনতার জন্য সকলেই পিপাসু। এই বিকৃত প্রতিফলিত জগতে পর্য্যন্ত বিকৃত ও খণ্ড স্বাধীনতার জন্য কত না 'রাষ্ট্রবিপ্লব' কত না কিছু প্রতিনিয়ত হইতেছে, ইহা বর্ত্তমানযুগকে আর অধিক করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু সেই বিকৃত ও খণ্ডিত স্বাধীনতার মূল বিম্ব-স্বরূপ নিত্য বাস্তব স্বাধীনতাকে—কেবল বিরূপের কুকার্য্যগুলিকে যাহারা আপাত সমর্থনের জন্য লুপ্ত করিবার প্রয়াসী, তাহাদের মত জীব-বিদ্বেষী, জীব-শত্রু ও ভগবানের বিদ্বেষী আর কে আছে? মায়াবাদি-সম্প্রদায় বৈষ্ণব-সুদর্শনের এই তাৎপর্য্য-সৌন্দর্য্যটী ধরিতে পারে না। তাহারা জীবত্ব লুপ্ত, জীবের স্বাধীনতা লুপ্ত, ভগবানের ভগবত্তা লুপ্ত—সমস্তই 'লুপ্ত', 'শূন্য' করিয়া কাল্পনিক আনন্দানুভবের রাজ্যে (?) বিচরণ করিতে চাহে!

জীবের স্বতন্ত্রতা থাকিলেও জীব পরমেশ্বরের ন্যায় পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থাৎ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র নহে। জীব যেরূপ অণু, তাহার স্বতন্ত্রতাও সেইরূপ সীমাবদ্ধ। পাঁচ হাত পরিমাণ রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ গাভীর পাঁচ হাতের মধ্যে বিচরণ ও তৃণাদি ভক্ষণের স্বাধীনতা আছে সত্য, কিন্তু দশ হাতের মধ্যে বিচরণ করিবার স্বাধীনতা তাহার নাই। জীবের স্বতন্ত্রতা সীমাবদ্ধ বলিয়াই তাহার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার আছে, তাহা পরমেশ্বরের শক্তি মায়ার দ্বারা গ্রস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু পরমেশ্বরের স্বতন্ত্রতায় 'অপব্যবহার'-শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। স্বরাট্ পরমেশ্বর স্বতন্ত্রতার যেরূপ ভাবেই ব্যবহার করেন, তাহাই তাহার পক্ষে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুসমন্বিত হয়। এজন্য ভগবানের লাম্পট্য-লীলা, ভগবানের চৌর্য্য-লীলা, জন্ম-পরিগ্রহ-লীলা, একপত্নী-গ্রহণ-লীলা, বহু পত্নী-গ্রহণ-লীলা, পরোঢ়া-গ্রহণ-লীলা—সকলই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, তাহা জীবের ন্যায় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারজনিত 'কর্ম্ম' নহে। তাহা নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়ের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পূর্ণতমা স্বতন্ত্রতার বিজয়পতাকা।

শ্রীচৈতন্যদাসানুদাসগণই এই সুন্দর সুদার্শনিক সিদ্ধান্ত বিশেষরূপে পরিস্ফুট করিয়া জগৎকে প্রদর্শন করিয়াছেন।

বাসুদেব-বিমোচন

(একাঙ্ক-নাটিকা)

—চরিত্র

শ্রীগৌরাঙ্গদেব

বাসুদেব বিপ্র

কুর্ম্ম বিপ্র

দক্ষিণ দেশ

কুর্ম্মাচল ধাম

কুর্ম্ম বিপ্রের গৃহের সম্মুখস্থ অঙ্গন

বাসুদেব বিপ্রের প্রবেশ।

বাসুদেব—গত রাত্রে শুনেছি শ্রীগৌরাঙ্গদেব কুর্ম্ম বিপ্রের গৃহে অবস্থান কর্‌ছেন। তাঁর দর্শন কামনায় আজ ভোর হ'তে না হ'তে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছি। কুর্ম্ম বিপ্রের গৃহের সম্মুখে উপনীত হয়েও এখানে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অবস্থিতি সম্পর্কে আমার কোন প্রতীতি হচ্ছে না। শুনেছি তিনি যেখানে থাকেন সেখানকার পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, এমন কি বৃক্ষ-লতাদি পর্য্যন্ত মহা আনন্দে হিল্লোলিত হয়ে ওঠেন। তাঁকে ঘিরে লক্ষ লক্ষ লোক নাম-সংকীর্ত্তনে তন্ময় হয়ে থাকেন। কিন্তু এখানে কুর্ম্ম বিপ্রের বাটীর সন্নিকটে সেরূপ কোন পরিবেশের ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে না ও অনুভূতও হচ্ছে না। নাম-সংকীর্ত্তনের রোলও শোনা যাচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে এখানকার আকাশ-বাতাস, পশু-পক্ষী এবং বৃক্ষাদি যেন কারও বিরহ-বেদনায় ব্যথিত। স্থানীয় কাউকে পেলে সঠিক ঘটনাদি জানা যায়। কিন্তু এদিকে কাউকে আস্‌তেও তো দেখ্‌ছি না। তবে কি ফিরে যাবো ?

যাবার আগে কুর্ম্ম ঠাকুরকে একবার ডেকেই দেখি সে বাড়ী আছে কিনা!

ও কুর্ম্ম ঠাকুর, কুর্ম্ম ঠাকুর,···বাড়ী আছো ভাই!

(একটু অপেক্ষা করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) নাঃ, কারও সাড়া নেই! তা'হলে কুর্ম্ম ঠাকুরও বাড়ীতে নেই! তবে আর কি কর্‌ব,—এবার বাড়ী ফিরি। আমি হয়তঃ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের এখানে আগমন সম্পর্কে ভুল খবর শুনেছি। (প্রস্থানোদ্যত)

ইত্যবসরে কুর্ম্ম বিপ্রের প্রবেশ

কুর্ম্ম—ভাই বাসুদেব, তুমি আমার দণ্ডবৎ গ্রহণ কর। তুমি ফিরে যাচ্ছ কেন? ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের এখানে শুভাগমন সম্পর্কে তুমি যা' খবর শুনেছো তা' আদৌ ভুল নয়।

বাসুদেব—ভাই কুর্ম্ম, তোমাকেও দণ্ডবৎ জানাচ্ছি! তোমার বাড়ীর দরজায় তোমাকে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি কর্‌লাম, কিন্তু তোমার কোন সাড়া না পেয়ে হতাশ হৃদয়ে বাড়ী ফিরে যেতে মনস্থ করেছিনু ভাই। কিন্তু ভাগ্যবলে তোমাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে আমি বড় আহ্লাদিত হয়েছি। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের এখানে আগমন সম্পর্কে আমি যদি সঠিক সংবাদই শুনে থাকি, তা'হলে তাঁকে এখানে দেখ্‌ছি না কেন? নাম-প্রেমী তাঁকে ঘিরে যে অহরহঃ লক্ষ লক্ষ লোক শ্রীনামে তন্ময় হয়ে থাকেন, তাও তো দেখ্‌ছি না। তুমিও এখানে ছিলে না! তা'হলে তিনি কোথায়?

কুর্ম্ম—তিনি গত রাত্রে এই দীনের কুটীরে কৃপাপূর্ব্বক শুভ পদার্পণ করেছিলেন সত্য। তাঁর পাদ-ধৌত জল ও প্রসাদান্ন আমি সবংশে ভক্ষণ করে পবিত্র ও কৃতার্থ হয়েছি। আজ প্রভাতেই তিনি এস্থান ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন। আমি তাঁর অনুগামী হয়ে বহুদূর গিয়েছিলাম; তাই ফিরে আস্‌তে দেরী হয়ে গেল।

বাসুদেব—ধন্য,—ধন্য তুমি কুর্ম্ম ঠাকুর! তোমার জন্ম সার্থক! তোমার বহু জন্মের সুকৃতি ও সৌভাগ্যফলে তিনি স্বয়ং তোমার গৃহে রাত্রি যাপন করেছেন। ভাই, এ অধম গলিত কুষ্ঠ-রোগী বড়ই দুর্ভাগা! ভোর হ'তে না হ'তে বাড়ী থেকে বেড়িয়েছি, কিন্তু কুষ্ঠ-জ্বালায় জর্জ্জরিত দেহে দ্রুত গতিতে চলে আস্‌তে না পারায় তাঁর দর্শন পেলাম না। ভাই, আমি বড় পাপী, তাই তাঁর সঙ্গলাভে বঞ্চিত হয়েছি। কিন্তু তুমি তাঁকে একেবারে কাছে পেয়ে ও তাঁর স্পর্শ লাভ করেও তাঁর সঙ্গ ছেড়ে চলে এলে কেন? গৃহে থাকার চেয়ে তাঁর কাছে থাকাই তো ভাল!

কুর্ম্ম—আমারও তাই ইচ্ছা ছিল যে জীবনের বাকী কটা দিন তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর সাক্ষাৎ সেবা করে কাটিয়ে দেবো। আমি বিষয়-তরঙ্গের দুঃখ সহ্য কর্‌তে না পেরে প্রভুর সঙ্গে যাবার জন্য তাঁর

অনুমতি প্রার্থনা করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে গৃহে থেকে নিরন্তর কৃষ্ণ নাম করার অনুমতি দিলেন এবং আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন,—ব্রজলীলায় ব্রজ-পত্নীর প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, যথা— "শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্।"

নিকটে অবস্থানের চেয়ে শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান আর অনুকীর্ত্তন ক'রে গেলে ভাব আরও জমে যাবে, মহাভাব এসে যাবে। তাই বল্লেন বাড়ী ফিরে যাও, সেখানে থেকেও একাজ হবে। আরও বল্লেন যা'কে দেখ্‌বে তাকেই কৃষ্ণ-উপদেশ কর। গুরুরূপে জীব-উদ্ধারের কাজে ব্রতী হও।

তাঁর এহেন নির্দ্দেশ শিরে ধারণ করে গৃহে ফিরে এসেছি ভাই!

বাসুদেব—তোমার জন্ম-কুল-ধন সবই ধন্য! তোমার প্রতি তিনি কৃপা-প্রকাশ করে তোমাকে কৃষ্ণ-উপদেশ দেওয়ার অধিকার প্রদান করেছেন। তোমার মত ভাগ্যবান্ আর কে আছে? কিন্তু এই কুষ্ঠরোগগ্রস্থ মহাপাতকীর কিরূপে গতি হ'বে ভাই!

কুর্ম্ম—শ্রীনামই একমাত্র গতিদাতা। শাস্ত্র বলেছেন,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্য শ্রদ্ধোদিত ভক্তির সহিত নাম-ভজন কর্‌তে কর্‌তে অতি সহজে ও স্বল্পকালে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি লাভ হয়। নাম নিতে নিতে অনর্থ বিদূরিত হয়ে চিত্ত শুদ্ধ হ'লে নামী স্বয়ং দর্শন দিবেন। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চনাদি দ্বারা মানব যে সুকৃতি লাভে সমর্থ হয়েছে, এই কলিযুগে একমাত্র হরিনাম কীর্ত্তনেই সেই ফল লাভ হয়ে থাকে। সুতরাং ভাই বাসুদেব! তুমি আর কাল-বিলম্ব না করে নাম নিতে থাক। নামভজন বলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন মিলে যাবে। ভজনের মধ্যে নবধা ভক্তি শ্রেষ্ঠা, আবার তন্মধ্যে নাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নিরন্তর কৃষ্ণনাম নিলে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়ে শ্রীভগবানে প্রেম জন্মায়। (**ক্রমশঃ**)

—**শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ**

শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠে

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও দামোদরব্রত-পালন

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ
গৌরবাটসাহি, স্বর্গদ্বার
পোঃ ও জিঃ—পুরী (উড়িষ্যা)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

স্বরূপ-রূপানুগবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ** "হ্যৎকলে পুরুষোত্তমাৎ"-বাণীর সার্থকতা সম্পাদনপূর্ব্বক ব্রজ-ভাবোদ্দীপক গিরিরাজরূপ চটকপর্ব্বত-সমন্বিত "শ্রীপুরুষোত্তম মঠ" স্থাপন করিয়া অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরির বিপ্রলম্ভ-রসাত্মক প্রেম পরাকাষ্ঠা প্রচার করিয়াছেন। তদীয় অন্তরঙ্গ প্রেষ্ঠ নিজজন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** মনোঽভীষ্ট পূরণকল্পে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের পূত সমাধিপীঠের পাদদেশে "সেবাকুঞ্জ" সংগ্রহপূর্ব্বক "শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ" স্থাপন করেন।

আগামী ২১শে আশ্বিন, ১৩৮৩ (ইং ৮।১০।৭৬) শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণের শারদীয় রাসযাত্রা-দিবসে ঊর্জ্জব্রত বা নিয়মসেবারম্ভ দিনে উপরি-উক্ত শ্রীমঠে **শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ প্রতিষ্ঠিত হইবেন** এবং তদুপলক্ষে শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেকাদি অনুষ্ঠিত হইবে। সমিতির ও বিভিন্ন মঠের প্রসিদ্ধ ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্বাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। উক্ত দিবস হইতে নিয়মসেবা আরম্ভ হইয়া ২০শে কার্ত্তিক (ইং ৬।১১।৭৬) শনিবার—শ্রীকৃষ্ণের হৈমন্তিক-রাসযাত্রা-দিনে ব্রত সমাপ্ত হইবে।

এতদুপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির তত্ত্বাবধানে শ্রীপুরুষোত্তমধাম-দর্শন ও একমাসকাল তথায় ঊর্জ্জব্রত পালনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তজ্জন্য আগামী ১৮ই আশ্বিন (ইং ৫।১০।৭৬) মঙ্গলবার হাওড়া স্টেশনের ১৩নং প্লাট্‌ফর্ম্ম হইতে রাত্রি ৮টার সময় রিজার্ভড্‌ বগিতে যাত্রা করা হইবে।

যাত্রিগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ের ২।৩ ঘন্টা পূর্ব্বেই প্লাট্‌ফর্ম্মে উপস্থিত থাকিবেন। নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ উক্ত সেবানুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারেন। ইতি— ১৫ই আষাঢ়, ১৩৮৩ ; ইং ২৯।৬।৭৬

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দর্শনীয় স্থানসমূহ—

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরাদি, গুণ্ডিচাবাড়ী, শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ উদ্যান (শ্রীরায় রামানন্দ-স্থান), ইন্দ্রদ্যুম্ন-নরেন্দ্র সরোবর, চন্দন-সরোবর, আঠার নালা, শ্বেতগঙ্গা, স্বর্গদ্বার, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, শ্রীটোটা গোপীনাথ, অভিন্ন গোবর্দ্ধন চটক পর্ব্বত, শ্রীরাধাকান্ত মঠ (গম্ভীরা), শ্রীগঙ্গামাতা মঠ, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট, শ্রীরামানুজ মঠ, শঙ্কর মঠ, শ্রীসিদ্ধবকুল, চক্রতীর্থ, শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহ, শ্রীআলালনাথ, সাক্ষী-গোপাল, ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, কোণারক ও পুরীস্থ আরও বহু দর্শনীয় স্থান এবং সমুদ্রস্নান করা হইবে।

—ঃ নিয়মাবলী ঃ—

১। একমাস যাবৎ দুইবেলা প্রসাদ ও হাওড়া হইতে পুরী, আলালনাথ প্রভৃতি স্থানের যাতায়াত ট্রেণ-বাস-কুলি খরচ বাবদ প্রত্যেক যাত্রীকে ৩০১'০০ (তিন শত এক) টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।

২। যাত্রিগণ বিছানা (মশারীসহ), জামা-কাপড়, টর্চলাইট্, থালা, বাটী, ঘটী প্রভৃতি সঙ্গে আনিবেন।

৩। দেয় ভিক্ষার টাকা মধ্যে ১০০'০০ (একশত) টাকা আগামী ২১শে ভাদ্র (ইং ৭।৯।৭৬) তারিখের মধ্যে জমা দিয়া নাম তালিকাভুক্ত করিবেন এবং যাত্রা-দিবসে বা তৎপূর্ব্বে বাকী সমস্ত টাকা কর্তৃপক্ষের নিকট অবশ্যই জমা দিতে হইবে।

৪। পদব্রজে তীর্থ-পরিক্রমায় অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে নিজ যান-বাহন খরচ এবং তীর্থে ঠাকুর-প্রণামী ও পাণ্ডা-বিদায় প্রভৃতি সকলকে নিজ-খরচ বহন করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)—ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

অনুষ্ঠানের বিশেষ সেবা-পঞ্জী

১। ২৯ পদ্মনাভ, ২০শে আশ্বিন (ইং ৬।১০।৭৬) বৃহস্পতিবার— শুভাধিবাস। পর-দিবস শুক্রবার হইতে শ্রীকৃষ্ণের শারদীয় রাসযাত্রা উপলক্ষে শ্রীক্ষেত্রে (ক) পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে কার্ত্তিকব্রত, দামোদরব্রত, ঊর্জ্জব্রত বা নিয়ম-সেবারম্ভ হইতেছে। (খ) শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ৮ম বার্ষিক-পূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসব এবং (গ) শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারী-জীউর শ্রীবিগ্রহগণ প্রকটিত হইবেন। এতদুপলক্ষে আদ্যন্তে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, যজ্ঞ, হোম, প্রস্থানত্রয় পাঠ, অঞ্জলি-প্রদানাদি অনুষ্ঠান হইবে।

২। ৭ দামোদর, ২৮শে আশ্বিন (ইং ১৫।১০।৭৬), শুক্রবার— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাবোৎসব।

৩। ৯ দামোদর, ৩০শে আশ্বিন (ইং ১৭।১০।৭৬), রবিবার— শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব।

৪। ১১ দামোদর, ২রা কার্ত্তিক (ইং ১৯।১০।৭৬), মঙ্গলবার— শ্রীরমা-একাদশীর উপবাস। পরদিবস শ্রীপাটপাণিহাটিতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভবিজয় ও শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব।

৫। ১৫ দামোদর, ৬ই কার্ত্তিক (ইং ২৩।১০।৭৬), শনিবার—শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা, গো-ক্রীড়া, গো-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব।

৬। ১৭ দামোদর, ৮ই কার্ত্তিক (ইং ২৫।১০।৭৬), সোমবার— ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ও শ্রীল বাসুদেব ঘোষের আবির্ভাব।

৭। ২২ দামোদর, ১৩ই কার্ত্তিক (ইং ৩০।১০।৭৬), শনিবার— গোপাষ্টমী, গোষ্ঠাষ্টমী, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত ও শ্রীল গদাধর ঠাকুরের তিরোভাব।

৮। ২৫ দামোদর, ১৬ই কার্ত্তিক (ইং ২।১১।৭৬), মঙ্গলবার— উত্থানৈকাদশীর উপবাস, ভীষ্ম-পঞ্চক, শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব ও পর দিবস তদীয় বিরহ-মহোৎসব।

৯। ২৯ দামোদর, ২০শে কার্ত্তিক (ইং ৬।১১।৭৬), শনিবার—শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব। শ্রীকৃষ্ণের হৈমন্তিক রাসযাত্রা। পৌর্ণমাস্যারম্ভ-পক্ষে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত, কার্ত্তিক-ব্রত, দামোদর-ব্রত বা ঊর্জ্জব্রত সমাপ্ত ও মহোৎসব।

দ্রষ্টব্য ঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন স্বীকার্য্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



২৮শ বর্ষ
প্রদ্যুম্ন, ৮ হৃষীকেশ, ৪৯০ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩২ শ্রাবণ, ১৩৮৩ ; ইং ১৭।৮।১৯৭৬
৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীকৃষ্ণং-প্রতি নৃগরাজস্য স্তুতিবচনম্

(শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ে)

ব্রহ্মণ্যস্য বদান্যস্য তব দাসস্য কেশব।
স্মৃতির্নাদ্যাপি বিধ্বস্তা ভবৎসন্দর্শনার্থিনঃ॥ ২৫॥

হে কেশব! আমি ব্রহ্মণ্যগুণযুক্ত বদান্য এবং দর্শনার্থী দাস বলিয়া অদ্যাবধি পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত হই নাই॥ ২৫॥

স ত্বং কথং মম বিভোঽক্ষিপথঃ পরাত্মা
যোগেশ্বরৈঃ শ্রুতিদৃশামলহৃদ্বিভাব্যঃ।
সাক্ষাদধোক্ষজ উরুব্যসনান্ধবুদ্ধেঃ
স্যান্মেঽনুদৃশ্য ইহ যস্য ভবাপবর্গঃ॥ ২৬॥

হে বিভো! যোগেশ্বরগণ উপনিষদ্রূপ নেত্রদ্বারা বিমল হৃদয়মধ্যে যাঁহাকে চিন্তা করেন, সেই অধোক্ষজ পরমাত্মরূপী আপনি কিরূপে আমার

সাক্ষাৎ নয়নগোচর হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি না। এই জগতে যাহার সংসারদশা নাশ হয়, আপনি তাহারই প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকেন, পরন্তু গুরুদুঃখবশতঃ অন্ধবুদ্ধি মাদৃশ জনের পক্ষে আপনার দর্শন অতিশয় আশ্চর্য্যজনক ॥ ২৬ ॥

দেবদেব জগন্নাথ গোবিন্দ পুরুষোত্তম।
নারায়ণ হৃষীকেশ পুণ্যশ্লোকাচ্যুতাব্যয় ॥ ২৭ ॥
অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ যান্তং দেবগতিং প্রভো।
যত্র ক্বাপি সতশ্চেতো ভূয়ান্মে ত্বৎপদাম্পদম্ ॥ ২৮ ॥

হে দেবদেব! জগন্নাথ, গোবিন্দ, পুরুষোত্তম, নারায়ণ, হৃষীকেশ, পুণ্যশ্লোক, অচ্যুত, অব্যয়, প্রভো, শ্রীকৃষ্ণ, সম্প্রতি আপনি অনুমতি প্রদান করুন, আমি স্বর্গলোকে গমন করি। আমি যেখানেই বর্ত্তমান থাকি, সেখানেই চিত্ত যেন আপনার পাদপদ্মচিন্তায়ই আসক্ত থাকে ॥ ২৭-২৮ ॥

নমস্তে সর্ব্বভাবায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় যোগানাং পতয়ে নমঃ ॥ ২৯ ॥

আপনি সর্ব্বভূতের উৎপত্তিকারণ। তথাপি নির্ব্বিকার ও অনন্তশক্তি-সম্পন্ন যোগেশ্বর বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি ॥ ২৯ ॥

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—কউর, শ্রীগোদাবরীতট, পুষ্করতীর্থ শ্রীগৌররামানন্দ-মিলনস্থলী ও শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠ-প্রাঙ্গণ

কাল—শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর প্রকটোৎসব-বাসর, [৫ই জুলাই ১৯৩২, প্রাতঃকাল ৮-৯ ঘটিকা]

সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পরতত্ত্বের (Absolute) নিকট হইতে আমরা সকলেই কৃপা প্রার্থনা করি। পরতত্ত্ব অনন্ত-ব্যক্তিত্ব এবং অব্যক্তিত্বরূপবিশিষ্ট। এই উভয়বিধ রূপবিশিষ্ট তত্ত্ব আমাদের উপাস্য। আমরা নিত্য ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন-সত্তা। অতএব আমাদের নিত্য ও পূর্ণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পরতত্ত্বের উপাসনারই প্রয়োজন আছে। ব্যক্তির সম্বন্ধই স্বাভাবিক এবং সম্যক্ প্রয়োজনপ্রদ। পরতত্ত্বের সহিত আমাদের সম্বন্ধ প্রয়োজনীয় হইলে আমাদের সমুদয় কার্য্য পরতত্ত্বের উদ্দেশ্যে কৃত হওয়াই সঙ্গত।

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্ ।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥"

জীবের যত প্রকার কর্ত্তব্য-কৃত্য আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুর সেবাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। তাহা অপেক্ষাও বৈষ্ণবের সেবা অধিকতর শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

তুলনমূলক আলোচনা-দ্বারা পরতত্ত্বের স্বরূপ নিরূপণের চেষ্টা করা আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। পরতত্ত্বের সন্ধান ইহজগতে পাওয়া যায় না। যে সত্তা পরতত্ত্বের একান্ত উপাসনার বৃত্তি প্রদর্শন করে, তাঁহার নিকটই পরতত্ত্বের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

উপাসকের পঞ্চবিধ অবস্থান। পঞ্চবিধ অবস্থানের মধ্যে যেখানে নিরপেক্ষ অবস্থানের কথা আছে, তাহাও কিছু প্রতিকূলভাবময় নহে, তাহাও অনুকূল-ভাবযুক্ত। গীতায় যেমন দেখিতে পাই—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥"

এইরূপ, যদি আমরা অন্যান্য যাবতীয় খণ্ড-সত্তার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যশূন্য, উদাসীন বা নিরপেক্ষ হই, তখন আমাদের পরতত্ত্বের সেবার যোগ্যতা উদিত হয়।

এখানে পরতত্ত্বের সাক্ষাৎলাভ হয় না। আমাদের বর্ত্তমান নশ্বর ইন্দ্রিয়াদি-দ্বারা পরতত্ত্বের নিকট পৌঁছান' যায় না। তাহা হইলে উপায় কি ?

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

আমরা অকপট, সেবোন্মুখ হইলে পরতত্ত্ব স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া আমাদের অবতীর্ণ হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় বহির্ম্মুখ ভাব ঘুচাইয়া ইন্দ্রিয়গ্রামকে সেবা করিবার মত যোগ্যতার উদ্ঘাটন করিয়া দেন।

যদি আমরা পরতত্ত্বে সেবাবৃত্তি প্রদর্শন করি, তাহা হইলে অন্যবস্তুর সেবা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি। সমুদয়-সত্তার সেবাসমর্থনকারী সাহিত্য (altruistic literature) অপ্রয়োজনীয়—অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টিরহিত। আমাদের পূর্ব্ব-পশ্চাৎ (antecedents and consequents) বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ভূত-ভবিষ্যৎ জ্ঞান আমাদের নাই। প্রপঞ্চগত অত্যন্ত স্থূল প্রত্যক্ষ ঘটনাই আমাদের বর্ত্তমান যোগ্যতায় একমাত্র দৃষ্টি-সম্মুখে উপস্থিত হয়। এজন্যই স্থূলে সমাধিগ্রস্থ মনীষিগণ বিচার করিয়াছেন যে, জাগতিক সম্বন্ধ অঙ্গীকার পূর্ব্বক আমাদের সমশীল মর্ত্ত্যজীবের সেবা করাই কর্ত্তব্য।

কিন্তু প্রপঞ্চাতীত ঘটনাসমূহের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন না করিতে পারিলে আমরা বাঁচিতে পারি না। আমাদিগকে এই জগৎ ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। আত্মা প্রপঞ্চান্তর্গত দেহাদি নহে। দয়ার আদর্শ, জাগতিক সত্তায় সীমাবদ্ধ করা সঙ্গত নহে। পাপ-পুণ্য—ধর্ম্ম-অধর্ম্ম-বিচার খর্ব্বদৃষ্টিসম্পন্ন বিচার। ইহাই জগতের তথাকথিত পরোপকারের মূলের কথা। জগতে পাপ-পুণ্য-আচরণ অপরিহার্য্য। আমরা জগতে বাধ্য হইয়া পাপপুণ্যে প্রবৃত্ত হই। তদ্দ্বারা আমাদের কোন মঙ্গল হয় না। স্বয়ং স্বেচ্ছায় গাধার টুপি মাথায় দিয়া দর্পণে নিজের প্রতিফলিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলে দর্পণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা মূর্খতা মাত্র। দর্পণের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব-মাত্র আমাদের সম্বল। পাপপুণ্যাদি ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুশীলনে আবদ্ধ থাকা গর্হিত। প্রপঞ্চাতীত তত্ত্বের পাদমূলেই সর্ব্বরসের উৎস।

এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোদাবরী পার হইয়াছিলেন, এইস্থানেই রায়-রায়ের সহিত শ্রীচৈতন্যের মিলন হইয়াছিল। শ্রীরামানন্দরায় পুষ্করস্নানে আসিয়াছিলেন। বহির্ম্মুখ লোকের বহির্দ্দৃষ্টিতে শ্রীরামানন্দরায়ের গোদাবরীর পবিত্র জলে স্নান-দ্বারা পাপক্ষয় করিবার আদর্শ প্রতীয়মান হইয়াছিল; কিন্তু রামানন্দের এইস্থানে আগমনের তাৎপর্য্য অন্যরূপ ছিল।

পাপপ্রবণ জীবন নিয়মিত করিয়া উহার ফলস্বরূপ 'পুণ্যবান' বলিয়া খ্যাতিলাভ, বৈদিককর্ম্মকাণ্ডেরই অনুসরণীয় বিষয়।

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্॥"

উত্তমরূপে বর্ণাশ্রম পালন করিবার পরও দেখি, আরও কিছু কর্ত্তব্য অবশিষ্ট আছে,—তাহা পরতত্ত্বের ঐকান্তিকী সেবা।

আত্মার কোনরূপ মলিনতার প্রয়োজন নাই। দৈহিক তাৎকালিক প্রয়োজনসমূহই আবর্জ্জনা। মন পুণ্যের অনুশীলন-দ্বারা সাময়িকভাবে কথঞ্চিৎ নিয়মিত মনে হইলেও উহা স্বভাবতঃই বড় বিশ্বাসঘাতক, উহার উপর নির্ভর করা যায় না।

"শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।"

বালকের ন্যায় চাপল্যপ্রিয় না হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের যাবতীয় কৃত্য পরতত্ত্বের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। আত্মা-দ্বারা পরতত্ত্বের সেবা সম্ভব। সেবালাভের উপায়—শরণাগতি গীতায় পাওয়া যায়—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

আমরা নিজের উপর নির্ভর করিয়া বিপন্ন হইব না; তাঁহার উপর নির্ভর করিব। অন্যকার্য্য না করিবার জন্য অর্থাৎ ইতর কার্য্য করিতে পারিলাম না বলিয়া শোক করিব না।

দক্ষিণ দেশে এক মহাত্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি সম্রাট কুলশেখর তিনি বলিয়াছেন,—

"নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্‌যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু।
নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বম দ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রাম্যা-মৃদুতনুলতা নন্দনে নাভিরস্তং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥

আমাদের নিত্যপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও বলিয়াছেন,—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

আত্মার উন্নত আকাঙ্ক্ষা শাস্ত্রবিধিপালনমাত্র নহে। কিংবা বৈদান্তিক-ব্রুবের ন্যায় নির্ভেদজ্ঞানানুশীলনমাত্রও নহে। আত্মার একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র নিত্য আকাঙ্ক্ষা পরতত্ত্বের নিত্যসেবা। পরতত্ত্বের সেবা-বিহীন হইলে জাগতিক পরোপকারে নিযুক্ত হওয়া 'কর্ত্তব্য' বলিয়া বিবেচিত হইবে। জাগতিক ব্যাপারে তুলনামূলক বিচারদ্বারা এই সমুদয় লোকহিতকর কার্য্য প্রথমদৃষ্টিতে অত্যন্ত লোভনীয়, সন্দেহ নাই। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে পরতত্ত্বের সেবা আচরণীয়।

কিন্তু পরতত্ত্বের অধিষ্ঠান কোথায়? পঞ্চোপসনাপদ্ধতি পাঁচটি অধিষ্ঠানের কথা বলে—(১) সূর্য্য, (২) গণেশ, (৩) শক্তি, (৪) শিব ও (৫) কর্ম্মফলবাধ্য বিষ্ণু (?)।

পঞ্চোপাসক বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করেন না। বিষ্ণু সকলের মূল বাস্তব-তত্ত্ব—ভগবান্ পুরুষোত্তম। ভগবান্ পূর্ণব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন-সত্তা। অপর তত্ত্বগুলির ব্যক্তিত্ব অনর্থযুক্ত দ্রষ্টার বিভিন্ন অবস্থা-অনুযায়ী—তাহা ভগবানের বিকৃত দর্শন। যেরূপ, ধর্ম্মকামীর বাসনা বিষ্ণুকে বিকৃত (?) করিয়া সূর্য্যরূপে দর্শনচেষ্টা, অর্থকামীর গণেশরূপে দর্শনচেষ্টা, কাম-কামীর শক্তিরূপে দর্শন

চেষ্টা এবং মোক্ষকামীর রুদ্ররূপে দর্শনচেষ্টা। পয়স্বিনী-তটের আদিকেশব-মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে গ্রন্থটী ("ব্রহ্মসংহিতা"র ৫ম অধ্যায়) আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে এই সকল অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের গীত ঐরূপ অনর্থময় দর্শনের গর্হণ করিয়াছেন। বাসনাতাড়িত অবিধিপূর্ব্বক উপাসনায় কখনও গতাগতির নিবৃত্তি বা আত্যন্তিকমঙ্গল হইতে পারে না।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—এই চরম গানেও অপর অনর্থময় অধিকারের পুতুলখেলা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বাস্তবসত্য অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবার উপদেশই আছে।

ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে ব্যাসের মঙ্গলাচরণের মধ্যে উক্ত হইয়াছে—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অপর ভাষায় বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী, সকলি 'অশান্ত'॥

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন

বহুকাল হইতে শক্তি ও শক্তিমানের বিষয় আলোচনা হইতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, জগতে যত প্রকার অনুভব আছে, সে সমুদয়ই শক্তির অনুভব। শক্তি ব্যতীত কেহ শক্তিমান্ আছেন কিনা সন্দেহ। শক্তিই বস্তুর পরিচায়ক ও প্রকাশক; অতএব বস্তুর অনুভূতি কিছুমাত্র হয় না, কেবল বস্তু-শক্তির অনুভূতি হইয়া থাকে। তাঁহারা যে উদাহরণ দেন, তন্মধ্যে একটী উদাহরণ এই স্থলে প্রদত্ত হইতেছে—"পৃথিবীতে আকৃতি-বিস্তৃতি প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম্ম আছে। আমরা যাহাকে পৃথিবী বলি, তাহা কেবল ঐ সকল গুণগণের সমষ্টিমাত্র। গুণগণ পৃথক্ হইয়া গেলে পৃথিবীর আর কিছু থাকে কিনা বলা যায় না। গুণ ও ধর্ম্ম—সমস্তই শক্তি। অতএব শক্তিই একমাত্র তত্ত্ব।" আবার কেহ কেহ এরূপ বিতর্ক করেন যে—"শক্তি কিছুই নয়, বস্তুর অপৃথক্ ধর্ম্মমাত্র। বস্তু যাহা প্রকাশ করে, তাহাকেই শক্তি বলে।" এই বিতর্কে সারগ্রাহী মহাপুরুষগণ এইমাত্র স্থির করিয়াছেন যে—**শক্তি একটী তত্ত্ব এবং শক্তিমান্ একটী তত্ত্ব। এই দুই তত্ত্ব পৃথক্**

হইয়াও অপৃথক্। মানব-চিন্তা সর্ব্বদা সীমাবিশিষ্ট; অতএব শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর নিগূঢ়সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারে না। বস্তুতঃ পৃথক্ হইয়াও **বস্তু ও বস্তুশক্তি অপৃথক্। পার্থক্য ও অপার্থক্য যুগপৎ সিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন বস্তু ও বস্তুশক্তির অচিন্ত্য ভেদাভেদাত্মক স্বভাব।** শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত আছে—

রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ, তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥ (আঃ ৪র্থ, ৯৬-৯৮)

বেদ-বেদান্তেও এই সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে দেখা যায় যে, **"শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ।"**

বস্তুতত্ত্ব-বিচারে কৃষ্ণ ব্যতীত আর বস্তু নাই। এই জন্যই শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে অদ্বয়তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা ব্রহ্মপর বা পরমাত্মপর, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরতত্ত্বরূপ-বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সহসা সাহস করেন না। বস্তু 'একমাত্র' হইলেও বস্তু-লক্ষ্যকারী পাত্রদিগের অধিকারভেদে বস্তু তিন প্রকারে প্রকাশ পান। একটী পর্ব্বতকে তিন দিক্ হইতে তিন জনে লক্ষ্য করিতেছেন। পর্ব্বতের উত্তরভাগে কুজ্ঝটিকা আছে। যিনি সেই দিক্ হইতে দেখিলেন, তিনি কুজ্ঝটিকা-আবৃত বৃহৎ শিলা-খণ্ডকেই পর্ব্বত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। পর্ব্বতের দক্ষিণভাগে রৌদ্র পড়িয়াছে। যিনি সে দিক্ হইতে দেখিলেন, তিনি জ্যোতির্ম্ময় শৈল-প্রাচীর বলিয়া পর্ব্বতকে নির্দ্দেশ করিলেন। পর্ব্বতের যে দিকে কোন উপাধি নাই, সেই দিক্ হইতে যিনি দেখিলেন, তিনি পর্ব্বতের সর্ব্বাঙ্গ ভালরূপে দেখিয়া পর্ব্বতের স্বরূপ নির্ণয় করিলেন। অদ্বয়বস্তু-নির্দ্দেশেও পণ্ডিতগণ নিজ নিজ দিক্‌ভেদে বস্তুকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা কেবল-জ্ঞানের অনুশীলনপূর্ব্বক বস্তু নির্দ্দেশ করিতে যত্ন করেন, তাঁহারা জড়াস্তিত্বের বিপরীত ভাবকে একটী বিশেষ-রহিত-বস্তুজ্ঞানে অনুসন্ধেয় বস্তুকে নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিঃশক্তি ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাহাতে বস্তুর স্বরূপ পাওয়া গেল না। যাঁহারা বুদ্ধিযোগে বস্তু অন্বেষণ করিলেন, তাঁহারা স্বীয় আত্মার অবিরোধী স্বরূপবিশেষ আত্মসহচর পরমাত্মার দর্শন করেন। যাঁহারা নিরুপাধি-ভক্তি-যোগে বস্তু নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা সেই অদ্বয়বস্তুর স্বরূপলাভ করত

সর্ব্বৈশ্চর্য্য, সর্ব্বমাধুর্য্যপূর্ণ, সর্ব্বশক্তিমান্ একটী পৃথগ্‌ভূত পরমতত্ত্বরূপ ভগবানকে দর্শন করেন। কঠে (১।২।২৩) লিখিত আছে যে,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা-শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

[এই পরমাত্মাকে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা লাভ করা যায় না, ধারণাশক্তি বা বহুশাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না। তাঁহাকেই 'একমাত্র প্রভু' বলিয়া বরণ করেন, সেই ব্যক্তির নিকটই তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেন। সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকেন]

শ্রীভাগবতেও এইরূপ লিখিত আছে,—

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোপি চিরং বিচিন্বন্॥

[হে দেব! যাঁহারা আপনার পাদপদ্ম-যুগলের কৃপালেশ-মাত্রও প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল আপনার মহিমাতত্ত্ব জানিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুমানের দ্বারা শাস্ত্র বিচার পূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারেন না।]

ব্রহ্মদর্শন ও পরমাত্মদর্শন সোপাধিক অর্থাৎ মায়িক উপাধির বিপরীতভাবে ব্রহ্মদর্শন এবং মায়িক উপাধির অন্বয়ভাবে পরমাত্মদর্শন হয়। কিন্তু নিরুপাধিক চিচ্চক্ষু দ্বারা বস্তু দর্শন করিলে একমাত্র চিন্ময়-ভগবৎ-স্বরূপমাত্র লক্ষিত হয়। ভগবৎ-স্বরূপই বস্তু ও ভগবচ্ছক্তিই শক্তিতত্ত্ব। শক্তিরহিত করিয়া ভগবান্‌কে দর্শন করিলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মদর্শন হয়। প্রবৃত্তি-অনুসারে কেহ কেহ ব্রহ্মদর্শনকেই চরমদর্শন মনে করেন। বস্তুতঃ নিঃশক্তি, নির্ব্বিশেষ ভগবদ্ভাবই ব্রহ্ম এবং শক্তিমান্ সবিশেষ ব্রহ্মই ভগবান্। অতএব ভগবানই স্বরূপতত্ত্ব এবং ব্রহ্ম কেবল তাঁহার স্বরূপের নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব-জ্যোতিঃ। পরমাত্মাও তাঁহার জগৎ-প্রবিষ্ট অংশ। নির্ব্বিশেষজ-সন্ধানে ব্রহ্মরূপে প্রতিফলিত হইয়াও ভগবান্ স্বীয় সবিশেষ অচিন্ত্যস্বরূপে জগৎ ও জীব হইতে পৃথগ্‌রূপে নিত্য-বিরাজমান। অতএব ভাগবতে বলিয়াছেন—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ (ভাঃ ১।২।১১)

[যাহা অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয়-বাস্তব-বস্তু, জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই তত্ত্ববস্তু বলেন। সেই তত্ত্ববস্তুর প্রথম প্রতীতি 'ব্রহ্ম', দ্বিতীয় প্রতীতি 'পরমাত্মা' এবং তৃতীয় প্রতীতি 'ভগবান্'।]

অদ্বয়জ্ঞানের শুষ্ক ও নিঃশক্তি-প্রতীতিই 'ব্রহ্ম'। জড়মধ্য-প্রবিষ্ট সূক্ষ্ম আত্মময় প্রতীতিই 'পরমাত্মা'। অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণ সবিশেষপ্রতীতিই 'ভগবান্'। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ঐশ্বর্য্য-প্রধান ভগবৎ-প্রকাশের নাম—**শ্রীপতি নারায়ণ**। মাধুর্য্যপ্রধান ভগবৎ-প্রকাশের নাম—**রাধানাথ কৃষ্ণ**। অতএব কবিরাজ গোস্বামীর "রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্" এই পদ্য যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা সার্থক।

ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি অঙ্গীভূত করিয়া নারায়ণের সমস্ত ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যাধর্ম্মদ্বারা কিয়ৎপরিমাণে আচ্ছাদন করত চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র অদ্বয় বস্তু। অতএব শ্বেতাশ্বতর এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥ (শ্বেঃ ৬।৮)

সেই কৃষ্ণের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ পরিপূর্ণ-চিৎস্বরূপ, অতএব জড়দেহ যেরূপ সৌন্দর্য্য-পরিমিতি-সহকারে একসময়ে সর্ব্বত্র থাকিতে পারে না, সেরূপ নয়। **কৃষ্ণবিগ্রহ সৌন্দর্য্য পরিমিতির সহিত অপরিমেয়রূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময়-বৃন্দাবনে নিত্য-লীলা বিশিষ্ট। এইরূপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বস্তু। অন্য কোন স্বরূপই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে পারে না, যেহেতু তাহা অবিচিন্ত্য শক্তির আধার।** তাঁহার অবিচিন্ত্যতা এই যে, পরিমিতি জীববুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সেই অবিচিন্ত্য শক্তির নাম—পরাশক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান (সম্বিৎ), বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী) ভেদে বিবিধা; অতএব চৈতন্যচরিতামৃতে—

কৃষ্ণের স্বরূপ, আর শক্তিত্রয়জ্ঞান।
যা'র হয়, তা'র নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥
চিচ্ছক্তি-স্বরূপ-শক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎকারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত ॥

এই ত স্বরূপগণ আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণে সবার স্থিতি ॥ (আঃ ২।১৬, ১০১-১০৪)

অন্যত্র শ্রীমৎপ্রভুবাক্য,—

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি ॥ (মঃ ২০।১১১)

অত্র কারিকা,—

শক্তিঃ স্বাভাবিকী কৃষ্ণে ত্রিধা চেত্যুপপদ্যতে।
সন্ধিনী তু বলং সম্বিজ্‌জ্ঞানং হ্লাদকরী ক্রিয়া ॥
শক্তি-শক্তিমতো ভেদো নাস্তীতি সারসংগ্রহঃ।
তথাপি ভেদবৈচিত্র্যমচিন্ত্যশক্তিকার্য্যতঃ ॥
সন্ধিন্যা সর্ব্বমেবৈতৎ নামরূপগুণাদিকম্।
চিন্মায়াভেদতোভেদো বিশ্ববৈকুণ্ঠয়োঃ কিল ॥
সম্বিদা দ্বিবিধং জ্ঞানং চিন্মায়াভেদতঃ ক্রমাৎ।
চিন্মায়াভেদতঃ সিদ্ধং হ্লাদিন্যা দ্বিবিধং সুখম্ ॥
হ্লাদিনী শ্রীস্বরূপা যা সৈব কৃষ্ণ-প্রিয়ঙ্করী।
মহাভাব-স্বরূপা সা হ্লাদিনী বার্ষভানবী ॥

[শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী ত্রিবিধা শক্তি কথিত হইয়াছে। 'বল, (সন্ধিনী), জ্ঞান (সম্বিৎ) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী) শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন—ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের সার। তথাপি অচিন্ত্যশক্তির কার্য্য হইতে ভেদবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। নাম-রূপ-গুণ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার সন্ধিনী শক্তির কার্য্য। **চিদ্গত-সন্ধিনী ও মায়াগত-সন্ধিনী-ভেদে প্রাপঞ্চিক ও বৈকুণ্ঠগত সত্তার ভেদ সিদ্ধ হইয়াছে।** চিদ্গত সম্বিৎ ও মায়াগত সম্বিদ্‌ভেদে জ্ঞানও দ্বিবিধ। সেইরূপ চিদ্গত-হ্লাদিনী ও মায়াগত-হ্লাদিনী-ভেদে হ্লাদিনী শক্তি হইতে 'চিৎসুখ' ও মায়িকসুখ' এই দ্বিবিধ সুখ সিদ্ধ হইয়াছে। হ্লাদিনী-শক্তি কৃষ্ণপ্রিয়-দাসী শ্রী-স্বরূপিণী। তিনি মহাভাব-স্বরূপা বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা।]

কৃষ্ণে স্বাভাবিকী একটী পরাশক্তি বলিয়া শক্তি আছে। তাহা বিচিত্র-বিলাসময়ী ও বিচিত্র-আনন্দসম্বর্দ্ধিনী। সেই শক্তির অনন্ত প্রভাব থাকিলেও জীবের নিকট তিনটী প্রভাবের পরিচয়মাত্র আছে। সেই প্রভাব-ত্রয়ের নাম চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। বেদবাক্যে অনেক স্থলে এই পরাশক্তির প্রভাব-ত্রয়ের বর্ণন আছে, যথা ;—

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥
(শ্বেতাশ্বর ৪।৮ মন্ত্র)

[ঋগ্বেদে যে অক্ষর-পরব্যোমের কথা আছে—যাহাতে সমস্ত দেবতা অবস্থান করিতেছেন, যিনি সেই তত্ত্ব জানেন না, তিনি ঋক্ দ্বারা কি করিলেন? যাঁহারা সেই তত্ত্ব জানেন, তাঁহারাই কৃতার্থ হইয়া থাকেন।]

অত্র কারিকা,—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা পুরাণে বৈষ্ণবে তু যা ॥
সা চৈবাত্রাত্মশক্তিত্বে বর্ণিতা তত্ত্বনির্ণয়ে ॥

[বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর পরাশক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। তত্ত্বনির্ণয়ে সেই শক্তিকেই ভগবানের 'স্বরূপশক্তি' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।]

তে ধ্যান-যোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্ত্যন্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥
(শ্বেতাশ্বর ১।৩ মন্ত্র)

[এক শক্তিমান্ দেব কাল ও জীবের সহিত স্বভাবাদি-কারণসকলকে নিয়মিত করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই স্বরূপভূতা ও নিজপ্রভাবদ্বারা সংবৃতা শক্তিকেই ধ্যান-যোগ-পরায়ণ হইয়া নিখিল কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন।]

মায়াশক্তি-বিষয়ে কারিকা,—

অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞা যা বৈষ্ণবেহ্যনুবর্ণ্যতে।
মায়াখ্যা চ সা প্রোক্তা হ্যাম্নায়ার্থবিনির্ণয়ে ॥

[বিষ্ণুপুরাণে যে 'অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞা' নাম্নী শক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, বেদার্থ-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে উহাই **'মায়া-নাম্নী-শক্তি'** বলিয়া কথিত।]

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভবাং যচ্চ বেদা বদন্তি।
অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥
(শ্বেতাশ্বতর ৪।৮ মন্ত্র)

[বেদ, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, অশ্বমেধাদি ক্রতু, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, ভূত ও ভবিষ্যৎ যাহা কিছু বেদ কীর্ত্তন করেন, তৎসমস্তই মায়াধীশ পুরুষ সৃষ্টি করেন। সেই বিশ্বে অন্য জীব মায়াদ্বারা আবদ্ধ হইয়া বিচরণ করেন।] **(ক্রমশঃ)**

—ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীপরীক্ষিৎ-উত্তরা-সংবাদ (২)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮১ পৃষ্ঠার পর)

ইন্দ্রের উক্তি,—ব্রহ্মা লোকসকলের এবং লোকপালগণের সৃষ্টিকর্ত্তা, অধিকার দাতা, পালনকর্ত্তা, কর্ম্মফলদাতা এবং সংহারকর্ত্তা। তাঁহার লোকে সহস্রশীর্ষা মহাপুরুষ মূর্ত্তিমান হইয়া নিত্য বিরাজিত। এইপ্রকারে আপনার পিতাই যে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র, তদ্বিষয়ে সহস্র সহস্র যুক্তি আছে। হে প্রভো! তাঁহার ও তল্লোকবাসিগণের মাহাত্ম্য আপনি আমাপেক্ষা অধিক বিদিত আছেন।

শ্রীনারদ ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া 'ভো ইন্দ্র, সাধু সাধু' বলিতে বলিতে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তথায় ব্রহ্মর্ষিগণ ভক্তিসহকারে যে-সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণপূর্ব্বক যাজ্ঞিকগণকে আনন্দিত করিতেছেন। পরে তিনি যজমানদিগকে অভিলষিত বর প্রদান পূর্ব্বক নিজগৃহে গমন করিলেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীনারায়ণও লীলাসহকারে নিদ্রিত হইলেন। ব্রহ্মাও ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য পর্য্যালোচন করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা নিজ আসনে উপবেশন করিলে দেবর্ষি নারদ পিতার সম্মুখে গিয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—আপনিই শ্রীহরির কৃপাপাত্র। যেহেতু আপনি একাকি চতুর্দ্দশ ভুবন সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। এজন্য আপনি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর এবং স্বয়ম্ভূ বলিয়া অভিহিত হন। আপনার মুখ হইতে বেদসকল ও পুরাণসকল আবির্ভূত হইয়া মূর্ত্তিমানরূপে আপনার সভায় বিরাজ করিতেছেন। মদ-মাৎসর্য্যরহিত সাধুগণ সহস্রজন্ম স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আপনার লোক লাভ করেন। আপনার ব্রহ্মলোকের উপর আর কোন শ্রেষ্ঠ লোক নাই। শ্রীনারায়ণের বৈকুণ্ঠলোকও ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে বিরাজিত। এই বৈকুণ্ঠে পদ্মনাভ শ্রীহরি মূর্ত্তরূপে নিরন্তর বাস করেন এবং যজ্ঞভাগ গ্রহণ ও ভোজন করিয়া যথোচিত যজ্ঞ-ফল প্রদান করেন। অতএব আপনি শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়।

শ্রীনারদের বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মা "আমি তাঁহার দাস" বলিতে বলিতে অষ্টকর্ণ আচ্ছাদনে ব্যস্ত হইলেন। পরে কোপ সংযত করিয়া নারদকে বলিতে লাগিলেন,—হে নারদ! আমি কি তোমাকে বাল্যকাল হইতেই "আমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নহি"—এই কথা প্রমাণ ও যুক্তি অনুসারে বারম্বার বলি

নাই ? সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দাসী মহামায়া তাঁহার দৃষ্টিপথে থাকিয়া গুণসমূহদ্বারা সৃষ্টিপালন ও সংহারকার্য্য করিতেছেন। আমরা সকলেই সেই মহামায়ার দ্বারা মোহিত এবং তাঁহার অধীন। আমি তাঁহারই মায়ায় মোহিত থাকিয়া অভিমান করি। কারণ আমি নিজেকে জগতের প্রভু পিতামহ প্রভৃতি মনে করি। আমি শ্রীকৃষ্ণের নাভিপদ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছি। আমি তপস্বী, তাঁহার আরাধনা করি। আমি ব্রহ্মাণ্ডের আবশ্যকীয় ব্যাপার-সমূহের বিচারে সদাবিহ্বল হইয়া এবং নিজ লোকের নাশচিন্তায় অভিভূত থাকিয়া সর্ব্বসংহারক মহাকালের ভয়ে সর্ব্বদা মুক্তি কামনা করি। সেই মুক্তির জন্যই আমি ভগবৎপূজা করি এবং অপর সকলকেও করাইয়া থাকি। সেই জগদীশ্বরের আবাস কোন্ স্থানেই বা নাই ?

তিনি যে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন, তাহা কেবল নিজ আজ্ঞারূপ বেদ প্রবর্ত্তনের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র ভক্তিপ্রিয়। তিনি কেবল ভক্তগণের প্রতি কৃপা বিস্তার করেন। তাঁহার শ্রীচরণে আমার ভক্তি দূরে থাকুক, যদি তাঁহার নিকট আমার অপরাধ না হয় তবে আমি আপনাকে বহুমানন করি। কারণ তিনি যেমন রুদ্রের প্রতি ক্ষমা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমার অপরাধ ক্ষমা করেন না। দুষ্ট হিরণ্যকশিপু আমার নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া লোকের তাপদায়ক ও বৈষ্ণবদ্রোহতৎপর হইলে প্রভু যখন শ্রীনৃসিংহরূপে প্রকট হইয়া তাহাকে সংহার করেন, তখন আমি ভীত হইয়া দূরে থাকিয়া তাঁহার স্তব করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রভু আমাকে কটাক্ষ দ্বারাও কৃপা করেন নাই। পরন্তু প্রহ্লাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পরে যখন তাঁহার প্রসাদে প্রহ্লাদের রাজ্যাভিষেক সমাপ্ত হইল, তখন আমি ধীরে ধীরে প্রভুর সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি ক্রোধভরে আমাকে এই আদেশ করিলেন, তুমি আর কখনও অসুরদিগকে এইপ্রকার বর দিবে না।

আমার প্রদত্ত অধিকার হইতে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ মহামদমত্ত বলিয়া সদা বিবেকরহিত, তাই স্বয়ং ভগবানের নিকট তাহারা যেসকল অপরাধ করিয়াছে তাহা স্মরণ কর। ইন্দ্র গোবর্দ্ধন-যজ্ঞের সময় মহাবৃষ্টিপাত ও প্রভুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। বরুণ গোপরাজ নন্দকে অপহরণ করিয়াছিল। যমরাজ প্রভুর গুরুপুত্রগণকে অনুচিতরূপে সংহার করিয়াছে। কুবের নিজ অনুচর দুষ্ট শঙ্খচূড় কর্ত্তৃক প্রভুর প্রতি অপরাধ করিয়াছে। পাতালস্থ দানবগণ বৈষ্ণবদ্রোহী এবং তল্লোকস্থ কালিয়বন্ধু সর্পসকল ক্রোধপরায়ণ ও দুষ্ট।

সম্প্রতি আমি স্বয়ং শ্রীবৃন্দাবনে প্রভুর ভোজন-সময়ে তাঁহার পালিত গোবৎস ও গোপবালকগণকে মায়া বিস্তারপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলাম। তৎপরেই প্রভুর মহাশ্চর্য্যময় লীলা দর্শন করিয়া ভীত হইয়াছি এবং প্রণাম ও স্তব করিলেও দুষ্ট আমাকে প্রভু গোপবালক-লীলা-দ্বারা বঞ্চনা করিয়াছেন।

আমি এতাদৃশ অপরাধী হইলেও তাঁহার প্রিয়স্থান ব্রজধামে গমন করত প্রভুর শ্রীমুখকমলের স্বাভাবিক প্রসন্নতা দর্শন করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়াছি। তথায় দীর্ঘকাল বাস করিলেও আবার কোন অপরাধ করিবার ভয়ে আমি তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছি। নিজের অন্যান্য দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বলিব ?

শ্রীমহাদেবই ভগবানের কৃপাপাত্র। তিনি প্রভুর সখা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি প্রভুর চরণকমলের মকরন্দপানে সর্ব্বদা উন্মত্ত হইয়া ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ এবং ঐশ্চর্য্যাদি তুচ্ছ করিয়াছেন। আমাদের মত ভোগাসক্ত বিষয়ীকে উপহাস করিবার জন্য স্বয়ং ধুতুরাফুল, অর্কপত্র ও অস্থিমালা ধারণ করিয়া অঙ্গে ভস্ম লেপনপূর্ব্বক দিগম্বর বেশে অবস্থান করেন। তথাপি তিনি আত্মসংগোপনে অসমর্থ। কারণ তিনি প্রভুর পাদপদ্মোদ্ভূতা গঙ্গাকে মস্তকে ধারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে জগৎকে কম্পিত করিয়া থাকেন। শিবের কৃপায় কত লোকই না মুক্ত ও কৃষ্ণভক্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শিবের ভেদদৃষ্টি করা মহাদোষজনক বলিয়া কথিত হয়। শ্রীভগবান্ নিজের প্রতি কৃত অপরাধ বরং ক্ষমা করেন, কিন্তু শ্রীশিবের প্রতি কৃতাপরাধ ক্ষমা করেন না।

শ্রীশিব ত্রিপুরাসুর, ময়দানব, বৃকাসুর প্রভৃতিকে বরদান করিয়া মহাসঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সেই সব সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং মধুর বাক্যে আনন্দিত করিয়াছিলেন। শ্রীশিবের ভক্তিতে বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সিদ্ধির নিমিত্ত তদীয় ভক্তের ন্যায় তাঁহার পূজাদিও করিয়া থাকেন।

সমুদ্রমন্থনের প্রারম্ভে বিষ উত্থিত হইলে শ্রীবিষ্ণু উপস্থিত থাকিয়া শ্রীশিবকে তাহা পান করাইয়া তাঁহাকে নীলকণ্ঠ নামে ভূষিত করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে প্রভু তাঁহাকে মহামহিমান্বিত করিয়াছেন। শিবের প্রতি শ্রীহরির কৃপার কথা পুরাণসকলেও উক্ত হইয়াছে। তুমিও তাহা অবগত আছ।

এই ব্রহ্মাণ্ডের সপ্ত আবরণের বহির্ভাগে শিবলোক বিরাজ করিতেছে, তাহা নিত্য সুখময় ও সত্যস্বরূপ। সেই লোকে মহাদেব নিজতুল্য মহিমান্বিত

পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া শ্রীসঙ্কর্ষণদেবের অর্চ্চন করত ঐ লোকে বিরাজ করেন।

হে নারদ! তুমি শিবের ভক্ত, অতএব সেই শিবলোকে গমন করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা দর্শন করিও।

এই প্রকারে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীনারদ শিব, কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে শিবলোকে গমন করিলেন। তিনি তথায় গমন করিয়া দেখিলেন হর শ্রীহরির ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীসঙ্কর্ষণদেবের অর্চ্চন ও নৃত্যগীতাদিতে রত আছেন, আর গীতবাদ্যাদি নিরত অনুচরগণকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছেন। শ্রীনারদ এইপ্রকার লীলা দর্শনপূর্ব্বক আনন্দসহকারে প্রণাম করত বীণা-বাদন করিতে লাগিলেন। তিনি "আপনি শ্রীকৃষ্ণের পরম অনুগ্রহভাজন"—এই কথা বলিয়া বীণাযোগে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে থাকিলেন। তৎপরে শ্রীনারদ শ্রীশিবের পদরেণু স্পর্শেচ্ছায় সমীপে উপস্থিত হইলে শ্রীশিব নারদকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমরসাপ্লুত ভাষায় "নারদ একি করিতেছ" বলিয়া আদরের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন। শিব তখন নৃত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া বীরাসনে উপবেশন করিলেন। নারদও তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া রুদ্রষড়ঙ্গক বেদমন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতিশয় বিস্তারপূর্ব্বক গান করিতে লাগিলেন।

বৈষ্ণবচূড়ামণি ও বিষ্ণুভক্তি প্রবর্ত্তক শ্রীরুদ্র কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া ক্রোধের সহিত বলিতে লাগিলেন—হে নারদ! আমি জগদীশ্বর বা শ্রীকৃষ্ণের কৃপাস্পদ নহি, কিন্তু তাঁহার দাসানুদাসগণের অনুগ্রহকামুক, অথচ তাঁহাদের অনুগ্রহ প্রার্থনার যোগ্যতাও আমার নাই। শ্রীনারদ তখন শিবের স্তবপাঠ বন্ধ করিয়া অপরাধীর ন্যায় বলিতে লাগিলেন,—আপনি বিষ্ণুবৈষ্ণবের মহিমারাশি অবগত আছেন এবং অপরকে তাহা জানাইয়া থাকেন। এজন্য শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণ আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। আর শ্রীকৃষ্ণও আপনার প্রতি প্রীত হইয়া বিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আপনার মহিমা কীর্ত্তন করেন এবং বর প্রার্থনা করেন।

এই কথা শুনিয়া শ্রীশিব লজ্জিত হইয়া হস্তদ্বারা কর্ণদ্বয় ও নারদের মুখ আচ্ছাদন করত বলিলেন, নারদ! তুমি আর ধৃষ্টতা করিও না। আমার প্রভুর দুর্বিতর্ক্য লীলা দেখ, তিনি কিরূপ তপস্যাদিদ্বারা আমার নিকট বর প্রার্থনা করেন। আমার ঈশ্বরের মহিমা কি বিচিত্র! আমি তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ করিলেও তিনি আমাকে উপেক্ষা করেন নাই।

শ্রীনারদ শ্রীমহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমানন্দে তাঁহার শ্রীচরণদ্বয় ধারণপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, আপনি শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয় বলিয়া অপরাধের কোন অবকাশ দেখা যায় না। বাণাসুর শ্রীঅনিরুদ্ধকে মায়াপাশে বন্ধন করিয়াছিল। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে হতপ্রায় হইলে আপনি তাহার প্রাণ রক্ষার্থ শ্রীহরির স্তব করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে রক্ষা করিয়া আপনার পার্ষদত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীসঙ্কর্ষণদেবের ভক্ত চিত্রকেতু আপনার নিন্দা করিলেও আপনি তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন নাই।

শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত আপনি শ্রেষ্ঠত্ব বাঞ্ছা না করিয়া তাঁহার ভক্তত্বই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

স্কন্দপুরাণ-বিষ্ণুখণ্ডান্তর্গত

শ্রীবেঙ্কটাচল-মাহাত্ম্য

(শ্রীবরাহ-পদ্মিনী-উপাখ্যান)

ধরণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! আপনি আকাশ-তনয়ের নাম কহিলেন; কিন্তু নৃপতি আকাশের অযোনিজ তনয়ার কি নামকরণ হইল? সূত বলিলেন,—বরাহদেব ধরণী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন। বরাহ বলিলেন,—মতিমান আকাশরাজ বসুধাসুতা কমললোচনা কন্যাকে পদ্মোপরি শয়ান দেখিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন,—'পদ্মিনী'। যৌবনসম্পন্না পদ্মিনী একদিন সখীগণে পরিবৃতা হইয়া শুক-কোকিলনাদিত আরামে বিহার করিতেছিলেন। তখন মুনিসত্তম নারদ তথায় যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করিয়া বনলক্ষ্মীর ন্যায় সেই কন্যাকে দর্শন করত বিস্ময়সহকারে এই কথা বলিয়াছিলেন। নারদ বলিয়াছিলেন,—হে ভীরু! তুমি কাহার কন্যা এবং তুমি কে? আমাকে তোমার হস্ত দর্শন করাও। নারদ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া সেই মনোহরাঙ্গী কন্যা মুনির নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন এবং বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি নৃপতি আকাশের কন্যা, এক্ষণে

আপনি আমার হস্ত-লক্ষণ কীর্ত্তন করুন। অনন্তর কন্যাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সেই মুনিসত্তম নারদ বলিতে লাগিলেন।

নারদ বলিলেন,—হে চারুবদনে! লক্ষণসকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে সুভ্রু! পাদতল রক্ত-পদ্মদলের ন্যায়; পাদঙ্গুলী সুসংশ্লিষ্ট; নখ রক্ত ও তুঙ্গ; গুল্ফদ্বয় গূঢ় ও পরস্পর সমান; জঙ্ঘাদ্বয় রোমহীন ও সুন্দর; জানুদ্বয় সমান সুস্নিগ্ধ; উরুদ্বয় সমান ও ক্রমস্থূল; নিতম্বদ্বয় পৃথুল ও পীন; জঘন স্নিগ্ধ; নাভি নিম্ন ও মণ্ডলযুক্ত; পার্শ্বদ্বয় কোমল; মধ্যদেশ ত্রিবলীদ্বারা মনোজ্ঞ ও রোমরাজিরাজিত এবং স্তনদ্বয় ঘন, পীন, স্নিগ্ধ, উন্নত ও মগ্নচূচুক—এই সকল শুভ লক্ষণ। হে ভদ্রে! তোমার করদ্বয় রক্তপদ্মাভ ও সুসূক্ষ্ম পদ্মরেখারাজিত; অঙ্গুলী সকল সুসংশ্লিষ্ট; অঙ্গুলীর পর্ব্ব নিরন্তর রক্তাভ ও সুন্দর; নখপংক্তি সকল শুকতুণ্ডাকার এবং বাহুদ্বয় কমল ও পুষ্পদণ্ডের ন্যায় দীর্ঘ। হে শুভে! তোমার পৃষ্ঠ বেদীর ন্যায় শোভিত; মধ্যদেশ বিলগ্ন ও ঋজু; কণ্ঠ রক্তবর্ণ ও দীর্ঘ; স্কন্ধ অবনত; মুখ নিষ্কলঙ্ক শশধরের ন্যায় সতত প্রসন্ন; কপোল কনকদর্পণের ন্যায়, কুণ্ডলাকার ও উজ্জ্বল এবং তোমার নাসিকা তিলকুসুমসদৃশ। হে শুভাননে! তোমার নীলালকশোভিত ললাট অষ্টমীর অকলঙ্ক চন্দ্রমার ন্যায় মনোহর দেখিতেছি। তোমার মূর্দ্ধা সমবৃত্ত, স্নিগ্ধ ও দীর্ঘ-কেশ-সমন্বিত; তোমার দর্শন পংক্তি ঈষৎ হাস্য ও বিম্বাধরসমন্বিত হইয়া শোভিত হইতেছে; তোমার মুখখানি দেখিয়া আমার নিশ্চয়ই মনে হইতেছে,—বিষ্ণুর যোগ্যা তুমি পাত্রী। তোমার নাভি গঙ্গার আবর্ত্তের ন্যায় দক্ষিণাবর্ত্ত; অতএব তোমাকে ক্ষীরাব্ধিতনয়া লক্ষ্মী বলিয়া মনে হইতেছে।

বরাহ বলিলেন,—সখীগণ-সমক্ষে পদ্মিনীর নিকট নারদ এইরূপ বলিয়া তাঁহাদের পূজাগ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া সখীগণ পদ্মিনীকে কহিলেন,—বসন্ত সময় সমুপাগত হইয়াছে, চল আমরা পুষ্পচয়নের জন্য বনে গমন করি। হে সখি! ঐ দেখ,—কর্ণিকার, চুত, চম্পক, পারিভদ্রক, পলাশ, পাটল, কুন্দ, রক্তাশোক, পদ্মিনী, সিন্ধুবার, মালতী, যূথিকালতা, কহ্লার এবং করবীর কুসুম সকল যেন মদনের শরীরসংঘর্ষেই পুষ্পিত হইয়াছে। অতএব চল আমরা এই সুমনোহর কাননে গমন করিয়া পুষ্প চয়ন করি। সখীগণ এইরূপ বলিয়া আকাশরাজ-কুমারী পদ্মিনীসহ বনে গমনপূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করত পুষ্প চয়ন করিতে লাগিলেন।

তখন এক বন্য গজরাজ তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইল। ঐ গজের শুভ্র দন্তদ্বয় উজ্জ্বল ও উহার গণ্ডভিত্তির তলদেশে দুইটী উজ্জ্বল মদধারা ক্ষরিত হইতেছে; গজ কারিণীযুথের সহিত মিলিত হইয়া উজ্জ্বল রাগে রঞ্জিত হইয়াছে এবং শুণ্ড উন্নত করিয়া ফুৎকার করায় জলকণায় উহার মুখ সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অনন্তর এইরূপ ভীষণ গজদর্শনে তাঁহারা উদ্বিগ্নহৃদয় হইয়া এক বনস্পতির আশ্রয় লইলেন এবং তৎকালেই একটী উত্তম উন্নত অশ্ব সন্দর্শন করিলেন। ঐ অশ্ব অকলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় ধবলবর্ণ ও সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত হওয়ায় যেন চকিত-বিদ্যুল্লতা-জাল-যুক্ত শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ অশ্বের উপর মদনের ন্যায় কমনীয় এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ; তাঁহার নয়নদ্বয় পদ্মদলের ন্যায় ও আকর্ণবিস্তৃত; তাঁহার পরিধানে সুসূক্ষ্ম ক্ষৌমবসন, মস্তকে উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ শিখা, কান্তি পদ্মরাগমণির ন্যায় এবং কর্ণ উজ্জ্বল কুণ্ডল-দ্বারা মণ্ডিত। তাঁহার এককরে স্বর্ণ ও রত্নখচিত দিব্য শার্ঙ্গ ধনু এবং তিনি অপর হস্তে কাঞ্চনময় শর ধারণ করিয়াছেন; তাঁহার সুমধ্যম কটিদেশ পীতবর্ণ ক্ষৌমবসনে আবৃত রহিয়াছে। তাঁহার করে রত্নকঙ্কণ, কর্ণে কেয়ূর এবং কটীতে কটীসূত্র বিরাজিত; তাঁহার বিশাল বক্ষে দক্ষিণাবর্ত্তযুক্ত যজ্ঞসূত্র শোভিত হওয়ায় মনোহর স্কন্ধদেশ উজ্জ্বল হইয়াছে এবং তিনি এক শার্দ্দূলের প্রতি শর-সন্ধান করিয়া প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হইয়াছেন। নারীগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং ঈষৎহাস্য-আস্যে সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। গজরাজ সেই অশ্বারূঢ় পুরুষকে দেখিয়া নিবৃত্ত হইল এবং তুণ্ড উত্তোলনপূর্ব্বক নম্র মস্তকে গর্জ্জন করিতে করিতে অরণ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর গজ বিনিবৃত্ত হইলে ঐ অশ্বারূঢ় পুরুষ শার্দ্দূল অন্বেষণ করিতে করিতে পুষ্পচয়নকারিণী নারীগণ-সমীপে আগমন করিলেন এবং অশ্বের উপরে থাকিয়াই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে কন্যকাগণ! কোন এক শার্দ্দূল এইদিকে আগমন করিয়াছে, তোমরা দেখিয়াছ কি? যদি দেখিয়া থাক, আমাকে বল। বরাহ কহিলেন,—তখন পুরুষের কথায় কন্যাগণ উত্তর করিল,—আমরা কিছুই দেখি নাই, হে ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ! কেন আমাদের বনে আগমন করিয়াছ? হে নিষাদপতে! এই বনে যে-সকল মৃগ বিচরণ করে, তাহারা অবধ্য। অতএব আকাশ-নৃপতি-পালিত এই বন হইতে সত্বর প্রস্থান কর। সেই পুরুষ এই কথা শুনিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং সখীগণের প্রতি সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে কমল-কান্তি-

কন্যকাগণ! তোমরা কে? আর এই সুভগা, মনোহরাঙ্গী, পীনোন্নত-পয়োধরা কন্যাই বা কে? এই সকল আমাকে বল, আমি ইহা শ্রবণ করিয়া আমার পর্ব্বতস্থিত নিজালয়ে গমন করিব।

অনন্তর তাঁহার বাক্য শুনিয়া ধরণীসুতার ইঙ্গিতক্রমে সখী পদ্মাবতী সেই পর্ব্বতবাসী নিষাদকে বলিল,—হে শূর! ইনি আকাশরাজের কন্যা, বসুধাতল হইতে উত্থিতা হইয়াছেন। ইনি আমাদের নায়িকা; ইঁহার নাম পদ্মিনী। হে সৌম্যদর্শন! এক্ষণে বলুন, আপনি কাহার তনয় ও আপনার নাম কি? আপনার কোন্ জাতি? কোন্ স্থানেই বা বাসস্থান এবং কিজন্য এইস্থানে আগমন করিয়াছেন? কামিনীগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার মুখাম্বুজে হাসি দেখা দিল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন,—ললনাগণ! পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ আমাদের বংশকে সূর্য্যবংশ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যাঁহার নাম অনন্ত যাঁহার নাম সকল মনীষিগণেরও পাবন, তপস্বিগণ যাঁহার বর্ণ ও নাম এ উভয় 'কৃষ্ণ' কহিয়া থাকেন, যাঁহার চক্র ব্রহ্মদ্বেষী দৈত্যগণের ভয়াবহ, বৈরিগণ যাঁহার শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া মোহিত হয়, সুরগণমধ্যেও যাঁহার ধনুর তুল্য ধনু নাই, পণ্ডিতগণ আমাকেই সেই বেঙ্কটাচলবাসী বীরপতি বলিয়া থাকেন। আমি সেই বেঙ্কটাদ্রির তটদেশ হইতে নিষাদগণে পরিবৃত হইয়া অশ্বারোহণে মৃগয়ার জন্য তোমাদের বনে আগমন করিয়াছি। আমি বনে প্রবেশ করিয়াই এক পশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হই। তখন ঐ পশুও দ্রুতবেগে পলায়ন করে। অনন্তর আমি তাহাকে দেখিতে না পাইয়া বনে বিচরণ করিতে করিতে এখানে উপস্থিত হইয়া এই সৌম্যমুখী কামিনীকে দেখিতে পাই। আমি এখানে আসিয়া কামার্ত্ত হইয়াছি। এখন ইঁহাকে পাইতে পারি কি? কুমারীগণ কৃষ্ণের কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহারা পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"আকাশরাজ যাবৎকাল তোমাকে দেখিয়া নিগড়ে বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া না যান, এই সময়মধ্যে তুমি নিজালয়ে গমন কর।" এইরূপে কুমারীগণ কর্ত্তৃক তর্জ্জিত হইয়া কৃষ্ণ শীঘ্রগামী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক অনুচরগণ সহ সত্বর গিরিগুহায় আশ্রয় হইলেন।

সকলেরই বিষ্ণুর অর্চ্চন কর্ত্তব্য। যেমন বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন করিলে বৃক্ষের শাখাপল্লব পুষ্টিলাভ করে, তদ্রূপ ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনে সর্ব্বদেব পূজিত হন।

ভগবান-দর্শন

ভগবদ্দর্শন জীবের অতি দুর্লভ।
শ্রীগুরুর কৃপাতে হয় তাহা সুলভ॥
বহু জন্মের সঞ্চিত সুকৃতি-ফলে।
কৃষ্ণ, গুরুরূপে আসি ভাগ্যবান জনে॥
তাহারে দেয় 'কৃষ্ণমন্ত্র'-উপদেশ।
বিশুদ্ধ চিত্তে ক্রমে ভক্তির আবেশ॥
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি কর্ম্ম-জ্ঞান।
অনুকূল ভাবে করে কৃষ্ণানুশীলন॥
প্রাজ্ঞ-জনে বোলে তাহারে 'উত্তমভক্তি'।
শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে হয় অভিব্যক্তি॥
(যেমন) 'ক্রিয়া'-শব্দের দ্বারা 'ধাতুর' সর্ব্বার্থ ব্যক্ত।
(সেইরূপ) অনুশীলন-শব্দে সর্ব্ব 'ধাত্বর্থ' উক্ত॥
ধাত্বর্থ দ্বিবিধ—চেষ্টারূপ, ভাবরূপ।
'প্রবৃত্তি' 'নিবৃত্তি'-ভেদে দুই চেষ্টারূপ॥
উপমা—যেমন গৃহত্যজি হারাধন।
কাশীতে প্রব্রজ্যা হেতু করিল গমন॥
এই বাক্যের 'গমন'-ক্রিয়ার ধাত্বর্থ।
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-চেষ্টা উভয়ে ব্যঞ্জিত॥
'নিবৃত্তি-চেষ্টা'—গৃহ ত্যজিবে হারাধন।
'প্রবৃত্তি চেষ্টা'—প্রব্রজিত কাশী গ্রহণ॥
এইরূপে হারাধনের উভয় চেষ্টা।
'ভাবরূপ'—আহ্লাদ কিম্বা বিষাদে স্থিতা॥
হৃদয়ে দুয়ের এক করিয়া পোষণ।
তা'র 'গমন' ক্রিয়ার করে অনুশীলন॥
তদ্রূপ ভক্তি-বিঘ্ন নিবৃত্তিরূপা চেষ্টা।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের ত্যজিবে নিষ্ঠা॥

চিদানন্দময় কৃষ্ণের শুদ্ধ শ্রীনামে।
অপরাধ আছে, যাহা—দশবিধগণে॥
ভগবানের চিন্ময়-বিগ্রহ সেবনে।
দ্বাত্রিংশ সেবা-অপরাধ শাস্ত্রের বচনে॥
আর এক বিঘ্ন আছে—ধাম-অপরাধ।
এই সব মিলি করে কৃষ্ণভক্তি-বাধ॥
নিবৃত্তিরূপা চেষ্টা হইল এহি মানে।
প্রবৃত্তিরূপা' চেষ্টা বলিব এক্ষণে॥
সকল 'বিঘ্ন' যতনে দূরে পরিহরি।
প্রবৃত্তি-রূপা চেষ্টা শুদ্ধচিত্তে বরি॥
চতুর-ষষ্ঠি ভজনাঙ্গ আছয়ে যথা।
আনুকুল্যে অনুশীলন হইলে নিষ্ঠা॥
হৃদি-পদ্ম-মাঝে হয় ভক্তির উদয়।
অবিদ্যা-যাতনা জীবের আর নাহি রয়॥
সঙ্গোপিত 'ভাবরূপ' চেষ্টা তাহার।
তদকালে ব্যঞ্জিত শুদ্ধভক্তি যাহার॥
অতএব 'শুদ্ধভক্তি' চিন্ময়-তত্ত্ব।
চিচ্ছরীরে তাহার হয় অভিব্যক্ত॥
'ভক্তি'—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির বৃত্তি।
ভাগ্যবান জীব-হৃদে যদি হয় স্থিতি॥
ভক্তিস্থিত হৃদয় স্বচ্ছ মুকুর সম।
ভক্ত্যে তাহাতে করে "ভগবদ্ দর্শন"॥
ভাবরূপা চেষ্টা আর থাকেনা সংগুপ্ত।
নিত্য সিদ্ধ ভাব তাঁর হন প্রকাশিত॥
ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য ভেদে কৃষ্ণের বিলাস।
যাহার যেরূপ—ভাব সে' ভাবে বিকাশ॥

—শ্রীরমাপতি ভক্ত-সুহৃদ

বাসুদেব-বিমোচন

(একাঙ্ক-নাটিকা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯৯ পৃষ্ঠার পর)

বাসুদেব—আচ্ছা, কুর্ম্মভাই! নাম-ভজন কি শুধু আমার ন্যায় নিম্নাধিকারীরই সাধনা; না উচ্চাধিকারীরা তথা সাধন-সিদ্ধরাও নাম-ভজন করে থাকেন?

কুর্ম্ম—নিম্নাধিকারীরা ও উচ্চাধিকারীরা সকলেই নাম-কীর্ত্তন করে থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনারদ তাঁর জন্ম-বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে বলেছেন,—

"প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যানি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ
আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি ॥"

শ্রীনারদ জান্‌তেন কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ব্যতীত শ্রীভগবান্ একমাত্র কীর্ত্তনের দ্বারাই শীঘ্র বশীভূত হ'ন।

ব্রজাঙ্গনাগণও তাঁদের কান্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিস্পর্শ ও প্রেমালিঙ্গনে গর্ব্বিতা হলে ভগবান তাঁদের গর্ব্ব দেখে তাঁদের গর্ব্ব প্রশমন ও সৌভাগ্য প্রসাদন জন্য অন্তর্হিত হওয়ায় তাঁরা বহু অনুসন্ধান করেও কান্তের সন্ধান না পেয়ে যমুনা-পুলিনে এসে সমবেতভাবে কৃষ্ণগান করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হয়েছে,—

"পুনঃ পুলিনমাগতা কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণঃ তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ ॥"

নিত্য-সিদ্ধা গোপীদের সংকীর্ত্তন-ফলে ভগবান্ স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতেও "সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং···" শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনের নির্দ্দেশ দিয়েছেন। শাস্ত্রে আরও বহু উদাহরণ ব্যক্ত আছে। শ্রীনারদ ও গোপাঙ্গনাগণের ন্যায় শুদ্ধ ভক্তবৃন্দ যখন নাম-সাধনায় বিভোর তখন শ্রীনাম-ভজন যে সকলেরই সাধনা,—এতে আর সন্দেহ কি?

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা চতুর্মুখে কৃষ্ণনাম জপ করেন এবং শ্রীশিবজী পঞ্চমুখে রাম-নাম জপ করে থাকেন। দেবতারা যদি অবিরত নাম জপ করেন, তবে মানব নাম-জপ কর্‌বে না কেন? নামী স্বয়ং এযুগে নামরূপে অবতীর্ণ। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীভগবান্

গৌরসুন্দর নামের মহিমা ব্যক্ত করার জন্য স্বয়ং নিয়ত শ্রীনামে তন্ময় হয়ে থাকেন ; তিনিও "শিক্ষাষ্টকে" বলেছেন,—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"।

বাসুদেব—এবার বুঝেছি শ্রীনাম-ভজন সকল অধিকারীরই একান্ত কর্ত্তব্য। আমি অতীতে অনেক পাপ করার ফলেই গলিত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছি। সে' পাপ থেকে আমি কি নিষ্কৃতি পাবো ?

কুর্ম্ম- তোমার যতই পাপ থাকুক তুমি সর্ব্বদা নাম কর ; তোমার সমস্ত পাপ দূর হয়ে যাবে। জীবনে যা' অতীত হয়ে গেছে তা' ফিরে আস্‌বে না। তোমার সম্মুখে আছে বর্ত্তমান, আছে ভবিষ্যৎ। সুতরাং ভাই একটা শ্বাসও যেন বৃথা যায় না,—অহরহঃ নাম কর। রত্নাকর প্রথমে রাম নাম বল্‌তে না পেরে মরা মরা জপ করে শেষে রাম নাম উচ্চারণ করে কৃতার্থ হয়ে গেল ; অজামিল মৃত্যুকালে পুত্র নারায়ণকে ডেকে নামাভাসে মুক্ত হয়ে গেল ; দ্রৌপদীর কাতর আহ্বানে শ্রীভগবান্ বস্ত্র-অবতার রূপে তাঁর লজ্জা নিবারণ করলেন ; ...এইভাবে ভগবান্ অসংখ্য ভক্তকে কৃতার্থ করেছেন ও এখনও কর্‌ছেন। আর তিনি তোমাকে কৃপা কর্‌বেন না—একি হ'তে পারে ?

বাসুদেব—ভাই কুর্ম্ম, আমি মহাপাপীষ্ঠ কুষ্ঠরোগী। আমার সমুদয় পাপ ক্ষয় হয়ে আমি কি তাঁর কৃপা পাব ? ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমাকে কি দর্শন দেবেন ! (চক্ষে জল আসিল)

ওগো ভগবান্ পতিততারণ, আমার ন্যায় পাতকীকে তুমি কি উদ্ধার কর্‌বে ? আমি পণ্ডিত নই, ধনী নই, সমাজে আমার কোনই প্রতিষ্ঠা নাই, ...বরং আমি একজন মূর্খ দরিদ্র, কুষ্ঠ-রোগগ্রস্থ নামধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ; আমার ন্যায় হীন ব্যক্তিকে তুমি কি কৃপা কর্‌বে নাথ ! ওগো অগতির গতি, করুণা-নিধান,—তোমার করুণাই আমার একমাত্র সম্বল। আমি তোমার শরণাগত, আমায় কৃপা কর প্রভু ! (কাঁদিতে লাগিলেন)

কুর্ম্ম—কাঁদো বন্ধু, আরো কাঁদো ;—চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দাও, আর নাম কর। অনুতাপানলে সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

বাসুদেব—*ওগো ভগবান্ গৌরহরি! তুমি পতিতপাবন নামে এ জগতে* সুবিদিত। আমার ন্যায় পতিত অধমকে তুমি কৃপা করে উদ্ধার কর প্রভু! কুষ্ঠ-জ্বালায় আমি বড় জর্জ্জরিত। কুষ্ঠ-কীটের দংশনে বড় কষ্ট পাচ্ছি দেব! ভোর রাতে বাড়ী থেকে বের হয়েও এখানে তোমার দর্শন পেলাম না। আর এ জীবনে কি তোমার দর্শন পাবো প্রভু! তোমার অদর্শনে আমার হৃদয় অতিশয় কাতর! এখন কি করি নাথ!

(কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন।)

সহসা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রবেশ।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব—ওঠো বাসুদেব! তোমার ব্যাকুলতা ও আর্ত্তি দেখে আমি এসেছি। চেয়ে দেখ আমি তোমার ইষ্টদেব কিনা।

বাসুদেব—এসেছো,—এসেছো প্রভু! দয়াময়, এ দীন পাপীষ্ঠ কাঙালকে তোমার মনে পড়েছে! ওগো অন্তর্য্যামী, তুমি কি আমার ডাক শুন্‌তে পেয়েছো! অহো, তুমি কত দয়াল! তোমার এই অমন্দোদয় দয়ার তুলনা নাই। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম গ্রহণ কর দেব!

(সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন)

কুর্ম্ম—প্রভু! (সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন।)

শ্রীগৌরাঙ্গদেব—(উভয়ের প্রতি) কৃষ্ণে মতিরস্তু!

(বাসুদেবের প্রতি) এসো বাসুদেব; তুমি আর পাপীষ্ঠ নও, তুমি কৃপা পাইবার যোগ্য। তোমার স্থান আমার এই বক্ষে।

(বাসুদেবকে বক্ষে আলিঙ্গন করিলেন।)

বাসুদেব—কর কি প্রভু! আমার এই কুষ্ঠরসা তোমার সুন্দর নয়নাভিরাম পবিত্র অঙ্গে লেগে যাবে। হায়, আমি যে মহাপাতকগ্রস্থ! ওগো প্রভু, তুমি আমায় ক্ষমা কর।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব—বাসুদেব, তুমি আমার শরণাগত হওয়ায় তোমার এই দেহ অপ্রাকৃত চিদানন্দময়। তোমার চিদ্‌কলেবর সর্ব্বদাই পবিত্র। বুদ্বুদ ফেন-পঙ্ক গঙ্গাজলে মিলিত হলেও নীরধর্ম্ম প্রভাবে গঙ্গোদক যেমন ব্রহ্মদ্রব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ তোমার ঐ কুষ্ঠব্যাধিজনিত বপুদোষ কখনই প্রাকৃতত্ব দোষে দূষিত হয় না।

বাসুদেব—(নিজ দেহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) একি ! আমার এ দেহের গলিত-কুষ্ঠ-ক্ষত আর নেই ! কুষ্ঠ-কীট তো আর দেখা যাচ্ছে না। ওগো প্রভু, তোমার অমিয় মধুর স্পর্শে আমার এ দেহ এত সুন্দর হয়ে গেল ! দেহে কোথাও কুষ্ঠ-ক্ষতের আদৌ চিহ্ন মাত্র নেই। পরশমণির স্পর্শে লোহা যেমন খাঁটি সোনায় পরিণত হয়, তেমনি তোমার স্পর্শে আমার অঙ্গ সুন্দর ও হৃদয় প্রেমানন্দে পরিপ্লুত হ'ল।

(মহাপ্রভুর পদতলে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে)

আমার কুষ্ঠরোগ থাকায় লোকে আমাকে স্পর্শ করা তো দূরের কথা, আমার ছায়া পর্য্যন্ত তারা স্পর্শ করে না। আমাকে দেখে আমার দেহের গন্ধে পামর ব্যক্তিও পলায়ন করে, আর তুমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ হয়ে আমার ন্যায় হীন ব্যক্তিকে স্পর্শ কর্‌লে ? তোমার এই অহৈতুকী দয়ার তুলনা নাই। কোটীমুখে তোমার গুণগাথা গাহিলেও তোমার গুণের অসীম মহিমা ব্যক্ত হবে না ও হ'তে পারে না।

(করযোড়ে) ওগো প্রভু, আমি ক্ষতযুক্ত দেহে নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকায় আমার দেহের কোন অহঙ্কার ছিল না, কিন্তু এখন তোমার স্পর্শে এ দেহ সুন্দর হওয়ায় আমার অহঙ্কার জন্মাতে পারে বলে বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব—ভক্ত বাসুদেব, আমার আশীর্ব্বাদে তোমার মনে কোন-প্রকার অভিমান ও অহঙ্কার হবে না। তুমি নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর এবং কৃষ্ণনাম উপদেশ করে জীব-উদ্ধারে ব্রতী হও। অচিরেই তোমায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধার কর্‌বেন।

বাসুদেব—আমি উদ্ধার পাবো প্রভু ! ওগো দেব, তুমিই তো সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ! তোমার স্পর্শেই আমি কৃতার্থ হয়েছি। এখন অনন্যাভক্তি আশ্রয়ে তোমাতে একনিষ্ঠ ভজন-পরায়ণ হয়ে তোমার সেবাধিকার পেতে ইচ্ছা করি। (দণ্ডবৎ করিলেন)

শ্রীগৌরাঙ্গদেব—সর্ব্বপ্রকার সাধনভক্তির মধ্যে একমাত্র নামাশ্রয়েই সর্ব্ব-সিদ্ধি হয়। সুনির্জ্জনে থেকে, সাধুসঙ্গে, নিরপরাধে সুদৃঢ়ভাবে নামভজন কর। তুমি আমার শরণাগত ভক্ত, তোমার বাসনা পূর্ণ হবেই। (অকস্মাৎ শ্রীগৌরাঙ্গদেব অন্তর্হিত হইলেন।)

বাসুদেব—কই, কোথা গেলে প্রভু! তুমি আমায় দেখা দিয়েও আবার আড়ালে লুকালে; আমাকে ধরা দিলে না! হায়…হায় কুর্ম্মভাই; প্রভুকে কাছে পেয়েও আবার হারালাম।

(কাঁদিতে লাগিলেন)

কুর্ম্ম—(মহাপ্রভুর অদর্শনে ব্যথিত হৃদয়ে কম্পিতকণ্ঠে) কি আর কর্‌বে বল বাসুদেব ভাই! ইচ্ছাময় প্রভুর যে কি ইচ্ছা তা' তিনিই জানেন। তিনি যেমন স্বেচ্ছায় এসে ধরা দিলেন, তেমনি আবার স্বেচ্ছায় অন্তর্হিত হলেন। তিনি যেটুকু কৃপা করেছেন তা' তোমার জন্ম-জন্মান্তরের সৌভাগ্যফল। আজ থেকে প্রভু গৌরসুন্দর 'বাসুদেবামৃতপ্রদ' নামে অভিহিত হলেন। ধন্য তুমি বাসুদেব! ধন্য তোমার ভক্তির মহিমা! তোমার কৃপায় আমি পুনর্ব্বার তাঁর দর্শন পেতে সমর্থ হয়েছি। এসো ভাই, আজ আমরা দুইজনে তাঁর স্তুতি গেয়ে হৃদয় শোধন করি!

(গীত)

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন।
জয় অগতির গতি পাতকী-তারণ॥
দ্বাপরে ছিলে যে তুমি ব্রজের কানাই।
কলিকালে হৈলে এবে নদের নিমাই॥
উপনিষদের ব্রহ্ম তব দেহ-কান্তি।
যোগীদের অন্তর্য্যামী তোমার বিভূতি॥
সাত্বত-রা কহে যাঁরে স্বয়ং ভগবান্।
সেই তুমি আসি হেথা' জীবে কৈলে ত্রাণ॥
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তুমি প্রভু, কহে শ্রুতিগণ।
শ্রীরাধা-কান্তি ধরি' হৈলে গৌর-বরণ॥
শ্বিত্ররোগী বাসুদেব দিতে দরশন।
কুর্ম্ম-ঘরে হৈল তব শুভ-আগমন॥
বিপ্র বাসুদেবে তুমি করি' আলিঙ্গন।
দুরারোগ্য কুষ্ঠ তা'র কৈলে বিমোচন॥
বাসুদেব-অঙ্গ হৈল পরম-সুন্দর।
তোমার পরশ হেন বিচিত্র মধুর॥

পরশমণি লৌহেরে যৈছে হেম করে।
তোমার পরশে তৈছে বাসুদেব উদ্ধারে॥
কুর্ম্ম-বিপ্র-গৃহে নিজে অতিথি হইয়া।
কৃপায় তারিলে তারে প্রসাদ দানিয়া॥
কুর্ম্ম ও বাসুদেবের হৃদয়-মাঝারে।
তব রূপ-গুণ-লীলা সদা যেন স্ফুরে॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন।
জয় বাসুদেব-ত্রাতা, কুর্ম্ম-প্রাণধন॥

(উভয়ে নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিলেন)

॥ সমাপ্ত ॥

— শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

হিন্দোল-লীলা

কি অন্যাভিলাষী, কি কর্ম্মী, কি অর্চ্চনাধিকারী, কি তথাকথিত ভজনা-ভিনয়কারী—সকলেই এই সময়ে হিন্দোলযাত্রা-উৎসব আড়ম্বর করিয়া থাকেন। অযোধ্যায় শ্রীরাম-সীতার ঝুলন প্রত্যেক মন্দিরে মন্দিরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ও তাহা দর্শন করিবার জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে অসংখ্য লোকের সমাগম হয়। বৃন্দাবনে ত' ঝুলন-উৎসবের কথাই নাই,—প্রত্যেক কুঞ্জে, প্রত্যেক গৃহে ঝুলন হইয়া থাকে। তথায় একাদশীরও বহু পূর্ব্ব হইতে অনেক স্থানে ঝুলন আরম্ভ হয়। ঝুলন ও দোল-লীলা-উৎসবই শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্বাপেক্ষা বড় উৎসব। এই সময় দেশ-বিদেশ হইতে অগণিত যাত্রী তথায় উপস্থিত হন। বঙ্গদেশেও কোন কোন স্থানে ঝুলন-উৎসব একটা বিশেষ আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার। গৃহের বালক-বালিকাগণও এই উৎসবে উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকে। সারা বৎসর ঠাকুরের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই, ঝুলনের কয়েক দিবস বালকগণ কেহ ঠাকুর ধার করিয়া, কেহ বা বৎসরের ৩৬০ দিনের সুপ্ত ঠাকুরকে ৫ দিনের জন্য জাগাইয়া তাঁহাকে লোকের রুচিকর নানাভাবে সজ্জিত করিয়া থাকে এবং দোলার মধ্যে স্থাপন-পূর্ব্বক ঝুলন-যাত্রা করে।

বিভিন্ন স্থানের ঝুলনযাত্রায় যে সর্ব্বত্রই শ্রীরাধাগোবিন্দকে হিন্দোলে আরোহণ করান হয়, তাহা নহে, কোথাও বলদেবকে, কোথাও শ্রীরাম-চন্দ্রকে, কোথাও রামকানাইকে, কোথাও বা গোপালদেবকে, কোথাও

মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুকে, কোথাও শ্রীশালগ্রামকে, আবার আধুনিক-কালে আনুকরণিক নাগরিক-মতাবলম্বীর কেহ কেহ গৌরবিষ্ণুপ্রিয়াকে ঝুলনে আরোহণ করাইয়া থাকেন।

বাংলার কোনও কোনও ঝুলনবাড়ীতে এজন্য অজস্র ব্যয় হয়, অনেক আখড়ায়, অনেক ধনাঢ্যের গৃহে শ্রীরাধাগোবিন্দের সম্মুখে বারবনিতার নৃত্য এবং সেই নৃত্যের আসরে নানাপ্রকার কুরুচি ও আসবাদির প্রশয় দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত ঢপগান, ভাঙাটিয়া পদাবলীগান, যাত্রাগান প্রভৃতি ত' আছেই।

সকলেই স্বতন্ত্র। কাহারও উপদেষ্টা নাই; যাঁহারা কুলক্রমাগত উপদেষ্টার অভিনয় করিতেছেন, তাঁহাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত-বোধ নাই, আচরণ নাই, প্রাণপূর্ণ জীবন নাই, শাসন করিবার সামর্থ নাই, তাঁহারাও ইন্দ্রিয়-তর্পণ-রোগগ্রস্থ! ঐরূপ আমোদ-প্রমোদ-দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত এবং অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি ব্যতীত অন্য কোন সুফল হয় না।

হিন্দোল-লীলা মাধুর্য্যরসবিগ্রহ অধোক্ষজ শ্রীভগবানের সম্ভোগময়ী লীলা-বিশেষ। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে পূর্ব্বাহ্নলীলাবর্ণনে ৭ম সর্গে হিন্দোল-লীলা দৃষ্ট হয়,—

আগ্নেয্যাং ভাতি পদ্মাভরত্নহিন্দোলকুট্টিমম্।
পূর্ব্বাপরদিগুৎপন্ন-প্রবীণৈকুলাগয়োঃ॥
সাচি কিঞ্চিদ্বিনির্গত্য গত্যা বক্রোর্দ্ধয়োপরি।
মিলিতাভ্যাং সুশাখাভ্যাং ছাদিতং মণ্ডপাকৃতি॥
তচ্ছাখামূলসংনদ্ধৈঃ পট্টরজ্জু-চতুষ্টয়ৈঃ।
দৃঢ়ৈর্বদ্ধচতুষ্কোণং নাভিমাত্রোচ্চসংস্থিতিঃ॥
পদ্মরাগাষ্টপট্টীভিঃ প্রবালজপদাষ্টকৈঃ।
ঘটিতং হস্তমাত্রোচ্চপট্টীবেষ্টনকেশরম্॥
অষ্টপত্রাম্বুজাকার-রত্নানি চিত্রিকর্ণিকম্।
দ্বিদ্বিপাদান্বিতান্তোজদলাভাষ্টদলৈর্বৃতম্॥
রত্নপট্টীকেশরান্তর্দ্বারাষ্টক সুসংযুতম্।
দক্ষিণে দলপার্শ্বস্থারোহদ্বারদ্বয়ান্বিতম্॥
লঘুস্তম্ভদ্বয়াসক্তপট্টীপৃষ্ঠাবলম্বকম্।
পট্টতুলী-লসন্মধ্যং পার্শ্বপৃষ্ঠোপধানকম্॥
নানাচিত্রাংশুকৈশ্ছন্নং স্বর্ণসূত্রান্বরৈরপি।
লসচ্চন্দ্রাবলীমুক্তাদামগুচ্ছবিতানকম্॥
যত্রাষ্টদলগালীনাং মধ্যগৌ রাধিকাচ্যুতৌ।
গায়দন্য বয়স্যাভির্বৃন্দা দোলয়তীশ্বরৌ॥

অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনের সকলে চিন্তামণি-সদৃশ ; সেখানে কোন প্রাকৃত বস্তু বা অস্মিতার অবসর নাই। সেখানে সকলেই স্বরূপবুদ্ধ ও পরম মুক্ত। সেখানে বিষয়ী একজন, আর সকলই আশ্রয়। আশ্রয়গণ আশ্রয়শিরোমণির সহিত একমাত্র অদ্বিতীয় বিষয়ের মিলন করাইয়া তাঁহাদের সেবাসুখতাৎপর্য্য-পর অপ্রাকৃত সম্ভোগলীলায় স্ব-স্ব সেবাফল নিয়োগ করেন। সেখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখতাৎপর্য্য ব্যতীত কোনও প্রকার আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার লেশ-মাত্র নাই। সেইরূপ অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রাকৃত হিন্দোলাম্বুজের অপ্রাকৃত অষ্টদলস্থ ললিতাদি অষ্টসখীগণের মধ্যে অবস্থিত শ্রীরাধাগোবিন্দকে শ্রীবৃন্দা-দেবী দোলানিমস্থ অন্য অপ্রাকৃত গায়িকা সখীগণের সহিত দোলাইয়া থাকেন।

যশোদাদি প্রৌঢ়া গোপীগণ যে বালগোপালকে দোলায় দোলাইয়া থাকেন, তাহা বাৎসল্যরসময়, সেখানে মধুর রসের নায়ক-নায়িকার বিচার নাই। বিষয়-বিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্র বা অন্যান্য বিষ্ণুবিগ্রহের সুখবিধানের জন্য যে তাঁহাদিগকে দোলায় সঞ্চারণ করান হয়, তাহাও মাধুর্য্যময়ী লীলা নহে, তাহা দাস্যরসের বিচারেই প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীকৃষ্ণের গৌরলীলাবৈশিষ্ট্যে সম্ভোগবাদ নাই ; ঔদার্য্যলীলাতনু বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরও নাগর নহেন। এজন্য গৌরপরিকরগণ কখনও আপনাকে অপ্রাকৃত ব্রজনাগরীর অনুকরণে 'নাগরী' কল্পনা করিয়া গৌরসুন্দরকে ঝুলনে আরোহণ করান না। তবে যে কোথাও কোথাও গৌর-গদাধরের ঝুলন-প্রসঙ্গ প্রাচীন গীতি প্রভৃতিতে শ্রুত হয়, তাহা পূর্ব্বাবতারের ঝুলন-লীলারই উদ্দীপক। সেখানে নদীয়া-নাগরীবাদের কোন পূতিগন্ধ নাই।

শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ও শিষ্যের পরিমৃক্ত দৃষ্টিতে অভিন্ন বার্ষভানবী হইলেও মহান্ত শ্রীগুরুদেব উপদেশকরূপে—বিপ্রলম্ভের মূর্ত্তি, তাঁহাতে সম্ভোগবাদের কোনও কথা নাই। জীবের অপ্রাকৃত সেবাবৃত্তির অভাব থাকা-কালে বার্ষভানবী মহান্ত শ্রীগুরুরূপে জীবের নিকট উপস্থিত হন। সুতরাং শ্রীগুরুদেবের, মহাপ্রভুর পার্ষদগণের, ভগবৎপার্ষদগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঝুলন নাই। তাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনকালে দূরে অন্য আসনে থাকিবেন। শ্রীশালগ্রামের ঝুলন হইবে না, তবে শ্রীগিরিধারীর ঝুলন হইবে।

—শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়

উত্তরখণ্ডে তীর্থ-পরিক্রমা

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে **শ্রীকেদার-বদ্রী, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী-গোমুখ, হরিদ্বার-হৃষীকেশ** প্রভৃতি তীর্থসমূহ দর্শনের ব্যবস্থা হয়। সেই উপলক্ষে বিগত ১২ই জ্যৈষ্ঠ (ইং ২৬।৫।৭৬) বুধবার দিন সমিতির পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ হরিসাধন ব্রহ্মচারী প্রভু প্রভৃতি পরিক্রমার পরিচালকরূপে নিয়োজিত হন।

উক্ত দিবসে আমরা যাত্রীগণসহ দেরাদুন এক্সপ্রেসে স্লিপিং কোচে রওনা হইয়া ১৪ই জ্যৈষ্ঠ সকাল বেলায় হরিদ্বারে পৌঁছি। আমরা সেখান হইতে ট্যাক্সিযোগে হৃষীকেশ পৌঁছে ধর্ম্মশালায় থাকার ব্যবস্থা করি। তথায় ৪ দিবস অবস্থান করত লক্ষ্মণঝোলা, গীতাভবন এবং হৃষীকেশস্থ সমস্ত দর্শনাদি করা হয়। পরে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ভোর ৫টায় রিজার্ভ বাসযোগে **যমুনোত্রী** অভিমুখে রওনা হই। প্রায় সন্ধ্যায় পথিমধ্যে হনুমান চটিতে পৌঁছিয়া তথায় রাত্রিযাপন করি। পরের দিন সকালে পদব্রজে যমুনোত্রী অভিমুখে রওনা হই। যাঁহারা পাহাড়-পথে পদব্রজে অগ্রসর হইতে অসমর্থ তাঁহাদের কেহ কেহ ডাণ্ডী, কাণ্ডী বা ঘোড়ার সহায়তায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন। ঐ দিন যমুনোত্রীতে পৌঁছিয়া তপ্তকুণ্ডে স্নানাদি ও দর্শন শেষ করে সেই দিবসেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জানকী চটিতে পৌঁছি ও রাত্রি বাস করি। পরের দিন পানাচটি হইতে বাসযোগে রওনা হইয়া রাত্রি প্রায় ৯।১০টার সময় উত্তর কাশীতে পৌঁছি।

২১শে জ্যৈষ্ঠ ভোর ৪টায় **গঙ্গোত্রী** অভিমুখে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। লঙ্কা চটি হইতে হাটাপথে ভেরোঁঘাটী পৌঁছিয়া রাত্রি যাপন করি। পরের দিন জিপযোগে গঙ্গোত্রী সকালেই পৌঁছি। সেখানের দর্শনাদি শেষ করে পরের দিন সকালে গো-মুখ অভিমুখে কোন কোন যাত্রী রওনা হন এবং দর্শনাদি করিয়া ঐ দিনেই প্রত্যাবর্ত্তন করি।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ ভেরোঁঘাটী হইতে বাসযোগে রওনা হইয়া উত্তরকাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করি এবং পরের দিন ভোরে কেদার অভিমুখে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যায় শোনপ্রয়াগে পৌঁছিয়া রাত্রি যাপন করি। পরের দিন **ত্রিযোগীনারায়ণ** দর্শনান্তে মুণ্ডকাটা গণেশ হইয়া গৌরকুণ্ডে পৌঁছি। গৌরীকুণ্ডে তপ্তকুণ্ডে স্নানাদি ও অন্যান্য দর্শনাদিও করা হয়।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ গৌরীকুণ্ড হইতে রওনা হইয়া পদব্রজে কেদার অভিমুখে রওনা হইয়া সন্ধ্যায় পৌঁছিয়া রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এবং পরের দিন সকালে স্নানাদি করিয়া **শ্রীকেদারনাথ** দর্শন-পূজন শেষ হইলে প্রসাদ সেবনান্তে শোনপ্রয়াগ অভিমুখে অবতরণ করি।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ শোনপ্রয়াগ হইতে বাসযোগে রওনা হইয়া শ্রীবদ্রীনাথ অভিমুখে যাত্রা করা হয়; পথিমধ্যে যোশীমঠে রাত্র যাপন করিয়া পরের দিন সকালে **শ্রীবদ্রীনারায়ণে** পৌঁছি। শ্রীবদ্রীনাথে তিন দিন অবস্থান করিয়া প্রত্যহই দর্শনাদি, তপ্তকুণ্ডে স্নান, পূজা প্রভৃতি করা হয়।

১লা আষাঢ়, শ্রীবদ্রীনারায়ণ হইতে বাসযোগে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সন্ধ্যায় হৃষীকেশে পৌঁছিলে সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সিযোগে হরিদ্বার অভিমুখে রওনা হই এবং রাত্রে অবস্থান করিয়া হরকিপৈঁড়ী, কঙ্খল প্রভৃতি দর্শন, গঙ্গায় স্নানাদি, পূজন সন্ধ্যারতিতে যোগদানাদি করিবার সুযোগ লাভ করি।

পরে ৫ই আষাঢ় রাত্রি ৮টায় জনতা এক্সপ্রেসে শয়ন-কক্ষে হাওড়া অভিমুখে রওনা হই।

—**শ্রীযদুবরদাস ব্রহ্মচারী**

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ সদলবলে গত কয়েক বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও দুই মাসযাবৎ পুরুলিয়া, রাঁচি, টাটা, আসানসোল ও পাটনা শহরে বিপুলভাবে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর বাণী প্রচারান্তে গত ২৯শে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই মঙ্গলবার সমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ পরমাধ্যতম শ্রীল পরম গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত**শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের** শ্রীচরণকমল স্মরণ করিতে করিতে গত ২৩শে বৈশাখ, ৬ই মে সঙ্গে শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু প্রভু, শ্রীপাদ লক্ষ্মণ প্রভু ও শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারীকে লইয়া সর্ব্বাগ্রে দুর্গাপুরে পদার্পণ করেন। সেখানে বিভিন্নস্থানে আয়োজিত ধর্ম্মসভায় পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ পাঠ বক্তৃতা-মুখে শ্রীশ্রীমন্-মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ও জীবের স্বরূপধর্ম্ম-সম্বন্ধে

আলোচনা করেন। উক্ত শহরের শব্দেয় শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর দাস বিদ্যাভূষণ, সর্ব্বশ্রী এস্. কে, দাস, হরিপদ দেবনাথ, মনোরঞ্জন দাস, কার্ত্তিকচন্দ্র পাল, কমল মুখার্জ্জী প্রভৃতি মহাশয়গণ সমিতির এই প্রচার-কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন।

অনন্তর পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ সদলবলে **পুরুলিয়া** শহরে উপস্থিত হন। সেখানেও বহুস্থানে শ্রীহরিকথা প্রচুরভাবে প্রচার করেন। উক্ত প্রচারে সর্ব্বশ্রী সুধাংশুকুমার পাল, প্রয়াগনারায়ণ রাজঘরিয়া প্রভৃতি সজ্জনগণের সমিতির প্রতি সহায়তা উল্লেখযোগ্য।

পুরুলিয়া শহরে প্রচার সমাপ্ত করিয়া শ্রীল স্বামীজী মহারাজ **রাঁচি** শহরে উপস্থিত হন। সেখানে দুর্গাবাড়ীতে আয়োজিত ধর্ম্মসভায় শ্রীল মহারাজ সদলবলে পাঠকীর্ত্তন বক্তৃতামুখে শ্রীকৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ ও কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। রাঁচি-প্রচারে সর্ব্বশ্রী বসন্তকুমার দাস, দ্বিজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়, সূর্য্যকুমার ঘোষ, প্রহ্লাদ সাহা, দীনেশ গুপ্ত ও অখিল হাজারী প্রভৃতি মহোদয়গণের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

রাঁচির প্রচারান্তে পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ **টাটা** শহরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরে উপনীত হন। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরের মঠরক্ষক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিনিবাস হাসী মহারাজ ও পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ *ভক্তিপ্রবাণ আশ্রম মহারাজ টাটা নগরে সমিতির প্রচারকার্য্যে বিশেষ* সহানুভূতি করেন। শ্রীপাদ বিশ্বম্ভর দাসাধিকারী প্রভু, সর্ব্বশ্রী অতুলকৃষ্ণ মুখার্জ্জী, সুনীল বঙ্গ, ডি, এন, ঘোষ (এডভোকেট) মহোদয়ও যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

অনন্তর শ্রীল মহারাজ আসানসোলে শ্রীযুত ষষ্ঠীনারায়ণ গরাই মহাশয়ের বাসভবনে উপস্থিত হন। সেখানে সপ্তাহব্যাপী শ্রীহরিকথা প্রচারান্তে পাটনা শহরে বাঁকীপুর শ্রীহরি সভায় পৌঁছান।

শ্রীল মহারাজ স্থানীয় সর্ব্বশ্রী গোপালচন্দ্র সাহা, শিশিরকুমার বিশ্বাস ও মেসার্স রিলাইয়েবেল হোমিওহলের প্রোপ্রাইটারের বাসভবনে আয়োজিত *শ্রীভাগবত-সভায় বিপুলভাবে শ্রীহরিকথা প্রচার করেন।*

—শ্রীশচীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে
শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ-এর তিরোভাব-তিথি-মহোৎসব এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

উক্ত উৎসব উপলক্ষে ঝাড়গ্রামস্থ শ্রীগৌর সারস্বত মঠাধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ** সমিতির পক্ষ হইতে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হওয়ায় কৃপাপূর্ব্বক তিনি ১২ই আষাঢ় (ইং ২৬।৬।৭৬) শনিবার দিন নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। তিনি পূর্ব্ব হইতে উপস্থিত হওয়ায় সমিতির সেবকবৃন্দ বিশেষভাবে উল্লসিত হন এবং তাঁহার অনুপ্রেরণায় প্রভূত উদ্দম লাভ করেন। তাঁহার আগমনে পরিপ্রশ্ন, জিজ্ঞাসু হওয়ায় প্রচুর হরিকথা শ্রবণের সুযোগ লাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি-চিদ্বিলাস ঠাকুর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিজ-জনগণের আগমনে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ স্বভাবতই পরম প্রীতি লাভ করেন। বিশেষতঃ তাঁহার স্নেহধন্য বৃহৎমৃদঙ্গের বাস্তকার (মুদ্রণ ও প্রকাশন-বিভাগ) সেবকসূত্রে দীর্ঘকাল হইতে যিনি সেবা করিয়া আসিতেছিলেন সেই শ্রীল শ্রৌতী মহারাজ যিনি অস্মদীয় শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট আচার্য্যভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অন্তরঙ্গ সতীর্থ, তাঁহার আগমনে কত আনন্দের প্রবল বন্যা প্রবাহিত হয় তাহা লেখনি প্রকাশে অসমর্থা। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের ইচ্ছানুসারে নবদ্বীপে যে বিরাট রথযাত্রার প্রচলন হয় তাহা অক্ষুণ্ণ রেখে ভক্তজনের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য উক্ত অনুষ্ঠান বিশেষ সমারোহের সহিত আজ প্রায় নয় বৎসরব্যাপী উক্ত শ্রীরথযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন। এবং বিশেষ সুখের বিষয় এই যে, উক্ত মহোৎসবের জন্য সজ্জনগণের সহায়-সহানুভূতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধন হইতেছে।

১৩ই আষাঢ় (ইং ২৭।৬।৭৬) রবিবার শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্নে তাঁহার তৈলচিত্র সুসজ্জিত করত পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ ও আরতি প্রভৃতি হইলে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উক্ত দিবস বৈকালে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের কীর্ত্তন-সদন-মন্দিরে এক ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায় সমিতির সভাপতি ও অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের প্রস্তাবে ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের সমর্থনে বিপুল করতালি সংযোগে পরিব্রাজকাচার্য্যপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে চন্দন-পুষ্প ও মালাদি অর্পণ করা হয়।

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, সর্ব্বশ্রী মুরলীমোহন ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী এবং আরও অনেকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অবদান-বৈশিষ্ট্য-সম্পর্কে ভাষণ দান করেন। পরে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন মহারাজ দীর্ঘ সময়ব্যাপী ভাষণ দান করিলে পরিশেষে পরম পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রৌতী মহারাজ সভাপতির ভাষণে তিনি নিজে একজন গোঁড়া স্মার্থ থাকা সত্ত্বেও কি করিয়া শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অদ্ভুত লেখনীর পরিপাটি দর্শনে নিজের ভ্রান্ত চিন্তাস্রোত অনুধাবন করিতে পারিয়া ঔদার্য্যময় প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের পথ অনুসরণে আকুল হইয়া পড়েন এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শরণাশ্রয় গ্রহণ করেন তাহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবন-চরিত বলিতে বলিতে আবেগময়ী ভাষায় বাষ্পপুরিত নয়নে ব্যক্ত করেন। অনন্তর শ্রীহরি-কীর্ত্তনান্তে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

১৪ই আষাঢ় (ইং ২৮।৬।৭৬) সোমবার—শ্রীগুণ্ডিচা-মার্জ্জন উপলক্ষে শ্রীজগন্নাথ-মন্দির মার্জ্জনাদি এবং এঁর সহিত সাধক-জীবের হৃদয়-মন্দিরের মার্জ্জনের তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থিত জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করেন। এই দিনও শ্রীমহাপ্রসাদ জনসাধারণকে বিতরণ করা হয়।

১৫ই আষাঢ় (ইং ২৯।৭।৭৬) মঙ্গলবার শ্রীশ্রীরথযাত্রা-উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ণ হইতেই লোকের আগমন আরম্ভ হয় ভোগরাগ ও আরতি হইলে আগন্তুক জনসাধারণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। তখন বেলা প্রায় দুইটা, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রথে সমাসীন হইলেন—এমন সময় রথযাত্রা-সম্পর্কে মানব-

জীবনে জীবন-যাত্রার যে রীতি তাহার স্বার্থকতা কোথায় এবং জীবন-যাত্রার সহিত রথযাত্রার সম্পর্ক—ভাবের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্পর্কে সমিতির আচার্য্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। পরে পরমপূজ্যপাদ শ্রীল শ্রৌতী মহারাজ প্রথম রথাকর্ষণ করিলে সকল বৈষ্ণববৃন্দ ও উপস্থিত জনসাধারণ "জয় জগন্নাথ"—বলিয়া উচ্চ নিনাদ করিতে করিতে রথরজ্জু টানিতে থাকেন। আর ধীর মন্থর গতিতে রথ শ্রীগুণ্ডিচাবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে সহস্র সহস্র জনতা মুহুর্মুহুঃ জগন্নাথ ধ্বনিপূর্ব্বক রথাকর্ষণ করিতে থাকেন। বিবিধ বাদ্যসহকারে কীর্ত্তন-রোলের মধ্যে বৈষ্ণব-ক্ষেত্র শ্রীগৌর-ভক্তগণের প্রাণকেন্দ্র নবদ্বীপের আকাশ-বাতাস মুখরিত হইতে থাকে। এই অনাবিল আনন্দের মধ্যে শ্রীরথ সন্ধ্যায় ফাঁসিতলা ঘাটস্থ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের বাসভবনস্থ শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে উপনীত হন।

১৮শে আষাঢ় (ইং ৩।৭।৭৬) শনিবার হেরাপঞ্চমীর দিন 'শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রমে' এক মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। তথায় সমিতির সহঃ সভাপতি ও যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের সভাপতিত্বে এক সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। উক্ত সভায় শ্রীমৎ পুরুষোত্তমদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমৎ বংশীবদনানন্দদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বনাথ রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণের বক্তৃতান্তে সভাপতির ভাষণে শ্রীল নারায়ণ মহারাজ শ্রীবৈষ্ণবগণের অপ্রাকৃত দেহ সমাধি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের সেবার পরিপাটি প্রভৃতি সম্পর্কে ভাষণ দান করেন। সভার শেষে কীর্ত্তনমুখে ভোগ-রাগ, আরতি সমাপ্ত হইলে উপস্থিত আগন্তুক জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীগুণ্ডিচা-ভবনে প্রত্যহ সকালে ও অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি পাঠ, কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান হইত। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ প্রত্যহ সন্ধ্যায় পাঠের মাধ্যমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের উৎকলে আবির্ভাবের কারণ এবং তন্মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তথ্য বিবৃত করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে ভক্তিভাব জাগাইয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রমুখ বক্তাগণ যথাক্রমে বিভিন্ন দিবসে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র প্রভৃতি প্রদর্শন ও ভাষণ দান করিয়াছেন।

২৩শে আষাঢ় (ইং ৭।৭।৭৬) বুধবার পুনর্যাত্রার দিবস। অষ্টম-যামিনী অতিক্রান্ত হইলে নবমদিবসে পুনর্যাত্রা বা উল্টোরথ উৎকলের প্রথানুযায়ী যথারীতি করা হয়। এই দিনও বৈকাল বেলায় রথ বহির্গত হইয়া সন্ধ্যার আগমনে সুনির্দ্দিষ্ট পথে প্রচুর হর্ষধ্বনির মধ্যে কীর্ত্তন সংযোগে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শুভ বিজয় করেন। এই দিনও দর্শনার্থীগণ প্রচুর মাল্য, ফলাদি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে অর্পণ করেন। মঠপ্রাঙ্গণ বিপুল জনারণ্যে পরিণতি হওয়ায় প্রবেশ-দ্বারের দুইধারে বৃহৎ অট্টালিকাদ্বয়ের ছাদে ও বারান্দাদিতেও লোক সঙ্কুলান হয় নাই। আরতির পর শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে রাত্র ১২টা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত পুনর্যাত্রা-দিবসে শ্রীগুণ্ডিচাবাড়ীতে বিরাট মহামহোৎসবের আয়োজন করা হইয়াছে। দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিশেষ ভোগরাগ হইলে কীর্ত্তনমুখে আরতি ও পরে সহস্র সহস্র আগন্তুক মাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বেলা ৩টা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরান্তে রথোপরি শ্রীগুরুবর্গ, বিঘ্ন-বিনাশনকারী শ্রীনৃসিংহদেব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অর্চ্চন ও আরতি হইলে পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা সুশোভিতরথে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, শ্রীবৈষ্ণব-সাত্বত-বিধানানুসারেই শ্রীরথযাত্রা হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন,—

কিন্ত্বীদৃগ্ ভক্তিসন্দর্শী জগন্নানুসারতঃ।
দোলা-চন্দন-কীলাস রথযাত্রাশ্চ কারয়েৎ ॥ (১৪।৩২৭)

উক্ত বিধান অনুসরণ করত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ বঙ্গের বহুল প্রচারিত পঞ্জিকার মত অনুসরণ না করিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত-প্রচারিত মতকেই স্বীকারপূর্ব্বক ইহা উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন।

উক্ত উৎসবে শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনগেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের সহায়-সহানুভূতি বিশেষ প্রশংসনীয়।

আরও উল্লেখ থাকে যে, সমিতির অন্যতম শাখামঠ চুঁচুড়াস্থ **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ** ও শিলিগুড়িস্থ **শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠেও** শ্রীরথযাত্রানুষ্ঠান যথারীতি প্রতিপালিত ও সুষ্ঠুভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়; এবং প্রত্যেক স্থানেই সহস্রাধিক আগন্তুককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। স্থানাভাবে বিশদ বিবরণ প্রকাশ করা সম্ভব হইল না।

—নিজস্ব সংবাদ-দাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিরশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৮শ বর্ষ { গর্ভোদশায়ী, ৯ পদ্মনাভ, ৪৯০ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৮৩; ইং ১৭।৯।১৯৭৬ } ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমদানন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্

শ্রীমদ্ভাগবত-দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[একাদশোঽধ্যায়ে]

উদীর্ণমজরং দিব্যমমৃতস্যন্দ্যধীশিতুঃ।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্॥ ১॥

জগদধীশ্বর আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং অজর, দিব্য ও অমৃত-নিষ্যন্দিরূপে প্রকাশমান। আমি তাহা বন্দনা করি॥ ১॥

সর্ব্ববেদপদোদ্গীতমিন্দিরাবাসমুত্তমম্।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্॥ ২॥

আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং সমস্ত বৈদিক পদসমূহকর্ত্তৃক উদ্‌ঘোষিত ও ইন্দিরাদেবীর উত্তম আবাসস্থল। আমি তাহা বন্দনা করি॥ ২॥

সর্ব্বদেবাদিদেবস্য বিদারিতমহত্তমঃ।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বদেবাদিদেব আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং প্রবলতমোরাশির বিঘাতক ; আমি তাহা বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

উদারমাদরান্নিত্যমনিন্দ্যং সুন্দরীপতেঃ।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্ ॥ ৪ ॥

সুন্দরীগণকান্ত আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং উদার ও অনিন্দনীয় ; আমি আদরপূর্ব্বক সর্ব্বদা তাহা বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

ইন্দীবরোদরনিভং সুপূর্ণং বাদিমোহদম্।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্ ॥ ৫ ॥

আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং নীলকমল-গর্ভসদৃশ মনোরম, পরিপূর্ণ ও বাদিগণের মোহপ্রদ ; আমি তাহা বন্দনা করি ॥ ৫ ॥

দাতৃ সর্ব্বামরৈশ্বর্য্য বিমুক্ত্যাদেরহো বরম্।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্ ॥ ৬ ॥

আনন্দময়ের উত্তম পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং নিখিল দেবগণের ঐশ্বর্য্য ও বিমুক্তিপ্রদ ; আমি তাহা বন্দনা করি ॥ ৬ ॥

দূরাদ্দূরতরং যত্তু তদেবাস্তিকমস্তিকাৎ।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্ ॥ ৭ ॥

আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং দূর হইতেও দূরতর ও নিকট হইতেও নিকটতর ; আমি তাহা বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

পূর্ণসর্ব্বগুণৈকার্ণমনাদ্যন্তং সুরেশিতুঃ।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্ ॥ ৮ ॥

সুরেশ্বর আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং পরিপূর্ণ-সর্ব্বগুণের অদ্বিতীয় সিন্ধু, অনাদি ও অনন্ত ॥ ৮ ॥

শ্রীশ্রীবলদেব-প্রকটোৎসবোপলক্ষে

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাট্যমন্দির

তারিখ—১১ই ভাদ্র, ১৩৩৮ ; ২৮শে আগষ্ট, ১৯৩১।

সময়—সন্ধ্যা ৭।।০—৯টা

যং ব্রহ্মা-বরুণেন্দ্র-রুদ্র-মরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ (ভাঃ ১২।১৩।১)

আমি সেই দেবতাকে নমস্কার করি—যে-দেবতার আজ আবির্ভাব-দিবস—যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও নিঃশক্তিমান্ একাধারে এই দুই ব্যাপারে যিনি অচিন্ত্য অর্থাৎ মানব-চিন্তার বহির্ভূত। যিনি সুরাসুর উভয়ের বন্দ্য—যাঁ'কে ব্রহ্মা-বরুণ-ইন্দ্র-রুদ্র-মরুতাদি দেবগণ দিব্য ভাষায় স্তব করেন—উপনিষদের সহিত বেদসমূহ এবং সামগানকারী ব্রাহ্মণগণ যাঁ'র কীর্ত্তিগাথা গান করেন—যোগিগণ যাঁ'র দর্শনাকাঙ্ক্ষী হন—সুরাসুরগণের কেহই যাঁ'র অন্ত জান্‌তে পারেন না, অথচ জান্‌বার জন্য উৎসুক হন, তিনি বলদেব বস্তু, তাঁকে আমি নমস্কার করি।

শ্রীবলদেব স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব। পরমেশ্বর বস্তু প্রকাশিত না হ'লে তাঁ'কে কেহ জান্‌তে পারে না। কৃষ্ণচন্দ্র অখিল-রসামৃতসিন্ধু : সেই কৃষ্ণচন্দ্রের স্বয়ংপ্রকাশ-বিগ্রহ—অভিন্ন বস্তু বলদেব ; তিনিও 'ব্রজরাজকুমার' ব'লে প্রসিদ্ধ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে-সকল কথা আছে তাঁতেও তাই আছে, তবে তাঁ'কে কৃষ্ণ বলা হয় না, 'বলরাম' বলা হয়। নিখিল বিষ্ণুতত্ত্ব যাঁ' হ'তে প্রকাশিত হ'য়েছেন—দেবাসুরগণ যাঁ'র উপাসনা করেন, তিনিই স্বয়ং-প্রকাশবস্তু। সুরাসুরগণ স্বয়ংরূপ বস্তুর উপাসনা না ক'রে স্বয়ংপ্রকাশবস্তুর উপাসনা করেন, যেহেতু স্বয়ংরূপ বস্তু স্বয়ংরূপ-প্রকাশের দ্বার ব্যতীত স্বয়ং নিজের পরিচয় দেন না। সেই স্বয়ংপ্রকাশবিগ্রহ—বলদেব প্রভু। মহাবৈকুণ্ঠে বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহরূপে তিনিই প্রকাশিত আছেন—একই বস্তু চার প্রকারের প্রকাশিত। সেখানে স্বয়ংপ্রকাশবিগ্রহের রূপ পূর্ণ আছে। 'রূপ' শব্দের অর্থ—পূর্ণ, ভগ্নাংশ নয়। এই রূপবিশিষ্ট বস্তুই—

সঙ্কর্ষণদেব—স্বয়ংরূপের বৈভব—যাঁর চারটি প্রকাশবিগ্রহ মহাবৈকুণ্ঠে প্রকাশিত। একই বস্তু চার প্রকারে প্রকাশিত হ'লেও সেই চার বস্তু এক। বাসুদেব—প্রাভব-বিলাস, সঙ্কর্ষণ—বৈভব বিলাস. প্রদ্যুম্ন—প্রাভব-প্রকাশ, অনিরুদ্ধ—বৈভব-প্রকাশ।

বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কারণসমুদ্র। তদ্রূপবৈভবের কারণ—সঙ্কর্ষণ প্রভুর অংশ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু। তিনি বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের কারণ—সকলের কারণ। বৈকুণ্ঠ—অবিনশ্বর, ব্রহ্মাণ্ড—নশ্বর। বৈকুণ্ঠ, গোলোক—ভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তি-প্রকটিত বস্তু—সম্পূর্ণ উপাদেয়, অপরিচ্ছিন্ন, অসীম প্রভৃতি শব্দ একাধারে যাঁ'র সার্থকতা সম্পাদন করছে। অবিনশ্বর আধার—বৈকুণ্ঠ; উহা সৃষ্ট পদার্থ নহে, নিত্য-প্রকাশশীল। আর ব্রহ্মাণ্ড—নশ্বর, কালক্ষোভ্য আধার; উহা ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি-দ্বারা নির্ম্মিত। ব্রহ্মার অণ্ড—ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ সৃষ্ট-পদার্থ। বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা মহাবিষ্ণু সঙ্কর্ষণব্যূহ হ'তে নিঃসৃত হ'য়ে কারণ সমুদ্রে কারণার্ণবশায়িরূপে বিরাজিত। এই কারণশায়ী মহাবিষ্ণু হ'তে দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী নিঃসৃত—যাঁ'কে ঋক্‌সমূহ "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ" প্রভৃতি ব'লে স্তব ক'রেছেন—যোগিগণ যাঁ'কে পরমাত্মরূপে লক্ষ্য করেন—যিনি ভূমা, সর্ব্বব্যাপী—যাঁ'কে খণ্ডিত করা যায় না—যাঁ'র নাভিনালে জন্ম ও মরণের মূল- ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও প্রলয়কারী হিরণ্যগর্ভ ও রুদ্রদেব আছেন। এই দ্বিতীয় পুরুষাবতারকে স্বয়ংরূপ ভগবানের অংশ—কলা বলা হ'য়েছে। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥"

—প্রভৃতি মহাজন-বাক্য ব'লে এই গর্ভোদকশায়ী অন্তর্য্যামী মহাবিষ্ণুর পূজা করেন। ইনি আমার বলদেব প্রভুর অংশাংশ—'পরমাত্মা' শব্দবাচ্য—ব্যাপকতা ধর্ম্ম আশ্রয় ক'রে ইঁহার উপাসনা বর্ত্তমান। ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু—ব্রহ্মবাচক শব্দ, জীব-বাচক ন'ন। ব্রহ্ম—বৃহৎ ও পালনকারী।

মানব-জ্ঞানে যা' জানা যায়, তা' সঙ্কীর্ণ—বলদেবের বলের কিঞ্চিৎ আভাসময় অংশ মাত্র। বলদেব প্রভু সর্ব্বশক্তিমান্—সকল বল যাঁ'র পদনখে

অবস্থিত—যে সর্ব্বশক্তিমত্তা হ'তে দূরে অবস্থান ক'রে কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ংরূপের লীলা প্রকাশ করেছেন। মর্য্যাদাপথে ভগবানকে জান্‌বার ইচ্ছা হ'লে আমরা বলদেব প্রভুর পাদপদ্ম পর্য্যন্ত পৌঁছ্‌তে পারি, তাঁ'র অতিরিক্ত আমরা দর্শন কর্‌তে পারি না। এখানে যা' অতি দুর্লভ—এখানে যা' আংশিক, চিজ্জগতে তা'র আকার বস্তু সম্পূর্ণরূপে অবস্থিত। বলদেব প্রভুর বলে আমরা তা' আলোচনা কর্‌তে সমর্থ হই। আমরা মায়িক জগতের অন্তরালে অবস্থিত—আমাদের কথা খণ্ডিত হ'য়ে যাচ্ছে। যে বল আমাদিগকে অভিভূত করে, আমরা তা'র আনুগত্য স্বীকার করি। আমরা দুর্ব্বল—সামান্য শক্তি লাভের জন্য আমরা কত যত্ন করি। গৌরসুন্দর বলেছেন,—'তৃণাদপি সুনীচ' হও, বৃক্ষের ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন হও, নিজের চেষ্টায় বলবান্ হ'বার দুর্ব্বুদ্ধি না ক'রে যিনি বল-প্রদাতা, সেই বলদেব প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ কর। যাঁ'র বল, তিনি বলদেব প্রভু; কৃষ্ণচন্দ্র বলদেবের অনুগতজন কর্ত্তৃক সেব্য হ'তে ইচ্ছা করেন। বলদেব প্রভুর অনুগ্রহ ব্যতীত কৃষ্ণসেবা পা'বার উপায় নেই। যাঁরা বলদেব প্রভুর সেবক হ'তে পারেন, তাঁ'রাই প্রকৃতপক্ষে বলবান্ হন। আমরা যদি অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হ'য়ে যাই, তা' হ'লে বলদেব প্রভুর সেবা কর্‌বার পরিবর্ত্তে আমরা নিজেদের সেবাপ্রার্থী হয়ে যাই।

আমরা দুর্ব্বল জীব—৫০টি গুণ অতি অল্প পরিমাণে আমাদের আছে। ৬০টি গুণসম্পন্ন বিষ্ণুবস্তুর আনুগত্য ব্যতীত আমরা তদ্‌গুণবিশিষ্ট হ'য়ে বাস কর্‌ব মাত্র; কিন্তু তাঁ'র অনুগ্রহ প্রাপ্ত হ'লে পূর্ণতা লাভ কর্‌ব। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যে কোন অবস্থায় থাকি না কেন, তাঁ'র আনুগত্য ব্যতীত আমরা বলবিহীন হ'য়ে থাক্‌ব। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্—যাঁ' হ'তে মানব পূর্ণবিচার-শক্তি লাভ ক'রে কৃষ্ণদর্শনের সুযোগ প্রাপ্ত হন—যিনি সুরাসুর-বন্দ্য—সকল বেদ যাঁ'কে স্থিরনিশ্চয় কর্‌তে পারে না, তিনিই বলদেব। তাঁ'র আজ আবির্ভাব-বাসর। তাঁ'রই বাহ্য অঙ্গ হ'তে এই জগৎ প্রকাশিত হ'য়েছে। বাহ্য-অঙ্গ—পরিবর্ত্তনশীল। অন্তর অঙ্গ—নিত্য। সন্ধিনী—'সৎ'—বর্ত্তমান। সেই বলদেব প্রভু একমাত্র পালনকারী—সকল মঙ্গলের মূল বিধাতা; তাঁ'র মূল বস্তু কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব প্রভুর সেব্য। তিনি সখা, ভাই, শয়ন, ব্যজন, আবাহন, গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, ভূষণ, আসন প্রভৃতিরূপে কৃষ্ণের সেবা করেন। বলদেব, বলভদ্র, বলরাম প্রভৃতি শব্দদ্বারা তাঁ'র সকল প্রকারের বলের কথা বলা হ'য়েছে। তাঁ'র অন্তরঙ্গা শক্তি হ'তে বৈকুণ্ঠ, গোলোক,

বৃন্দাবনাদি প্রকাশিত হ'য়েছে ; তাঁ'র বহিরঙ্গাশক্তি-পরিণাম—এই জড়-ব্রহ্মাণ্ড ; আর তাঁ'র তটস্থাশক্তি-পরিণতি—অনন্ত জীবগণ।

যে প্রভুর কিঞ্চিৎ বল পেলে এই জীবকুল তাঁ'র আনুগত্যে পারমার্থিক বলে বলীয়ান্ হন—কৃষ্ণসেবা লাভ করেন, সেই বলদেব প্রভু—সন্ধিনীশক্তি-মদ্‌বিগ্রহ ; কৃষ্ণচন্দ্র—সম্বিদ্‌বিগ্রহ ; তিনি—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, তন্মধ্যে সন্ধিনী-শক্তি। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বিচার সুষ্ঠু হওয়ার জন্য মধ্যবর্ত্তী যা' থাকে তা' সৎ। সচ্চিদানন্দবস্তু—বলদেবপ্রভু, সচ্চিদানন্দবস্তু কৃষ্ণচন্দ্র, সচ্চিদানন্দবস্তু—বার্ষভানবী—এঁরা সকলেই সচ্চিদানন্দময়বস্তু। "অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন"। সর্ব্বশক্তিমান্ বলদেব প্রভুতে সকল বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ আছে। চিদ্‌বস্তু যখন সচ্চিদানন্দময় বস্তুর জ্ঞান গ্রহণের জন্য ব্যস্ত থাকেন, তখন বহির্জ্জগতে অন্যান্য কথার সহিত তাঁ'র সামঞ্জস্য করা সঙ্গত নয়। এরূপ কর্‌লে আমরা নানারূপ অমঙ্গলের মধ্যে প'ড়ে যা'ব।

আমরা জড়জগতে আছি—তটস্থাশক্তিপরিণত জীবকুল আমরা কৃষ্ণবৈমুখ্য বশতঃ এখানে এসে পৌঁছেছি। বলের অভাব-হেতু এখানে আমরা প্রত্যেকের দ্বারা আক্রান্ত ; জড়সম্বন্ধ আমাদিগকে নানা ভাবে বিক্ষিপ্ত কর্‌ছে। বলদেব প্রভুর আনুগত্য ব্যতীত আমাদের গতি নেই। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে "ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র" শ্লোকে যে বাস্তব-সত্যের কথা কীর্ত্তন ক'রেছেন, তা' পরিত্যাগ ক'রে আমরা যদি ভগবানের গুণময়ী মায়ায় অভিভূত হ'য়ে পড়ি, তা' হ'লে শ্রীবলদেব প্রভুর পদনখের শোভা দর্শন কর্‌বার সৌভাগ্য আমাদের হ'বে না। বলদেব প্রভু চেতনময় বলের প্রদানকারী অচিৎএর নিকট হ'তে আমরা যে-বল—যে-জ্ঞান লাভ করি, তা' যিনি ধ্বংস কর্‌তে পারেন, তাঁ'র নিকট হ'তে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। আমাদের যে বোধশক্তি, যে-বল আছে বিচার কর্‌ছি। তলবকার উপনিষদে উমা-হৈমবতী-সংবাদে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, পবন প্রভৃতি দেবগণের সেরূপ বলের নিরর্থকতা ভগবান্ প্রদর্শন করেছেন। এ সমস্তই অচিদ্‌বল মাত্র। বলদেবের বলে বলীয়ান্ না হ'লে এসমস্ত বল ব্যর্থ হ'য়ে যায়—ইন্দ্রাদি দেববৃন্দের সমস্ত বল ব্যর্থ হ'য়ে গিয়েছিল, বলদেবের বল লাভ না করায়।

আমাদের বর্ত্তমান বল প্রতিমুহূর্ত্তে নষ্ট হ'চ্ছে। বাস্তবসত্যের অনুসন্ধানের জন্য বলদেবের আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা অবাস্তব বিষয়ে

জ্ঞানলাভের জন্য অপরের নিকট হ'তে যে-সমস্ত পরামর্শ প্রাপ্ত হই, তাঁ'র মূল্য অন্ধকপর্দ্দক-মাত্র। যা' পরিবর্ত্তনশীল, নশ্বর এরূপ জ্ঞানের প্রতি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আস্থা স্থাপন করেন না। আমরা মনোধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে যে শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করি—অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির প্রার্থী হই, তা' প্রাকৃত বুদ্ধির পরিচয় মাত্র ; ফুটো হাঁড়িতে জল রেখে কি লাভ হ'বে ?

আমরা যখন বলদেব প্রভুর আনুগত্যে কার্য্য করি, তখন কৃষ্ণসেবা হয়। বলদেব প্রভুর একমাত্র কৃত্য—কৃষ্ণসেবা। সেবা-সেবকের পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়—কান্ত-কান্তা, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়—পুত্র-পিতামাতা, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়—নিরপেক্ষ শান্ত। সেবক যখন সেব্যের দিকে অগ্রসর হন, তখন তাঁ'কে বলদেব প্রভুই সাহায্য করেন। বলদেব প্রভুর বল লাভ না ক'র্‌লে আধ্যক্ষিকতা প্রবল হ'য়ে নানারূপ মতবাদ সৃষ্ট হয়। তখন—"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" —তখন আমাদের বিচার-প্রণালী দুষ্ট হ'য়ে পড়ে—তখন অহংগ্রহোপাসনা-দ্বারা 'আমরাই সেই বস্তু' মনে করি। নিজে অমানী-মানদ হওয়াই আমাদের স্বাস্থ্য, তা'তেই আমাদের নাম ভজনের যোগ্যতা হয়, নতুবা আমাদের যোগ্যতা থাকে না।

নামের বদলে শব্দ উচ্চারণ ক'রে আমরা যে অমঙ্গল বরণ করি, তা' হ'তে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের জন্য নির্দ্দেশ ক'রেছেন। শ্রীগৌরসুন্দর গয়া হ'তে এসে নবদ্বীপের পুরুষোত্তম সঞ্জয়ের বাড়ীতে ছাত্রগণকে ব্রাহ্মী ভাষায় যে ব্যাকরণ শিক্ষা দিয়েছেন, তা'তে সকল শব্দকেই কৃষ্ণরূপে বর্ণন ক'রেছেন। স্ফোটের বিদ্বদ্রূঢ়ি ব'লে দু'প্রকার বৃত্তি আছে বিদ্বদ্রূঢ়িতে যাবতীয় শব্দ কৃষ্ণপাদপদ্মকে লক্ষ্য করে ; আর অবিদ্বদ্-রূঢ়ি দ্বারা ভগবদিতরবস্তু লক্ষিত হয়। কৃষ্ণজ্ঞানের দুর্ভিক্ষে—নানাপ্রকার কাল্পনিক চিন্তাস্রোতে কৃষ্ণবৈমুখ্যধর্ম্ম উৎপন্ন হ'য়েছে। আমরা বলদেব প্রভুর কৃপায় পুনরায় কেবলজ্ঞানে জ্ঞানী হ'তে পারি—"কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্" বিচারে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারি—ভাগবতকে বেদান্তসার ব'লে জান্‌তে পারি। সেই বদদেবপ্রভুর সর্ব্বতোভাবে অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নেই। এই বলদাতা প্রভুর আনুগত্য করা—তাঁ'র নিকট হ'তে চিদ্‌বল সঞ্চয় করাই আমাদের একমাত্র কৃত্য। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। সেই বলদেব প্রভুর বল ব্যতীত আমাদের কোন সম্বল নেই।

আমরা ত' অচিদ্‌বল লাভের জন্য অনেক যত্ন কর্‌লাম, কিন্তু তা' সমস্তই নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, কেন নষ্ট হ'য়ে যায়, তা'র কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বলদেব প্রভু বিরুদ্ধশক্তি হ'তে উদ্ধার করেন, যেমন প্রহ্লাদকে ক'রেছিলেন। মনোধর্ম্মের পিপাসা তিনি মুষলের দ্বারা উৎপাটন করেন। তাঁ'র কিঞ্চিৎ অনুগ্রহে সমস্ত মঙ্গল হ'য়ে যায়। তাঁ'র আবার আবির্ভাব কিরূপ? নিঃশক্তিক থাক্‌বার যোগ্যতা তাঁ'র আছে, কাল্পনিক নিঃশক্তিক নহে—সর্ব্ব-শক্তিমত্তা-বিচার দূরে রেখে কৃষ্ণচন্দ্র যেরূপ লীলাবিশিষ্ট হ'য়ে থাকেন। যখন সেই বস্তু জ্ঞেয়রূপে প্রকাশিত হন, তখন আমরা ক্রম বুঝ্‌তে পারি—বাসুদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, রামসীতা, রুক্মিণী-দ্বারকেশের সেবায় ক্রম। জন্ম-স্থিতি-স্বীকার রামচন্দ্রের সেবা-দ্বারা বুঝ্‌তে পারা যায়। রুক্মিণীদ্বারকেশের সেবা-লাভে—দ্বারকা, মথুরা ও গোকুলে সর্ব্বত্রই বলদেব প্রভু আমাদিগকে সাহায্য করেন। তাঁ'র কৃপায় মানবোচিত ভাব-সমূহ ঈশ্বরে আরোপ ক'রে কদর্থ করার হাত হ'তে আমরা রক্ষা পাই। এরূপ কদর্থ গহ'ণযোগ্য। প্রাকৃত সাহজিক-সমাজ এটাকে ধর্ম্ম ব'লে মনে করে। সেখানকার (চিজ্জগতের) বিকৃত প্রতিফলনে এখানকার সমস্ত উদ্ভূত হ'য়েছে। কিন্তু সেই বস্তু যাঁ'র বহিরঙ্গা-শক্তি হ'তে উদ্ভূত হ'য়ে সত্যের প্রতিফলনকে সত্য ব'লে অনুভূত করাচ্ছে, সেই মূল আকর বস্তু আমাদের আলোচ্য হউক, নচেৎ বৌদ্ধবিচার, অর্হৎ-বিচার ইত্যাদি অবলম্বন ক'রে অষ্টবসুর অন্যতম উপরিচরবসুর বিচার অবলম্বন না কর্‌লে অক্ষজ বিচার হ'বে। কিন্তু বলদেব প্রভু অধোক্ষজ বস্তু। তিনি অন্তর্য্যামিসূত্রে অবিচার ধ্বংস করেন। কৃষ্ণের কথা আলোচনাকালে সব সুবিধা হ'বে। তখন কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহের বিষয় উপলব্ধি হ'বে। ক্রম-উপলব্ধি হ'য়ে উন্নত হ'তে পার্‌ব। রাবণের সিঁড়িবাঁধা ছেড়ে দেবো। জগতের জ্ঞান হতে inductive process-রূপ কাল্পনিক-পথ অবলম্বন করব না। সূর্য্যের আলোক অক্ষিতে আস্‌লে তদ্দ্বারা সূর্য্যকে দেখ্‌ব। আলোকে সূর্য্য কল্পনা করা apotheosis. আমরা কপটতা ক'রে একটা মানুষকে ভগবান্ সাজাতে দৌড়া'ব না। ভগবান্ বলেছেন,—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

আমার স্বরূপ, আমার রূপ, গুণ ও লীলা যে-প্রকার, সেই সকলের তত্ত্ববিজ্ঞান আমার অনুগ্রহে তুমি প্রাপ্ত হও।

ভগবৎকৃপাক্রমে সেই ভগবদ্বস্তু প্রকাশিত হন। অক্ষজজ্ঞানে তাঁ'কে জান্‌তে পারা যায় না। বলদেব প্রভু ভিন্ন অন্য কেহ তাঁ'কে জানাতে পারে না। আমরা নিজ চেষ্টায় সেই বস্তুর জ্ঞান লাভ কর্‌তে অসমর্থ,—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্ !
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।

একমাত্র ভক্তিবলেই সর্ব্বসিদ্ধি হ'তে পারে,—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

পরা ভক্তি ব্যতীত আমাদের আর উপায় নেই—বলদেব প্রভুর অনুগ্রহ ব্যতীত মঙ্গলের পন্থা নেই। আর সমুদয় বিচার অক্ষজ—মানব-জ্ঞান-কল্পিত।

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর ॥

নির্ব্বিশেষবাদী মনে করেন,—অক্ষজ-জ্ঞানের দ্বারা বর্ত্তমান জড়ীয় অবরতা অতিক্রম ক'রে চেতনময় জগতে যেতে পারি। এরূপ চিন্তাস্রোতের অকর্ম্মণ্যতা বলদেব প্রভুর কৃপা বুঝ্‌তে পারা যায়। বলদেব প্রভুর অনুগ্রহ লাভ কর্‌লে চিদ্‌বল ও অচিদ্‌বল যে এক একটি আলাদা জিনিষ, তা' বুঝতে পারি। বদ্ধজীবের হৃদাকাশে—চিদাভাসে—জড়ীয় মনে বস্তুর কোন ক্রিয়া-কলাপ নেই। জড়ের রূপ—জড়ের চিন্তাস্রোত সেখানে নিয়ে যেতে হ'বে না,—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন।"

সেই বস্তুটি শ্রীচৈতন্যদেব ব্যতীত অন্য কোন জিনিষ নয়। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তি নিজ নিজ বৃত্তি পরিত্যাগ কর্‌লে ভক্ত হ'তে পারে। দুর্ব্বলতা গ্রহণ ক'রে আত্মবঞ্চনা করা আমাদের কর্ত্তব্য নয়। বাস্তবসত্যের অনুগ্রহই আমাদের একমাত্র মৃগ্য। চিদ্‌বলে বলীয়ান্ হওয়া কর্ত্তব্য। দাম্ভিকতা, অহঙ্কার, অচিদ্‌বলে বলীয়ান হওয়া আত্মমঙ্গলের পন্থা নহে। শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের এরূপ চিন্তাস্রোতের অকর্ম্মণ্যতা দেখা'বার জন্য বল্লেন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

সর্ব্বদা বিষ্ণুরই কীর্ত্তন কর্‌তে হ'বে। মায়ার কীর্ত্তন কর্‌তে হ'বে না। বৈকুণ্ঠরাজ্যে বাস কর্‌তে হবে—সর্ব্বক্ষণ মায়ায় বিমোহিত হ'লেও আমাদের মায়াতীত রাজ্যে বিচরণ করার বলই বলদেবপ্রভুর কৃপায় অর্জ্জন ক'র্‌তে হ'বে। যাঁ'দের চিদ্বল, চিদ্‌বিলাস লাভ হ'য়েছে, তাঁ'রা বাস্তব সত্যের প্রচারের জন্য যত্ন করেন। এখানকার অনন্ত কোটি ধন, বিদ্যা, জ্ঞান, সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট হবার দরকার নেই। যাঁ'রা এগুলোকে বহুমানন ক'রছেন, আমরা দূর হ'তে তাঁ'দিগকে দণ্ডবৎ করি। তাঁ'দের নিজ-মঙ্গল-লাভের জন্য আদৌ ইচ্ছা নেই। যাঁ'রা অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, অসত্যাশ্রয়ী, তাঁ'দের বিচার-প্রণালী প্রশংসনীয়া নহে,—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

আমরা মনুষ্যজন্ম পেয়েছি—জগতের কোটি কোটি লোকের কথা শুন্‌ছি; কিন্তু তা'রা মর্‌বে, তা'দের চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন হ'বে। খানিকক্ষণ পরে তা'রা আর সাহায্য কর্‌তে পার্‌বে না। সুতরাং আমরা এদের আনুগত্য ক'রে আর প্রতারিত হ'ব না। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্—যাঁ'র আনুগত্যে আমাদের সর্ব্ব অমঙ্গল দূর হ'বে—নিত্যকাল যাঁ'র কৃপা আমাদের উপর বর্ষিত হ'বে, সেই বলদেব প্রভুর আশ্রয় আমরা গ্রহণ কর্‌ব। যদিও আমি বর্ত্তমান সময়ে মায়ায় অভিভূত হওয়ার যোগ্যতা লাভ কর্‌ছি, তথাপি সেই দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ ক'রে যা'তে বলদেব প্রভুর কৃপা লাভ কর্‌তে সমর্থ হই, আপনারা আমাকে এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন।

আর যদি কখনও জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন আমার জন্মে জন্মেই সেইঅনন্ত গুণান্বিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে রতি তাঁহার চরণাশ্রিত মহানুভব সাধুগণের সহিত সঙ্গ ও সর্ব্বজীবে, মৈত্রী হয়,—ইহাই আমার প্রার্থনা।

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৩ পৃষ্ঠার পর)

তটস্থ জীবশক্তি-বিষয়ে কারিকা,—

ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা চ যা শক্তিঃ সা তটস্থা নিরূপিতা।
জীবশক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া জীবাশ্চনেকধা॥

[(বিষ্ণুপুরাণে ৬।৭।৬১ শ্লোকে) যে **ক্ষেত্রজ্ঞা-নাম্নী** শক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, উহাই 'তটস্থা' বলিয়া নিরূপিতা হইয়াছে। তাহাকেই 'জীব-শক্তি' বলে। সে-শক্তি হইতে অনন্ত জীবের উৎপত্তি হইয়াছে।]

অজামেকাং লোহিত-শুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্ত-ভোগামজোঽন্যঃ॥
(শ্বেতাশ্বতর ৪।৫)

[সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা, বহুপ্রকার জননীস্বরূপা সমানরূপা, এক অজা নাম্নী প্রকৃতিকে অন্য এক অজ পুরুষ (জীব) সেবা করিতে করিতে ভজন করেন। অপর অজ পুরুষ (পরমাত্মা) ভুক্ত-ভোগা ঐ প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া থাকেন]। শ্রীভগবদ্গীতায়,—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ (গীঃ ৯।৮)
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ (গীঃ ৯।১০)
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ (গীঃ ৭।৪-৫)

[আমি স্বীয় ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে (মায়াকে) আশ্রয় করিয়া এই ভূতগ্রাম পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমার স্বরূপ তদ্দ্বারা বিচলিত হয় না। হে অর্জ্জুন! আমার আশ্রয়েই আমার শক্তি কার্য্য করে। আমার ইচ্ছা হইতে প্রকৃতিতে কটাক্ষ করি। সেই সব কার্য্যে আমার অধ্যক্ষতা আছে। সেই কটাক্ষ-দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতিই এই চরাচর জগৎ প্রসব করে। এজন্য এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়। হে অর্জ্জুন! অপরা বা জড়া প্রকৃতি ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই আট ভাগে বিভক্ত; এতদ্ব্যতীত আমার আর একটী পরা-প্রকৃতি আছে। সে প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা। সেই শক্তি হইতে জীবসমূহ নিঃসৃত হইয়া জড়জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে।]

উক্ত তিন শক্তি-প্রভাবদ্বারা চিজ্জগৎ, জৈবজগৎ ও জড়জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রভাবে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপা তিনটী বৃত্তি লক্ষিত হয়। **চিচ্ছক্তিতে যে সন্ধিনী-বৃত্তি**—তাহার কার্য্যরূপে চিদ্ধাম, চিদবয়ব, চিদুপকরণ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার চিদ্বৈভব উদিত হইয়াছে। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা সমুদায়ই সন্ধিনী-কার্য্য। **চিচ্ছক্তির যে সম্বিদ্‌বৃত্তি**—তাহার কার্য্যস্বরূপ সমস্ত চিন্তামণি-ভাবোদয় হইয়াছে। **চিচ্ছক্তির যে হ্লাদিনী-বৃত্তি**—তাহার কার্য্যস্বরূপ সমস্ত প্রেমানন্দানুশীলন হইতেছে। **জীবশক্তিতে যে সন্ধিনী**—তাহার কার্য্যস্বরূপ জীবের চিন্ময়-সত্তা, নাম ও স্থান সমুদিত হইয়াছে। **তাহাতে যে সম্বিত শক্তি**—তাহার কার্য্যস্বরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞানাদির উদয় হয়। **তাহাতে যে হ্লাদিনী**—তৎকার্য্যস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ ক্রিয়ালাভ করে। অষ্টাঙ্গ-যোগগত সমাধি-সুখ বা কৈবল্য-সুখও তাহার কার্য্যবিশেষ। **মায়াশক্তিতে যে সন্ধিনী-বৃত্তি আছে**, তাহার কার্য্যস্বরূপ চতুর্দ্দশ-লোকময় সমস্ত জড়বিশ্ব বদ্ধজীবের জড় ও লিঙ্গ শরীর, বদ্ধজীবের স্বর্গাদি-লোক-গতি ও সমস্ত জড়েন্দ্রিয়াদি বিনির্ম্মিত হইয়াছে। বদ্ধজীবের জড়ীয় নাম, জড়ীয় রূপ, জড়ীয় গুণ ও জড়ীয় কার্য্য সমুদায়ই তদ্ভূত। **মায়াতে যে সম্বিদ্‌বৃত্তি** তদ্দ্বারা জড়বদ্ধ জীবের চিন্তা, আশা, কল্পনা ও বিচারসমূহ উদিত হয়। **মায়াতে যে হ্লাদিনী বৃত্তি**—তদ্দ্বারা স্থূল-জড়ানন্দ ও স্বর্গাদিগত সূক্ষ্ম-জড়ানন্দ উদিত হইয়াছে।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-বৃত্তিত্রয় চিচ্ছক্তিতে নির্ম্মল ও নিরুপাধিকরূপে পূর্ণতার সহিত নিত্য-ক্রিয়াবতী। জীবশক্তিতে পরমাণুপ্রায় হইয়া অতি ক্ষুদ্রভাবে প্রকাশ পায়। মায়াশক্তিতে বিকৃতভাবে তত্তদ্‌বৃত্তির আভাসমাত্র দেখা যায়। জীবের পক্ষে মায়াবৃত্তিসকল হেয় জীবশক্তির স্বীয়-বৃত্তিসমুদায় হেয় নয়, কিন্তু অপ্রচুর। চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনী-সংযোগ ব্যতীত জীব পূর্ণানন্দ লাভ করিতে পারেন। তাহা কেবল কৃষ্ণকৃপা ও কৃষ্ণপাত্রের কৃপা ব্যতীত কখনই সম্ভব হয় না।

এস্থলে কয়েকটী কারিকা প্রদত্ত হইল, যথা—

বিরোধ-ভঞ্জিকা-শক্তিযুক্তস্য সচ্চিদাত্মনঃ।
বর্ত্তন্তে যুগপদ্ধর্ম্মাঃ পরস্পর-বিরোধিনঃ॥

সরূপত্বমরূপত্বং বিভুত্বং মূর্ত্তিরেব চ।
নির্লেপত্বং কৃপাবত্ত্বমজত্বং জায়মানতা॥

সর্ব্বারাধ্যত্বং গোপত্বং সার্ব্বজ্ঞ্যং নর-ভাবতা।
সবিশেষত্ব-সম্পত্তিস্তথা চ নির্ব্বিশেষতা ॥
সীমাবদ্-যুক্তানামসীম-তত্ত্ব-বস্তুনি।
তর্কো হি বিফলস্তস্মাচ্ছ্রদ্ধাম্নায়ে ফলপ্রদা ॥

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ অবিচিন্ত্য বিরোধভঞ্জিকা নাম্নী একটী শক্তি আছে। সেই শক্তিবলেই তাঁহাতে পরস্পর-বিরোধী সমস্ত ধর্ম্মই অবিরোধে যুগপৎ নিত্য বিরাজমান। সরূপতা ও অরূপতা, বিভূতা ও শ্রীবিগ্রহ, নির্লেপতা ও ভক্তকৃপালুতা, অজত্ব ও জন্মবত্তা, সর্ব্বারাধত্ব ও গোপত্ব, সার্ব্বজ্ঞ্য ও নরভাবতা, সবিশেষত্ব প্রভৃতি অনন্ত বিরোধী ধর্ম্মসকল শ্রীকৃষ্ণে সুন্দররূপে আপন আপন কার্য্য করিয়া হ্লাদিনী মহাভাবময়ী শ্রীরাধার সেবাসাহায্যে নিযুক্ত আছে। এ বিষয়ে যাঁহারা তর্ক করেন, তাঁহারা নিতান্ত বঞ্চিত। তর্কারম্ভের পূর্ব্বেই বিবেচনা করা উচিত যে, নর-যুক্তি সহজে সীমাবিশিষ্ট, অতএব অসীমতত্ত্বে তাহার কোন পরিচয়ই সম্ভব নয়। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শুষ্ক তর্ককে পরিত্যাগ করিয়া আম্নায়বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। সেই শ্রদ্ধা-বীজ হইতে ভক্তিলতা অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণ-চরণে আরোহণ করে। আম্নায়বাক্যসকল অনেক। দুই একটী এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥
(শ্বেতাশ্বতর ৩।১৯ মন্ত্র)

[ভগবানের প্রাকৃত হস্ত-পদ নাই অথচ তিনি যাবতীয় বস্তু গ্রহণ ও সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন। তাঁহার প্রাকৃত নেত্র নাই অথচ তিনি ত্রিকাল দর্শন করেন এবং প্রাকৃত-কর্ণশূন্য হইয়াও শ্রবণ করেন। তিনি যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয় অবগত আছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে আদি ও মহাপুরুষ বলিয়া থাকেন।]

ঈশাবাস্যে ৫,—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ (৫ ও ৮ মন্ত্র)

[সেই আত্মতত্ত্ব সচল ও অচল, দূরে ও নিকটে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান।]

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥

[পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, শুদ্ধ, অকায়, অক্ষত, শিরারহিত, উপাধিশূন্য, মায়াতীত, কবি, সর্ব্বজ্ঞ, স্বয়ম্ভূ ও পরিভূ। তিনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা নিত্যপদার্থ-সকলকে তত্তদ্বিশেষ দ্বারা পৃথগ্‌রূপে বিধান করিয়াছেন।]

সেই অচিন্ত্য-শক্তির পরিচয়ে তলবকার বলিয়াছেন, যথা—

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুং।
স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ (৩।৬ মন্ত্র)

[দেবাসুর-সংগ্রামে অসুরদিগকে পরাজয় করিয়া দেবতাগণ গর্ব্বিত হইলে ভগবান্ তাঁহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া অগ্নিপ্রমুখ দেবতাগণের সম্মুখে একটী তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নি সেই তৃণের সমীপবর্ত্তী হইয়া সকলশক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া দেবতাগণের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন—"এই বরেণ্য পুরুষকে আমি জানিতে পারিলাম না।"]

বিভুত্বে মূর্ত্তত্ব কথিত আছে, ছান্দোগ্য—

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে। (৮।১৩।১)

[শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির নাম শবল। শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী সার-ভাবকে আশ্রয় করি এবং হ্লাদিনীর সারভাবের আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয় করি]। গোপালোপনিষদি চ,—

গোপবেশং সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥ (পূর্ব্ব ১৩।১)

[গোপবেশ, প্রফুল্ল-পদ্মলোচন, নীরদকান্তি, পীতবসন, দ্বিভুজ, মৌন-মুদ্রাযুক্ত, বনমালা-বিভূষিত নন্দনন্দনকে আমরা বন্দনা করি।]

শক্তিতত্ত্ব-বিচারে শ্রীচরিতামৃত-বাক্যই সর্ব্বদা আলোচনীয়,—

কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তা'তে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম ॥

অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যা'রে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে ॥

সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ ॥

আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ, যা'রে জ্ঞান করি' মানি ॥

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তা'তে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥

সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তা'র প্রেম-নাম।
আনন্দ চিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব-রূপা রাধা ঠাকুরাণী॥ (মঃ ৮।১৫১-১৬০)

সেই অচিন্ত্য-স্বরূপশক্তির কার্য্যক্রমে ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়-ধাম ও পরিকর সহিত প্রাপঞ্চিক-জগতে স্বয়ং অবতীর্ণ হন। স্বীয় অসীম কৃপাদ্বারা তাহার অপ্রাকৃত ধাম, নাম, রূপ, গুণ ও লীলা বদ্ধজীবের গোচরে প্রকাশ করেন। জড়েন্দ্রিয়ে স্বীয়-অধিকার-ক্রমে ঐ সমস্ত সাক্ষাৎকার করিতে পারেন না, কিন্তু অচিন্ত্য-শক্তিবলে কৃষ্ণকৃপায় তাহা জড়েন্দ্রিয়ের গোচর করিতে সমর্থ। কখন বা স্বাংশ-বিলাসক্রমে মৎস্য, কূর্ম্ম বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন। এ সকল বিষয়ে তত্ত্ব এই যে, শ্রীকৃষ্ণ অবতারী এবং আর সমস্ত প্রকাশই অবতার। স্বয়ং বা স্বাংশ-অবতার সকলেই চিন্ময়। কেহই মায়ার সহায়তা গ্রহণ করত প্রাকৃত শরীর ধারণ করেন না। **কখন কখন বা উপযুক্ত জীবে কৃষ্ণশক্তি আবির্ভূতা হইয়া শক্ত্যাবেশ-অবতার প্রকাশ করেন।** শ্রীচরিতামৃতে অবতার সম্বন্ধে এইরূপ উপদিষ্ট (মঃ ২০।১৬৭, ১৮৫, ২৪৩-২৪৬) হইয়াছে,—

'প্রাভব-বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশ।'
'প্রাভব-বৈভব-ভেদে বিলাস দ্বিধাকার'॥
প্রকাশ-বিলাসের এই কৈল বিবরণ।
স্বাংশের ভেদ এবে শুন সনাতন॥
'সঙ্কর্ষণ, মৎস্যাদিক,—দুই ভেদ তাঁর।'
অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার॥
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর।
গুণাবতার আর, মন্বন্তরাবতার আর।
যুগাবতার আর, শক্ত্যাবেশ-অবতার॥

এই সমস্ত অবতার-বিবরণ ও তত্ত্ব মধ্যলীলার বিংশতি পরিচ্ছেদে এবং শ্রীভাগবতামৃত-গ্রন্থেরবিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

—ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

শ্রীপরীক্ষিৎ-উত্তরা-সংবাদ (৩)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৮ পৃষ্ঠার পর)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ও ভগবতী দুর্গাদেবীকে মোক্ষদানাধিকার প্রদান করিয়াছেন। আপনি বিষ্ণুভক্তিতে আবিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা উন্মাদ ব্যক্তির ন্যায় ভাবাবেশে নৃত্য করিয়া থাকেন। অদ্য আপনার অদ্ভুত ভগবদ্ভক্তি-মহিমা দর্শন করিলাম। আপনার প্রসাদে বহু ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম লাভ করিয়াছেন।

অতঃপর শ্রীমহাদেব নিজ প্রশংসা শ্রবণে লজ্জায় বদন অবনত করিয়া বলিলেন, কি আশ্চর্য্য? তোমার ন্যায় সর্ব্বাভিমান ত্যাগীদের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণই কোথায় যার সকল অভিমানের মূল, আমিই বা কোথায়? আমি লোকের, জ্ঞানদাতা, মুক্তিদাতা ইত্যাদি অহঙ্কারে আবৃত। পরন্তু প্রলয়কালে সর্ব্ব-গ্রাসী-মহাকাল উপস্থিত হইলে জগতের সংহাররূপ তামস-কার্য্যেই আমার প্রয়োজন হয়। আমার প্রতি শ্রীহরির কৃপালেশ থাকিলে কি আমি উষাহরণকালে প্রভুর সহিত যুদ্ধ করিতাম? তিনি আমাকে "কল্পিত ভাষ্য ও তন্ত্রদ্বারা লোকসকলকে মদ্বিমুখ কর"—এইরূপ আদেশ প্রদান করিতেন?

আর তুমি যে আমার মুক্তিদাতৃত্বের কথা বলিতেছ, উহা অতি দারুণ, তাহা ভক্তগণের কর্ণপীড়াপ্রদ। বৈকুণ্ঠবাসিগণই তাঁহার পরম কৃপাভাজন। তাঁহারা সমুদয় অর্থকে তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া ভক্তিভরে শ্রীহরির আরাধনা করেন এবং ভক্তি-বলে আনুষঙ্গিকভাবে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইলেও তাঁহারা তাহার আদর করেন না। তাঁহারা সর্ব্বাভিমান ত্যাগ করিয়া সমস্তভয়বর্জ্জিত গুণীতীত বৈকুণ্ঠপদ প্রাপ্ত হন।

বৈকুণ্ঠবাসিগণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তাঁহারা পরম বৈভবস্বরূপ সার্ষ্টি-আদি প্রাপ্ত হইলেও তৎপ্রতি আদরশূন্য। কেবল ভক্তিদ্বারাই পরম প্রীত এবং হরিভক্তিবর্দ্ধন মানসে সদা সর্ব্বত্র বিচরণ করেন।

ঐ বৈকুণ্ঠে পশু, পক্ষী, বৃক্ষাদিও বিবিধ সেবাদ্বারা শ্রীহরির ভজন করেন। তাঁহারা শ্রীহরির দর্শন ও তাঁহার সঙ্গে ক্রীড়াদি করিয়া সকল বৈকুণ্ঠবাসিগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের করুণামহিমা অন্যত্র কুত্রাপি দেখা যায় না। তাঁহাদের নাম-কীর্ত্তনাদি ভজন ব্যতিরেকে অন্য কোন চেষ্টা নাই। বৈকুণ্ঠের যে আনন্দ তাহার কণার অর্দ্ধাংশও ব্রহ্মানন্দতুল্য নহে। শ্রীকৃষ্ণের মহিমার বিষয় অধিক কি বলিব? মর্ত্ত্যলোকবাসী ভগবদ্ভক্তিরসিক মনুষ্যগণ মাদৃশ দেবগণেরও

নমস্য। হে নারদ! আমি সত্য বলিতেছি—শ্রীভগবানের ন্যায় তাঁহার ভক্তগণও আমার পরম প্রিয়। তাঁহাদের সঙ্গও আমার প্রার্থনীয়। আমি মনে করি তাদৃশ ভক্তগণের যে-স্থানে অবস্থান, তাহাই বৈকুণ্ঠ। মর্ত্যলোকবাসী জনগণ কৃষ্ণভক্তি সুধাপানে দেহদৈহিক বিষয়াদি বিস্মৃত হইলে তাহাদের সেই পাঞ্চভৌতিক দেহেও সচ্চিদানন্দত্ব সিদ্ধ হয়।

শ্রীশিবের বাক্যশ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ পরম হর্ষভরে জয় শ্রীকমলাকান্ত! হে বৈকুণ্ঠ পতে! হে বৈকুণ্ঠ বাসিগণ! আপনারা জয়যুক্ত হউন, এইকথা বলিয়া বৈকুণ্ঠে গমনোদ্যত হইলে শ্রীমহাদেব বলিলেন,—নারদ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন দর্শনে উৎসুক হওয়ায় তোমার কি স্মৃতি লোপ হইয়াছে? তোমার কি স্মরণ নাই যে বর্ত্তমানে শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর অন্তর্গত দ্বারকাপুরে বাস করিতেছেন? বৈকুণ্ঠাধীশ্বরী মহালক্ষ্মীকেই শ্রীরুক্মিণী বলিয়া জানিবে। অন্যান্য অংশাবতারগণের লক্ষ্মীগণ ঐ রুক্মিণী দেবীর অংশাবতার। শ্রীরুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণপদ-কমল সেবার জন্য সতত তথায় বিরাজ করিতেছেন।

হে নারদ! তোমাকে একটী রহস্য কথা বলিব। শ্রদ্ধাসহ তাহা শ্রবণ কর। আমি, তোমার পিতা এবং গরুড়াদি পার্ষদগণ এমন কি মহালক্ষ্মী হইতেও শ্রীকৃষ্ণের করুণার পাত্র জগতে প্রহ্লাদই প্রসিদ্ধ।

তুমি কি পুরাণের এই ভগবদ্বচন বিস্মৃত হইয়াছ,—

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীঞ্চাপি যেষাং গতিরহং পরা॥
মদাদিদেবতাযোনি নিজভক্তবিনোদকৃৎ।
শ্রীমূর্ত্তিরপি সা যেভ্যো ন পেক্ষ্যা কো হি নৌতু তান্॥

আমি যাহাদের পরমগতি সেই সাধুভক্তগণ ব্যতীত আমি আমার শ্রীমূর্ত্তিকে এবং আত্যন্তিক প্রিয় লক্ষ্মীকেও স্পৃহা করি না। সেই ভক্তগণকে কোন্ ব্যক্তি প্রশংসা করিতে সমর্থ? সেই মূর্ত্তি আমার বা অন্যান্য দেবগণের উৎপত্তির হেতুস্বরূপ এবং গরুড়াদি ভক্তেরও বিনোদ-জনয়িত্রী।

সেই সকল ভক্তের মধ্যে প্রহ্লাদের ভাগ্য অতর্ক্য। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—আমার অশেষ ভক্ত-মধ্যে প্রহ্লাদই উপমাস্বরূপ।

সেই প্রহ্লাদের সৌভাগ্য হিরণ্যকশিপুর-সংহার-কালে আমরা সকলেই সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছি।

পুনঃ পুনর্ব্বারান্ দিৎসুর্বিষ্ণুর্মুক্তিং ন যাচিতঃ।
ভক্তিরেব বৃতা যেন প্রহ্লাদং তং নমাম্যহম্॥

ভগবান্ বিষ্ণু পুনঃ পুনঃ মুক্তি প্রদানে উদ্যত হইলেও যে প্রহ্লাদ মুক্তি প্রার্থনা না করিয়া কেবল ভক্তিই প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; সেই প্রহ্লাদকে নমস্কার।

হে মুনে! যে ব্রহ্মাকৃত মর্য্যাদা লঙ্ঘণ করিয়াছেন গুরুবাক্য অবহেলা করিয়াছিল এবং নিজ বাক্যজালের সত্যতা রক্ষা করিতে পারে নাই, সেই বলির দ্বারে দ্বারপালকরূপে শ্রীহরির নিত্য অবস্থান কি তুচ্ছ ত্রৈলোক্যদানের ফল? অথবা বাণাসুরের রক্ষা কি আমার স্তব পাঠের ফল? তাহা কেবল প্রহ্লাদের প্রীতির অপেক্ষায়ই জানিবে।

অতএব তুমি সত্বর সুতলে গমন কর। আশীর্ব্বাদ সহকারে প্রহ্লাদকে আলিঙ্গন করিবে এবং আমারও গার আলিঙ্গন জনাইবে। তাহাকে প্রণাম বা স্তুতি করিবে না।

দেবর্ষি নারদ মহাদেবের ঐকথা শ্রবণে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সুতলে মনোযানে অর্থাৎ ইচ্ছা করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ গমন করিলেন। তখন প্রহ্লাদ নির্জ্জনে ভগবৎপাদপদ্মধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। তদবস্থায় তিনি শ্রীনারদকে সাক্ষাৎ দর্শনের ন্যায় অবলোকন করত গাত্রোত্থান করিবামাত্র মুনিবর তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। প্রহ্লাদ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক আসনে বসাইয়া পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলে মুনিবর সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে আলিঙ্গন করার জন্য ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—বৎস! বহুকাল পরে তোমাকে দেখিলাম। আজ আমার শ্রম সফল হইল। তোমার পিতা যে-ভক্তির জন্য তোমার প্রতি দারুণ উপদ্রব করিয়াছিল, তুমি ভক্তিপ্রভাবে উহা জয় করিয়াছ, বরং তোমার প্রভাবে ঐ সকল উপদ্রবকারী দৈত্য পরম ভক্ত হইয়াছে। তুমি শ্রীকৃষ্ণাবেশে আত্মবিস্মৃত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় কখনও গান, কখনও রোদন, কখনও কম্পমান হইয়া বিষ্ণুভক্তি বিস্তারপূর্ব্বক লোক-সকলকে উদ্ধার ও সুখী করিয়াছিলে। শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে মহাসাগরতীরে আবির্ভূত হইয়া ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক জননীর ন্যায় লালন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা ও মহাদেব তাঁহার স্তব করিলে তিনি তাহাতে অনাদর করিয়া তোমাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ভীত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যাচিত হইয়া তুমি প্রভুর পদতলে পতিত হইলে তিনি তোমার মস্তকে করকমল অর্পণপূর্ব্বক তোমার সর্ব্বাঙ্গে লেহন করিয়াছিলেন। শ্রীনরহরি তোমাকে ব্রহ্মাদির প্রার্থনীয় পরম পদ প্রদানের ইচ্ছা করিলে তুমি তাহা উপেক্ষা করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে ভক্তি-বর প্রার্থনা করিয়াছিলে। শ্রীভগবানকে স্তব করিবার সময় তুমি মুক্তি ত্যাগ

করিয়া সকল লোকের উদ্ধার কামনা করিয়াছিলে। সেজন্য তাঁহার আজ্ঞায় পৈতৃক-রাজ্য স্বীকার করিয়াও তাঁহার ধ্যানপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতেছ।

তুমি একবার শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম দর্শন মানসে নৈমিষারণ্যে গমনকালে পথিমধ্যে ছদ্মবেশী নারায়ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলে। তাহাতে তিনি প্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন—আমি সর্ব্বদাই তোমার নিকট পরাজিত। শ্রীনারদ নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—আমাদের প্রভু ভক্তকর্ত্তৃক জিত হইয়াছেন। তোমার প্রসাদে তোমার পৌত্র বলিও ভক্তিবশে শ্রীভগবানকে দ্বারপাল করিয়া রাখিয়াছেন।

প্রহ্লাদ সংহিতায় দ্বারকামাহাত্ম্যে উক্ত আছে,—দ্বারকাবাসী প্রজাগণ কুলাদৈত্যকৃত অত্যাচারে পরমার্ত্ত হইয়াছিলেন তখন দুর্ব্বাসাঋষি ভগবানকে আনয়ন করিবার জন্য বলিনিবাসে গমন করিবার পর শ্রীভগবান "বলিয়াছিলেন,—আমি পরাধীন, ভক্তিক্রীত ; বলির আজ্ঞা ব্যতীত আপনার অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারিব না।" তখন দুর্ব্বাসা দৈত্যরাজ বলির নিকট নিজ অভিপ্রায় জানাইলে বলি বলিয়াছিলেন,—"যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু তে যজ্ঞানামি তথা কুরু। ব্রহ্মরুদ্রাদি নমিতং নাহং ত্যক্ষে পদদ্বয়ম্॥"

হে বিপ্রবর! আমার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই হইবে আর আপনি যাহা জানেন, তাহা করুন, কিন্তু আমি ব্রহ্মরুদ্রাদি-বন্দিত শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম-যুগল ত্যাগ করিতে পারিব না।

শ্রীপ্রহ্লাদ আত্মশ্লাঘাসহনে অসমর্থ হইয়া লজ্জাভরে শ্রীনারদকে নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—ভগবন্! শ্রীগুরো! আপনি স্বয়ং বিচার করুন বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণভক্তির জ্ঞানপুষ্ট হয় না। আপনার উপদেশ-বলে উত্তমবোধ জন্মিলে হরি-ভক্তিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীহনুমান প্রভৃতির ন্যায় প্রভুর সেবা কিছুমাত্র করিতে পারি নাই, কেবল বিহ্বলাকুল চিত্তে তাঁহার স্মরণ করিয়া থাকি মাত্র। আপনি শ্রীহরির লালন-কার্য্যের যে-প্রশংসা করিলেন, তাহা মায়াবাদীর মতে মায়াকার্য্য বলা হয়। কিন্তু শ্রীহরির দ্বারা সেরূপ কার্য্য হয় না। তাহা তাঁহার লীলাচরিত মাত্র। আপনি ঐ সকল লালনাদিকে শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক বাৎসল্য মনে করিলেও আমি তাহা স্বপ্নবৎ মনে করি; তাহা কারুণ্য লক্ষণ নহে। ভক্তিপরায়ণগণের মতে শ্রীহনুমানাদির যে বিচিত্র সেবা, সেইরূপ সেবালাভই প্রভুর প্রসাদ মনে করি। শ্রীনৃসিংহদেবের যে-সকল লীলা, তাহা আমার প্রতি অনুগ্রহ জন্য নহে, কিন্তু তাহা তাঁহার পার্ষদদ্বয়ের মোচন, ব্রহ্মাদির বাক্যের সত্যতা সম্পাদন এবং নিজভক্তির মহত্ত্ব প্রদর্শন জন্য।

হে অকিঞ্চন শ্রেষ্ঠ গুরো! প্রভু যখন আমাকে রাজ্যদান করিয়াছেন তখনই জানিয়াছি আমার প্রতি তাঁহার কৃপালেশও নাই। শ্রীভগবানের নিজ উক্তি—'তং ভ্রংশয়ামি সম্পদ্ভ্যো যস্য বাঞ্ছাম্যনুগ্রহং।' আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহাকে সম্পদ হইতে বিচ্যুত করি। আমার রাজ্য-সম্পদ হেতু বন্ধু-ভৃত্যাদির সঙ্গবশে আমার ভগবদ্ভজনে সর্ব্বপ্রকারে লীন হইয়াছে। আমি তজ্জন্য রোদনও করি না।

বলির অপরাধের নিমিত্ত শ্রীভগবান দ্বারপালরূপে অবস্থান করিতেছেন শুনা যায়, কিন্তু অধুনা তিনি কোথায় আছেন, তাহা জানি না। প্রভু যদি প্রকটভাবে দ্বারদেশে বাস করিতেন তবে আমি প্রভুর দর্শন-জন্য সুদূর নৈমিষারণ্যে গমন করিতাম না। আপনার প্রসাদে শ্রীভগবানের স্নেহযুক্তকৃপা আমার লাভ হইলেও শ্রীহনুমান প্রভৃতির প্রতি প্রভুর কৃপা বিচার করিলে আমার প্রতি প্রভুর কৃপা অল্পতর বোধ হইবে। অতএব আপনি কিম্পুরুষবর্ষে গমন করিয়া শ্রীহনুমানের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপা অবলোকন করুন।

আপনি অবধারণ করুন আমার পিতাকে বধ করিবার জন্য শ্রীনৃসিংহরূপে প্রভুর আবির্ভাব হইলেও তিনি প্রয়োজন সমাপ্তিতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে হনুমানই মহাভাগ্যবান্. তিনি বহুসহস্র বৎসর নির্বিঘ্নে প্রভুর সেবাসুখ অনুভব করিয়াছেন তিনি বাল্যে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিলেন এবং দেবতা-গণের প্রসাদে জরা-মরণরহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কোন ভয় ছিল না। তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা এবং মহাবীর বলিয়া শ্রীরঘুনাথের প্রধান সেবক ছিলেন। তিনি প্রভুর সেবার্থ শতযোজন সমুদ্র অনায়াসে অতিক্রম করিয়া রাক্ষসরাজের পুরস্থিতা সীতাদেবীকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি রঘুপতির প্রধান বাহক ছিলেন এবং নিজ-পুচ্ছকে শ্বেতছত্রকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশ প্রভুর সুখময় আসন ছিল। তিনি সমুদ্রবন্ধনে অগ্রণী ছিলেন আর বিশল্যকরণী নামক ঔষধ আনয়নে কেবল তাঁহারই শক্তি ছিল। তিনি আপনাকে প্রভুর কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণে ব্যাপৃত রাখিয়া প্রভুমূর্ত্তির পার্শ্বে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। যে হনুমান শ্রীবিষ্ণুর নিকট যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত দাস্যবিহীন মোক্ষ কামনা করেন নাই, আমি তাঁহাকে বন্দনা করি। আমি হনুমানের যে-সকল মাহাত্ম্য বলি নাই তাহাও আপনি অবগত আছেন। অতএব সেই কিম্পুরুষবর্ষে গমন করিয়া তাঁহাকে দর্শন করুন। **(ক্রমশঃ)**

—পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য

জয় জয় নবদ্বীপ সর্ব্বধাম-সার।
সে ধামের তত্ত্ব বর্ণে সাধ্য আছে কার॥
নবদ্বীপধাম গৌড়মণ্ডল ভিতরে।
জাহ্নবীসেবিত হয়ে সদা শোভা করে।
এ গৌড়মণ্ডল এক বিংশতি যোজন।
মধ্যভাগে গঙ্গাদেবী রহে অনুক্ষণ॥

শতদলপদ্মসম মণ্ডল আকার।
মধ্যভাগে নবদ্বীপ অতিশোভা তার॥
পঞ্চক্রোশ হয় তার কেশর আধার।
পরিমলপূর্ণ পুষ্প যোজন চত্বার॥
বাহির পাপড়ি তার শতদল হয়।
একাধিক যোজন বিংশতি বিস্তারয়॥

মধ্যবিন্দু নবদ্বীপ ধাম মধ্যস্থল।
যোগপীঠ হয় তাহা চিন্ময় বিমল॥
চিন্তামণিরূপ হয় এ গৌড়মণ্ডল।
চিদানন্দময়-ধাম চিন্ময় সকল॥
জলভূমি বৃক্ষ আদি সকলি চিন্ময়।
সদা বিদ্যমান তথা কৃষ্ণশক্তিত্রয়॥

স্বরূপপক্তি যেই সন্ধিনী-প্রভাব।
তার পরিণতি এই ধামের স্বভাব॥
প্রভু-লীলা-পীঠ-রূপে ধাম নিত্য হয়।
অচিন্ত্যশক্তির কার্য্য প্রাপঞ্চিক নয়॥
তবে যে এ ধামে দেখে প্রপঞ্চের সম।
বদ্ধজীবে তাহে হয় অবিদ্যা বিভ্রম॥
মেঘাচ্ছন্ন চক্ষু দেখে সূর্য্য আচ্ছাদিত।
দিবাকর নাহি কভু হয় মেঘাবৃত॥

সেইরূপ এ গৌড়মণ্ডল চিদাকার।
প্রাপঞ্চিক জন দেখে জড়ের বিকার॥
নিত্যানন্দ-কৃপা যার প্রতি কভু হয়।
সে দেখে আনন্দ ধাম সর্ব্বত্র চিন্ময়॥
শ্রুতি-স্মৃতি-তন্ত্র-শাস্ত্র অবিরত গায়।
নদীয়া-মাহাত্ম্য নিত্যানন্দের আজ্ঞায়॥

স্কন্দপুরাণ-বিষ্ণুখণ্ডান্তর্গত

শ্রীবেঙ্কটাচল-মাহাত্ম্য

(শ্রীবরাহ-পদ্মিনী-উপাখ্যান)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২১ পৃষ্ঠার পর)

বরাহ বলিলেন,—সেই কৃষ্ণ নিজালয়ে গমন করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং অনুরাগভরে কিরাতরূপধারী দেবানুচরগণকে "তোমরা বিশ্রাম কর"—এই কথা বলিয়া মণিমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর হরি মণিমণ্ডপের মণিসোপানে আরোহণ-পূর্ব্বক পঞ্চ কক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া মুক্তাগৃহে উপনীত হইলেন এবং ক্রমে মণিমণ্ডপস্থ সেই শোভমান মনোজ্ঞ নবরত্নময় মঞ্চে গিয়া উপবেশন করিলেন। রত্নমঞ্চে উপবিষ্ট হইয়া তিনি পদ্মগর্ভের ন্যায় আরক্ত ও আয়তলোচনা ক্ষীণকটী পীনপয়োধরা মন্দ হাস্যযুক্তা কমলমুখীকে স্মরণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"এই পদ্মোদ্ভবা শোভমানা কন্যা নিশ্চিতই ক্ষীরাব্ধিতনয়া লক্ষ্মী।" শ্রীনিবাস এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই কন্যার প্রতি তাঁহার মন আকৃষ্ট হইলে তিনি মোহ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তদীয়সখী বকুলমালিকা উত্তম দিব্য অন্ন, উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত উপদংশ (ভাজা), দেবভোজ্য অত্যুত্তম শুদ্ধ গুড়-নির্ম্মিত পায়স, মুদ্গান্ন, পঞ্চবিধ পূপ (পিষ্টক), পূরিক (পূলী পিষ্টক) এবং বটক (বড়ী ভাজা) প্রস্তুত করিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে তাঁহার দর্শন মানসে সত্বর গমন করিলেন। বকুলমালিকা যখন গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন, তখন তিনি প্রমদোত্তমা পদ্মাবতী, পদ্মপত্রা ও চিত্রলেখা এই সখীত্রয়কে দ্বারদেশে রাখিয়া একাকীই সেই দেবসমীপে গমন করেন। অনন্তর বকুলমালিকা সেই দেবের সমীপে গমন করিয়া ভক্তিভাবে

তাঁহাকে বন্দনা করিলেন; কিন্তু দেখিলেন, তিনি রত্নভূষিত পর্য্যঙ্কে বিবশ হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। অনন্তর সখী বকুলমালিকা তাহার পাদ-সংবাহন করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি নেত্র উন্মীলিত করিলেন বটে, কিন্তু কি যেন ধ্যান করিতে লাগিলেন। বকুলমালিকা তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বলিলেন,—হে পুরুষোত্তম দেবদেবেশ! আপনি কিজন্য শয়ানে রহিয়াছেন, গাত্রোত্থান করুন। হে কমলাক্ষ! আপনার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে,—আপনি যেন কামপীড়িতের ন্যায় হইয়াছেন। আপনি কোন্ দেবী, মানুষী বা অহিকন্যা দর্শন করিয়াছেন? আপনার কে মন হরণ করিয়াছেন? হে অচিন্ত্যাত্মন্! সেই কন্যার কথা আমাকে বলুন।

বরাহ বলিলেন,—সখীর সেই কথা শুনিয়া বিভু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া প্রীতি বশতঃ বকুলমালিকা পুনরায় বলিল,—পুরুষোত্তম! কে সে' এমন কন্যা যে, আপনারও মন হরণ করিল! সখীর কথায় হৃষীকেশ উত্তর করিলেন,—তোমাকে যথার্থ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ বলিলেন,—পুরাকালে পবিত্র ত্রেতাযুগে আমি যখন রাবণকে নিহত করি, কন্যা বেদবতী তখন লক্ষ্মীরূপে আমার সাহায্য করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী তখন সীতারূপে মহীতল হইতে উত্থিত হইয়া জনকের কন্যাত্ব গ্রহণ করেন। আমি মায়ামৃগরূপী মারীচকে সংহার করিবার জন্য পঞ্চবটী বনে গমন করি। আমার অনুজ লক্ষ্মণও সীতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমার অনুগমন করেন। এই সময় রাক্ষসেন্দ্র রাবণ সীতাহরণ-মানসে তাঁহার সমীপে উপনীত হয়। অগ্নিহোত্র-গত বহ্নি তখন রাবণের উদ্যম দেখিয়া সীতাকে গ্রহণপূর্ব্বক পাতালে গমন করত স্বাহাতে রক্ষিত করেন। পূর্ব্বকালে রাক্ষসস্পৃষ্টা কন্যা শোভনা-বেদবতী স্বীয় শরীর হুতাশনে রক্ষিত করিয়া সীতাসদৃশ রূপ ধারণ করিলে রাবণ সেই কন্যাকে অপহরণ করিল। অনন্তর তিনি রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া লঙ্কায় বাস করিতে লাগিলেন। তার পর রাবণ নিহত হইলে পুনরায় তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করেন। অগ্নি তখন স্বাহার্পিতা লক্ষ্মী—জানকীকে আমার হস্তে ন্যাস্ত করিয়া আমাকে ও সীতা সহ সখীকে বলিলেন,—হে দেব! এই বেদবতী কন্যা সীতার প্রিয়কারিণী; সীতার সতীত্ব রক্ষার জন্য ইনি বন্দিরূপে রাবণপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন; অতএব বরদান করিয়া লক্ষ্মীর সহিত ইঁহাকে প্রীত করুন। অগ্নির বাক্য শুনিয়া শোভনা সীতাও আমাকে

বলিলেন,—"হে বিভো! এই বেদবতী সতত আমার প্রিয় করিয়াছেন, অতএব হে দেব! এই অত্যুত্তম ভগবতী কন্যাকে আপনি বরণ করুন। ভগবান্ বলিলেন,—হে দেবি! কলির অষ্টাবিংশ যুগে আমি ঐরূপ কার্য্য করিব। ঐ সময়ের আগমন-কাল পর্য্যন্ত ইনি আমার পূজিত হইয়া ব্রহ্মলোকে বাস করুন; তার পর ইনি ভূমিতনয়া হইয়া আকাশরাজের গৃহে যাইবেন। হে সুন্দরি! আমি এবং লক্ষ্মী পুরাকালে ঐ সুন্দরীকে এইরূপ বরদান করিয়াছিলাম। সম্প্রতি নারায়ণপুরে ধরণীতল হইতে এই পদ্মসদৃশী পদ্মনেত্রা সতী বেদবতী সমুদ্ভূতা হইয়া অনুরূপা সখীসমভিব্যাহারে পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়াছেন। আমি মৃগয়া জন্য বনে ভ্রমণ করিতে করিতে গিয়া এই মনোহারিণী কন্যাকে দেখিতে পাইয়াছি। তাঁহার রূপের কথা কি বলিব, শত বৎসরেও আমি তাঁহার রূপ বর্ণনে সমর্থ নহি। হে সখি! তুমি সত্য সত্যই জানিও—লক্ষ্মীরূপিণী সেই কন্যার সহিত যদি আমার সঙ্গম লাভ হয়, তবেই আমার প্রাণ সুস্থির হইবে। হে বকুলমালিকে! তুমি নারায়ণপুরে গমন করিয়া ঐ কন্যাকে দর্শন কর এবং জান যে, রূপলাবণ্যে এই কন্যা আমার যোগ্য কি না? "আহা! সে কন্যা—অনিন্দিতা পদ্মকুমুদবৎ বিশালনয়না" এই বলিতে বলিতে তিনি পুনরায় মোহপ্রাপ্ত হইলেন। তখন সখী বকুলমালিকা আবার তাঁহাকে বলিতে লাগিল,—হে দেব! যেখানে আপনার মনোহারিণী রমণী বিরাজ করিতেছেন, এখনই আমি তথায় গমন করিতেছি। হে রমাপতে! আমি কেমন করিয়া তথায় সেই কন্যার নিকটে গমন করিব, সে পথ আমাকে বলিয়া দিন। এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া রমানাথ সখী বকুলমালিকাকে কহিলেন,—হে মহাভাগে! এই যে শ্রীনৃসিংহগৃহ দেখিতেছ, তুমি প্রথমে এই দিক্ দিয়া গমন কর। তার পর এই পথ দিয়া যাইতে যাইতে মনোরম গিরিবর অতিক্রম করিয়া অগস্ত্যাশ্রম দেখিতে পাইবে, তথায় সুবর্ণমুখরী-তটে এক বিখ্যাত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, উঁহার নাম অগস্ত্যেশ; তুমি ঐ পূজ্য লিঙ্গ দর্শন করিয়া সুবর্ণমুখরীর তীর অবলম্বন-পূর্ব্বক গমন করিলে ব্রহ্মর্ষি শুকের আশ্রম দেখিতে পাইবে। তুমি কল্লোল-মালিনী সুবর্ণমুখরীকে দর্শন করত গমন করিতে থাকিলে কমলমালা-সমন্বিত পূতপদ্ম সরোবর দর্শন করিবে। ঐ পদ্মসরোবরের তীরে ছায়া শুকনামক এক মুনি তপস্যা করিতেছেন। তুমি সরোবরে স্নান করিয়া মুনিসত্তম ছায়াশুক এবং বলরামসহ কৃষ্ণকে নমস্কার করিও। হে শুভে! কৃষ্ণ ও লাঙ্গলধর বলদেব তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন; মুনিসত্তম শুক

ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় শ্যাম নির্ম্মল পীতবসন-পরিধায়ী মুক্তান্বিত-করদ্বয়, বরদ কৃষ্ণের উপাসনা করিতেছেন। হে বরাননে! তুমি পাদুকাযুক্ত উদীয়মান বলভদ্রকে প্রণাম ও সেই পদ্মসরোবর হইতে একটী স্বর্ণকমল গ্রহণ করিয়া সুবর্ণমুখরী নদী উত্তীর্ণ হইবে। তারপর ক্রমে বিবিধ বন উপবন অতিক্রম-পূর্ব্বক অরণীতীর প্রাপ্ত হইয়া তীরস্থ বনে বিশ্রাম করিবে এবং ইহার পরই নারায়ণপুরী দর্শন করিয়া বিস্ময়প্রাপ্ত হইবে। ঐ নারায়ণপুরীর উপবন পুষ্প-ফলাঢ্য ও রসযুক্ত পনস, আম্র, শিরীষ, কুন্দ, তিন্দুক, পাটল, পুন্নাগ, নাগ, বরণ, রসাল, অঙ্কোল, চম্পক, বকুল, আমলক, শাল, তাল, হিন্তাল, পদ্ম, জম্বু, নিম্ব, কদম্ব, এলা, পিপ্পলী, মধুক, অর্জ্জুন, প্রিয়ঙ্গু, হিঙ্গু, খর্জ্জুর, মায়ূর, অশোক, লোধ্রক, অশ্বত্থ, উদুম্বর, প্লক্ষ, বদরী, ভূর্জ্জ, কীচক, চিঞ্চা, কিংশুক, মন্দার, শাল্মলী, বীজপূরক, পূগ, নাগরঙ্গ, লিচুক, নারিকেল প্রভৃতি তরু-দ্বারা পূর্ণ এবং মল্লিকা, মালতী, কুন্দ, যূথিকা, কেতকী, করবীর, কমল, রাজরম্ভা প্রভৃতি কুসুমবৃক্ষে সমাকীর্ণ। বকুলমালিকে! তুমি ময়ূর, করী, গরুড়, শুক, সারস প্রভৃতি বিহগ-সমাকুল এবং ভৃঙ্গগণের ঝঙ্কারে নিয়ত মনোহর আরামভূমি সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইবে। অনন্তর নদীতীর উত্তর-পূর্ব্ব পথে গমন করিয়া সুরসরিৎ গঙ্গা-পরিবেষ্টিতা ইন্দ্রপুরী অমরাবতীর ন্যায় অরণী নামে প্রসিদ্ধ সরিৎপরিবৃত আকাশরাজধানীতে গমনপূর্ব্বক যথোচিত কার্য্য সম্পাদন করা।

বরাহ বলিলেন,—সুরাধীশ কৃষ্ণ সখী বকুলমালিকাকে এইরূপ আদেশ-পূর্ব্বক বিদায় দিয়া শুভ্র শয্যায় লক্ষ্মীর সহিত শয়ন করিলেন। অনন্তর সখী বকুলমালিকা দেবদেবকে প্রণামপূর্ব্বক গুঞ্জামণিসদৃশ অশ্বে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত পথে বিবিধ মৃগদর্শন করিতে করিতে আকাশ-রাজধানীর উদ্দেশে গমন করিলেন। তিনি দেখিলেন,—কোথাও শ্বেত দন্তবিভূষিত করিণীযূথ-সমন্বিত মেঘজলগ্রহণ-তৎপর মত্তমাতঙ্গগণ বিচরণ করিতেছে, কোথাও মেঘাকার শত শত সিংহ সিংহীযূথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছে, এতদ্ভিন্ন অনেক শার্দ্দূল, গণ্ডার, শরভ, গবয়, মৃগ, কৃষ্ণসার, গোমায়ু, শক, মনোরম সারস, ময়ূর, বন্য মার্জ্জার, ভল্ল, শুক, শূকর এবং অন্যান্য মধুরবাক্ পক্ষী-সকল দর্শন করিয়া মুহুর্ম্মুহু হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি অরণী নদীর পাদপাকুল পশ্চিম তীরে উপস্থিত হইয়া অরুণ অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক অগস্ত্যের সমীপে গমন করিলেন এবং অগস্ত্যপূজিত অগস্ত্যেশ্বর লিঙ্গ দর্শন,

অরুণী নদীতে স্নান ও জলপান করিয়া নদীতটে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রাজগৃহ হইতে তথায় অগস্ত্যেশ-সমীপে পুরস্ত্রীগণ আগমন করিয়াছিলেন; তখন বকুলমালিকা পদ্মালায়ার সখীগণকে দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদের কিংবদন্তী বিদিত হইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন। বকুলমালিকা বলিলেন,—হে নারীগণ! তোমরা বিচিত্র আভরণ ও মাল্যে বিভূষিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছ, এক্ষণে বল, তোমরা কে? হে অমলাননা নারীগণ! তোমরা কোথা হইতে আগমন করিয়াছ এবং এখানে তোমাদের কার্য্যই বা কি? অনন্তর রাজস্ত্রীগণ তাঁহার বাক্য শুনিয়া সহাস্যে উত্তর করিলেন, হে দেবি! সম্প্রতি আমরা বলিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। (ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন

১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনী-পাঠে জানা যায়, প্রভুর বাল্যলীলাকালে দুইটী চোর গৌর-গোপালের শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার অপহরণ করিবার জন্য গৌর-গোপালকে স্কন্ধে লইয়া বিষ্ণুমায়ায় দিশাহারা হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার ঐ দুই চোরের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"পরমার্থে দুই চোর মহাভাগ্যবান্।
নারায়ণ যা'র স্কন্ধে করিলা উত্থান॥" (চৈঃ ভাঃ আদিঃ ৩য় পঃ)

যখন নিত্যানন্দপ্রভু নবদ্বীপে নানাপ্রকার দিব্য অলঙ্কার পরিয়া বিহার করিতেছিলেন, তখন এক দস্যু-সেনাপতি দস্যুদলসহ নিত্যানন্দপ্রভুর অলঙ্কার হরণের চেষ্টা করিয়া অবশেষে নিত্যানন্দের কৃপার পাত্র হইয়াছিলেন।

এই সকল উদাহরণ হইতে জানা যায় যে, কেহ যদি চুরি, ডাকাতি, কপটতা প্রভৃতি অসৎপ্রবৃত্তি লইয়াও মহাপ্রভুর শরণ গ্রহণ করে, তবে তাহারও মঙ্গল হয়। মহাপ্রভুর বা নিত্যানন্দপ্রভুর অলঙ্কার-অপহারক ব্যক্তিগণও ভাগ্যবান্ এবং ভক্ত নহেন কি?

বিনীত নিবেদক—
শ্রীভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর

১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলঙ্কার-অপহরণ-প্রয়াসী চৌর বা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অলঙ্কার-অপহরণ-অভিলাষী দস্যুসেনাপতি ও দস্যুদলকে শ্রীচৈতন্যভাগবত-কার 'ভক্ত' বলেন নাই বা তাহাদের ঐরূপ চেষ্টাকে 'ভক্তি' বা ভক্তির অনুকূল কোন আচরণ বলেন নাই, বরং উহাকে অপরাধময়ী চেষ্টাই বলিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলেন যে, ঐরূপ চেষ্টাবিশিষ্ট কেবল ঐ বিশেষ ব্যক্তিদ্বয় বা কোন বিশেষ ব্যক্তিই ভাগ্যবান্ হইয়াছিলেন। 'ভাগ্য' অর্থ—এখানে সুকৃতি। তাহারা ব্যবহারতঃ চৌর বা দস্যু হইলেও, পরমার্থে সুকৃতি-সম্পন্ন। কেন না, তাহারা চৌর্য্যকার্য্য বা দস্যুকার্য্য করিতে গিয়া তাহাদের অজ্ঞাতসারে কেহ মহাপ্রভুকে স্কন্ধে ধারণ এবং কাহারও বা নিত্যানন্দের প্রভাব-দর্শনে অকস্মাৎ নির্ব্বেদ ও নিত্যানন্দ-মহিমায় আদর উপস্থিত হইল। আমরা ভক্তিসন্দর্ভে একটি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই,—

কোন মুষিক বিষ্ণুমন্দিরের প্রদীপের ঘৃত ভক্ষণের লোভে কোনও নির্ব্বাপিতপ্রায় প্রদীপের নিকট উপস্থিত হইয়া ঘৃতসিক্ত 'পলিতা' গ্রহণ করিতে যেমন উদ্যত হইয়াছে, অমনি প্রদীপটী অধিকতর প্রজ্বলিত হওয়ায় মুষিক প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। মুষিকের ঘৃত-অপহরণ আর হইল না, বরং তাহাতে প্রদীপটী প্রজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। ইহাদ্বারা মুষিকের বিষ্ণুমন্দিরের নির্ব্বাপিতপ্রায় প্রদীপ উজ্জ্বল করার ফলরূপ একটি অজ্ঞাত সুকৃতি উপস্থিত হওয়ায় মুষিক পরজন্মে কোনও ভক্তগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া হরিভজনের সুযোগ লাভ করিয়াছিল। এই অজ্ঞাত সুকৃতিই এখানে মুষিকের ভাগ্য—এখানে মুষিক ব্যবহারতঃ বিষ্ণুগৃহের প্রদীপের ঘৃত অপহরণে চেষ্টা-বিশিষ্ট হইয়াও পরমার্থে ভাগ্যবান্ অর্থাৎ উন্মুখ-সুকৃতি।

চৌরদ্বয়ের বা দস্যুসেনাপতিরও তাহাই ঘটিয়াছিল, তাহারা কেহ মহাপ্রভুর অলঙ্কার চুরি করিতে গিয়া চুরি আর করিতে পারে নাই, বরং মহাপ্রভুকে স্কন্ধে বহনের অজ্ঞাত-সুকৃতি সঞ্চয় করিয়া ফেলিয়াছে।

নবদ্বীপের জনৈক দস্যুদলপতি শ্রীনিত্যানন্দের অঙ্গের অলঙ্কার অপহরণ করিতে আসিয়া শ্রীনিত্যানন্দের প্রভাব ও মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া নিজ-কার্য্যের প্রতি নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অজ্ঞাত-সুকৃতির দ্বারা তাহাদের যে দুষ্কার্য্য পরিত্যাগ ও সৎসঙ্গে হরিসেবার যোগ্যতা হইয়াছিল অথবা পরজন্মে মুষিকের ভক্তগৃহে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া যে হরির অর্চ্চনাকালে বিষ্ণু-

মন্দিরে দীপদানের যোগ্যতা হইয়াছিল, সেই যোগ্যতার সদ্ব্যবহার যদি তাহারা না করে, তবে তাহাদের চৌর্য্যকার্য্য বা লোভাদিই সাধারণ ব্যক্তিগণের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে পাপী ও অপরাধী করিতে থাকিবে। এখানে অপহরণ-প্রবৃত্তি, দস্যুতার প্রবৃত্তি বা ঘৃতভোজনের লোভ কিছু ভক্তি-উদয়ের কারণ নহে; অসত্য কখনও সত্যের কারণ হয় না, অভক্তি কখনও ভক্তির কারণ হয় না। অজ্ঞাতভাবে অকস্মাৎ গৌরসুন্দরকে স্কন্ধে গ্রহণ বা নিত্যানন্দের প্রভাব অবধারণ, বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপের প্রজ্বলনরূপ বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে সামান্য কার্য্যগুলিতে যে সুকৃতি, তাহাই ভক্তির যোগ্যতা-বিধায়ক।

কেহ যদি উপরি-উক্ত উদাহরণসমূহের অবৈধ সুযোগ লইয়া মনে করে যে, যখন ঐরূপ চৌর্য্যবিদ্যা, দস্যুবৃত্তি বা ঘৃতাপহরণ প্রভৃতি দ্বারা অতি সহজেই সুকৃতির উদয় হয় বা ভক্তির উদ্রেক হয়, তখন আমিও ঐরূপ ঠাকুরের অঙ্গের অলঙ্কার চুরি, শালগ্রামের পৈতা চুরী বা ঠাকুরের সেবার ঘৃত ও ভোজ্যাদিতে লোভ করিয়া আমার ভক্তিবৃত্তি উদয় করাইব, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ঠিক উল্টা বুঝিল।

মতলব করিয়া পাপ বা অপরাধের দ্বারা যদি মঙ্গলের পন্থা আবিষ্কার করা যাইত, তাহা হইলে দুনিয়াতে যত অসদ্বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি আছে, তাহারাই ধার্ম্মিকের সংখ্যা ও ভাগ্যবানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিত। অন্তরে প্রচ্ছন্ন ভোগানুসন্ধিৎসু প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় এই সকল বিষয় বুঝিতে না পারায় তাহারাদবৃত্তি, পাপ, অপরাধ প্রভৃতিগুলিকেই তাহাদের কল্পিত ভক্তি অবাসা ইন্দ্রিয়-তর্পণের উপায়রূপে অবধারণ করিয়াছে। অপ্রাকৃত শ্রীনামের আভাসে যাবতীয় পাপ-প্রবৃত্তি বিনষ্ট হয় বলিয়া পাপবৃত্তি চালাইবার জন্য শ্রীনামের আশ্রয়-গ্রহণ-ছলনারূপ 'নামাপরাধ' কিছু 'নামাশ্রয়' নহে। সেইরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষের কোনও পাপকার্য্য করিতে গিয়াও অজ্ঞাতসারে অকস্মাৎ সুকৃতির উদয় হইয়াছে বলিয়া তাহা সকল দৃষ্টান্তে কার্য্যকরী হইবে না। বিল্বমঙ্গলের বেশ্যার সেবা করিতে গিয়া অকস্মাৎ নির্ব্বেদ হইয়াছিল বলিয়া সকলেই যদি বারবনিতার আশ্রয়গ্রহণই ভক্তি-উদয়ের কারণ মনে করে, তাহা হইলে তাহার হৃদয় প্রচ্ছন্নভাবে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের আগ্নেয়গিরি ও পাপ-প্রবৃত্তির পাহাড় লুক্কায়িত রহিয়াছে, জানিতে হইবে।

মহাপ্রভুর অলঙ্কার চুরি করিতে গিয়া যদি কেহ মহাপ্রভুকে স্কন্ধে করিবার পরিবর্ত্তে মহাপ্রভুকে আঘাত করিয়া বসেন, তখন সুকৃতির পরিবর্ত্তে তাঁহার দুষ্কৃতিরই উদয় হইবে। আবার কেহ যদি নকল করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহকে দণ্ডবৎ নমস্কার-পূর্ব্বক তাঁহাকে স্কন্ধে স্থাপন করিয়া তাঁহার অলঙ্কার হরণ করে, তাহা হইলেও ঐ ব্যক্তির হৃদয়ে কপটতা থাকে, দুষ্কৃতিই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সুকৃতির উদয় হয় না। এইরূপ চেষ্টার জন্য ঐ ব্যক্তিকে মহাপরাধে নিমজ্জিত হইয়া জন্ম-জন্মান্তর বহির্ম্মুখতা ভোগ করিতে হইবে। সেবাবুদ্ধির যুক্তি এক, আর কোন কৌশলে সেবাকে ভোগ করিবার যুক্তি অন্যরূপ।

যে দস্যু-সেনাপতি ব্রাহ্মণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অলঙ্কার হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার নিত্যানন্দপ্রভুর মহত্ত্ব উপলব্ধিতে যে অজ্ঞাত-সুকৃতির উদয় হইয়াছিল, তাহাতে নির্ব্বেদ উপস্থিত ও নিত্যানন্দে ঈশ্বরবুদ্ধির উদয় হওয়াতেই মঙ্গল হইয়াছিল,—

"কতক্ষণে দস্যুসেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
অকস্মাৎ ভাগ্যে তা'র হইল স্মরণ॥
মনে ভাবে,—নিত্যানন্দ নর নহে।
সত্য সে ঈশ্বর, মনুষ্য কেবা কহে॥
একদিন মোহিলেন সবারে নিদ্রায়।
তথাপিহ না বুঝিনু ঈশ্বর-মায়ায়॥
আরদিন অদ্ভুত পদাতিকগণ।
দেখাইলে তবু মোর নহিল চেতন॥
যোগ্য মুঞি পাপিষ্ঠেরে এ সব দুর্গতি।
হরিতে প্রভুর ধন কেন কৈলুঁ মতি॥
এ মহাসঙ্কটে মোর কে করিবে পার।
নিত্যানন্দ বহি মোর গতি নাহি আর॥"

—এইরূপ বিচার করিয়া দস্যু-সেনাপতি একান্তভাবে নিত্যানন্দ-চরণে শরণ গ্রহণ ও অশেষরূপে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন,—

"এত ভাবি' দ্বিজ নিত্যানন্দের চরণ।
চিন্তিয়া একান্তভাবে লইল শরণ॥

সে চরণ চিন্তিলে আপদ নাহি আর।
সেইক্ষণে কোটি অপরাধীরও নিস্তার॥"

দস্যু-সেনাপতি কিরূপ নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়াছিলেন?—

"দ্বিজ বলে, প্রভু এবে আমার বিদায়।
এ দেহ রাখিতে আর মোর নাহি ভায়॥
যেন মোর চিত্ত হৈল তোমার হিংসায়।
সেই মোর প্রায়শ্চিত্ত মরিব গঙ্গায়॥"

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ঐ ব্রাহ্মণ দস্যু-সেনাপতির ঐরূপ কপটতা-রহিত নির্ব্বেদবাক্য শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—

"শুন দ্বিজ, যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস্ সব নিমু মুঞি॥
পরহিংসা, ডাকা, চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া ইহা তুমি না করিহ আর॥
ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লহ হরিনাম।
তবে তুমি অন্যের করিবা পরিত্রাণ॥
যত সব দস্যু চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথ সবারে লওয়াও তুমি গিয়া॥
এত বলি' আপন গলার মালা আনি'।
তুষ্ট হই' ব্রাহ্মণেরে দিলেন আপনি॥
নিত্যানন্দপ্রভুবর করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম দিলা তা'র মস্তক-উপর॥
চরণারবিন্দ পাই' মস্তকে প্রসাদ।
ব্রাহ্মণের খণ্ডিল সকল অপরাধ॥
সেই দ্বিজ-দ্বারে যত চোর-দস্যুগণ।
ধর্ম্মপথে আসি' লইল বৈষ্ণব-শরণ॥
ডাকা, চুরি, পরহিংসা ছাড়ি' অনাচার।
সবে লইলেন অতি সাধু ব্যবহার।
সবেই লয়েন হরিনাম লক্ষ লক্ষ।
সবে হইলেন বিষ্ণুভক্তিযোগে দক্ষ॥"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ম)

জয়ন্তী

রোহিণীসহিতা কৃষ্ণা মাসি ভাদ্রপদেঽষ্টমী।
অর্দ্ধরাত্রাদধশ্চোর্দ্ধং কলয়াপি যদা ভবেৎ॥
তত্র জাতো জগন্নাথঃ কৌস্তুভী হরিরব্যয়ঃ।
তমেবোপবসেৎ কালং কুর্য্যাৎ তত্রৈব জাগরম্॥
জয়ন্তী নাম সা রাত্রিস্তত্র জাতো জনার্দ্দনঃ।
নিয়তাত্মা শুচিঃ স্নাত্বা পূজাং তত্র প্রবর্ত্তয়েৎ॥

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস, ১৫শ বিঃ)

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী অর্দ্ধরাত্রের অধঃ অথবা ঊর্দ্ধ কলামাত্র রোহিণীর সহিত মিলিত হইলে ঐ তিথিতে কৌস্তুভধারী অব্যয় হরি জগন্নাথ জন্মগ্রহণ করেন, সেই কালেই উপবাস ও জাগরণ কর্ত্তব্য। ঐ রাত্রির নাম "জয়ন্তী"। সংযতচিত্ত, শুচি ও স্নাত হইয়া সেই সময় শ্রীহরির পূজা করিবে। বিষ্ণুধর্ম্মে দেখিতে পাই,—রোহিণী চ যদা কৃষ্ণপক্ষেঽষ্টম্যাং দ্বিজোত্তম।
জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ॥

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে রোহিণী নক্ষত্র সংযুক্ত হইলে তাহাকে '**জয়ন্তী**' বলে, ঐ তিথি সর্ব্বপাপহারিণী। ব্রহ্মপুরাণেও এইরূপ উক্তি—

যা তু কৃষ্ণাষ্টমী নাম বিশ্রুতা বৈষ্ণবী তিথিঃ।
তস্যাঃ প্রভাবমাশ্রিত্য পূতাঃ সর্ব্বে কলৌ জনাঃ॥
শ্রাবণে মাসি বহুলা রোহিণীসংযুতাষ্টমী।
জয়ন্তীতি সমাখ্যাতা সর্ব্বাঘৌঘবিনাশিনী।
য এষ ভগবান্ বিষ্ণুর্দেবক্যাং বসুদেবতঃ।
জাতঃ কংসবধার্থং হি তদ্দিনং মঙ্গলালয়ম্॥
যস্যাং সনাতনঃ সাক্ষাৎ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ।
অবতীর্ণ ক্ষিতৌ সৈষা মুক্তিদেতি কিমদ্ভুতম্॥

যে কৃষ্ণাষ্টমী 'বৈষ্ণবী-তিথি' বলিয়া বিশ্রুতা, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া কলির নিখিল মানব পবিত্র হইয়াছে। শ্রাবণ মাসের রোহিণীযুক্ত কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী "জয়ন্তী" নামে প্রসিদ্ধ; উহা নিখিল-পাপ-বিনাশিনী। ভগবান্ বিষ্ণু কংসবধের নিমিত্ত বসুদেব হইতে দেবকীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার ঐ জন্ম-লীলা-বাসর—মঙ্গল-আলয়-স্বরূপ। সেই তিথিই 'জয়ন্তী'—যে-তিথিতে সাক্ষাৎ সনাতন পুরাণ পুরুষোত্তম শ্রীহরি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই তিথি যে মুক্তিপ্রদায়িনী হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

এইরূপ অসংখ্য শাস্ত্রীয় বচন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মবাসরই "জয়ন্তী" নামে বিখ্যাত। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ সন্দর্ভে বিশেষভাবে জানাইয়াছেন যে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্মবাসর ব্যতীত অন্য কোনও দিবস "জয়ন্তী" নাম ধারণ করিতে পারে না।

কর্ম্মফলবাধ্য সাধারণ জীব বা তথাকথিত মর্ত্ত্য জননায়ক, দেশ-নায়ক, সমাজ-নায়ক, বিশ্ব-সাহিত্যিক, কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, তপোবীর ত' দূরের কথা, অতিমর্ত্ত্য বৈষ্ণবগণের জন্মতিথি প্রভৃতিকেও "জয়ন্তী" নামে অভিহিত করিয়া সূরিগণ শ্রীকৃষ্ণের বিশিষ্ট লীলা-দিবসের বিশিষ্ট নামের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার অদৈবী চেষ্টা প্রদর্শন করেন না। "জয়ন্তী" শব্দ একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-দিবসের নামেই রূঢ়িত্ব লাভ করিয়াছে। শুধু রূঢ়িত্ব নহে, তাহা অপরে দাবী বা অবৈধভাবে আত্মসাৎ করিতে পারে না। কৌস্তুভমণি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষেই বিরাজ করে; শ্রীসীতালক্ষ্মী ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রেরই বক্ষোবিলাসিনী; সুদর্শনচক্র, কৌমোদকী গদা এবং পাঞ্চজন্য শঙ্খ বিষ্ণুরই করায়ত্ত সম্পত্তি; অপরে ঐ সকল দ্রব্যের আনুকরণিক আত্মসাৎকারী হইলে তাহার দুর্দ্দশার সীমা নাই। প্রাকৃত জগতেও দেখা যায়, সম্রাট্ যে বিশিষ্ট চিহ্নে চিহ্নিত রাজমুকুট ধারণ করেন, যে বিশিষ্ট সিংহাসনে উপবেশন করেন, যিনি যত বড়ই হউন না কেন, তাঁহার সেই সকল রাজ-নিজস্ব বস্তুতে অধিকার নাই।

"জয়ন্তী" শব্দটীও তদ্রূপ স্বরাট্ পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর 'নিজস্ব'; কোন জীবের—অপর কাহারও তাহা অবৈধরূপে অনুকরণ করিবার অধিকার নাই। জাগতিক নীতিতেও গভর্ণমেণ্ট-রেজিষ্ট্রীকৃত কোন বস্তুর নাম অপরে বাজারে চালাইলে, তাহা ন্যায়-বিগর্হিত ও দণ্ডার্হ বলিয়া প্রমাণিত হয়।

অজ্ঞ আমরা - উৎকট অবৈধ নায়ক-পূজায় প্রমত্ত আমরা—সেবা-বিবেক-হীন, সিদ্ধান্তবিবেকহীন আমরা—বৈকুণ্ঠ-পরিভাষা, বৈকুণ্ঠ-সাহিত্যের প্রত্যেক শব্দ কিরূপ কৃষ্ণ-সেবার সম্ভার তদ্‌বিষয়ে অজ্ঞ আমরা যদ্বা-তদ্বা, কবি, সাহিত্যিক, লোকরঞ্জনকারিগণের পুষ্পিত পরিভাষায় প্রলুব্ধ হইয়া বৈকুণ্ঠ-নিজস্ব-সম্পৎকে—কৃষ্ণের নিজস্ব বস্তুসমূহকে—শ্রীরামবক্ষোবিলাসিনী শ্রীসীতা-দেবীকে যে কুণ্ঠজগতের কোন জীবের বা নায়কের নশ্বর পূজোপচারের পৌত্তলিকতার মধ্যে টানিয়া না আনি। সাধু সাবধান !!

কৃষ্ণের নিজস্ব নাম, কৃষ্ণের নিজস্ব কাম, কৃষ্ণের নিজস্ব ধাম, কৃষ্ণের নিজস্ব লীলা-লাস্য, কৃষ্ণের নিজস্ব রূপ-মাধুর্য্য, কৃষ্ণের নিজস্ব গুণ-গৌরব,

কৃষ্ণের নিজস্ব পরিকরবৈশিষ্ট্য, কৃষ্ণের নিজস্ব সেবা-সম্ভার জীব কখনই অবৈধভাবে তাহার নিজস্ব'রূপে পরিণত করিতে পারে না। এরূপ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা-মাত্র দেখাইলেও মায়া ঐরূপ অদৈব ব্যক্তিকে দণ্ডিত করে।

বর্ত্তমানে 'নায়ক-পূজা', 'বীরপূজা' প্রভৃতির নামে ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর বদ্ধজীব-সমূহের কৃষ্ণের অনুকরণ-পিপাসা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। একদিকে যেমন ত্যাগীর নামে প্রচ্ছন্ন ভোগিকুল নব্য অবতারবাদের আখ্‌ড়া-সমূহ গড়িয়া তুলিয়া 'য়্যাপোথিওসিস' বা মানবের ঈশ্বর-কল্পনার অদৈব বৃত্তি প্রদর্শন করিতেছে, অপরদিকে ভোগিসমাজের মধ্যেও কৃষ্ণকামের অনুকরণ-এষনা জীবকুলকে পতঙ্গের ন্যায় ভবদাবানলের ইন্দ্রিয়মেধযজ্ঞে টানিয়া আনিতেছে।

দেশে শুদ্ধ কৃষ্ণকথার দুর্ভিক্ষ এবং নৈসর্গিক বহির্ম্মুখতারূপ সংক্রামক মহামারীর প্রকোপে তদুপরি নব্য অবতারবাদের আখড়ার আসুরিক অভ্যুদয়ে যে বিষবৃক্ষ সর্ব্বত্র পল্লবিত হইয়াছে, তাহা হইতে কি গৌরশক্তি-যুগাচার্য্য-গণের চেতনামৃতবর্ষিণী বাণী আমাদিগকে রক্ষা করিবেন না?—বিষবৃক্ষের বিশ্বাসঘাতক আপাত-শীতল ছায়ার ছলনা হইতে আমাদিগকে শ্রীভক্তি-বিনোদের কল্যাণকল্পতরুর ছলনারহিত সুশীতল ছায়ায় লইয়া যাইবে না? আজ জগতের যে-দিকে তাকাই, সেই দিকে যে কেবল অদৈব নৃত্য! ধর্ম্মে কর্ম্মে, কাব্যে-সাহিত্যে, গানে-গন্ধে, ভাষায়-ভাবনায়, প্রেরণায়-প্ররোচনায় সর্ব্বত্রই বহির্ম্মুখতার বিষাগ্নুপাত! আজ কে রক্ষা করিবে?—কে আমাদিগকে পুনর্জীবন প্রদান করিবে?—কে-ই বা আত্মঘাতী আমাদিগকে—আত্মমঙ্গল-বরণে অনিচ্ছুক আমাদিগকে—পরমোপকর্ত্তায় হিংসকবুদ্ধিকারী আমাদিকে জোর করিয়া সেবাসিদ্ধান্ত-বিবেকামৃতৌষধি পান করাইবেন?—যদি গৌর-প্রেরিত মহাজনগণ জগতে অবতীর্ণ হইয়া চৈতন্যবাণী কীর্ত্তন না করিতেন?—যদি বীরপূজা, নায়কপূজা, মানবে ঈশ্বরকল্পনা প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন-পুত্তলিকতার সহিত অদ্বৈত। বৈষ্ণবপূজা, সদ্‌গুরুপূজা ও ভগবৎপূজার পার্থক্য বিচার-বিশ্লেষণের কষ্টিপাথরে প্রকাশ করিয়া না দেখাইতেন? অহো! আমাদের সৌভাগ্য জয়যুক্ত হউক্—পুনঃ পুনঃ জয়-নির্ম্মাল্য বরণ করিয়া জয়শ্রীর মহোৎসবে নন্দিত হইয়া উঠুক। অহো! চৈতন্যচরণচারণগণ আজ "জয়ন্তী"র জয়গাথা গাহিয়া আমাদিগের সুপ্ত চেতনকে গুরুগৌড়ীয়-গৌরবের উদ্বোধন-মহামন্ত্রে দীক্ষিত করুক—জয়শ্রী যাঁহার চরণচন্দ্রিকায় লীলাস্বয়ম্বর-রসমাধুরী লুণ্ঠন করেন, সেই নন্দকুলচন্দ্রমার জন্মলীলার জয় ঘোষণা করিয়াই জয়ন্তলক্ষ্মী স্বারাজ্য বিস্তার করুক।

সংবাদ-সমীক্ষা

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে

শ্রীঝুলনযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজের আনুগত্যে মঠবাসীবৃন্দের প্রচুর উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউর হিন্দোলন-লীলানুষ্ঠান সাড়ম্বরে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ২১শে শ্রাবণ (ইং ৬।৮।৭৬) শুক্রবার হইতে ২৫শে শ্রাবণ (ইং ১০।৮।৭৬) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবস-ব্যাপী প্রত্যহ মঙ্গলারতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও নাম-সংকীর্ত্তন ও ছায়াচিত্র-যোগে রাম ও কৃষ্ণাদি-লীলা এবং বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতাদি প্রদত্ত হইয়াছিল। বক্তৃতা-সভায় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীমদ্ বৈষ্ণব মহারাজ দার্শনিক যুক্তিপূর্ণ ও প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারী জীউর অপ্রাকৃত রসের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত বিনোদন করিয়াছিলেন। তৎপর শ্রীপাদ রমাপতি ভক্তসুহৃদ, শ্রীপাদ রাধারমণ দাসাধিকারী, B. A. ও শ্রীপাদ রাঘবেন্দ্র দাসাধিকারী বিভিন্ন দিবসে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণে পূজ্যপাদ সভাপতি-মহারাজ ঝুলন ও শ্রীবলদেব-তত্ত্ব সম্বন্ধে সরল ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন। উৎসবের প্রথম ও শেষ দিবসে ব্যাণ্ড পার্টীসহ শোভাযাত্রা করিয়া নগর কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ষষ্ঠদিবসে উৎসব সমাপনান্তে আনুমানিক সহস্রাধিক সমাগত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদাদি দানে আপ্যায়িত করা হয়। এতৎ সম্পর্কে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ বৈষ্ণব মহারাজের আপ্রাণ সেবাপ্রচেষ্টা এবং শ্রীপাদ যশোদানন্দন ব্রজবাসী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবাণীনাথ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ জয়দেবদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীশিবানন্দ দাসাধিকারী প্রভুদের সেবাতিশয্য উল্লেখযোগ্য। তদনন্তর বিশেষ আনন্দের সহিত উল্লেখ করা যাইতেছে যে, ভক্ত শিবানন্দের তিন বর্ষ বয়স্ক শিশু শ্রীমান্ গোবিন্দের অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী দর্শক-বৃন্দের প্রাণে বিপুল আনন্দ ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছিল।

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, শ্রীপাদ জয়দেব ব্রহ্মচারী প্রভু প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের মধ্যেও বিভিন্নস্থানে প্রচারপূর্ব্বক সেবানুকূল্য সংগ্রহদ্বারা এই উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করায় যেরূপ সেবাচেষ্টার নিদর্শন দেখাইয়াছেন তাহা বিশেষ আদর্শস্থানীয়। —শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রী শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী-উৎসব

অন্যান্য বৎসরের স্মৃতি স্মরণ করিয়া এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ শ্রী শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস বিগত ৯ই হৃষীকেশ, ১লা ভাদ্র (ইং ১৮।৮।৭৬) বুধবার দিন বিশেষ আড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। সমস্ত মঠে ইহা প্রতিপালিত হইলেও সমিতির আকর মঠ শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ইহা বিপুল উদ্দীপনার সহিত উদ্‌যাপীত হয়।

পরব্রহ্ম সনাতন স্বরাট্ পুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগীতার বাণী—"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"—রক্ষার্থে কখন কখন নিজে বা কখন তাঁহার নিজজনগণ এই পরিদৃশ্যমান জগতে কৃপাপূর্ব্বক প্রকটিত হইয়া অসুরগণের ভীতির এবং ভক্তগণের আনন্দের হেতু হন। তিনি নিজে 'অজ' হইয়াও যে-জন্মলীলা করেন উহা অপ্রাকৃত এবং দিব্য—যাহা অনর্থ-নিপীড়িত বদ্ধজীবগণ অবগত হইতে পারে না। তাই তিনি শ্রীগীতার মাধ্যমে আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্……" কিন্তু মূঢ় ও অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ কর্ম্ম-জড়বাদকে বহুমানন করায় ভগবানের জন্মলীলা-বৈশিষ্ট্য অবগত হইতে না পারিয়া ঈশ্বরকেও জন্ম-কর্ম্মের অধীন বলিয়া বিবেচনা করত জীব ও ঈশ্বর একাকার করিয়া দুর্দ্দৈব বশতঃ আঁধারের দিকে এগিয়ে যায়।

এই তমিস্রার হাত হইতে রক্ষা করার জন্য ভগবদ্ভক্তগণ অমৃতের বাণী বিতরণপূর্ব্বক অহৈতুকী কৃপাদান করিয়া জগতের মঙ্গল-বিধানের ব্যবস্থা করেন। তাই কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণগাথা, কৃষ্ণচিন্তা,—আলোচনাই জয়ন্তী-উৎসবের বিষয়বস্তু। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ আরম্ভ হইয়া রাত্র ১২টা পর্য্যন্ত অনুবৃত্তি হয়।

এতদ্ব্যতীত কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলা-প্রদর্শনীর যে প্রস্তুতি লওয়া হয় উহা জয়ন্তী-দিবসে সেই প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করিয়া

সৎশিক্ষার ধারা অবগত করাইবার জন্য প্রদর্শনী-কালে প্রত্যেক বিভাগের বিষয়বস্তুগুলি দর্শনার্থীগণকে প্রাঞ্জল-ভাষায় ব্যক্ত করা হয়। উক্ত প্রদর্শনী শ্রীরাধাষ্টমী-ব্রত পর্য্যন্ত অর্থাৎ এক পক্ষকাল প্রদর্শীত করিয়া প্রত্যহই কৃষ্ণলীলা-মাধুর্য্য সহস্র সহস্র আগন্তুকের হৃৎকর্ণে পৌঁছাইয়া দিবার প্রচেষ্টা ধর্ম্ম-জগতের এক মহাবদান্যতা।

শুধু তাই নয়, উপবাসের পর দিন শ্রীনন্দোৎসব-দিবসে বহু উপকরণ সমন্বিত দ্রব্যাদি মধ্যাহ্নে নিবেদন করিয়া আগন্তুক মাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরিশেষে অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাই যে, শ্রীজন্মষ্টমী-কালে যে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল তাহার প্রস্তুতির পুরোভাগে শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী ও শ্রীস্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারীর সেবাপ্রচেষ্টা সর্ব্বোপরি উল্লেখযোগ্য। এই প্রচেষ্টা সাফল্য হওয়ায় তাহারা সমিতির সদস্যবৃন্দের নিকট বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

সাধুসঙ্গে শ্রী শ্রীঅমরনাথ দর্শন

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন মহারাজের** প্রেরণায় সমিতির তিনজন ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ হরিসাধন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রামানন্দ ব্রহ্মচারী, ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরস্থ শ্রীশ্রীঅমরনাথ দর্শনার্থীগণের এক পরিক্রমা-পার্টী পরিচালনা করেন। ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৮৩ সাল (ইং ৩১।৭।৭৬) শনিবার বেলা ১১-৫০ মিঃ জম্মু-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস-যোগে স্লিপিংকোচে শুভযাত্রা আরম্ভ হয়। আমি যাত্রীদের মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে কিছু বিবরণ লিখিবার বাসনায় লেখনী ধারণ করিলাম; এ আমার ধৃষ্টতা। কারণ লেখার ক্ষমতা আমার নাই, তথাপিও লিখিবার চেষ্টা করিতেছি—সাধুগুরুবৈষ্ণবের কৃপাপ্রার্থনা করিয়া।

১৯৬০ কি. মি. সুদীর্ঘ রেলপথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে আমরা ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের পাদদেশে অবস্থিত জম্মু-তাওয়াই রেল ষ্টেশনে ইং ২।৮।৭৬ সোমবার সকাল ৭।৩০ মিনিটে মঙ্গলমত পৌঁছিলাম। যাত্রা পথে আমাদের কোন উদ্বেগ পাইতে হয় নাই। কারণ, মঠের প্রভুরা যাত্রীবৃন্দের সুখ-বিধানের জন্য যথোপযুক্ত সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

আমরা জম্মুতাওয়াই রেল ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই লোকমুখে জানিতে পারিলাম যে-গত ৩১।৭।৭৬ হইতে শ্রীনগর যাইবার রাস্তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ

হইয়া গিয়াছে—প্রবল বারিপাত ও ধ্বস নামার জন্য। অথচ, এ সম্বন্ধে কাশ্মীর-টুরিষ্ট-কেন্দ্র হইতে কোন ঘোষণার ব্যবস্থা জম্মু রেলষ্টেশনে করেন নাই। হাজার হাজার মাইল দূর হইতে আগত যাত্রীসাধারণকে আশ্বাস-বাণী দেওয়ার জন্য কোন বন্দোবস্তই জম্মু-কাশ্মীর সরকার করেন নাই; ইহা অতীব দুঃখের কথা। কিভাবে যাত্রীগণ তাহাদের অভীষ্ট যাত্রাপথে যাইবে সে-সম্বন্ধে জম্মু-কাশ্মীর সরকারের কোন প্রতিনিধি রেল ষ্টেশনে নাই; State transport হইতেও সঠিক কোন সংবাদ পরিবেশন করিবার ব্যবস্থাও দেখিলাম না। যাত্রী-সাধারণ নিজেদের প্রয়োজনে রেলষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরে জম্মু শহরে গিয়া অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হন; অর্থেরও অপচয় ও থাকাখাওয়ারও অসুবিধা দেখা দিয়াছিল। আমরাও শহরের ভিতরে গিয়া Transport Companyর নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে Road clear-এর order এখনও আমরা পাই নাই; তবে আগামী কাল হইতে চলার আশাকরা যাইতে পারে।

মঙ্গলবার (৩।৮।৭৬) ভোর ৫টা হইতে জম্মুরেল ষ্টেশনের সন্নিকটবর্ত্তী শ্রীনগর বাসটিকিট-কাউন্টারে শারিবদ্ধ-ভাবে বহু যাত্রী দাঁড়াইয়া টিকিটের আশায় অপেক্ষমান; ৭।৩০ মিঃ জানান হইল যে আপনাদের কোন সুখবর আমরা দিতে পারিলাম না। যাত্রীগণ নিরাশ হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছেন। অবশেষে সকাল ৯ টার সময় পহেলগাঁওর জন্য বাস টিকিট দেওয়া আরম্ভ হইল। আমরাও অনেক কষ্টে বাসটিকিট সংগ্রহ করিলাম। ১০ টার সময় আমাদের বাস রেলষ্টেশনে পৌঁছিল। আমরা আমাদের বাসে আরোহণ করিলাম অনন্তনাগ হইয়া পহেলগাঁ যাইবার জন্য। আমরা মোট ২৪ জন আরোহী পহেলগাঁর পথে যাত্রা সুরু করিলাম। অন্যান্য বাসও যাত্রীসহ যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে। অর্থাৎ একই সঙ্গে আগেপিছে ৪০।৫০ খানা বাস একই রাস্তা ধরিয়া দ্রুতবেগে ধাবমান।

জম্মু শহর হইতে ক্রমে ক্রমে পাহাড়ী রাস্তা আরম্ভ হইল। চড়াই-উতরাই পাহাড় ডিঙ্গিয়া বাস চলিতেছে দ্রুতগতিতে। নীচের খাদ প্রায় ১৪০০।১৫০০ ফুট গভীর, পতন হইলে জীবনে রক্ষা পাওয়া কঠিন। তবু শ্রীঅমরনাথজীর দর্শন-কামনায় আমরাও দৃঢ়সংকল্প। নীচের খাদ দিয়া জলস্রোত প্রবল বেগে গর্জ্জন করিতে করিতে প্রবাহিত। Driver খুব সতর্কের সহিত বাস চালাইয়া যাইতেছেন।

বাস চলিতে চলিতে হঠাৎ Brake fail হইয়া যাওয়াতে Driver যাত্রী-দিগকে প্রাণে বাঁচাইবার জন্য বাম দিকে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাস উল্টাইয়া রাস্তায় পড়িয়া যায়। তখন সময় বৈকাল ৫।১০ মিঃ—ঘটনাস্থান 'পীড়া'; Bartala Police station-এর অধীন। জম্মু হইতে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূর।

ক্ষণিকের জন্য আমি স্তব্ধীভূত হইয়া যাই এবং বাসের আসন হইতে পড়িয়া বাসের মধ্যে শুইয়া আছি। উঠিয়া দেখি—বাস দুর্ঘটনায় পড়িয়াছে। যাত্রীগণ বাস হইতে আস্তে আস্তে নির্গত হইতেছেন। আমার পার্শ্বে আমার স্ত্রী মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া রক্তধারায় স্নাত প্রায়। যারা অক্ষত ছিলেন তাঁরা সকলে মিলিতভাবে বাসের ভিতর হইতে যাত্রীগণকে তুলিয়া বাহির করিয়া আনিলেন রাস্তার উপরে।

রাস্তায় ভীড় জমিয়া গেল। পিছের গাড়ীগুলির যাত্রীগণ আসিয়া আমাদের অবস্থা দেখিয়া সহানুভূতি দেখাইলেন। কিন্তু দুর্গমযাত্রাপথে দুর্ঘটনার সাথী কেহ হইতে চাহেন না; মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া আর কিছুই নাই। শ্রীভগবানের অশেষ করুণায় আমরা এযাত্রায় রক্ষা পাইয়া গেলাম। এরূপ দুর্গম রাস্তাতে আমাদের সকলের প্রাণ বাঁচাতে অন্যান্য যাত্রীগণ অবাক হইয়া গেলেন। আমরা ভগবৎভক্তের সঙ্গে আসিয়া নিশ্চয়ই ভগবানের অশেষ করুণালাভ করিয়া বাঁচিয়া গেলাম। গেরুয়াবেশধারী বাঙ্গালী সাধুদের দেখিয়া অপর বাসের যাত্রীগণ অবাক-বিস্ময়ে আমাদের দিকে তাকাইয়া রহিলেন এবং বলিলেন—"রাখে কৃষ্ণ মারে কে; মারে কৃষ্ণ রাখে কে?"

জম্মু হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত রাস্তাটি Under Military Control. আমাদের এবম্বিত অবস্থা দেখিয়া একজন Military Officer তাঁর জীপে করিয়া গুরুতর আহত তিন জনকে ঐ পথে প্রায় ১০ মাইল দূরে রামবন Health centre এ পৌঁছাইয়া দেয় প্রায় ৬ টায়। Ramban Health Centre-এ তিনজন মহিলা ভর্ত্তি হইলেন এবং মহিলা ও পুরুষ ডাক্তার তাঁদের যথাসাধ্য যত্নের সহিত চিকিৎসা করিলেন। আমাদের বাসের অন্যান্য যাত্রীগণ সন্ধ্যা ৭।৩০ মিঃ Bartala Police এর সাহায্যে রামবনে শ্রীসীতারাম-মন্দিরে পৌঁছেন এবং তথায় রাত্রি যাপন করেন। **(ক্রমশঃ)**

—**শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী**, ভক্তিভূষণ
চুঁচুড়া পুলিশবেতার অফিস, হুগলী।

বিরহ-তিথি-পূজায় আমন্ত্রণ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

৮ম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব



নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

১৯শে ভাদ্র, ১৩৮৩ ; ইং ৫।৯।৭৬

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ৩০শে পদ্মনাভ, ২১শে আশ্বিন (ইং ৮।১০।৭৬) শুক্রবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ৮ম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবান্ধব যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার-দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা ; পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী ঃ—

২১শে আশ্বিন, ইং ৮।১০।৭৬ শুক্রবার—

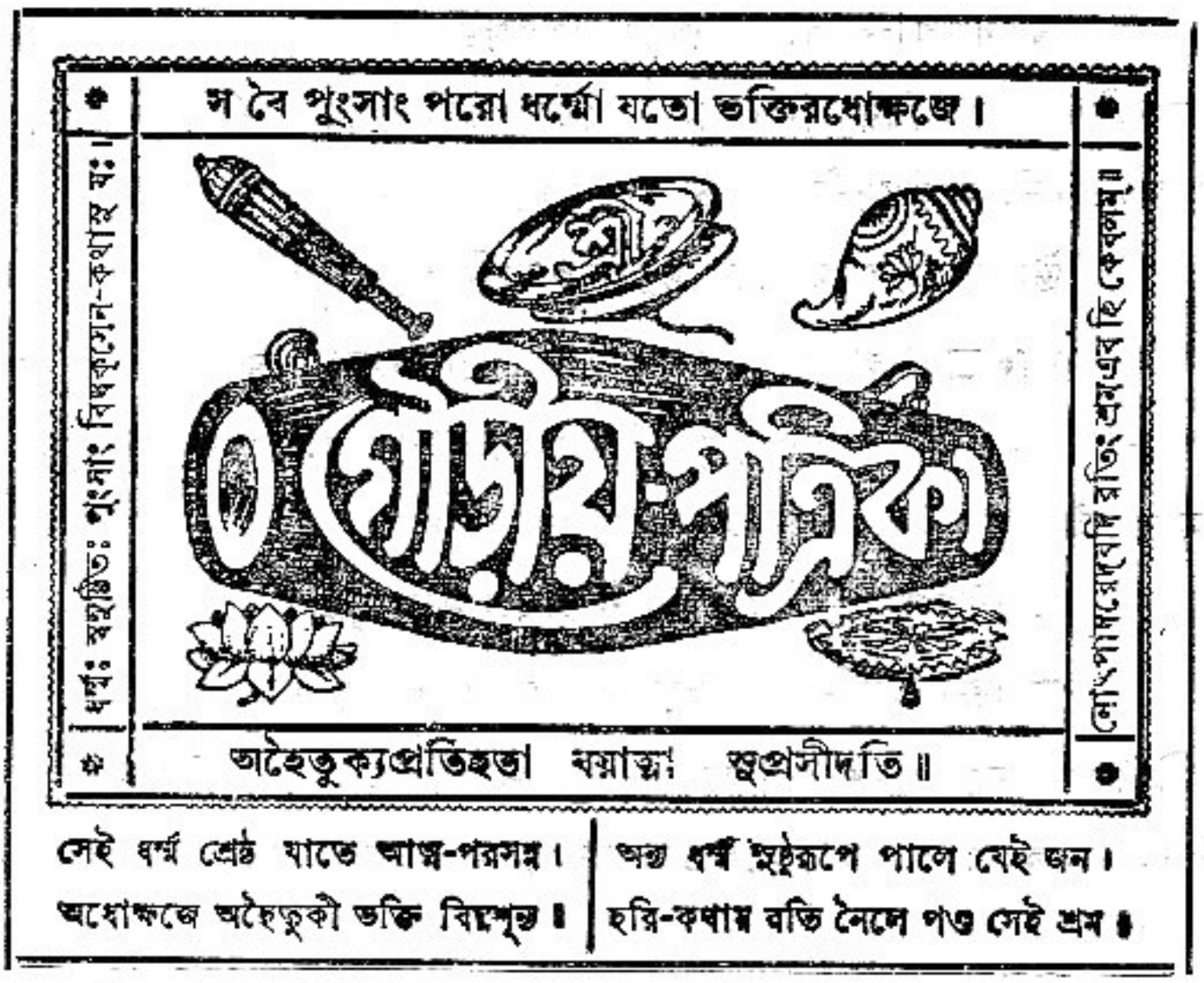
প্রাতে—মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্নে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



২৮শ বর্ষ { গর্ভোদশায়ী, ৯ পদ্মনাভ, ৪৯০ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩১ আশ্বিন, ১৩৮৩; ইং ১৭।৯।১৯৭৬ } ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমদানন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্

শ্রীমদ্দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[প্রথমাধ্যায়ঃ]

বন্দে বন্দ্যং সদানন্দং বাসুদেবং নিরঞ্জনম্।
ইন্দিরাপতিমাদ্যাদি-বরদেশ-বরপ্রদম্ ॥ ১ ॥

যিনি ব্রহ্মপ্রমুখ বরদেশ্বরগণের প্রতিও বরপ্রদ এবং নিখিল লোকের বন্দনীয়, সেই কমলাপতি সদানন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীবাসুদেবকে বন্দনা করি ॥১॥

নমামি নিখিলাধীশ-কিরীটাঘৃষ্ট-পীঠবৎ।
হৃত্তমঃশমনেঽর্কাভং শ্রীপতেঃ পাদপঙ্কজম্ ॥ ২ ॥

আমি ভক্তগণের হৃদয়-তিমির-বিনাশনে সূর্য্যপ্রতিম শ্রীহরিপাদপদ্মকে প্রণাম করি। নিখিল-লোকপালগণ প্রণামকালে নিজ নিজ কিরীটের অগ্রভাগ দ্বারা উক্ত শ্রীপাদপদ্মযুগলের পীঠ বা আসনকে সম্যগ্‌ভাবে ঘর্ষণ করেন ॥২॥

জাম্বুনদাম্বরাধারং নিতম্বং চিন্ত্যমীশিতুঃ।
স্বর্ণমঞ্জরী-সংবীতমারূঢ়ং জগদম্বয়া ॥ ৩ ॥

জগদীশ্বর শ্রীহরির নিতম্বদেশ সৌবর্ণবসনাবৃত, স্বর্ণমঞ্জরী-পরিবেষ্টিত এবং জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবী-কর্ত্তৃক আরূঢ়রূপে চিন্তনীয় ॥ ৩ ॥

উদরং চিন্ত্যমীশস্য তনুত্বেঽপ্যখিলম্ভরম্।
বলিভ্রয়াঙ্কিতং নিত্যমুপগূঢ়ং শ্রিয়ৈকয়া ॥ ৪ ॥

তাঁহার উদরভাগ তনু (সূক্ষ্ম), অথচ বিশ্বম্ভর, ত্রিবলিচিহ্নযুক্ত এবং একমাত্র শ্রীদেবীকর্ত্তৃক আলিঙ্গিতরূপে ধ্যেয় ॥ ৪ ॥

স্মরণীয়মুরো বিষ্ণোরিন্দিরাবাসমীশিতুঃ।
অনন্তমন্তবদিব ভুজয়োরন্তরং গতম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীবিষ্ণুর বক্ষোদেশ ইন্দিরাদেবীর আবাসস্থলীরূপে চিন্তনীয়। উহা স্বরূপতঃ অনন্ত বা অসীম হইলেও ভুজযুগলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সসীমের ন্যায় প্রতীয়মান ॥ ৫ ॥

শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্ম-ধরাশ্চিন্ত্যা হরের্ভুজাঃ।
পীনবৃত্তা জগদ্রক্ষা-কেবলোদ্‌যোগিনোঽনিশম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীহরির ভুজ-চতুষ্টয় শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-বিভূষিত, পীন (স্থূল) ও সুগোলাকার এবং জগতের রক্ষারূপ একমাত্র কৃত্যে নিরন্তর নিযুক্তরূপে স্মরণীয় ॥ ৬ ॥

সন্ততং চিন্তয়েৎ কণ্ঠং ভাস্বৎকৌস্তুভভাসকম্।
বৈকুণ্ঠস্যাখিলা বেদা উদ্‌গীর্য্যন্তেঽনিশং যতঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীহরির কণ্ঠদেশ সমুজ্জ্বল কৌস্তুভমণিরও সমুদ্ভাসক এবং উহা হইতে নিরন্তর নিখিল বেদরাশি উচ্চারিত হইতেছে, ইহা সর্ব্বদা চিন্তা করিবে ॥ ৭ ॥

স্মরেচ্চ যামিনীনাথ-সহস্রামিতকান্তিমৎ।
ভবতাপাপনোদীড্যং শ্রীপতের্ম্মুখপঙ্কজম্ ॥ ৮ ॥

কমলাপতির শ্রীমুখকমল সহস্রচন্দ্রের অতুলকান্তিযুক্ত ও ভবসন্তাপবিনাশন এবং নিখিল-লোক-প্রশংসনীয়রূপে ধ্যান করিবে ॥ ৮ ॥

পূর্ণানন্দ-সুখোদ্ভাসি মন্দস্মিতমধীশিতুঃ।
গোবিন্দস্য সদা চিন্ত্যং নিত্যানন্দপদপ্রদম্ ॥ ৯ ॥

ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের মন্দহাস্য অদ্বিতীয় পূর্ণসুখের উদ্ভাসক এবং নিত্যানন্দ-ধামপ্রদ, ইহা সর্ব্বদা চিন্তা করিবে ॥ ৯ ॥

স্মরামি ভবসন্তাপহানিদামৃতসাগরম্ ।
পূর্ণানন্দস্য রামস্য সানুরাগাবলোকনম্ ॥ ১০ ॥

পূর্ণানন্দ-স্বরূপ জগদভিরাম শ্রীহরির অনুরাগময় অবলোকনভঙ্গী আমি স্মরণ করিতেছি। উহা ভবসন্তাপনাশন অমৃতসিন্ধুস্বরূপ ॥ ১০ ॥

ধ্যায়েদজস্রমীশস্য পদ্মজাদি-প্রতীক্ষিতম্ ।
ভ্রূভঙ্গং পারমেষ্ঠ্যাদি-পয়দায়ি বিমুক্তিদম্ ॥ ১১ ॥

শ্রীহরির ভ্রূভঙ্গ পারমেষ্ঠ্যাদি ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই প্রদান করে বলিয়া ব্রহ্মাদি লোকপালগণও তাহার প্রতীক্ষা করেন। ঈদৃশ ভ্রূভঙ্গ নিরন্তর ধ্যান করিবে ॥ ১১ ॥

সন্ততং চিন্তয়েঽনন্তমন্তকালে বিশেষতঃ ।
নৈবোদাপুর্গৃণন্তোঽন্তং যদ্‌গুণানামজাদয়ঃ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহার গুণরাশি কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই, আমি সেই অনন্তকে নিরন্তর, বিশেষতঃ অন্তকালে চিন্তা করি ॥ ১২ ॥

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী উপলক্ষে
শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাট্যমন্দির
তারিখ—২রা আশ্বিন (১৩৩৮), ১৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৩১)
সময়—রাত্রি ৮ —৯৷৷০ ঘটিকা।

শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠকগণ যাঁ'র একমাত্র সেবক হইবার আশা পোষণ করেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে যাঁ'র নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ নাই, ভগবানের সেই সর্ব্বস্ব বস্তু আমাদের সকল অহঙ্কার বিনাশ ক'রে তাঁ'র পদতলে আশ্রয় প্রদান করুন।

আজ তাঁ'রই আবির্ভাবের দিবস। যিনি সকল প্রাণীকে ভগবানের নানা প্রকার প্রসাদ সংগ্রহ ক'রে দিবার জন্য সর্ব্বদা বদান্যবরা, সেই মহাবদান্য-স্বরূপিণী আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূতা—প্রকটিতা হউন। তাঁ'র আবির্ভাব আমাদের আরাধ্য-ব্যাপার হউক।

আমরা সাধারণতঃ লোকের নিকট শু'নে আস্‌ছি, গোবিন্দ সকল বস্তু বা সমস্ত পৃথিবীকে পালন করেন। সেই গোবিন্দ যাঁ'কে সর্ব্বস্ব বিচার ক'রে থাকেন, সেই বস্তুর আনুগত্য ব্যতীত আমাদের সর্ব্ব শব্দের অর্থের উপলব্ধি হয় না। 'স্ব' শব্দে—নিজ, 'স্ব' শব্দে—ধন ; যিনি গোবিন্দের 'স্ব' অর্থাৎ নিজ, আর যিনি গোবিন্দের 'স্ব' অর্থাৎ ধন, গোবিন্দের সকল ধন তিনি—যে ধনে গোবিন্দ ধনী। সেই বস্তু গোবিন্দের সর্ব্বস্ব বস্তু। তিনি যদি আমাদের আরাধ্য বিষয় হন, তা' হ'লে আরাধনা কি জিনিষ বুঝ্‌তে পার্‌ব।

ভগবদ্‌বস্তুকে ভজনীয় বস্তু ব'লে সকল শাস্ত্র তারস্বরে গান করেন। তিনি ব্যতীত আর অন্য কোন বস্তু আরাধ্য শব্দ-বাচ্য হ'তে পারে না। আমাদের তাৎকালিক অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন সেই বস্তুর অনুসন্ধান-রহিত হ'য়ে তাঁ'র প্রেমা হ'তে বঞ্চিত হই। সেইকালে অনর্থ এসে সেই বস্তুকে অন্য বস্তু ব'লে ভ্রান্তি করায়। আমাদের প্রয়োজন যে অর্থ, তদ্‌বিপরীত বিষয়ই অনর্থ। আমাদের মনোহভীষ্ট প্রাপ্য অর্থ বা সিদ্ধির যদি সেবা না করি—সেবা বিষয়ে শিক্ষা লাভ না করি তা' হ'লে আমরা নিজের অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে সেব্যের পরিবর্ত্তে আর কিছুকে সেবা ক'রে বস্‌ব।

ভগবৎপ্রেমাই যে একমাত্র আরাধ্য, এ কথা সুষ্ঠুভাবে লাভ করি যাঁ' হ'তে, তাঁর গণে গণিত হ'বার প্রবল আশায় জীবিত থাক্‌ব, নতুবা হাজার বার মরে যাওয়াই আমাদের ভাল।

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালোময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরুবকারিণাপি ॥
হা নাথ গোকুলসুধাকর সুপ্রসন্ন-
বক্ত্রারবিন্দমধুরস্মিত হে কৃপার্দ্র।
যত্র ত্বয়া বিহরতে প্রণয়ৈঃ প্রিয়ায়া-
স্তত্রৈব মামপি নয় প্রিয়সেবনায় ॥

ভক্তগণের যে একমাত্র অভিলষণীয় আশা, সেই অমৃতসিন্ধুময়ী আশা কোন্ সময়ে ফলবতী হ'বে, এই আশায় জীবনধারণ করাটা প্রয়োজনীয় বোধ কর্‌ছি। কিন্তু আমাদের উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি না হওয়ায় সেই আশা পূর্ণতা লাভ কর্'ছে না—আশার সফলতা হচ্ছে না। সেই আশা যদি আজও পূর্ণ না হয়,

আজও যদি গোবিন্দ-সর্ব্বস্বের আবির্ভাব হৃদয়ে প্রকাশিত না হন, তবে আমরা বঞ্চিত। আমাদের তুল্য ভাগ্যহীন জগতের ইতিহাসে আর পাওয়া যা'বে না। ভগবানের ধাম—ভগবদ্‌বস্তু, সমস্তই যাঁ'র কৃপায় লাভ ঘটে, তাঁ'র সেবায় যদি বঞ্চিত হই, যদি তাঁ'র পরিচয় না পাই, শ্রীমদ্ভাগবতের আঠার হাজার শ্লোক পাঠকালে তাঁ'র সন্ধান যদি না পাই, তবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

তাঁ'র পরিচয়ে পরিচিত হ'য়ে শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে যে উন্নত উজ্জ্বল রসের কথা বলেছেন এবং ভাগবতের সেবা কত রকমে কর্‌তে পারা যায়—অবিমিশ্রা সেবা কিরূপভাবে কর্‌তে পারা যায়, সেই কথা যখন বলেছেন, তখনই আমরা উজ্জ্বল রস ব'লে একটা ব্যাপার বুঝ্‌তে পারি। ব্যতিরেক-ভাবে অনুজ্জ্বল রসের ব্যাপার—ক্ষীণ-প্রভ রসের অনুপাদেয়তাও জান্‌তে পারা যায়।

ভগবান্‌কে সেবা কর্‌বার জন্য ভগবান্ স্বয়ং কত প্রকারে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ভগবান্‌কে সুষ্ঠুভাবে সেবা ক'রে যিনি ভগবানেরও সেব্য বস্তু হ'য়েছেন, সেই পদার্থকে আমাদের সর্ব্বতোভাবে জানা আবশ্যক। তাঁ'র পাদপদ্মে আমাদের আত্মার অনুরাগ প্রকটিত কর্‌তে হ'লে যাঁ'রা তাঁ'র স্তাবক, তাঁ'রাই আমাদিগকে তাঁ'র সেবায় অধিকার দিতে পারেন। সেবা কর্‌বার বুদ্ধি ও শক্তি তাঁ'র আনুগত্যপ্রিয় জনগণের সঙ্গে লাভ হয়—তাঁ'র সেবাই আমাদের পরম প্রয়োজনীয় বিষয় ব'লে উপলব্ধি হয়।

সেই বস্তুটি যখন ভগবানের সর্ব্বস্ব ব'লে আমরা মহাজনের উপদেশাবলী হ'তে সংগ্রহ কর্‌তে পারি, তখন আরাধনা-কার্য্যের সুষ্ঠুতা একমাত্র তাঁ'তেই আছে জেনে তাঁ'র সেবায় অগ্রসর হই। আজ থেকে—তাঁ'র আবির্ভাব-দিবস থেকে তাঁ'র দাস্যে নিযুক্ত হ'লে পরম মঙ্গল আমাদের অধিকারের মধ্যে আস্‌বে।

সকলেই যে আমরা চরম মঙ্গল প্রার্থী, তা' নহে। কিন্তু কোন অজ্ঞাত সুকৃতিক্রমে যদি পরম মঙ্গলের আকর-স্বরূপা বৃষভানু-নন্দিনীর গণস্থ কাহারও সঙ্গে আমাদের তাঁ'র অকৃত্রিম কথা শুন্‌বার সত্য সত্য সৌভাগ্য লাভ হয়, তা' হ'লে আমাদেরও চরম মঙ্গলের পথে যাত্রা কর্‌বার প্রেরণা লাভ হ'তে পারে।

যিনি অখিল রসামৃতমূর্ত্তি নন্দ-নন্দনের সর্ব্বস্ব, তাঁ'র সেবা এবং তাঁ'র অনুগত জনগণের সেবায় বঞ্চিত হ'য়ে কখনও গোবিন্দ-সেবায় অধিকার লাভ

হয় না। প্রথমে তাঁ'র (শ্রীমতী রাধিকার) পরিচয় পেতে হ'লে তাঁ'র নামের পরিচয়ের আবশ্যক মনে করি ; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকালে আপাত দৃষ্টিতে তাঁ'র নামটি দেখ্‌তে পাই না, কেবল তাঁ'র রূপের কথা, গুণের কথা, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার কথার আলোচনা পাই। গোবিন্দ-সর্ব্বস্বের নাম বাদে আর সকল কথা যেন শ্রীমদ্ভাগবতে পাই। নামটি যেন শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হচ্ছে না। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে পাই,—

জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥ (ভাঃ ২।৯।৩০)
কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥
তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা। (ভাঃ ১১।১৪।৩-৪)

ভগবান্ আদি পুরুষ ব্রহ্মাকে এই সকল কথা ব'লেছিলেন ; কিন্তু কাল-প্রভাবে জরা-মরণ-ধর্ম্মের বশীভূত বিচার-প্রণালীতে লোক ভগবানের কথা বিস্মৃত হ য়েছিল।

জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥

আমি বল্‌ছি, তুমি শ্রবণ কর, গ্রহণ কর। আমার জ্ঞান পরম গোপনীয়। বিজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞান, রহস্য-সহিত জ্ঞান—পরম গুহ্য। রহস্য—রহসি স্থিতঃ—বাইরের দিকের বিচারে সেগুলি ধর্‌তে পারা যায় না—রহস্যাঙ্গ ধর্‌তে পারা যায় না। বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতে থাকার দরুণ আত্মবিৎ এর চরণাশ্রয় করা যে একান্ত প্রয়োজন, তা' বিস্মৃত হয়েছি। সেই জ্ঞান দেওয়ার জন্য ভগবান্ সর্ব্বদা প্রস্তুত।

ভগবান্ ব্রহ্মাকে বল্‌ছেন্—"আমি বল্‌ছি, তুমি শ্রবণ কর, তুমি গ্রহণ কর ; আমার কৃপা ব্যতীত কাহারও শ্রবণ কর্‌বার বা গ্রহণ কর্‌বার অধিকার নেই। আমার কৃপা-দ্বারা কেবল তাঁ'রই সেই রহস্যজ্ঞান লাভ কর্‌বেন—যাঁ'রা আমার কথা শ্রবণ কর্‌বেন ; আমি যে প্রকার, আমার যে রূপ, আমার যে স্বরূপ, আমার যে গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য, লীলা—সাধারণ ভাবনাবর্ত্ম অতিক্রম ক'রে যে অপ্রাকৃত রসময়ী লীলা, তা' আমার কৃপাশক্তি ব্যতীত লাভ হয় না। অখিল সদ্‌গুণের একমাত্র আধার আমি। যে রজস্তমোমিশ্র সদ্‌গুণের কথা বল্‌ছি না—যা' জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের কারণ হ'য়ে অবস্থিতি করে, সেই গুণ-বিশিষ্ট ও কার্য্যের কারক যে আমি—আমি যে মূল

আকর বস্তু, তা' জানতে পারা যায় আমার অনুগ্রহ লাভ কর্‌লে। এইজন্য 'মদনুগ্রহ' শব্দটি ব্যবহার কর্‌লেন। ভগবানের অঙ্গের খবর, রহস্যের খবর, বিজ্ঞানের খবর—কেবল চেতনময়বিজ্ঞান; তদ্রূপ-বৈভবের খবর—পরম গোপনীয় অদ্বয়জ্ঞান, যা' কোন দিন কোন কারণে প্রবর্ত্তিত হয় না, সেই নিত্য পরমগুহ্যজ্ঞান একমাত্র ভগবৎকৃপাতেই লাভ হয়। এই সরহস্য জ্ঞানের কথা চতুঃশ্লোকী শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে অভিব্যক্ত। শ্রীগৌরসুন্দর তা' জগতের নিকট উদ্ঘাটিত ক'রে জানিয়েছেন, তাই ভাগ্যবন্ত আমরা। এই যে রহস্যের কথা বল্‌ছেন, কিন্তু যাঁ'কে নিয়ে সেই রহস্য, তাঁ'র নামটি উচ্চারণ করেন নাই। সেই জিনিষটি রহস্য ব'লে—অনভিজ্ঞ-সম্প্রদায়ের নিকট প্রকাশ্য নহে ব'লে প্রকাশ করেন নাই। ঐ সকল লোক ভাগবতের নন্দ-নন্দনের লীলার কথা শু'নে শ্রদ্ধান্বিত হওয়া দূরে থাকুক, ঐ সকল কথা পরিহার ক'রে জড়ের ধারণার অনুকূলে নির্ব্বিশেষভাব-মাত্র বিচার করেন। কেউ বা তাঁ'কে বিলীন হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন। শ্রবণের অভাবে আপাতদর্শনে এরূপ বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়। প্রচুর পরিমাণে ভগবৎ-সেবাবৈমুখ্য থাকায় ভগবদ্ভক্তির স্বরূপ তাঁ'দের অবগতির বিষয় হয় না। আমাদের সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে রসময়ী পরমেশ্বরীর আবির্ভাব-দিবস রবিচক্রে উপস্থিত হ'য়েছে। ভ্রাম্যমান্ রবি পরমেশ্বরীর প্রাকট্য উদ্ঘাটন কর্‌ছেন। সুতরাং সেই দেবগণও রহস্য-উদ্ঘাটনের জন্য আজ আমাদের পরম অনুকূল।

আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে—রহস্যবিৎ ব্যক্তির শরণাপন্ন হওয়া। মনোহরদাস নামে এক কবি বলেন,—

রাধা-পদ-পঙ্কজ ভকত কি আশা।
দাস মনোহর কর ত' পিয়াসা॥

শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণের অভীষ্ট বস্তু একমাত্র রাধাপদসেবা—

শ্রীরাধাপদদাস্যমেব পরমাভীষ্টং হৃদা ধারয়ন্।
কর্হিস্যাং তদনুগ্রহেণ পরমাদ্ভুতানুরাগোৎসবঃ॥

শ্রীজয়দেবও তাঁ'র অষ্টপদীর মধ্যে ব'ল্‌ছেন,—

কংসারিরপি সংসার-বাসনা-বদ্ধ-শৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥

রাসস্থলীতে গোপীসকল উপস্থিত, শ্রীগোপীনাথ রসক্রীড়ায় প্রমত্ত। বার্ষভানবী রাসস্থলীতে উপস্থিত হ'য়ে দেখ্‌ছেন, অসংখ্য গোপী মণ্ডলী-নৃত্য ভগবানের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত। তা'তে বৃষভানুজার মনে ধিক্কার হচ্ছে,—

"আমার কৃষ্ণ আজ অপরের করায়ত্ত! আমার অনুগত জনগণ আজ সম্ভোগ-লীলায় ব্যস্ত।" সুতরাং তাঁ'দের সম্ভোগরসের পুষ্টিকারক বিপ্রলম্ভ ভাবের সংবর্দ্ধনের জন্য বার্ষভানবী রাসস্থলীতে যোগদান কর্‌বার পরিবর্ত্তে অন্যত্র চ'লে গেলেন। এখানেই শ্রীজয়দেব প্রভু ব'লেছেন, কংসারি কৃষ্ণ কখনও রাসস্থলী ভঙ্গ ক'রে সংসার বাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলা রাধাকে হৃদয়ে ল'য়ে অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন। রাধিকার আনুগত্য ক'রে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণের যে নিপুণতা দেখা যায়, তা' ঐকান্তিকী কৃষ্ণসেবাপরা চিত্তবৃত্তির অনুসারিণী নহে। গোপীসকল রাধিকার কায়ব্যূহ হ'লেও কৃষ্ণ-সর্ব্বস্ব শ্রীমতী রাধিকার অনুগতা অভিমানী কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম আনন্দ-বিধান করিতে পারেন,—

শ্রীমান্‌রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

রাসরস-প্রবর্ত্তক, বংশীবটতটস্থিত শ্রীমদ্‌গোপীনাথ বেণুধ্বনি-দ্বারা গোপী-সকলকে আকর্ষণ কর্‌ছেন। তিনি আমাদের মঙ্গল-বিধান করুন।

গোবিন্দ-সর্ব্বস্বের আনুগত্য-রহিত যে সম্ভোগের বিচার, তা' আমাদের গ্রহণীয় নয়, ইহা প্রকাশ কর্‌বার জন্য অষ্টপদীর লেখক শ্রীমদ্ভাগবতের পরিশিষ্ট বিচার উদ্‌ঘাটন ক'রে বল্‌ছেন,—"তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ"—রাসে নিযুক্ত গোপী-সকলকে পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে হৃদয়ে ল'য়ে তাঁ'র অনুসন্ধানে ছুট্‌লেন। সকল গোপীর প্রেমের বন্ধন ক্ষীণা, দুর্ব্বলা, অরক্ষণশীলা। বার্ষভানবীর শৃঙ্খলের বড় বেশী জোর, তা' বড় শক্ত। তখন সেই গোপীসকল বৃষভানুনন্দিনীর অধিরূঢ় মহাভাবাশ্রিতা হ'য়ে—মোহন-মাদনাদি ভাবযুক্তা হ'য়ে কৃষ্ণান্বেষণে ছুট্‌লেন—তাঁ'রা সকলেই বুঝ্‌তে পার্‌লেন—গোবিন্দসর্ব্বস্ব বার্ষভানবীর চরণাশ্রয় ব্যতীত মধুর রস সমগ্র পুষ্টিলাভ কর্‌তে পারে না। বিভিন্ন গোপী যে-সকল ভাবসমন্বিত হ'য়ে সেবা করেন, তাঁ'দের সকল ভাব যুগপৎ বার্ষভানবীতে এবং উহাদের পরিপূর্ণতাও একমাত্র তাঁ'তেই থাকায় প্রোষিতভর্ত্তৃকাদি কোন কোন একটি ভাবযুক্ত গোপীসকলকে পরিত্যাগ ক'রে পূর্ণভাবান্বিতা বার্ষভানবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'য়ে 'কৃষ্ণ চ'লে গেলেন'—সর্ব্ব আকর্ষক বস্তুকে আকর্ষণ করে যে বস্তু, তাঁ'র অনুসন্ধানে চ'লে গেলেন। গোপীগণ রাধিকার কায়ব্যূহ, অংশিনীর আংশিক বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকায়—সম্পূর্ণা রাধিকার সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণকে বন্ধন কর্‌তে না পারায় সকলের আকর্ষক বস্তু কৃষ্ণকে রাধিকা রাসস্থলী হ'তে লয়ে গেলেন। যাঁ'দের

আত্মবৃত্তিতে মধুরা রতি উদিত হ'য়েছে, তাঁ'রাই এ কথা বুঝ্‌তে পার্‌বেন। যাঁ'দের হৃদয়ে বাৎসল্যরসের প্রাবল্য, তাঁ'রাও সম্পূর্ণা লীলা-মাধুরী বুঝ্‌তে পারেন।

মুরলী-মাধুরী-আকৃষ্টা গোপীসকল কৃষ্ণাকৃষ্ট হ'য়ে রাসস্থলীতে যোগদান করেন; আবার মধুরা রতির পূর্ণবিগ্রহ বার্ষভানবী যখন সেবা কর্‌বার অভিলাষী হন, তখন আমার সেব্যবস্তু নন্দনন্দন গোপীনাথ রাধারমণ সকল গোপীর সাধারণ আকর্ষণ পরিত্যাগ ক'রে শ্রীবার্ষভানবীর আকর্ষণের বস্তু হন—আকর্ষক বস্তু আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েন। সুতরাং রাধিকার পদবী যখন মুক্ত জীব আলোচনা কর্‌বার অধিকার লাভ করেন, তখন তিনি বুঝ্‌তে পারেন,—

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয় সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোঽপি রাধা
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপালমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি॥

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রণয়বসতি এবং অন্য প্রিয়াগণ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা ও প্রিয়তমা। শ্রীউদ্ধব প্রভৃতি ভক্তগণ পর্য্যন্ত যাঁ'দের পদরেণু-প্রার্থী, সেই গোপীসকল যাঁ'র আনুগত্য লাভ ক'রে কৃতার্থম্মন্যা হন, সেই বার্ষভানবীর ক্রীড়াভূমি ও সরোবর রাধাকুণ্ডই মধুরা রতিতে আকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্তির পরাকাষ্ঠা যাঁ'রা লাভ করেছেন, তাঁ'দের অবগাহনের আশ্রয়। তাঁ'রা সেই কুণ্ডে চেতনের বৃত্তিতে নিরন্তর অবগাহন ক'রে সেই সরোবরের অধিবাসী হন। শব্যা, চন্দ্রার অনুগতাগণ যেখানে যা'বার অধিকার পান না, এমন যে কুণ্ড-তীর, সেখানে চেতনের বৃত্তিতে নিরন্তর বাস ও অবগাহন সাধারণ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির লাভ হয় না। যে-কালে বার্ষভানবীর অপ্রাকৃত বয়োবৃদ্ধির কৌমার্য্য ও বয়োধর্ম্ম আমাদের আলোচ্য বিষয় না হয়, সেইকালে আমরা তাঁ'র আনুগত্যের মহিমা বুঝ্‌তে পারি না।

ভাগবত-পাঠকগণের ভজনের জন্য নাম জান্‌বার আবশ্যকতা আছে। নামের দ্বারাই ভজন হয়, লীলার দ্বারা প্রথম হইতেই ভজন হয় না,—

"প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যং। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণপরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ।"

সুতরাং আমাদের 'নামাকৃষ্ট রসজ্ঞ-বিচার উদিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবানের রূপ-গুণ-লীলা-পাঠের অধিকার নাই। কেবল বহির্জগতের শব্দসিদ্ধি যাঁ'দের হয়েছে—যে-কাল পর্য্যন্ত তা'দের আচার আত্মবিৎএর আচরণের সঙ্গে পৃথক্ থাকে, তাবৎকাল ভগবানের রাসলীলার কথা তাঁ'দের প্রাপ্য বিষয় নয়। এইজন্য গৌরসুন্দর নামভজনের কথা বল্লেন। তারকব্রহ্ম নামের সহিত যে 'হরে' শব্দ দেখ্‌তে পাই, তাঁ'র বিদ্বদ্রূঢ়ি না পাওয়া পর্য্যন্ত অসুবিধা ঘটে। 'রাম' শব্দ বিচার কর্‌তে গিয়ে অনেক সময় ঐতিহ্য ঘাড়ে চেপে বসে। অনেক সময় রূপকবাদ, অধ্যাত্মবাদ, পরমেশ্বরে মনুষ্যারোপ-কল্পনাবাদ বুদ্ধিশুদ্ধি নষ্ট ক'রে ফেলে। যা'দের রহস্যজ্ঞানের অভাব আছে, তা'দের রাধাগোবিন্দ-দর্শনের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে যবনিকা এসে পড়ে। মহামন্ত্র যে 'হরে' শব্দের প্রয়োগ, তা' 'হরা' শব্দের সম্বোধনাত্মকপদ—বার্ষভানবীর উদ্দেশক। মহামন্ত্র যে 'রাম' শব্দের প্রয়োগ, তা' রাধিকারমণ রামের সম্বোধনাত্মক পদ। যাঁ'দের মধুরা রতিতে প্রবেশাধিকার হয় নাই—যাঁ'দের সরহস্যজ্ঞান-লাভ হয় নাই, তাঁ'রা 'হরে' পদটিকে 'হরি' শব্দের সম্বোধনের পদমাত্র বিচার করেন। কেহ বা 'রাম' শব্দে আত্মারাম বিচার-মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হন।

কেবল পুরুষোত্তমের বিচার বল্‌লে তাঁ'র অর্দ্ধপরিচয়মাত্র দেওয়া হয়। অপরার্দ্ধের কথা না বল্‌লে সেই শব্দগুলি আমাদিগকে বঞ্চনা করে। পুরুষোত্তম-যুগলের ধারণা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে—শক্তিমান্ ও শক্তি যে অভেদ, সেই বিচার পরিত্যাগ ক'রে—পুরুষোত্তমের বিচার যেটুকু হ'য়েছে, সেটুকুও পরিবর্ত্তিত হ'য়ে ক্লীবব্রহ্মের বিচার পর্য্যবসিত হয়।

রাধাগোবিন্দের বিচার পরিপূর্ণতমতা। কেবলমাত্র পুরুষোত্তম-বিচারে আনুগত্যধর্ম্ম বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্যরসে পর্য্যবসিত—উন্নতোজ্জ্বল রসের কথা তাঁরা আলোচনা করেন না। রাধানাথ, রাধারমণ প্রভৃতি মুখ্য শব্দ-সমূহ যে পূর্ণতা সম্পাদন করেন, তা' কখনই 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' শব্দে স্থাপন কর্‌তে পারে

না। যে-সকল ব্যক্তি সাধনভক্তির রাজ্য অতিক্রম ক'রে ভাবভক্তির রাজ্যে প্রেমভক্তির অনুসন্ধান করেন, তাঁ'রা প্রেমভক্তির উন্নত শিখরে যে বার্ষভানবীর প্রেম, তা' অন্য কোথাও লভ্য নহে জান্‌তে পারেন। সেই বার্ষভানবীর আনুগত্য ব্যতীত জীবের ক্ষীণ অধিকার লাভ হয়। আমরা যখন দেবীধাম, বিরজা, ব্রহ্মলোক অতিক্রম ক'রে—পরব্যোমের সমস্ত ঐশ্বর্য্য-বিচার অতিক্রম ক'রে, এমন কি, গোলোকের বিশ্রম্ভসখ্য, বাৎসল্যাদি পর্য্যন্ত অতিক্রম ক'রে আমাদের নিত্যসিদ্ধ আত্মস্বরূপে রাধারমণের কথা জান্‌তে পারি, তখন আমাদের অধিকার এত উন্নত হয় যে, আমরা ধন্যাতিধন্য হ'য়ে যাই—আমাদের সেবাপরাকাষ্ঠা উদিত হয়। তা'কে **realisation** বা অনুভূতি মাত্র বলা যায় না। জ্ঞানীর ভাষার অপরোক্ষানুভূতিমাত্রও নহে। সেই জিনিষটি মোহন-মাদনের ব্যাপারবিশেষ। তা'কে উদ্‌ঘূর্ণা বলে—চিত্রজল্প বলে—মহাভাব বলে। স্থূল শরীরে অবস্থান-কালে তা' প্রচুর পরিমাণে বাধা দেয়—সূক্ষ্মশরীরের অনুভূতি বাধা দেয়। আত্মবৃত্তিতে আত্মবৃত্তিতে বার্ষভানবীর অপ্রতিহত, অবিশ্রান্ত আনুগত্য ব্যতীত সে জিনিষের সন্ধান পাওয়া যায় না। আমরা তাই শ্রীরূপানুগবর শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর চরণরেণু মস্তকে ধারণ ক'রে লৌল্যময়ী প্রার্থনায় বল্‌ছি,—

হা দেবি ! কাকুভরগদ্‌গদয়াদ্য বাচা
যাচে নিপত্য ভুবি দণ্ডবদুদ্ভটার্ত্তিঃ।
অস্য প্রসাদমবুধস্য জনস্য কৃত্বা
গান্ধর্ব্বিকে তব গণে গণনাং বিধেহি ॥

শ্রীকৃষ্ণই অখিল-রসামৃত-সমুদ্র

অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপ পরমতত্ত্বই রস। যাঁহারা রস অনুভব করিতে পারেন না, তাঁহারা অদ্বয়জ্ঞান-পরমতত্ত্বের কিছুমাত্র অনুভব করেন নাই। অতএব তৈত্তিরীয়ে এরূপ কথিত হইয়াছে,—

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি ॥
(২।৭ অনুবাক)

সেই পরমতত্ত্বই রস। সেই রসকে লাভ করিয়া জীব আনন্দলাভ করেন। কে বা শরীর ও প্রাণ চেষ্টা করিত, যদি সেই অখণ্ড তত্ত্বরসরূপী আনন্দস্বরূপ না হইতেন। তিনিই সকলকে আনন্দদান করেন।

রসতত্ত্বের স্বরূপ এই। শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তিক্রমে ভগবৎ-সম্বন্ধিনী প্রবৃত্তি যখন রতিরূপা হয়, তখন তাহাকে স্থায়ীভাব বলে। সেই স্থায়ীভাবে যখন যখন বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারিটী সামগ্রীরূপ ভাব সংযুক্ত হইয়া স্থায়ীভাবরূপ রতিকে স্বাস্বাত্বরূপ কোন চমৎকার অবস্থায় নীত করে, তখন তাহা ভক্তিরস হয়। জড়ীয় রস ও পরম চিদ্রসের প্রক্রিয়া একই প্রকার। যেখানে ভগবৎ-সম্বন্ধিনী প্রবৃত্তি স্থায়ীভাব হয়, সেখানে **ভক্তিরস**। যেখানে ইতরবিষয়-সম্ভোগ-সম্বন্ধিনী প্রবৃত্তি স্থায়ীভাব হয়, সেখানে **জড়ীয় তুচ্ছরস**। যেখানে নির্ভেদ-জ্ঞানানুসন্ধিনী প্রবৃত্তি স্থায়ীভাব হয়, সেখানে নির্ব্বিশেষ **ব্রহ্মরস**। যেখানে যোগানুসন্ধিনী প্রবৃত্তি স্থায়ীভাব, সেখানে **পারমাত্ম্যরস**। শ্রদ্ধা যখন রতি অবস্থা লাভ করিবার পূর্ব্বেই বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী সামগ্রীযোগে রস হইবার চেষ্টা করে, তখন অসম্পূর্ণ খণ্ডরস উপস্থিত হয়। **জড়রস অতি তুচ্ছ, তাহা জড় কবিসকল বর্ণন করুন্ ও জড়ানন্দীগণ আস্বাদন করুন্। আমাদের সে রসের সহিত কোন কার্য্য নাই।** আমরা পারমার্থিক রসের কথাই আলোচনা করিব। পূর্ব্ব-প্রদর্শিত মত ব্রহ্মরস ও পারমাত্মিক-রসের যে প্রভেদ আছে, তাহা পরে দেখাইব। এখন রসের সামগ্রী বিচার দ্বারা রসতত্ত্বকে স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করি।

রস-কার্য্যে স্থায়ীভাবরূপ রতিই আধার। সামগ্রীযোগে তাহাই রস হয়। সামগ্রী চারি প্রকার,—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী। বিভাব দুই প্রকার,—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দুই প্রকার,—আশ্রয় ও বিষয়। যাঁহাতে স্থায়ীভাব থাকে, তিনি রসের **আশ্রয়**। যাঁহার প্রতি স্থায়ীভাব প্রবৃত্ত হয়, তিনি রসের বিষয়। **পারমার্থিক-রসে উপাস্য বস্তু 'বিষয়' ও উপাসক 'আশ্রয়'**। উপাস্য বস্তুর গুণগণই উদ্দীপন। নৃত্য, গড়াগড়ি, গান, উচ্চরব, অঙ্গমোড়া, হুঙ্কার, জৃম্ভন, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষা ত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা ও হিক্কাদি চিত্তস্থভাবের অববোধক বলিয়া উহাদিগকে **অনুভাব** বলে। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়—এই আটটি চিত্ত ও প্রাণোত্তেজিত দেহ-গত বিকারকে

সাত্ত্বিক ভাব বলে। স্থায়ীভাবের অভিমুখে বিশেষরূপে যে নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া অবহিত্থ, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি. হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র্য, আমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ—এই তেত্রিশটি ভাব চরিতে চরিতে স্থায়ীভাব-সমুদ্রকে স্ফীত করে, তাহাদিগকে **ব্যভিচারী** ভাব বলে। ঐ সমস্ত ভাব ঊর্ম্মির ন্যায় উঠিয়া ভাবসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া স্থায়ীভাবে রূপতাকে পুষ্টি করে।

রস দুইপ্রকার,—মুখ্য ও গৌণ। **'মুখ্যরস' পঞ্চপ্রকার,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। 'গৌণরস' সপ্তপ্রকার—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস।**

পঞ্চপ্রকার মুখ্যরস রতিভেদে পৃথক্ পৃথক্ অধিকারীতে উদিত হয়। **শান্তরতি** সমা অবস্থায় ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে বিষয় করিয়া দেখে। সান্দ্র অবস্থায় পরব্যোমনাথকে বিষয়রূপে লক্ষ্য করে। **দাস্যরতি** ঐশ্বর্য্য-পরা হইলে পরব্যোমনাথকে বিষয় বলিয়া গ্রহণ করে; কেবলা হইলে শ্রীকৃষ্ণকে। **সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি ও মধুররতি কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাকেও বিষয় বলিয়া জানে না।** শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এরূপ পাওয়া যায়,—

সাধন-ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তা'র প্রেমনাম হয়।
প্রেম-বৃদ্ধিক্রমে নাম স্নেহ-মান-প্রণয়।
রাগ-অনুরাগ-ভাব মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার।
শর্করা সিতা-মিশ্রি উত্তম মিশ্রি আর॥
এই সব কৃষ্ণভক্তি-রস স্থায়ীভাব।
স্থায়ীভাবে মিলে যদি বিভাব-অনুভাব॥
সাত্ত্বিক-ব্যভিচারী ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণ-ভক্তি-রস হয় অমৃত-আস্বাদনে॥
ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর॥
বাৎসল্যরতি, মধুররতি,—এ পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণ-ভক্তি-রস পঞ্চভেদ॥ (মঃ ১৯।১৭৬-১৮৩)

যাঁহারা এই রসতত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুর দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরবিভাগ ও তৎপরিশিষ্ট **শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি-গ্রন্থ-তত্ত্বজ্ঞ গুরুর নিকট পাঠ করিবেন।** শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীরূপ ও সনাতন-শিক্ষায় ঐ বিষয়সকল সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে।

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অখিল-রসামৃত-সমুদ্রত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বশক্তিমান্ তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন শ্রীরূপগোস্বামি-লিখিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটির বিচার করিলেই কৃষ্ণসম্বন্ধে সকলই জানা যাইবে।

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণ-স্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৩২)

[নারায়ণ ও কৃষ্ণস্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই। তথাপি শৃঙ্গার-রস বিচারে শ্রীকৃষ্ণ-রূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। এই প্রকারে রসতত্ত্বের সংস্থান হয়।]

ব্রহ্ম ও পরমাত্মা পরম-অদ্বয়তত্ত্বের প্রতীতি-বিশেষ হইলেও স্বরূপ-বিহীন। ভগবত্তত্ত্বেই সদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়াছে। ভগবৎপ্রকাশ দুই প্রকার,—ঐশ্বর্য্য-প্রধান-প্রকাশ ও মাধুর্য্য-প্রধান-প্রকাশ। **ব্রহ্ম-পরমাত্ম-প্রতীতির সম্বন্ধে যে শান্তিরস আছে, তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র।** ঐশ্বর্য্য-প্রধান ভগবৎ-প্রকাশের সম্বন্ধে উপাসকের কেবল দাস্য-রসই উদিত হয়। ভগবদৈশ্বর্য্য এত অধিক ও জীবের ক্ষুদ্রতা এত অধিক যে, পরস্পরের মধ্যে একটী সম্ভ্রম-বুদ্ধি না হইয়া আর উপায় নাই। সেই সম্ভ্রম-বুদ্ধিসত্ত্বে জীবের উচ্চ-রসের অধিকার হয় না। অতএব ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক (তাঁহার নিত্য) শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপকে জীবের সম্বন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণ-পতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥

আপনাকে বড় মানে, আমারে সম-হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন-জ্ঞানে করে লালন-পালন॥
সখা শুদ্ধ-সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক তুমি আমি সম?
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥
এই শুদ্ধভক্তি লঞা করিমু অবতার।
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার॥ (আঃ ৪।১৭-২৭)

পাঠক মহাশয়! শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ যদি প্রকটিত না হইত, তাহা হইলে জীবের সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররূপ উচ্চরসের বিষয় পাওয়া যাইত না। **জগতে ভাবই প্রধান বস্তু।** পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে জীবের জ্ঞান স্বভাবতঃ সঙ্কীর্ণ। জ্ঞানমার্গে জীব কিছুদূর যাইয়া ঈশ্বর-ভাবের কিছুই পায় না। এই জন্যই জ্ঞানপ্রধান অনুসন্ধানে ঈশ্বরের স্বরূপ না পাইয়া 'নির্ব্বিশেষ' 'নিরাকার' বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। **জ্ঞানমার্গে যখন ঈশ্বর লভ্য হইলেন না, তখন ভাবমার্গ ব্যতীত আর ঈশ্বর-লাভের উপায় নাই।** যে জীব যতদূর উন্নত, ঈশ্বরভাব তাঁহাতে ততদূর সুখজনক। বিদ্যা ও বুদ্ধিতে যে উন্নতি তাহা পারমার্থিক উন্নতি নয়। পারমার্থিক উন্নতি কেবল উত্তরোত্তর শুদ্ধভাবদ্বারা অর্জ্জনীয়। **কোন নির্ব্বোধ মূর্খও ঈশ্বরপ্রসাদ অধিক পরিমাণে লাভ করিতে পারে। আবার কোন সর্ব্ববিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতও নাস্তিকতা অবলম্বনপূর্ব্বক পশু-ভাবান্বিত ও ঈশ্বর-প্রসাদ-বিহীন হইতে পারে।** অতএব ঈশ্বর-প্রসাদ-লাভে জাতি, বিদ্যা, ধন, বল, রূপ ও জড়ীয়-কার্য্য-নৈপুণ্য কিছুই কার্য্য করিতে পারে না। মহাপণ্ডিত ও মহাধনুর্দ্ধর একদিকে মদগর্ব্বে ক্রমশঃ নরক-প্রতি ধাবমান হইতেছে। নিতান্ত মূর্খ ও বল-বুদ্ধিহীন কোন পুরুষ অন্যদিকে পরমেশ্বরে ভক্তি করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হইতেছে। অতএব ভাবই সকল পারমার্থিক লাভের মূল। সেই ভাব অধিকারভেদে অনেক স্থলে শান্ত ও দাস্যে পরিণত। কোন কোন বিরল ভক্ত সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবে চরমোন্নতি লাভ করে। মধুর-ভাবপ্রাপ্ত শুদ্ধভক্ত সমস্ত রসিকভক্তের মধ্যে প্রধান। শ্রীচরিতামৃতে (মঃ ১৯।২১৯, ২২৫, ২২৯-২৩০), —

শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন—'সখ্যে' দুই হয়।
দাস্যে সম্ভ্রম-গৌরব-সেবা, সখ্যে বিশ্বাসময়॥
আপনাকে পালকজ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত-সমান॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রস হয় পঞ্চ গুণ॥
আকাশাদি গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিনক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥ (ক্রমশঃ)

—ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীশ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীপরীক্ষিৎ-উত্তরা-সংবাদ (৪)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৮ পৃষ্ঠার পর)

দেবর্ষি নারদ তৎক্ষণাৎ কিম্পুরুষবর্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন শ্রীহনুমান বিচিত্র বন্যবস্তু দ্বারা যেন সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্রের অর্চ্চনে নিরত আছেন। গন্ধর্ব্বাদি গায়কগণ আনন্দের সহিত রামায়ণ গান করিতেছেন, আর শ্রীহনুমান সেই কর্ণ রসায়ন বাণী কর্ণদ্বারা গ্রহণ করিয়া কম্পপুলকাদি ব্যাপ্ত কলেবরে আনন্দাশ্রু মোচন করিতেছেন। দেবর্ষি তাহা দর্শন করিয়া হর্ষভরে উচ্চৈঃস্বরে "জয় শ্রীরঘুনাথ, জয় শ্রীজানকীনাথ, জয় শ্রীলক্ষ্মণাগ্রজ" কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

শ্রীহনুমান ইষ্টদেবের নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক শ্রীনারদের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিলেন। নারদ আকাশে থাকিয়াই দুই পদে নৃত্য করিতে করিতে প্রেমাশ্রুবর্ষণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—হে শ্রীমন্! আপনি শ্রীভগবানের পরম প্রিয়। আমি আজ আপনাকে দর্শন করিয়া প্রভুর প্রিয় হইলাম।

শ্রীহনুমান ক্ষণকালের মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীনারদকে প্রণাম করত শ্রীরঘুনাথকে দর্শন ও প্রণাম করাইবার জন্য শ্রীমন্দিরে লইয়া গেলেন। নারদ শ্রীমূর্ত্তিকে প্রণাম করিলে পর হনুমান তাঁহাকে পরম যত্নে আসনে বসাইলেন। শ্রীনারদ বলিলেন, আপনি সত্যসত্যই শ্রীভগবানের নিরুপম কৃপাপাত্র। আপনি শ্রীমহাপ্রভুর বিচিত্র ভজনামৃতের সাগর স্বরূপ। আপনি প্রভুর, দাস

সাখা, বাহন, আসন, ধ্বজ, ছত্র, ব্যজন, বন্দী, মন্ত্রী, ভিষক্, সেনাপতি, শ্রেষ্ঠ সহায় ও মহাকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনকারী। আপনি সর্ব্বভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রভুর পরম প্রসাদভাজন হইয়াছেন। আপনি প্রভুর আশ্রিত ভক্তবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন বলিয়া শ্রীগরুড় প্রভৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠতম। আপনি সেবাসুখ হইতে অন্য সাধ্য বস্তুকে শ্রেষ্ঠবিচার না করিয়া বদান্যশিরোমণি প্রভুকে যে বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা ভক্তভক্তগণের অতিশয় আনন্দদায়ক। হে প্রভো, ভববন্ধনছেদনকারী আপনার নিকট আমি মুক্তি প্রার্থনা করি না। তাহাতে 'আপনি প্রভু ও আমি দাস'—এই সম্বন্ধ লুপ্ত হইয়া যায়। আমাদের পাণ্ডব গৃহে গমনকরা তৎপরে হনুমান প্রভুর কৃপার কথা শুনিয়া বিরহে শোকাকুলচিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে শোকাবেগ প্রশমিত হইলে বলিলেন—হে মুনিবর! আমি অতি দীন, প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। আপনি কেন তাঁহার বিরহ স্মরণ করাইয়া রোদন করাইতেছেন। আমি যদি সেবক হইতাম, তবে কি প্রভু আমাকে হঠাৎ ত্যাগ করিতে পারিতেন? তিনি নিজপ্রিয় সুগ্রীবাদি অযোধ্যাবাসিগণকে সঙ্গে লইয়া গমন করিয়াছেন। আমার প্রতি স্নেহবশে আপনি কেবল সেবাসৌভাগ্য দেখিয়া প্রভুর মহান্ অনুগ্রহ অনুমান করিতেছেন।

প্রভু অধুনা মথুরাপুরীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি মহাত্মা পাণ্ডবগণের প্রতি যে অনুগ্রহ বিস্তার করিয়াছেন, তাহার তুলনায় আমার প্রতি অনুগ্রহ *ধূলিকণামাত্র। ধূলিকণা যেরূপ সুমেরুর সাহায্য লাভ করিতে পারে না,* তদ্রূপ জানিবেন। প্রভু বিষদানাদিরূপ বহু বিপদ প্রেরণ করিয়া বাল্যাবধি পাণ্ডবদিগের ধৈর্য্য, যশ, জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম দেখাইয়াছেন। তিনি পাণ্ডবগণের সারথ্য, পার্ষদত্ব, সেবন, মন্ত্রীত্ব, দৌত্য, বীরাসন, অনুগমন, স্তব ও নমস্কারাদিও করিয়াছেন। প্রভু স্নেহকাতর হইয়া পাণ্ডবগণের কোন্ কার্য্যই বা না করিয়াছেন? প্রভুর ও পাণ্ডবগণের পরস্পর ক্রিয়মাণ সেবা, সখ্য ও প্রিয়ত্ব সমকালেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রভুর তথায় নিয়ত অবস্থান হওয়ায় তাহাদের রাজধানী মহর্ষিদের তপোবন-স্বরূপ হইয়াছে।

এই কথা শুনিয়া শ্রীনারদ দ্বারকাপুরে বাসলীলায় হুঙ্কার করিয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার নৃত্য দর্শনে শ্রীহনুমানও আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—পাণ্ডবদের আপদসমূহই সাধুস্থানীয়। কারণ সাধুগণ সুসেবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি করান। পাণ্ডবদের আপৎসকল শ্রীকৃষ্ণকে ব্যগ্র করাইয়া তাঁহাদের সহিত সত্বর মিলন করাইয়া থাকে। ওহে

প্রেমপরাধীন বিচারাচারবর্জ্জিত পাণ্ডবগণ! তোমরা আমার প্রভুকে দৌত্যে ও সারথ্যে নিযুক্ত করিয়াছ। তোমরা নিশ্চয়ই কোন অলৌকিক মন্ত্র বা ঔষধ বিজ্ঞাত হইয়াছ, যৎপ্রভাবে পরমমোহন শ্রীভগবান্‌কেও বশীভূত করিয়াছ। এই কথা বলিয়া শ্রীহনুমান্ বারম্বার নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন। অহো! ভক্তবাৎসল্যবশে মহাপ্রভু নিজ ভক্তের বশীভূত হইয়া ভক্তের চিত্ত আকর্ষণ জন্য এইরূপ দৌত্য-সারথ্যাদি কার্য্যও করিয়া থাকেন। আমারও পরম সৌভাগ্য যে, সেই মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন আমার কনিষ্ঠ হইলেও গুণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় পরম প্রিয়। ভগ্নীসম্প্রদানাদি সখ্যাচরণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে বিশেষ কৃপা করিয়াছেন, সেই অর্জ্জুনের আমার আকার-যুক্ত রথধ্বজ অতিশয় প্রিয় বলিয়া আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। প্রভুর প্রিয় জনগণের প্রসাদ ব্যতীত আমার ন্যায় দাসগণের প্রিয় সেবা সম্পাদিত হয় না বা পরম ফলও সিদ্ধ হয় না। অতএব হে প্রিয়তম দেবর্ষে! সেই পাণ্ডবগৃহে গমন করিয়া তাঁহাদের দর্শন ও সেবা করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

প্রভু তদানীন্তন অযোধ্যায় যে ব্রহ্মরুদ্রাদিরও দুষ্কর্কা ভক্তভক্তিবিবর্দ্ধন পরমৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য বৈচিত্র্য প্রকট করেন নাই, তাহা অধুনা মথুরা প্রদেশের একদেশ দ্বারকায় প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়তম ভক্ত পাণ্ডবগণের দর্শন ও সেবার জন্য আমাদের তথায় গমন করা কর্ত্তব্য। মহাপ্রভু সম্প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর গম্ভীর কারুণ্যমাধুরী প্রকট করিয়াছেন। তাঁহার বিচিত্র লীলাভঙ্গী বিশেষ মোহজনক। ঐসকল লীলা দর্শনে অভিজ্ঞ মুনিগণেরও মোহ জন্মে।

ভবাদৃশ ঋষির পিতা লোকপিতামহ বেদপ্রবর্ত্তাচার্য্য ব্রহ্মাণ্ডের উক্ত লীলায় মোহিত হইয়াছিলেন। আমার মত নির্ব্বোধ বানরের কথা কি, ঐ লীলার মোহনত্ব আপনিও অবগত আছেন। এজন্য আমি অপরাধভয়ে ভীত হইতেছি।

অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ প্রভুর তাদৃশী লীলাই অনন্যগতি দাসগণের পরমা গতি। যেহেতু তাহা প্রেমবিবর্দ্ধিনী।

তথাপি দেবকীনন্দনের অভিন্নস্বরূপ কৌশল্যানন্দনেই আমার পরমা প্রীতি দেবকীনন্দন কর্ত্তৃকই বিবর্দ্ধিত হইয়াছে। অতএব স্বভাবসিদ্ধ নিরুপাধিক করুণাদ্বারা কোমলচিত্ত, সরলস্বভাবসমন্বিত, আর্য্যধর্ম্ম-প্রদর্শক, একপত্নীব্রতধারী, সদাবর্দ্ধিত বিনয়জনিত লজ্জায় অবনমিত সুন্দরানন,

অধোদেশে নিপতিত দৃষ্টি, জগৎরঞ্জনশীল, অযোধ্যাপুরপুরন্দর, মহারাজাধিরাজ, শ্রীসীতা-বল্লভ সেবিত, শ্রীভরতাগ্রজ, বানরেশ্বর সুগ্রীবে প্রীতিযুক্ত, আমাদিগের ঈশ্বর, বিভীষণাশ্রয়, ধনুর্দ্ধারী, দশরথকৌশল্যা-নন্দন শ্রীরঘুপতিরূপেই আমার পরম প্রীতি। তজ্জন্যই আমি এই শ্রীবিগ্রহকে সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনাথরূপে দর্শন ও তাঁহার চরিতামৃত পান করিয়া এই কিম্পুরুষবর্ষে বাস করিতেছি। কিম্বা মদ্বিষয়ক স্নেহ প্রেরিত হইয়া আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম প্রভু শ্রীরঘুনাথরূপ সন্দর্শনের জন্য আমাকে আহ্বান করিবামাত্র আমি তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে উপস্থিত হইব। আপনি পাণ্ডবদের গৃহে গমন করিয়া সেই নরাকৃতি পরব্রহ্মকে দর্শন করুন। সেই প্রভু মুনিগণেরও বাক্য-মনের অগোচর এবং পরম মনোহর লীলামধুরিমার আকরস্বরূপ হইয়াও স্বয়ং সুপ্রসন্নচিত্তে পাণ্ডবগৃহে বিরাজ করিতেছেন। আমরা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, আর পাণ্ডবগণ গৃহস্থ ধর্ম্মাবলম্বী এবং সাম্রাজ্যব্যাপারে ব্যাপৃত—এইরূপ বিচারে আপনাকে অপরাধী করিবেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন—সর্ব্বপ্রকার কামনাহীন। তাঁহারা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণচরণকমলের সেবা করিয়া সকলভোগে স্পৃহাশূন্য। অতএব তাঁহারা পরমহংসগণেরও আচার্য্যদেরও পূজনীয়। তাঁহাদের সাম্রাজ্যপ্রবৃত্তিও শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য। রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি অনুষ্ঠান জন্য মহাপুণ্য দ্বারা অর্জ্জিত বিষ্ণুলোকাদি এবং ইহলোকেও জম্বুদ্বীপের আধিপত্য। ত্রিভুবনব্যাপী অমল যশোরাশি এবং অন্যান্য বিষয়সকলও সর্ব্বদোষবর্জ্জিত। উহা দেবতাগণের স্পৃহনীয় হইলেও শ্রীকৃষ্ণকৃপায় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাঁহাতেই সমর্পিত হয়। এজন্য সে সকল বিষয়ে শ্রীযুধিষ্ঠিরের কোন প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না। বস্ত্রমাল্য-চন্দনাদি যেমন ক্ষুৎপীড়িত ব্যক্তির সুখোৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না, ঐ সকল বিষয়ও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানলে দহ্যমান শ্রীযুধিষ্ঠিরের অন্তঃকরণে সুখসাধনে অসমর্থ। অপর বিষয়ের কথা কি বলিব! রমণীললামভূতা মহিষী শ্রেষ্ঠ শ্রীমতী দ্রৌপদী দেবী এবং নানাগুণরাজিমণ্ডিত ভীমার্জ্জুনাদি ভ্রাতৃবর্গও তাঁহার প্রিয় নহেন। তবে তাঁহাদের প্রতি যে প্রীতি দেখা যায়, তাহা শ্রীকৃষ্ণপদকমলের প্রেমসম্বন্ধবশতঃই জানিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

গুর্ব্বষ্টকের বঙ্গানুবাদ

সংসার-দাবাগ্নিদগ্ধ জীবকুল—
উদ্ধারমানসে সদাই ব্যাকুল,
যিনি কৃপারূপ ঘন-সমতুল,
(বন্দি) কল্যাণাব্ধি গুরুর পদারবিন্দ ॥ ১ ॥

মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত—
বাদিত্রাদি-রসে হন মত্তচেতঃ,
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গধৃত,
বন্দি সেই গুরুর পদারবিন্দ ॥ ২ ॥

নিত্য রত যিনি বিগ্রহারাধনে,
মন্দিরমার্জ্জনে (আর) শৃঙ্গাররচনে,
করেন নিযুক্ত নিজ ভক্তগণে,
বন্দি সেই গুরুর পদারবিন্দ ॥ ৩ ॥

চর্ব্ব-চূষ্য লেহ্য-পেয় স্বাদু অন্ন,
ভগবানে যিনি করেন নিবেদন,
ভক্ত-আস্বাদনে আপনি প্রসন্ন,
বন্দি সেই গুরুর পদারবিন্দ ॥ ৪ ॥

শ্রীরাধামাধবরূপ-গুণ-লীলা—
মাধুর্য্য অপার যেই আস্বাদিলা,
প্রতিক্ষণে নিজ লোভ সঞ্চারিলা,
বন্দি সেই গুরুর পদারবিন্দ ॥ ৫ ॥

কুঞ্জযুবদ্বয়-রতি-সংঘটনে,
যুক্তি করেন সদা ব্রজে সখিসনে,
প্রভুপ্রিয় যিনি দক্ষতাকারণে,
বন্দি সেই গুরুর পদারবিন্দ ॥ ৬ ॥

সর্ব্বশাস্ত্র যাঁরে সাক্ষাদ্ হরি কয়,
ভক্তগণে তাঁরে তদ্রূপ ভাবয়,
কিন্তু যেই প্রভুর প্রিয়তম হয়,
বন্দি সেই গুরুর পদারবিন্দ ॥ ৭ ॥

যাঁর কৃপাবলে কৃষ্ণকৃপা পাই,
যাঁর কৃপা বিনা অন্য গতি নাই,
ত্রিসন্ধ্যা যাঁহার যশ-গুণ গাই,
বন্দি সেই গুরুর পদারবিন্দ ॥ ৮ ॥

গুরুদেবাষ্টক যেই প্রীতিভরে,
ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে,
বৃন্দাবননাথ সাক্ষাদ্ ঈশ্বরে,
সেবা পায় সে বিদেহমুক্তিকালে ॥ ৯ ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

স্কন্দপুরাণ-বিষ্ণুখণ্ডান্তর্গত

শ্রীবেঙ্কটাচল-মাহাত্ম্য

(শ্রীবরাহ-পদ্মিনী-উপাখ্যান)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬৪ পৃষ্ঠার পর)

রাজপুরনারীগণ বলিলেন,—আমরা আকাশরাজের পুরনারী, বসুধাধিপতি আকাশরাজনন্দিনী পদ্মালয়ার সখী। আমরা রাজপুত্রীকে অগ্রে করিয়া পূর্ব্বে বনমধ্যে গিয়াছিলাম, এবং পুষ্পচয়ন করিতে গিয়া আমরা রাজপুত্রীর জন্য আকুল হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমরা বৃক্ষমূলে সমাসীনা ছিলাম, এমন সময়ে একটী পুরুষ আমাদের নয়নপথে পতিত হন। তাঁহার বর্ণ ইন্দ্রনীলের ন্যায় শ্যাম, বক্ষস্থল লক্ষ্মীর বাসগৃহের ন্যায়, আস্য ঈষৎহাস্যযুক্ত এবং তাঁহার বাহুদ্বয় দীর্ঘ, পীন ও মনোজ্ঞ। তাঁহার পরিধানে পীত বসন। হস্তে উজ্জ্বল হেমশর ও হেম শরাসন, মস্তকে সুবর্ণ মুকুট, এবং তিনি হারকেয়ুরাদি দ্বারা

ভূষিত। তপ্তকাঞ্চনসদৃশী সখী কমললোচনা পদ্মালয়া তাঁহাকে দেখিয়া আমাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—"সখীগণ দেখ, দেখ।" সখীর কথায় আমরা যেমন তাঁহার দিকে তাকাইলাম, অমনই সেই পুরুষ সত্বর অন্তর্হিত হইলেন। সখী পদ্মালয়া তখন মূর্চ্ছিতা হইলেন, আমরা তাঁহাকে রাজগৃহে আনয়ন করিলাম।

অনন্তর রাজা পদ্মালয়াকে অ হা দেখিয়া দৈবজ্ঞকে প্রশ্ন করিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র মুনে! আমার তনয়ার গ্রহচার ফল কীর্ত্তন করুন। বৃহস্পতিতুল্য বিপ্র মনে মনে খেচরগণের গতি চিন্তা করিয়া বলিলেন,—হে নৃপোত্তম! আমি দেখিতেছি—আপনার কন্যার সমস্ত গ্রহই অনুকূল! কিন্তু হে নৃপ! গ্রহফলসকল স্বাভাবিকই একটু ভ্রান্তিকর হইয়া থাকে। অনন্তর ধীমান্ বিপ্র আবার প্রশ্নকাল বিচার করিয়া বলিতে লাগিলেন। তিনি তখন ছায়াকে গুণিত করিলেন এবং ক্রমে লগ্ন স্থির করিয়া ফল বিচার আরম্ভ করিলেন। তিনি দেখিলেন,—লগ্নে লগ্নাধিপতি চন্দ্র এবং কেন্দ্রে বৃহস্পতি, দিনপক্ষী নিদ্রিত ও প্রশ্নপক্ষী রাজ্যগ। ইহা দেখিয়া তিনি কহিলেন,—হে রাজন্! এক্ষণে ফল শ্রবণ করুন;—আপনার কন্যা সুস্থ হইবে। কোন এক উত্তম পুরুষ আপনার কন্যার উদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া ইনি মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন; আর ইঁহার বিবাহ সেই পুরুষেরই সঙ্গে হইবে। তাঁহার প্রেরিত এক কন্যা আগমন করিবেন, তিনি যাহা বলিবেন, তাহাতেই আপনার হিত হইবে। হে মহারাজ! সত্যসত্যই বলিতেছি, আপনি তাহাই করুন। আমি আরও একটী সর্ব্বার্থদ ও সর্ব্বরোগনিবারক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বলিতেছি, তাহা আপনি অদ্যই করুন, ইহা কন্যার সুখাবহ। আপনি ব্রাহ্মণ দ্বারা অগস্ত্যলিঙ্গের অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করুন। দৈবজ্ঞ রাজাকে এই কথা বলিয়া গৃহে চলিয়া গেলেন, আকাশরাজও বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান ও তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া আদেশ করিলেন—হে দ্বিজগণ! আপনারা দেবালয়ে গমন করিয়া মন্ত্রপূর্ব্বক শম্ভুর মহাভিষেক করুন। রাজা ব্রাহ্মণগণের প্রতি এই আদেশ করিয়া আমাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—হে কন্যাগণ! তোমরা মহাভিষেকের দ্রব্যসম্ভার সম্পাদন কর। রাজা কর্ত্তৃক আমরা এইরূপে আদিষ্ট হইয়া দেবালয়ে আগমন করিয়াছি; এক্ষণে হে সুভগে! আমাদিগের নিকট বল, তুমি কে? এবং তোমার আগমনের কারণই বা কি? দেখিতেছি,—দিব্য অশ্বে আরোহণ করিয়া তুমি যেন স্বর্গলোক হইতে আগমন করিতেছ! তোমার এখানে কি

প্রয়োজন? তোমার অভিলাষ কি? এবং কোথা হইতে আসিয়াছ, এই সকল বল।

বরাহ বলিলেন,—রাজান্তঃপুরকন্যাগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া বকুলমালিকা হৃষ্ট হইলেন এবং সেই কন্যাগণকে প্রমুদিতা করিয়াই যেন এই কথা বলিতে লাগিলেন। বকুলমালিকা বলিলেন,—আমি শ্রীবেঙ্কটাদ্রি হইতে আসিয়াছি, আমার নাম বকুলমালিকা। আমি ধরণীর দর্শনমানসে এই তুরঙ্গারোহণে আগমন করিয়াছি, আমি রাজভবনে সেই দেবীকে দেখিতে পাইব কি? নৃপকন্যাগণ বকুলমালিকার বাক্য শুনিয়া উত্তর দিল,—হে শুভে! আমাদের সঙ্গে আগমন কর, তবেই তুমি সেই ধরণীকে দেখিতে পাইবে। এইরূপ বলিয়া তাঁহারা রাজভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা যখন রাজভবনে গমন করেন, তখন ধরণী দর্শন করিলেন,—পথি মধ্যে গুঞ্জা ও শঙ্খে ভূষিতা এক পুলিন্দকামিনী একটী স্তন্যপায়ী শিশুকে বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা পৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া আগমন করিতেছে এবং সেই রমণী পথে পথে বলিতেছে, হে নারীগণ! আমি ভূত, ভবা ও ভবিষ্য গণনা করিয়া বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর। অনন্তর শুচিস্মিতা ধরণী তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন। তিনি স্বর্ণপূর্ণ আনয়ন করিয়া তাহাতে মুক্তা ন্যস্ত করিলেন, এবং ঐ মুক্তা সকল তিন প্রস্থে তিনটী রাশি করিয়া পুলিন্দকামিনীকে প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে পুলিন্দে! তুমি ভূত, ভবা, ভবিষ্য যাহা জান, সত্য করিয়া বল; ধরণী এইরূপ বলিয়া পুলিন্দার পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। পুলিন্দা গণনা করিয়া উত্তর করিল,—হে কল্যাণি! তুমি ঐ পূর্ব্বস্থিত মুক্তার মধ্যরাশি চিন্তা করিয়াছ, এক্ষণে সরল মনে বল—আমি ঠিক বলিয়াছি কিনা? তখন রাজবল্লভা ধরণী পুলিন্দার উক্তি স্বীকার করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ধরণী বলিলেন,—হে পুলিন্দে! তুমি আমার চিন্তিত বিষয় ঠিকই বলিয়াছ, এক্ষণে অন্যান্য ফলাফল কীর্ত্তন কর, তোমাকে আমি বহুধন প্রদান করিব। পুলিন্দা উত্তর করিল,—হে সুভ্রু! তোমার সত্য ফলাফল বলিতেছি, তুমি আমার শিশুটীকে কিছু অন্ন দাও। অনন্তর ধরণী স্বর্ণ-থালে অন্ন আনিয়া পুলিন্দার প্রার্থিত অন্নদান করিয়া বলিলেন, সত্য ফল বল। অনন্তর পুলিন্দা ক্ষীরযুক্ত সেই অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক পুত্রকে প্রদান করিয়া বলিল,—"হে সুভ্রু! তোমার কন্যার শরীর শীর্ণ হইতেছে, ইহা কোন পুরুষ হইতেই সঙ্ঘটিত হইয়াছে। হে ভীরু! তোমার কন্যা কোন পুরুষের রূপ দর্শনপূর্ব্বক কামশরে পীড়িতা হইয়া অঙ্গতাপ প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই পুরুষ অন্য কেহ

নহেন ,তিনি দেবদেব স্বয়ং বিষ্ণু। তিনি বৈকুণ্ঠ হইতে আগমন করিয়া বেঙ্কটাদ্রিশিখরে স্বামিপুষ্করিণীতীরে রমার সহিত বিহার করেন। মায়াবী পরমানন্দ কামরূপী ভক্তাভীষ্টপ্রদ রমাপতি তুরগে আরোহণ করিয়া কাননাভ্যন্তরে বিহার করিতেছিলেন, হে রাজ্ঞি! তিনি অগস্ত্যোপবনে তোমার কন্যাকে দর্শন করেন। রমার সমান তোমার কন্যাকে দেখিতে তিনি অনঙ্গবশবর্ত্তী হন। সম্প্রতি ঐ দেব বিষ্ণু স্বীয় প্রিয় সখীকে তোমার নিকট প্রেরণ করিবেন, তোমার কন্যাও তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া লক্ষ্মীর ন্যায় সুখে বিচরণ করিবেন। হে নৃপাত্মজে! তুমি অদ্যই আমার বাক্য সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিবে।" তুমি আমার পুত্রকে অন্নদান কর, এই বলিয়া পুলিন্দিনী তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল।

ধরণীও পুনরায় ভূরি অন্নদান করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। পুলিন্দিনী চলিয়া গেলে অনিন্দিতা ধরণী অঙ্গন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং স্বীয় সখীগণপরিবৃতা তনয়া পদ্মালয়া যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সুশোভন অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি কামাতুরা পুত্রীর নিকট গমন করিয়া তাহাকে বলিলেন,—হে শুভে পুত্রি! কোন্ বস্তু তোমার প্রিয় এবং আমি তোমার কি হিত সাধন করিব? মাতা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মনস্বিনী কন্যা মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল। হে মাতঃ। যিনি ত্রিলোকে নয়নাভিরাম, সাধুদিগেরও মনঃপ্রিয়, যাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ কামনা করেন, যিনি সর্ব্বগত ও মহৎ, তেজঃপুঞ্জগণের তেজস্বী, দেবগণের দেবতা; যাঁহাকে সাধুগণ লাভ করেন—অভক্তগণ কদাচ দেখিতে পায় না, সেই বস্তুতেই আমার মন ন্যস্ত হইয়াছে, অতএব হে মাতঃ! ভক্তগণের নিখিল কামদাতা সেই পুরুষকেই আপনি অন্বেষণ করুন। বরাহ বলিলেন,—কন্যার কথা শুনিয়া ধরণী পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সুলোচনে! যে সকল ভক্তগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের লক্ষণ কীর্ত্তন কর। পদ্মালয়া বলিলেন,—হে মাতঃ! আপনি সমাহিতমনে বিষ্ণুভক্তগণের গুহ্য লক্ষণ শ্রবণ করুন। হে বসুন্ধরে! সেই বিভুর ভক্তগণের ভুজদ্বয় শঙ্খচক্র-চিহ্নিত থাকিবে এবং তাঁহারা অন্তরালযুক্ত ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র ধারণ করিবেন। এক্ষণে ঐ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের বিশেষত্ব বলিতেছি,—ভক্তগণ ললাট, উদর, হৃদয়, কণ্ঠ, জঠর, উভয় পার্শ্ব, কূর্পরদ্বয়, পৃষ্ঠ, গণ্ডপার্শ্ব এবং বাহুদ্বিতয়ে দ্বাদশটী পুণ্ড্র ধারণ করেন। ঐ দ্বাদশ পুণ্ড্র আবার কেশবাদি বিষ্ণুর দ্বাদশ নাম উচ্চারণ করিয়া দ্বাদশাঙ্গে বিন্যস্ত করেন এবং "হে বাসুদেব নমোহস্তু" এই মন্ত্রে প্রথমে

মস্তকে তিলক অর্পণ করিয়া থাকেন! হে মাতঃ! এই তিলকধারণের মনোরম নিয়ম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যাঁহারা বেদপাঠনিরত হইয়া বৈদিক কর্ম্মের আচরণ করেন, যাঁহারা সত্য কথা কহেন, কদাচ অপরের অসূয়া করেন না, পরনিন্দা বা পরধন হরণ করেন না, পরনারী সুরূপা হইলেও কদাচ স্মরণ, দর্শন বা স্পর্শ করে না, তাহাদিগকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবেন। যাঁহারা নিখিল প্রাণীতে দয়ালু, সকল ভূতে হিতরত এবং যাঁহারা অহর্নিশ দেবেশ হৃষীকেশের নামানুকীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগকেই ভক্ত বলিয়া বিদিত হইবেন। যাঁহারা যথালাভে সন্তুষ্ট, স্বদারনিরত এবং যাঁহারা রাগ, ভয়, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই বৈষ্ণবভক্ত বলিয়া অবগত হইবেন। হে মাতঃ! এই সকল গুণবিশিষ্ট শঙ্খ-চক্রাদি পঞ্চায়ুধধারী ব্যক্তিই ভক্ত। বুদ্ধিমান্ মানব আচার্য্যরূপী পিতা বা অন্য কোন শান্ত ব্যক্তি দ্বারা স্ব গৃহ্যোক্ত-বিধানে অগ্নিগ্রহণপূর্ব্বক চক্রাদি আয়ুধমন্ত্রে ষোড়শাহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর মূল মন্ত্র, পুরুষসূক্ত, জাত বেদোমন্ত্র ও মহাব্যাহৃতি মন্ত্রে অষ্টোত্তর শত হোম করিয়া চক্রাদি অস্ত্র সকল তপ্ত করিবেন এবং যাবৎ উষ্ণতা সহ্য হয়, তাবৎ গুরুদ্বারা ঐ অস্ত্র সকল মন্ত্রযুক্ত করিয়া ধারণ করিবেন। মুমুক্ষু বিষ্ণুভক্তগণ ভুজদ্বয়ে শঙ্খচক্র, মস্তকে শার্ঙ্গ-শর, ললাটে গদা, হৃদয়ে খড়্গ এইরূপে পঞ্চায়ুধ ধারণ করেন, কিন্তু হে মাতঃ। আবার কোন ভক্ত কেবল ভুজদ্বয়েই সুলক্ষণ শঙ্খ চক্র ধারণ করিয়া থাকেন। হে জননি! এবম্বিধ লক্ষ্মণান্বিত মানবগণই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া অভিহিত হন এবং ইহারাই সদাচারনিষ্ঠ হইয়া সেই ব্রহ্ম বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে মাতঃ! আমারও সেই বস্তুতে প্রীতি, আমার মন অন্য কিছুই কামনা করে না; বিষ্ণু বিনা অন্য কোন বস্তুতে আমার কোনরূপ বাঞ্ছা নাই। আমি সেই শ্যামল বিষ্ণুকেই স্মরণ এবং সেই অচ্যুত হরিরই নাম-কীর্ত্তন করি; হে মাতঃ! আমি সেই বিষ্ণুর আশায়ই জীবিত রহিয়াছি, অতএব তাঁহার সহিত মিলনের উপায় করুন। শ্রীবরাহ বলিলেন, সেই কমলাননা দীনা পদ্মালয়া মাতাকে এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে ধরণী তাহা শুনিয়া চিন্তা করিলেন,—এখন কি করিলে বিষ্ণু প্রীত হন! ধরণী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় রাজপুর-কন্যাগণ অগস্ত্যেশের অর্চ্চনা, বিবিধ উত্তম ভোজ্য দ্বারা সমাগত ব্রাহ্মণগণের পূজা, তাঁহাদিগকে বস্ত্রালঙ্কারযুক্ত পূর্ণ দক্ষিণাদান, অভীষ্টসিদ্ধির জন্য আশীর্ব্বাদ গ্রহণ এবং তাঁহাদিগকে বিদায় প্রদান করিয়া বকুলমালার সহিত ধরণীকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিলেন। ধরণী স্বীয় সখীমুখে সমস্ত শুনিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—মনস্বিনী রাজকন্যারা অগস্ত্যেশের পূজা করিয়া পূজা দিয়াছে কি? (ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর-তত্ত্ব

প্রশ্ন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-সম্পাদক মহোদয়

শ্রীচরণকমলেষু—

মহাত্মন্,

ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের লীলানুসারে ভক্তগণ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের রথযাত্রা, রাসযাত্রা ও ঝুলনযাত্রা প্রভৃতি উৎসব সম্পাদন করিয়া থাকেন। তদনুসারে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ রথযাত্রা ও ঝুলনযাত্রা প্রভৃতি উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় কি না, তদ্বিষয়ে আপনার শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় কৃপাপূর্ব্বক সদুত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

শ্রীচরণকৃপাভিখারী—
শ্রীগুরুদাস ভাণ্ডারী

উত্তর

উপরি-উক্ত প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধান করিতে হইলে আমাদিগকে একটী মূল সত্য স্মরণ রাখিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ—সম্ভোগময় বিগ্রহ, আর শ্রীগৌরসুন্দর—বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ। বিপ্রলম্ভময়-বিগ্রহ গৌরসুন্দরের সম্ভোগময়ী লীলাই শ্রীকৃষ্ণলীলা। সেই লীলাকে সিদ্ধান্তবিৎ রসজ্ঞগণ গৌর-লীলা বলেন না, আবার সম্ভোগময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভময়ী লীলাই গৌর-লীলা, তাহাকেও রসজ্ঞগণ কৃষ্ণ-লীলা বলেন না অর্থাৎ নিত্য-গৌর লীলার ও নিত্য-কৃষ্ণ-লীলার যে নিত্য বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, রসজ্ঞগণ কখনই তাহাতে বিপর্য্যয় উপস্থিত করিয়া লীলাকে অনিত্য বা মায়িক ব্যাপার-বিশেষে পর্য্যবসিত করিবার দুর্ব্বুদ্ধি ও অপরাধ পোষণ করেন না।

সম্ভোগময়ী শ্রীকৃষ্ণলীলার যে নিত্য-বৈশিষ্ট্য, তাহা কৃষ্ণ-লীলাতরঙ্গে নিত্য প্রকাশিত, আবার বিপ্রলম্ভময়ী শ্রীগৌর-লীলার যে নিত্য বৈশিষ্ট্য, তাহাও গৌর-লীলামৃত-সিন্ধুতে নিত্য উদ্বেলিত। রসজ্ঞগণ এই দুই লীলার নিত্য-বৈশিষ্ট্য-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন। সিদ্ধগণের জন্য শ্রীকৃষ্ণলীলার

উপযোগিতা এবং সাধকগণের অধিকারে গৌরলীলার অধিকতর উপযোগিতা বা ঔদার্য্য। সিদ্ধ ও সাধকের অধিকারে বিপর্য্যয়, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভরসের বিপর্য্যয় অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মপরায়ণ বৈষ্ণবগণ কখনও সহ্য করিতে পারেন না। অতত্ত্বজ্ঞ, ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মধ্যে ঐরূপ সাধক ও সিদ্ধের অধিকারে বিপর্য্যয় এবং লীলাবৈশিষ্ট্যের বিপর্য্যয় প্রভৃতি লক্ষিত হয়।

সুতরাং উপরি-উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে সম্ভোগময়ী কৃষ্ণলীলার এবং বিপ্রলম্ভময়ী গৌরলীলার নিত্য-বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্বরূপ-রূপানুগ-মহাজন ও শাস্ত্রানুমোদিত সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে।

শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা-লীলায় আমরা বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের যে লীলাবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি, শ্রীগৌরসুন্দরকে রথে চড়াইলে সেই লীলাবৈশিষ্ট্য ভঙ্গ হইয়া পড়ে। আমরা কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় দেখিতে পাই,—

"জগন্নাথ-মগ্ন প্রভুর নয়ন-হৃদয়।
শ্রীহস্তযুগে করে গীতের অভিনয়॥
গৌর যদি পাছে চলে, শ্যাম হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে, শ্যাম চলে ধীরে-ধীরে॥
এই মত গৌর-শ্যামে, দোঁহে ঠেলাঠেলি।
স্বরথে শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী॥
নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈলা ভাবান্তর।
হস্ত তুলি' শ্লোক পড়ে করি' উচ্চৈঃস্বর॥

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবা রোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বার বার॥
স্বরূপ বিনা অর্থ কেহ না জানে ইহার।
পূর্ব্বে যৈছে কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ।
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত মন॥
জগন্নাথ দেখি' প্রভুর সে ভাব উঠিল।
সেই ভাবাবিষ্ট হঞা ধুয়া গাওয়াইল॥

অবশেষে রাধা-কৃষ্ণে করে নিবেদন।
সেই তুমি, সেই আমি, সেই নব সঙ্গম॥
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন চরণ॥
ইহা লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি।
তাঁহা পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি॥
এই রাজ-বেশ, সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাঁহা গোপবেশ, সঙ্গে মুরলী-বদন॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন।
সেই সুখসমুদ্রের ইহা নাহি এক কণ॥
আমা লঞা পুনঃ লীলা করহ বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়ত' পূরণে॥"

(—চৈঃ চঃ ম ১৩শ পঃ)

সম্ভোগবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন গোকুলবাসিনীদিগকে ত্যাগ করিয়া গৌর-লীলায় মত্ত হইয়াছিলেন। পরে কুরুক্ষেত্রে, ব্রজ-ললনাগণের সঙ্গ লাভ করেন। সম্ভোগবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীজগন্নাথকে রাধাভাবসুবলিত শ্রীগৌর-সুন্দর ঐশ্বর্য্য-লীলাক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র-নীলাচল হইতে মাধুর্য্যলীলাভূমি সুন্দরাচল গুণ্ডিচার দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে যাইবার সময় সম্ভোগবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা ও গোপীগণের ভাবে বিভাবিত বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দরের সহিত নানা প্রকার প্রেমাভিনয় হইতেছে,—

এই মত গৌর-শ্যামে দোঁহে ঠেলাঠেলি।
স্বরথে শ্যামেরে রাখে, গৌরমহাবলী॥

গৌরসুন্দরকে রথে চড়াইলে আমরা আর এই লীলাবৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই না। গৌরসুন্দরকে রথে চড়াইয়া "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোক বা "সেইত পরাণনাথ পাইনু। যাঁহা লাগি' মদন-দহনে ঝুরি গেনু॥" প্রভৃতি উক্তি করিতে গেলে ভয়ানক সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস-দোষ উপস্থিত হয়। স্বরূপ-রূপানুগ-বিরোধী অশাস্ত্রীয় গৌরনাগরীমতবাদের পূতিগন্ধ উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও গৌর-লীলার নিত্যবৈশিষ্ট্য বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়। এইজন্য

রূপানুগ শুদ্ধ-গৌরভক্তগণ কখনও লীলাবিপর্য্যয় করিয়া মহাপ্রভুর রথযাত্রা করিতে বাধিত হন না। তাঁহারা গৌরসুন্দরের সম্ভোগময়ী কৃষ্ণলীলার নিত্যবৈশিষ্ট্য এবং গৌরসুন্দরের পরপ্রলম্ভরস পরিপোষণের জন্য রথযাত্রাকালে গৌরলীলানুসরণে শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা-উৎসব করিয়া থাকেন।

রাসযাত্রা-সম্বন্ধেও ঐরূপই বিচার বুঝিতে হইবে। রাসযাত্রা—সম্ভোগময়ী লীলা। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু 'বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী' গ্রন্থে এবং শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সারার্থদর্শিনীতে রাসলক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন,—"নটৈর্গৃহীত-কণ্ঠীনামন্যোহন্যাত্তকরশ্রিয়াম্। নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্॥" "নৃত্য-গীত-চুম্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তন্ময়ী যা ক্রীড়া।" বিপ্রলম্ভময় গৌরসুন্দরের সহিত এইরূপ রাসক্রীড়া কখনই সিদ্ধান্ত-সম্মত ও রসপুষ্ট হইতে পারে না। ঐরূপ অবৈধ-চেষ্টায় গৌরনাগরীবাদের পূতিগন্ধ উপস্থিত হয়। তবে কোথাও কোথাও মহাজনানুমোদিত প্রাচীন পদাবলীতে (মহাজনের কল্পিত ভণিতাযুক্ত দুষ্ট অভিসন্ধিমূলক পদ নহে) এইরূপ পদ দৃষ্ট হয়,—

"বৃন্দাবনলীলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাণ সুরধুনীরে করিল॥
ফুলবনে দেখি' বৃন্দাবনের সমান।
সখাগণে করে গোপীগণ অনুমান॥
খোল-করতাল গোরা সুমেলি করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া॥
ঢল ঢল গোরা-তনু কাঞ্চন জিনিয়া।
আজানুলম্বিতভুজ নব কমনীয়া॥
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস।
রাসরস গোরা পঁহু করয়ে প্রকাশ॥"

বিপ্রলম্ভবিগ্রহ মহাপ্রভুর এই রাস-রস-প্রকাশে কোন প্রকার সম্ভোগ-লীলাগত ব্যভিচার নাই। অভিন্নবৃন্দাবন নবদ্বীপে অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দর খোল-করতালের সহিত পার্ষদ-বেষ্টিত হইয়া যে মহাসঙ্কীর্ত্তন-রস প্রকাশ করেন, তাহাই গৌরলীলার রাস। এইজন্য শ্রীমায়াপুর শ্রীবাসঅঙ্গন—যেখানে প্রতি রজনীতে সপার্ষদ গৌরসুন্দরের মহাসঙ্কীর্ত্তন-লীলা হইত—

যেখানে শ্রীবাসের শাশুড়ী প্রভৃতি কোন ইতর চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট স্ত্রীর প্রবেশাধিকার ছিল না, সেই স্থানই গৌরলীলার মহাসঙ্কীর্ত্তনস্থলী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাসের ভাষায় যে গৌরসুন্দর "সবে স্ত্রীমাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে। শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥ অতএব যত মহামহিম সকলে। 'গৌরাঙ্গনাগর' হেন স্তব নাহি বলে॥"—সেই গৌরসুন্দরে কখনও সম্ভোগময়ী রাসলীলা কল্পিত হইতে পারে না। ভক্তগোষ্ঠীর সহিত মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে মহাসঙ্কীর্ত্তন-নৃত্যই গৌরলীলার রাস—ইহাই প্রাচীন মহাজনগণের সিদ্ধান্তসম্মত।

ঝুলনযাত্রা বা হিন্দোলক্রীড়া—একটী সম্ভোগময়ী লীলা। সম্ভোগময়-বিগ্রহ রাধাকান্ত কৃষ্ণেই এই লীলার পূর্ণ সমন্বয়। রাধা ও কৃষ্ণকে হিন্দোলে আরোহণ করাইয়া গোপীগণ রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগ করাইয়া থাকেন। মুক্ত চিত্তবৃত্তিতেই এইরূপ হিন্দোল-ক্রীড়ার উপযোগিতা আছে। অনর্থযুক্ত জীব এই সকল লীলার অনুসরণ করিতে গেলে প্রাকৃত-সহজিয়া-শ্রেণীতে গণ্য হইবেন। গৌরলীলার অনর্থযুক্ত সাধকগণেরই অধিকতর উপযোগিতা। বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দরে ঐরূপ সম্ভোগলীলা হইতে পারে না, উহাতে রসাভাস-দোষ উপস্থিত হইবে। বিষয় ও মূল আশ্রয়-বিগ্রহকে তদনুগ আশ্রিতগণ হিন্দোল-লীলায় সম্ভোগ করাইয়া থাকেন। গৌরসুন্দরের লীলা-বৈশিষ্ট্যে ও চিত্তবৃত্তিতে সেইরূপ সম্ভোগ-চেষ্টার উপদেশ নাই। কাজেই সম্ভোগময়ী হিন্দোল-লীলা—যাহা শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় সম্ভব, তাহা গৌরলীলায় আরোপিত হইতে পারে না। তবে যে কোথা কোথাও প্রাচীন পদাবলীতে (গৌরনাগরীমতবাদদুষ্ট কল্পিত ছড়ায় নহে) গৌরগদাধরের ঝুলনের কথা পাওয়া যায়, তাহা সম্ভোগময়ী হিন্দোল-ক্রীড়া নহে। সেস্থানে গৌরশক্তিগণ পূর্ব্বঝুলনলীলার ভাবে বিভাবিত হইয়া গৌরগদাধরের বিপ্রলম্ভরসের পরিপুষ্টি করিয়া থাকেন। সেই স্থানে সকলেরই কৃষ্ণলীলার উদয় হয়। গৌরকে নাগর' বা সম্ভোগবিগ্রহ সাজাইবার কোন চেষ্টা দেখা যায় না। যেখানে গৌরকে নাগর সাজাইয়া এবং আপনাদিগকে নাগরী কল্পনা করিয়া সম্ভোগময়ী হিন্দোল-ক্রীড়া, রাসক্রীড়া প্রভৃতি অবৈধ চেষ্টা দৃষ্ট হয়, তাহা লীলা-বিপর্য্যয় করিবার অপরাধময়ী ও অনর্থময়ী প্রচেষ্টা মাত্র।

আমি ভজন করি না কেন

অপরে ভজন করুন, আর না-ই করুন, আমি ভজন করি না কেন? ভজন ব্যক্তিগত কল্যাণ-সাধক। জগতের যদি কেহই হরিভজন না করেন, কিংবা হরিভজনের ছলনায় অন্যাভিলাষ পূরণ করেন, তাহাকে আমার হরি-ভজন পরিত্যাগের কি মঙ্গলময় কারণ আছে? হরিভজন না করিবার প্রবল প্রচ্ছন্ন পিপাসা থাকিলেই 'অপরে হরিভজন করেন না'—ইহা অনুসন্ধানের মায়ামৃগ হয়। আর হরিভজনের প্রবল অকপট পিপাসায়—

বৈষ্ণবের নিন্দাকর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণভজন করে—এই মাত্র জানে॥

নিজে হরিভজন না করিলে অমঙ্গল কাহার? নিজে হরিভজন ছাড়িলে অভদ্র—অনর্থ কাহার?

তাঁহারই হরিভজন আরম্ভ হইয়াছে, যাঁহার নিকট জাগতিক অভাবনীয় অনন্ত অভাব-অসুবিধার পাহাড়-পর্ব্বত, দুঃখ-দৈন্যের হিমালয় স্তরে স্তরে উপস্থিত হইয়াছে; আর তাঁহারই হরিভজনের নিষ্কপট পিপাসা উদিত হইয়াছে, যিনি মায়ামুগ্ধ মানবজাতীর দুরধিগম্য আত্মকর্ম্ম-বিপাকের বৈচিত্ররূপ অভাব-অসুবিধা, দৈন্য-দুঃখের পাহাড়-পর্ব্বতকে কৃষ্ণানুকম্পার সোপান বলিয়া বরণ করিয়া তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, তৃণাপেক্ষা সুনীচ, অনিন্দক, অমানী, মানদ নির্ম্মৎসর হইয়া সৎসঙ্গে শ্রীগুরুপাদপদ্মমুখশ্রুত কীর্ত্তনের অনুকীর্ত্তন-পূর্ব্বক জীবন যাপন করিতে পারেন।

আমরা যেন আত্মকর্ম্মবিপাককে 'পরকৃত হিংসা' মনে করিয়া অসহিষ্ণু, দাম্ভিক, মৎসর, নিন্দক, অভিমানী নিজমান-লাভে লিপ্সু না হইয়া পড়ি। বৈষ্ণবাপরাধমত্ত-হস্তী যেন আমাদের ভক্তিলতার বীজ বা নবাঙ্কুর উৎপাটন করিয়া কীর্ত্তনাপরাধের দ্বারা লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি উপশাখাগুলিই পরিবর্দ্ধিত করিয়া না তুলে!

আমরা শ্রীগুরুমুখে ত' অনুক্ষণ ইহাই শুনিয়াছি; তাঁহার অতিমর্ত্ত্য, অভূতপূর্ব্ব, অদ্বিতীয় আদর্শে ত' ইহাই জাজ্বল্যমান প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি যে, জগতে যদি কেহই হরিভজন না করে, শত শত বাধা-বিঘ্নের আগ্নেয়গিরিগুলিও যদি অগ্নিপরীক্ষার জন্য উপস্থিত হয়, তথাপি আরও প্রবলতর বেগে, দ্বিগুণতর উৎসাহে হরিভজনই করা কর্ত্তব্য—আরও কোটি-কণ্ঠে কৃষ্ণভজনের কীর্ত্তন-গৌরবই প্রচার করা কর্ত্তব্য। ইহাও আমরা প্রত্যক্ষ

দেখিয়াছি যে, আমার অসংখ্য অন্যাভিলাষের তাণ্ডবের মধ্যেও শ্রীগুরুপাদপদ্ম "সবে কৃষ্ণভজন করে—এইমাত্র জানে"—বাক্যের মূর্ত্ত আদর্শ প্রকট করিয়া অন্যাভিলাষের যাবতীয় তাণ্ডব হইতে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে দূরে--সম্পূর্ণ-ভাবে গোলোকের অস্মিতায় আত্মভূমিকা সংরক্ষণ করিয়াছেন। হরিভজনের —হরিভজনকারীর আদর্শ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া ঐ আদর্শ আমার জড়-চক্ষুর আবরণ অপসারিত করিয়া চেতনচক্ষুকে আত্মসাৎ করে না কেন?

কৃষ্ণ কি আমাকে বাজাইয়া লইবেন না? কৃষ্ণ কি আমাকে কষ্টিপাথরে ঘসিয়া লইবেন না? আমি মেকী না আসল? আমি জড়উপমণি না চিন্ময় সন্মণি? আমি কুরূপের হাটের মাটিয়া ভাণ্ড না শ্রীরূপের হাটের মহাজনগণের পদাঙ্করেণু? কৃষ্ণ—পূর্ণতম বস্তু; অপূর্ণ বস্তু, অসম্যক্ বস্তু, আংশিক বস্তু, প্রতিবিম্বিত বস্তু নহেন। তাই তাঁহাকে দান করিবার পূর্ব্বে তিনি কি আমাকে পরীক্ষা করিয়া লইবেন না? আমি কি সত্য সত্য কৃষ্ণকে চাই, কৃষ্ণের সেবাসুখ চাই, কৃষ্ণের অকপট কৃপা চাই, না কৃষ্ণমায়ার যূপকাষ্ঠের মায়ামৃগ হইতে চাই? দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, স্বজন-তারন-ভর্ৎসন, জাগতিক নশ্বর লোভ-লালসা—কর্ম্মি-জ্ঞানি-ধ্যানি-কুলের অহমিকা যাহারা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া প্রতি নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে, প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, আনখকেশাগ্রে কৃষ্ণসেবাময় হইয়াছেন, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকেই ত' আত্মসাৎ করিয়াছেন—'আপন জন' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; আর আমি কি ফাঁক-তালে—সবদিক্ বজায় রাখিয়া—সব সুবিধা সংরক্ষণ করিয়া 'হরি-ভজনকারী'র মৌখিকতা দেখাইতে চাই?

কৃষ্ণ ত' জগতের প্রতি ব্যাপারে আমার প্রতি কার্য্যের অকৃতকার্য্যতা ও তথাকথিত কৃতকার্য্যতার অপূর্ণতার মধ্যে জগতের অনিত্যতা, সম্ভোগ-বাদের হেয়তা অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত করিতেছেন, আবার ঐ দিকে সকল মনোধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মিগণের তাণ্ডব ছাপাইয়া শ্রীচৈতন্য-বাণীগঙ্গার প্রবাহ "লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং" শ্লোক কীর্ত্তনের তরঙ্গে ভাগবত-মহামণিমরকত প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতেছে, কই, তথাপি হরিভজনের জন্য আমার নিষ্কপট আর্ত্তি—লোলা উদিত হয় কেন না?

ইহার কারণ কি? আমার কি ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধ সংঘটিত হইয়াছে? অথবা আমি গুরুতে মর্ত্যবুদ্ধি করিয়াছি? নামাপরাধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য শ্রীনাম-প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আর্ত্তির সহিত অনুক্ষণ প্রার্থনা জানাই কোথায়? নামে রুচি হয় না কেন? অর্চ্চনাপরাধে পতিত হইয়াছি কি?

অর্চ্চনসিদ্ধি হইলে ত' মুখে নাম প্রকাশিত হইত। রোগ কোথায়? হৃদয়-দৌর্ব্বল্য-অনর্থই কি আমার রোগ? কোথায়, সেই রোগ-উপশমের যে ঔষধ সদবৈদ্যরাজ ব্যবস্থা করেন, তাহা গ্রহণ করি কোথায়? অনুক্ষণ অনাবিল সাধুসঙ্গ করি কোথায়? সাধুসঙ্গের ছলনা করিতে করিতে অসৎ-সঙ্গে প্রধাবিত হই কেন? সাধু ব্যতীত অসাধুর সহিত ভুলক্রমে বা স্বেচ্ছা-ক্রমে কি ষড়্‌বিধ প্রীতি-বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছি? হৃদয়-দৌর্ব্বল্যকে মৃদুরোগ ভাবিয়া নিশ্চিত রহিয়াছি কি? হৃদয় দৌর্ব্বল্য না জন্মাইতে পারে, এইরূপ ব্যাধি নাই। কিন্তু হৃদয়-দৌর্ব্বল্য যাবতীয় উৎকট অনর্থব্যাধির জনক—দুরারোগ্য রোগ—কপটতার জনক। হৃদয়দৌর্ব্বল্য উৎপাটিত না হইলে উহা তুষাগ্নির ন্যায় অন্তরে থাকিয়া ভীষণ অগ্নিকাণ্ড করিয়া ফেলে—বৈষ্ণবা-পরাধ, নামাপরাধ, গুর্ব্বপরাধ সকলগুলিই হৃদয়দৌর্ব্বল্যের প্রশ্রয়ে ও প্রতিপালনে উদিত হয়।

তাহা হইলে ঔষধি কি? ভগবৎ-কৃপায় ঔষধির দুর্ভিক্ষ এ যুগে অন্ততঃ আমার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে, কিন্তু ঔষধ যত আমার সম্মুখে হাত বাড়াইয়া আসে, আমি ততই যে দূরে পলায়ন করি। ইহার উপায় কি? উপায়—বৈষ্ণবের পরামর্শ গ্রহণ—অবৈষ্ণবের পুষ্পিত প্রলপিত বাক্য হইতে দূরে অবস্থান—অনুক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন শ্রবণ-কীর্ত্তন।

তাহা হইলেই কি সব হইবে? সব হইবে—হরিকথা শুনিলে সব হইবে, নতুবা 'শব' হইতে হইবে। **"শুনিতে"** হইবে—আগে দেখিতে হইবে না,—বা আগে আর কিছু করিতে হইবে না। কাণের পথটি খোলা রাখিতে হইবে—জাগিয়া ঘুমাইতে হইবে না।

আমি যে কথা শুনিতেছি না, তাহার প্রমাণ কি? আমি যে জাগিয়া ঘুমাই, তাহারই বা প্রমাণ কি? প্রমাণ—আমার অবঞ্চক অন্তরই সাক্ষ্য দিবে; যদি হরিকথা সত্য সত্যই কাণে লইতাম—কাণ দিয়া শুনিতাম, তবে শরীর-সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিস্মরণ হইত, আর কৃষ্ণ-সংক্রান্ত বিষয়সকল প্রয়োজনীয়তার কূল ছাপাইয়া উঠিত।

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যং
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্‌গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বজ্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥ (ভাঃ ৪।৯।১২)

হে ঈশ, হে পদ্মনাভ, যাঁহারা তবদীয় পাদারবিন্দ-সৌগন্ধে লুব্ধহৃদয় সাধুগণের প্রসঙ্গ লাভ করেন অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রীমুখে হরিকথা-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া জীবন যাপন করেন, তাঁহারা এই অতিশয় প্রিয় দেহ এবং তৎসম্বন্ধি পুত্র, সুহৃৎ, গৃহ, বিত্ত এবং কলত্র ইহাদের কিছুই চিন্তা করেন না।

তাহা হইলে আমি 'হরিকথা' শুনি কই ? হরিকথা অপেক্ষা যে আমার নশ্বর দেহ-গেহ-বিত্ত-পুত্র-কলত্র-মান-প্রতিষ্ঠা 'বড়' হইয়া উঠিয়াছে ! বাস্তব কোন্‌টী ? কল্যাণ-কল্পলতিকা হরিকথা, না নিখিল অকল্যাণ-নিকেতন নশ্বর জড়বস্তুগুলি ?

শ্রীগুরু-মুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণকারীর—অনুকীর্ত্তনকারীর ত' কোনই অসুবিধা নাই—কোন অভাব নাই—গ্রহ-বৈগুণ্য নাই, কোন অকল্যাণ নাই—

রিপবস্তং ন হিংসন্তি ন বাধন্তে গ্রহাশ্চ তম্।
রাক্ষসাশ্চ ন খাদন্তি নরং বিষ্ণুপরায়ণম্ ॥ (বৃহন্নারদীয়পুরাণ)

শত্রুগণ হরিভজনকারী ব্যক্তিকে হিংসা করিতে সমর্থ হয় না, গ্রহকুল বাধা প্রদান করিতে পারে না, রাক্ষসেরাও তাঁহাকে গ্রাস করিবার যোগ্য হয় না।

অহো, যে ধন্যাতিধন্য অবসরে আমার নিকট শ্রীগুরুপাদপদ্ম অমায়ায় অকৈতব কৃষ্ণকীর্ত্তন বিতরণ করিতে চাহিতেছেন, সেই কালে যেন অন্য কিছু দান চাহিয়া বা তাঁহার অন্য কোন দানের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া আত্ম-মঙ্গলের অনর্পিতচর মহাসুযোগ না হারাই—শেষে অপরিশোধ্য অনুতাপে তপ্ত হইতে হইবে।

* * * *

ভবচ্ছিদমযাচেঽহং ভবং ভাগ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥
স্বারাজ্যং যচ্ছতো মৌঢ্যান্মানো মে ভিক্ষিতো বত।
ঈশ্বরাৎ ক্ষীণপুণ্যেন ফলীকারানিবাধনঃ ॥ (ভাঃ ৪।৯।৩৪-৩৫)

অহো, ভবচ্ছিদ্—সংসার-ছেদক শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ পাইয়াও ভাগ্য-বিবর্জ্জিত আমি আবার সেই অসৎ সঙ্গই প্রার্থনা করিতেছি। হায়, যেমন নির্ধন ব্যক্তি চক্রবর্ত্তী ভূপতির নিকট সতুষ-তণ্ডুলকণা প্রার্থনা করে, তদ্রূপ আমিও এমন দুর্দ্দৈবগ্রস্ত যে, শ্রীহরির নিকট অকিঞ্চিৎকর অসদ্‌বস্তু প্রার্থনা করি। শ্রীহরি—শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে সেবানন্দ প্রদান করিতে উদ্‌গ্রীব আর আমি মূঢ়তা-বশতঃ তাঁহাদের নিকট অভিমানসেতু প্রার্থনা করিতেছি !

সাধুসঙ্গে অমরনাথ দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭৬ পৃষ্ঠার পর)

এদিকে বাস দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া Bartala Police Station হইতেও থানার Officer ও Deputy Suptd. of Police আসিয়া দুর্ঘটনার অনুসন্ধান করিয়া যান। আমাদের ও আহত যাত্রীদের নিকট হইতে Statement নিলেন Bus-Driverএর কোন দোষত্রুটি আছে কিনা, তাহাও অনুসন্ধান করিলেন। আমরা বলিলাম যে, Driver-এর কোন দোষত্রুটি নাই, সে আমাদিগকে বাঁচাইবার জন্য বাসটিকে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগাইয়াছিল। নানা জেরার মুখে আমরা আমাদের বক্তব্য যথাযথ-ভাবে রাখিয়াছিলাম। পুলিশও তাদের করণীয়কার্য্য করিয়া তাঁদের নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলেন। সেই রাত্রির (৩।৮।৭৬) মত আমরা পাহাড়ী নদীর সন্নিকটে রামবনের রামমন্দিরে রাত্রি যাপন করিলাম।

দুর্ঘটনার পর বহুদূরে ফেলে আসা সহর হইতে আসিয়া পাহাড় ঘেরা পরিবেষ্টিত মনোরম পরিবেশে অশোক-অভয়-অমৃতের আধারস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে পারিয়াছি, ইহা আমাদের কম সৌভাগ্যের কথা নহে। মনে হয় শ্রীরামচন্দ্র তাঁর সুকোমল অভয়-হস্ত আমাদের প্রতি প্রসারিত করিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা এ-যাত্রায় বাঁচিয়া গেলাম। তিনি আমাদের যথাযথ শুভ করুন, এই প্রার্থনা জানাইয়া আমরা সকলে নিদ্রা-দেবীর কোলে আশ্রয় নিলাম।

ইং ৪।৮।৭৬ তাং বুধবার নিদ্রা হইতে উঠিয়া জানিতে পারিলাম আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য জম্মু-কাশ্মীর সরকারের পরিবহন-বিভাগ গত রাত্রেই বাস পাঠাইয়া দিয়াছেন ; পুলিশ ও Military Officer-এর তৎপরতায় একার্য্য শীঘ্র সমাধান হইয়াছে। যাহা হউক, সকাল হইতে আমরা বাসে আমাদের গন্তব্যস্থান পহেলগাঁ যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে-ছিলাম। কিন্তু Health Centre হইতে আহত রোগীদিগের Police Report ব্যতিরেকে ছাড়িবার নির্দ্দেশ না থাকায় আমরা বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছি। রামবন থানার Officer-in-Chargeও আমাদের জন্য যথা-সধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, যাহাতে আমরা শীঘ্র করিয়া এস্থান ত্যাগ করিতে পারি অবশেষে বরতলা থানা Inspector আসিয়া পুনরায় Driver সম্বন্ধে আমাদের কয়েকজনের Statement লইয়া রোগীদের হাসপাতাল হইতে ছাড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

অতঃপর সরকার দেওয়া JK680 ষ্টেট ট্রান্সপোর্টযোগে আমরা সকাল ৯।১৫ মিঃ যাত্রা আরম্ভ করিলাম। ছোট-বড় পাহাড়-ঘেরা গ্রাম, বিপদসঙ্কুল নদীনালা, পাহাড়ী গাছপালা অতিক্রম করিয়া প্রাকৃতিক-রূপদর্শন করিতে করিতে অবশেষে বানিহাল সুরঙ্গ-পথের সম্মুখভাগে উপস্থিত হইলাম। নীলবাতি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাস বিখ্যাত বানিহাল সুরঙ্গে (দৈর্ঘ্য প্রায় ৭।৮ কিঃ মিঃ) প্রবেশ করিল। সুরঙ্গের ভিতরে আলোর ব্যবস্থা ছিল। সুরঙ্গের ভিতর পাহাড়ের গাত্র হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল নির্গত হইতেছিল। সুরঙ্গের দীর্ঘ রাস্তা শেষ করিয়া আমাদের বাস দ্রুত গতিতে যাত্রা-পথকে নিকট হইতে নিকটতর করিবার জন্য ধাবমান। দক্ষিণ দিকে ভেরীনাগকে রাখিয়া বাস কাঁজিগোঁদ-নামক একটি মনোরম স্থানে প্রায় ১১।৪৫ মিঃ পৌছিল। এখানে নিকটেই টুরিষ্ট লজ আছে। যাত্রিগণ তাঁদের প্রয়োজনীয় আহার সংগ্রহ করিয়া বাসে উঠিলেন। বাস পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিয়া বেলা ১টায় অনন্তনাগ-নামক স্থানে পৌঁছিল।

অনন্তনাগ জম্মুকাশ্মীর রাজ্যের একটি জেলা-সদর অফিস। এখানে আসিয়াই আমরা চলার পথে বর্ষার প্লাবনের চিহ্ন দর্শন করিলাম। ঘর-বাড়ীতে জলের দাগ তখনও মুছিয়া যায় নাই। রাস্তা হইতে সবেমাত্র জল নামিয়াছে। অনন্তনাগ হইতে দুটি রাস্তা দুদিকে চলিয়া গিয়াছে। বামদিকে শ্রীনগরের (দূরত্ব ৫২ কিঃ মিঃ) এবং ডানদিকে পহেলগাঁর (দূরত্ব ৪৫ কিঃ মিঃ)। আমাদের বাস তীব্রবেগে পহেলগাঁর উদ্দেশ্যে ধাবিত হইয়া বেলা ১।২৫ মিঃ মার্ত্তণ্ড-নামক স্থানে পৌঁছিলে আমরা এখানকার সূর্য্য-মন্দির, রামসীতার মন্দির ও সূর্য্যকুণ্ড দর্শন করিলাম। এখানে কিছু সময় অতিবাহিত করিয়া আমরা পুনঃ রওনা হই এবং বেলা ৩।৩০ মিঃ সময় অমর-নাথ যাইবার দরজাস্বরূপ অর্থাৎ প্রবেশপথ পহেলগাঁ নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিলাম। অনন্তনাগ হইতে পহেলগাঁর রাস্তা বেশ সুন্দর। রাস্তার দুধারে খাল জলে পরিপূর্ণ। কূলকূল রবে জল তীব্রগতিতে প্রবাহিত হইতেছে। মাঠে ধানক্ষেতের দৃশ্য বড়ই মনোরম। ধানের সবুজপাতা দর্শন করিয়া মাতৃভূমি বাংলাদেশের কথা মনে পড়িয়া গেল। সুজলা-সুফলা-শস্য শ্যামলা কাশ্মীর রাজ্যের কিয়দংশ দর্শন করিয়া অতীব আনন্দলাভ করিলাম। জম্মু কাশ্মীর সরকার সেচ্ কার্য্যের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দেশকে সবুজ বিপ্লবের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে উন্নতির পথে একধাপ অগ্রসর করিয়াছেন।

যাহাহউক, অবশেষে আমরা পাহাড়ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব-নিদর্শন পহেলগাঁ সহরে পৌঁছিয়া শিখ-সম্প্রদায়ের গুরুদ্বারে উপনীত হইলাম। গুরুদ্বারের কর্ত্তৃপক্ষের সহানুভূতিতে তথায় রাত্রি থাকিবার ব্যবস্থা হওয়ায় রান্নাদি করত অন্নপ্রসাদ পাইয়া বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। গুরুদ্বারে (মন্দিরে) প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মাথা বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিবার বিধি সর্ব্বত্রই প্রচলন আছে। শিখ-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মনিষ্ঠার এটা একটি নিদর্শন। গুরুদ্বারে প্রবেশ করিতে হইলে শির বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়াই প্রবেশের বিধান। হিন্দুগণ বা সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীগণ সর্ব্বধর্ম্ম-সহিষ্ণু, অতএব এই বিধানে তাঁদের কোন আপত্তি নাই বা থাকে না।

সহরটির পাদদেশে পাহাড়ী নদী প্রবল বেগে প্রবাহমান। পাহাড়ের উপরে দূর হইতে বরফের দৃশ্য বড়ই মনোরম। মাঝে মাঝে সরু জলের ধারা পাহাড়ের গাঁয়ে বেয়ে নিম্নগামী হইয়া নদীর স্রোতের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বিদায়-কালীন সূর্য্যের কিরণ-রশ্মী পাহাড়ের গাঁয়ে পতিত হওয়ায় পাহাড়ের সৌন্দর্য্য যেন আরো অধিক চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। শ্রীঅমরনাথ দর্শন মানসে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত হাজার হাজার যাত্রী জড় হইয়া শহরকে আরও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

বেলা ১২টা নাগাদ বৃষ্টি পড়া বন্ধ হইল। তাবু, হোটেল, ভাড়াগৃহ হইতে যাত্রীগণ বাহির হইয়া পড়েলেন—কুলি, ঘোড়া, লাঠি ও নানাবিধ খাবারের সন্ধানে; কারণ আগামীকল্য শ্রীঅমরনাথ যাত্রা আরম্ভ হইবে। ইং ৯।৮।৭৬ তারিখের শ্রাবণী-পূর্ণিমাতে শ্রীশ্রীঅমরনাথজীউর দর্শন কামনায় যাত্রীগণ প্রবল ভীড় করিয়াছেন শহরে। পহলগাঁ এই জম্মু-কাশ্মীরের একটী জেলা-সহর (উচ্চতা ৭২০০ ফুট), ইহ পাহাড়ে ঘেরা। সবুজ গাছপালায় পরিপূর্ণ। শহরের পাদদেশে খরস্রোতা পাহাড়ী নদী ধাবমানা; শহরটিকে মনে হয় একটি পরিপূর্ণ সাজান বাগান। পাহাড়ের গায়ে এদিক ওদিক কাঠের তৈয়ারী ঘরবাড়ী মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মেলার সময় বেশ লোক সমাগম হয়; অন্যান্য সময় ঘরবাড়ী পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকে।

আমরাও সরকারী হারে কুলি ও ঘোড়া ভাড়া পাওয়ার জন্য সহর হইতে প্রায় ২ কিঃ মিঃ দূরে Officeএ গিয়া অনুসন্ধান করিলাম। রাত্র ৮টাতেও এত ভীড় জমিয়াছে যে অফিসের কাউন্টারে উপস্থিত হইবার আমাদের কোন সুযোগ হইল না, অবশেষে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। শ্রীভগবানের

উপর নির্ভর করিয়া নিজেদের আস্তানায় আসিয়া নানাপ্রকার চিন্তা ভাবনা করা হইল ; তবে একবার যখন এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই শ্রীঅমরনাথজী কৃপা করিবেন — এইরূপ ধারণা লইয়া রহিলাম। "ছড়ির সহিত" যাত্রাও আগামী কল্য হইতে আরম্ভ হইবে ; এই শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিকে উপলক্ষ করিয়াই যাত্রার এত তোড়জোড়। সকলেই শীত, বৃষ্টি হইতে নিজেদেরকে বাঁচাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টায় নিমগ্ন, আমরাও এর ব্যতিক্রম নহি ; আমরাও প্রস্তুত। (ক্রমশঃ)

— **শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী,** ভক্তিভূষণ
পুলিশ-বেতার অফিস, চুচুঁড়া (হুগলী)।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীব্রত ও মহোৎসব

মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী-মহোৎসব ৩২ শ্রাবণ হইতে ২রা ভাদ্র দিবসত্রয়ব্যাপী বিরাট সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউর শ্রীমন্দির ও নাট্যমন্দির, মঙ্গলঘট, কদলীস্তম্ভ, আম্রপল্লব এবং বিবিধ প্রকারের রঙ্গিন বস্ত্রদ্বারা মঠ-ভবনের ভিতরে এবং বাহিরে বিভিন্ন বর্ণের বৈদ্যুতিক আলোকদ্বারা বিচিত্রভাবে সুশোভিত করা হইয়াছিল। মঠ-প্রাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইতে কংসবধ পর্য্যন্ত ১০টী লীলার বৈদ্যুতিকশক্তির দ্বারা পরিচালিত ১০টী অতি মনোহর স্টলও সাজান হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তনমুখে সন্ধ্যারতি করা হইলে পূজ্যপাদ **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ** ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পদ্মনাভ মহারাজ স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অপ্রাকৃত চরিত্রের বিবিধ; বৈশিষ্ট-সম্বন্ধে যথাক্রমে ভাষণ দান করেন।

ব্রতোপবাস-পালনে দিন মঙ্গলারতি কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ পারায়ণ আরম্ভ হয় ; তাহা মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। ঐ দিন মথুরা নগরের প্রধান প্রধান কীর্ত্তন-মণ্ডলিসমূহ মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত বিরাটভাবে শ্রীমহামন্ত্র সুস্বরে কীর্ত্তন করেন। মধ্যরাত্রে মহাসঙ্কীর্ত্তন, বাদ্যধ্বনি প্রভৃতির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক ও আরতি সম্পন্ন হয়। পরদিবস নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত বহু বৈষ্ণববৃন্দ ও সজ্জন ব্যক্তিগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়

— **শ্রীসুখানন্দ ব্রজবাসী**

শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠে

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, বিরহ-মহোৎসব ও নিত্যসেবা-পালন

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক স্বরূপ-রূপানুগবর চিদ্বিলাস আচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ** "হৃৎকলে পুরুষোত্তমাৎ"-বাণীর সার্থকতা সম্পাদনপূর্ব্বক ব্রজ-ভাবোদ্দীপক গিরিরাজরূপ চটকপর্ব্বত-সমন্বিত "শ্রীপুরুষোত্তম মঠ" স্থাপন করিয়া অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরির বিপ্রলম্ভ-রসাত্মক প্রেমপরাকাষ্ঠা প্রচার করিয়াছেন। তদীয় অন্তরঙ্গ প্রেষ্ঠ নিজজন শ্রীচৈতন্যাম্নায় দশমাধস্তন আচার্য কেশরী শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির



প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী** মহারাজের মনোহভীষ্ট পূরণকল্পে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ নামাচার্য্য ল হরিদাস ঠাকুরের পূত সমাধিপীঠের

পাদদেশে "সেবাকুঞ্জ" সংগ্রহপূর্ব্বক "শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ" স্থাপন করিয়াছেন।

উক্ত মঠে এই বৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদ-বিহারীজীউর শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক আচার্য্য-প্রবরের অষ্টম বার্ষিক তিরোভাব-তিথিপূজা ও একমাসব্যাপী শ্রীদামোদর-ব্রত-পালনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই উপলক্ষে ১৯ আশ্বিন (ইং ৫।১০।৭৬) বুধবার প্রায় তিন শত ভক্তবৃন্দ সমিতির সাধারণ সম্পাদক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের অধ্যক্ষতায় হাওড়া ষ্টেশন হইতে রিজার্ভ ট্রেণে পুরী অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রায় সম্পূর্ণ রাস্তা মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণ পালাক্রমে কীর্ত্তন-পাঠাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত ট্রেণের কামড়া কীর্ত্তন মুখরিত করিয়াছিলেন। ২০শে আশ্বিন (ইং ৬।১০।৭৬) বৃহস্পতিবার সকালে ট্রেণখানি পুরী ষ্টেশনে পৌঁছিলে সমিতির সভাপতি-আচার্য্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন মহারাজ ও সহঃ-সভাপতি পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ সদলবলে সকল ভক্তগণকে সাদর-অহ্বান জানাইয়া ভক্তগণ সমেত শ্রীমঠে উপনীত হন।

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের তিরোভাব-তিথিপূজা ও ঊর্জ্জব্রত বা দামোদর-ব্রতের অধিবাস দিবস-উপলক্ষে অদ্য শুভ অধিবাসের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি ঝাড়গ্রামস্থ শ্রীগৌর-সারস্বত মঠাধ্যক্ষ প্রপূজ্যচরণ পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের** পরিচালনায় সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইলে মধ্যাহ্নে কীর্ত্তনসহ অনুষ্ঠান সমাপ্তান্তে বিবিধ প্রসাদাদি-দ্বারা ভক্তগণকে আপ্যায়িত করা হয়।

যাত্রী-সংখ্যা উত্তরোত্তর অত্যধি বৃদ্ধি হওয়ায় মঠের সন্নিকটস্থ দুইটী দ্বিতল বাসগৃহ ভাড়া করা ব্যতীতও পার্শ্বেই শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠ ও অনতিদূরে শ্রীচৈতন্য আশ্রমেও যাত্রীগণের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করা হয়। (ক্রমশঃ)

—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ॥
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৮শ বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ১০ কেশব, ৪৯০ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩০ কার্ত্তিক, ১৩৮৩; ইং ১৬.১০।১৯৭৬ | ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমদানন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্

শ্রীমদ্দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ]

সুজনোদধি-সংবৃদ্ধিপূর্ণচন্দ্রো গুণার্ণবঃ।
অমন্দানন্দসান্দ্রো নঃ প্রীয়তামিন্দিরাপতিঃ॥ ১॥

শ্রীমান্ কমলাপতি আমাদের প্রতি প্রীত হউন। তিনি সজ্জন-সমুদ্রের সম্বর্দ্ধনে পূর্ণচন্দ্র, পরমানন্দ-ঘন এবং নিখিল-সদ্‌গুণসিন্ধু॥ ১॥

রমাচকোরীবিধবে দুষ্ট-দর্পোদবহ্নয়ে।
সৎপান্থজন-গেহায় নমো নারায়ণায় তে॥ ২॥

হে দেব! নারায়ণরূপী আপনাকে নমস্কার। আপনি কমলারূপিণী চকোরীর পূর্ণচন্দ্র, দুষ্টদর্পবিনাশনে বাড়বানল এবং সজ্জনরূপ পথিকগণের বিশ্রামনিলয়॥ ২॥

চিদচিদ্ভেদমখিলং বিধায়াধায় ভুঞ্জতে।
অব্যাকৃত-গৃহস্থায় রমাপ্রণয়িনে নমঃ॥ ৩॥

যিনি চিদচিদ্রূপী নিখিল ভেদের সৃষ্টি করিয়া তাহা ভোগ করিতেছেন, সেই কমলা-প্রণয়ী অব্যক্ত গৃহস্থকে নমস্কার॥ ৩॥

অমন্দগুণসারোঽপি মন্দহাসেন বীক্ষিতঃ।
নিত্যমিন্দিরয়ানন্দসান্দ্রো যো নৌমি তং হরিম্ ॥ ৪ ॥

যিনি পরমোত্তমগুণোৎকর্ষসমন্বিত ও আনন্দঘন এবং ইন্দিরাদেবী মন্দহাস্য-সহকারে নিরন্তর যাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, সেই শ্রীহরিকে স্তুতি করি ॥ ৪ ॥

বশী বশে ন কস্যাপি যোঽজিতো বিজিতাখিলঃ।
সর্ব্বকর্ত্তা ন ক্রিয়তে তং নমামি রমাপতিম্ ॥ ৫ ॥

যিনি সর্ব্বজগতের বশীকর্ত্তা, সর্ব্বলোকবিজেতা, সর্ব্বকর্ত্তা, স্বয়ং কাহারও দ্বারা বশীভূত, বিজিত বা কৃত নহেন, সেই রমাকান্তকে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

অগুণায় গুণোদ্রেক-স্বরূপায়াদিকারিণে।
বিদারিতারিসঙ্ঘায় বাসুদেবায় তে নমঃ ॥ ৬ ॥

হে প্রভো! বাসুদেবরূপী আপনাকে নমস্কার। আপনি স্বয়ং প্রাকৃতগুণসম্পর্কশূন্য হইলেও আপনার ঈক্ষণহেতুই প্রাকৃত গুণসমূহের বিক্ষোভ অর্থাৎ জগৎসৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তি ঘটিতেছে। আর, আপনি দৈত্যপ্রমুখ রিপুগণের বিদারণ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

আদিদেবায় দেবানাং পতয়ে সাদিতারয়ে।
অনাদ্যজ্ঞানপারায় নমো বরবরায় তে ॥ ৭ ॥

দেবগণেরও অধিপতি, আদিদেব, অনাদিঅজ্ঞান বা অবিদ্যার পরপারে অবস্থিত, শত্রুকুলনিসূদন এবং পরমোত্তম আপনাকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

অজায় জনয়িত্রেঽস্য বিজিতাখিল-দানব।
অজাদিপূজ্যপাদায় নমস্তে গরুড়ধ্বজ ॥ ৮ ॥

হে অখিল-দানববিজয়িন্! গরুড়ধ্বজ! আপনি স্বয়ং অজ, অথচ এই বিশ্বের জনক এবং ব্রহ্মাদিদেবগণের পূজ্যপাদ। আপনাকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

ইন্দিরামন্দসান্দ্রাগ্র্যকটাক্ষপ্রেক্ষিতাত্মনে।
অস্মদিষ্টৈক-কার্য্যায় পূর্ণায় হরয়ে নমঃ ॥ ৯ ॥

যাঁহার শ্রীবিগ্রহ ইন্দিরাদেবী মনোহর পরমোত্তম নিবিড় কটাক্ষদ্বারা সর্ব্বদা নিরিক্ষণ করিতেছেন এবং যাঁহার চরিত আমাদের অভীষ্ট ও অতুলনীয়, সেই পরিপূর্ণস্বরূপ শ্রীহরিকে নমস্কার ॥ ৯ ॥

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দির,

বাগবাজার, কলিকাতা

কাল—১লা আষাঢ় ১৩৩৮, রাত্রি ৮-৪০ মিঃ—১০ ঘটিকা

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
সপ্তদশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

সেবকের ধর্ম্ম—সেবা করা। সেবকের সেবা গ্রহণ করা, না করা সেব্যের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 'ভক্ত' শব্দের অন্যতম পর্য্যায়ে 'সেবক' শব্দটি স্থিত। 'ভজ্' ধাতুঃ সেবায়াম্—'ভজ্' ধাতু সেবার্থে প্রযুক্ত হয়। পূজ্যকে যিনি পূজা করেন, তিনি 'ভক্ত', আর যিনি পূজ্য বা সেব্যসূত্রে—ভক্ত, সেবক বা পূজকের সেবা গ্রহণ করেন, তিনিই ভক্তের একমাত্র সেব্য—'ভগবান্'। ভগবানকে যাঁ'রা সেবা করেন, সেই সেবকগণও ভগবানের ন্যায়ই পূজ্য। পূজা দুই প্রকার—সেব্য-ভগবানের পূজা, সেবক-ভগবানের পূজা। সেব্য-ভগবানের পূজা অনেক সময় সেব্যের নিকট না-ও পৌঁছুতে পারে; কিন্তু সেবক-ভগবানের পূজার দ্বারে যে সেব্য-ভগবানের পূজা হয়, সেই পূজা অব্যর্থ—তাহা ভগবানের নিকট না পৌঁছে থাকৃতে পারে না; কারণ, সেখানে সমস্তভার ভগবানের নিত্য সেবক গ্রহণ করেন—তাঁ'র নিত্য সেব্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেন।

ভগবদ্ভক্ত কেবল ভগবানের সেবা করেন না; যাঁ'রা ভগবানের নিত্য সেবা করেন, ভগবদ্ভক্ত তাঁ'দেরও সেবা করেন। 'ভগবদ্'-শব্দে নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা লক্ষিত হয়। ভাগবতগণও 'ভগবদ্' শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট—ভগবৎসম্বন্ধীয় ভগবত্তা ভগবদ্ শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট। ভাগবতগণ ভগবান্ হ'তে পৃথক্ পদার্থ ন'ন। ভগবান্ পূর্ণ-বস্তু—ভাগবতগণ তাঁ' ছাড়া ন'ন। আমাদের পূর্ব্ব গুরু কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেন,—

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥

ভগবান্ ছয় প্রকার প্রকাশে প্রকাশিত। তন্মধ্যে ভক্ত বা সেবককে বাদ দিয়ে সেব্যের বিচার—আংশিক বিচার মাত্র। ভক্ত বা সেবককে ভগবান্ বা সেব্য হ'তে পৃথক্ করলে ভক্তের ভজন-বৃত্তি রহিত ক'রে তাঁ'কে অসম্পূর্ণ বা স্বতন্ত্র ক'রে ফেলা হ'লো। অভক্তগণের এরূপ বিচার। ভগবদ্ভক্তগণ—

কৃষ্ণপরতন্ত্র, আর কৃষ্ণ—ভক্তপরতন্ত্র ; তাঁ'রা পরস্পর অভিন্ন—অঙ্গাঙ্গীভাবযুক্ত —একজনকে আর একজন হ'তে পৃথক্ করা যায় না। ভক্তকে বাদ দিলে ভগবান্ ব'লে কোন বাস্তব বস্তু থাকেন না—ভক্ত-পূজা বাদ দিলে "ভগবানের পূজা" ব'লে কোন ব্যাপারই হ'তে পারে না।

যাঁ'র ভগবদ্ভক্তি আছে, তিনি ভক্ত। 'ভক্ত' বল্লে ভজনীয় বস্তু সংশ্লিষ্ট থাকেন। যেমন 'পুত্র' বল্লে 'পিতা' নিশ্চয়ই থাক্‌বেন। ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্—এই তিনটী অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট।

আমরা পূর্ব্বে যে শ্লোকটী আলোচনা ক'রেছি, তা'তে 'শ্রীচৈতন্যদেব' বল্‌তে দীক্ষা-শিক্ষা-ভেদে গুরুদ্বয়, ঈশ-ভক্ত শ্রীবাসাদি, ঈশাবতার অদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতি, ঈশপ্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দাদি, ঈশ-শক্তি শ্রীগদাধরাদি এবং ঈশ-স্বরূপ মহাপ্রভুকে সাকল্যে বুঝায়। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব' বল্‌তে নরাকৃতি একল ঐতিহাসিক পুরুষ মাত্র ন'ন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যুগে যুগে তাঁ'রই অভিন্ন পার্ষদ-দেব গুরু আচার্য্য-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উপাসনা শিক্ষা দেন—জীবের নিত্য বৃত্তি উন্মেষ করেন।

ভগবদবতারসকল বিভিন্ন প্রকাশ-মূর্ত্তিতে মানবের নিকট প্রকাশিত হন—মানবের বিভিন্ন ধারণার অন্তর্ভুক্ত হন। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—ব্যূহচতুষ্টয় কিম্বা কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরাব্ধিশায়ী, মহাবিষ্ণুত্রয় একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র অর্থাৎ জীবের উপযোগিতা-ক্রমে তত্তদ্রূপে প্রকাশিত হন। যে-সকল জীব সৃষ্টিতত্ত্বাদির বিচার ও কারণ অনুসন্ধান করেন, তাঁ'রা—

আদ্যন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ, দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥

আবার মূলতত্ত্ব ও পরতত্ত্ব-বিচারে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহের কথা আলোচনা করেন। এইরূপভাবে বিভিন্ন জীবের উপযোগিতায় বিভিন্ন অবতারসমূহ প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। অপ্রপঞ্চ-বৈভব হ'তে প্রপঞ্চবৈভবে যে নিত্য ভগবন্মূর্ত্তির প্রাকট্য, তা'ই 'অবতরণ' শব্দ-বাচ্য।

ভগবান্—একজন ; কিন্তু ভগবৎপরিকর বা ভাগবত—অসংখ্য। বৈকুণ্ঠ বা গোলোকে এই সেব্য-সেবক-বিচার নিত্যকাল অবস্থিত। মূল আকর বস্তু পরতত্ত্ব অন্যান্য বস্তুর দ্বারা সেব্য। ঐরূপ কথা নয়, যেমন ইহজগতে সেবক-সম্প্রদায় ভজনীয় বস্তুর প্রতি অবহেলা ক'রে নিজের তৎপরতা প্রার্থনা করেন। সেব্যের সেবাই সেবকের ধর্ম্ম। যে অংশ সেব্যের সেবা করে না,

সে অংশটী 'সেবক' নামের অযোগ্য। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি এক মুহূর্ত্ত অন্য কার্য্য বা ইতর কার্য্যে ব্যস্ত থাকা যায় কিংবা অন্যের নিকট হ'তে সেবা প্রার্থনা করা হয়, তা' হ'লে সেবকের ধর্ম্ম বাধাপ্রাপ্ত হয়। মানব যখন অজ্ঞান-পীড়িত হন—তিনি যে নিত্য ভগবৎসেবক, যখন একথা ভুলে যান, তখন অপর জিনিষ ভোগ্যরূপে সম্মুখে দাঁড়ায়; যে জিনিষটী ভুলে যান, সেই ভ্রান্ত বস্তুর ধারণার অভাবে তদভিন্ন জ্ঞানে তখন সম্মুখস্থ মায়ার নিকট হ'তে সেবা চান। কিন্তু মায়া তাঁ'কে প্রতারণা করে—মায়ার নিকট হ'তে সেবা চে'তে গিয়ে তিনি মায়ারই সেবক হ'য়ে পড়েন।

আত্মা—নিত্য। আত্মবৃত্তি—নিত্য। আত্মা সর্ব্বক্ষণ পরমাত্মার আশ্রিত। যখন জীব আত্মবিস্মৃত হন, তখন তাঁ'র বস্তু-বিষয়-বিজ্ঞানের অভাব হয়—আত্মধর্ম্ম বাধাপ্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানের অভাবে জ্ঞান মাত্র থাকে, তদভাবে অজ্ঞান আসে। বিজ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্রতা প্রকটনকারী যে-সকল উপাদান, তা'দের অস্তিত্বের অস্বীকার হয় না—পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিচার রহিত হয় না। অনেকে বিচার করেছেন, নির্ব্বিশিষ্ট হ'য়ে যাওয়াটাই চরম ও নিত্য ব্যাপার! অনিত্য জগতের বিচিত্রতা বিশেষভাবে অনিত্য। যাঁ'রা এই জগতের অভিজ্ঞতাকে সম্বল ক'রে অনুমান-প্রমাণ-বলে নির্ব্বিশিষ্ট ভাবকে চরম কর্‌তে চান, তাঁ'দের দর্শন অসম্পূর্ণ—উহা মুক্তপুরুষের দর্শন নহে। মুক্তপুরুষগণ নিত্য বাস্তব রাজ্য দর্শন করেন। তাঁ'রা ইহজগতের অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা হ'তে পরজগতের বাস্তবতার অনুমান বা সিদ্ধান্ত ক'রেন না। নির্ব্বিশেষবিচারপরায়ণগণ শ্রৌতব্রুব হ'লেও শ্রুতির সার্ব্বদেশিক সিদ্ধান্ত শ্রবণ ও উপলব্ধি করেন নাই। মুক্তপুরুষগণ সেরূপ মায়িক-বিচারে আবদ্ধ না থেকে বৈকুণ্ঠ দর্শন করেন—নিত্য চিদ্বিলাস দর্শন করেন।

জাগতিক বস্তু পরিবর্ত্তনশীল ও পরিণামশীল। জাগতিক বস্তুতে কালক্ষোভ্য ধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট হ'য়েছে—চেতনকে অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদন করেছে—মেঘাবৃত সূর্য্য যেরূপ লোকলোচনে আবৃত—জীবের ক্ষুদ্র উপযোগিতার নিকট আবৃত—সেই আবরণ চেতনজাতীয় নহে। 'প্রমা' বা জ্ঞানের যে অংশ বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেই বাধাটী 'জ্ঞান' শব্দ-বাচ্য নহে। যে রাহু সূর্য্য ও চন্দ্রকে লোকলোচনের নিকট দর্শনের বাধা প্রদান করে, সেই রাহুটী কিন্তু সূর্য্য ও চন্দ্র নয়। আমরা প্রায় শতকরা শতজন এইরূপ রাহুগ্রস্ত জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ অভিভূত থেকে গ্রস্তাবস্থায়ই সত্যের স্বরূপ দর্শন ক'রে ফেলেছি

বা সত্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে মতামত প্রদানে অধিকার লাভ ক'রেছি কল্পনা করি!—গ্রস্তাবস্থাকে পাণ্ডিত্য ও যোগত্যা বিচার করি! নিজের গ্রস্তাবস্থা, নিজের আবৃতাবস্থা আমরা বুঝ্‌তে পারি না ব'লে - অপসারিত কর্‌তে পারি না ব'লে ভগবানের শ্রেষ্ঠ পরিকর সেই অজ্ঞান সরিয়ে দেন—আবরণ উন্মুক্ত ক'রে দিব্যজ্ঞানের সম্মুখে নিয়ে যা'ন—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ভগবানের পরিকরবৈশিষ্ট্যকে যদি লক্ষ্য না করি—ভগবদ্‌বস্তুকে যদি আমরা নির্ব্বিশেষ বস্তু বলি—জগতের আপেক্ষিক বিচার, আপেক্ষিক দর্শন যদি ভগবদ্‌বস্তুতে চালনা করি তা' হ'লে ভগবদ্‌বস্তু দর্শন হয় না—মায়ার ছলনায় অভিভূত থাকি। ভগবদ্‌বস্তুকে নির্ব্বিশেষ দেখ্‌বার চেষ্টা থাক্‌লেই ভগবৎপরিকরবৈশিষ্ট্য বা ভগবদ্ভক্তের পূজার আন্তরিকতা থাকে না—ভগবদ্ভক্তের পূজার নামে নায়ক-পূজা বা বীর পূজা হয়—অ্যাপোথিয়সিস্ বা পৌত্তলিকতার আবাহন হয়। দুনিয়ার লোকের ভগবৎপরিকরবৈশিষ্ট্যের পূজার আদর নাই কেন?—নায়ক-পূজায় অধিক রুচি কেন? তা'র কারণ, জগতের ভোগী ও ত্যাগিসম্প্রদায় প্রচ্ছন্নভাবেই হউক স্পষ্টভাবেই হউক, নির্ব্বিশেষ বা নাস্তিকতার প্রতি ধাবমান।

জগতের আপেক্ষিক বিচারে, আবৃত দর্শনে অজ্ঞানের বিচিত্রতার সৃষ্টি হয়। ভগবদ্‌বস্তু ভাগ্যহীনের নয়নে আবৃত হওয়ায় ভেদ কল্পিত হয়—যেমন একটা অশ্বের বাহ্যদর্শনের সহিত স্তম্ভের ভেদ কল্পিত হ'য়েছে। যখন জ্ঞান হয়, আবরণ খুলে যায়, তখন বাহ্যদর্শনের পরিবর্ত্তে সেবোপকরণ প্রতিভাত হ'য়ে বস্তু দেখ্‌তে পাই। ইহজগতের অনুপাদেয়তা সৃষ্টি কর্‌বার জন্য চেতনময় জগতের প্রতিবন্ধকস্বরূপ অচেতন-বৈচিত্র্য আমাদের অজ্ঞানচক্ষুর ভোগময়তা আকর্ষণ করে। চেতনজগতে এরূপ ধরণের অজ্ঞান-মেঘের ন্যায় সূর্য্যকে লোকলোচনের নিকট আচ্ছাদন ক'রে বস্তুর দর্শনে বাধা দেয় না। অজ্ঞান বা তাপ এসে চেতনের আবরণ ক'রে ভোগময় দর্শনকে স্তম্ভ ও অশ্বের পার্থক্য স্থাপন ক'রেছে। সেখানে কেবল চেতন থাকায় অজ্ঞানের দ্বারা বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে নাই—সেখানে পরিকরবৈশিষ্ট্য অবরতা উৎপন্ন করে নাই।

সেখানে প্রতিপদে নবনবায়মান জ্ঞান বা চেতনের ধর্ম্মের উন্মেষ করে, এখ'নে অজ্ঞান অবিবেচনায় বুঝ্‌তে দেয় না।

অর্চ্চ্যবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, কাঠের ঠাকুর (!), মাটীর ঠাকুর (!) বুদ্ধি, গুরুতে বা বৈষ্ণবে ইতর মনুষ্য-বুদ্ধি, ভগবানের নামকে সাধারণ শব্দের সহিত সমপর্য্যায়ে দৃষ্টি নরকগতি বা ত্রিতাপের কারণ হয়,—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

আমরা যখন ভগবৎপরিকরকে ষড়্‌বিধ বিলাসের অন্যতম বিচার করি, তখন নশ্বর গুরুনামধারীকে সেই শ্রেণীর অন্তর্গত কর্‌লে ভীষণ অপরাধ হয়। "ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত তাঁ'র অধিষ্ঠান।" ভগবান্ ও তৎপরিকর নিত্য। চেতনের বিলাস বৈশিষ্ট্যের স্থানে পার্থিব বিচার আন্‌লে অমঙ্গলের হেতু হয়। জড়জগতের তিক্ত অনুভূতি নিয়ে চেতনজগতের বিচার কর্‌লে আমরা গুরুর আবশ্যকতা মনে করি না।

ভগবদ্ভক্তগণ নিত্য বিচিত্রতা স্বীকার করেন। অচেতনের সবিশেষ—'তাপ', আর চেতনের সবিশেষ—'আনন্দ' উৎপাদন করে। অচেতনের বিচিত্রতা—ত্রিতাপ, আর চেতনের বিচিত্রতা—আনন্দ আনয়ন করে।

অনর্থযুক্তাবস্থা আমাদের দুর্ভাগ্য। ভগবৎপরিকরগণের ভূমিকা—চেতন, তাঁ'রা চেতনভূমিকার অবতরণ করেন, প্রপঞ্চের সহিত কখনই তাঁ'রা মিশ্রিত ন'ন। তাঁ'দের সহিত অচিৎ যোগ করা মহা অন্যায়। অবৈধ মুরুব্বিয়ানা করা উচিত নয়, তা' না করাই আনুগত্য স্বীকার করা।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বরূপ কি? আমাদের পূর্ব্ব গুরুপাদপদ্ম তা' জানিয়েছেন,—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

গুরুপাদপদ্মকে অচেতনের সহিত সংশ্লিষ্ট করা হয় নাই। সাধুগণ সেই রকমই চিন্তা ক'রে থাকেন যে, গুরুপাদপদ্ম ভগবদ্‌বস্তু হ'তে একটী পৃথক্ বস্তু ন'ন। গুরুপাদপদ্ম এবং গুরুর বন্দ্য পাদপদ্ম জিনিষটী এক হ'লেও বৈশিষ্ট্য আছে। বন্দ্য বন্দনাকারী হ'তে বাদ পড়ে যা'বেন না—eliminated

হ'বেন না। চিদ্বিলাসের বিষয়—কৃষ্ণ ; আশ্রয় কাৰ্ষ্ণগণের বিভিন্ন শ্রেণী মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

"মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।"

গুরুর গুরুত্ব নশ্বর, কিম্বা গুরুপাদপদ্ম উপায় মাত্র, উপেয় নহে—এরূপ বিচারে গুরুকে স্থাপন কর্‌তে হ'বে না। শ্রীগুরুদেব—সাক্ষাৎ হরি, কিন্তু ভগবানের চিদ্‌বিলাসের আশ্রয়। চিদ্‌বিলাসের বিষয়—ভগবান্, আর চিদ্‌বিলাসের আশ্রয়ের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠতম, তিনি গুরুপাদপদ্ম। জগতে ভগবানের প্রিয়তম আর কেহ নাই—একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম মুকুন্দপ্রেষ্ঠ ব্যতীত। গুরু—এক ; গুরু দশটী পাঁচটী ন'ন। পরিকরবৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে ভগবানের ভগবত্তা স্বীকৃত হয় না। পরিকরবৈশিষ্ট্য বাদ দিলে ভগবদ্‌বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। পরিকরবৈশিষ্ট্য ভগবদ্‌বিরোধী জয়-বিজয় প্রভৃতি বৈকুণ্ঠের দ্বারের বাহিরে নির্ব্বিশেষ-বিচারে আবদ্ধ। হিরণ্যকশিপু ভগবৎপরিকর-বৈশিষ্ট্যের প্রতি মৎসরতাধর্ম্ম-সম্পন্ন—নির্ব্বিশেষবাদীর আদর্শ। বৈষ্ণবাপরাধ হ'লে এরূপ বিচার উপস্থিত হয়—সব চেয়ে অধিক দুর্গতি বৈষ্ণবাপরাধ।

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্ব্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যত্তচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥

বিদেহমুক্তি বা লীলা-প্রবেশ না হ'লে আমাদের এরূপ দুর্গতি ঘট্‌বে। নিত্যবদ্ধ জীবকে শতসহস্র অসুবিধা, অপরাধ, অযোগ্যতা, দুর্ব্বলতার কবল হ'তে উদ্ধার কর্‌বার জন্য ভগবৎপরিকরবৈশিষ্ট্য অবতীর্ণ হন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ২৪টি শিক্ষাগুরুর কথা দেখ্‌তে পাই। দীক্ষা-দাতা গুরুদেব—একজন ; শিক্ষা-গুরু অনেক হ'তে পারেন। মন্ত্রদাতা—দিব্যজ্ঞানদাতা গুরু অনেক হ'তে পারেন না, শিক্ষা-গুরু অনেক হ'তে পারেন। তাঁ'রা আমাদের লঘুতা অপসারিত ক'রে অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবার জন্য নানাভাবে প্রেরণা ও উদ্দীপনা প্রদান করেন। কিন্তু অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের দাতা—অদ্বয়জ্ঞানের দাতা এক। শিক্ষা বা যাগ আমরা যাঁ'দের নিকট হ'তে পাই, তাঁ'রা শিক্ষা-গুরু। কৃষ্ণপ্রদাতা গুরুপাদপদ্ম গোলোক-বৃন্দাবনে নিত্য অবস্থিত। তিনি কালের পূর্ব্বে আছেন এবং পরেও চিরদিন থাক্‌বেন। **(ক্রমশঃ)**

শ্রীকৃষ্ণই অখিল-রসামৃত-সমুদ্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৯৪ পৃষ্ঠার পর)

ক্ষুদ্র-রসসেবি-ভক্ত মধুর-রসের নাম শুনিলে তাহাতে সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন না, বরং অপরাধের আশঙ্কা করেন। **প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম্ম প্রায় দাস্য-রসাশ্রিত**। অতএব সে-ধর্ম্মাশ্রিত পণ্ডিতগণ মধুর-রসে ঈশ্বর-ভজনের নাম শুনিলে কতকটা ভয় ও কতকটা পতনাশঙ্কা-ক্রমে তাহা স্বীকার করেন না। বরং এমত মনে করিতে পারেন যে, মধুর-রস-ভজনবিষয়ে বিকৃত-কল্পনা। সকল বিষয়েই নিম্নাধিকারী ব্যক্তি উচ্চাধিকারীর ক্রিয়ামুদ্রাকে ভ্রম বলিয়া মনে করেন, কিন্তু যখন ভাগ্যোদয়ে তিনি স্বয়ং উচ্চাধিকার লাভ করেন, তখন তিনি মনে করেন,—'হায়, আমি কি মূর্খ ছিলাম। উচ্চাধিকারকে নিন্দা করিতাম!' অতএব আমরা বিনীতভাবে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগকে নিবেদন করিতেছি যে, এই বিষয়টি অত্যন্ত গভীর। ইহাতে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কোন কুসংস্কারাবিষ্ট-সিদ্ধান্ত করিবেন না। হৃদয়-কন্দরে হৃদয়েশ্বরকে আসন দিয়া একবার সেই রসে উপাসনা করিয়া দেখিবেন, যদি ভাল লাগে, তবে **সদ্‌গুরু আশ্রয় করত সেই রসাস্বাদনে যত্ন পাইবেন**; যদি ভাল না লাগে, তবে নিজের অধিকার-বিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু কোন মতেই অবহেলা করিবেন না।

এ বিষয়ে এস্থলে অনেক বিচার করিবার স্থান নাই। এ পর্য্যন্ত বলা ভাল যে, মধুর-রসের অধিকারী ব্যক্তি নারায়ণাদি অন্য কোনস্বরূপে উপাসনার বিষয় লাভ করেন না। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই কেবল ঐ সর্ব্বোচ্চ-রসের একমাত্র বিষয়। নিরপেক্ষ হইয়া ও মতবাদ-জনিত পূর্ব্ব কুসংস্কারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া দেখিলে, ইহাই সিদ্ধান্তিত হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ রসতত্ত্বে সর্ব্বপ্রকার স্বরূপ অপেক্ষা নির্ম্মল ও শ্রেষ্ঠ। **শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ভক্তের সহিত সাম্য-গুণের আশ্রয় বলিয়া অন্যান্য স্বরূপ হইতে ন্যূন হইতে পারেন না। ন্যূন হওয়া দূরে থাকুক, অন্য সকল স্বরূপ হইতে সর্ব্বপ্রকারে প্রবল। অন্যান্য স্বরূপ যেরূপ চিন্ময়, জড়াতীত, পূর্ণগুণসম্পন্ন ও মায়াবিজয়ী, কৃষ্ণস্বরূপও তদ্রূপ অপ্রাকৃত গুণশালী। কৃষ্ণ-স্বরূপের আধিক্য এই যে, প্রপঞ্চমধ্যে পূর্ণ চিল্লীলা স্বীয় চিচ্ছক্তি-**

দ্বারা-জড়েন্দ্রিয়সফলকে প্রদর্শন করান। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া **প্রাপঞ্চিকবৎ ব্যবহারেও সর্ব্বত্র সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন।** বালকের সহিত প্রাণপ্রিয় বালকের ন্যায়, পিতামাতা গুরুজনের নিকট আশ্রিত শিশুর ন্যায়, মধুর-রসাশ্রিত ভক্তগণের নিকট প্রাণনাথের ন্যায় ব্যবহারকালেও ঈশিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন **করিয়াছেন।** নরের নিকট নরলীলা করিতে করিতেও সমস্ত আধিকারিক দেবগণের সর্ব্বেশ্বরের ন্যায় কার্য্য করিয়া পণ্ডিতবর্গকে চমকৃত করিয়াছেন। কৃষ্ণ যদি গোপভাবে এই জগদুন্মাদিনী-লীলা কৃপাপূর্ব্বক প্রকট না করিতেন, তাহা হইলে কি কেহ মধুর-রসের বিষয় বলিয়া পরমেশ্বরকে অনুভব করিতে পারিত? **কৃষ্ণলীলা কোন নর-কল্পনার বিষয় নয়,** অথবা বঞ্চিত লোকের অধম ও অন্ধবিশ্বাস নয়, ইহা কেবল পরমার্থজ্ঞ ব্যক্তিগণই বুঝিতে পারেন। **কৃষ্ণলীলার মধ্যে ব্রজলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,** যেহেতু ইহাতেই জীবের রসবিষয়ে সর্ব্বোত্তমলাভ দেখিতে পাওয়া যায়। তার্কিক ও নৈতিক বুদ্ধি কৃষ্ণলীলার মাহাত্ম্য স্পর্শ করিতে পারে না। কৃষ্ণের ব্রজলীলা-রস যে-ভক্ত আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি কেবল তাহার মধুরতা জানিতে পারিয়াছেন। ব্রজলীলাকে হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। তর্ক, রীতি, জ্ঞান, যোগ ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার একদিকে অতিশয় ক্ষুদ্ররূপে পড়িয়া থাকে এবং ব্রজতত্ত্বের মহাদীপক অপ্রাকৃত বুদ্ধিশালী ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে অন্যদিকে দেদীপ্যমান্ হইয়া চিদালোক বিতরণ করে। এ বিষয়ে কারিকা,—

বিভাবাদ্যৈর্জড়োদ্ভূতৈ রসোয়ং ব্যবহারিকঃ।
অপ্রাকৃতৈর্বিভাবাদ্যৈ রসোয়ং পারমার্থিকঃ॥
পরমার্থরস : কৃষ্ণস্তন্মায়া ছায়য়া পৃথক্।
জড়োদিতং রসং বিশ্বে বিতনোতি বহির্ম্মুখে॥
ভাগ্যবাংস্তং পরিত্যজ্য ব্রহ্মানন্দাদিকং স্বকং।
চিদ্বিশেষং সমাশ্রিত্য কৃষ্ণরসাব্ধিমাপ্নুয়াৎ॥
তত্ত্বোপনিষদং সাক্ষাৎ পুরুষং কৃষ্ণমেব হি।
আত্মশব্দেন বেদান্তা বদন্তি প্রীতিপূর্ব্বকম্॥

[জড়ীয় বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারিপ্রকার সামগ্রী দ্বারা পুষ্ট রতি যে-স্থলে রস হয়, উহা ব্যবহারিক। অপ্রাকৃত বিভাবাদি-পুষ্ট রতি যে-স্থলে রস হয়, উহা পারমার্থিক। পারমার্থিক-রসের

বিষয় একমাত্র কৃষ্ণ। ছায়ারূপা মায়াতে সে রসের হেয় প্রতিফলন। সুতরাং তাহা চিদ্রস হইতে পৃথক্। বহির্ম্মুখ জড়-জগতে জড়ীয় রসেরই বিস্তৃতি। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সেই স্বগত ব্রহ্মানন্দাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক চিদ্বিশেষকে আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণ-প্রেম-রসসিন্ধুকে প্রাপ্ত হন। বৃহদারণ্যকে "তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" (আমি উপনিষদুক্ত-পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি)—এই বাক্যের উদ্দিষ্ট পুরুষই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। **বেদান্তে আত্ম-শব্দ উল্লেখ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক কৃষ্ণকেই বর্ণন করিয়াছেন।**]

রস দুই প্রকার, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। জড়ীয় বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী সামগ্রী যে-স্থলে জড়োন্মুখী রতিকে রসতার অবস্থায় আনে, তখন ব্যবহারিক জড়দেহ-গত স্ত্রী-পুরুষের রস হয়। তাহা অতিশয় তুচ্ছ, অনিত্য ও বিকৃত। তাহা কেবল অপ্রাকৃত রসতত্ত্বের হেয় প্রতিফলন মাত্র। **স্থূল-লিঙ্গ-শরীরসম্বন্ধ-পরিমুক্ত শুদ্ধজীব চিন্ময়। তাঁহার স্বভাবগত সহজ রতিও চিন্ময়ী।** সেই রতি স্থায়ীভাব হইয়া চিন্ময়-বিভাব, চিন্ময়-অনুভাব, চিন্ময়-সাত্ত্বিক ও চিন্ময়-ব্যভিচারী ভাবসমূহকে সামগ্রীরূপে প্রাপ্ত হইয়া যখন স্বাদ্যত্বে নীত হয়, তখনই চিন্ময়-রসের উদয় হয়। বিশেষতঃ যখন চিন্ময়-আলম্বনান্তর্গত চিন্ময়-কৃষ্ণস্বরূপ ঐ রসের বিষয় হয়, তখন কৃষ্ণভক্তি-রস উদিত হয়। কৃষ্ণই পরমার্থ-রস। তাঁহার মায়াশক্তি স্বীয় ছায়াস্বরূপে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবে জড়োদিত রসকে বিশ্বে বিস্তার করেন। ভাগ্যবান্ পুরুষ সেই হেয়-রসকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এবং জীবগত ক্ষুদ্র ব্রহ্মানন্দ-রসকে অতিক্রম করত চিত্তত্ত্বের যে নির্ম্মল বিচিত্র বিশেষ, তাহা অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণরূপ রসসমুদ্রকে লাভ করেন। পাছে কেহ কৃষ্ণরসকে প্রাপঞ্চিক বলিয়া লঘু বোধ করেন—এই আশঙ্কায় শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণিতে নায়কভেদ-প্রকরণে ১৬ শ্লোকে কথিত আছে,—

লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত-নায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাস-স্বাদার্থমবতারিণি॥

শৃঙ্গার-রসের সমস্ত ব্যাপারই জড়ীয় হইলে অত্যন্ত লঘু ও জুগুপ্সিত; কিন্তু অপ্রাকৃত হইলে অত্যন্ত গুরু ও চিজ্জগতের পরমাদরণীয়। এই রসে জড়ীয় ব্যাপার কিছুমাত্র নাই। স্থূল ও লিঙ্গদেহে ইহার বিভাবের কোন কার্য্য নাই; কেবল অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিভাবের কিয়ৎপরিমাণে

ব্যাপ্তি আছে মাত্র। **রসনির্য্যাস-আস্বাদনের জন্য কৃষ্ণের প্রপঞ্চে উদয়। তিনি অবতার নন কিন্তু অবতারী।** অবতারী অপ্রাকৃত, সর্ব্ব জীবনায়কের পক্ষে অপ্রাকৃত শৃঙ্গারপর্ব্বে যে পরকীয়াদি বিচিত্রতা, তাহা কখনই জুগুপ্সিত হইতে পারে না। এ বিষয়ে যত নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিবেন, ততই সুসিদ্ধান্ত উপস্থিত হইবে। নৈতিক ব্যক্তিগণের জড়ীয় রসের প্রতি যে ঘৃণা থাকে, তাহা যদি অপ্রাকৃত রসচিন্তায় আনা যায়, তবে তাহাকে একটি কুসংস্কার বলি। সেই কুসংস্কার-পরবশ হইয়া চিন্ময় জীবের অপ্রাকৃত-দেহে অপ্রাকৃত-কৃষ্ণের সহিত রাসলীলাদিরূপ অপ্রাকৃত-রসকে ভাগ্যহীন লোকসকল ঘৃণা করিয়া থাকে। তাহাতে তাহাদের আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কি ফল হয়? **শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ঔপনিষৎ-পুরুষ। বেদান্তসকল অত্যন্ত প্রীতিসহকারে তাঁহাকে 'আত্ম' শব্দে উক্তি করেন,** যথা ছান্দোগ্যে,—

আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্নেং মন্বান এবং বিজানন্ আত্ম-রতিরাত্মক্রীড় আত্ম-মিথুনঃ আত্মনন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি। (৭।২৫।২)

আত্মারূপ কৃষ্ণই আমাদের সর্ব্বস্ব,—জীব এইরূপ দেখিয়া, মনন করিয়া, জানিয়া, **আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ** হইয়া স্বরাট্ হন। মাণ্ডুক্য বলিয়াছেন,—

সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা **চতুষ্পাৎ।** (১।২ মন্ত্র)

এই সমস্তই অবরব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি-নিঃসৃত তত্ত্ববিশেষ। আত্মস্বরূপ কৃষ্ণই পরব্রহ্ম। **তিনিই চতুষ্পাৎ অর্থাৎ এক হইয়াও অচিন্ত্যশক্তি, কার্য্যক্রমে নিত্যই চতুর্দ্ধা স্বরূপে মহারসময়।** চতুর্দ্ধা স্বরূপতা ভগবৎ-সন্দর্ভ (১৬ সংখ্যায়) শ্রীজীব পরিষ্কৃত করিয়াছেন, যথা,—

একমেব পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈবস্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে সূর্য্যান্তর-মণ্ডলস্থিত-তেজ ইব মণ্ডল, তদ্বহির্গত-তদ্রশ্মি, তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ।

[পরতত্ত্ব এক। তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন। সেই শক্তিক্রমে সর্ব্বদাই **তিনি স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান—এই চারি-প্রকারে অবস্থান করেন।** সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজঃ, তাহার বহির্গত রশ্মি, তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন এই অবস্থার কথঞ্চিৎ-দৃষ্টান্তস্থল]।

সেই কৃষ্ণের স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব ও জীবগত যে শুদ্ধ চিন্ময়-রস-বিলাস—তাহাই উপাদেয়। অতএব কারিকা,—

বেদার্থবৃহণং যত্র তত্র সর্ব্বে মহাজনাঃ।
অন্বেষয়ন্তি শাস্ত্রেষু শুদ্ধং কৃষ্ণাশ্রিতং রসম্॥
সনকাদি-শিব-ব্যাস-নারদাদি-মহত্তমাঃ।
শাস্ত্রেষু বর্ণয়ন্তি স্ম কৃষ্ণলীলাত্মকং রসম্॥
লব্ধং সমাধিনা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-কৃপোদিতং শুভম্।
অপ্রাকৃতঞ্চ জীবে হি জড়ভাব-বিবর্জ্জিতে॥

শ্রীমদ্ভাগবতাদি বেদার্থবৃংহণরূপ শাস্ত্রে মহাজনসকল কৃষ্ণাশ্রিত শুদ্ধ-রসকে অন্বেষণ করেন। সনকাদি, শিব, ব্যাস ও নারদাদি ঋষিগণ স্বীয় স্বীয় প্রকাশিত শাস্ত্রে জড়ভাব-বিবর্জ্জিত শুদ্ধ জীবে সাক্ষাৎ সমাধিলব্ধ কৃষ্ণ-কৃপোদিত অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলাত্মক রসকে বর্ণন করিয়াছেন।

এবম্ভূত **অমৃতময় শ্রীকৃষ্ণরস এ জগতে জগদ্‌গুরু শ্রীচৈতন্যদেবই আনিয়াছেন, পূর্ব্বে কেহ আনেন নাই,**—ইহা প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত একটী শ্লোক এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম,—

প্রেমানামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণ-পথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবন-বিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরস-চমৎকার-মাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার॥

(চৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৩০)

হে ভ্রাতঃ! প্রেমনামক পরম-পুরুষার্থ কে শুনিয়াছিল? হরিনামের মহিমা কে জানিতেন? বৃন্দাবনের পরম মাধুরীতে কাহার প্রবেশ ছিল? পরমাশ্চর্য্য মাধুর্য্যরসের পরাকাষ্ঠা শ্রীমতী রাধিকারূপা পরাশক্তিকেই বা কে জানিত? একমাত্র পরম করুণাময় চৈতন্যচন্দ্র সেই সমস্ত তত্ত্ব জীবের প্রতি কৃপা করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন।

—ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

শ্রীপরীক্ষিৎ-উত্তরা-সংবাদ (৫)

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৯৭ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীনারদ হনুমানের বাক্য শ্রবণান্তর হর্ষভরে শ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ আত্মীয়গণের সহিত মন্ত্রণা করিতেছিলেন যে, কোন যজ্ঞ বা বিপৎপাতের ছলনায় শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া দর্শন করিব। ইত্যবসরে মহামুনি শ্রীনারদের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি সসম্ভ্রমে দেবর্ষিকে প্রণাম করিয়া সভামধ্যে উত্তম আসনে বসাইলেন এবং তাঁহার পূজার জন্য যে-সমস্ত দ্রব্যাদি আনিয়াছিলেন। শ্রীনারদ ভৃত্যসহ যুধিষ্ঠিরাদিকে পূজা করিতে লাগিলেন। আর বীণাযোগে পাণ্ডবদের মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকিলেন।

তিনি বলিলেন,—এই নরলোকে আপনারাই ভূরিভাগ্যবন্ত, যেহেতু জগদীশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আপনাদের প্রিয়, ইষ্টদেবতা, গুরু, মাতুলেয়, দূত, সারথী, সুহৃৎ ও আজ্ঞাধীন। যিনি ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণেরও সমাধিদুর্লভ, যিনি বেদের তাৎপর্য্যবিশেষের বিষয়ীভূত। শ্রীনৃসিংহ, বামন ও রামচন্দ্র যাঁহার অংশস্বরূপ, ব্রহ্মাদি দেবতা যাঁহার বিভূতি, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী মায়াদেবী যাঁহার ঈক্ষণপথবর্ত্তিনী, ধরণীর বিলাপে ব্রহ্মাদি দেবগণ ক্ষীরোদতীরে অবস্থানপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে স্তুতিপরায়ণ হইয়াও যাঁহার দর্শনাদি-প্রসাদ লাভ করিতে পারেন না, কেবল ব্রহ্মাই সমাধিতে হৃদয়কাশে আবির্ভূতা বাণীরূপা আজ্ঞামাত্র অবগত হইয়া দেবগণকে তাহা শ্রবণ করাইয়া সুখী করিয়া থাকেন। যিনি মধুপুরীতে দীর্ঘবিষ্ণু, মহাহরি, মহাবিষ্ণু, মহানারায়ণ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ, আত্মারামতা মুক্তি-ভক্তি-সাধুসঙ্গাদি সাধনের দ্বারাও যাঁহার প্রসাদ লাভ করা যায় না, সেই শ্রীকৃষ্ণ অসাধনে আপনাদের প্রতি প্রসন্ন ও বশীভূত হইয়াছেন।

ইনি বিশেষ বিশেষ অধিকারিকে মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। এজন্য কালনেমী, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু এবং রাবণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতিকে বধ করিয়াও মুক্তি প্রদান করেন নাই। কাহাকেও উত্তমভক্তি দেন নাই, ইহা বলা বাহুল্য। কেবল শ্রীনৃসিংহাবতারে প্রহ্লাদকে জ্ঞানমিশ্র ভক্তি এবং রামাবতারে হনুমান, জাম্বুবান, সুগ্রীব, বিভীষণাদিগকে শুদ্ধভক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। অধুনা আপনার মাতুলেয় শ্রীকৃষ্ণ বহু ব্যক্তিকেই মুক্ত, ভক্ত ও শুদ্ধ প্রেমসম্পূরিত

করিয়াছেন। তিনি যাহাদিগকে বধ করিয়াছেন, তাহারা নরকভোগ-যোগ্য হইলেও তাঁহার মহিমাতে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। তদ্রূপ জ্ঞাননিষ্ঠ বিশ্বামিত্র, গৌতম, বশিষ্ঠাদি মুনিগণ কুরুক্ষেত্রযাত্রায় গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভক্তি প্রার্থনা করিয়া ভগবৎকৃপায় ভক্তিপর হইয়াছিলেন। তমোযোনিগত বৃন্দাবন-স্থিত তরুলতাদিও ভগবৎকৃপায় শুদ্ধ সাত্ত্বিকভাব প্রাপ্ত হইয়া সতত প্রেমরস-ধারা বর্ষণ করিতেছেন।

হে শ্রীকৃষ্ণ-ভ্রাতৃগণ! শ্রীকৃষ্ণের রূপ, সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, মাধুর্য্যাদির প্রকাশ অপূর্ব্ব। তাহা তাঁহারই বিষয়বিধায়ক। তাঁহার লীলা, গুণগ্রাম, প্রেম, মহিমা ও কেলিভূমি সকলই অপূর্ব্ব। আমার মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ যদি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ না হইতেন তাহা হইলে তাঁহার পরম ভগবত্তাও প্রকটিত হইত না।

শ্রীকৃষ্ণের কৃপার কথা দূরে থাকুক, তাঁহার নিগ্রহও প্রশংসনীয়। কংস, কালিয়, পূতনাদি তাহার প্রমাণ। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ-গুণগান করিতে করিতে দেবর্ষি নিজজিহ্বা দংশন করিয়া শিক্ষা দিলেন—হে রসনে! তুমি প্রভুর প্রিয় ভক্তগণের কিঞ্চিৎ মহিমা নিজশক্তি অনুসারে বর্ণন করিতে পারিলে তোমার মহাভাগ্য বলিয়া বোধ করিব।

হে মহানুভাবগণ! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আপনাদের যেরূপ প্রেমবিশেষ দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণেরও আপনাদের প্রতি তদ্রূপ বিশেষ কৃপা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আপনাদের মাতা কুন্তীদেবী যদুনন্দনের একটী মাত্র আশ্বাসবাক্য অক্রূরের মুখ হইতে প্রথমে শ্রবণ করিয়া প্রেমপ্রবাহে নিমগ্না হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসবাক্য শুনিয়া বহুপ্রকার বিলাপ করিয়াছিলেন। তাহা শ্রবণ করিলে মানুষের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণের কৃপা অপেক্ষা করিয়াই আপনাদের প্রতি স্নেহভরতা রক্ষা করেন। তিনি বলিয়াছিলেন—হে কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! হে বিশ্বপালক! প্রপন্না আমি শিশুদিগকে লইয়া নিরন্তর ক্লেশনিপীড়িত হইতেছি। হে গোবিন্দ! আমাকে ত্রাণ কর। আমি কালভয়ে ভীত, মনুষ্যগণের তুমি ভিন্ন অন্য সহায় দেখি না।

শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের আলয়ে দীর্ঘকাল বাস করিয়া দ্বারকা গমনে উদ্যত হইলে কুন্তীদেবী বিনয়পূর্ণবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের গমন নিরোধ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে ইহলোকে ও পরলোকে মহতী কীর্ত্তি প্রদান

করিয়াছেন,— জরাসন্দাদি বধদ্বারা ভীমসেনকেও তদ্রূপ কীর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন। সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন শ্রীঅর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা বলিয়া প্রসিদ্ধ। শত শত পুরাণাদি ও শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রসকলও তাঁহার মহিমা গান করিতে পারেন না। যমজ নকুল-সহদেবও শ্রীকৃষ্ণে কিরূপ প্রীতিপরায়ণ, তাহা রাজসূয়যজ্ঞে অগ্রপূজা-দান-বিচারস্থলে সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

শ্রীদ্রৌপদীদেবীকে শ্রীকৃষ্ণ 'প্রিয়সখি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং তাঁহাকে দুঃশাসনের ভয় হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহার সকল শোক দূর করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের পক্ষপাতিত্ব করার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের অন্নগ্রহণ এবং ভীষ্মের নির্য্যাণ-মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন। আপনাদের পুরস্ত্রীগণও শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যে-সকল জ্ঞান-ভক্তির কথা বলিয়া থাকেন, তাহা কবিগণের বর্ণনার বিষয় হইয়াছে।

শ্রীপ্রহ্লাদ একমাত্র পৌত্রের সহিত এবং কপিপতি হনুমান একাকী শ্রীহরির কৃপালাভ করিয়াছেন কিন্তু আপনারা সমস্ত বন্ধু ও স্বজনের সহিত তাঁহার বিশেষ কৃপা-ভাজন হইয়াছেন। আপনাদের গুণরাশি বর্ণন করিতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা মাত্র ; তাহা একমাত্র প্রভুই জানেন বা তিনিই বর্ণন করিতে পারেন। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, মহাপ্রভু কেবল আপনাদের জন্যই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি বানরসভায় বলিয়াছিলেন, যাহারা পাণ্ডবদের তাহারা সমস্তও সুহৃৎ, আর যাহারা তাহাদের শত্রু, তাহারা আমারও শত্রু।

তৎপরে শ্রীযুধিষ্ঠির ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পত্নীর সহিত বলিতে লাগিলেন—হে বাগ্মী-শিরোমণে, আমরা বিশেষ বিচার করিয়াও আমাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কোন কৃপা অবধারণ করিতে পারি নাই। আমাদের আপৎসকল দর্শন করিয়া সাধারণের শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তি বা বিশ্বাসের হ্রাস হইবে বলিয়া মনে করি। প্রাণিগণ যেমন অন্ন ব্যতিরেকে এবং মৎস্যসকল জল ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করিতে পারে না, আমরাও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করিতে পারিনা। এজন্য রাজসূয়যজ্ঞ সম্পাদনে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম—হে প্রভো! আপনি আপনার ভক্ত এবং অভক্তের নিষ্ঠা প্রদর্শন করুন। তাহা হইলে লোকগণ আপনার ভক্তগণের ঐহিক ও পারত্রিক বিচিত্র, শুদ্ধ সর্ব্ববিলক্ষণ সম্পৎ দর্শন করিয়া পরম বিশ্বাস সহকারে আপনার শ্রীপাদপদ্ম ভজন করিয়া

সর্ব্বপ্রকারের ভয়, দুঃখরহিত নিজ সুখ প্রাপ্ত হইবে। সম্প্রতি তিনি আমাদের বিপক্ষগণের বিনাশ সাধন করিয়া রাজ্য প্রদান করায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের এই রাজ্য লাভের জন্য ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুবর্গ, অভিমন্যু প্রভৃতি পুত্রগণ এবং বহু রাজন্যবর্গ বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ায় আমরা তাঁহাদের বিচ্ছেদ হেতু কিছুমাত্র কৃপালাভ করিতে পারিতেছি না। আর শ্রীকৃষ্ণের বদনমণ্ডল দর্শনের যে সুখ, তাহাও বহুকাল অন্তর্হিত হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি দ্বারকাতে অবস্থান করিয়া পরম সৌভাগ্যশালী যাদব গণকে সর্ব্বদা সুখ প্রদান করিতেছেন। হে নারদ! আপনারা যে কখনও কখনও তাঁহাকে আমাদের দৌত্য, সারথ্য বা অন্যান্য কর্ম্ম করিতে দেখেন তাহা কেবল পৃথিবীর ভারহরণ ও পাপনাশদ্বারা ধর্ম্মের সংরক্ষণ জন্যই জানিতে হইবে।

তৎপরে শ্রীভীমসেন উচ্চহাস্যে বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণের লীলা দুর্ব্বোধস্বরূপ। তিনি মায়ারও আদিকাল এবং চতুরকুলের গুরুস্বরূপ। অতএব তাঁহার বাক-ব্যবহার কৌশল কোথায় না প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে? অতঃপর শ্রীকৃষ্ণসখা অর্জ্জুন বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, —হে ভগবন্! আপনার প্রিয়তম প্রভু আমাদের জন্য যে কিছু কৃপা প্রদান করিয়াছেন তৎসমুদয় আমাদের দুঃখের নিমিত্তই হইয়াছে। পিতামহ ভীষ্মাদি সংগ্রামে যে-সকল সুদৃঢ় অস্ত্র প্রহার করিয়াছিলেন। তিনি নিজ অঙ্গে ঐ সকল মর্ম্মভেদী অস্ত্রপ্রহার পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন। উহা স্মরণ করিলে আমার হৃদয় হইতে দুঃখ অপসারিত হয় না। যে-কর্ম্মের জন্য প্রিয়জনের দুঃখ হয়, তাহার অনুষ্ঠান প্রীতির বা কৃপার লক্ষণ নহে। আমি রণস্থলে ভীষ্ম-দ্রোণাদির হননকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়ায় সেই মহাজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ আমাকে তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। গীতায় যথাশ্রুত অর্থের শ্রবণহেতু ঐ উপদেশ শুষ্কজ্ঞানীদের সুখপ্রদ হইলেও আমাদের পক্ষে বিশেষ দুঃখদায়ক, কারণ ভক্তিমাহাত্ম্যই আমাদের জীবন। আর তাৎপর্য্যার্থ বিচার করিলে ঐ উপদেশ আমাদের কিছুমাত্র সুখ হয় না! বরং উহাতে তাঁহার বঞ্চনাই বোধ হয়। কারণ সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধ নিরুপাধি কৃপার আকর সত্যপ্রতিম এবং পরমহিতকামী বান্ধবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণে আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়তই বর্ত্তমান এবং তাঁহা হইতে অপর কোন প্রিয়বস্তু আমাদের নাই।

শ্রীনকুল-সহদেব বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ যে আমাদের বিপদসমূহে ধৈর্য্য, বৈরিগণের বিনাশ ও অশ্বমেধাদি সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন, কিংবা

আমাদের যশ, রাজ্য ও দুর্লভ পুণ্যাদি বিস্তার করিয়াছেন, ঐ সকলকে তাঁহার কৃপা বলিয়া মনে করি না। পরন্তু তিনি যজ্ঞস্থলে অগ্রপূজা স্বীকার করিয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার কৃপা বলিয়া মনে করি। সম্প্রতি তাঁহার দ্বারা বঞ্চিত হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারি? তাঁহার দর্শন এক্ষণে আমাদের পক্ষে দুর্লভ হইয়াছে।

শ্রীদ্রৌপদীদেবী শোকে বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণ আমার লজ্জানিবারণ এবং দুঃশাসনাদির ন্যায় ঈদৃশ দুষ্টগণকে বিনাশপূর্ব্বক সর্ব্বদা আমার উপর অনুগ্রহ করিবেন মনে করিয়াছিলাম কিন্তু পিতা দ্রুপদ, ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং পুত্র প্রতিবিন্ধ্যাদি যুদ্ধস্থলে পতিত হওয়ায় যে শোক হইয়াছিল তাহাও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা বলিয়া শোক হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলাম—এই আশায় যে, তিনি আমাদের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া মধুর বচনে আপ্যায়িত করিবে ও বন্ধুগণের বিয়োগে সান্ত্বনা দান করিবেন। সেই আশা পূর্ণ হওয়া তো দূরে থাকুক, তিনি আর পূর্ব্ববৎ আগমনই করেন না।

তৎপরে কুন্তীদেবী বলিলেন,—আমি পুত্রগণের সহিত অনাথার ন্যায় বিপদসাগরে নিমজ্জিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বারম্বার ঐসকল বিপদ হইতে সত্বর উদ্ধার করিয়াছিলেন। এজন্য আমার মনে হইয়াছিল যে তিনি দেবকী-মাতা হইতেও আমার প্রতি কৃপাবিশেষ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ঐ কৃপাবিশেষ অধুনা আমার হৃদয়ে স্থান পাওয়া দূরে থাকুক তাঁহার যে কৃপা আছে তাহাও মনে করিতে পারি না। কারণ এখন চতুর্দিকে হাহাকার রব, নিজের বা অন্যের গৃহে নিহত বন্ধুগণের রমণীদের ক্রন্দনধ্বনিই শ্রুত হইতেছে; অথচ তাঁহার দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। এজন্যই আমি তাঁহার নিকট বিপদসকলই প্রার্থনা করিয়াছিলাম। নিষ্কণ্টক রাজ্য পাইয়া এখন পাণ্ডবগণ সুখে বাস করিতেছে মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া দ্বারকাপুরে অবস্থান করিতেছেন। যাদবগণের সহিত তাঁহার গাঢ় সম্বন্ধ বিচার করিয়া আমাদের প্রতি তাঁহার সকল আশাও অপগত হইয়াছে।

অতএব হে ভগবন্! আপনি যাদবগণের নিকট গমন করুন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রধান বলিয়া নিরন্তর প্রমোদসাগরে নিমগ্ন। তাঁহাদের অতুল মহিমা আপনিও বিদিত আছেন। (ক্রমশঃ)

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীবৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড় ।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ় ॥
যে যে দেশ গঙ্গা-হরিনাম-বিবর্জ্জিত ।
যে যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেল কদাচিত ॥
সে' সব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া ।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া ॥
শোচ্য-দেশে শোচ্যকুলে আপন সমান ।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সবারে করেন ত্রাণ ॥
যেই দেশে যেই কুলে বৈষ্ণব অবতরে ।
তাঁহার প্রভাবে লক্ষ-যোজন নিস্তরে ॥
যে-স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয় ।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্যতীর্থময় ॥
ঈশ্বরের জন্মতিথি যেহেন পবিত্র ।
বৈষ্ণবেরও সেইমত তিথির চরিত্র ॥
কৃষ্ণকৃপা হইলে এমন বুদ্ধি হয় ।
দাস বিনে অন্যেরে বুদ্ধি কভু নয় ॥
প্রভু বলে ভক্ত-বাক্য কৃষ্ণের বর্ণন ।
ইহাতে যে দোষ দেখে, সেই পাপীজন ॥
ভক্তের কবিত্ব যেতে মতে কেনে নয় ।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয় ॥
মূর্খে বলে 'বিষ্ণায়', 'বিষ্ণবে' বলে ধীর ।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর ॥
ইহাতে যে দোষ দেখে তাহার সে দোষ।
ভক্তের বর্ণন মাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ ॥
সর্ব্বকাল প্রভু বাড়ায়েন ভৃত্যজয়।
এতান স্বভাব সকল বেদে কয় ॥

ভক্ত-আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়।
ভক্ত-আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণভক্তি হয়॥
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে॥
গীতা-ভাগবত লই সর্ব্ব ভক্তগণ।
অন্যোন্যে বিচারে থাকেন সর্ব্বক্ষণ॥
যে তাঁহার দাস্যপদ ভাবে নিরন্তর।
তাঁহার অবশ্য দাস্য করেন ঈশ্বর॥
অতএব নাম তাঁর সেবক-বৎসল।
আপনে হারিয়া বাড়ায়েন ভৃত্যবল॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
সে চরণধন মোর রহুক হৃদয়ে॥

স্কন্দপুরাণ-বিষ্ণুখণ্ডান্তর্গত

শ্রীবেঙ্কটাচল-মাহাত্ম্য

(শ্রীবরাহ-বকুলমালিকা-উপাখ্যান)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০৩ পৃষ্ঠার পর)

অনন্তর ধরণী পুরকন্যাগণের সহিত এক অভিনবা কামিনীকে সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই উত্তমা কন্যাটী কে? কোথায়ই বা তোমার সহিত মিলিত হইয়াছেন? এবং ইনি কিজন্যই বা এখানে আগমন করিয়াছেন? ইঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছে, ইনি আমার পূজ্যা। কন্যকাগণ উত্তর করিল,—এই দিব্যাঙ্গনা দেবী কোন কার্য্যবশতঃ আপনার নিকট আসিয়াছেন এবং দেবালয়ে শিবসমীপে ইনি আমাদের সহিত সঙ্গতা হইয়াছেন। ইঁহার সহিত আমাদের যখন প্রথম সন্দর্শন ঘটে, আমাদের প্রশ্নে ইনি বলিলেন,—"আমি ধরণীদর্শন মানসে আগমন

করিয়াছি এক্ষণে আমি সুখে রাজপুরে রাজ্ঞীর দর্শনলাভে সমর্থ হইব কি ?" আমরা এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলাম—"আমরাও সেই ধরণীর পরিচারিকা, আমরাও রাজপুরে গমন করিব, অতএব তুমি আমাদের সহিত গমন কর।" হে বসুন্ধরে! এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া ইনি আমাদের সহিত আগমন করত আপনার সমীপে উপনীত হইয়াছেন। আপনি এখন ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন,—"তুমি কিজন্য আসিয়াছ ?" বরাহ বলিলেন,—অনন্তর ধরণী পরিচারিকাগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বকুলমালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ধরণী বলিলেন,—হে দেবি! আপনি কোথা হইতে আগমন করিয়াছেন ? আমার নিকটেই বা কি প্রয়োজন ? আপনার আগমন কারণ কীর্ত্তন করুন, আমি সত্যই বলিতেছি,—আমি আপনার অভীষ্ট পূরণ করিব। বকুলমালিকা উত্তর করিলেন,—আমি বেঙ্কটাচল হইতে আসিয়াছি, —আমার নাম বকুলমালিকা, আমাদের প্রভু বিষ্ণু, তিনি বেঙ্কটাচলে বাস করিতেছেন। তিনি কোন এক সময় মনের ন্যায় বেগগামী হংসবৎ শুক্লবর্ণ হয়ারোহণ পর্ব্বতরাজ বেঙ্কটাদ্রির সমীপে মৃগয়ার্থ বিচরণ করেন। তিনি অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে ক্রমে সুশোভন কুসুমাকর বনে উপস্থিত হন। সেই সুরোত্তম মৃগ, গজ, সিংহ, গবয়, শরভ, রুরু প্রভৃতি অনেকানেক পশু এবং শুক, পারাবত, হংস ও অন্যান্য পক্ষিগণ সন্দর্শন করিতে করিতে বনান্তরে প্রবেশপূর্ব্বক এক মদবর্ষী অত্যুচ্চ করেণু-পরিবেষ্টিত যুথপ মত্ত গজরাজ দর্শন করিয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হন। অনন্তর তিনি বন হইতে বনান্তরে গমন করিয়া রাজা শঙ্খের সমীপে উপনীত হন। রাজা শঙ্খ গিরিবরে ভূমিদেবীর সহিত জনার্দ্দনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তিভরে সতত পূজা করত তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার আশ্রমসমীপে শঙ্খনাগবিল নামক এক পূত অত্যুত্তম সরোবর বিরাজিত।

বিষ্ণু সেই সরোবরতীরে উপনীত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং রাজবেশ পরিধানপূর্ব্বক শঙ্খসমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি এই ভূধররাজের পাদদেশে কি নিমিত্ত তপস্যা করিতেছেন ? শঙ্খ উত্তর করিলেন,—আমি হৈহয়বংশীয় রাজা শ্বেতের তনয়, মহাবিষ্ণুর প্রীতির জন্য আমি অখিল ক্রতু সম্পাদন করিয়াছি ; হে নৃপাত্মজ! আমি তাঁহার দর্শন না পাইয়া নির্ব্বিণ্ণ হই! তখন সর্ব্বার্ত্তি-নাশিনী এক আকাশবাণী উত্থিত হয় ; ঐ আকাশবাণী বলেন,—"হে রাজন্! আমি এখানে তোমাকে দর্শন দান করিব না, আমার বাক্য শ্রবণ কর, তুমি

নারায়ণ পর্ব্বতে গমন করিয়া আমাকে প্রফুল্লচিত্তে আরাধনা কর। আমি তদবধি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিতেছি। হে নৃপ! আমি মহর্ষি অগস্ত্যের প্রসাদে এখানে সেই অচিন্ত্য কমলাপতিকে প্রতিষ্ঠা করিয়া বিধিপূর্ব্বক নিত্য পূজা করিতেছি। বিভু বিষ্ণু শঙ্খনৃপতির কথা শুনিয়া সোৎসাহে তাঁহাকে বলিলেন,—তুমি নারায়ণাদ্রিশিখরে গমন কর। কেন এই পাদদেশে উপবেশন করিয়া রহিয়াছ? এই অদ্রির পশ্চিম শিখরে ন্যাগ্রোধমূলে কালরূপী বিষ্বক্সেন অবস্থিত আছেন। তুমি এই পথে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম কর। হে নৃপনন্দন! তুমি স্বামিপুষ্করিণীতে গমন করিয়া তথায় স্নান কর। তারপর এই পুষ্করিণীর পশ্চিমতীরে এক অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিতে পাইবে, সেখানে এক বল্মীকস্তূপ আছে। তুমি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তপশ্চরণ কর। হে ভূপতে! এই বল্মীকমধ্যে এক শ্বেতবরাহ বিচরণ করেন, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি,—তিনি পুণ্যকারীদিগকেই দর্শন দান করিয়া থাকেন। বরাহ বলিলেন,—বিভু বিষ্ণু এইরূপ আদেশ করিয়া হয়ারোহণে মৃগয়ার্থ গমন করিলেন। হে সুভ্রু! অনন্তর তিনি একবন হইতে অন্য বনে—এইরূপে বিচরণ করিতে করিতে অরুণনদীর তীরে উপনীত হন এবং তুরগ হইতে অবতরণ করিয়া সুশোভন তটভূমিতে বিচরণ করিতে থাকেন। অনন্তর পদ্মকহ্লার-সম্পর্কে সুশীতল শ্রমাপহারী সমীরণ বনান্তর হইতে মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া সেই পুরুষোত্তমের সেবা করেন এবং তরুগণ ইতস্ততঃ কুসুমবর্ষণ করিয়া তাঁহাকে প্রীত করিতে থাকেন। সেই বিভু এই রূপে পুষ্পভারাবনত তরুরাজি মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত সেই গজরাজের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে সুবেশা মনোজ্ঞা মেঘমালাগত রুচির বিদ্যুতের ন্যায় কতিপয় কন্যা দর্শন করেন। ঐ কন্যাগণ তখন পুষ্পচয়ন করিতে করিতে এই কাননে আগমন করিয়াছিল। প্রভু বিষ্ণু ঐ কন্যাগণের মধ্যগতা কমলার ন্যায় মনোহর স্বর্ণবর্ণা এক তন্বীকে দেখিতে পান।

তাহাকে দেখিয়া তাঁহার মন ঐ কন্যায় আসক্ত হয়। অনন্তর তিনি ঐ সুন্দরীকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া অন্যান্য কন্যাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? তাহারা উত্তর দিল,—ইনি মহাত্মা আকাশরাজের কন্যা। অনন্তর ভগবান্ সেই কন্যাগণের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে তথা হইতে গমন করিয়া সত্বর স্বীয় মনোজ্ঞ গিরিপুরে উপনীত হইলেন। তিনি স্বামিপুষ্করিণীর তটস্থিত স্বীয় আলয়ে আসিয়া আমাকে

আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন,—অয়ি সখি, বকুলমালিকে! তুমি আকাশরাজের গৃহে গমন করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক তদীয় পত্নী ধরণীর নিকট গমন করত কুশল জিজ্ঞাসান্তে তাঁহার মনোহরা-কমলালয়া কুমারীকে যাচ্ঞা কর। হে ভামিনি! তুমি এ বিষয়ে রাজারও মত গ্রহণ করিয়া সত্বর আমার সমীপে আগমন করিবে। হে দেবি! আমার প্রভু কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া, আমি আপনার গৃহে আগমন করিয়াছি, এক্ষণে রাজার সহিত মন্ত্রণা করিয়া আপনার যাহা কর্ত্তব্য করুন। হে দেবি! এ বিষয়ে আপনার কন্যার সহিত বিচার করিয়া দেখুন, তার পর আমাকে যথোচিত উত্তর প্রদান করিবেন। বরাহ কহিলেন,—অনন্তর বকুলমালিকার উক্তি শ্রবণ করিয়া ধরণী প্রীত হইলেন এবং রাজার সমভিব্যাহারে কন্যা কমলালয়ার সমীপে গমন করিলেন। ক্রমে তথায় মন্ত্রিগণ উপস্থিত হইলে তাঁহাদের সমক্ষে বকুলমালিকার কথা আমুল কীর্ত্তন করিলেন। রাণীর কথা শুনিয়া আকাশরাজ প্রীতিপূর্ণ-মানসে সপুরোহিত মন্ত্রিগণকে বলিলেন,—এ দিকে আমার কন্যা কমলালয়া অযোনিজা, দেখিতেও পরম রমণীয়া; তারপর প্রার্থীও বেঙ্কটাদ্রি নিবাসী দেবদেব বিষ্ণু; অতএব অদ্য আমার মনোরথ পূর্ণ হইল; বলুন, এ বিষয়ে আপনারা সম্মত ত? মন্ত্রিগণ রাজার সেই উত্তম বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিসহকারে পৃথ্বীপতি আকাশরাজকে বলিলেন,—রাজন্! আমরা কৃতার্থ হইলাম, ইহাতে আপনার বংশও সমুন্নত হইবে। আপনার এই নিরুপমা কন্যা ও রমার সহিত বিহার করিবে। আরও দেখুন, শ্রীমান্ বসন্ত সময় সমাগত, অতএব দেবদেব শার্ঙ্গী পরমাত্মা বিষ্ণুকে সত্বর এই কন্যা প্রদান করুন। হে নৃপ! সুরাচার্য্য বৃহস্পতিকে আহ্বান করিয়া বিবাহলগ্ন নিরূপণ করুন। রাজা "তাহাই হউক" বলিয়া সুরলোক হইতে বৃহস্পতিকে আহ্বানপূর্ব্বক বরকন্যার বিবাহের বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন।

রাজা বলিলেন,—হে সুরাচার্য্য। কন্যার জন্মনক্ষত্র—মৃগশীর্ষ এবং বর দেবদেবের—শ্রবণা, এক্ষণে বিচার করিয়া বরকন্যার উত্তম যোগ বিহিত করুন। রাজার বাক্য শুনিয়া বৃহস্পতি উত্তর করিলেন,—ইঁহাদের জন্ম-নক্ষত্রানুসারে উত্তরফল্গুনীই উত্তম যোগ হইতেছে, বরকন্যার সুখসমৃদ্ধিবৃদ্ধি বিষয়ে দৈবজ্ঞগণ এইরূপই কহিয়া থাকেন; অতএব বৈশাখমাসের উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রেই ইঁহাদের বিবাহক্রিয়া বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করুন। বরাহ বলিলেন,—অনন্তর রাজা বৃহস্পতিকে পূজা করিয়া বিদায় দিলেন এবং

দেবদূতিকা বকুলমালিকাকে কহিলেন,—শুভে! তুমি এক্ষণে দেবদেবের নিকট গমন কর। হে সুব্রতে! বৈশাখমাসে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইবে, এই কল্যাণবাণী দেবদেবকে বিজ্ঞাপিত করিয়া বলিবে,—বিবাহযোগ্য বিধানানুসারে তিনি যেন যথাকালে আগমন করেন। অনন্তর আকাশরাজ দেবীর প্রিয়কর শুককে দূতরূপে বকুলমালিকা সহ প্রেরণ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে আনয়ন জন্য স্বীয় তনয় পবনকে আদেশ করিলেন। অনন্তর রাজা বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া পুরসংস্কার ও অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ জন্য আদেশ দিলেন। বিশ্বকর্ম্মাও নিমেষমধ্যে সমস্ত নির্ম্মাণ করিলেন। শচীপতি পুষ্পবর্ষণ করিলেন, অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল, ধনদ ধনধান্যাদি দ্বারা তদীয় পুরী পূরণ করিয়া দিলেন; যম রাজ্যস্থিত প্রজাগণকে রোগরহিত করিলেন, বরুণ মৌক্তিকাদি বিবিধ রত্নজালে রাজভবন পরিপূরিত করিলেন। দেবগণ এইরূপে উপহারোপকরণ সমূহ সম্পাদন করিয়া বৃষাচলে চলিয়া গেলেন। অনন্তর শুকের সহিত বকুলমালিকা অশ্বারোহণে গমন করিলেন এবং বেঙ্কটাচলের দেবালয়সমীপে উপনীত হইয়া তুরগ হইতে অবতরণপূর্ব্বক শুকসমভিব্যাহারে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সখী বকুলমালিকা রত্নপীঠে রমার সহিত সুলোচন দেবকে সন্দর্শন ও প্রণাম করিয়া প্রীতচিত্তে বলিলেন,—বিভো! আপনার আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। এই দেখুন, সেই মাঙ্গল্য বার্ত্তা বলিবার জন্য শুক আমার সহিত আসিয়াছে। অনন্তর বিষ্ণু কর্ত্তৃক মঙ্গল বার্ত্তাকথনে আদিষ্ট হইয়া শুক তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিল! শুক বলিল,—ধরণীতনয়া আপনার প্রতি প্রার্থনা জানাইয়াছেন,—"হে মাধব! আমাকে অঙ্গীকার করুন, হে রমাপতে! আমি আপনার নাম কীর্ত্তন করি, সতত আপনার শরীর স্মরণ করি, বাহু প্রভৃতি অঙ্গে আপনার চিহ্ন ধারণ করি, পঞ্চসংস্কারযুক্ত আপনার ভক্তগণকে পূজা করি, হে মধুসূদন! আমি যে-সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করি, তাহা আপনারই প্রীতির নিমিত্ত। হে মাধব! পিতা-মাতার অনুমতিক্রমে এইরূপ আচার-পরায়ণা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে অঙ্গীকার করুন। হে দেবেশ! ধরণীনন্দিনী কমলালয়া এইরূপ নিবেদন করিয়াছেন। অনন্তর ভগবান্ হরি আত্মহিতকর শুকবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলেন,—"হে শুক! আমি এই মঙ্গলময় বিবাহক্রিয়া সম্পাদন করিবার জন্য অমর-নিকরে পরিবৃত হইয়া আগমন করিব। তুমি গমন কর; আর দেবদেব এই কথা বলিয়াছেন, ইহা পদ্মালয়াকে নিবেদন

কর। শুক দেবদেবের কার্য্য শ্রবণ ও তাঁহার প্রদত্ত বনমালা গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর আকাশরাজ-নন্দিনীর নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহাকে কস্তূরী-সৌরভযুক্ত তুলসীমালা প্রদান ও প্রণাম করিয়া বিষ্ণুর কথিত বাক্যসকল নিবেদন করিলেন। ভূমিতনয়া পদ্মালয়া দেবদেবের বাক্যশ্রবণ ও মালাগ্রহণ-পূর্ব্বক মস্তকে স্থাপন করিলেন এবং দেবাগমনাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া যথাযোগ্য অলঙ্কারে ভূষিত হইলেন। আকাশরাজও চন্দ্রকে সানন্দে আহ্বান করিয়া আদরসহকারে কহিলেন,—হে সুধাকর! বিবিধ রসযুক্ত অন্ন, বিষ্ণুর নৈবেদ্যযোগ্য পায়সান্ন এবং দেব, ঋষি ও মানবগণের সম্মত চতুর্ব্বিধ রসযুক্ত সুগন্ধাঢ্য অন্নসকল স্বীয় অমৃতাংশদ্বারা সম্পন্ন করুন। এইরূপে বৈবাহিক বিধিসকল সাধিত হইলে কন্যাকে অলঙ্কৃত করিয়া প্রীতিমান্ রাজা মন্ত্রী ও ধরণী সমভিব্যাহারে সভায় উপবেশনপূর্ব্বক বিভু বিষ্ণুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক মহোদয়-শ্রীচরণকমলেষু :—

মহাশয়! নিতান্ত দুর্ভাগ্য-বশতঃ শৈলী বা দারুময়ী বিষ্ণু-প্রতিমার কিছু বৈগুণ্য লক্ষিত হইলে সেই প্রতিমা সংস্কৃত হইয়া পুনরায় পূর্ব্বপীঠে পূজিত হইতে পারেন কি না? এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কি ব্যবস্থা আছে, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইয়া কৃতার্থ করিবেন। যদি খণ্ডিত, স্ফুটিত বা জীর্ণ প্রতিমার পূজা না দেওয়া যায়, তবে নব-প্রকাশিত শ্রীবিগ্রহ আনিয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিলে সেই পূর্ব্বপ্রকাশিত মূর্ত্তির কি ব্যবস্থা হইবে, তাহাও লিখিবেন। যদি পূর্ব্বে শৈলী অর্চ্চা অধিষ্ঠিত থাকেন, খণ্ডিত বা স্ফুটিত হইলে পরবর্ত্তিকালে সেইরূপ প্রতিমাই পুনর্ব্বার স্থাপিত হইবেন, কি অন্য প্রকার প্রতিমা স্থাপিত হইতে পারেন? ইহার শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিবেন। কৃপা-পূর্ব্বক যত শীঘ্র সম্ভব প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিবেন। ইতি—

প্রণত—
শ্রীযতীন্দ্রমোহন সরকার

উত্তর

প্রশ্নগুলির উত্তর দীক্ষিত অর্চ্চনকারীর সাবহিত চিত্তে শ্রোতব্য। অদীক্ষিত বা প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি অর্চ্চা সম্বন্ধে প্রাকৃত-বুদ্ধিতে আলোচনা করিলে নাস্তিক বা পৌত্তলিক হইয়া পড়িবেন।

অর্চ্চনকারীর জন্য নিম্নে প্রশ্নাবলীর বৈষ্ণব-স্মৃতিসম্মত উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-পাদ বলিয়াছেন,—

কদাচিচ্চ কথঞ্চিচ্চেৎ কিঞ্চিদ্বৈগুণ্যমাপতেৎ।
সংস্কারাদি পুনঃ কুর্য্যাৎ সচ্ছাস্ত্রোক্তানুসারতঃ॥

যদি কোন সময়ে কোন প্রকারে প্রতিমায় কিছু বৈগুণ্য-লক্ষণ প্রতীত হয়, তাহা হইলে সচ্ছাস্ত্রোক্ত বিধানে পুনরায় সংস্কার-সাধন কর্ত্তব্য।

শ্রীহরিভক্তি বিলাস ১৯শ বিলাসে উক্ত হইয়াছে,—

অতিজীর্ণাং তথা ব্যঙ্গাং দারবীং শৈলজাং তথা।
পরিত্যজ্য ন্যসেদন্যাং পূর্ব্বোক্তবিধিনা গুরুঃ॥
সংহারবিধিনা তত্র তত্ত্বান্ সংহৃত্য দেশিকঃ।
সহস্রং নারসিংহেন হুত্বা তামুদ্ধরেদ্বুধঃ॥
বৃষভং যোজয়িত্বা তু মন্ত্রেণোৎপাট্য দেশিকঃ।
দারবীং দাহয়েদ্বহ্নৌ শৈলজাং প্রক্ষিপেজ্জলে॥
ধাতুজাং রত্নজাং বাপি প্রক্ষিপেন্নক্রালয়ে।
অগাধে চান্যে তোয়ে বা ক্ষিপেন্নদ্যাং মহাবনে॥
যানমারোপ্য জীর্ণার্চ্চাং ছাদ্য বস্ত্রাদিনা গুরুঃ।
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ॥
নীত্বাগাধজলং রম্যং ভাগীরথ্যাং মহার্ণবে।
বিষ্বক্সেনাস্ত্রবীজেন প্রক্ষিপেত্তাং তদা গুরুঃ॥
রত্নানি ক্ষিপ্তান্যাদায় স্বয়ং দদ্যাত্তু দক্ষিণাম্।
ধেনবো দশ বা পঞ্চ স্বর্ণবস্ত্রাদ্যলঙ্কৃতাঃ॥
জীর্ণোদ্ধারে প্রদাতব্যা গুরবে বিষ্ণুতুষ্টয়ে।
ভোজনীয়া বিষ্ণুভক্তা দেয়মন্নমবারিতম্॥
ত্রিরাত্রমুৎসবং কার্য্যং পঞ্চ বা সপ্ত বা তথা।
বলিশ্চ বিধিনা দেয়ো যথোক্তেন সুরোত্তম॥

ততো নিবেশয়েদন্যাং প্রতিমাং লক্ষণান্বিতাম্ ।
তৎক্ষণাদেব রাজেন্দ্র তস্য দোষপ্রশান্তয়ে ॥

সম্পত্তির্ব্বা বিপত্তির্বা নোপেক্ষাং তত্র কারয়েৎ ।
অপাস্য পিণ্ডিকাং পূর্ব্বমন্যাং তত্র নিবেশয়েৎ ॥

বিহায় পিণ্ডিকাং পূর্ব্বাং তদ্দিনে চাপরাং ন্যসেৎ ।
দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে দিবসে স্থাপয়েদ্ধরিম্ ॥

অথ ঊর্দ্ধং ভবেদ্দোষো বিধিনাপি নিবেশিতে ।
অনেনৈব বিধানেন লেপ্যাদীংশ্চ বিসর্জ্জয়েৎ ।
অন্যাং প্রকল্পয়েত্তত্র তৎপ্রমাণাং তদাকৃতিম্ ॥

কিঞ্চ—

ভ্রষ্টায়াং তু হৃতায়াং তু নষ্টায়াং তু প্রমাদতঃ ।
সকৃটং নারসিংহং বা লক্ষং গুহ্যং জপেদ্বুধঃ ॥

পতিতায়াং তথা ভূমৌ যত্র কুত্রাপি বা তথা ।
কুর্য্যাদযুতজপ্যন্তু গুরুঞ্চাপি প্রপূজয়েৎ ॥

হস্তমাত্রচ্যুতায়াং তু জপেৎ সার্দ্ধাযুতদ্বয়ম্ ।
দ্বিহস্তমাত্রপাতস্তু প্রমাদাদ্যদি জায়তে ॥

তদা লক্ষং জপেন্মন্ত্রং বৈষ্ণবানপি পূজয়েৎ ।
পুরুষপ্রমাণপাতেন ব্যঙ্গা তু প্রতিমা যদা ।
পূর্ব্ববৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্য্যান্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

যাবন্মন্ত্রস্য জপ্যন্তু কৃতং তস্য চতুর্থকম্ ।
আজ্যাক্তৈশ্চ তিলৈর্হোমঃ কার্য্যো ন্যূনাদিপূরণে ॥

* * * *

খণ্ডিতাং স্ফুটিতাং জীর্ণামবলীঢ়াঞ্চ বহ্নিনা ।
প্রতিমাং বর্জ্জয়েদ্যত্নাদ্ভগ্নাং শৈল'ক্ষণৈর্যুতাম্ ॥

বিধিবৎ পাটিতামর্চ্চাং দারুজাং শৈলজাদিকাম্ ।
নিক্ষিপেদ্দারুজামগ্নৌ তথান্যামপ্সু নিক্ষিপেৎ ॥

শৈলী বা দারুময়ী প্রতিমা অতি জীর্ণ বা বিকলাঙ্গ হইলে গুরুদেব পূর্ব্বকথিত বিধানে (১৯শ বিলাসের প্রারম্ভে কথিত বিধি অনুসারে)

তৎপরিবর্ত্তে নবপ্রকাশিত প্রতিমা স্থাপন করিবেন। পঞ্চরাত্রদেশিক সাত্বত-শাস্ত্রোক্ত সংহার-বিধানে প্রতিমাতে তত্ত্বসমূহ বিন্যাস-পূর্ব্বক নারসিংহমন্ত্রে সহস্র হোম করিয়া প্রতিমা উত্তোলন করিবেন। বৃষ নিয়োজনপূর্ব্বক মন্ত্র-পাঠের সহিত প্রতিমাকে উত্তোলিত করিবেন। দারুময়ী হইলে বহ্নিতে, শৈলী হইলে সলিলগর্ভে, ধাতুময়ী বা রত্নময়ী হইলে সাগরে কিম্বা কোন প্রকার অগাধ সলিলমধ্যে অথবা মহাবনে নিক্ষেপ করিবেন। প্রতিমা নিক্ষেপকালে পাঞ্চরাত্রিক গুরুদেব জীর্ণ প্রতিমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া যানে স্থাপনপূর্ব্বক শঙ্খ-দুন্দুভি-নিনাদ ও গীতবাদ্যাদির সহিত গঙ্গাগর্ভে বা মহাসাগরের অগাধ সলিলে স্থাপন করিবেন এবং তৎকালে বিশ্বক্সেনাত্মক বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। পিণ্ডিকার নিম্নে পূর্ব্ব-স্থাপিত রত্নসমূহ জীর্ণোদ্ধার হইলে বিষ্ণুর তুষ্টির জন্য শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণকে সুবর্ণ-বস্ত্রাদি অলঙ্কৃত দশটী বা পাঁচটী ধেনুদানপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া অকাতরে সকলকেই মহাপ্রসাদান্ন বিতরণ করিবেন। এইরূপে তিনদিন, পাঁচদিন বা সপ্তাহকাল উৎসব-সম্পাদন এবং যথাশাস্ত্র-বিধানে পূজোপকরণ প্রদান করিতে হইবে। সম্পদ্ বা বিপদ্ কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া পূর্ব্ব পিণ্ডিকা পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর পিণ্ডিকা প্রবেশ করাইতে হইবে। পূর্ব্বপিণ্ডিকা নিক্ষেপপূর্ব্বক তদ্দিবসেই অপর পিণ্ডিকা স্থাপন করা কর্ত্তব্য। জীর্ণ প্রতিমা উদ্ধৃত করিয়া সলিলাদি যথাবিহিত স্থানে স্থাপনের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে নব-প্রকাশিত প্রতিমা স্থাপন করা কর্ত্তব্য। তৃতীয় দিবস অতিক্রম করিলে বিহিত বিধানে স্থাপিত হইলেও দোষোৎপত্তি হইয়া থাকে। লেপ্যাদি প্রতিমাও এই বিধানে বিসর্জ্জন এবং তৎস্থানে পূর্ব্ববৎ প্রমাণ ও আকৃতি-বিশিষ্টা দ্বিতীয়া প্রতিমা স্থাপন করা কর্ত্তব্য। প্রসাদনিবন্ধন এবং অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রতিমা হৃত বা খণ্ডিত হইলে সবীজ নৃসিংহমন্ত্র এবং একলক্ষ গুহ্যমন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য। দুর্দ্দৈব-বশতঃ ভূতলে বা যে কোন স্থানেই হউক, যদি প্রতিমা নিপতিত হন, তাহা হইলে গুরু-পূজা ও বৈষ্ণব-পূজা দ্বারা অপরাধ ক্ষালন করা কর্ত্তব্য।

শৈলী বা দারুময়ী কিম্বা যে কোন প্রতিমা খণ্ডিত, স্ফুটিত, জীর্ণ, বিকলাঙ্গ, অগ্নিদগ্ধ বা ভগ্ন প্রতীক হইলে সেই প্রতিমা উত্তোলনপূর্ব্বক তৎস্থানে তৎপরিমিত আকৃতি ও স্বরূপবিশিষ্টা প্রতিমাই পুনরায় স্থাপন করিতে হইবে।

জীবের অত্যন্ত অপরাধ ও দুর্দ্দৈব-বশতঃই অপ্রাকৃত ভগবৎপ্রতিমার বৈগুণ্য ও খণ্ডিতাদি-লক্ষণ দৃষ্ট হয়। অর্চ্চনকারীর সেবাপরাধ-নিবন্ধন নানাপ্রকার উৎপাত উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সময়ে অর্চ্চনকারী সুধী ব্যক্তি সদ্‌গুরু ও বৈষ্ণবের নিকট প্রতিমার অপ্রাকৃতত্ব শ্রবণ করিবেন। বিষ্ণুবিগ্রহে শিলা বা দারুবুদ্ধি থাকিলে কিম্বা মায়াবাদী ও স্মার্ত্তগণের ন্যায় দেহ-দেহীগত ভেদ বিচার ও অক্ষজজ্ঞান-প্রতারিত নানাপ্রকার অপরাধময় বিচার থাকিলে তাহার কোনদিনই মঙ্গল হইবে না। বিষ্ণু-বিগ্রহ প্রাকৃত বস্তু নহেন। অপরাধযুক্ত জীব অক্ষজজ্ঞানে বিষ্ণু-বিগ্রহে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া নানাপ্রকার অসুবিধায় পতিত হয়। *

আত্মার স্বাস্থ্যেই দেহ-মনের স্বাস্থ্য

—এই সত্য-বাণীটী আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের নিকট অভিনব মনে হয়। অনেক সময় তাঁহারা এ কথাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন। ইহা তাঁহাদের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে; কারণ, দেহ ও মনরূপ কর্ম্মচারীদ্বয় যখন ঘুমন্ত মনিব আত্মাকে ঠকাইয়া নিজেরাই তাঁহার সকল সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহারা জগতের রঙ্গক্ষেত্রে কখনও বা আত্মার পাত্রত্বের নকল অভিনয় করে, কখনও বা আত্মার কথা একেবারে চাপা দিয়া অনাত্মার একচ্ছত্রসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া ফেলে। তখন মনে হয়, দেহ-মনের পরিচর্য্যা—দেহ-মনের তর্পণ হইবে, কিম্বা দেহ-মনের তর্পণ পর্য্যন্তই মানবের আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ গতি।

পরমার্থ-পথের দ্বারে আসিয়াও আমরা অনেক সময় মনে করি, সর্ব্বাগ্রে দেহ-মনের পরিচর্য্যা করাই কর্ত্তব্য; বহির্ম্মুখ মনের যেদিকে রুচি অর্থাৎ যাহা প্রেয়ঃ, বহির্ম্মুখ দেহের যে-দিকে গতি বা আকর্ষণ, তদনুকূলে না চলিলে কিছুতেই চিত্তের স্থৈর্য্য লাভ হইবে না। সুতরাং বহির্ম্মুখ মনের রুচির গোলামী করিয়া—বহির্ম্মুখ দেহের আকৃষ্টির কৃষ্টি সাধন করিয়া আমরা আত্মার পথে অগ্রসর হইব। এখানেও কিন্তু দেহ-মন মনিব-আত্মার স্বার্থে ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়া তাহাদের পৃথক্ অপস্বার্থ সাধনের জন্য ঐরূপ ফাঁকি দিয়া থাকে।

---

* সময়ান্তে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।　　—প্রকাশক

পরমার্থ-পথে চলিতে চলিতে অনেক সময় আমাদের মন বিমর্ষ, চঞ্চলতাগ্রস্ত, উৎসাহ-হীন, মৎসরতাপূর্ণ এবং দেহ ইতর-বিষয়ে ধাবিত কিম্বা অসুস্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। অনেক সময়ই আমরা এই দেহ-মনের অস্বাস্থ্যের প্রকৃত নিদান অনুসন্ধান না করিয়া উহাদের বাহ্য-কারণকেই 'মূল কারণ' বলিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করি। কিন্তু যখন বৈষ্ণব-বৈদ্যরাজ—আমাদের অন্তর্দ্দর্শী চিকিৎসকরূপে আমাদের অনর্থময় শরীরের ব্যবচ্ছেদ করিয়া ঐরূপ প্রতীয়মান অস্বাস্থ্যের নিদানটী আমাদের নিকট ধরিয়া দেন, তখন আমরা দেখিতে পারি, দেহ-মন আত্মাকে বঞ্চনা করিবার জন্য ঐরূপ অস্বাস্থ্যের ছদ্ম গ্রহণ করিয়াছে। আত্মার অনুশীলনে—আত্মার উদ্যম ও উৎসাহে জাড্য আনিবার অভিসন্ধিমূলে ঐরূপ অস্বাস্থ্যের অবগুণ্ঠন আকৃষ্ট হইয়াছে। ঐ অস্বাস্থ্যের উপসর্গগুলি কেবল অনর্থের পতাকা মাত্র। উহা প্রকৃত প্রস্তাবে দৈহিক অস্বাস্থ্য নহে, অনর্থময় জাড্য মাত্র। মন আত্মাকে বঞ্চনা করিবার জন্য ঐরূপ জাড্যের প্রসাধন মাখিয়া আপনাকে বা তদনুগত দেহকে বহুরূপী সাজাইয়াছে।

পরমার্থ-পথে চলিতে চলিতে অনেক সময় আমরা আত্মাকে বঞ্চনা করিবার জন্য 'দেহ ও মনের স্বাস্থ্যেই আত্মার স্বাস্থ্য'—এইরূপ প্রবচন বা মনগড়া শাস্ত্র-কল্পনা এবং তৎসহ 'অনুকূল' পরিভাষার অবতারণা করিয়া অসুস্থ মনের রুচিকর পথ্যকেই ইষ্টতম 'পথ্য' বলিয়া প্রচার করি। পাছে বৈষ্ণব-বৈদ্যরাজের দ্বারা চিকিৎসিত হইলে তিনি আমার গুপ্ত ব্যাধিটী ধরিয়া ফেলেন কিম্বা আপাত অপ্রীতিকর তিক্ত ঔষধ ব্যবহারের ব্যবস্থা প্রদান করেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট গা-ঢাকা দিবার অভিপ্রায়ে দেহের অস্বাস্থ্যের ছলনা করি। অধিকাংশ সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপে দেহের অস্বাস্থ্যের ছলনার মধ্যে আমাদের মনের অস্বাস্থ্য এবং মনের অস্বাস্থ্যের মধ্যে আত্মার প্রকৃত স্বার্থ যে ভগবৎসেবা, তাহার পথ রুদ্ধ করিবার অন্তর্নিহিত প্রবল চেষ্টা প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

আত্মা যাঁহার সুস্থ অর্থাৎ সেবোন্মুখ, দেহ-মনের সাময়িক অস্বাস্থ্য কখনই তাঁহাকে তাঁহার শরণাগতি-বুদ্ধি হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে না। সুস্থ আত্মা অর্থাৎ সেবোন্মুখ আত্মা সর্ব্বদাই শরণাগত, দেহ-মনের সাময়িক প্রতীয়মান অস্বাস্থ্যের মধ্যেও তিনি অন্তরে স্বীয় বিপ্রলম্ভময় ভগবদ্ভজনে অভিনিবিষ্ট এবং সাধারণ লোককে দেহ-মনের নশ্বরতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন-মুখে আদর্শ বৈরাগ্য-শিক্ষা-দাতা। এই জন্যই শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বলিয়াছেন,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেহ পরানন্দ সুখ॥"

আত্মকে বঞ্চনা করিবার প্রবৃত্তি বহির্ম্মুখ দেহ-মনের একটী নিসর্গ। যে-কোন ছলে, যে-কোন ব্যাখ্যায়, যে-কোন দৃষ্টান্তে, যে কোন আদর্শে আত্মাকে বঞ্চনা করাই যেন বহির্ম্মুখ দেহ-মনের কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। কখনও দৈহিক অস্বাস্থ্যের ছল করিয়া, কখনও আর্থিক অভাবাদির ছলনা দেখাইয়া, কখনও বা মানসিক অশান্তির কারণ প্রদর্শন করিয়া, কখনও আবার অবস্থা-বৈগুণ্যের অকাট্য ব্যাখ্যা-বিবৃতি করিয়া আত্মার প্রকৃত স্বার্থে প্রতিবন্ধক আনাই দেহ-মনের নিসর্গ। এই নিসর্গ আবার বহির্ম্মুখ সমশীল ব্যক্তিগণের সঙ্গ ও পরামর্শে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইয়া থাকে। তখন ঐরূপ আপাত রুচির প্রতিবন্ধকরূপে প্রতীয়মান সৎসঙ্গকে দূরে রাখিবার জন্য প্রবল চেষ্টা উদিত হয় এবং ঐ চেষ্টাকে আবরণ করিবার জন্য অস্বাস্থ্যের মুখোস পরিধান করিতে দেখা যায়।

যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মমঙ্গল চাহেন—প্রকৃত প্রস্তাবে চির স্বাস্থ্য লাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা ঐরূপ সাময়িক অনর্থময় জাড্য সদ্‌বৈদ্যের কৃপায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া সদ্‌বৈদ্যের ব্যবস্থিত ঔষধ ও পথ্য, সদ্‌বৈদ্যের ব্যবস্থিত স্বাস্থ্যনিবাস অর্থাৎ সৎসঙ্ঘারামে বাস করিবেন। স্বাস্থ্যনিবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র অবস্থান করিয়া সদ্‌বৈদ্যের ব্যবস্থিত ঔষধ-পথ্য ব্যবহার করিবার একটা প্রবৃত্তি অনেক সময় বহির্ম্মুখ দেহ-মনের বঞ্চনাময়ী চেষ্টা ও রুচিতে লক্ষিত হয়। প্রকৃত স্বাস্থ্যকামী সেই সময়ে সাবধান থাকিবেন। স্বাস্থ্যনিবাসে বাস করিয়া নিরন্তর স্বাস্থ্যময় জলবায়ু সেবন না করিলে সদ্‌বৈদ্যের ব্যবস্থিত ঔষধ-পথ্যের মধ্যে কৃত্রিমতা বা প্রয়োগে অলসতা আসিয়া উপস্থিত হইবে।

আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে,—আত্মার স্বাস্থ্যেই দেহ-মনের স্বাস্থ্য। যাঁহার আত্মা সেবোন্মুখ, তাঁহার মন শান্ত। এজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী—সকলই অশান্ত॥

যাঁহার আত্মার স্বাস্থ্যান্বেষণ—আত্মার স্বরূপে অবস্থান—আত্মবৃত্তির অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়া "কোথায় শান্তি, কোথায় শান্তি" বলিয়া চীৎকার

করিয়া বেড়ান, তাঁহাদের শান্তির অন্বেষণ আলেয়ার বা মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাদ্ধাবন-চেষ্টার ন্যায় অধিকতর শ্রমার্জ্জন মাত্র। আত্মা যাঁহার সুস্থ অর্থাৎ হরিসেবাময়, তাঁহার মন—প্রসাদময়—উৎসাহময়—উৎসবময়—পরশান্তিময়। তাঁহার দেহ—স্নিগ্ধ—পূত—সৌম্য ও সুস্থ। তাঁহার মন আত্মার বিদ্রোহাচরণ করে না, দেহ আত্মাকে বঞ্চনা করে না, তাঁহার মন আত্মার প্রকৃত-স্বার্থ অনুসন্ধান করে, দেহ তাঁহার আনুকূল্য করে। বাহ্যদৃষ্টিতে প্রবল বিপৎপাতেও,—দুর্লঙ্ঘ্য দুর্ব্বিপাকেও দেহ-মন আত্মার স্বার্থেরই আনুকূল্য করিয়া থাকে। এইরূপ দেহ-মনের প্রাকৃতত্ব অচিরেই দূরীভূত হইয়া যায়, তখন চিদানন্দময় সুদীক্ষিত, সমর্পিত-তনু সেবা-স্বাস্থ্যে বিরাজিত থাকিয়া জীব জীবন্মুক্ত পদবীতে আরূঢ় হন। এরূপ দেহ-ধারণেই জীবের সার্থকতা, নতুবা কতকগুলি রক্ত-মাংস মেদ-মজ্জা-পূয়-ক্লেদের বোঝা বহন করিয়া জন্মজন্মান্তর ত্রিতাপে তপ্ত হইবার পিপাসায় কোনই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নাই। সুতরাং সদ্‌বৈদ্যের পর্য্যবেক্ষিত স্বাস্থ্যনিবাসে আত্মার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য অনুক্ষণ চেষ্টাই আমাদের একমাত্র মনোযোগের বিষয় হওয়া আবশ্যক।

নিবেদন

'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' এই সংখ্যা ২৮শ বর্ষের ৯ম সংখ্যা-রূপে প্রকাশিত হইল। সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট সানুনয় নিবেদন, যাঁহাদের আনুকূল্য এখনও প্রদত্ত হয় নাই, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া অবিলম্বে উহা পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবায় সহায়তা ও উৎসাহিত করেন।

বিনীত নিবেদক—
সেবাসচিব,
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়

বিরহ-বার্ত্তা

স্বধামে শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ ও বিশ্বব্যাপী গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর আচরিত এবং প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচারের মূলপুরুষ জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রেষ্ঠজন প্রপূজ্যচরণ পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীশ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ** গত ২৪শে ভাদ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ (ইং ১০।৯।৭৬) শুক্রবার অপরাহ্ণ ৩-২০ মিনিটে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ কলিকাতায় শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্ ভবনে ৮২ বৎসর বয়সে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। তদীয় শ্রীকলেবর সঙ্কীর্ত্তনসহ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠে শুভবিজয়পূর্ব্বক পর দিবস ২৫শে ভাদ্র শনিবার বেলা ৯ ঘটিকায় সমাধিস্থ হইয়াছেন। উক্ত সময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রাচীন সন্ন্যাসী ও তাঁহার কৃপাপাত্র বহু প্রবীণ বৈষ্ণবগণ এবং শ্রীচৈতন্যমঠের আশ্রিত বহু বৈষ্ণববৃন্দ অত্যন্ত বিরহাকুল প্রাণে সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই প্রগাঢ় শ্রদ্ধান্বিত এবং বিরহ-বিধুর-চিত্তে শ্রীল মহারাজের শ্রীকলেবরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণের প্রসাদিমালা অর্পণ করেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী ও শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী এবং আরও ১২।১৪ জন মঠবাসী বৈষ্ণববৃন্দ এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও তৎশাখা গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ** তাঁহার অনুগত প্রবীণ ও প্রাচীন শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য-প্রশিষ্যগণকে লইয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবৈভব গোবিন্দ মহারাজ এবং শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ দাস, প্রত্নবিদ্যাবিশারদ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের তত্ত্বাবধানে এবং প্রপূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের মূল গায়কত্বে শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীল প্রভুপাদের ভজনস্থলীতে সমাধি প্রদানকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

তবে শ্রীল প্রভুপাদের প্রবীণ ও প্রাচীন বহু বৈষ্ণবগণের মতে স্বধামগত আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের সমাধিস্থল তাঁহারই স্বনির্দ্দেশানুসারে তদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সামাধি-পীঠের পাদদেশের সন্নিকটে হইলেই অতীব আনন্দের বিষয় হইত !

শ্রীশ্রীল মহারাজ বাংলার (অধুনা বাংলাদেশের) অন্তর্গত যশোহর জেলার চাঁচুরি পুরুলিয়া গ্রামে ১৩০১ বঙ্গাব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যৌবনে কলিকাতায় G.P.O তে সরকারী-কার্য্যে যোগদান করিয়া অবশেষে ঐ অফিসে অফিস-সুপারিণটেন্‌ডেণ্ট হইয়াছিলেন। ঐ সময়েই শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করেন। পাঞ্চরাত্রিকী-দীক্ষার পরে তাঁহার নাম শ্রীকুঞ্জবিহারী দাসাধিকারী হইয়াছিল। তিনি তাঁহার ঐকান্তিকী গুরুসেবাদ্বারা ক্রমশঃ শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট বহুমুখী-প্রচার এবং শ্রীভগবৎসেবাদ্বারা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হন। পরবর্ত্তিকালে তিনি বিদ্যাভূষণ, ভাগবদ্‌রত্ন এবং মহোপদেশকাদি উপাধিতেও বিভূষিত হন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের পরবর্ত্তী সম্প্রদায়বৈভব একায়ন, পঞ্চরাত্র ও ভাগবত এই তিনটি আচার্য্য-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আচার্য্যত্রিক প্রভু নামেও অভিহিত হইয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীগৌরবাণী, শুদ্ধভক্তি, দৈববর্ণাশ্রম এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমলবৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারের প্রারম্ভিক-কালে সর্ব্বজনপ্রিয় "কুঞ্জদা" শ্রীল প্রভুপাদের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ থাকিয়া নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও শ্রীল প্রভুপাদের প্রচুর সেবা করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি প্রথম অবস্থায় প্রচুর ঋণগ্রস্ত হইলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতের বাহিরে বসরায় গমন করেন এবং সেখান হইতে ফিরিয়া যাবতীয় ঋণ পরিশোধ করিয়া পুনঃ পরমোৎসাহের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট সেবায় নিযুক্ত হন।

শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুই ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীধাম মায়াপুরে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর উত্তর কলিকাতায় ১নং উল্টাডাঙ্গা জংশন রোডস্থ বাড়ী ভাড়া করিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে তথায় লইয়া যান ; প্রথমে সেখানে শ্রীভক্তিবিনোদ আসন এবং পরবর্ত্তীকালে শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন। আরও পরবর্ত্তীকালে উক্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজারে স্বধামগত শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভুর আনুকূল্যে নির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে

পরিবর্দ্ধিত হয়। বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্থাপনায় শ্রীল মহারাজের সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে সর্ব্বক্ষেত্রে তাঁহার সেবা-প্রচেষ্টা আদর্শ-স্থানীয়। তৎকালে তিনি গৃহস্থলীলাভিনয় করিলেও সন্ন্যাসিবর্গ তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও দণ্ডবৎপ্রণতি করিতেন এবং তাঁহার আদেশ-নির্দ্দেশানুসারে সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার উপর মঠ-পরিচালনের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে হরিকথা-কীর্ত্তনে ও প্রচারে নিরত থাকিতেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর বিঘ্নবাধা ও ঝঞ্ঝাট থাকা সত্বেও শ্রীধাম-মায়াপুরের প্রচুর উন্নতিবিধান করিয়াছিলেন। সেখানে শ্রীল প্রভুপাদের সুরম্য সমাধিমন্দির, শ্যামকুণ্ড-প্রকাশ তথা ভারতের বহুস্থানে মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন এবং গোস্বামিবর্গের বহুগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সেবার উজ্জ্বলতা বিধান করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ কলিকাতায়—৭০ বি, রাসবিহারী এ্যাভিনিউতে শ্রীচৈতন্যরিসার্চ ইনস্‌টিটিউট্ স্থাপন করিয়া শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু এবং তাঁহার বিচারধারা অবগত হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের সময়ে ফাল্গুনি-পূর্ণিমাতে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত প্রবীণ সন্ন্যাসী পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি মন্দিরে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি সেবাকার্য্যদক্ষ, সহিষ্ণু এবং অতি গম্ভীর প্রকৃতির এবং গুরুনিষ্ঠাসম্পন্ন বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার অপ্রকটে আমরা সকলেই বিরহ-ব্যথিত। তিনি স্বধাম হইতে আমাদিগকে প্রচুর কৃপা করুন, যাহাতে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট সেবাতে চিদ্বল প্রাপ্ত হইয়া কৃতোদ্যম হইতে পারি এবং বিশ্বের সর্ব্বত্রই শ্রীগৌরবাণী-প্রচার-যজ্ঞে নিজেকে সমিধ্‌রূপে আত্মাহুতি প্রদান করিতে পারি।

—বিশেষ সংবাদদাতা

শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠে

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, বিরহ-মহোৎসব ও নিয়মসেবা-পালন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১৮ পৃষ্ঠার পর)

২৯শে পদ্মনাভ (২৩শে আশ্বিন, '৮৩) বৃহস্পতিবার সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীহরিকীর্ত্তন-সদনে মঙ্গলাচরণান্তে শ্রীল শ্রৌতী মহারাজের সভাপতিত্বে এক সভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভায় শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র-মাহাত্ম্য এবং প্রাচীন ও পরবর্ত্তি আচার্য্যবর্গের আগমনাদি-প্রসঙ্গে সমিতির সভাপতি-আচার্য্য মহারাজ দীর্ঘ ভাষণ দান করেন। তদুপরি শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট পূরণকল্পে নীলাচলে এই শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠার যে প্রয়াস তাহাও ব্যক্ত করেন এবং এই কার্য্যে তদীয় সতীর্থগণের সহানুভূতি হার্দ্দ্যি কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করেন ও তৎসহ উৎসব সাফ্যমণ্ডিত করার জন্য যাঁহাদের শুভাগমন হইয়াছে তাঁহাদিগকেও যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা নিবেদন করেন। পরিশেষে সভাপতি-মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যপাদ তথা অন্যান্য সেবকবৃন্দের শ্রীগুরু-মনোঽভীষ্ট পূরণকল্পে যে মহতী প্রয়াস, তাহাকে স্বাগত জানাইয়া তাঁহার সতীর্থের গৌরবের কথা স্মরণ করত অত্যন্ত পুলকচিত্তে সেবকগণের ভূয়সী প্রশংসা করেন; পরে কীর্ত্তনমুখে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়। এখানে প্রকাশ যে, উৎসব মুখরিত মঠখানি নবসাজে রঞ্জিত হইয়া নীলাম্বুধি-সৈকতে আলোকরাশিতে ঝল্‌মল্ করিতেছিল।

২১শে আশ্বিন (ইং ৭।১০।৭৬) শুক্রবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীগুর্ব্বষ্টক, শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা, প্রভাতিকীর্ত্তনে শ্রীমঠ মুখরিত হয়। প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের সাজসাজ রব; কদলীবৃক্ষ নানা পত্রপল্লব-পুষ্পে পরি-বেষ্টিত; তন্মধ্যে বেদীর অগ্রভাগে যজ্ঞাগ্নির প্রকোষ্ট। বহির্ভাগে শারি-বদ্ধ পাঠকগণের সামগান কীর্ত্তন, বেদ-বেদাঙ্গ-উপনিষদ্-গীতা-ভাগবতের অনুবৃত্তি; আর তার তালে তালে সুর মিশাইয়া সুমধুরতানে শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্রের পুনরাবৃত্তি—সে এক রমণীয়! মোহনীয়!! শ্রীশ্রীল শ্রৌতী মহারাজের আচার্য্যত্বে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তের ত্রিরত্ন (শ্রীল বামন মহারাজ, শ্রীল ত্রিবিক্রম ও শ্রীল নারায়ণ মহারাজ) কোষদণ্ডে পূরিত ঘৃত, প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞকুণ্ডে নিক্ষেপণ করিতেছিলেন। অন্যদিকে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাষিক্ত বহরমপুরস্থ (উড়িষ্যা) শ্রীভক্তিবিনোদ আশ্রমাধ্যক্ষ শ্রীমৎ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুজী, বিশাখাপত্তনস্থ (অন্ধ্র) শ্রীমৎ আনন্দলীলাময় দাস ও রাজমন্দ্রীর

(এ. পি.) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠস্থ শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় পুরুষোত্তম তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ প্রভৃতি প্রস্থান-ত্রয় পাঠ করিতেছিলেন। শ্রীগুরুবর্গের আলোকচিত্র, শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারী-জীউর শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতির অভিষেক হইলে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবক-বৃন্দের অনুরোধে শ্রীল শ্রৌতী মহারাজ শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মোচন করেন। পরে প্রভুপাদের ত্যাগী আশ্রিতগণ যথাক্রমে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হইলে পর



সন্ন্যাসিবর্গ তথা ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ও শ্রীবিগ্রহগণকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তদনন্তর নিমন্ত্রিত ও আগত সকলকেই আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই দিন পূর্ব্বাহ্নে মঙ্গলাচরণ ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে মঠাঙ্গনে এক মহতী সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের প্রস্তাবে ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের সমর্থনে পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ সভাপতিরূপে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-

বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভুজীর সমর্থনে উপস্থিত জনমণ্ডলীর করতালি ও স্ত্রীগণের উলুধ্বনি সহযোগে পণ্ডিত শ্রীসদাশিব রথশর্ম্মা, পদ্মবিভূষণ মহাশয় প্রধান অতিথিরূপে যথাক্রমে আসনে বৃত হন। সভাপতি ও অতিথি-বরণান্তে সভামধ্যে অন্যান্য বৈষ্ণবদিগকে চন্দন-মাল্যাদি-দ্বারা ভূষিত করা হইলে সভাপতি-মহারাজের আহ্বানে প্রধান অতিথি পণ্ডিত শ্রীরথশর্ম্মা মহাশয় নীলাম্বুধি-তটে মহামিলনের পুণ্যক্ষেত্র শ্রীনীলাচলধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের লীলামাধুরিমা এবং অত্যদ্ভুত মহিমা প্রাঞ্জল ভাষায় দীর্ঘসময় ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন,—"ইহা এমনি এক ক্ষেত্র যে, যেখানে বিশালকায় হিন্দু-সমাজের সকল সম্প্রদায়েরই মিলনস্থলী; যেথায় সকল সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্গই শুভ বিজয় করিয়াছিলেন। জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল অভিমান ত্যাগ করিয়া সকলেই অকাতরে একছত্র-ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া প্রভু জগন্নাথের মহিমা কীর্ত্তন করেন। এরূপ দৃশ্য 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' আর কোথাও দেখা যায় না—তাই শ্রীজগন্নাথের মহিমা বর্ণনাতীত।" এই মিলন-তীর্থে অমন্দদয়-দয়া-বিতরণকারী ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু দীর্ঘ আঠার বৎসরকাল অবস্থান করিয়া জগজ্জীবকে যে প্রেমময়-বাণী বিতরণ করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনাও আর দ্বিতীয় নাই। তদীয় জগল্লীলার অন্তিম আঠার বর্ষকাল যে-স্থানকে কেন্দ্র রাখিয়া 'মরণের যুগে অমৃতের বাণী' বিশ্ববাসীকে দিয়াছেন উহা কত মহিমান্বিত তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা কোথায়? শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শ্রীগৌর-বাণীর তরঙ্গ মানব-সমাজকে উদ্বেলীত করুক,—শ্রীগৌরসুন্দর যে-দৃষ্টিকোণ দিয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে জগতে প্রচার করেছেন তাঁহার ব্যাপক প্রচার হউক—সেব্য-তত্ত্ব শ্রীগৌর নিজেই সেবক বা ভক্তভাব অঙ্গীকার করে যে-লীলার রচনা করিয়া গিয়াছেন, উহা তত্ত্বদর্শীগণের অনুভূতি সাপেক্ষ। ভগবানের অচিন্ত্যলীলা—উহা সাধারণ জীবের কখনই গোচরীভূত নহে।

তৎপর পুরীর শ্রীরাধাকান্ত মঠের পণ্ডিত শ্রীহেমাঙ্গপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয় শ্রীগৌর-তত্ত্ব ও পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে তাঁহার লীলা-বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলিতে গিয়া ব্যক্ত করেন যে, এই স্থান আরও পুণ্যক্ষেত্র। কারণ, শ্রীগৌর-পরিকর নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধিপীঠের পাদদেশে ইহা অবস্থিত। তীর্থ জীবজগৎকে পবিত্র করিয়া থাকেন; কিন্তু বৈষ্ণবগণ

তীর্থকেও পবিত্র করেন। "...তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥" সুতরাং পরম পবিত্র যে পুরুষোত্তমক্ষেত্র এবং তাহাতেই ভাগবত-স্পর্শীভূতা যে-সমাধিপীঠ, তাহারই পাদদেশে এই পবিত্রভূমি পরম ধন্যা।

শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব সম্পর্কে বলিতে গিয়া তিনি বলেন যে,—"প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য্য-করণ॥" সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দনই আজ এখানে শ্রীবিগ্রহরূপে আমাদের নিকট প্রকটিত। আজ হইতে প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরসুন্দর এই ক্ষেত্রে ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া স্বহস্তে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধিপীঠ রচনা করিয়াছেন—আর এরই পাদদেশে আজ তিনি অর্চ্চা-বিগ্রহরূপে ভক্তজনকে সেবাধিকার দান-প্রয়াসে প্রকাশিত; সুতরাং অদ্য আমাদের কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

তাঁহার বক্তৃতার প্রায় শেষ-মুহূর্ত্তেই শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও তৎশাখা মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ তাঁহার পার্ষদবৃন্দ এবং ঋষড়াস্থ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, কালনাস্থ শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ প্রভৃতি বহু বৈষ্ণববৃন্দ উক্ত সভায় যোগদান মানসে শুভবিজয় করেন। তাঁহাদের আগমনে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য তথা সহঃ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক মহারাজ ও আরও অনেক বৈষ্ণববৃন্দ সাদর আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সভায় লইয়া আসেন এবং উপস্থিত সভার সভাপতি-মহারাজও আগন্তুক তাঁহার সতীর্থগণ এবং অন্যান্য সকল বৈষ্ণববৃন্দকে যথাযোগ্য সম্ভাষণপূর্ব্বক সভায় অংশগ্রহণ করিতে অনুরোধ জানান। চন্দন-মালাদি-দ্বারা তাঁহাদিগকে বিভূষিত করিয়া বরণ করা হইলে পুনঃ সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

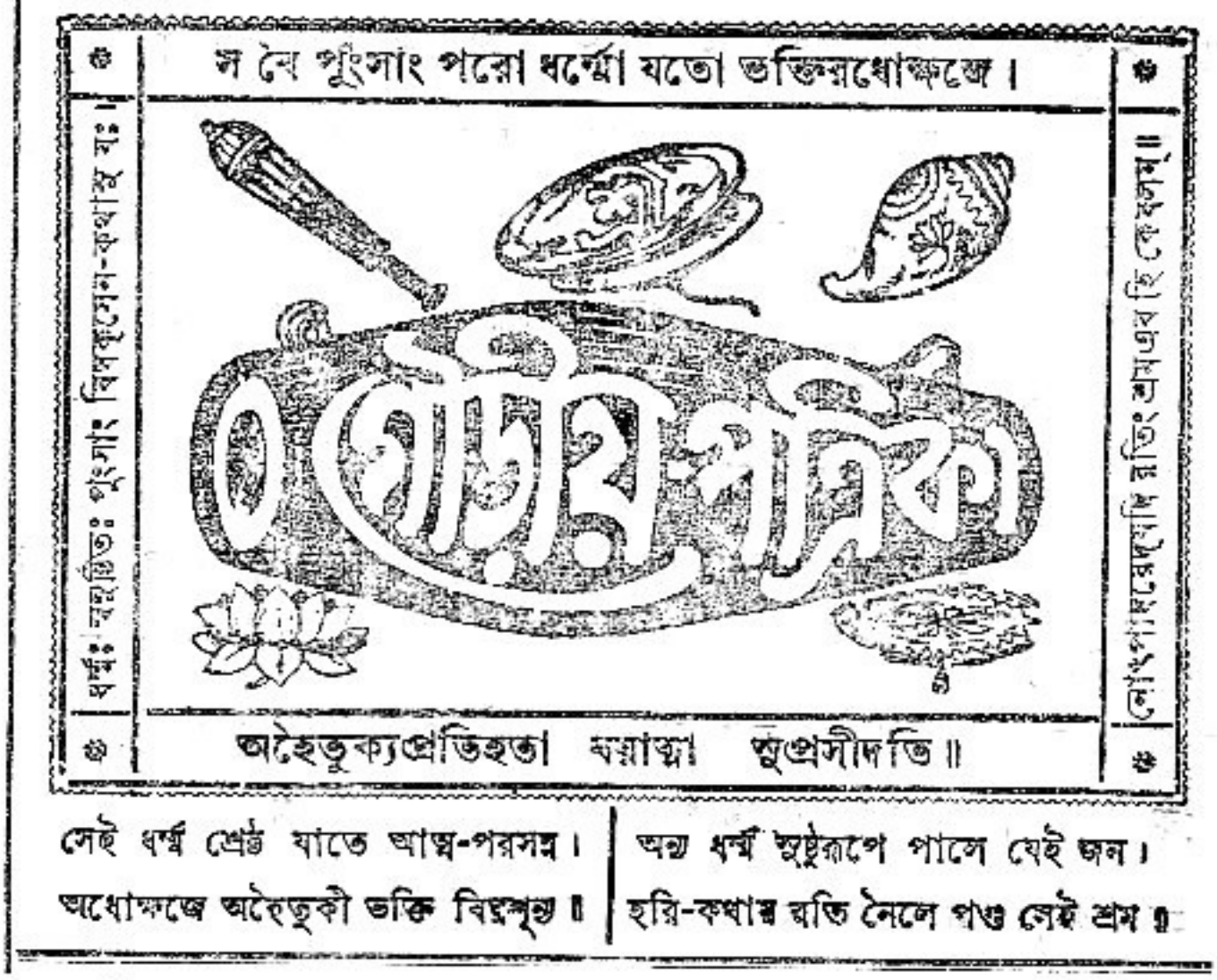
সভাপতি-মহারাজের নির্দ্দেশে প্রপূজ্যপাদ শ্রীল মাধব মহারাজ তদীয় অগ্রজ সতীর্থ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথি-স্মরণপূর্ব্বক তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্রাবলী ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বর্ণনা করিতে থাকেন। অতীতের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি যেন তাঁহার নয়নগোচরে আজ স্বচ্ছরূপে প্রতিভাত হইতেছে। সেই সময় তিনি (শ্রীল গুরু মহারাজ) ছিলেন শ্রীবিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারী, কৃতিরত্ন-নামে সুবিদিত; শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য

মঠের ম্যানেজার (পরিচালক)-রূপে শ্রীল প্রভুপাদের সময় বহু দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যাদি বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত সমাধান করিতেন। হয়তো তিনি না হইলে শ্রীমায়াপুরের পরবর্ত্তিকালে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা সম্ভব হইত না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট পূরণ করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। তিনি জীবনে বহু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইলেও দুর্ব্বলচিত্ত হইতেন না; পরন্তু প্রত্যুৎপন্নমতির পরিচয় দিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সেবার শ্রীবৃদ্ধি করিতেন।

একবার শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাকালে কোলদ্বীপ (বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর) পরিক্রমার সময় শ্রীল প্রভুপাদের অনুগামী হইয়া সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দ যখন সহর নবদ্বীপ অতিক্রম করিতেছিলেন, সেই সময় কতগুলি দুর্বৃত্ত কর্ত্তৃক শ্রীল প্রভুপাদ আক্রান্ত হন, এই দুর্বৃত্তগণ গৌড়ীয় মঠের দৈববর্ণাশ্রমের ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারে নাই। শৌক্রগত-বিচার-ধারাই প্রাধান্য পেয়েছিল তাদের নিকট। "গোরার আমি, গোরার আমি, মুখে বলিলে নাহি চলে। গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল ফলে॥"—গোস্বামিপাদ-বচন অনুধাবন না করিয়া আচার-বিহীন হইলেও শুধু 'গোস্বামী' পদবাচ্যই যথেষ্ট বা উহার আচারের অপেক্ষা রাখে না—ইহা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ-মত তাহা উহারা স্বীকার করিতে কষ্ট পাইত; তাই এই অমানবিক আক্রমণ। তখন কোন এক সদাশয় ব্যক্তির গৃহাভ্যন্তরে শ্রীল প্রভুপাদকে আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু সেই দুর্বৃত্তগণ প্রবল দল-বল লইয়া উহা চারদিক হইতেই বেষ্টনপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের প্রাণনাশ করার চেষ্টা করে। ইত্যবসরে আমাদের সতীর্থ বিনোদ-দাই (শ্রীল কেশব মহারাজ) শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থান-কক্ষে প্রবেশ করেন এবং তাঁহার নিজস্ব শুভ্রবস্ত্র শ্রীল প্রভুপাদকে পরিধান করিয়া প্রভুপাদের গৌরীক সন্ন্যাস-বেশ তাঁহাকে দিয়া শীঘ্রই জন-সমুদ্রে মিশিয়া যাইতে কাতর প্রার্থনা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ নিজের প্রাণ-প্রতিম সেবকের আগন্তুক বিভৎসময় বিপদের আশঙ্কায় ঐরূপ করিয়া নিজের আত্মরক্ষা করিতে কিছুতেই রাজী হইতে চান নাই। কিন্তু সেবকের একান্ত দৃঢ়তায় এবং ভক্তগণের বিশেষ অনুরোধে তিনি অবশেষে উহা করেন এবং বিনোদ-দার পোষাক ধারণপূর্ব্বক ছদ্মবেশে সে-স্থান ত্যাগ করিয়া শ্রীমায়াপুরে চলিয়া যান। **(ক্রমশঃ)**

—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৮শ বর্ষ { অনিরুদ্ধ, ৯ নারায়ণ, ৪৯০ গৌরাব্দ
বুধবার, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩ ; ইং ১৫ ১২।১৯৭৬ } ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমদানন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্

শ্রীমদ্দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ]

কুরু ভুংক্ষ্ব চ কর্ম্ম নিজং নিয়তং হরিপাদবিনম্রধিয়া সততম্।
হরিরেব পরো হরিরেব গুরুর্হরিরেব জগৎপিতৃমাতৃগতিঃ॥ ১॥

হে জীব! শ্রীহরিপাদপদ্মে প্রণতচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা স্বীয় নিয়ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং তদুচিত ফল ভোগ কর। শ্রীহরিই পরম পুরুষ, শ্রীহরিই গুরু এবং শ্রীহরিই জগতের পিতা, মাতা ও একমাত্র গতি॥ ১॥

ন ততোঽস্ত্যপরং জগতীড্যতমং পরমাৎ পরতঃ পুরুষোত্তমতঃ।
তদলং বহুলোক-বিচিন্তনয়া প্রবণং কুরু মানসমীশপদে॥ ২॥

পরাৎপর পুরুষোত্তম শ্রীহরি অপেক্ষা পরমস্তুত্য আর কেহ নাই। অতএব বহু পুরুষের ধ্যানে প্রয়োজন নাই, পরন্তু ঈশ শ্রীহরির পদেই চিত্ত আসক্ত কর॥ ২॥

যততোঽপি হরেঃ পদসংস্মরণে সকলং হ্যঘমাশু লয়ং ব্রজতি।
স্মরতস্তু বিমুক্তিপদং পরমং স্ফুটমেষ্যতি তৎ কিমপাক্রিয়তে ॥ ৩ ॥

শ্রীহরির পাদপদ্মস্মরণে যত্ন করিলেও সকল পাপ সত্বর নষ্ট হয়, আর স্মরণ করিলে পরম মুক্তিপদ নিশ্চিতরূপে লব্ধ হইয়া থাকে ; অতএব কি জন্য তাহা পরিহার করিবে ? ৩ ॥

শৃণুতামলসত্যবচঃ পরমং শপথেরিতমুচ্ছ্রিত-বাহুযুগম্।
ন হরেঃ পরমো ন হরেঃ সদৃশঃ পরমঃ স তু সর্ব্বচিদাত্মগণাৎ ॥ ৪ ॥

আমি বাহুযুগল উন্নত করিয়া শপথ-সহকারে এই পরম বিশুদ্ধ সত্যবাক্য উচ্চারণ করিতেছি, শ্রবণ কর যে—শ্রীহরি অপেক্ষা উত্তম বা তাঁহার সমান অপর কেহ নাই ; পরন্তু তিনি নিখিল জীবগণ হইতে উত্তম ॥ ৪ ॥

যদি নাম পরো ন ভবেৎ স হরিঃ কথমস্য বশে জগদেতদভূ১।
যদি নাম ন তস্য বশে সকলং কথমেব তু নিত্যসুখং ন ভবেৎ ॥ ৫ ॥

যদি সেই শ্রীহরি সর্ব্বোত্তম না হন, তাহা হইলে এই জগৎ কিরূপে তাঁহার অধীন হইল ? আর যদি এই জগৎ তাঁহার বশীভূত না হয়, তাহা হইলে (স্বতন্ত্রতাবশতঃ) নিত্য সুখী হয় না কেন ? ৫ ॥

ন চ কর্ম্ম বিমা-মল-কালগুণ-প্রভৃতীশমচিত্তনু তদ্ধি যতঃ।
চিদচিত্তনু সর্ব্বমসৌ তু হরি র্যময়েদিতি বৈদিকমস্তি বচঃ ॥ ৬ ॥

কর্ম্ম, অবিদ্যা, রাগাদি দোষসমূহ, কাল বা সত্ত্বাদিগুণসমূহ—ইহারা কেহই জগতের নিয়ন্তা নহে ; যেহেতু ইহারা জড় পদার্থ। অতএব শ্রীহরিই চিৎ ও অচিৎ সর্ব্বপদার্থের নিয়ন্তা, ইহাই বেদের বচন ॥ ৬ ॥

ব্যবহারভিদাপি গুরোর্জগতাং ন তু চিত্তগতা স হি চোদ্যপরম্।
বহবঃ পুরুষাঃ পুরুষপ্রবরো হরিরিত্যবদৎ স্বয়মেব হরিঃ ॥ ৭ ॥

জগৎ বা জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদ ব্যবহারিক মাত্র, ইহা জগদ্‌গুরু শ্রীব্যাসদেবের চিত্তের অভিপ্রায় নহে। পরন্তু শ্রুতিতে কোনস্থলে অভেদ-প্রায় যে উক্তি রহিয়াছে, তাহা আক্ষেপ মাত্র (পরন্তু সমাধান নহে)। বস্তুতঃ স্বয়ং শ্রীহরি (বেদব্যাস)ই বলিয়াছেন—জীব অনেক এবং শ্রীহরি পরম পুরুষ ॥ ৭ ॥

চতুরানন-পূর্ব্ববিমুক্তগণা হরিমেত্য তু পূর্ব্ববদেব সদা।
নিয়তোচ্চ-বিনীচতয়ৈব নিজাং স্থিতিমাপুরিতি স্ম পরং বচনম্ ॥ ৮ ॥

চতুর্ম্মুখ প্রমুখ মুক্তপুরুষগণ শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়াও সর্ব্বদা পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চ-নীচ বিভাগানুযায়ী নিজ নিজ স্থিতিই লাভ করিয়াছেন ; ইহাই শাস্ত্রের পরম বাক্য ॥ ৮ ॥

আনন্দতীর্থ-সন্নাম্না পূর্ণপ্রজ্ঞাভিধাযুজা।
কৃতং হর্য্যষ্টকং ভক্ত্যা পঠতঃ প্রীয়তে হরিঃ ॥ ৯ ॥

যিনি 'পূর্ণপ্রজ্ঞ'রূপে অভিহিত শ্রীআনন্দতীর্থ-মুনি-বিরচিত শ্রীহরির এই অষ্টক ভক্তি-সহকারে পাঠ করেন, শ্রীহরি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন ॥ ৯ ॥

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩২৬ পৃষ্ঠার পর)

আমরা নিত্যবস্তু। যেটুকু আবরণ—যেটুকু অনর্থ, সেটুকু কেবল অপসারিত করার আবশ্যকতা হ'য়েছে। আমার অস্মিতাকে অপসারিত কর্‌বার আবশ্যক হয় নাই।

ভগবানের অনুগ্রহপ্রার্থী হ'লে জান্‌ব যে, কি প্রকারে ভগবদ্‌বস্তু প্রকাশিত হন। যিনি ভগবদানুভূতি-বিশিষ্ট—সেবার তারতম্য-নির্দ্দেশে পরম বুদ্ধিমান, সেরূপ মহাপুরুষ যদি অবতীর্ণ হন, তখন আমাদের প্রকৃত বিষয় গ্রহণের যোগ্যতা হয়।

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥

ভগবৎপরিকরকে অজ্ঞানের জল বায়ুর মধ্যে বর্দ্ধিত না জেনে, তাঁ'রই প্রদত্ত চেতনের দর্শনে তাঁ'কে দেখা উচিত। সাধারণ জ্ঞান বা অদিব্য-জ্ঞানার্জ্জনের জন্য যেরূপ জাগতিক তথাকথিত গুরুর নিকট যেতে হয়, সেরূপভাবে প্রকৃত গুরুর নিকট যাওয়া হয় না—লঘুর নিকট যাওয়া হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশ্রম্ভসেবা কর্‌বার জন্য যেতে হ'বে, সেটাই যোগ্যতা। আমরা যদি অপরাধ কর্‌বার জন্য গুরুদেবের আবৃত পদের নিকট যাই, তা' হ'লে কর্ম্মী, জ্ঞানী হ'য়ে জগতে বিচরণ করি।

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত, ঋষিকুলোদ্ভূত ব্যক্তি সহস্র শাখা অধ্যয়ন ক'রেও যদি নিত্যকাল গুরু-পাদপদ্ম সেবা না করেন, তা' হ'লে তিনি গুরুদেব নহেন। যিনি জীবনে-মরণে অনন্তকালের জন্য কৃষ্ণসেবা করেন, তিনি গুরুদেব। গুরুর প্রত্যেক কার্য্য ভগবানের পূর্ণ সেবাময়—ভগবান্ হ'য়ে যাওয়া (!) গুরুর কার্য্য নয়—ভগবদ্বিদ্রোহী হওয়া নিতান্ত লঘুর কার্য্য।

অবৈষ্ণব কা'কে বলে? যিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিষ্ণুসেবা-বঞ্চিত হ'য়ে কল্পিত খাজাঞ্চীরূপ অন্যান্য দেবতার পূজার নামে "বরং দেহি, ধনং দেহি" প্রভৃতি বলেন, এরূপ ব্যক্তি 'লঘু'; 'গুরু' হ'তে পারেন না। বৈষ্ণবের শ্রীসচ্চিদানন্দ বস্তুর সেবা ছাড়া অন্য কোন কৃত্য নেই, তিনি নিজেও সচ্চিদানন্দ বস্তু।

পরিকরবৈশিষ্ট্য গুরুপাদপদ্ম যখন এখানে আসেন, তখন নিরন্তর ভগবানের বিক্রমের কথা কীর্ত্তন করেন। স্বর্গসুখের কথা বলেন না—নির্ব্বিশেষ বা নাস্তিক হ'য়ে যাওয়ার উপদেশ দেন না—জড়জগতের ভোগ বা ত্যাগের কথা বলেন না। শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমে এই বিচার দেখিয়েছেন। নিত্য ভগবানে সেবা-বুদ্ধি ব্যতীত ভগবানের কথা কেহ শুন্‌তে পারে না। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-প্রার্থী ভগবদ্ভক্ত ন'ন। "আমি ভগবান্ হ'ব"—এরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি সত্যের অনুসন্ধান পান না। ভোগী-ত্যাগী ভগবানের সন্ধান পান না,—

ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥

বেশী বাড়াবাড়ি বা অতিক্রম কর্‌লে মঙ্গল হ'বে না। অতিভোজন ও অনাহার দুইটীই রোগ। ত্যাগটা অতিভোজনের পর একটা অনাহারের প্রবৃত্তির মত। উহা অতিভোজনের প্রতিক্রিয়া মাত্র। আবার অনাহারের পর অতিভোজনের অত্যন্ত স্পৃহা—ত্যাগের পর ভোগ, উহা অনাহারের প্রতিক্রিয়া। ভগবৎ-সেবায় এইরূপ কোনও কথা নেই। ভোগ বা ত্যাগ লক্ষ লক্ষ জন্ম ধ'রে নিত্যবদ্ধ জীবকুল কর্‌ছে, কিন্তু তথাপি তা'দের আশা মিট্‌ছে না! ভোগ ও ত্যাগ-প্রবৃত্তি—বদ্ধজীবের প্রবৃত্তিদ্বয়; কিন্তু হরিসেবা-বৃত্তি—মুক্ত জীবের প্রবৃত্তি।

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥

'বিষ্ণু' ও 'ব্রহ্ম' শব্দে ভেদজ্ঞানকারী 'গুরু' পদ-বাচ্য ন'ন।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দাতে ॥

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত ব্রহ্ম ও পরমাত্মার ভেদকারী 'গুরু' হ'তে পারেন না। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা পৃথক্ তত্ত্ব ন'ন—অদ্বয়জ্ঞান ভগবানেরই অসম্যক্ ও আংশিক প্রকাশ। 'ব্রহ্ম' শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িতে ভগবানই নির্দ্দিষ্ট হন। আকর্ষণ-সূত্রে "ব্রহ্ম" শব্দে বিষ্ণুই নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছেন।

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম ॥

এইজন্য শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত জনগণ অদ্বয়জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু স্বীকার করেন না। জড়দ্বৈতবাদ আদৌ স্বীকৃত নয়, অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মত। শ্রীগুরুপাদপদ্ম অবৈষ্ণব হ'তে পারেন না। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব অসম্যক্ দর্শনে ব্রহ্ম, আংশিক দর্শনে পরমাত্মা এবং সম্যক্ ও সম্পূর্ণ দর্শনেই ভগবদ্দর্শন। যাঁ'রা নির্ব্বিশেষবাদী, তাঁ'রা কখনও গুরুর কার্য্য কর্‌তে পারেন না। বিষ্ণুসেবার প্রতি এক মুহূর্ত্ত অন্যমনস্ক হ'লেই আমরা অপরের নিকট হ'তে সেবা চাই—পাপ-পুণ্যের পথের পথিক হই, ইহা ণ্য। আমরা সকল কথা ছেড়ে দিয়ে আত্মবিৎ হ'ব। "আমি কে"?—এই বিচার আবশ্যক।

পরজগতে যাঁ'র গতিবিধি আছে, একমাত্র তাঁ'র নিকট হ'তেই শ্রৌত-পন্থায় পরজগতের কথা শুন্‌তে হ'বে। গৌরসুন্দর বলেন,—সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন কর। হরি জগতের অন্যতম বস্তু ন'ন।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত ন'ন—এক সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়েই তাঁ'রা স্বপ্রকাশিত হন। পরিকর-বৈশিষ্ট্যকে যাঁ'রা ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের বিষয় কর্‌তে চান, তাঁ'রা মায়ার সন্ধান পান—বঞ্চিত হন।

ভগবান্ চেতনময় বস্তু। ভগবানের শরণাগত হওয়ার নাম—সেবোন্মুখতা। ভক্ত যখন ভগবানকে ডাকেন, তখন জড়জগতে ভোগ্য daily bread এর জন্য নহে—"ধনং দেহি, বরং দেহি"র জন্য নহে।

যে গুরুনামধারী আমাদিগের অনর্থযুক্তাবস্থায় ভাল-লাগা জিনিষ অনুমোদন করেন, তিনি 'গুরু' ন'ন—মোসাহেব। যিনি শিষ্যকে অনাদি-কালের অমঙ্গলের হাত হ'তে উদ্ধার না করেন, তিনি মহৎ বা উদার ন'ন। গুরুনামধারী যদি শিষ্যের অমঙ্গল চান, তবে শিষ্যের সব কথায় অনুমোদন করেন। "তুমি যা' কর্‌ছ, সেই ঠিক" ইত্যাদি কথা বলা গুরুর কার্য্য হ'ল না—মোসাহেবের কার্য্য হ'য়ে গেল। গুরু—শিষ্যের শিষ্য বা জীবের মোসাহেব ন'ন—তিনি ভগবানের মোসাহেব হ'তে পারেন, কারণ ভগবান্ পূর্ণবস্তু—সচ্চিদানন্দবস্তু—তাঁ'তে কোনপ্রকার হেয়তা নাই।

আমি বল্‌ব না—"মায়া মিশাইয়া এস ভগবান্।" তিনি এসে আমার অনর্থ বৃদ্ধি কর্‌বেন! ভগবান্ সেরূপ জাতীয় বস্তু ন'ন—তিনি নিত্য অনর্থ-মুক্ত—গুরুদেব নিত্য অনর্থমুক্ত—পূর্ণ অর্থ তিনি—শিষ্যের অনর্থ গায়ে মেখে তিনি আসেন না। "আমার বল যথেষ্ট আছে—অচেতন পদার্থের ন্যায় বা দুর্ব্বলের ন্যায় ভগবান্‌কে আমি যে কাতে শোয়াব, তিনি সে' কাতেই শোবেন";—এরূপ হ'তে পারে না। ভগবানের শক্তিতে অভিজ্ঞান দেওয়াই গুরুর কার্য্য—

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

মনগড়া শক্তিহীন দরিদ্রতাকে সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত নারায়ণ মনে কর্‌লে প্রভু ভগবানের পরিচয়ের বদলে ভোগ্যের পরিচয় দেওয়াই হ'বে। সুতরাং সাধু-গুরু-সঙ্গ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। তা' কর্‌তে হ'লে—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।

দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে হরিকীর্ত্তন শ্রবণ-দ্বারা মানস-অমঙ্গল বিদূরিত করাই আবশ্যক।

স্বজাতীয়াশয়েস্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতোবরে।

সঙ্গ-বিষয়ে সমজাতীয় আশয়সম্পন্ন, নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হরিসেবকের সঙ্গই কর্ত্তব্য। ভোগীরূপে ভোগ্যজ্ঞানে তাঁবেদারের সঙ্গে কিছু ফলোদয় হ'বে না। সুতরাং গুরুসেবায় উদাসীন হ'লে মঙ্গলোদয় হয় না।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ইহজগতে অবতরণ করেন। যেরূপ ভগবানের প্রকট ও অপ্রকট-লীলা, সেরূপ পরিকর-বৈশিষ্ট্যের প্রকট ও অপ্রকট-লীলা। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের বিচারে ১০ জন আলোয়ার ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে না এসে ভিন্ন ভিন্ন সময় এসেছিলেন। অর্চ্চা, বিভব, ব্যূহ ও অন্তর্য্যামী—এই চারিপ্রকার পরতত্ত্বের অবতার।

যে জিনিষ অবতরণ করেন এবং যেখান থেকে অবতরণ করেন, সে' বস্তু ও সে' রাজ্যের কথা কিছু আলোচনা করা উচিত। সেই বাস্তব রাজ্যের কথা শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করেছেন। সেখানে পাঁচ প্রকার রস। তথায় আড়াই প্রকার রসে পূজ্য-বুদ্ধিতে পূজা, আর আড়াই প্রকার রসে বিশ্রম্ভ সেবা হয়। শেষোক্ত আড়াই প্রকার রসে সেবা কর্‌তে পারি না যাঁ'রা বলেন, তাঁ'দের কৃষ্ণভক্তির অভাব। তাঁ'রা বালকৃষ্ণ ও গোপালের উপাসনা কর্‌তে চান না। গোপাল—নন্দনন্দন।

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমপি নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম॥

আমরা সেই নন্দকে পূজা কর্‌ব—যে নন্দের বারান্দায় নিত্যকাল হামাগুড়ি দেন স্বয়ং পরব্রহ্ম। বালকৃষ্ণের উপাসনা—নিত্য; কিন্তু পিতাকৃষ্ণের উপাসনার বিচার সেরূপ নয়। ভগবানকে মাতা-পিতা ব'লে উপাসনা করাটা বেদান্তদর্শনে "অনিত্য" ব'লে গেছেন; কিন্তু বালকৃষ্ণের উপাসনা—নিত্য। এরূপ ভুল হ'তে উদ্ধার করেন যিনি, তিনি এ জগতের কেহ ন'ন। তিনি গোলোকের বস্তু। যাঁ'রা কৃষ্ণের কাঁধে উঠে তাল পেড়ে সেই তাল উচ্ছিষ্টানুচ্ছিষ্টরূপে কৃষ্ণকে খাওয়াতে পারেন—কৃষ্ণের পূর্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বিধান করেন, তাঁ'দের প্রীতির গাঢ়তা কতদূর! এত বড় কথা গৌরসুন্দর ও তাঁ'র ভৃত্যানুভৃত্যগণ জানেন, অপর কেউ জানেন না। যাঁ'রা গৌরবের সহিত কৃষ্ণের উপাসনা কর্‌বার জন্য প্রস্তুত হন, তাঁ'রা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের নিকট পৌঁছ্‌তে পারেন না। বিধিপথে কৃষ্ণের উপাসনা হয় না—রাগপথে হয়। লক্ষ্মণদেশিকের কথা উন্নত শুদ্ধভক্তি নহে। গৌরসুন্দর ও তাঁ'র আত্মীয়বর্গ বলেছেন,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান
তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ ॥

এইরূপ অবতীর্ণ জনগণ—গুরুপদবাচ্য। তাঁ'রা লৌকিক দৃষ্টিতে অপরা বিদ্যার সহস্র শাখাধ্যায়ী হউন বা না হউন, মহাকুলপ্রসূত হউন বা না হউন, নিখিল বিদ্যা, নিখিল কুল তাঁ'দের সেবা কর্‌বার জন্য প্রতীক্ষ। তাঁ'দের কাছেই হরিকথা শুন্‌তে হ'বে—তাঁ'দিগকে 'গুরু' কর্‌তে হ'বে।

গুণজাত গৌণবিচার secondary evidence তফাতে রেখে চেতন-জগতের কথা আলোচনা আবশ্যক। কুসংস্কারের নোঙ্গর রেখে চল্লে ব্রজে যাওয়া যায় না মনোব্যাসঙ্গগুলি—কুসংস্কার—যত মনোধর্ম্ম, সব কুসংস্কার। আত্মধর্ম্মে প্রবেশই প্রকৃত সংস্কার—দীক্ষা—দিব্যজ্ঞান। গুরুপাদপদ্মের বিশ্রম্ভসেবাফলে আমাদের সকল কুসংস্কার—অনর্থ যা'বে।

আজকে আমাদের গুরুদেবের অপ্রকট-বাসর। গুরুদেবের প্রকট ও অপ্রকট সমান। আমাদের মঙ্গলের জন্য গুরুবর্গ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। আমাদের কেশে ধ'রে সুবিধা ক'রে দিবার জন্য গুরুবর্গ ইহজগতে আসেন। সাধনভক্তির রাজ্য হ'তে ভাবভক্তির রাজ্য অতিক্রম ক'রে প্রেমভক্তির রাজত্বে বা নিত্যলীলায় প্রবেশই—পূর্ব্ব ভূমিকা হ'তে অপ্রকট। আমাদের গুরুবর্গ—নিত্যসিদ্ধ; তাঁ'রা সাধনসিদ্ধমাত্র ন'ন। ইহজগতে থাকা-কালে গোলোক-স্থিত বস্তুর পরিকরবৈশিষ্ট্যের সেবা কর্‌লে প্রাপঞ্চিক অবস্থা থেমে যা'বে। জীবন্মুক্ত অবস্থায় স্বরূপসিদ্ধি. তৎপরে বস্তুসিদ্ধি বা নিত্যলীলায় প্রবেশ। শরীর পতনের পূর্ব্বে স্বরূপসিদ্ধি না হ'লে বার বার জন্মগ্রহণ কর্‌তে হ'বে। স্বরূপসিদ্ধি হ'লে বস্তুসিদ্ধির সুবিধা হয়। স্বরূপে অবস্থিত হ'বার পরে যদি আমরা ভগবৎসেবা-বিচ্যুত হ'য়ে পড়ি, তবে জীবন্মুক্ত হ'লেও সংসারে প্রবিষ্ট হ'য়ে যাই। কিন্তু অন্তরে বাহিরে, নিদ্রায়-জাগরণে, শ্বাসে-প্রশ্বাসে সর্ব্বক্ষণ যদি কৃষ্ণের সেবা করি, তা' হ'লে আমাদের অমঙ্গল আস্‌তে পারে না।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষীণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্ ॥
(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

বিশেষতঃ হরিকথার প্রাচুর্য্য হ'তেই ভক্তির সিদ্ধি হয়। প্রেমভক্তিতে অবস্থানই—প্রকৃত জড়বাসনা হ'তে বিরামলাভ।

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃন্বন্, সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥
(ভাঃ ১২।১৩।১৮)

যাঁ'র নিকট হ'তে ভাগবত অধ্যয়ন করি, তাঁ'র নাম বৈষ্ণব। ভগবৎ-সম্বন্ধিনী বাস্তবতায় অবস্থিত জীবন—ভাগবত-জীবন। পাঁচ প্রকারের ভাগবত-জীবনের অন্যতম একপ্রকার ভাগবত-জীবন নিত্যসিদ্ধ আছে; সেই নিত্যসিদ্ধ ভাগবত-জীবন শ্রীগুরুদেবের কৃপায় প্রকটিত হয়।

অপ্রকট-বাসরের আলোচনা আবশ্যক এবং প্রকটবাসরেরও আলোচনা সমধিক প্রয়োজনীয়। চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে বৈষ্ণবসেবা একটী প্রধান অঙ্গ। বৈষ্ণবসেবা না কর্‌লে আমরা দাম্ভিক হ'য়ে পড়্‌ব, তৃণাদপি সুনীচ হ'তে পার্‌ব না। সাধুদক্ষিণা, গুরুদক্ষিণার অভাবে বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য হয়। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবায়ই মঙ্গল লাভ ঘটে।

জীবসকল হরির বিভিন্নাংশ-তত্ত্ব

জগতে জীবতত্ত্ব লইয়া অনেক বিবাদ। যিনি যে প্রকৃতির মনুষ্য, তিনি সেই প্রকৃতি-অনুসারে জীবসম্বন্ধে একটী সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। **তামস প্রকৃতির লোকেরা** জীবকে জড়গুণোদ্ভূত পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহাদের মতে জড়দেহের সহিত জীব পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। **রজস্তমোমিশ্রা ব্যক্তিগণ** মনুষ্য ব্যতীত আর কাহাকেও জীব বলেন না। পশুগণ জীবপ্রায়; জীবের ভোগ্যবস্তু মাত্র। তাঁহাদের মতে ভগবৎ-পার্ষদগণ জীব হইতে কিছু উচ্চতত্ত্ব। মানবের পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম স্বীকার করেন না। কেন যে প্রথম হইতে কোন কোন ব্যক্তির মঙ্গলসূচক অবস্থা ও কোন কোন ব্যক্তির অমঙ্গল-সূচক অবস্থা হয়, তাহাও বলিতে পারেন না। **রাজস ব্যক্তিগণ** মানব, পশু, পক্ষী সকলকেই জীব বলেন ও জন্ম-জন্মান্তর বিশ্বাস করেন, কিন্তু

জীবের লোকগতি ব্যতীত শুদ্ধচিদ্গতির প্রতি শ্রদ্ধা করিতে পারেন না। **রজঃসত্ত্বমিশ্র লোকেরা** জীবের লোকগতি পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেন, কিন্তু শুদ্ধচিদ্গতিতে তত শ্রদ্ধা করেন না। **সাত্ত্বিক মনুষ্যগণ** জীবের নির্ভেদ-ব্রহ্মগতি পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেন। মায়াগুণ-মোহিত ব্যক্তিগণের এই পর্য্যন্ত জীবতত্ত্বের বিচার হয়। মায়ার ত্রিগুণকে ভেদ করিয়া নির্গুণতার সহিত যাঁহারা বিচার করিতে সমর্থ, তাঁহারা নিম্নলিখিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বাক্যগুলিকে আদর করিয়া গ্রহণ করেন,—

'মায়াধীশ', 'মায়াবশ',—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বর-সহ কহত অভেদ?
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি' করি মানে।
হেন জীবে 'অভেদ' কর ঈশ্বরের সনে॥
জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'॥
সূর্য্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয়।

* * * *

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
মায়াসঙ্গ-বিকারে রুদ্র—ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের 'স্বরূপ'॥
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে॥
স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।
'জীব'রূপ 'বীজ' তাতে করেন সমর্পণ॥
স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্যূহ, অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন॥
সেই বিভিন্নাংশ জীব—দুই ত' প্রকার।
এক—'নিত্যমুক্ত', এক—'নিত্য-সংসার'॥

(মধ্য ৬ষ্ঠ ১৬২-১৬৩; ২০শ ১০৮-১০৯, ১১৭, ৩০৮-৩০৯, ২৭৩; ২২শ ৯-১০)

সাত্ত্বিক-জ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জড়ীয় জ্ঞানের ব্যতিরেক আলোচনা-পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করেন যে, বস্তুতঃ ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ নাই। আপাততঃ যে

ভেদ প্রতীত হইতেছে, তাহা ব্যবহারিক অর্থাৎ পারমার্থিক নয়। তাঁহাদের মধ্যে আবার তিনটি সম্প্রদায়। **এক সম্প্রদায়ের মত** এই যে, ভেদ-জ্ঞান মিথ্যা, কেবল মায়িক-প্রতীতিমাত্র। অবিদ্যা অধ্যাসক্রমে মহাকাশ হইতে ঘটাকাশের ন্যায় জীবের ভেদভ্রম। অবিদ্যা তিরোহিত হইলে সেই ভ্রম বিগত হয়, কেবল মহাকাশই থাকে। তখন জীবরূপ অহঙ্কার দূর হয়। এই মতের নাম পরিচ্ছেদ-পরিচ্ছিন্নবাদ। **দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মত** এই যে, ব্রহ্ম বিম্ব এবং জীব অবিদ্যায় প্রতিবিম্ব-প্রতীতি মাত্র! বস্তুতঃ জীব নাই। অবিদ্যা মায়া-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। অবিদ্যা-ভ্রম বিগত হইলেই জীবের জীবত্ব-নির্ব্বাণ হয়। **তৃতীয় সম্প্রদায় বলেন** যে, বস্তুতঃ কিছুই হয় নাই। একটী মায়াভ্রম বলিয়া উৎপাত আছে, যদ্দ্বারা এই সকল ভেদপ্রতীতি হইতেছে। বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ সমস্ত মতই বাগাড়ম্বরমাত্র, তর্কের দ্বারা প্রসূত হইয়াছে এবং অন্য তর্ককৌশলে শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। **এই সমস্ত বাদ বেদের একদেশকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু ইহারা বেদের সিদ্ধান্ত নয়। বেদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বর স্বভাবতঃ মায়ার অধীশ্বর এবং জীব স্বভাবতঃ মায়াবশ অর্থাৎ মায়াদ্বারা বশ হইবার উপযোগী।** বেদ বলেন—

অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ। **মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্॥** (শ্বেতাশ্বতর ৪।৯-১০)

মায়াধীশ ঈশ্বর মায়াদ্বারা এই জড়বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন। সেই জড়বিশ্বে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন একতত্ত্ব জীব মায়াকর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়াছেন। **মায়া একটী পরমেশ্বরের শক্তি ও মায়াধীশ পুরুষই পরমেশ্বর। এবম্ভূত জীব কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরের সহিত অভেদ নহে।** গীতাশাস্ত্রে জীবকে শক্তি বলা হইয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে কেবল অভেদ বলিতে পার না।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ (গীতা ৭।৪-৫)

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পাঁচটি স্থূলজড় ও মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই তিনটি সূক্ষ্মজড়—এই অষ্টপ্রকারের ভিন্নস্বরূপা আমার অপরা বা মায়া-প্রকৃতি। ইহা হইতে পৃথক্ আমার একটী পরাপ্রকৃতি

জীবস্বরূপা, যদ্দ্বারা এই জগৎ পরিপূরিত। জীবের স্বরূপ এই যে, **জীব কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, ভেদাভেদ-প্রকাশ**। যে শক্তি চিদচিদুভয় জগতের উপযোগী, তাহারই নাম তটস্থা। তাহাও ভেদাভেদ-প্রকাশ অর্থাৎ কৃষ্ণ হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ; কেবল-ভেদ বা কেবল অভেদ নহে। যথা বৃহদারণ্যকে—

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ। (৪।৩।৯ মন্ত্র)

সেই জীবপুরুষের দুইটি স্থান অর্থাৎ এই জড়জগৎ ও অনুসন্ধেয় চিজ্জগৎ; জীব তদুভয় মধ্যে স্বীয় সন্ধ্য তৃতীয় স্বপ্নস্থানস্থিত। তিনি সন্ধিস্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব ও চিদ্বিশ্ব উভয় স্থানই দেখিতে পান। যথা বৃহদারণ্যকে—

তদ্‌যথা মহামৎস্য উভে কূলেঽনুসঞ্চরতি পূর্ব্বঞ্চ পরঞ্চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ। (বৃঃ ৪।৩।১৮)

সেই তাটস্থ্য ধর্ম্ম এইরূপ। যেরূপ মহামৎস্য একটী নদীতে থাকিয়া কখন পূর্ব্ব ও কখন পর এই দুই তটে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ **জীবপুরুষ জড় ও চিদ্বিশ্বের মধ্যে কারণ-বারিতে সঞ্চরণ করিবার উপযোগী হইয়া উভয়কূল অর্থাৎ স্বপ্নান্ত ও বুদ্ধান্ত কূলেতে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন।**

তটস্থশক্তি-প্রসূত জীবসমূহ পরমেশ্বর হইতে নিঃসৃত হইয়াও পৃথক-সত্ত্বা-বিশিষ্ট। সূর্য্যকিরণ-পরমাণু বা অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ তাহার উদাহরণ-স্থল। যথা বৃহদারণ্যকে—

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ * * সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। (২।১।২০)

অগ্নির যেমন ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা স্থির হয় যে, তটস্থ-ধর্ম্মবশতঃ মায়া ও চিদের উপযোগী যে বিভিন্নাংশ ক্ষুদ্রচেতনসকল উদিত হইয়াছে, তাহারা মূল আত্মস্বরূপ কৃষ্ণের অনুগত-সত্তাবিশেষ। উভয় কূল দেখিতে দেখিতে ভোগেচ্ছার উদয় হইলেই তাহারা চিৎসূর্য্যস্বরূপ কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ হয় এবং নিকটস্থিত মায়াদ্বারা ভোগায়তন গ্রহণ করিতে আহূত হয়। সেই **কৃষ্ণস্মৃতি-ভ্রমবশতঃ তাহারা অনাদি-বহির্ম্মুখ। স্বীয়**

স্বাতন্ত্র্য অপচয়-অপরাধেই তাহাদের এ দশা। এই দুর্দ্দশার জন্য কৃষ্ণে বৈষম্য বা নৈর্ঘৃণ্য আরোপ করা যায় না, যেহেতু কৌতুকী কৃষ্ণ স্বাতন্ত্র্য-রূপ চিদ্ধর্ম্ম অপচয়-কার্য্যে কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব রাখেন না। (জীব স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্মের) অপচয় করিলে (কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু) স্বাঙ্গবিশেষাভাবরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন-সময়ে জীবরূপ বীজ প্রকৃতিতে সমর্পণ করেন (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। কৃষ্ণ প্রকৃতি স্পর্শ করেন না, মহাবিষ্ণুরূপে প্রকৃতি ঈক্ষণপূর্ব্বক অপরাধী জীবনিচয়কে প্রকৃতিতে সমর্পণ করেন। সেই অপরাধ-ক্রমেই মায়াপ্রকৃতি জীবকে সংসার-দুঃখ দিয়া দণ্ডবিধান করেন। ভগবানের অংশ দুইপ্রকার অর্থাৎ স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। চতুর্ব্যূহ অবতারগণ সকলেই স্বাংশবিস্তার। জীবই বিভিন্নাংশ। স্বাংশ ও বিভিন্নাংশে ভেদ এই যে, স্বাংশগণ কৃষ্ণতত্ত্বের সহিত অভিন্নাভিমানে সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও কৃষ্ণেচ্ছাতেই তাঁহাদের ইচ্ছা; কোন স্বতন্ত্রতা নাই। বিভিন্নাংশগণ কৃষ্ণতত্ত্ব হইতে নিত্য ভিন্নাভিমানী। স্বীয় ক্ষুদ্র স্বরূপানুসারে অতিশয় ক্ষুদ্রশক্তিবিশিষ্ট এবং কৃষ্ণেচ্ছা হইতে তাহাদের ইচ্ছা পৃথক। কৃষ্ণ হইতে এরূপ অনন্ত জীব নিঃসৃত হইলেও কৃষ্ণের পূর্ণতা হানি হয় না। ঐ সকল জীবের মায়া-প্রবেশের পূর্ব্বেই কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতারূপ অপরাধ। অতএব মায়িক-কালের পূর্ব্ব হইতে সেই অপরাধের মূল হওয়ায় অনাদি-বহির্ম্মুখতা বলা যায়। মায়াসঙ্গ-বিকারদ্বারা রুদ্রদেবতাও ভেদাভেদ-স্বরূপ, অতএব কৃষ্ণ-স্বরূপ নন। অম্লযোগে দুগ্ধ দধি হয়, তথাপি তাহাকে দুগ্ধান্তর বস্তু বলা যায় না এবং দধিও বস্তুতঃ দুগ্ধ নয়। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩০৭-৩০৯)। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিধৃত পরমাত্মসন্দর্ভে ১৯শ সংখ্যায় শ্রীজামাতৃ-মুনি-প্রদর্শিত পাদ্মোত্তর-বচন যথা;—

জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
ন জাতো নির্ব্বিকারশ্চ একরূপ-স্বরূপভাক্॥
অণুর্নিত্যো ব্যাপ্তিশীলাশ্চিদানন্দাত্মকস্তথা।
অহমর্থোঽব্যয়ঃ ক্ষেত্রী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ॥
অদাহ্যোঽচ্ছেদ্যোঽক্লেদ্য অশোষ্যাক্ষর এব চ।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্য বৈ॥ (ক্রমশঃ)

—ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীপরীক্ষিৎ-উত্তরা-সংবাদ (৬)

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩৬ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীনারদ দেখিলেন যাদবগণ সুধর্ম্মাসভায় সমাসীন, ভূষণ ও পারিজাত পুষ্পের মালায় ভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছেন। বন্দীগণ বিচিত্র বাক্যে তাঁহাদের স্তব করিতেছেন। তাঁহারা পরস্পর নর্ম্মোক্তিসহকারে (হাস্য-পরিহাসাদি দ্বারা) আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদের অঙ্গকান্তি সূর্য্য-প্রভাবকেও তিরস্কার করিতেছে। সকলেই নানাবিধ দিব্য ভূষণে ভূষিত। তন্মধ্যে যাঁহারা বৃদ্ধ তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল সুধাপানে তৃপ্ত ও নব-যৌবনান্বিত হইয়াছেন। সকলেই মহারাজ উগ্রসেনকে বেষ্টন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের নয়ন ও মন ব্যগ্রতার সহিত শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরপথে পতিত আছে। সেই যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণকথা-কথনে আসক্ত।

যাদবগণ শ্রীনারদের আগমন জানিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভ্যর্থনার জন্য ধাবিত হইলেন। নারদ দণ্ডবৎ পতিত হইলে তাঁহারা তাঁহার হাত ধরিয়া সভামধ্যে আনিয়া উপবেশন করাইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের প্রদত্ত আসনে না বসিয়া ভূমিতে উপবেশন করিলে যাদবগণও তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।

যাদবগণ দেবর্ষির পূজার জন্য দ্রব্যাদি আনিলে নারদ ঐ সকল দ্রব্যকে নমস্কার করিয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন—হে লোকাতীত যাদবগণ! আপনারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মকর্ত্তৃক বিশেষ অনুগৃহীত। আপনারা আমার প্রতি এইরূপ কৃপা প্রকাশ করুন, যাহাতে আমি জগতে আপনাদেরই কীর্ত্তিরাশি নিরন্তর গান করিতে পারি। আপনাদের অনুগ্রহে এই মনুষ্যলোক বৈকুণ্ঠকে অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতেছে।

হে ধরিত্রি! তোমার প্রয়াসও সফল হইয়াছে। কারণ, তোমার ক্রোড় দেশেই ইঁহাদের জন্ম, বসতি ও কেলি সম্পাদিত হইতেছে। ভগবানও এই যাদবগণের গৃহে নিবাস করিয়া অপূর্ব্ব লীলাসহকারে নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন।

হে যাদবগণ! আপনারা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন, স্পর্শন, সম্ভাষণ, অনুগমন, উপবেশন, ভোজন, শয়ন এবং উদ্বাহাদি অপরাপর দৈহিক দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ হইতেও অধিকতর প্রেমসম্বন্ধ দ্বারা আবদ্ধ। এজন্যই প্রভু বৈকুণ্ঠবাস ভুলিয়া

অনুক্ষণ বিবিধ বিলাস সহকারে আপনাদিগকে নব নব অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রদান করিতেছেন। আর আপনারাও শয়ন, ভোজন, উপবেশন, পর্য্যটন, আলাপন, ক্রীড়া ও স্নানাদি ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মোহিত হইয়া নিজ নিজ পুত্র-কলত্রাদিকেও স্মরণ করেন না।

হে মহারাজাধিরাজ উগ্রসেন! আপনিও জগতে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাস্পদরূপে প্রসিদ্ধ। আপনার এই সৌভাগ্যমহিমা কে বর্ণন করিতে পারে? হে যদুরাজ! আপনি যখন রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ আপনার সম্মুখে সেবকের ন্যায় অবস্থিত হইয়া আপনাকে সাদরে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিয়া থাকেন—"হে দেব! কৃপা করিয়া শ্রবণ করুন। আমি ভৃত্য, আমাকে যথাযোগ্য আদেশ করুন," এজন্য আপনাকে বারম্বার নমস্কার। আর যাঁহাদের সহিত আপনার সম্বন্ধ আছে, তাঁহাদিগকেও নমস্কার করি।

অতঃপর ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্ত্তী যাদবগণ মুনিকে নমস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে পরমারাধ্যপাদ মুনে! আপনি আমাদের পূজ্য শ্রীকৃষ্ণেরও পূজনীয়। তবে কি নিমিত্ত মহা নীচ আমাদিগকে নীচ ব্যক্তির ন্যায় নমস্কার করিতেছেন? আপনি বাক্‌চাতুর্য্যে বাক্‌পতিকেও পরাস্ত করিয়াছেন; সুতরাং আপনি আমাদের যে কিছু মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, শ্রীযাদবেন্দ্রপ্রভাবে তাহা অসম্ভব নহে। তাঁহার সহিত কিছুমাত্র সম্বন্ধ থাকিলে সকলের সকল সিদ্ধি হইতে পারে। কারণ তিনি দয়ার আকর ও নিরুপাধি সুহৃত্তম। তিনি মহামহিমার সাগর বলিয়া তাঁহার স্মরণমাত্র তিনি অখিল অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন। আবার তিনি দীননাথ, অনাথের একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে শ্রীমান্ উদ্ধবই শ্রীযাদবেন্দ্রের পরম অনুগ্রহভাজন। তিনি তাঁহার মন্ত্রী, শিষ্য, ভৃত্য ও পরমপ্রিয়। মহাপ্রভু আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোন স্থানে গমন করিলে আমাদের যে দুঃখ হয়, তাঁহার প্রত্যাগমন হইলেও সেই বিরহ জন্য দুঃখের অপগম হয় না। কিন্তু শ্রীউদ্ধবই কেবল প্রভুর নিকট থাকিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ নিজের গমনযোগ্য স্থানেও উদ্ধবকে প্রেরণ করেন। সাম্বকে কৌরবগণ অবরুদ্ধ করিলে তিনি সাম্বের মোচনার্থ উদ্ধবকেই প্রেরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীউদ্ধব মহাপ্রভুর ভোজন, ক্রীড়াকৌতুকের সময়ও নিকটে অবস্থান করেন এবং একাকী প্রভুর উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ আস্বাদন করেন।

শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের পদকমল সম্বাহন করিতে করিতে কখনও নিদ্রাবিষ্ট হইলে প্রভুর পদযুগল স্বীয় অঙ্কে ধারণ করিয়াই শয়ন করেন। শ্রীভগবানের রহঃক্রীড়া সময়েও উদ্ধব কখন কখন প্রভুর সহিত গমন করেন। সভামধ্যেও তিনিই প্রধান মন্ত্রী। শ্রীহরি যে-সকল পরিহাসজনক বাক্যের অতিশয় প্রশংসা করেন, শ্রীউদ্ধব সেই সকল বাক্যদ্বারা আমাদিগকে সুখী করিয়া থাকেন। তিনি শৈশবাবধি প্রভুপাদপদ্মসেবায় এমন আবিষ্ট যে, অজ্ঞ লোকসকল সেই আবেশকে বাতুলতার কার্য্য মনে করেন। নিরন্তর শ্রীমাধবের পাদপদ্মসেবার যে অদ্ভুত মহত্ত্ব, তাহা উদ্ধব হইতেই জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি এই মানব-শরীরেই শ্রীকৃষ্ণের বর্ণসাম্য লাভ করিয়াছেন। শ্রীউদ্ধব প্রদ্যুম্ন হইতেও অধিকতর সুন্দর এবং শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়। তিনি প্রভুর প্রসাদী বনমালা, পীতবস্ত্র, মণি, মকরকুণ্ডল, ও হারাদি-বিভূষিত হইয়া আমাদিগকে সতত সুখী করেন। অর্থাৎ তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয় যে, ইনিই বুঝি আমাদের দেবকীনন্দন। এইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণভ্রান্তিদ্বারা হৃদয়ে এক বিশেষ আকর্ষণ জন্মাইয়া দেন।

দেবর্ষি এই প্রকারে শ্রীউদ্ধবের মহাসৌভাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া প্রেম-বিকারে বিভূষিত হইয়া উদ্ধবগৃহে গমন জন্য উদ্যত হইলে যদুরাজ উগ্রসেন বলিতে লাগিলেন—হে ভগবন্! শ্রীউদ্ধব প্রভুর আদেশ ব্যতিরেকে ক্ষণকালও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কোন স্থানে অবস্থান করেন না। পরন্তু আমি প্রার্থনা করিয়াও তুচ্ছ রাজকার্য্যের অনুরোধে প্রভুর সঙ্গরূপ মহান্ লাভে বঞ্চিত হইয়াছি। যদিও প্রভুর আজ্ঞাপালনার্থই এই রাজকার্য্য এবং ইহাই তাঁহার সেবা ভাবিয়া ইহাতে যৎকিঞ্চিৎ আনন্দ পাই, কিন্তু প্রভুর এজাতীয় গৌরব-যন্ত্রণা প্রদান হইতে মনে হয় যে, প্রভু আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। আর উদ্ধব মহাসুখী। প্রভু তাঁহাকে নিজপার্শ্বে রাখিয়া সেবাসুখ প্রদান করেন। এজন্য আপনি সত্বর উদ্ধবগৃহে গমন করিয়া তাহাকে দর্শন করুন ও আমাদেরও নিবেদন জ্ঞাপন করুন যে, অদ্য প্রভুর আগমনের সময় অতীত হইয়াছে। তিনি সত্বর প্রভুকে লইয়া সভায় আগমন করিয়া সভাকে সনাথ করুন।

উদ্ধব-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া মহাবিষ্ণুর পরম প্রিয় শ্রীনারদ প্রেমরসে বিবশ হইয়া নিখিল বিষয়সম্বন্ধ বিস্মৃত হইলেন, এজন্য বীণা হস্তে ধারণ করিলেও বা যাইবার সামর্থ্য ছিল না। তিনি সর্ব্বদা দ্বারকাপুরে অবস্থান করিবেন বলিয়া অন্তঃপুরপথ পরম কৌতুকাবহ হইলেও প্রবেশপথ বিষয়ে

অভ্যস্ত থাকায় প্রভুর প্রাসাদ সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি কখনও স্খলিত, কখনও ভূতলে পতিত, কখনও বা চেষ্টারহিত হইতেছিলেন। আবার কখনও লুণ্ঠন, কখনও বা আর্ত্তবৎ রোদন করিতেছিলেন। কখনও চীৎকার, কখনও গান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। কখনও বা যুগপৎ প্রেমবিকার প্রাপ্ত হইতেছিলেন।

হে মাতঃ! ইদানীং আপনি পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর সাবধান হইয়া শ্রবণ করুন এবং আমাকে অস্থির দেখিলে আমারও ধৈর্য্য সম্পাদন করিয়া ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ করুন।

ঐদিন কোন কারণে শ্রীমান্ উদ্ধব প্রভুর অন্তঃপ্রকোষ্ঠে নিদ্রিত প্রভুর পার্শ্ব পরিত্যাগ করিয়া দ্বারদেশে উপবিষ্ট ছিলেন ও তাঁহার সহিত শ্রীবলদেব, দেবকী, রোহিণী, রুক্মিণী, সত্যভামাদি মহিষীগণ এবং কংসমাতা পদ্মাবতী ও অন্যান্য দাসীগণ নীরবে বসিয়াছিলেন। ঐ সময় শ্রীনারদ অপূর্ব্ব প্রেমচেষ্টা-সকল প্রকাশ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহারা উঠিয়া নারদকে নিকটে আনয়নপূর্ব্বক ক্ষণকালমধ্যে তাঁহার স্বাস্থ্য সম্পাদন করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে ব্রহ্মন্। আজ আমরা আপনার একি আকস্মিক চেষ্টা দেখিতেছি। এই চেষ্টাসকল অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হইতেছে। ক্ষণকাল স্থির হইয়া বসুন।

শ্রীনারদ অশ্রুধারা প্রবাহিত লোচনদ্বয় যত্নসহকারে উন্মীলিত করিয়া নমস্কার করিলেন এবং পুলকান্বিত কলেবরে বলিতে লাগিলেন,—আপনারা মনোজ্ঞ সৌভাগ্যভাজন শ্রীউদ্ধবের সহিত আমার মিলন করাইয়া দিন। অথবা আপনারা কৃপা করুন, যাহাতে আমি তাঁহার পদধূলি পাইতে পারি। তাহা পাইলেই আমার অন্তরাত্মার শান্তি হইবে। প্রাচীন বা নবীন সেবকগণ প্রভুর যে-অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই, শ্রীউদ্ধব পর্য্যাপ্ত পরিমানে সেই অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন। এজন্য স্বয়ং ভগবান্ ইঁহাকে নিজের মহাবিভূতি বলিয়াছেন। অতএব ইনি ভক্তগণের মধ্যেও মহোত্তম।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী তনয় কমলাসনাদি এবং পরবর্ত্তী প্রদ্যুম্নাদি পুত্রগণ, শ্রীসঙ্কর্ষণাদি ভ্রাতৃগণ, শিবাদি সুহৃদগণ, রমাদি ভার্য্যাগণ, এমনকি অনুপম শ্রীমূর্ত্তিও শ্রীউদ্ধব হইতে প্রভুর প্রিয়তম নহে। এই উদ্ধবের সৌভাগ্যরাশির মহিমাব্যঞ্জক শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্তিসকলও পুরাণপ্রথিত। যদুপুরুষগণ আজ আমার নিকট শ্রীউদ্ধবের তাদৃশ মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ সকল কথা কর্ণদ্বার দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক আমার ধৈর্য্যধন লুণ্ঠন করিতেছে।

শ্রীনারদের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীউদ্ধব সম্ভ্রমের সহিত দ্রুত উত্থিত হইয়া শ্রীচরণযুগল ধারণ করিয়া ক্রোড়ে স্থাপন, আলিঙ্গন এবং ব্যাকুল ও বিবশ হইয়া দীনভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীবলরামাদির যত্নে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া আনন্দচিত্তে মুনিবরকে বলিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ঝুলন-লীলা

ব্রজের অরণ্যে ঝুলিছে ঝুলনে
রাধারাণী সহ হরি ;
গোপিকারা আজি একান্ত মনে
দেয় দোলা প্রাণ ভরি'।
শ্যামমুখ-পানে চাহিয়া চাহিয়া
গোপী-হৃদে প্রেম ওঠে উথলিয়া,
রাধা-শ্যাম সাথে ঝুলন খেলায়
মাতে যত গোপ-নারী।
'দে দোল্'''দে দোল্' ধ্বনি ওঠে শুধু
সারা ব্রজপুর জুড়ি'।
নিজ সুখ-বাঞ্ছা ভুলি' গোপিকারা
ব্যস্ত হরি-সুখ লাগি' ;
ফুলে ফুলে তাঁরা সাজায়ে দোলনা
গাহে হরি-গুণ-গীতি।
সারা রাতি জাগি' ব্রজসখীগণে
দোলায় শ্রীরাধা-মদনমোহনে,
দোলা দিতে তাঁ'রা হয় না ক্লান্ত
মহাভাব-রসে মজি'।
ফুল-দোলনায় দোলে রাধা-শ্যাম
নানা ফুল-সাজে সাজি'।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

শ্রবণ করি না কেন ?

'শ্রবণে'র শ্রাবণী বাণী-বর্ষা সহস্রাধারে শ্রীগুরুমুখাকাশ হইতে অবিরাম গতিতে বর্ষিত থাকা-সত্ত্বেও আমি শ্রবণ করি না কেন ? দুর্ভিক্ষে মানুষ ক্লিষ্ট থাকে, অভাবগ্রস্ত থাকে, চক্ষু থাকা-সত্ত্বেও অন্ধকারে মানুষ বস্তু দেখিতে পায় না ; কিন্তু শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনের অভূতপূর্ব্ব সুভিক্ষ-সত্ত্বেও—কীর্ত্তনকিরণ-মালী গগনে উদীয়মান থাকিলেও আজ আমার 'শ্রবণের' অভাব কেন ?

'শ্রবণ' করি না বলিয়া "শ্রবণ করি না কেন"—এই প্রশ্নও ত' আমার হৃদয়ে আর্ত্ত ও ঐকান্তিক হইয়া উঠে না ? শ্রবণ করি না বলিয়া "শ্রবণ করি না কেন" প্রশ্নের মীমাংসাটাও ত' সুষ্ঠু হয় না !

না জানি কোন ভাগ্যফলে শ্রবণ-বিতরণের এক অশ্রুতপূর্ব্ব—অদৃষ্টপূর্ব্ব—অভূতপূর্ব্ব মহাকেন্দ্রশক্তি-সদন—শ্রবণদানের গোমুখীপ্রপাত আমার কর্ণের সম্মুখে কৃপাপূর্ব্বক অবতরণ করিয়াছেন। পূর্ণতম চেতনের কীর্ত্তন-শক্তি মূর্ত্ত হইয়া কর্ণের দ্বারে অতিথি হইয়াছেন—কত ভাবেই না করাঘাত করিতেছেন—পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিতেছেন—অবিশ্রান্ত করাঘাত করিতেছেন ; তথাপি সেই আঘাত 'শ্রবণ' করি না কেন ?—বাণী শ্রবণ করি না কেন ?—জাগরিত হই না কেন ?

জাগরিত হইবে কে ? আমি যে জাগিয়া ঘুমাইবার ভান করিতেছি—আমি যে শুনিয়াও শুনিতেছি না—কানের দুয়ারের অতিথিকে চেতনের অন্দরমহলে প্রবিষ্ট করাইলেই আমার আর আলস্য-লাস্য টিকিবে না ; আমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের রাজা মন, আর মনের সহচর বুদ্ধি, অহঙ্কার সবগুলিকেই 'শ্রবণ' আত্মসাৎ করিয়া ফেলিবে ; শ্রবণ'ই প্রভু—স্বরাট্ হইয়া পড়িবে ; 'শ্রবণ' তা'র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে। 'শ্রবণ' চক্ষু দান করিবে ; 'শ্রবণ' কর্ণবেধ করিয়া সংস্কৃত নূতন কর্ণ প্রদান করিবে ; 'শ্রবণ' নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকের নিয়ামক হইবে ; 'শ্রবণ' মনের শুদ্ধিচামার্জ্জন করিয়া 'শ্রবণে'র অমল, অচল আসন রচনা করিবে ; 'শ্রবণ' আমার সর্ব্বনাশ করিবে—আমার সূক্ষ্ম শরীর ধ্বংস, আমার মনোবৃত্তি পর্য্যন্ত নাশ করিয়া দিবে—স্বরূপসিদ্ধি হইতে বস্তুসিদ্ধি করাইবে ; আমার—'মাটিয়া' আমার কানাকড়ির প্রতিষ্ঠা—কানাকড়ির প্রভুত্ব—ছাই-ভস্ম, কৃমিকীট, বিষ্ঠামাটীর বৌদ্ধস্তূপের বাহাদুরী, বড়াই, স্মৃতিস্তম্ভ—স্মৃতি-ফলক, মাটিয়া আমার জন্ম, ঐশ্বর্য্য, রূপ, পাণ্ডিত্যের মাটিয়া চোক-ঝলসান তাসের 'পিরামিড্' 'শ্রবণ-আগ্নেয়গিরির ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ—অগ্নিসাৎ হইয়া যাইবে ; এই জন্যই কি "আমি শ্রবণ করি না ?"

আমি পর-উপদেশ পণ্ডিত, পরের আচরণ-শিক্ষার আচার্য্য, পরের শ্রবণ-শিক্ষার গুরু ; আমার কৈফিয়ৎ—আমি কীর্ত্তনকারী—গুরুর আদেশে প্রচারক। কিন্তু আমি 'শ্রবণ' করিবার পূর্ব্বেই ত' পণ্ডিত হইয়া পড়ি নাই ? উপদেশক হই নাই ? শ্রবণ না করিয়াই ত' আচার্য্য, কীর্ত্তনকারী, গুরু, শিক্ষক, প্রচারক হই নাই ? শ্রবণের অনাবিল সজাগ দৃষ্টির দ্বারা ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি কি ? 'শ্রবণ'কে প্রভু করিয়া দেখিয়াছি কি ? না মাঝখানে আমার কর্ণের দ্বারে মাটিয়া প্রভুত্বের পর্দ্দা টানিয়া আবছায়া আলোর দ্বারা আমাকে 'কীর্ত্তনকারী' 'প্রচারক' প্রভৃতি দেখিতেছি ? আমাকে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, উত্তরোত্তর শ্রবণ, প্রতিনিয়ত শ্রবণ করাইবার জন্য—পদে পদে শ্রবণের পরীক্ষা প্রদান করাইবার জন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে কীর্ত্তন-প্রচারক করিয়াছেন, ইহা ভুলিয়া গিয়াছি কি ? 'প্রচারক'গণের বিরুদ্ধে 'প্রচারক' হইয়া নিজেই ত' 'আত্মপ্রতারক' হইয়া পড়িতেছি না ? অনাচারিগণের আচার-শিক্ষার আচার্য্য (?) হইয়া স্বয়ংই ত' আচারহীন হইতেছি না ? সকল উপদেশ, সকল আচার, প্রচার, বিচার, সকল শিক্ষা, দীক্ষা কেবল পরস্মৈপদী করিয়া সেইগুলি আত্মনেপদী ধাতুর গণ হইতে একেবারে চিরনির্ব্বাসিত করিয়া ত' দিতেছি না ? শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণকে উন্মুক্ত কর্ণের 'প্রভু' করিয়া ঐ সকল কথা শ্রবণ-শাসিত চিত্তে, শ্রবণ-শাসিত বিচারে ভাবিয়াছি কি ?—বিচার করিয়াছি কি ?—শ্রবণ-শাসিত চক্ষে দর্শন করিয়াছি কি ? আমি সকল কার্য্যই শ্রীগুরুদেবের আদেশ লইয়া করিতেছি—এই কৈফিয়তে শ্রীগুরুদেবের নিকট ব্যবহারিকতার আত্মবঞ্চনা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অকৈতব 'শ্রবণ'কে আবরণ করিয়া দেয় নাই ত' ? শ্রীগুরুদেবের আদেশ চাহিবার নামে শ্রীগুরুদেবকে আমার আদেশে আদেশ দিবার জন্য আমিই আদেশ করি নাই ত' ? শ্রীগুরুদেবের প্রতি আমার আদেশই 'শ্রীগুরু-আদেশ' বলিয়া প্রচার করিয়া শ্রীগুরু-শ্রবণকে 'প্রভু' করিবার পরিবর্ত্তে, আমার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, আমার বিশেষ ঝোঁক, আমার আব্দার, আমার ইচ্ছা, আমার প্রভুত্বকেই 'প্রভু' করিয়া ফেলি নাই ত' ? অনাবিল শ্রবণের কষ্টিপাথরে তাহা পরখ্ করিতেছি কি ? আর পরখ্ করিবার সময় শ্রবণ-শাসিত চক্ষুকেই বা উন্মীলিত রাখিয়াছি কি ? আমার এ-সকল গুপ্ত কপটতা ধরিবার জন্য "শ্রবণ করি না কেন ?" কীর্ত্তন-সরস্বতী ত, কর্ণের দ্বারে নিত্য-প্রবাহিতা তথাপি তাঁহাকে শ্রবণাঞ্জলিতে পান করি না কেন ?

আমি 'শ্রবণ' না করিয়াই আত্মবাহাদুরীর জন্য কীর্ত্তন (?) করি, আবার আত্মবাহাদুরী ছাড়িয়া প্রকৃত কীর্ত্তন করিতে হইবে বলিয়াই 'শ্রবণ' হইতে বিরত হই। 'কীর্ত্তন'-অর্থে—শ্রবণ-শাসিত জীবন যাপন—শ্রবণ ব্যাপ্ত হইলেই কীর্ত্তন হয়, আর 'শ্রবণ' সঙ্কুচিত ও স্তব্ধ হইলেই কীর্ত্তনবাধ বা মাটিয়া'র প্রভুত্ব, লাভ-পূজা-কামনারূপ যবনিকার পতন হয় গদমুখস্থ বলিতে পারা—বুলি আওড়াইয়া প্রেয়ঃপন্থী লোক ভুলাইতে পারা—লোকের বাস্তব নিত্য-মঙ্গল করিবার পরিবর্ত্তে লোকে যাহা চাহে, তাহাই হরিকথার মুখস পরাইয়া লোকের কর্ণে ঢালিয়া দিবার কৌশল-বিজ্ঞানে নিপুণ হওয়া, আর বঞ্চিত লোকের দেওয়া 'বাহবা'র মালা আপনার গলায় বরিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত থাকা 'শ্রবরে'র ফল কি ?

আমাকে ত' সকল কথাই বলা হইয়াছে, হইতেছে—হাজারবার—লক্ষবার —কোটীবার বলা হইয়াছে, হইতেছে—সহস্র দাগ বসাইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম-নিয়ত বলিতেছেন ; তথাপি আমি 'শ্রবণ করি না কেন ?' আমি মনে করি, আমি ঠিক আছি, আমার সব শুনা হইয়া গিয়াছে, একঘেয়ে কথা শুনিয়া আর লাভ কি ? শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রতিবারে চেতন-রাজ্যের নূতন কথা শ্রবণ করান, এ কথা আমার মৌখিক মনরাখা কথা—গুরুপাদপদ্মকে (?) তোষামোদ (?) করিয়া আত্মতোষামোদ (?) আদায় করিবার কপটতা ! শ্রবণ করি না বলিয়া—অন্যমনস্ক, অন্যভাবভাবিত অন্তরে জানি, ঐ সকল বস্তুতঃ একঘেয়ে কথার—পুরাণো পচা সংবাদের কেবল পিষ্টপেষণ ! সুতরাং 'শ্রবণে'র পরিবর্ত্তে সেই সময়টা যদি আত্মবাহাদুরী অর্জ্জনের খুব একটা কর্ম্মঠ আড়ম্বর দেখাইতে পারি, তাহা হইলে 'আমার দাঁড়ে কিছু অধিক ছোলা পাওয়া যাইবে !' শ্রবণের পথে অর্গল দিয়া বিলাসিনী, বহুরূপিনী আত্ম-বঞ্চনাকে আলিঙ্গন করিতে যাওয়ায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের 'বাণী-শ্রবণ'কে একঘেয়ে অলস-কৃত্য-বোধ, আর আমার জয়ঢাক পিটাইবার মহা আড়ম্বর ও ও হট্টগোলকেই শ্রীগুরুদেবের অনুমোদিত কার্য্যকলাপরূপে কল্পনা করিয়াছি ! ইহা আমার শ্রবণের পথে আর একটি অর্গল। কর্ণবেধ-সংস্কার করাইবার কালে শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রাকৃত জন্মের অর্গল, ঐশ্বর্য্যের অর্গল, পাণ্ডিত্যের অর্গল, প্রাকৃতরূপের অর্গল খুলিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ প্রাকৃত অর্গলগুলি এখন 'অপ্রাকৃতে'র ছলনায় বার্ণিশে মাজা-ঘষা-চাকচিক্যযুক্ত হইয়া নূতন রকমে চারিটী দৃঢ়তর অর্গলরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

এখন জন্মের অর্গলটার আর পূর্ব্বের অসংস্কৃত মূর্ত্তি নাই—লোক-দেখানো ও নিজ-মন-ঠেকানো অপ্রাকৃতের ভাবনা দিয়া আমি মনে করিতেছি, যেহেতু গুরুগৃহে আমার বহু অগ্রে জন্ম হইয়াছে, কিংবা যেহেতু শ্রীগুরুদেব আমার সাময়িক কোমল সেবোন্মুখতাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বা প্রবল আত্ম-বঞ্চনাকামী আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমাকে তাঁহার সংকীর্ত্তন-মণ্ডলীতে স্থান দিয়াছেন, সুতরাং আমি অপ্রাকৃত (?) আভিজাত্যে, জন্মে—শ্রেষ্ঠ—জ্যেষ্ঠ; সেবক-কুলের মধ্যে কুলীন—প্রবীণ! কিংবা যেহেতু দীক্ষিতের অভিনয় করিয়া আমি দীক্ষাদাতার কুলে জন্ম লাভ করিবার অভিমান পোষণ করি, সেহেতু প্রকৃত সেবা-জ্যেষ্ঠ, সেবা-শ্রেষ্ঠ, সেবা-কুলীন, সেবা-প্রবীণের সহিত আমি সাম্যবাদে প্রতিষ্ঠিত—এইরূপ সংস্কৃত (?) জন্মাভিমান কি আমার শ্রবণ-পথের আত্মছলনাময় অর্গল নহে?

ঐশ্বর্য্য-অহমিকার অর্গলটাও আমাতে তেমনি অপ্রাকৃতের অভিনেতার আকারে নূতন মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়াছে। আমি অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি—অর্থের পরিমাণের অনুপাতে সেবার পরিমাণের সমীকরণ অঙ্কপাত করিবার গণিত-বিদ্যাবিশারদ হইতে পারি—অধিক অর্থ-উপার্জ্জনকারী আমি স্বয়ংই প্রণোদিত হইয়া আমার ভাগে অধিক সেবা, অধিক সুন্দর খাদ্য, সুন্দর বেশভূষা-শয্যা-সজ্জোপকরণে অধিক দাবী রাখিতে পারি— আমার মক্কেল জমিদার-রাইয়া, বড় বড় ব্যবসায়ী-মহাজন, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী—'এ' হইতে 'জেড্' পর্য্যন্ত উপাধীধারী, পেটমোটা, হোম্‌রা-চোম্‌রা ব্যক্তি, আর অপর নিষ্কপট ঐকান্তিক নীরব সেবকের গুরু-সেবার আনুকূল্যকারী যত ফোতো লোক—গ্রাম্য সরল লোক; চতুরম্মন্য আমি ঐ সকল বড় বড় মক্কেল হইতে মাঝপথে আমার কিছু বর্ত্তমান বা ভাবী সুখ-সুবিধা করিয়া লইবার কৌশল জানি, আর আমার বিচারে বোকা, মূর্খ অপর সেবক সেরূপ কৌশলে অনভিজ্ঞ; সুতরাং আমার সম্মান, আমার প্রভুত্ব, আমার প্রাপ্যভাগ নিশ্চয়ই সেই অনুপাতে বেশী—এইরূপ অনুপাত-অঙ্ক আমি নিয়তই কষিতে পারি—গুরুপাদপদ্ম যেন ঐশ্বর্য্যহীন—গুরুপাদপদ্ম যে আমার উপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যান্বিত ও প্রচুর উপকৃত হইবার বস্তু—শ্রবণ-প্রতিষ্ঠান আমারই (?) পরিশ্রমে—পরিশ্রমলব্ধ ও উপার্জ্জিত অর্থে প্রতিষ্ঠিত, প্রতিপালিত, পরিবর্দ্ধিত, পরিপুষ্ট; সুতরাং আমার আত্মপ্রতিষ্ঠার—আধিপত্যের ভাগ অধিক হইতে বাধ্য—এইরূপ কত কি ঐশ্বর্য্য—অহমিকা আমার শ্রবণ-পথে আরও একটি আত্মছলনাময় অর্গল আনয়ন করিয়াছেন।

প্রশ্নোত্তর-পরিশিষ্ট

গত ২৮শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যায় শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভে বিষ্ণু-প্রতিমার বৈগুণ্য-লক্ষণ-সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের যে-সকল শ্লোক উদাহৃত হইয়াছে এবং ঐ উত্তরের উপসংহারে সদ্‌গুরু ও বৈষ্ণবের নিকট অর্চ্চনকারী সুধী ব্যক্তির ভগবদ্বিগ্রহের অপ্রাকৃতত্ব শ্রবণ-বিষয়ে যে আভাস প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা যাঁহারা সেবোন্মুখ-বিচারের সহিত পাঠ করিবেন, তাঁহারা উক্ত প্রশ্নোত্তরের মীমাংসায় যে গূঢ় রহস্য সম্পুটিত আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। গত মাসে যে-প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত ভক্তের অধিকারের বিচারানুকূলে। প্রাকৃত ভক্ত—শুদ্ধভক্ত নহেন। প্রাকৃত ভক্তের শ্রদ্ধা—লৌকিকী বা শাস্ত্রশাসনজনিত অস্থির শ্রদ্ধাভাস মাত্র। প্রাকৃত ভক্তের শ্রীবিগ্রহে ব্রজেন্দ্রনন্দন-বুদ্ধি, দেহ-দেহি-ভেদরহিত-বুদ্ধি, সচ্চিদানন্দ-বুদ্ধি নাই। কিন্তু শুদ্ধ-বৈষ্ণবের বাস্তব দর্শনে—

"প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন"।

যাঁহারা অর্চ্চাতে লৌকিক পূজ্য-বুদ্ধিমাত্র করেন, কিন্তু বৈষ্ণবে অর্চ্চ্য-বুদ্ধি করিতে পারেন না, সেই সকল প্রাকৃত-ভক্তের জন্য শ্রীহরিভক্তিবিলাসে যে-সকল উপদেশ লিখিত আছে এবং একান্ত পরমার্থিগণের জন্য শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তন-বাণী হইতে বাস্তব ভক্তিসিদ্ধান্ত-শ্রবণের যে ইঙ্গিত আছে, পরমার্থী ব্যক্তি এই উভয়ের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে কুণ্ঠিত হইলে প্রকৃত বৈষ্ণব-পর্য্যায়ে পরমার্থী শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে পরমার্থপ্রয়োজনানুকূল সিদ্ধান্তই শ্রবণ করিবেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের উপসংহারে বৈষ্ণবস্মৃত্যাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুবর বলিয়াছেন,—

যো যো বিশেষোঽপেক্ষ্যঃ স্যাদন্যোঽপি লিখিতেঽস্মিন্ন।
তত্তচ্ছাস্ত্রাৎ স স জ্ঞেয়ো নিতরাঞ্চ গুরোর্মুখাৎ॥
সন্ত্যন্যোঽপি সদাচারা বহবঃ শাস্ত্রদর্শিতাঃ।
ন লিখ্যন্তেঽত্র তে সর্ব্বে গ্রাহকাভাবতোঽধুনা॥

অর্থাৎ এই হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে অন্যান্য যে কোন বিষয়ের বিশেষত্ব জানিবার আবশ্যকতা হইবে, তাহা শাস্ত্র, বিশেষতঃ গুরুদেবের মুখ হইতেই জানিতে হইবে। শাস্ত্র-দর্শিত অন্যান্য বহু সদাচার আছে—যাহা অধুনা গ্রাহকের অভাবে এই হরিভক্তিবিলাসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই।

বৈষ্ণবস্মৃত্যাচার্য্যবর্য্য গোস্বামিচরণের উপরি উক্ত বাক্য হইতে জানা যায় যে, শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সাধারণ কর্ম্মি-সম্প্রদায়কে ক্রমশঃ কৃষ্ণকর্ম্মার্পণের

সোপানে আনয়ন করিবার জন্য যে-সকল বিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সাধারণ বিধি মাত্র, বিশেষ বিধি কৃষ্ণতত্ত্ববিত্তম বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর শ্রীমুখ হইতেই শ্রবণ করিতে এবং তাঁহার নিকট হইতেই উহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রাকৃত সহজিয়াগণ কৃষ্ণতত্ত্ববিত্তম মহাভাগবত বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় না করায় তাঁহারা গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থ পড়িয়াও গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাৎপর্য্য এবং কর্ম্মী ও একান্ত পরমার্থীর সদাচারের বৈশিষ্ট্য-সমূহ ধারণা করিতে পারেন না। কর্ম্মাধিকারের বিচারের অনুকূল ব্যবস্থাগুলিতে তাঁহারা অত্যাগ্রহ প্রকাশ করায় "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে" এই ভাগবতীয় শ্লোকের বিচারাধীন হন।

কর্ম্মী বা প্রাকৃত ভক্তের শ্রীঅর্চ্চাবতারে নিত্য অর্চ্চ্যবুদ্ধির অভাব থাকিলে তাহাতে যে বিচার উপস্থিত হয়, সেই বিচারের অধিকারের অনুকূলে শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস অক্ষজজ্ঞান-প্রতারিতনেত্রে খণ্ডিত, স্ফুটিত প্রতীয়মান শ্রীবিগ্রহের সংস্কারাদি সম্বন্ধে যে-ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, সেই ব্যবস্থা মধ্যম ভাগবত অথবা যাঁহাদের শ্রীঅর্চ্চাবতারে নিত্য-অর্চ্চ্যবুদ্ধি, ধাতু, দারু, মৃন্ময়, পাষাণাদি প্রাকৃত বিচার-রহিত পূর্ণ-সচ্চিদানন্দ-বুদ্ধির উদয় হইয়াছে অথবা যাঁহারা শ্রীগুরুমুখে সেই বিচার শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা নিত্য-অর্চ্চা শ্রীবিগ্রহকে অনিত্য অর্চ্চারূপে দর্শন করিতে পারেন না। অর্চ্চাবতার শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রা খণ্ডিত-হস্তপদ-বিচারে কখনই পরিত্যক্ত হন নাই; পরন্তু তাঁহারা অর্চ্চ্যরূপেই পূজিত হন।

প্রমাণশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত কি বলিতেছেন ?—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥" (১০।৮৪।৮)

যে ব্যক্তি সাধু ও বৈষ্ণবগণের চিন্ময় অনুভূতি পরিত্যাগপূর্ব্বক অচিজ্জড়-বিষয়ে আসক্তিক্রমে বাত-পিত্ত-কফ-বিশিষ্ট নিজ বিপ্রাদি চর্ম্মময়কোষে 'আমি' বুদ্ধি কফ, প্রাজাপত্যাদি দশপ্রকারে পরিণীতা পত্নী প্রভৃতিতে 'আমার পত্নী' এরূপ ধারণা করে, পার্থিব জড়বস্তুতে দেবতা বুদ্ধি এবং জলে তীর্থ বা পবিত্র-বুদ্ধি করে এবং যাহার বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে যাথার্থ্য-বুদ্ধির অভাব, তাহাকে গোতৃণবাহিগর্দ্দভ বা গোগর্দ্দভ বলিয়া জানিবে।

নির্ব্বিশেষ মায়াবাদী বা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ কল্পিত-মূর্ত্তি গড়িয়া উহার মধ্যে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান কল্পনা করেন এবং তাঁহাদের কল্পিত-বিগ্রহ ও ব্রহ্মবস্তু মধ্যে ভেদ অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তির দেহদেহিভেদ মনে করিয়া থাকেন। তাই তাঁহারা কল্পনার দ্বারা প্রতীক গড়িয়া উহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ কাঠ-পাথররূপ জড়-বস্তুতে চেতনবস্তুতে আবাহন করেন এবং কিছুকাল পরে উহার দ্বারা তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধি করাইয়া লইয়া ঐ কল্পিত মূর্ত্তিকে জড়বস্তু জানিয়া উহার বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিচারে বদ্ধজীবের যেরূপ দেহ ও দেহীতে ভেদ অর্থাৎ স্থূল-লিঙ্গ-দেহ ও আত্মার ভেদ, ভগবন্মূর্ত্তিতেও সেইরূপ ভেদ বর্ত্তমান। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—

"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্ব-গুণের বিকার॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬৬)

শ্রীগৌড়ীয়গণের মালিক গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"আরে মূর্খ আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।
*　　*　　*　　*　　*
পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথরায়।
তাঁ'রে কৈলি জড় নশ্বর প্রাকৃত কায়॥
ঈশ্বরে নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ।
স্বরূপদেহ, চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ॥" (চৈঃ চঃ)

"দেহ-দেহি-বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ॥"
(লঘু ভাগবতামৃত-ধৃত কৌর্ম্মবচন)

"নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥
তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গলমঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ॥" (ভাঃ ৩।৯।৩-৪)

ভগবানের এই আনন্দ-মাত্র, অবিকল্প, মায়াতীত শ্রীবিগ্রহ হইতে শ্রেষ্ঠ-স্বরূপ আর নাই। হে ভুবনমঙ্গল, আমাদের মঙ্গলের জন্য, আমাদের

উপাসনার যোগ্য এই স্বরূপ—যাহা তুমি ধ্যানে দেখাইলে, সেই ভগবৎস্বরূপকে আমি নমস্কার ও পরিচর্য্যা করি। অসৎপ্রসঙ্গ-দূষিত নরকভাগ্‌ব্যক্তিগণ এই নিত্য-মূর্ত্তির আদর করে না।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ (গীঃ ৯।১১ ও ১৬।১৯)

মূঢ়লোক আমার নিত্য-চিন্ময়-দেহকে মায়াশ্রিত মনুষ্যজ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা করে। কেন না, তাহারা সর্ব্বভূতমহেশ্বরস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তির সর্ব্বোত্তম চিন্ময়-স্বভাবকে জানে না। আমার শ্রীমূর্ত্তি-বিদ্বেষী ক্রূর-নরাধমদিগকে এই সংসারে আসুরী যোনিতে আমি মুহুর্মুহু ক্ষেপণ করি।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"চিদানন্দ-কৃষ্ণবিগ্রহ মায়িক করি' মানি।
—এই বড় পাপ, সত্য চৈতন্যের বাণী॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২৫শ পরিচ্ছেদ)

অক্ষজনেত্রে শ্রীবিগ্রহকে ভগ্ন (?) ধারণা করিয়া শ্রীবিগ্রহকে জলে বিসর্জ্জন দেওয়া কি ন্যূনাধিক উপরিউক্ত শাস্ত্র ও মহাজনগণের বিচারের প্রতিকূলাচরণ নহে? "ভূমিকম্পে চাদের ইষ্টকাদি নিপতিত হইয়া প্রস্তরময়মূর্ত্তি-সহ অঙ্গচ্যুত হইয়া রহিয়াছেন" সুতরাং উঁহাদিগকে অযোগ্য-বোধে "পরিবর্ত্তন" বা "জলে ভাসাইয়া দেওয়া" কি অবৈষ্ণবোচিত ভাষা ও চিদাবরণ-চেষ্টা নহে? কুপুত্র যেরূপ জরাজীর্ণ পিতা-মাতাকে তাহার ভোগ প্রদানে অযোগ্য মনে করিয়া উহাদিগকে পরিত্যাগ করে বা ব্যভিচারিণী স্ত্রী যেরূপ স্বীয় পতিকে জরাগ্রস্ত, সুতরাং তাহার ভোগ-প্রদানে অসমর্থ মনে করিয়া উহাকে পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক অপর নবীন পুরুষের নিকট কাম প্রার্থনা করে, তদ্রূপ আমাদের ভোগোন্মুখ-নেত্রের নেত্রোৎসববিধানে বা ভোগপ্রদানে অযোগ্য মনে করিয়া উঁহাদিগকে পরিত্যাগ করা বা বিসর্জ্জন দেওয়া কি তদ্রূপ আচরণ নহে?

যদি স্বপ্রকাশ-সূর্য্যের দর্শনে ব্যাঘাত জন্মাইয়া একখণ্ড মেঘ লোকলোচন আবৃত করে, তাহা হইলে কি বুদ্ধিমান লোক সূর্য্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, মনে করেন? তদ্রূপ জীবের অক্ষজনেত্রে বিগ্রহকে ভগ্ন বা অঙ্গবিহীন বলিয়া দর্শন

করিলেও উঁহাদিগকে 'পরিবর্ত্তন' না করিয়া ঐ সকল বিগ্রহকে ধাতুর দ্বারা রক্ষা করিয়া শ্রীবিগ্রহের অঙ্গরাগ সম্পাদন করাই বিধি। অঙ্গবিহীন শ্রীবিগ্রহ পূজা না করিয়া সাঙ্গ-বিগ্রহই অর্চ্চন করা শাস্ত্রাদেশ। কিন্তু শ্রীবিগ্রহকে অযোগ্যজ্ঞানে পরিত্যাগ করা বৈষ্ণব-শাস্ত্রানুমোদিত বিচার নহে। নূতন বিগ্রহ স্থাপন করিলেও পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের যথারীতি অর্চ্চনই শাস্ত্রবিধি। যাঁহাদের অক্ষজনেত্রে শ্রীবিগ্রহ অঙ্গহীন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও অক্ষজবিচার সেই অংশে প্রশমিত হইয়া মায়িক কুঞ্চটিকামুক্ত-দর্শনে দৃষ্ট হইবেন।

শ্রীবিগ্রহকে ভাগবতবিদ্বেষী স্মার্ত্ত-বিচারানুসারে 'কাঠের ঠাকুর', 'মাটীর ঠাকুরের' ন্যায় "শূদ্রের ঠাকুর" প্রভৃতি বিচার করিয়া যদি আধুনিক ভাগবত-বিদ্বেষী স্মার্ত্তমতাবলম্বী প্রাকৃত সহজিয়াগণ বিচার করিয়া থাকেন এবং অঙ্গরাগ করিয়া রক্ষা করিবার প্রতিকূলে কোন আপত্তি উত্থাপিত হইলে জানিতে হইবে যে, বৈষ্ণববিদ্বেষী কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের দুরভিসন্ধি দ্বারা উহা পরিচালিত।

ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির-সংবাদ

[কর্ম্মের প্রভাব]

(মহাভারত অনুশাসন-পর্ব্ব হইতে উদ্ধৃত)

কুরুকুলচূড়ামণি শান্তনুনন্দন শরশয্যাশায়ী হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভগবান্ হৃষীকেশ এবং ভ্রাতৃবৃন্দ সমভিব্যাহারে ভীষ্মের দর্শন-মানসে কুরুক্ষেত্রে গমন করেন। তাঁহারা ভীষ্ম-সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দেবগণ যেমন ইন্দ্রের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট থাকেন, তদ্রূপ ব্যাসাদি মহর্ষিগণ ভীষ্মের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া আছেন। তাঁহারা ভীষ্মকে অবলোকন করিবামাত্র স্ব-স্ব-বাহন হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহর্ষিগণকে অভিবাদনপূর্ব্বক ভীষ্মের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।

ভগবান্ বাসুদেব প্রশান্তপাবকসদৃশ ভীষ্মকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—"হে শান্তনুতনয়, আপনার জ্ঞানসকল পূর্ব্বের ন্যায় প্রসন্ন আছে ত'? আপনার বুদ্ধি পর্য্যাকুল হয় নাই ত'? এবং শরাঘাত-নিবন্ধন

আপনার গাত্র নিতান্ত অবসন্ন হইতেছে না ত'? মানসিক দুঃখাপেক্ষা শারীরিক দুঃখ সমধিক বলবান্। একটী সূক্ষ্মশল্য শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে যারপরনাই ক্লেশ উপস্থিত হয়; কিন্তু আপনি শরসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়াছেন, শর-দ্বারা শরীর-ভেদ-নিবন্ধন আপনার কোন ক্লেশ হইতেছে না ত'? যাহা-হউক আপনি যখন দেবগণকেও উপদেশ প্রদান করিতে পারেন, তখন আপনার নিকট প্রাণিগণের জন্মমৃত্যুর বিষয় কীর্ত্তন করা বাহুল্য মাত্র। আপনি জ্ঞানবৃদ্ধ; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান আপনার কিছুই অবিদিত নাই। প্রাণিগণের মৃত্যু ও সৎকার্য্যের ফলোদয়ের বিষয় আপনি সবিশেষ অবগত আছেন। আপনি সত্যধর্ম্মপরায়ণ ও মহাবলাক্রান্ত। আপনি ব্যতীত ত্রিলোক-মধ্যে তপঃপ্রভাবে মৃত্যু অতিক্রম করে, এমন আর কোন ব্যক্তিই আমার শ্রবণগোচর হয় নাই। আপনি বলবীর্য্য প্রভাবে স্বর্গলোকেও বিখ্যাত হইয়াছেন এবং স্বীয় গুণগ্রাম-প্রভাবে দেবগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠপাণ্ডব রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিসংক্ষয়-নিবন্ধন অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হইয়াছেন, অতএব আপনি উঁহার শোক অপনোদন করুন। ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ মোহাবিষ্ট মানবের সান্ত্বনার একমাত্র উপায়।

মহাত্মা ভীষ্ম বাসুদেবের বাক্য-শ্রবণে বদনমণ্ডল উন্নত করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে বলিলেন,—হে বাসুদেব! আপনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তা। কেহই আপনাকে পরাজয় করিতে পারে না! আপনি নিত্যমুক্ত এবং ত্রিকাল বর্ত্তমান আছেন। আপনি সকলের আশ্রয়। হে কৃপাবারিধি পুরুষোত্তম, আমি আপনার ভক্ত এবং অভিলষিত গতিলাভার্থ আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আপনি আমার শুভ বিধান করুন।

রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—পিতামহ! অজ্ঞান-নিবন্ধন পাপানুষ্ঠান করিলে তদ্বিষয়ে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির শোক অকর্ত্তব্য; কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক পাপাচরণ করিলে কিরূপে শান্তিলাভ হইতে পারে? আপনার কলেবর শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সলিলধারাবাহী অচলের ন্যায় অনবরত রুধির-প্রবাহ বর্ষণপূর্ব্বক আমারই কুকর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিতেছে। উহা দর্শন করিয়া আমি কোনক্রমেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না। আপনি যে আমার নিমিত্তই এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছুই নাই। আমি আপনার এই অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ষাসলিল-সিক্ত পদ্মের ন্যায় নিতান্ত মসৃণ-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। আর এই সমস্ত মহীপাল

আমারই নিমিত্ত পুত্র ও মিত্রগণের সহিত সমরশায়ী হইয়াছেন। ইঁহাদের এতাদৃশ দুরবস্থা-দর্শনে শোকাবেগে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। হায়! আমরা উভয়পক্ষেই ক্রোধের বশীভূত হইয়া এই গর্হিতাচরণ করিয়াছি। না জানি, এই পাপপ্রভাবে আমাদিগকে কিপ্রকার দুর্গতি লাভ করিতে হইবে? আমিই আপনার ও সুহৃদ্‌গণের এইরূপ বিপৎপাতের কারণ। আমি আপনাকে বিষণ্ণবদনে শরশয্যায় শয়ান দেখিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইতেছি। দুর্য্যোধন কুরুকুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়াও ভ্রাতৃবর্গ ও সৈন্যগণের সহিত ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে সমর-শয্যায় শয়ন করিয়া আমাপেক্ষা অধিক সুখী হইয়াছে। আজ তাহাকে আপনার এই দুরবস্থা দর্শন করিতে হইল না। এক্ষণে আমার প্রাণধারণাপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। যদি আমিও ভ্রাতৃগণের সহিত শত্রুশরে প্রাণত্যাগ করিতাম, তাহা হইলে আমায় আপনাকে এইরূপ শরনিপীড়িত ও দুঃখিত দেখিতে হইত না। এক্ষণে মনে হইতেছে, বিধাতা আমাদিগকে পাপানুষ্ঠান-জন্যই বোধ হয় সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা যাহাতে পরলোকে এই পাপের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি, আপনি তদ্বিষয়ে আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন।

ভীষ্ম বলিলেন,—হে ধর্ম্মরাজ, তুমি কাল, অদৃষ্ট ও ঈশ্বরের অধীন আত্মাকে কি নিমিত্ত পুণ্যপাপের কারণ বলিয়া অবগত হইতেছ? আত্মা কোন কার্য্যেরই কারণ হইতে পারে না। সম্প্রতি কাল, ব্যাধ ও পন্নগের সহিত গৌতমীর যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে গৌতমী নাম্নী শান্তিপরায়ণা এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ছিলেন। তাঁহার অন্ধের যষ্টির ন্যায় একটীমাত্র পুত্র ছিল। একদা এক ভুজঙ্গ সেই পুত্রকে দংশন করায় সে অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ঐ সময় অর্জ্জুনক নামক এক ব্যাধ ঐ সর্পকে স্নায়ুপাশে বদ্ধ করিয়া গৌতমীর নিকট আগমনপূর্ব্বক গৌতমীকে বলিল,—ভদ্রে, এই পন্নগাধম আপনার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে আদেশ করুন, কি-প্রকারে ইহাকে বিনাশ করিব? এই শিশুঘাতী পাপাত্মার প্রাণরক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব শীঘ্র বলুন, ইহাকে হুতাশনে নিক্ষেপ করিব, না খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিব?

গৌতমী—অর্জ্জুনক, তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, ইহাকে পরিত্যাগ কর। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট লোক-লাভের প্রত্যাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে পাপভারে নিপীড়িত করিয়া থাকে? যাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহারা

অনায়াসেই দুঃখসাগর পার হইতে পারেন, কিন্তু যাহারা পাপভারে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহারা সলিল-নিক্ষিপ্ত শস্ত্রের ন্যায় দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া যায়। দেখ, এই ভুজঙ্গকে বধ করিলে আমার পুত্র জীবিত হইবে না এবং ইহার জীবন রক্ষা করিলেও আমার কিছুমাত্র ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব এরূপস্থলে এই জীবিত জন্তুর প্রাণ বিনাশ করিয়া কে অনন্তকালের জন্য নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে?

ব্যাধ—দেবি, আমি আপনার গুণগ্রাম সবিশেষ অবগত আছি। মহদ্-ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃই পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া থাকেন। আপনি যেরূপ বলিতেছেন, উহা শোকশূন্য ব্যক্তির উপযুক্ত উপদেশ। এক্ষণে আদেশ করুন, আমি এই দণ্ডে এই দুষ্ট সর্পকে বিনাশ করি। যাঁহারা শান্তগুণাবলম্বী, তাঁহারাই উপস্থিত অপ্রিয় ঘটনাকে কালকৃত বিবিচনা করিয়া শোক পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহারা প্রতিকারপরায়ণ, তাহাদিগের শোকানল শত্রুনাশদ্বারাই নির্ব্বাপিত হয়। আর যাহারা এই উভয়গুণ-বিরহিত, তাহারা মোহবশতঃ প্রতিনিয়ত অপ্রিয়ের অনুশোচনা করিয়া থাকে। অতএব আপনি এই ভুজঙ্গকে বিনাশ করিয়া অবিলম্বে পুত্রবিনাশজনিত দুঃখ পরিত্যাগ করুন।

গৌতমী—ব্যাধ, মাদৃশ ধর্ম্মাত্মাদিগের কদাপি কিছুমাত্র দুঃখ উপস্থিত হয় না। ধর্ম্মাত্মগণ সততই বিবেক অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমার এই পুত্র মৃত্যু-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়াই এই সর্প উহাকে দংশন করিয়াছে। সুতরাং আমি কোন মতেই এই ভুজঙ্গের প্রাণ সংহার করিতে পারি না। বিশেষতঃ **ব্রাহ্মণের ক্রোধ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে।** ক্রোধ হইতে মনঃপীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব আমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র ক্রোধের কারণ জন্মে নাই। তুমি ক্ষমা অবলম্বনপূর্ব্বক অবিলম্বে এই ভুজঙ্গকে পরিত্যাগ কর।

ব্যাধ—ভদ্রে, শত্রু-বিনাশ দ্বারা যে ধন-কীর্ত্ত্যাদি লাভ হয়, তাহা অক্ষয়। শত্রু-বিনাশে কাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। বলবান্ শত্রুকে সংহার করিয়া অচিরাৎ ধন-প্রতিষ্ঠাদি লাভ করাই প্রশস্ত। যদি এই সর্প কালবশে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে আপনার শত্রুক্ষয়জনিত শ্রেয়োলাভ হইবে বটে কিন্তু সেই লাভ কখনই প্রশংসনীয় হইতে পারে না।

গৌতমী—ব্যাধ, এই ভুজঙ্গকে বিনাশ করিয়া আমার কি প্রীতি ও ইহাকে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়াই বা আমার কি ফল লাভ হইবে? অতএব এই সর্পকে ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য।

ব্যাধ—শুভগে, এই একমাত্র সর্পকে বিনাশ করিলে বহু লোকের প্রাণরক্ষা হইবে। অতএব বহু প্রাণীর জীবনরক্ষায় উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক ইহাকে রক্ষা করা কোন ক্রমেই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। ধনপরায়ণ মনুষ্যগণ অপরাধীর প্রাণদণ্ড করিয়া থাকেন। অতএব অবিলম্বে এই পাপিষ্ঠকে বিনাশ করা উচিত।

গৌতমী—অর্জ্জুনক, এই সর্পের প্রাণ সংহার করিলে আমার পুত্র কদাচ পুনর্জ্জীবিত হইবে না, আর ঐ কার্য্যদ্বারা আমারও পুণ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব তুমি অচিরাৎ এই জীবিত সর্পকে পরিত্যাগ কর।

ব্যাধ—ভদ্রে, সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন এবং রুদ্রদেবও দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়া যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব আপনিও সুরগণের অনুসরণপূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে এই সর্পকে বিনাশ করুন।

ব্যাধ সর্পকে বিনাশ করিবার মানসে এইরূপ বারংবার বলিলেও গৌতমীর মন কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। এই সময় সেই পাশ-নিপীড়িত ভুজঙ্গ কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক মৃদুস্বরে ব্যাধকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, ওরে-মূর্খ, এ বিষয়ে আমার অপরাধ কি? আমি পরাধীন, মৃত্যু আমাকে প্রেরণ করাতেই আমি এই শিশুকে দংশন করিয়াছি। অতএব এই শিশুর বিনাশ-নিবন্ধন যদি কাহাকেও দোষী হইতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুই এ বিষয়ে অপরাধী।

ব্যাধ—সর্প, যদিও তুমি অন্যের বশবর্ত্তী হইয়া এই পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তথাপি তুমিও ইহার একটী প্রধান কারণ বলিয়া তোমাকে দোষী হইতে হইবে। চক্র ও দণ্ডাদি যেমন মৃৎপাত্র-নির্ম্মাণের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তদ্রূপ তুমিও এই বালক-বিনাশের কারণ। অতএব তুমি যখন দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছ, তখন তোমাকে বিনাশ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

সর্প—লুব্ধক, চক্র-দণ্ডাদি যেমন পরবশ, আমিও তদ্রূপ; সুতরাং আমাকেই দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ কিরূপে? আর যদিও তুমি আমাকে এ বিষয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলেও আমাকে একাকী অপরাধী বিবেচনা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। চক্রদণ্ডাদি যেমন পরস্পর পরস্পরের প্রযোজক, তদ্রূপ আমি, কাল ও মৃত্যু প্রভৃতি আমরা সকলেই পরস্পর পরস্পরের প্রেরক। এইরূপ পরস্পর পরস্পরের প্রেরকত্ব-নিবন্ধন সকলের সহিত সকলেরই কার্য্য-কারণ-ভাব সংঘটন হইতে পারে; সুতরাং এস্থলে

আমি একাকী কখনই দোষী ও বধার্হ বলিয়া গণ্য হইতে পারি না। অতএব যদি এ বিষয়ে দোষ স্বীকার কর, তাহা হইলে আমাদের সকলেরই দোষ হইতে পারে।

লুব্ধক—সর্প, মৃত্যু যদিও এই কার্য্যের প্রধান কারণ, তথাপি তিনি কখনও ইহার বিনাশকর্ত্তা নহেন। তুমিই ইহার বিনাশের প্রধান হেতু; সুতরাং তোমাকে সংহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। লোক যদি অসৎ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও পাপে লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রসমুদয় বৃথা হইয়া যায় এবং নরপতিরাও তস্করাদির দণ্ডবিধান করিতে পারেন না।

সর্প—লুব্ধক, প্রযোজক-কর্ত্তা বর্ত্তমান থাকিলেও প্রযোজ্য ব্যতীত ক্রিয়া-সাধন হয় না। এই নিমিত্ত প্রযোজ্যকে আপাততঃ কার্য্যের সাধক বলিয়া বোধ করা যায়। এই শিশু-বিনাশ-বিষয়ে আমি 'প্রযোজ্য' বলিয়াই তুমি আমাকে দোষী বিবেচনা করিতেছ। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে আমাকে দোষী না বলিয়া বরং আমার প্রযোজক মৃত্যুকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পার।

লুব্ধক—ওরে পন্নগাধম, তুই নিতান্ত নির্ব্বোধ, নৃশংস ও শিশুঘ্ন; আর কেন বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিতেছিস্? আমি তোকে নিশ্চয়ই বধ করিব।

সর্প—হে ব্যাধ, যেমন ঋত্বিক্‌গণ যজমানকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন বলিয়া তাঁহারা ফললাভে অধিকারী হন না, তদ্রূপ আমিও মৃত্যুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই শিশুর প্রাণ সংহার করিয়াছি বলিয়া কখনই পাপের ফলভাগী হইব না। মৃত্যু আমাকে প্রেরণ করাতেই আমি বালককে বিনাশ করিয়াছি। সুতরাং আমি কি নিমিত্ত দোষী হইব?

সর্প ও ব্যাধ পরস্পর এইরূপ বিতণ্ডা করিতেছিল, এমন সময় মৃত্যু তথায় উপস্থিত হইয়া সর্পকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—ভুজঙ্গ, আমি কাল-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই তোমাকে বালকের প্রাণ-বিনাশে প্রেরণ করিয়াছি। সুতরাং তুমি বা আমি কেহই এই শিশুর বিনাশের কারণ নহি। জলদজাল যেমন বায়ুর বশবর্ত্তী, আমিও তদ্রূপ কালের অধীন। এই ভূমণ্ডলে যে-সমুদয় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জন্তু বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারা সকলেই কালের বশবর্ত্তী। স্বর্গ বা মর্ত্ত্যভূমিতে যে-সকল স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পদার্থ বর্ত্তমান আছে, তৎসমুদয়ই কালের অধীন। ফলতঃ সমুদয় জগৎই কালের বশবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এতদুভয়ই কালের বশীভূত। কাল বারংবার সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, মিত্র

অশ্বিনীকুমার, অদিতি, নদী, সমুদ্র, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য এ সমুদয় সৃষ্টি এবং সংহার করিয়া থাকেন। হে ভুজঙ্গম! তুমি এই সমুদয় অবগত হইয়াও কি-নিমিত্ত আমাকে দোষী বলিয়া স্থির করিতেছ? এক্ষণে যদি আমাকে দোষী বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলে তুমি যে নির্দ্দোষ, তাহার প্রমাণ কি?"

সর্প কহিল, "হে মৃত্যো? আমি আপনাকে দোষী বা নির্দ্দোষী বলিয়া উল্লেখ করিতেছি না। আমি এই মাত্র কহিতেছি যে, আপনি আমাকে ঐ শিশু-বধার্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কালের দোষ থাকুক বা না থাকুক, আমি তাহার বিচারের কর্ত্তা নহি। এক্ষণে কেবল স্বদোষপ্রক্ষালন করা এবং আপনার প্রতি দোষারোপ না করাই আমার উদ্দেশ্য।"

পাশ-নিবদ্ধ ভুজঙ্গম মৃত্যুকে এই কথা কহিয়া ব্যাধকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "বনচর! তুমি মৃত্যুর বাক্য শ্রবণ করিলে; অতএব বিনা অপরাধে আমাকে পাশবদ্ধ করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।"

ব্যাধ কহিল, "সর্প! আমি তোমার ও মৃত্যুর উভয়েরই বাক্য শ্রবণ করিলাম; কিন্তু তোমার নির্দ্দোষিতা কোনরূপেই সপ্রমাণ হইতেছে না। মৃত্যু ও তুমি তোমরা উভয়েই এই বালক-বধের কারণ হইয়াছ; তোমাদিগের তুল্য সাধুদিগের নিকট দুঃখকর, দুরাত্মা ও ক্রূর কেহই নাই। তোমাদিগকে ধিক্! আমি তোমাকে অবশ্যই নিপাত করিব।"

মৃত্যু কহিলেন, নিষাদ! আমাদিগকে কালের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতে হয়; অতএব আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।"

ব্যাধ কহিল, মৃত্যো! যদি আমি তোমাদিগকে কালের বশবর্ত্তী বলিয়া তোমাদের প্রতি ক্রোধ না করি, তাহা হইলে ত কোন ব্যক্তিরই উপকারীর প্রশংসা ও অপকারীর নিন্দা করা বিধেয় নহে।"

মৃত্যু কহিলেন, "বনচর! আমি ত' পূর্ব্বেই তোমাকে কহিয়াছি যে, প্রাণিগণ যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, কালই তাহাদিগকে সেই কার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন। ইহলোকে কালপ্রভাবে সমুদয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, অতএব উপকারীর স্তুতি ও অপকারকের নিন্দা করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, সুতরাং অনর্থক আমাদিগকে অপরাধী করা তোমার কোন ক্রমেই উচিত হইতেছে না।"

মৃত্যু ব্যাধকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এমন সময় কাল সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়া ব্যাধকে কহিলেন, "হে নিষাদ! কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প—আমরা কেহই এই বালক-বিনাশ-বিষয়ে অপরাধী নহি। উহার পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মই অমাদিগকে উহার বিনাশ-সাধনে নিয়োগ করিয়াছে। ফলতঃ এই বালক স্বীয় কর্ম্মবশতঃ অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছে; অতএব কর্ম্মকেই ইহার বিনাশের কারণ বলিতে হইবে। কর্ম্ম পুত্রের ন্যায় মনুষ্যকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে আবার কর্ম্মই মনুষ্যের পাপ-পুণ্যে নিপতিত করে। কর্ম্মই মনুষ্যের পাপ-পুণ্যের প্রকাশক। যেমন মনুষ্য কর্ম্মসমুদায়ের বশীভূত, কর্ম্মসমুদয়ও তদ্রূপ মনুষ্যের আয়ত্ত। কুম্ভকার যেমন মৃৎপিণ্ডদ্বারা স্বেচ্ছানুসারে ঘট-শরাবাদি নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ মনুষ্য স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারে। ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় কর্ম্ম ও কর্ত্তা নিরন্তর পরস্পর সুসংবদ্ধ রহিয়াছে। অতএব কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প, কি তুমি, কি ব্রাহ্মণী—আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও এই শিশুর বিনাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না; এই শিশু স্বয়ংই ইহার বিনাশের কারণ।"

কাল এই কথা কহিলে, বৃদ্ধা গৌতমী লোকসমুদয়কে কর্ম্মের বশবর্ত্তী অবগত হইয়া ব্যাধকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"অর্জ্জুনক! কাল, সর্প বা মৃত্যু আমার পুত্রের বিনাশের কারণ নহে। আমার সন্তান স্বীয় কর্ম্মদোষেই নিহত হইয়াছে; আমিও আমার কর্ম্মবশতঃ পুত্র-শোক প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করুন এবং তুমিও ঐ সর্পকে পরিত্যাগ কর।"

ভীষ্ম কহিলেন,—হে ধর্ম্মরাজ! মহানুভবা ব্রাহ্মণী এই কথা কহিলে কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করিলেন, অর্জ্জুনক পাশবদ্ধ সর্পকে পরিত্যাগ করিল এবং গৌতমীও পুত্রশোক পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তি লাভ করিলেন। অতএব মনুষ্যগণকে কর্ম্মের বশীভূত বিবেচনা করত, তুমিও শোকবিহীন হইয়া শান্তি লাভ কর। ইহলোকে সকলেই স্বকার্য্যনিবন্ধন প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। নরপতিগণ যে সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তোমার অথবা দুর্য্যোধনের কিছুমাত্র দোষ নাই। স্ব-স্ব-কর্ম্মবশতঃই তাঁহাদিগকে কালপ্রভাবে দেহত্যাগ করিতে হইয়াছে।

সাধুসঙ্গে শ্রীঅমরনাথ দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ৩১৬ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীশ্রীঅমরনাথ দর্শনের জন্য সমস্ত আয়োজন পহেলাগাঁতে (ইং ৫।৮।৭৬) শেষ করা হইল। যাতায়াত ৬ দিনের জন্য দুর্গম গিরিপথে খাওয়া-দাওয়ার, পোষাক-পরিচ্ছদের একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কেনা-কাটাও শেষ। অমরনাথ হইতে প্রত্যাগত ২।৪ জন যাত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিলাম যাত্রাপথের সুবিধাসুবিধা সম্বন্ধে। কেহ বলিলেন,—বিশেষ কষ্ট হইবে না। আবার কেহ বলিলেন,—দুর্গম রাস্তাঘাট, বিশেষ করিয়া বৃষ্টি হইলে চলার পথে ভয়ানক কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে ইত্যাদি। আমি কবি বা সাহিত্যিক নহি; সেই হেতু পাহাড় ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের রূপ বর্ণনা আমার পক্ষে অসম্ভব। লেখনী ধারণ করিয়াছি বলিয়াই আমাকে কিছু লিখিতে হইতেছে। পহেলগাঁ সহরের উচ্চতা ৭২০০ ফুট; প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর। পাহাড়ী নদী, ছোট ছোট ঝর্ণা পাহাড়ের গা বেয়ে নিম্নগামী হইয়া ছোট বড়-শীলখণ্ডগুলিকে আঘাত করিতে করিতে তীব্রবেগে ধাবমান। সুউচ্চ পাহাড়ের উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হওয়ায় মনে হয় যেন সোনালী-রূপালী পাহাড় অবস্থান করিতেছে। চারিদিকে সবুজ গাছপালার সমাবেশ, পাইন বৃক্ষের সারিবদ্ধ অবস্থান, উঁচু পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে মনোরম ঘর-বাড়ী, রাস্তাঘাট, কাঠের দোতালা বাড়ী-ঘর পোষাক-পরিচ্ছদের সুন্দরভাবে সাজান বড় বড় দোকান, পাহাড়ী ফুলের সৌরভ প্রভৃতি সৌন্দর্য্য, শিল্পীর হাতের অনেক কারুকার্য্য সমস্তই তীর্থযাত্রী-দিগকে তাঁদের যাত্রাপথকে কষ্ট লাঘব করিবার জন্য বিদ্যমান।

ইং ৬।৮।৭৬ শুক্রবার, **যাত্রাপথ ঃ পহেলগাঁ হইতে চন্দনবাড়ী;** দূরত্ব ১৬ কিঃ মিঃ, চন্দনবাড়ীর উচ্চতা ৯৫০০ ফুট, ভোর না হইতেই তীর্থ-যাত্রীগণ তাঁদের শুভযাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ডাণ্ডীতে (খুব কমসংখ্যক), আর্থিক সামর্থ্য ও চলাপথের কষ্টস্বীকারে যাঁরা অসমর্থ তাঁরা টাট্টু ঘোড়াতে, আর বেশীরভাগ যাত্রীই পদব্রজে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। যাত্রিদের মালপত্র রসদ বহনের জন্য হাজার হাজার ঘোড়া ও কুলি যাত্রীদের সঙ্গে একই তালে তালে চলিতেছে। চলারপথে সকলের মুখে একই ধ্বনি—"বল স্বামী অমরনাথ কি জয়।" আজকের যাত্রাই বৃহত্তম। কারণ আগামী ইং ৯।৮।৭৬ (সোমবার) শ্রাবণী-পূর্ণিমা উপলক্ষে শ্রীশ্রীঅমরনাথজীর বরফের লিঙ্গ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হন। এই দিনকে উপলক্ষ করিয়া 'ছড়ি সাহিব' তীর্থযাত্রীর অগ্রগমনপূর্ব্বক বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে অমরনাথের পথে যাত্রা আরম্ভ করেন। সরকার-পক্ষ হইতে উক্ত শ্রাবণীপূর্ণিমাতে তীর্থযাত্রী

দর্শনের সুযোগ-সুবিধা দানের জন্য সুদীর্ঘ ৩০ মাইল দুর্গম রাস্তাকে কয়েক-ভাগে ভাগ করিয়া রাস্তাঘাট মেরামত, বিজলীবাতির আয়োজন, জলকলের ব্যবস্থা, ডাক্তারের ব্যবস্থা করিয়া ছোট ছোট স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা, রেশন সরবরাহ, কুলি ও ঘোড়ার খাবারের জন্য খাদ্যের সরঞ্জাম, কেঃ তৈল এবং সর্ব্বোপরি শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশী ব্যবস্থা এবং তীর্থযাত্রিগণকে পাহাড়ে চলার পথে সাহায্য করিবার জন্য সমস্ত ব্যবস্থাই এই সময় করিয়া থাকেন।

আমরাও আমাদের পথপ্রদর্শক শ্রীপাদ প্রভুগণের আনুগত্যে তাঁদের নির্দ্দেশিত পথে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীজীউ ও শ্রীনৃসিংহদেবের-নাম স্মরণ করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলাম, সকাল ৮-৩০ মিনিটের সময়। আজ পবিত্রারোপণী একাদশীর ব্রতোপবাস তিথি। আজ হইতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা আরম্ভ। এই পবিত্র তিথিবরাকে স্মরণ করিয়া শ্রীহরিনাম জপিতে জপিতে অগ্রসর হইলাম। যাত্রাপথে শুদ্ধ ভক্তি-বিঘ্নবিনাশনকারী শ্রীনৃসিংহ-দেবের স্মরণই আমাদের গুরুবর্গের বিচার। কারণ চরমে প্রেমফল লাভ করিতে হইলে শুদ্ধভক্তির দ্বারাই তাহা লভ্য। আমরা শ্রীঅমরনাথজীর দর্শন-প্রার্থী, কারণ শ্রীভগবদ্ভক্তের কৃপা প্রার্থনা সকলেরই কাম্য। দুর্গম গিরিপথে আমরা সেই ভক্তকৃপা লাভের জন্যই এই কষ্ট স্বীকার করিতেছি। শাস্ত্র বলেন,—"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু" এই বিচারে আকৃষ্ট হইয়াই আমরা শ্রীঅমর-নাথের পথে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছি।

আমাদের যাত্রীদের সহায়তা করিবার জন্য আমাদের সঙ্গে ১৫ জন কুলি ও একটি টাট্টু ঘোড়া ছিল। সরকারী নির্দ্ধারিত হারে কুলি ৩০ কেজি ও ঘোড়া ৬০ কেজি বহন করিতে পারে। রাস্তাঘাট কর্দ্দমাক্ত; শীতের পোষাকে সজ্জিত হইয়া গায়ে ওয়াটারপ্রুফ্ ও মাথায় টুপি পড়িয়া শীত ও বৃষ্টির হাত হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য হাতে লাঠি ও ছাতাসহ ধীর-পদক্ষেপে চলিতেছি। চলার পথ অনুকূল হইলেই পদ চালনা দ্রুতগতিতেই চলে। যাত্রা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝির্ ঝির্ করে বৃষ্টি পড়িতেছে। প্রথম-দিকে সমতল রাস্তা চলিতে কোন অসুবিধা হয় নাই।

রাস্তার দুপার্শ্বে ছোট ছোট সবুজ ক্ষেত। কিছুদূরে নদীর দু'ধারেই চলার পথের ধারে কোথাও কোথাও পাইন গাছের গভীর বন। পাহাড়ী ঘর-বাড়ী। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যাত্রীদের নিকট হইতে ২।৩ পয়সা পাইবার জন্য রাস্তায় জড় হইয়াছে; এরা দু'এক পয়সা পাইলেই সুখী।

আমরা মনের আনন্দে যাত্রাপথের সমস্ত কষ্ট লাঘব করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, ছোট ছোট জলপ্রপাত দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলাম, পথে ছোট ছোট নদীনালার উপর পুল অতিক্রম করিয়া পিপাসা দূর করিবার জন্য ঝর্ণা হইতে জল সংগ্রহ করিলাম। তীর্থযাত্রীগণ পথের শ্রম দূর করিবার জন্য পছন্দ মত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। আমরাও নিজেদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইলেও পাহাড়ীপথে চলার আনন্দে উচু-নিচু পথ অতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে উপরে অগ্রসর হইতেছিলাম। পাহাড়ে উঠিবার জন্য সবুজ রাস্তার সুযোগ গ্রহণে তীর্থযাত্রীদের মধ্যে বেশ প্রবণতা দেখা যায়। যাহা হউক অবশেষে আমরা বেলা ২ ঘটিকার সময় নির্ব্বিঘ্নে চন্দনবাড়ীতে পৌঁছিলাম। (ক্রমশঃ) —শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

শ্রীরাসমেলা উপলক্ষে

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিশেষ অতিথি

শ্রীভাগিরথী-তটে পুণ্যক্ষেত্র শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীরাসমেলা উপলক্ষে প্রতি-বৎসরই সহস্র সহস্র দর্শনার্থী দেশ-বিদেশ হইতে এই মিলনতীর্থে উপনীত হইয়া থাকেন। সেই উপলক্ষে স্থানীয় কিছু ধর্ম্মীয় সংস্থা তথা সামাজিক কল্যাণ সমিতি এবং নবদ্বীপ পৌরসংস্থাদি আগত জনগণকে সহায়-সহানুভূতি করিতে এগিয়ে আসেন। উক্ত মেলা দীর্ঘদিন হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসায় ইহা এক ঐতিহাসিক-রূপধারণ করিয়াছে। তাই ইহার আগমনে নবদ্বীপের জনমানসে এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে।

বর্ত্তমান বৎসরও ইহার কোন ব্যতীক্রম ঘটে নাই, পরন্তু মনে হয় প্রতি বৎসরই ইহার রূপরেখা বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইতেছে। এই উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠেও প্রচুর দর্শনার্থী থাকিবার সুযোগ-সুবিধা পাইয়া আসিতেছেন। এই প্রতিষ্ঠান মূলতঃ সম্পূর্ণ ধর্ম্ম-ভিত্তিক এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত ও আচরিত বিমল সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অমৃতময় বাণী প্রচারেই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

শুধু চাকৃচিক্যময় পরিবেশ রচনা করিয়া ধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ করা ভারতীয় কৃষ্টি নহে ; ভারতীয় চিন্তাধারায় ধর্ম্মের স্থান সর্ব্বোপরি। ধর্ম্মকে বাদ দিয়া সুষ্ঠু সমাজ গঠন করার কল্পনাও আসুরিক বৃত্তিরই নিদর্শন। যাহারা ভগবদ্ভজন করেন না, তাহাদিগকে শাস্ত্রে অসুর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্যয়ঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

এমনকি, শাস্ত্র ধর্ম্মাচরণহীন ব্যক্তিগণকে পশুর সহিত তুলনা করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। যথা—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাঞ্চ, সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষাং অধিকো বিশেষো, ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥
(পদ্মপুরাণ)

সুতরাং ধর্ম্ম-ভিত্তিকধারা বাদ দিয়া সমাজ কল্যাণের চিন্তা করা আসুরিক বা পাশবিক চিন্তারই নামান্তর বলিয়া প্রতিভাত। অতএব ধর্ম্মচিন্তাকে বাদ দিয়া যথার্থভাবে মানব-কল্যাণ হইতে পারে না। তজ্জন্য ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবদান সমাজ-জীবনে কোন গুণেই কম নহে।

অত্যন্ত সুখের বিষয়, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির গভার্নিং বডীর সদস্য তথা উক্ত সমিতির গ্রন্থাদি প্রকাশন-বিভাগের কার্য্যাধক্ষ (Mg. Director) শ্রীমৎ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী মহোদয়ের সৌজন্যে উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল পরম ভক্তিমান্ শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত হরিহর দাস, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভারতীয় রেলসংস্থার চেয়ারম্যান (Chairman, Rly. Service Commission) ও তাঁহার সহকারী সচিব (Asstt. Secretary) শ্রীযুক্ত এ. এম্. রায় মহাশয় রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে ধর্ম্মীয় সফরে নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আতিথ্য গ্রহণ করেন।

তাঁহারা উক্ত মঠে অবস্থানকালে সমিতির সাধারণ সম্পাদক (General Secretary) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ প্রচুর হরিকথা ও বর্ত্তমান সমাজনৈতিক অবস্থা ও ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবদান সম্পর্কে বিশদ-ভাবে ব্যাখ্যা করেন। "রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে মানুষের ঔর্দ্ধত্ব বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় কিন্তু ধর্ম্ম-নৈতিক জীবনে যথার্থ নৈতিকতা-বোধ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। কেহ যদি মনে করেন, ধর্ম্মীয় চিন্তায় মানুষ সঙ্কীর্ণবাদী বা বিবর্ত্তন-বিরোধী হয়, তবে উহার যথার্থ রক্ষণীলতা (Conservatism) সম্পর্কে বিরূপ অর্থেরই মত পোষণ করেন। কারণ যে-বস্তুটি ভাল, তাকে রক্ষা করিতে যাওয়া নিশ্চয়ই কোন অন্যায় নয়; কিন্তু সমাজের অন্যায়আবিলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যথার্থ প্রগতিবাদী বলা চলে না। যেখানে নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটে,--তাহা সভ্যতার বিকাশ না ঘটাইয়া বরং চরম উচ্ছৃঙ্খলতারই দিক্ প্রদর্শন করে। সুতরাং নতুন কিছু করিলেই

প্রগতিবাদী হওয়া গেল বা উহা বরেণ্য—ইহার কোন যথার্থ যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না।"

তাঁহারা দুই দিবস মঠে অবস্থান করত সহর নবদ্বীপস্থ বিভিন্ন মন্দিরাদিও দর্শন করেন। শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সঙ্গেও ধর্ম্মীয় ও সমাজনীতি সম্পর্কে নানা আলোচনাদি হয়। একসময় কথার প্রসঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপিত হইল যে, "মানুষ যদি ধর্ম্ম-ধর্ম্ম করিয়া বেশী মাতোয়ারা হয় তবে তো অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিদের সহিত সংঘর্ষ চলিতে থাকিবে?" তদুত্তরে তিনি জানান,—"ইহা নিছক ছেলে-মানুষী চিন্তাস্রোত ব্যতীত কিছু নহে। কারণ 'ধর্ম্ম' কি তাহা সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। ধৃ-ধাতু. মন্ প্রত্যয় করিলে 'ধর্ম্ম'-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ যাহাদ্বারা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর গুণ স্বীকৃত হয়, উহাই তাহার 'ধর্ম্ম'। সুতরাং ধর্ম্মের কথা শুনিলেই মনের অবস্থা বিকৃত হওয়ার কোন যৌক্তিকতা নাই। বিভিন্ন জড়ীয় পদার্থের যেমন এক একটা ধর্ম্ম (Nature) আছে মানব-সত্ত্বারও একটা নির্দ্দিষ্ট 'ধর্ম্ম' আছে; উহা স্বরূপ অনুভূতি না হওয়া পর্য্যন্ত উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। প্রতিটি মানুষ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে মানবিকতারই প্রকাশ ঘটে—সেখানে ঈর্ষা-বিদ্বেষের কোন প্রশ্নই আসে না। আর আমরা যদি সাধারণ নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্ম্মেরই কথা ধরিয়া লই—সেক্ষেত্রেও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কোন ধর্ম্মেই হিংসারবাণী প্রচার করেন না, বা করিতে পারে না। কারণ ধর্ম্মের মূলভিত্তিই অহিংসা।" সুতরাং একজন প্রকৃত হিন্দু বা মুসলমান, খৃষ্টীয়ান, জৈন, বৌদ্ধ, ইহুদী প্রভৃতি যে-কেহ কাহাকেও ঈর্ষার চক্ষে দেখিবার অবকাশ রাখেন না। কিন্তু রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে প্রভুত্বের মাপকাঠি লইয়া লড়াই করাটাই স্বাভাবিক। ধর্ম্মনৈতিক-ক্ষেত্রে সুদূরদর্শন আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমায়ীত দর্শনের চিন্তা-স্রোতেরই প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।"

বলা বাহুল্য, এই রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে তিন দিবসব্যাপী শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রতিদিন প্রায় সহস্রাধিক তীর্থযাত্রী মহাপ্রসাদ পাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন।

মাননীয় শ্রীদাস ও শ্রীরায় ধর্ম্মীয় সফর সমাপ্তান্তে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেখান হইতে তাঁহারা যে-পত্র দিয়াছিলেন পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উহাও ইহাতে সন্নিবেশিত করিতে প্রকাশন-বিভাগের অধিকর্ত্তা স্বামীজীকে অনুরোধ জানাইতেছি। —শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় রেলওয়ে সার্ভিস কমিশন হইতে প্রেরিত পত্রের অনুলিপি

GOVERNMENT OF INDIA
BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS
RAIL MANTRALAYA
Railway Board.

Telegrams : SERCOMON
Telephone -22-9592
Mackinnon Mackenzie Building,
4th Floor, 16, Strand Road,
Calcutta-1
No. HHD/P/76, Dt. 22. 12. 76.

Jrom :

Asstt. Secretary,
RAILWAY SERVICE COMMISSION
CALCUTTA

To

The Secretary, Vedanta Gouria Math,
Tegharipara, P.O.-- Nabadwip,
Dt. Nadia (W. B.)

Dear Sir,

I have been advised to communicate heartfelt thanks of Sri Hari Hara Das, Chairman, Railway Service Commission, Calcutta to you for the friendly and generous receiption given by you and the services rendered by your staff during his visit to the Math in November last.

Hope this finds you O. K.

With best wishes.

Yours faithfully,
Sd/—A. M. Roy
Asstt. Secretary.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



২৮শ বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ৯ মাধব, ৪৯০ গৌরাব্দ | শুক্রবার, ৩০ পৌষ, ১৩৮৩ ; ইং ১৪।১।১৯৭৭ | ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমদানন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্

শ্রীমদ্দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[চতুর্থোঽধ্যায়ঃ]

নিজপূর্ণসুখামিত-বোধতনুঃ পরশক্তিরনন্তগুণঃ পরমঃ।
অজরামরণঃ সকলার্ত্তিহরঃ কমলাপতিরীড্যতমোঽবতু নঃ ॥১॥

পরমপুরুষ কমলাপতি পরিপূর্ণজ্ঞানানন্দবিগ্রহ, পরশক্তিবিশিষ্ট, অনন্তগুণ, অজরামর, সকলদুঃখহর এবং বন্দ্যপ্রবর। তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥১॥

যদসুপ্তিগতোঽপি হরিঃ সুখবান্ সুখরূপিণমাহুরতো নিগমাঃ।
স্বমতিপ্রভং জগদস্য যতঃ পরবোধতনুঞ্চ ততঃ স্বপতিম্ ॥২॥

যেহেতু শ্রীহরি নিরন্তর বিনিদ্র হইয়াও সুখশালী, অতএব বেদসমূহ তাঁহাকে সুখস্বরূপ বলেন এবং যেহেতু এই জগৎ শ্রীহরির বুদ্ধিপ্রসূত, অতএব শ্রুতিগণ নিজপতি শ্রীহরিকে পরমজ্ঞানমূর্ত্তিরূপে বর্ণন করেন ॥২॥

বহুচিত্রজগদ্বহুধা-করণাৎ পরশক্তিরনন্তগুণঃ পরমঃ।
সুখরূপমমুষ্য পদং পরমং স্মরতস্তু ভবিষ্যতি তৎ সততম্ ॥৩॥

বিবিধবৈচিত্র্যশালী এই জগতের নানাভাবে রচনানিবন্ধন পরমপুরুষ শ্রীহরি অনন্তগুণ ও পরমশক্তিসম্পন্ন। আর তাঁহার ধাম পরম সুখ-স্বরূপ। যিনি সর্ব্বদা তাহা স্মরণ করেন, তাঁহার উক্ত ধামপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে ॥৩॥

স্মরণেঽপি পরেশিতুরস্য বিভোর্মলিনানি মনাংসি কুতঃ করণম্।
বিমলং হি পদং পরমং স্মর তং তরুণার্ক-সবর্ণমজস্য হরেঃ ॥৪॥

পরমেশ্বর বিভু শ্রীহরির স্মরণবিষয়ে মলিন চিত্তসমূহ করণ অর্থাৎ সাধনোপকরণ হইতে পারে না। অজ শ্রীহরির পরমপদ বিশুদ্ধ ও তরুণার্কসমদ্যুতিরূপেই স্মরণ করিবে ॥৪॥

বিমলৈঃ শ্রুতিশান-নিশাততমৈঃ সুমনোঽসিভিরাশু নিহত্য দৃঢ়ম্।
বলিনং নিজবৈরিণমাত্মতমোভিদমীশমনন্তমুপাস্ব হরিম্ ॥৫॥

শ্রুতি অর্থাৎ শাস্ত্রশ্রবণরূপ শান-প্রয়োগে সুতীক্ষ্ণীকৃত ও নির্ম্মলতাপ্রাপ্ত উত্তম চিত্তরূপ অসিসমূহদ্বারা সত্বর দৃঢ়রূপে নিজ প্রবল শত্রুকে (রাগ-দ্বেষাদি) সংহার করিয়া আত্মতমোবিনাশক অনন্তস্বরূপ ঈশ্বর শ্রীহরির উপাসনা কর ॥৫॥

স হি বিশ্বসৃজো বিভু-শম্ভু-পুরন্দর-সূর্য্যমুখানপরানপরান্।
সৃজতীড্যতমোঽবতি হন্তি নিজং পদমাপয়তি প্রণতান্ সুধিয়া ॥৬॥

তিনি বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা, শঙ্কর, ইন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি তদধীন অপর দেবগণকে সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন এবং তাঁহারা উত্তমবুদ্ধিযোগে প্রণত হইলে বন্দ্যপ্রবর শ্রীহরি নিজপদ প্রদান করেন ॥৬॥

পরমোঽপি রমেশিতুরস্য সমো ন হি কশ্চিদভূন্ন ভবিষ্যতি চ।
ক্বচিদদ্যতনোঽপি ন পূর্ণ-সদা-গণিতেড্য-গুণানুভবৈকতনোঃ ॥৭॥

এই রমাপতির সম বা তদপেক্ষা উত্তম কেহ হন নাই এবং হইবেন না। আর বর্ত্তমানকালেও পরিপূর্ণানন্তগুণশালী জ্ঞানময়বিগ্রহ শ্রীহরির সমান বা তদধিক কেহ নাই ॥৭॥

ইতি দেববরস্য হরেঃ স্তবনং কৃতবান্ মুনিরুক্ত সমাদরতঃ।
সুখতীর্থ-পদাভিহিতঃ পঠত-স্তদিদং ভবতি ধ্রুবমুচ্চসুখম্ ॥৮॥

শ্রীমদানন্দতীর্থসংজ্ঞক মুনি এইরূপ সমাদরসহকারে পরমদেব শ্রীহরির স্তব রচনা করিয়াছেন। যিনি ইহা পাঠ করেন, তাঁহার নিশ্চিতরূপে পরম সুখলাভ হয় ॥৮॥

———

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—দার্জ্জিলিং, অগষ্টা ভিলা

তারিখ—২৭শে বৈশাখ, ১৩৩৮

সময়—সন্ধ্যা ৭—৮-৩০ মিঃ

প্রশ্ন :—উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ হইতে প্রশ্ন—পৌরাণিক-যুগেই ত' বৈষ্ণবধর্ম্ম ছিল, তবে মহাপ্রভুর আবার আগমনের বিশেষ কারণ কি ?

উত্তর

শ্রীল গোস্বামীপ্রভু ইহার জবাব দিয়েছেন 'বিদগ্ধমাধব' গ্রন্থের প্রারম্ভে—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

যা' পূর্ব্বে দেওয়া হয় নাই—মানবজাতি যা' পূর্ব্বে জান্‌তে পারে নাই, সেই ভগবদ্ভক্তির সর্ব্বোত্তমা শোভা সকলকে সম্যগ্‌রূপে অর্পণ কর্‌বার জন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন। তিনি যদি কতকগুলি কথা না বল্‌তেন, তা' হ'লে মানবজাতি পরজগৎ-সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে অজ্ঞ থাক্‌ত। তিনি সকলকে দয়া ক'রে সে কথাগুলো জানিয়ে দিয়েছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে পারমার্থিক সত্য যে প্রকারে উদ্ঘাটিত হ'য়েছিল তা' মানুষ সাধারণভাবে জান্‌তো। তিনি যে-কথা বলেছিলেন, তা' মানুষ জান্‌তো না এবং জান্‌বার প্রয়োজনও মনে করে নাই। তাঁ'র দয়াতে জান্‌তে পারি যে, মানবজাতি দরিদ্র ছিল। তাঁ'র যথেষ্ট দয়া, কিন্তু মানবজাতির অনেকেই সেকথা নিতে পারেন নাই। যাঁ'রা নিতে পেরেছেন, তাঁ'রা অত্যন্ত লাভবান হ'য়েছেন। উন্নত উজ্জ্বল রসের কথা—সেবার সৌন্দর্য্য-প্রদর্শনী তিনি জগতে খুলেছেন—তা' তিনি জগৎকে জানিয়েছেন ; সেটা অভিনব ব্যাপার।

মহাপ্রভু কিরূপ অবতার, তা' পরে বল্‌ছেন—

'হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ ।'

তিনি জিনিষটী—'হরি'। হরি যেরূপভাবে শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আছেন, সেরূপভাবে বর্ণিত না হ'য়ে সুবর্ণ-বর্ণ কান্তিরূপে সন্দীপিত হ'য়েছেন। কাঁচা সোনার রংএর আলোকে সন্দীপিত। তাঁ'র গায়ের রং সেইরূপ।

তিনি জগতের প্রত্যেক লোকের হৃদয়ে এরূপ বিষয় প্রকাশ ক'রেছেন—যা' অপূর্ব্ব, অতুলনীয়।

এমন যে শ্রীশচীনন্দন, তিনি জগতের সমুদয় লোকের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন।

তিনি—হরি। হরি—পূর্ণ পদার্থ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সেই হরি। তিনি পূর্ণপদার্থ হ'য়েও সাধারণ উপদেশকের ন্যায় জগতে অবতীর্ণ হ'য়ে নিজের সম্বন্ধে কথা বলেছেন—আত্মধর্ম্ম-সম্বন্ধে ব'লেছেন। তিনি অনাত্ম-বিষয়ের কথা—মনের দ্বারা বিচারের কথা বলেন নাই। তিনি অন্তর্য্যামিসূত্রে সকলের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন—চৈত্তগুরুরূপে আছেন। তিনি (conscience) জাগতিক সদসৎ বিবেকমাত্র ন'ন। (phenomenal) প্রাপঞ্চিক অবস্থায় যেটুকু দেখা যায়, সেইটুকু মাত্র (enlighten) প্রকাশিত কর্‌বার জন্য যে তিনি এসেছেন—এরূপ নহে। গুণজাত জগৎ-সম্বন্ধে মানুষ যেটুকু বুঝে, সেটুকু বুঝা'বার জন্য তিনি আসেন নাই। তদ্ব্যতীত আরও ভাল কথা বল্‌তে এসেছিলেন।

মহাপ্রভু নিজের শোভা—ভগবদ্ভক্তির মহিমা বর্ণন কর্‌বার জন্য এসেছিলেন, উহাতে বার প্রকার রসের কথা আছে। পাঁচটি স্থায়ী রস। সাতটি আগন্তুক রস—ইহার খানিক ক্ষণের জন্য এসে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি মুখ্য রসের এক একটিকে সম্বর্দ্ধনা করে। তা'তে দ্বাদশটি রসই পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত—যে-সকল রসের (temporary) অস্থায়ী প্রতিফলিত ভাব জগতে দেখা যায়। ব্যাসের লেখার মধ্যে যে-কথার সন্ধান নাই, সেই বৈশিষ্ট্যের কথা মহাপ্রভু জগৎকে জানিয়েছেন,—যা' কৃষ্ণে আছে—য' অন্য দেবতাতে দেখা যায় না। জীব-হৃদয়ে তা' স্ফূর্ত্তি কর্‌বার জন্য অন্তরে চৈত্তগুরু-রূপে এবং বাহিরে মহান্ত-গুরুরূপে শ্রীচৈতন্যদেব বিরাজিত র'য়েছেন। অন্য অবতার-সমূহে সেরূপ প্রেমের প্রাচুর্য্য—সেরূপ প্রীতির পূর্ণতা আমরা পাই না।

মহাপ্রভুর পূর্ব্বে আড়াই প্রকার রসের কথা আলোচনা হতো—শান্ত, দাস্য ও সখ্যের নিম্নার্দ্ধ। (reverence awe) মর্য্যাদা, সম্ভ্রম, ভয় নিয়ে যদি আমরা (friend) বন্ধুর কাছে উপস্থিত হই, সে বন্ধুত্ব মর্য্যাদাসূচক—তিনি আমাদের (respected friend) সম্মানিত বন্ধু। গৌরসুন্দর ইহা অপেক্ষা (closer relationship with Godhead) ভগবানের সহিত নিকটতর সম্বন্ধ দেখিয়েছেন—যা' মানুষ সহজে বুঝ্‌তে পারে না।

অপ্রাকৃত (sonhood) পুত্রত্ব, (consorthood) কান্তত্ব ভগবৎ-সম্বন্ধে তিনি প্রথম দেখিয়েছেন। পূর্ব্ব বিচার-প্রণালী যা' মানবের মধ্যে প্রচলিত ছিল, সেগুলোর চেতনের ধর্ম্মে যে একটী (greater scope) অধিকতর প্রসারতা সম্ভাবনা আছে, তা' তিনি দেখিয়েছেন। (I can serve you more than you can serve me) 'তুমি আমাকে যত সেবা কর্‌তে পার, তা' অপেক্ষা আমি তোমাকে বেশীরকম সেবা কর্‌তে পারি,—এরূপ (devotional activity) সেবা-চেষ্টা মনুষ্য পূর্ব্বে জান্‌তো না। ইহা শুনে মনুষ্য আশ্চর্য্যান্বিত হ'বে যে, (Goddhead) ভগবান্ অপেক্ষাও (servant of Godhead) ভগবানের দাস বেশী সেবা কর্‌তে পারেন। সখাগণ কৃষ্ণের কাঁধে চ'ড়ে তালফল পাড়্‌লেন, উচ্ছিষ্টানুচ্ছিষ্টের খানিক অংশ—যা ভালো লাগ্‌ছে—তা' কৃষ্ণের নিকট পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তাঁ'রা মনে ক'র্‌ছেন না—ইনি জগতের প্রভু এবং তাঁ'রা ক্ষুদ্র জীব। তাঁ'রা অত্যন্ত প্রেমের সেবা কর্‌তে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন। ইহা কত (greater confidence) অধিকতর সাহসপূর্ণ বিশ্বাস! 'আমরা যদি না খাওয়াই, কে তাঁ'কে খাওয়াবে?'

পূর্ব্বে ঈশ্বরের সম্বন্ধে 'অজ' বিচার প্রবল ছিল। সেটা (theism) একেশ্বরবাদ নহে—(theism) একেশ্বরবাদ (cross) লঙ্ঘন ক'রে বিচার। ঈশ্বরকে পিতা-মাতা জ্ঞান করা অর্থে—তাঁ'কে চাকর করা। পিতা-মাতা প্রথম থেকে সেবা কর্‌তে আরম্ভ করেছেন—যখন আমরা তাঁ'দের সেবা কর্‌তে পারি না—যে-সেবকের ধর্ম্ম আমাদের জীবনের প্রারম্ভে নাই। সে জিনিষটা নিত্য হ'ল না। (initiative) নিজ-হ'তে পিতা-মাতার সেবা করবো, এটা অনেক (experience) জাগতিক অভিজ্ঞতার পরে। অন্যের ব্যবহার দেখে' ক্রমে তাঁ'দের প্রতি পূজ্যভাব আরোপ করি। "ভগবান্-সেবক, আমরা ভোগী—আমাদের দাস ভগবান্"—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হ'য়ে যায়—যদি তাঁ'কে পিতা-মাতা বিচার করি।

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভব-ভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম॥

আমি সেই নন্দকে বন্দনা করি—যে-নন্দের বারান্দায় হামাগুড়ি দিচ্ছেন সেই পরব্রহ্ম বস্তু। তিনি যাঁ'র পুত্রত্ব স্বীকার ক'রে পিতৃত্বরূপ সেবা গ্রহণ করেছেন, তাঁ'কে নমস্কার করি। অপর কতকগুলি লোক শ্রুতি-শাস্ত্রের কথা ব'লেছেন,—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥
অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥

—প্রভৃতি বিচার দ্বারা সে জিনিষটা খুব (**exalted**) উন্নত, সম্মানিত হ'য়েছে। বেদশাস্ত্রের বিচার—অনাদি, অনন্ত বিচার।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।" 'বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাদ্ ব্রহ্ম। **(compare)** তুলনা কর্‌তে গেলে সর্ব্বাপেক্ষা (greatest) বৃহৎ। এগুলো শ্রুতি-বাক্য। শ্রুতি এরূপ কেন বলেন?—লোকগণ ভবভীত ব'লে। অন্যান্য লোক স্মৃতিশাস্ত্রের কতকগুলি কথা ব'লেছেন। পুরাণাদি স্মৃতিশাস্ত্রে,—

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥

মহাভারত শ্রীকৃষ্ণের কথা প্রচুর পরিমাণে ব'লেছেন। এই পৃথিবীর (phenomenal grandeur) প্রাপঞ্চিক বৈভব দে'খে যা'রা (**startled**) বঞ্চিত ও শঙ্কিত হ'য়ে গি'য়েছে—"কুম্ভীপাক নরকের ক্লেশ ভোগ কর্‌তে হ'বে, যমালয় পড়্‌তে হ'বে"—এইরূপ ভয়ে ভীত হ'য়ে যা'রা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করে, তা'রা শ্রুতি, স্মৃতি, মহাভারত অবলম্বন ক'রে তোমার ভজনা করেন করুক্। আমি কিন্তু সেরূপ ভজনা কর্‌তে চাই না। আমি গোড়া থেকে ভগবানের ভজনা কর্‌তে চাই।

সেই 'অজ' বস্তু আমার ঘরে জন্মাবে, আমি তো ধর্‌তে পারি না। তাঁ'র নিকট আমার যাওয়া অসম্ভব। সে যদি আমাকে ধরা দেয়, তা' হ'লে পিতা হয়ে তাঁ'র সেবা কর্‌বো। যা'র (potency) শক্তি নাই, (to come down to me) আমার নিকট নেমে আস্‌তে তাঁ'র অজত্ব থাকে থাকুক, তাঁ'র সহিত আমার সম্বন্ধ অপ্রয়োজনীয়।

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।

রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো, গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥

যা'দের (theistic devotion) একেশ্বরের প্রতি ভক্তি—আত্মার বৃত্তি উন্মেষিত না হ'য়েছে, তা'রা এসব কথা বুঝ্‌তে পারে না। অসীম অবস্থায় অবস্থিত যে ভগবান্ এই জগৎকে (cross) অতিক্রম ক'রে যে-জগতের (personality) ব্যক্তিত্ব হ'য়ে ব'সে আছেন, সেই অজ বস্তুর স্থানকে বৈকুণ্ঠ বলা যায়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের দাস শ্রীরূপ বল্‌ছেন যে, বৈকুণ্ঠের ভগবান্—যাঁতে তৃতীয় (dimension) মানের কোন প্রকার ব্যাপার (ascribe) আরোপ করা যায় না—যিনি অনাদি, অনন্ত, তিনি যে (transcendental plane) অপ্রাকৃত ভূমিকায় আছেন, তা' অপেক্ষা মথুরা আর একটুকু উন্নত জায়গা—অজ সেখানে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরাতে জন্মগ্রহণ ক'রে নন্দালয়ে নীত হ'য়েছেন—অজত্বে (restricted) সীমাবদ্ধ না থেকে—অজত্বকে (ignore) অস্বীকার ক'রে তিনি জন্মগ্রহণ ক'রেছেন। সে (plane) ভূমিকাটা শুধু বৈকুণ্ঠ নহে। তা' থেকে বৃন্দারণ্যের উৎকর্ষ—যেখানে রাসোৎসব হ'য়েছিল। বৈকুণ্ঠ (lower half) গোলোকের নিম্নার্দ্ধে অবস্থিত। (upper half) গোলোকের ঊর্দ্ধ অর্দ্ধে এ কয়টী জিনিষ দেখা যাচ্ছে। তদুপরি গোবর্দ্ধন—রাধাকুণ্ড (Vague idea of t ranscendentalregion), ইহা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অনির্দ্দিষ্ট ধারণা-মাত্র নহে। (Something higher) তা' অপেক্ষা উচ্চ ব্যাপার।

বৈকুণ্ঠের অর্দ্ধেকটা আমরা এখান থেকে দেখ্‌তে পাই। আমরা যখন নীচে আছি—(reverence) সম্ভ্রমের সহিত যখন সেই বস্তুটীকে দেখ্‌ছি, তখন (half is exposed to us) তাঁ'র অর্দ্ধেকটা আমাদের গোচর হয়—(the other half is invisible to us) অপরার্দ্ধ আমাদের নিকট অদৃশ্য থাকে। নীচে থেকে নিম্নার্দ্ধ দেখ্‌তে পাই। আমাদের বর্ত্তমান চক্ষু দ্বারা (horizon) চক্রবালের (180° degrees) ১৮০ ডিগ্রী দেখ্‌তে পাই। অর্দ্ধেক দেখে—নারায়ণ দর্শন ক'রে—বিষ্ণু দর্শন ক'রে—শান্তরসে অবস্থিত হই। তখন দাস্যের ধারণা উদিত হয়,—বুঝ্‌তে পারি আমার ন্যায় কোটি কোটি ভৃত্যবর্গ তাঁ'কে সেবা কর্‌তে প্রস্তুত আছেন। তখন তাঁ'র বন্ধুবর্গকে দেখ্‌তে পাই—যাঁ'রা তাঁ'কে সেবা ক'রে গৌরব অনুভব করেন। আমরা সখ্যের অর্দ্ধেকটা দেখি—বিশ্রম্ভাসখ্য দেখ্‌তে পাই না।

ভগবদ্বস্তুর উপলব্ধি যাঁ'র আছে, তাঁ'কে 'বৈষ্ণব' বলা যায়। নীচে দাঁড়িয়ে আড়াই প্রকার সম্বন্ধ উপলব্ধি কর্‌তে পারি। তখন মোসাহেব পর্য্যন্ত হ'তে পারি। যেখানে (confidence) অন্তরঙ্গ বিশ্বাস আছে, সে পর্য্যন্ত তখন আমরা যেতে পারি না। নিম্নের আড়াইটা রস—অবনত রস। অবনত রসে অবস্থানকালে উন্নত রসে প্রবেশের অধিকার হয় না।

গৌরসুন্দর ব'লেছেন—তোমরা আর আড়াই প্রকার রস বাদ দিয়ে কেন (relationship) সম্বন্ধ (curtail) ক্ষুণ্ণ কর্‌ছ ? তখন তিনি আড়াই প্রকার রসের কথা বল্লেন। তদ্দ্বারা পাঁচ প্রকার দর্শন সম্ভব হ'য়েছে। উন্নত ও উজ্জ্বল—এই দুটো বাল-কৃষ্ণের উপাসনায় নাই। মধুরে উজ্জ্বলের পরমোন্নতি। সেই রসটা গৌরসুন্দর দিয়েছেন এই জগতে। কাম, ক্রোধ, লোভের দ্বারা কবলিত জীবও বুঝ্‌তে পার্‌ছে যে, এরূপ একটা ব্যাপার বাস্তবিকই আছে—(mental scope) মনের গতি যতটা যায়, কেবল ততটুকুই সমগ্র নয়। জগতে সেই জিনিষটাকে দেখ্‌বার কোনো সম্ভাবনা নাই। যোগসাধন কর্‌তে গিয়ে 'সেবা' ব'লে একটা বৃত্তি উদিত হয়। পরমাত্মবস্তুর দর্শনের পরে সেবার প্রারম্ভ। ব্রহ্মদর্শনের দূরত্বের জন্য সেবা সম্ভব হয় না। (communion) পরস্পর আদান-প্রদান-সান্নিধ্য না হ'লে সেবা হয় না। (detached observation) বিযুক্ত-দর্শনে তিনি খুব বৃহৎ, কিন্তু আমার যে কাজ—(function of the soul) আত্মার যে কাজ—তা'র সুবিধা নিকটতর দর্শন না হ'লে হয় না।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

কেবল জ্ঞান আশ্রয় ক'রে যদি বস্তু নির্দ্দেশ করি, তা' হ'লে বৃহত্বকে লক্ষ্য করা আমাদের ধর্ম্ম হ'য়ে উঠে—যা'র মধ্যে সব (included) অন্তর্ভুক্ত আছে। জ্ঞানের দ্বারা যখন (dislocated) স্থানচ্যুত আছি, তখন এরূপ দর্শন হয়।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ (ক্রমশঃ)

জীবসকল হরির বিভিন্নাংশ-তত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭১ পৃষ্ঠার পর)

জীব জ্ঞানাশ্রয়, জ্ঞানগুণ, চেতন, অপ্রাকৃত, জন্মরহিত, নির্ব্বিকার, স্বরূপতঃ একরূপবিশিষ্ট অণু, নিত্য, ব্যাপ্তিশীল, চিদানন্দাত্মক, অহমর্থ, অব্যয়, ক্ষেত্রী, বিভিন্নরূপ, সনাতন, অদাহ্য, অচ্ছেদ্য, অশোষ্য ও অক্ষর। এই সমস্ত গুণযুক্ত হইয়া তিনি ভগবানের দাসস্বরূপ তত্ত্ব।

জ্ঞানাশ্রয় অর্থাৎ জ্ঞানী, জ্ঞানগুণ অর্থাৎ জ্ঞানই তাঁহার গুণ, অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত, জড়দেহ লাভ ও তাঁহার জন্ম বা বিকার নাই, অণু অর্থাৎ জড় পরমাণু হইতেও সূক্ষ্ম, ব্যাপ্তিশীল অর্থাৎ জড়দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি-ভাবাপন্ন, অহমর্থ অর্থাৎ 'আমি' শব্দবাচ্য, ক্ষেত্রী অর্থাৎ জড়দেহরূপ ক্ষেত্রাধিপতি, বিভিন্নরূপ অর্থাৎ ভগবান্ হইতে পৃথক্ এবং অক্ষর অর্থাৎ ক্ষরধর্ম্ম-রহিত। জীব তটস্থশক্তি, তাহা পঞ্চরাত্রে নারদ বলিয়াছেন :—

যত্তটস্থং তু চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্বিনির্গতম্।
[চিচ্ছক্তি-নির্গত চিকণ-জীবই তটস্থ]

তটস্থশক্তি সম্বন্ধে শ্রীজীব ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—

তটস্থত্বঞ্চ মায়াশক্ত্যতীতত্বাৎ অস্যাবিদ্যা পরাভবাদিরূপেণ দোষেণ পরমাত্মনো লেপাভাবাচ্চ উভয়কোটাবপ্রবিষ্টেস্তস্য তচ্ছক্তিতে সত্যপি পরমাত্মনস্তল্লেপাভাবশ্চ যথা ক্বচিদেকদেশস্থে রশ্মৌ ছায়য়া তিরস্কৃতেঽপি সূর্য্যস্যাতিরস্কারস্তদ্বৎ। (পরমাত্ম-সন্দর্ভ ৩৭ সংখ্যা)

তাৎপর্য্য এই যে, তটস্থা জীবশক্তি মায়াশক্তি হইতে পৃথক্; অতএব মায়া-কোটি মধ্যে গণিত হন না। অথচ জীবের অবিদ্যা-পরাভবাদি-দোষে এবং পরমাত্মার অবিদ্যা-নির্লেপধর্ম্ম-যুক্ত পরমাত্মাকোটিতেও গণিত হন না। পরমাত্মার শক্তি হইয়াও তাঁহার অবিদ্যালেপ পরমাত্মাকে স্পর্শ করে না। যেরূপ এক-দেশস্থ সূর্য্যরশ্মি ছায়া-দ্বারা আচ্ছাদিত হইলেও সূর্য্য আচ্ছাদিত হয় না, তদ্বৎ।

সেই জীব দুইপ্রকার অর্থাৎ নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। শ্রীজীব বলিয়াছেন ;—

তদেবমনন্তা এব জীবখ্যাস্তটস্থাঃ শক্তয়ঃ। তত্রতাসাং বর্গদ্বয়ং। একোবর্গোঽনাদিত এব ভগবদুন্মুখঃ অন্যস্ত্বনাদিত এব ভগবৎপরাঙ্মুখঃ

স্বভাবতস্তদীয় জ্ঞানভাবাত্তদীয়জ্ঞানাভাবাচ্চ। তত্র **প্রথমোঽন্তরঙ্গা শক্তিবিলাসানুগৃহীতো নিত্য-ভগবৎপরিকররূপো গরুড়াদিকঃ। অস্য চ তটস্থত্বং জীবত্বপ্রসিদ্ধেরীশ্বরত্বকোটাবপ্রবেশাৎ।** অপরস্তু তৎপরাঙ্মুখত্ব-দোষেণ লব্ধছিদ্রয়া মায়য়া পরিভূতঃ সংসারী।

(পরমাত্মা-সন্দর্ভ ৪৭ সংখ্যা)

তাৎপর্য্য এই যে, **জীব অনন্ত। তাহারা বর্গদ্বয়ে বিভক্ত। এক বর্গ অনাদি হইতে ভগবদুন্মুখ। অন্য বর্গ অনাদি হইতে ভগবৎ-পরাঙ্মুখ।** ভগবৎ-সম্বন্ধজ্ঞান দ্বারা ভগবদুন্মুখত্ব ও ভগবৎসম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবে ভগবৎ-পরাঙ্মুখত্ব হইয়াছে। **ভগবদুন্মুখ জীবসকল অন্তরঙ্গা-শক্তি-বিলাসানুগৃহীত নিত্য ভগবৎপার্ষদবর্গ, যথা—গরুড়াদি।** তাঁহারা ঈশ্বরকোটিতে প্রবিষ্ট হন নাই; ইহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, অতএব তটস্থ। **দ্বিতীয় বর্গ ভগবৎপরাঙ্মুখত্ব-প্রযুক্ত অন্তরঙ্গা শক্তির সহায়তাশূন্য,** অতএব সেই ছিদ্র পাইয়া মায়া তাহাদিগকে পরাভূত করত সংসারী করিয়াছে। এ বিষয়-সিদ্ধান্তে কারিকা;—

চিৎসূর্য্যঃ পরমাত্মা বৈ জীবাশ্চিৎ-পরমাণবঃ।
তৎকিরণকণাঃ শুদ্ধাশ্চাসদর্থাঃ স্বরূপতঃ॥
অচিন্ত্য-শক্তিসম্ভূত-তটস্থধর্ম্মতঃ কিল।
চিৎস্বরূপস্য জীবস্য মায়াবশ্যঞ্চ সিধ্যতি॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
ইতি যদ্ভগবদ্বাক্যং গীতোপনিষদি শ্রুতং।
জীবস্য তেন শক্তিত্বে সিদ্ধে ভেদো ন সিধ্যতি॥
জীবো মায়াবশঃ কিন্তু মায়াধীশঃ পরেশ্বরঃ।
এতদায়ায়-বাক্যাত্তু ভেদো জীবস্য সর্ব্বদা॥
ভেদাভেদ-প্রকাশোঽয়ং যুগপজ্জীব এব হি।
কেবলাভেদবাদস্যাবৈদিকত্বং নিরূপিতং॥
মায়াবশত্ব-ধর্ম্মেণ মায়াবাদো ন সম্ভবেৎ।
যতো মায়াঽপরাশক্তিঃ পরয়া জীবনির্ম্মিতঃ॥
মায়াবৃত্তিরহংকারো জীবস্তদতিরিচ্যতে।
মায়াসঙ্গ-বিহীনোঽপি জীবো ন হি বিনশ্যতি॥

মায়াবাদ-ভ্রমার্ত্তানাং সর্ব্বং হাস্যাস্পদং মতং।
অদ্বৈতস্য নিষ্কলস্য নির্লিপ্তস্য চ ব্রহ্মণঃ॥
প্রতিবিম্বপরিচ্ছেদৌ কথং স্যাতাং চ কুত্রচিৎ।
অদ্বৈতসিদ্ধিলাভেঽপি কথং নির্ভয়তা ভবেৎ॥
রজ্জুসর্প-ঘটাকাশ-শুক্তিরজত-যুক্তিষু।
অদ্বৈত-হানিরেবস্যাদযথোদাহৃতেষু বৈ॥
ব্রহ্মলীলা যদা মায়া তদা তস্যাঃ ক্রিয়া কথং।
কস্য বা স্পৃহয়া তস্যাঃ প্রবৃত্তিরুপজায়তে॥
ব্রহ্মেচ্ছা যদি তদ্ধেতুঃ কুতস্তন্নির্ব্বিকারতা।
মায়েচ্ছা যদি বা হেতু র্দুর্ভাগ্যং ব্রহ্মণো হি তৎ॥
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং সর্ব্বং বেদবিরুদ্ধকং।
প্রাকৃতাং যুক্তিমাশ্রিত্য প্রকৃতার্থ-বিড়ম্বনম্॥
অচিন্ত্যশক্তি-বিশ্বাসাৎ জ্ঞানং সুনির্ম্মলং ভবেৎ।
ব্রহ্মণি নির্ব্বিকারে স্যাদিচ্ছা-শক্তির্ব্বিশেষতঃ॥
তদিচ্ছাসম্ভবা সৃষ্টিস্ত্রিধা তদীক্ষণশ্রুতেঃ।
মায়িকা জৈবিকী শুদ্ধা কথং যুক্তিঃ প্রবর্ত্ততে॥
নাহং মন্যে সুবেদেতি নোনবেদেতি বেদ চ।
শ্রুতিবাক্যমিদং লব্ধ্বাঽচিন্ত্যশক্তিং বিচারয়॥
ভেদবাক্যানি লক্ষ্যাণি দ্বাসুপর্ণাদি সূক্তিষু।
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেষু চাভেদত্বং প্রদর্শিতম্॥
সর্ব্বজ্ঞ-বেদ-বাক্যানাং বিরোধো নাস্তি কুত্রচিৎ।
ভেদাভেদাত্মকং তত্ত্বং সত্যং নিত্যঞ্চ সার্থকম্॥
একদেশার্থমাশ্রিত্য চান্যদেশার্থ-কল্পনম্।
মতবাদ-প্রকাশার্থং শ্রুতিশাস্ত্র-কদর্থনম্॥
কর্ম্মমীমাংসকানাং যদ্‌বিজ্ঞানং শ্রুতি-নিন্দনম্।
মূর্খত্বমেব তেষাং তৎ ন গ্রাহ্যং তত্ত্ববিজ্জনৈঃ॥
বিভিন্নাংশো হি জীবোঽয়ং তটস্থশক্তি-কার্য্যতঃ।
স্বস্বরূপ-ভ্রমাদস্য মায়া-কারাগৃহ-স্থিতিঃ॥

পরমাত্মা চিৎসূর্য্য। জীবসকল তাঁহার কিরণ-পরমাণু। বিশুদ্ধ চিত্তত্বই জীবের স্বরূপ। জীব স্বরূপতঃ অহং-পদবাচ্য। পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তি-

নিঃসৃত তটস্থশক্তি-ধর্ম্মে জীবের অণুত্ব-নিবন্ধন মায়াবশ্যা ধর্ম্মগঠন সিদ্ধ। "অপরেয়মিতঃ" শ্লোকে ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, জীব মায়াতীত কোন পরাশক্তি, অতএব পরমাত্মা হইতে নিতান্ত অভেদ বা ভেদ নয়। জীব মায়াবশ ও ঈশ্বর মায়াধীশ—এই আম্নায়-বাক্যে জীব ঈশ্বর হইতে নিত্যভিন্নতত্ত্ব বলিয়া জানা যায়; সুতরাং **জীব ঈশ্বর হইতে যুগপৎ অভেদ ও ভেদ, ইহাই সিদ্ধ। কেবলাভেদবাদ অবৈদিক।**

মায়াবশ বলিলে মায়াবাদ হয় না। মায়াবাদ-মতে জীব মায়াদ্বারা পরিচ্ছন্ন বা প্রতিবিম্বিত অনিত্য-তত্ত্ব। মায়াবশ বলিলে ইহাই স্থির হয় যে, 'মায়া'-শব্দশূন্য চিৎকণ-জীব স্বীয় অণুত্বপ্রযুক্ত মায়াকর্ত্তৃক পরাভূত হইবার যোগ্য। মায়া অপরাশক্তি, কিন্তু জীব পরাশক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। জড়-অহঙ্কার মায়াবৃত্তি। জীব তাহা হইতে অতিরিক্ত তত্ত্ব অর্থাৎ চিন্ময়পদার্থ। জীব মায়াযুক্ত হইলেও জীবত্বহানিরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হন না। **মায়াবাদ একটি ভ্রম।** সেই ভ্রমপীড়িত ব্যক্তিদিগের মত সম্পূর্ণরূপে হাস্যাস্পদ। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম অদ্বৈত, নিষ্কল ও নির্লেপ। তাহা হইলে প্রতিবিম্ব বা পরিচ্ছেদ কিরূপে বা কাহাতে সম্ভব হয়?

আবার অদ্বৈত-সিদ্ধিতে জীবের বা নির্ভয়তা কিরূপে হয়? রজ্জুসর্প, ঘটাকাশ, শুক্তিরজত উদাহরণসকল অযথা উদাহৃত হইয়া থাকে; তাহাতে অদ্বৈত-সিদ্ধি দূরে থাকুক, অদ্বৈত-হানিই হয়। মায়াকে যদি ব্রহ্ম-লীলা-প্রকৃতি বলিয়া মানা যায়, তাহাতেও কেবল-অদ্বৈততা থাকে না। তথাপি ভিক্ষাস্বরূপ মানিয়া লইলেও তাহার আবার ক্রিয়া কিরূপে হয়? কা'র ইচ্ছাতে সে মায়ার ক্রিয়া-প্রবৃত্তি? যদি ব্রহ্মেচ্ছা তাহার প্রবৃত্তিহেতু হয় তাহা হইলে ব্রহ্ম কিরূপে নির্ব্বিকার হন? যদি ব্রহ্মকে নির্ব্বিকার রাখিয়া মায়ার ইচ্ছা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপ আর একটী তত্ত্ব হইয়া উঠে ও ইচ্ছাহীন ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন ও প্রতিবিম্বিত করিয়া ফেলে, তাহা ব্রহ্মের পক্ষে নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। যদি ব্রহ্ম ঈশ্বর হইয়া সৃষ্টি করেন—এরূপ একটী কল্পিত মত মানা যায়, তাহাও ব্রহ্মের স্বতন্ত্র-ইচ্ছার অভাবে ব্রহ্মের শক্তিবশ্যতারূপ দুর্ভাগ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। অতএব **মায়াবাদ অসৎশাস্ত্র, সর্ব্ববেদ-বিরুদ্ধ। ইহাতে প্রাকৃত-যুক্তিদ্বারা বেদের অপ্রাকৃত অর্থসকলের বিড়ম্বনামাত্র লক্ষিত হয়।**

অচিন্ত্যশক্তি বিশ্বাস করিলে জ্ঞান সুনির্ম্মল হয়। ব্রহ্মে অদ্বৈত, নিষ্কল ও নির্ব্বিকারতা-ধর্ম্ম যেরূপ স্বীকৃত, সেইরূপ অচিন্ত্যশক্তি স্বীকৃত হইলে তদ্দ্বারা নির্ব্বিকারতা ও ইচ্ছাময়তা যুগপৎ সুন্দররূপে অবস্থিতি করিয়া পরস্পর অবিরোধ কার্য্য করে। "স ঐক্ষত"—এই বেদবাক্যে তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই অচিন্ত্যশক্তি মায়িকী, জৈবী ও শুদ্ধ চিদ্বিষয়িণীরূপ ত্রিধা সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এরূপ বিশ্বাস আর সন্দেহ-পরাহত হইবে না। **"নাহং মন্যে" শ্রুতিতে অচিন্ত্যশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। 'দ্বা সুপর্ণাদি' বাক্যে নিত্যভেদ ও 'তত্ত্বমস্যাদি' বাক্যে নিত্য-অভেদ উপদিষ্ট। সর্ব্বজ্ঞ-বেদবাক্যে কোন স্থলে বিরোধ নাই।**

অতএব বেদের মত এই যে, যুগপৎ অচিন্ত্যভেদাভেদ-স্বরূপ-তত্ত্বই সত্য, নিত্য ও সার্থক। বেদের একদেশের অর্থ গ্রহণ করিয়া মতবাদ প্রকাশ করিবার জন্য অন্য দেশের অর্থ তদনুগত করিবার চেষ্টাই শ্রুতিশাস্ত্র-কদর্থন। কর্ম্ম-মীমাংসকদিগের বিজ্ঞান শ্রুতিতে অশ্রদ্ধাই তাহাদের মূঢ়তা। তাহা পণ্ডিতজনে স্বীকার করেন না। অতএব বেদসিদ্ধান্ত এই যে, **ঈশ্বরকোটি হইতে পৃথগ্‌ভূত বিভিন্নাংশ-তত্ত্বরূপ জীব কৃষ্ণের তটস্থশক্তি। 'জীব-শুদ্ধ-চিৎপদার্থ, স্বভাবতঃ কৃষ্ণানুগত'**—এই স্বরূপভ্রম হইতেই জীবের মায়া-কারাগারে অবস্থিতি।

—ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

শ্রীপরীক্ষিৎ-উত্তরা-সংবাদ (৭)

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩৬ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে সর্ব্বজ্ঞ, সত্যবাদীশ্রেষ্ঠ, মহামুনিবর প্রভো! আপনি ভগবদ্ভক্তিমার্গের আদিগুরু। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা এবং তদপেক্ষা অধিক ও সত্যই আমাতে পরিস্ফুটরূপে বর্ত্তমান, ইহা আমি জানি এবং উগ্রসেনাদি সকলেই জানেন; কিন্তু আমি ব্রজে গিয়া যাহা অনুভব করিয়াছি, তদ্দ্বারা আমার মহাসৌভাগ্যগর্ব্ব চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই প্রাপ্ত অনুভাব হইতেই আমি শ্রীকৃষ্ণের, তদীয় প্রসাদের এবং তদীয় প্রেমের, আর তাঁহার প্রেমভাজনগণের অদ্ভুত মাধুরী অবগত হইয়াছি।

আমি ব্রজবাসীদের দর্শনে অতি ধন্য হইয়াছি, তাহাতেই বুঝিয়াছি যে, প্রভু আমাকে ব্রজে প্রেরণ করিয়া আমার প্রতি সম্যগ্ অনুকম্পা প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্যই নিজকে প্রভুর একান্ত কৃপাভাজন জানিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। তৎকালে আমি যাহা গান করিয়াছিলাম বা যাদৃশ অভিলাষ ও আচরণ করিয়াছিলাম, তাহা সকলেরই সুবিদিত। ইহা অপেক্ষা অধিক বলিবার সামর্থ্য আমার নাই। হে মুনিবর, আপনাকে বারবার নমস্কার করিয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি ঐসকল বৃত্তান্ত শ্রবণের আগ্রহ পরিত্যাগ করুন।

শ্রীউদ্ধবের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরোহিণী দেবী বলিলেন,—হে উদ্ধব! তুমি ক্ষান্ত হও। আমি যাহাদিগের চিন্তা ত্যাগ করিয়া কথঞ্চিৎ সুখী হইয়াছি, তুমি সেই ভীষণ বাড়বানল-শিখাসন্তপ্ত বিরহবিষে জর্জ্জরিত ব্রজ-বাসিগণকে স্মৃতিপথে আনিও না। শ্রীবসুদেব যখন আমাকে গোকুল হইতে আনয়ন করেন, শ্রীযশোদার তদানীন্তন রোদনে কঠিন পাষাণও ক্রন্দন করিয়াছিল, বজ্রও বিদীর্ণ হইয়াছিল। আর অন্যান্য গোপীগণ জীবিত কি মৃত, তাঁহাদের কথা কে মুখে বর্ণন করিতে পারে?

হে শ্রীমান্ উদ্ধব! তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ যখন গুরু সান্দীপনির গৃহ হইতে মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন কুবুদ্ধি আমি দুঃখভরে তোমার প্রভুকে সংক্ষেপে ব্রজের বৃত্তান্ত বলিয়াছিলাম। আমার কথায় তোমার প্রভুরচিত্ত নিশ্চয়ই কোমল হয় নাই। কারণ, স্বয়ং ব্রজে না গিয়া সন্দেশচাকুরীবিদ্যা-কুশল তোমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তুমি যে-অভিপ্রায়ে তোমার প্রভুর মহান্ অনুগ্রহরাশির বিষয় কীর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছ, তাহার কি এই লক্ষণ?

ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া কেবল তাঁহারই মঙ্গল কামনা করিতেন, নিজেদের মঙ্গলচিন্তা কখনই করেন নাই। তাঁহাদের যাহাকিছু সমুদয়ই শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত অর্পণ করিয়াছিলেন। তোমার প্রভু স্বার্থ-সাধনার্থ ব্রজে বাস করিয়াছিলেন, সেই সময়ও ব্রজবাসীদের জন্য কিছুই করেন নাই। এখন স্বার্থসাধন হইয়া গিয়াছে, এখন যাহা করিতেছেন তাহা আর কাহাকে বলিব?

শ্রীরোহিণী দেবীর কথা শুনিয়া ধৃষ্টা কংসজননী পদ্মাবতী শিরঃ কাঁপাইয়া বলিতে লাগিলেনকি,— দুঃখের কথা! শ্রীঅচ্যুত বাল্যকাল হইতেই

কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে নির্দ্দয় গোপগণের গোসকলকে পালন করিয়াছিলেন। তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে কণ্টকারণ্যে ভ্রমণকালে পাদুকাও প্রদান করেন নাই। তিনি ক্ষুধার জ্বালায় কিঞ্চিৎ গোরস পান করিলে গোপীগণ তাহাকে বন্ধন করিয়াছিলেন। আবার চীৎকার করিয়া তাহা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেন, কালের গতিকে তিনি সে-সকল সহ্য করিয়াছেন; এখন আর কি করিবেন?

শ্রীরোহিণী দেবী পদ্মার বাক্য আদর না করিয়া প্রস্তুত বিষয় বিস্তৃতভাবে বলিতে লাগিলেন; তিনি বলিলেন,—শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাজধানী মথুরাপুরী প্রাপ্ত হইয়া রাজরাজেশ্বর হইয়াছেন। অধুনা দ্বারকায় আসিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছেন। তোমার প্রভু দেবতাগণকে পরাজয় করিয়াছেন, তাঁহাদের উপকারও করিয়াছেন। এজন্য দেবতাগণ তাঁহার চরণ বন্দনা করেন। হায়! তিনি আর ব্রজবাসীদিগকে স্মরণও করেন না।

শ্রীরোহিণীর বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণবল্লভা শ্রীরুক্মিণীদেবী বলিতে লাগিলেন,—মাতঃ, আপনি নবনীত হইতেও কোমল প্রভুর হৃদয় কিছুমাত্র না জানিয়া এইরূপ কথা বলিতেছেন। আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহা আপনারা শ্রবণ করুন। তিনি রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থাতেও ব্রজের কত কি কথা বলিয়া থাকেন। কখনও প্রীতিভরে মধুরস্বরে ধেনুগণকে আহ্বান করেন, কখনও বা সখাগণকে বা অপর গোপগণকে আহ্বান করেন। আবার কখনও মনোহর বংশীবদন ত্রিভঙ্গসুন্দরের আকারের অভিনয় করেন। কখনও বলেন—মাতঃ! নবনীত দাও। কখনও বা আমাকে "শ্রীরাধে, শ্রীললিতে" ইত্যাদি বাক্যে সম্বোধন করেন। আবার কখনও অয়ি চন্দ্রাবলি তোমার একি আচরণ, একথা বলিয়া আমার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করেন। কখনও অশ্রুধারায় শয্যা সিক্ত করেন। আবার নিদ্রাভঙ্গের পর আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে থাকেন। আমায় সেই রোদন শ্রবণ করাইয়া দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইয়া থাকেন।

আজও প্রভু রাত্রিকালে কি এক স্বপ্ন দেখিয়া শোকাতুর হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বিমনস্ক হইয়াছেন এবং উত্তরীয়দ্বারা বদনকমল আবৃত করিয়া নিদ্রিতের ন্যায় শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। নিত্যকৃত্যাদিও হয় নাই। এই কথা শুনিয়া শ্রীসত্যভামা দেবী ঈর্ষাভরে বলিতে লাগিলেন, ভামিনি! আপনি একি প্রলাপবাক্য বলিতেছেন? প্রভু কি কেবল নিদ্রাবস্থায়ই এসকল

আচরণ করেন। জাগ্রদাবস্থায়ও কোন বিষয় স্মরণ করিয়া নিদ্রিতের ন্যায় সেই সেই আচরণ করিয়া থাকেন। ভগিনি! আমার কেবল তাঁহার নামমাত্র ভার্য্যা। ব্রজরমণীদের দাসিগণও আমাদের অপেক্ষা প্রভুর প্রিয়।

একথা শুনিয়া গোকুলবাসিগণের প্রিয়বান্ধব শ্রীবলদেব রোষসহকারে বলিলেন,—বধূগণ! ব্রজবাসিগণের সহজ দৈন্যবার্ত্তা কথনে তৎপর হইয়াছি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে বঞ্চনার জন্য ঐপ্রকার কপট চাতুরী প্রকাশ করিতেছেন। আমি তাঁহাদের সান্ত্বনার জন্য ব্রজে দুইমাসকাল বাস করিয়া *প্রবোধ-বাক্যে এবং তাদৃশ আচরণদ্বারা তাঁহাদের স্বাস্থ্য সম্পাদন করিতে* পারি নাই। আমি বুঝিয়াছি শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহাদের স্বাস্থ্য সম্পাদনে সমর্থ নহে। তথাপি আমি বিবিধ শপথ-বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত করিয়া সত্বর এখানে আসিয়াছি। এখানে আসিয়া কাতরভাবে বলিলাম, ভাই কৃষ্ণ, তুমি একবার ব্রজে গমন করিয়া ব্রজবাসীদের জীবন রক্ষা কর। কিন্তু তাহার অভিপ্রায় তদ্রূপ নহে।

এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সত্বর শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তাহার নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রু-ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তদবস্থায় তিনি গদ্গদস্বরে বলিলেন,—সত্যই আমার এই হৃদয় মহাবজ্রসার দ্বারা গঠিত। যেহেতু ইহা এখনও দ্বিধা বিদীর্ণ হইতেছে না। ব্রজবাসীদের অসাধারণ প্রেম আমি বিস্মৃত হইয়া নিষ্ঠুরভাবে তাহাদের দুঃখই উৎপাদন করিতেছি। হে ভ্রাতঃ উদ্ধব! তুমি সর্ব্বজ্ঞ এবং আমারও নিতান্ত প্রিয়। তুমি বল, এখন আমি কি করি? তুমি আমাকে এই শোকসাগর হইতে উদ্ধার কর।

পুত্রবৎসলা দেবকীদেবী বলিলেন, সুহৃত্তম ব্রজবাসীরা যাহা যাহা অভিলাষ করেন, তুমি তাহাদিগকে তৎসমুদয় প্রদান কর।

একথা শুনিয়া পদ্মাবতী বলিতে লাগিলেন, তুমি আমার মন্ত্রণা শ্রবণ কর। তোমরা দুই ভাই একাদশবর্ষ ব্রজে নন্দগোপের গৃহে বাস করিয়া যাহা কিছু উপভোগ করিয়াছ, তন্মধ্যে তোমাদের গোরক্ষার জন্য তিনি কিছু দিন বা নাই দিন, যদুরাজ তাহাদের প্রাপ্য গর্গমুনি দ্বারা গণনা করাইয়া সেগুলিকে দ্বিগুণিত করিয়া গোপরাজকে প্রদান করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ ঐ কথা অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীউদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিদ্বদ্বর! তুমি ব্রজবাসীদের সমস্ত অভিপ্রায় অবগত হইয়াছ। তাহা কি আমাকে

শীঘ্র বল। এই কথা শুনিয়া শ্রীউদ্ধব মনে মনে চিন্তিত হইলেন এবং ক্ষণকাল পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনুতাপের সহিত বলিলেন,—ব্রজবাসিগণ কেবল আপনাকেই চাহেন। তাঁহারা রাজরাজেশ্বরত্ব, কি বিভূতি, কি স্বর্গীয় সম্পৎ বা ইহলোকের সম্পদাদি কিছুই পাইতে ইচ্ছা করেন না। আমি যাহা নিবেদন করিতেছি তাহা শ্রবণ করত স্বয়ং কর্ত্তব্য বিচার করিয়া যাহা কৃত্য, তাহা করিবেন।

আপনি যে-সকল ভূষণাদি শ্রীনন্দরাজের সহিত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা দেখিয়া শোকসাগরে মগ্ন হইয়া পরস্পর বলিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে এই সকল সামগ্রীর অভিলাষী এবং এতাদৃশ প্রসাদযোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন। আমাদের জীবনে ধিক্! যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া এই সকল উপহার আনিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধিক্।

আপনার মাতা শ্রীযশোদাদেবীর সহিত ব্রজবাসীরা আপনার আগমন-আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃতপ্রায় হইয়া মহা অনশনব্রত আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌রাজও ব্রজে গিয়া অপরাধীর ন্যায় দিবসত্রয় কোন কথা বলিতে পারেন নাই। পরে তাহাদের প্রাণরক্ষার জন্য বিবিধ শপথ সহকারে আপনার ব্রজে আগমনের সম্ভাবনা জানাইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। শ্রীনন্দ বলিয়াছেন, পুত্র আমার সত্যবাদী। ব্রজে আগমনের পূর্ব্বেই প্রেমচিহ্ন-স্বরূপ এইসকল দ্রব্য পাঠাইয়াছেন। তদ্রূপ প্রয়োজনীয় কার্য্যগুলি শীঘ্র সম্পাদন করিয়া অবশ্য আগমন করিবেন। ব্রজবাসিগণ ব্রজরাজের কথায় বিশ্বাস করিয়া এবং আপনার প্রীতি সমালোচনা করিয়া ঐসকল অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিয়া প্রেরিত প্রসাদ-দ্রব্য অঙ্গীকৃত দেখিলে আমাদিগকে নিজের আজ্ঞাপালক বলিয়া অধিকতর কৃপা করিবেন। কিন্তু আপনি স্বয়ং না গিয়া আমাকে দিয়া সংবাদ প্রেরণ করায় তাঁহারা মৃততুল্য হইয়াছেন। তাঁহাদের সেই অবস্থা দর্শনে আপনার নিশ্চয় ব্রজে আগমন হইবে এই প্রতিজ্ঞাবাক্যে তাহাদিগকে সযত্নে সচেতন করিয়া এখানে আসিয়াছি। তাঁহারা আপনাকে পাইবার জন্য নিখিল ভোগ্য-বিষয় ত্যাগ করিয়া যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আপনার অগ্রজকেই জিজ্ঞাসা করুন। কোমল চন্দন শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ আশঙ্কা করিয়া শ্রীদেবকী ও শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতির মুখ মলিন, অবনত ও অশ্রুধারাযুক্ত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্যগ্রভাবে লিখিবার উপকরণ প্রার্থনা করিলেন। ব্রজবাসিগণের গাঢ়

প্রতীতির জন্য শ্রীকৃষ্ণ লিখিলেন—"প্রিয় ব্রজবাসিগণ! আমি আরব্ধ কার্য্য-সমাধাপূর্ব্বক অত্রস্থ বান্ধবগণকে আশ্বস্ত করিয়া ব্রজে আগতপ্রায় জানিও।" এই প্রকার আশ্বাসপ্রদ প্রেমপত্র প্রেরণের নিমিত্ত লিখিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় বুঝিয়া শ্রীউদ্ধব অতীব দুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন, তিনি ব্রজবাসিগণের মনোভাব জানেন, তাই শপথপূর্ব্বক বলিলেন, হে প্রভো! আমি নিশ্চয় করিয়াছি আপনার পাদপদ্মযুগলের শুভবিজয় ব্যতীত কোনরূপেই তাঁহাদের জীবনরক্ষা হইবে না। তাঁহারা আর কিছুই ইচ্ছা করেন না।

ইত্যবসরে কুমতি কংসমাতা শির কাঁপাইয়া বলিতে লাগিলেন,—অয়ে নির্বুদ্ধি দেবকি! আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি; এই উদ্ধব বহুদিন ব্রজে বাস করিয়াছিল। ধূর্ত্ত ব্রজবাসীরা ইহাকে গোরস দানে বশীভূত করিয়াছে। এখন তাহারা উদ্ধবের সাহায্যে তোমার পুত্রকে ব্রজে লইয়া গিয়া ভীষণ হিংস্র জন্তু ও কণ্টকপূর্ণ বনে পশুরক্ষার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছে।

কংসজননীর এইরূপ কুৎসিৎ বাক্য শুনিয়া শ্রীবলদেব-জননী কোপিতা হইয়া বলিলেন, ব্রজবাসীরা কি শ্রীকৃষ্ণকে গোরক্ষায় নিযুক্ত করেন? তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষণকাল না দেখিলে জীবন ধারণ করিতে পারেন না। যদি শ্রীকৃষ্ণ কখনও চক্ষের অন্তরালে গমন করেন, তখন তাহারা হে কৃষ্ণ তুমি কোথায় শীঘ্র দেখা দাও বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আবেগভঙ্গিতে ব্যাকুলতার সহিত রোদন করেন। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে একটী দিন তাঁহাদের পক্ষে প্রলয়কালের রাত্রি-সদৃশ এবং নবপরিহিত কালও চতুর্যুগতুল্য বোধ হয়। আবার শ্রীকৃষ্ণের আগমনকাল জানিয়া আগমন-পথের দিকে তাকাইয়া থাকেন এবং দিবাবসানে মুরলীরব শুনিয়া প্রেমে উন্মাদদশা প্রাপ্ত হন। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক-বশতঃ রমণীয় বৃন্দাবনের সর্ব্বত্র বিহারের জন্য গোচারণ-ছলে শ্রীবলরামের সহিত নিত্য ব্রজে গমন করিয়া থাকেন।

ঐ ব্রজে বহু সরোবর এবং যমুনা অদ্ভুত শোভাশালিনী। ঐ নদীর তটভূমি কোমল বালুকাব্যাপ্ত। স্বাভাবিক দ্বেষরহিত নানাবিধ মৃগ ও পক্ষীতে পরিপূর্ণ। দিব্য পুষ্প-ফল-পল্লবাদির ভারে অবনত তরুলতা-গুল্মদ্বারাও বৃন্দাবন বিভূষিত, আর মদমত্ত ময়ূর ও কোকিলকুল কলরবে মুখরিত। বৃন্দাবন পরম রমণীয় বলিয়াই ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তুতিভাজন হইয়াছেন। ব্রজে হিংসা নাই। পশুহরণাদির আশঙ্কাও নাই। তথায় গবাদির রক্ষকের

প্রয়োজন হয় না। গোমহিষাদি নিজেরাই প্রভাতে বনে গমন করিয়া স্বচ্ছন্দে তৃণজলাদি ভক্ষণ ও পান করিয়া সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়।

কংসমাতা বলিলেন, ওরে বাবা যে! তবে কেন শুনা যাইতেছে যে রক্ষকের অভাবে পশুসকল নষ্টপ্রায় হইয়াছে।

পদ্মার কথা শুনিয়া শ্রীমদ্ গোপালদেব সম্ভ্রমভরে অতিশয় শঙ্কাকুল হইলেন। অন্তরে সন্তাপ জন্মিল. মুখকমল শুষ্ক হইল। তিনি পূর্ব্বাপর ব্রজবৃত্তান্তবিৎ শ্রীবলদেবের মুখকমল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন রোহিণীনন্দন ভ্রাতার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ধৈর্য্যধারণে অসমর্থতাবশতঃ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে স্পষ্টবাক্যে বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! গো-সকলের কথা কি, তোমার প্রিয় মৃগকুল, বিহঙ্গসকল, ভাণ্ডীর কদম্বাদিবৃক্ষ-সকল, কুঞ্জসকল, ক্ষেত্রসকলও তোমাতেই জীবন সমর্পণ করিয়াছে। সরোবর শুষ্ক হইয়াছে; পর্ব্বতাদিও দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে। এখন যদি তুমি তাহাদিগকে অনুগ্রহ না কর তবে যমই সত্বর তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবেন। তাহার অনুগ্রহে তাঁহাদিগের বন্ধুবিয়োগ-জনিত শোকের উপশম হইবে; ব্রজের কথা কি বলিব। তুমি যে কালিয় হ্রদকে নির্বিষ করিয়াছ তাহাতেই তাহাদের বিপুল শোকের কারণ হইয়াছে। যমুনাপঙ্কজলাবল্লভ গোবর্দ্ধন ভূতলগত। যাহারা জীবিত আছেন, তাঁহারাও স্নানভোজনাদি ত্যাগ করিয়াছেন। কেবল তোমার নামামৃতপানে প্রাণ বহির্গত হয় না। শ্রীবলদেবের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের কণ্ঠধারণ করিয়া মহাদীনবৎ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভূমি লুণ্ঠন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাদৃশ অবস্থা দর্শনে রোহিণী, উদ্ধব, দেবকী, রুক্মিণী, সত্যভামাদিও রোদন করিতে করিতে বিকলতা প্রাপ্ত হইলেন।

অন্তঃপুর হইতে রোদনধ্বনি শুনিয়া উগ্রসেনাদি যাদবগণ, পুরবাসিগণ ও ঋষিগণ তথায় দ্রুতবেগে উপস্থিত হইয়া অপূর্ব্ব দৃষ্টব্যাপার দর্শনে বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের রোদনধ্বনি ক্ষণকাল মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত হইল এবং মহাউৎপাত অর্থাৎ উল্কাপাতাদি আরম্ভ হইল। সকলেই মোহিত। তখন ব্রহ্মা বেদ-পুরাণাদি পরিবারবর্গ ও দেবগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন। (ক্রমশঃ)

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

প্রেম

সচ্চিদানন্দময় স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার 'স্বরূপ-শক্তি' হয় অবস্থান॥
স্বরূপ-শক্তির-বৃত্তি—'শুদ্ধ সত্ত্ব' যার।
তাহাতেই ব্যঞ্জিত 'ভাব'—নাম তাহার॥
সেই 'ভাব', পঞ্চ-রসে হইয়া সঞ্চার।
'স্বতঃসিদ্ধ' রূপেতে প্রকট-বিহার॥
সঙ্গ-শিক্ষা প্রভাবেও ভাব অবিকার।
অমৃত অব্যয়রূপে 'প্রেম মূলাধার'॥
জড় বিক্রম জীবের হইয়া স্তম্ভিত।
'প্রেম' 'প্রয়োজন' রূপে হয় অবস্থিত॥
সেই প্রেমে বলে,—আমি নিত্য কৃষ্ণদাস।
সেবার্ণবে ভাসি যেন এই অভিলাষ॥
কৃষ্ণ-সেবা দিবে কবে কৃষ্ণ-নিজজন।
অধিকারী ভাবেতে হইব নিমগন॥
কৃষ্ণ—আত্মা, প্রভু, সখা, পুত্র, প্রিয়বন্ধু।
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম সেই মোর রসসিন্ধু॥
ক্রমে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয় আর।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, অনুভাব যার॥
ইক্ষুরস হইতে বিশুদ্ধ মিশ্রি স্বাদ।
রতি প্রেমাদিতে ভক্তে করয়ে আস্বাদ॥
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রতি।
পঞ্চ-রসে তাহা হয় কৃষ্ণের বসতি॥
নিত্য সিদ্ধ ভাব যাহার যেমন রস।
ভক্তের সকাশে হয় ভগবান্ বশ॥
বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী, সাত্ত্বিক।
একত্রে স্থায়ী ভাব 'রস' বলে তাত্ত্বিক॥
বিভাব—আলম্বন, উদ্দীপন দ্বিবিধ।
কৃষ্ণাদি—আলম্বন. উদ্দীপন-বেণুনাদ॥

অনুভাব—স্মিত-নৃত্য গীত—'উদ্ভাস্বর'।
সাত্ত্বিক, স্তম্ভাদি—অনুভাবের অন্তর ॥
হর্ষাদি 'তেত্রিশ-ব্যভিচারী' সুলক্ষণ।
রসযুক্ত হইয়া—চমৎকারী হন ॥
পঞ্চ-রসের প্রাবল্য মধুর রসেতে।
শান্ত-রসে 'শান্ত রতি' হয় প্রেমেতে ॥
দাস্য-রতি ক্রমে বাঢ়য় 'রাগ-অবধি'।
অনুরাগে—সখ্য বাৎসল্যেও তদবধি ॥
যোগ-বিয়োগ 'শান্ত-দাস্য' রসে স্থিত।
'সখ্য-বাৎসল্য' যোগের নানা বৈশিষ্ট্য ॥
মধুরে কেবল ভাব—রূঢ়, অধিরূঢ়।
মহিষীগণে-রূঢ়, গোপীকায় অধিরূঢ় ॥
অধিরূঢ়-মহাভাব দুইবিধগণে।
সম্ভোগে—মাদন, বিরহে—মোহন নামে ॥
অনন্ত-বিভেদ হয়—চুম্বনাদি-মাদনে।
উৎঘূর্ণা, চিত্রজল্প দ্বিবিধ মোহনে ॥
চিত্রজল্প—দশ-অঙ্গ হয়—প্রজল্পাদি।
উৎঘূর্ণা—বিবশ-চেষ্টা দিব্যোন্মাদনাদি ॥
শৃঙ্গার রস—সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভদ্বয়।
সম্ভোগে অশেষ, বিপ্রলম্ভ চতুষ্টয় ॥
প্রেম বৈচিত্ত, প্রবাস, পূর্ব্বরাগ-মান।
চতুর্ব্বিধ বিপ্রলম্ভ করয়ে আখ্যান ॥
প্রেম বৈচিত্তস্থিতা—পুরমহিষীগণ।
রাধিকাদিতে—পূর্ব্বরাগ, প্রবাস, মান ॥
প্রেমের শিরোমণি শ্রীরাধিকাসুন্দরী।
সেই প্রেমে বশ হয় মদনমুরারী ॥

—শ্রীরমাপতি ভক্তসুহৃদ

শ্রীবেঙ্কটাচল-মাহাত্ম্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪৩ পৃষ্ঠার পর)

বরাহ বলিলেন,—অনন্তর দেবাধিদেব বিষ্ণুও ভামিনী লক্ষ্মীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—হে সুলোচনে কল্যাণি! বল, এক্ষণে বিবাহের জন্য আমার কি করা উচিত? হে রমে! তুমি স্বীয় সখীগণকে আদেশ করিয়া আমার প্রিয়কার্য্য বিধান কর, তাহারা আসিয়া আমার বেশভূষা সম্পাদন করুক। তখন লক্ষ্মী কৃষ্ণবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া কৃষ্ণবেশ সাধনার্থ আদেশ করিলেন। অনন্তর রমার আদেশে সখীপ্রীতি—বিভুর শরীরে সুগন্ধ তৈল প্রদান করিল। শ্রুতি—ক্ষৌম বসন আনয়ন করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল এবং মুদান্বিতা স্মৃতি—ভূষণনিচয় আনয়ন করিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল। ধৃতি দর্পণ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইল; শান্তি কস্তুরী হস্তে লইয়া উপস্থিত হইল। হ্রী—যক্ষকর্দ্দম লইয়া হরির পুরোভাগে রহিল। কীর্ত্তি রত্নসমন্বিত কনকপট্ট-মুকুট-করে নিকটে আসিয়া উপনীত হইল। ইন্দ্রাণী ছত্র ধারণ করিলেন, চামরদ্বয়ের—একটী সরস্বতী এবং অপরটী গৌরী করে লইয়া দণ্ডায়মানা হইলেন এবং জয়া বিজয়া ব্যজন ধারণ করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মীও অমরবধূগণকে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বর উত্থিত হইলেন এবং সুগন্ধ তৈল লইয়া বিষ্ণুর শীর্ষ হইতে পাদ পর্য্যন্ত মাখাইয়া দিলেন। অনন্তর মুদান্বিতা লক্ষ্মী গন্ধচূর্ণদ্বারা উদ্বর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জন করিয়া করিকর্ত্তৃক আনীত কর্পূরাদিদ্বারা সুবাসিত পূর্ণগঙ্গাজল শত শত স্বর্ণ কলসের এক একটী গ্রহণপূর্ব্বক হরিকে অভিষিক্ত করিলেন।

তৎপর তাঁহার সিক্ত কেশ ধূপদ্বারা সন্ধুপিত করিয়া কেশকলাপ বন্ধন করিয়া দিলেন। অনন্তর স্বর্ণবর্ণ সুগন্ধদ্বারা বিভুর অঙ্গ লিপ্ত করিলেন এবং কটীদেশে কাঞ্চীসমন্বিত পীত কৌশেয় বসন বন্ধন ও মুকুটাদি ভূষণদ্বারা তাঁহাকে বিভূষিত করিলেন। তারপর সখী ধৃতি আসিয়া অঙ্গুলিমালায় অঙ্গুরীয়ক রত্ন প্রদান করিয়া সম্মুখে দর্পণ দর্শন করাইলেন। দেবদেব বিষ্ণু আদর্শতলে মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া স্বয়ংই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিলেন; তৎপর লক্ষ্মীসহ গরুড়ারোহণে ব্রহ্মা, ঈশান, ইন্দ্র, বরুণ, যম, যক্ষেশ প্রভৃতি দেবগণ, বশিষ্ঠাদি মুনীন্দ্রগণ, সনকাদি যোগিগণ এবং ভাগবত ভক্তগণে পরিবৃত হইয়া নারায়ণপুরে গমন করিলেন। তখন বিষ্ণুর সমীপে গন্ধর্ব্বপতিগণ গান ও অপ্সরঃ সকলে নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেবদুন্দভি হইল মুনিগণ স্বস্তিসূক্ত

জপ করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিলেন। বিষ্বক্সেনাদি পার্ষদ ও অন্যান্য দেবগণসমন্বিত দেব বিষ্ণু রথস্থ বকুলমালিকাদি সখীগণ সমভিব্যাহারে আকাশরাজের অলঙ্কৃত সুন্দর পুরে উপনীত হইলেন। অনন্তর দেববিষ্ণুকে আগমন করিতে দেখিয়া আকাশরাজও কন্যা পদ্মালয়াকে ঐরাবতের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া পুরী প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বরবধূকে গোপুরসমীপে আনয়ন করিলেন এবং বন্ধুগণ সহ দণ্ডায়মান হইয়া দেব কেশবকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিষ্ণু ঈষৎ সহাস্য-আস্যে স্বীয় কণ্ঠস্থমালা গ্রহণপূর্ব্বক প্রীতিভরে কমলার স্কন্ধদেশে প্রদান করিলেন এবং কমলাও একটী মল্লিকামালা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার কণ্ঠে অর্পণ করিলেন। কমলা ও হরি এইরূপে পরস্পর বারত্রয় মাল্যপ্রদান সম্পন্ন করিয়া বাহন হইতে অবতরণ করিলেন এবং ক্ষণকাল পীঠে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণসহ সুশোভন পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পদ্মযোনি ব্রহ্মা মাঙ্গল্যসূত্র বন্ধনাদি লাজহোমান্ত বৈবাহিক বিধি সমাধান করিলে কমলা ও হরি ব্রতাদেশ বিদিত হইয়া বর-শয্যায় শয়ন করিলেন। অনন্তর চতুর্ম্মুখ চতুর্থ দিবসীয় সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আকাশরাজের অনুমতিক্রমে হরিকে গরুড়ে আরোহণ করাইয়া পদ্মালয়া লক্ষ্মী ও দেবগণসহ বৃষাচলে গমন করিলেন।

তাঁহাদের গমনসময়ে দিব্য দুন্দুভি নিনাদিত হইল; ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহাদিগকে স্তব করিতে লাগিলেন এবং শুকাদি মুনিগণও সেই পুরুষোত্তমকে স্তব করিলেন। দেবেশ এইরূপে স্তূয়মান হইয়া মণিমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং রমা ও ধরণীকন্যা পদ্মালয়াসহ মণ্ডপস্থ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তৎকালে আকাশরাজও মহেন্দ্রাদি সুরগণসহ কন্যা পদ্মালয়ার প্রীতির জন্য উপঢৌকন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি সুবর্ণকটাহপূর্ণ শালি তণ্ডুল, অনেক মুদ্গপাত্র, শত শত ঘৃতকুম্ভ, সহস্র কলস জল, অনেক দধিভাণ্ড, দিব্য আম্র, কদলী, নারিকেল ফল, অনেক আমলকী, কুষ্মাণ্ড, রাজরম্ভা, পনস, মাতুলুঙ্গ প্রভৃতি ফল, শর্করাপূরিত বহুঘট, সুবর্ণ, মণিমুক্তা, কোটি কোটি ক্ষৌমবসন, সহস্র দাসদাসী, কোটী গো, হংস ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ অযুত অশ্ব, নিত্যমত্ত অত্যুচ্চ শতাধিক হস্তী, নৃত্যগীত-বিশারদ চতুঃসহস্র অন্তঃপুর-চারিণী নারী—শ্রীনিবাস বিষ্ণুকে দান করিলেন এবং বিভু বিষ্ণুকে তৎসমস্ত প্রদান করিয়া দেবপুরে বাস করিতে লাগিলেন। দেবীর সহিত বেঙ্কটপতি তৎসমস্ত অবলোকন করিয়া প্রীত হইলেন, এবং শ্বশুর আকাশরাজকে বলিলেন,—হে গুরো রাজন্! আমার নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা করুন।

শ্রীপতির এইরূপ সানুগ্রহ বাক্য শ্রবণ করিয়া আকাশরাজ বিভুর নিকটে প্রার্থনা করিলেন,—হে দেব! যেন আমার মতি সতত আপনার পাদপদ্মে আকৃষ্ট থাকে এবং আমি আপনাকে সেবা করিতে পারি, আপনার প্রতি আমার এইরূপ অব্যভিচারিণী ভক্তি হউক। ভগবান্ বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! আপনি যাহা প্রার্থনা করিলেন, তৎসমস্তই আপনার সিদ্ধ হইবে। অনন্তর হরি রাজাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক বরদান করিলেন এবং ব্রহ্মা, ঈশানাদি সুরগণকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া প্রফুল্লমনে তাঁহাদিগকে স্বর্গলোকে গমনের জন্য অনুমতি দিলেন। সুরগণ চলিয়া গেলে লক্ষ্মীও ধরণী-নন্দিনীর সহিত পূর্ব্বের মত স্বামিপুষ্করিণীতীরে বিহার করত কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া দেবালয়ে বাস করিতে লাগিলেন।

"খড়জাঠিয়া বেটা"

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস-ভবনে "মহাপ্রকাশ"-লীলা প্রকট করিয়া সমস্ত আশ্রিত ভক্তকে কৃপাবিতরণার্থ সপ্তপ্রহর ব্যাপিয়া বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিলেন। যে যে ভক্ত অন্যত্র হরিসেবায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগকেও ডাকাইয়া আনাইলেন। খোলা-বেচা শ্রীধরকে ডাকাইয়া আনাইয়া সকলের নিকট শ্রীধরের মহত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। শ্রীধরকে মহাপ্রভু বর দিতে চাহিলে শ্রীধর বলিলেন,—মহাপ্রভু যেন শ্রীধরের জন্মে জন্মে নিত্যপ্রভু হন, ইহাই শ্রীধরের একমাত্র অভিলাষ। মহাপ্রভু খোলাবেচা শ্রীধরকে রাজ্যেশ্বর হইবার বর দিতে চাহিলে শ্রীধর বলিলেন যে, তিনি নিরন্তর মহাপ্রভুর নাম-কীর্ত্তনাভিলাষ ব্যতীত অন্য কিছু চাহেন না।

মহাপ্রভু শ্রীভুজ তুলিয়া বলিলেন,—"তোমরা আমাকে দর্শন কর—যাহার যাহা অভিরুচি, সেই বর প্রার্থনা কর। তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন,—

——"প্রভু, মোর এই বর।
মূর্খ, নীচ, পতিতেরে অনুগ্রহ কর॥"

এইরূপ ভাবে বিভিন্ন ভক্ত মহাপ্রভুর নিকট বিভিন্ন বর প্রার্থনা করিলেন। কেহ বলিলেন,—"আমার পিতা আমাকে আপনার কীর্ত্তনে আসিতে দেন না, তাঁহার চিত্ত যাহাতে সংশোধিত হয়, এইরূপ বর প্রদান করুন।" কেহ বা বলিলেন,—"আমার পুত্র, আমার শিষ্য, আমার ভার্য্যা—ইহারা যাহাতে

হরিপাদপদ্মে রতিবিশিষ্ট হয়, এইরূপ বর প্রদান করুন।" কেহ বা বলিলেন,—"আমার যাহাতে গুরুভক্তি হয়, এইরূপ বর প্রদান করুন।" অচিন্ত্যশক্তিক্রমে স্বয়ংই ভক্তিকল্পবৃক্ষ ও তৎমালাকার মহাপ্রভু ভক্তগণের অভিলাষানুসারে সকলকেই তাঁহাদের প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ-দর্শনে ও মহাপ্রভুর কৃপাপ্রসাদ-গ্রহণে সকল ভক্তেরই অধিকার হইল; কিন্তু একমাত্র মুকুন্দ 'অন্তঃপটে'র বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার বা মহাপ্রভুর কৃপা-লাভে যোগ্যতা হইল না।

পাঠকগণ! এই মুকুন্দ কে? আপনারা নিশ্চয়ই জানেন,—ইনি মহাপ্রভুর সেই প্রিয় কীর্ত্তনীয়া শ্রীমুকুন্দদত্ত ঠাকুর। ইনি অনুক্ষণ মহাপ্রভুর নিকট কীর্ত্তন করেন, আর মহাপ্রভু সেই কীর্ত্তন শ্রবণ করেন। এই মুকুন্দ সকলের প্রিয় এবং পরম মহান্ত। লোকশিক্ষাকল্পে লোকশিক্ষক ঔদার্য্য-লীলাতনু ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নিজভক্তের দ্বারাই একটী মহতী শিক্ষা প্রচার করাইবার উদ্দেশ্যে এইরূপ ভক্তকেও নিজ-মহাপ্রকাশ-লীলায় দ্বারের বাহিরে রাখিলেন। মুকুন্দ অন্তঃপটের বাহিরে থাকিলেন, মুকুন্দের কি সাধ্য যে, মহাপ্রভুর সম্মুখ হন!

শ্রীমন্মহাপ্রভু মুরারিগুপ্তকে বলিলেন,—"আমার রূপ দর্শন কর।" মুরারি শ্রীরামচন্দ্রের একনিষ্ঠ-ভক্ত—শ্রীরাম-লীলার শ্রীবজ্রাঙ্গজীই শ্রীচৈতন্য-লীলায় শ্রীমুরারিগুপ্তরূপে অবতীর্ণ। শ্রীমুরারি সপার্ষদ মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ সপার্ষদ দুর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্ররূপে দর্শন করিলেন। মুরারিকে মহাপ্রভু অভিলাষ-অনুযায়ী বর প্রার্থনা করিতে বলিলে মুরারি বলিলেন,—"প্রভো, আমি আর কিছুই চাই না, আমি এইমাত্র চাই, আমার যেখানে-সেখানে জন্ম হউক না কেন, তথায় তথায়ই যেন আপনার দাসগণের সঙ্গে আমার বাস হয়।" মহাপ্রভু মুরারির এই প্রার্থনা স্বীকার করিলেন।

মহাপ্রভু যবনকুলে অবতীর্ণ ঠাকুর হরিদাসকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দঢ়॥"

মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে ঠাকুর নিজের যথেষ্ট অযোগ্যতা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—

"তোমার চরণ ভজে যে-সকল দাস।
তাঁ'র অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস॥

সেই সে ভজন্ মোর হউক জন্ম জন্ম।
সেই অবশেষ মোর—ক্রিয়া-কুলধর্ম্ম ॥”

ভক্তগণ আজ মুকুন্দের প্রতি প্রভুর এইরূপ দণ্ডের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মহাপ্রভু মুকুন্দকে ডাকিতেছেন না দেখিয়া মুকুন্দও প্রভুর সম্মুখে আসিতে পারিতেছেন না। প্রভু আজ কত লোককে কৃপা করিলেন —বর দিলেন, আর যিনি অনুক্ষণ প্রভুকে কীর্ত্তন শ্রবণ করান—যিনি পরম মহান্ত বলিয়া ভক্তজগতে খ্যাত, তাঁহার প্রতি আজ প্রভুর এইরূপ ভাব কেন ? ইহা দেখিয়া সকল ভক্তেরই হৃদয় ব্যথিত হইল।

অবশেষে শ্রীবাস মহাপ্রভুকে বলিতে বাধ্য হইলেন,—“প্রভো, মুকুন্দ এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহাকে তুমি আজ তোমার সম্মুখে আসিতে দিতেছ না? আমরা জানি, মুকুন্দ তোমার প্রিয়, আমাদের সকলের প্রাণ মুকুন্দের গান শ্রবণ করিয়া কাহার চিত্ত না বিগলিত হয়? মুকুন্দ ভক্তি-পরায়ণ ও সর্ব্বদিকে সাবধান। যদি মুকুন্দের কোন অপরাধ থাকে, তবে তাহাকে শাস্তি প্রদান কর। নিজের ভৃত্যকে কেন দূরে পরিত্যাগ করিতেছ? তুমি মুকুন্দকে না ডাকিলে মুকুন্দ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে সাহস করিতেছে না। তুমি মুকুন্দকে তোমার সম্মুখে ডাক, মুকুন্দ তোমার ভক্ত, তোমার রূপ দর্শন করুক।”

শ্রীবাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া মাহাপ্রভু বলিলেন,—

—“হেন বাক্য কভু না বলিবা।
ও বেটার লাগি’ মোরে কভু না সাধিবা ॥
‘খড় লয়, জাঠি লয়’, পূর্ব্বে যে শুনিলা।
অই বেটা সেই হয়, কেহ না চিনিলা ॥
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও খড়জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে ॥”

পাঠক! শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিজ-ভক্ত মুকুন্দকে উপলক্ষ করিয়া জগৎকে কি শিক্ষা দিলেন, অনুধাবন করুন। আধুনিক জগৎ যদি আত্ম-কল্যাণকামী হইয়া শ্রীচৈতন্যের এই পরম শিক্ষাময়ী বাণীটী শ্রবণ করেন, সুস্থচিত্তে যদি বিচার করেন, তবে বুঝিতে পারিবেন যে, তথাকথিত সমন্বয়-বাদের নামে কিরূপ খড়জাঠিয়াগিরি জগতে প্রচারিত হইয়াছে ও তাহার বিষাক্ত বাষ্প চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া ভুবনমঙ্গল আত্মধর্ম্মকে আবৃত করিয়া দিতেছে।

শ্রীবাস মহাপ্রভুর অত্যন্ত বিশ্রম্ভ ভক্ত, সেই শ্রীবাস শ্রীমুকুন্দের সম্বন্ধে নানাপ্রকার সুপারিশ করিলেও নিরপেক্ষ-লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু জগতে প্রকৃত সত্যের মর্য্যাদা স্থাপনার্থ শ্রীবাসকে জানাইলেন যে, মুকুন্দের প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য শ্রীবাস যেন আর মহাপ্রভুকে অনুরোধ না করেন, শ্রীবাসের অনুরোধ ব্যর্থ হইবে। কারণ, মুকুন্দের আদর্শ কোন সময়ে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া স্বীয় দৈন্য প্রকাশ করা,—আবার কোন সময় মহাপ্রভুকে জাঠি মারা। উহা যেমন 'একহাত পায়, আর একহাত গলায়' দিবার আদর্শের ন্যায়। ইহাই সুবিধাবাদী বা সমন্বয়বাদীর আদর্শ। সমন্বয়বাদী যখন যাহাতে সুবিধা পায়, তখন সেই পথই অবলম্বন করে। যখন সুবিধা পায়, তখন মহাপ্রভুর আনুগত্যের অভিনয় করে, আবার অন্য সময় মহাপ্রভুর শিক্ষার বিরুদ্ধে মায়াবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ, অচিৎপরিণামবাদ বা ভক্তি-অভক্তি সকলই সমানবাদে অনুমোদন করিয়া মহাপ্রভুর বক্ষে শেলবিদ্ধ করিবার চেষ্টা করে। মুকুন্দ আজ এইরূপ সমন্বয়বাদীর আদর্শই প্রকাশ করিতেছেন; কখনও দন্তে খড় অর্থাৎ তৃণ গ্রহণ, কখনও বা জাঠি অর্থাৎ যষ্টি লইয়া মারিতে উদ্যত হওয়ার ন্যায় সমন্বয়বাদীর আচার ও বিচার প্রদর্শন করিতেছেন। এইজন্য মহাপ্রভু এইরূপ সমন্বয়বাদিগণের নাম রাখিলেন,—**"খড়জাঠিয়া-বেটা।"**

শ্রীবাস পণ্ডিত মুকুন্দের প্রতি প্রসাদ বিতরণের জন্য পুনরায় মহাপ্রভুকে অনুরোধ করিলে মহাপ্রভু বলিলেন,—

——**"ও বেটা যখন যথা যায়।**
সেই মত কথা কহি' তথাই মিশায়॥
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি' দন্তে॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সান্তায়।
নাহি মানে ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায়॥
"ভক্তি হইতে বড় আছে",—যে ইহা বাখানে।
নিরন্তর জাঠি মোরে মারে সেই জনে॥
ভক্তিস্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশন-বাধ॥" (চৈঃ ভাঃ মঃ ১০ম)

পাঠক! শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপা বিচার করুন—উত্তমরূপে পাঠ করুন—শ্রবণ করুন, দেখিবেন তাহাতে কত চমৎকারিতা—কত ঔদার্য্যসীমা রহিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে আমাদের চিত্ত এমন এক পারিপার্শ্বিকতার লঘু-

ভাবধারায় স্থৈর্য্য-ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিয়াছে যে, আমরা কোন বিষয়ের চরম ও নিত্যমঙ্গলামঙ্গল বিচার করিতে পারি না। যাঁহারা ধর্ম্মের বক্তা, ধর্ম্মনেতা, যুগপ্রবর্ত্তক প্রভৃতি স্বয়ংসিদ্ধ ও গণগড্ডলিকার ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলে সিদ্ধ নাম লইয়া কোন বিচারের দোহাই দেন, সেখানেও কেবল আপাত-উত্তেজনা ও লোকের আপাত বহির্ম্মুখ মনোবৃত্তির প্রতি আবেদন ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীচৈতন্যদেবের পরম মঙ্গলময়ী—চরম নিঃশ্রেয়োবিধায়িনী কথার সহিত বর্ত্তমান যুগের গণদেবতার যুক্তিগুলি কত তফাৎ! আজকালের কথায় কোন বিচার নাই, আছে কেবল বক্তা ও শ্রোতার ইন্দ্রিয়তর্পণ ও উভয়ের আপাত উত্তেজনার একটা সুবিধা গ্রহণ। আজকাল অত্যন্ত ঘৃণ্য সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাই একটা বাক্যচাতুর্য্য ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার প্রলেপে 'মহা উদারতা' বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। আর একটা দেখিবার জিনিষ এই যে, সেই কথাগুলিতে যেন বাস্তবসত্যের কথার সহিত পাল্লা দিয়া বহির্ম্মুখতা-সংরক্ষণকেই গৌরব-বৃদ্ধির কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভক্তগণ ভগবান্‌কে বলিয়া থাকেন,—"প্রভো, আমাদের যদি কোটি জন্ম-জন্মান্তর হয়, হউক, অথবা কুম্ভীপাক নরকেও পচ্যমান হইতে হয়, হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু সর্ব্বত্র তোমার গুণকীর্ত্তনে যেন আমাদের অচলা রতি থাকে। অথবা শ্রীল বাসুদেবদত্ত ঠাকুর যখন জীবের হরিবিমুখতা দেখিয়া মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

"জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক-ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥"

এই সকল কথায় লোকের নিকট হইতে বেশ প্রতিষ্ঠাভেট পাওয়া যায় লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর হরিদাসের প্রতিষ্ঠায় মাৎসর্য্যবুদ্ধি-সম্পন্ন ঢঙ্গ-বিপ্রের ন্যায় এক শ্রেণীর আধুনিক তথাকথিত ধর্ম্ম-বক্তা লোকের বহির্ম্মুখতার প্রত্যক্ষ মনোভাবের অধিকতর ইন্দ্রিয়তর্পণ বিধান করিয়া বলিতে উদ্যত হইলেন,—"আমাদের দেশের নীচ দরিদ্রজাতির জন্য যদি জন্ম-জন্মান্তরও আমাদিগকে এই পৃথিবীতে আসিতে হয়—তাহাদের ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, পরিধানের বস্ত্রের জন্য যদি আমাদিগকে লাখ লাখ জন্মও মুক্তি হইতে দূরে থাকিতে হয়, আমরা তাহাই চাই; আমরা চাই না সেরূপ মুক্তি, যাহাতে আমাদের গরীব ভ্রাতাদের, গরীব জননীদের ক্ষুধা-মুক্তি, পিপাসা-মুক্তি, লজ্জা-মুক্তি নাই।"

(ক্রমশঃ)

অগ্নিস্বাত্তার-জন্ম-বৃত্তান্ত

একদিন নির্বুদ্ধি করূষাপতি পৌণ্ড্র 'আমি বাসুদেব' বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—"জীবগণের প্রতি দয়া করিবার নিমিত্ত আমি অবতীর্ণ হইয়াছি, তুমি মিথ্যা বাসুদেব নাম পরিত্যাগ কর।" উগ্রসেন প্রভৃতি সভাগণ অল্পবুদ্ধি পৌণ্ড্রকের আত্মশ্লাঘা শুনিয়া উচ্চহাস্য করিয়াছিলেন। পৌণ্ড্রকের বন্ধু কাশীপতিও বিষ্ণু-বিদ্বেষ-কার্য্যে পৌণ্ড্রকের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু সুদর্শনচক্র পৌণ্ড্রকে তাহার বন্ধু কাশীপতির সহিত পরাভূত ও নিহত করিয়াছিলেন। কাশীপতির ছিন্নমুণ্ড কাশীপুরে পতিত হওয়ায় পিতৃভক্ত সুদক্ষিণ **পিতৃহন্তাকে** সংহার করিয়া পিতার ঋণ হইতে মুক্ত হইবেন—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। পিতৃসেবায় আসক্ত-চিত্ত সুদক্ষিণ শঙ্করকে তপস্যা দ্বারা তুষ্ট করিলে শঙ্কর বলিয়াছিলেন,—"তুমি ব্রাহ্মণগণের সহিত অভিচার-বিধানুসারে ঋত্বিকের ন্যায় দক্ষিণাগ্নির উপাসনা কর। তাহা হইলে ঐ অগ্নি প্রমথগণপরিবৃত হইয়া তোমার সঙ্কল্প সাধন করিবে।" শঙ্করের আদেশানুযায়ী কার্য্য করায় তপ্ত তাম্রবর্ণের ন্যায় শিখা-শ্মশ্রুধর, অঙ্গারোদ্গারী নয়নযুক্ত, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিমান অগ্নি প্রজ্বলিত ত্রিশূল কাপাইয়া উন্মাদবেশে দ্বারকাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন অক্ষক্রীড়ায় নিযুক্ত থাকিতে থাকিতে পার্শ্বস্থিত সুদর্শন-চক্রকে ঐ কৃত্যানলের বিনাশ সাধনের জন্য আদেশ দিলেন। তখন সেই কৃত্যানল চক্রপাণির সুদর্শনাস্ত্রের তেজে ভগ্নমুখ হইয়া বারাণসীতেই প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং ঋত্বিকগণের সহিত **পিতৃভক্ত** সুদক্ষিণকে দগ্ধ করিয়া সমস্ত কাশী ভস্মীভূত করিয়া দিলেন। সুদর্শনের নিকট **মাৎসর্য্যপর পিতৃভক্ত-গণের** অগ্নিহোতৃত্ব এইরূপভাবেই ভস্মীভূত হইয়া যায়। শঙ্করের অবৈধ পূজা, তপস্যা, সাগ্নিভত্ব কিছুই বৈষ্ণববর সুদর্শনের নিকট স্পর্দ্ধা সংরক্ষণ করিতে পারে না। মাৎসর্য্যপর নিরগ্নিকগণের স্পর্দ্ধা সাবানের বুদবুদের ন্যায় বিনীত হইয়া যায়।

কালিকা-উপপুরাণে দ্বিতীয় অধ্যায়ে অগ্নিস্বাত্তার-জন্মকথা যেরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে অনেক গুহ্য সংবাদ পাওয়া যায় এবং অগ্নিস্বাত্তার স্বরূপ ও মূল্য বুঝা যায়। কালিকা-পুরাণে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা 'সন্ধ্যা' নাম্নী কামিনীর দর্শনে ভীষণ কামাতুর হইয়া তাহাকে ভোগ করিবার জন্য অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কামিনী-ধাবনপর ব্রহ্মা কোন কারণে অনিচ্ছা

সত্ত্বেও ঐরূপ ইন্দ্রিয়বিকার দমন করিতে বাধ্য হওয়ায় ব্রহ্মার শরীর হইতে **কামপরিপূরণের বিঘ্নজনিত ঘর্ম্ম** পতিত হইতে থাকে। **সেই ঘর্ম্ম হইতেই 'অগ্নিস্বাত্তা' ও 'বর্হিষদ' নামক পিতৃগণ জন্ম** গ্রহণ করে। ইহাই অগ্নিস্বাত্তাদের প্রামাণিক শাস্ত্রের গুহ্য জন্ম-বিবরণ। অনেকে এই গুহ্য কথা জানেন না।

পিতৃ-উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইলে যাহারা উহাদিগকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করে, তাহারাই অগ্নিস্বাত্তা। হিরণ্যগর্ভ মনু হইতে মরীচি প্রভৃতি যে-সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হয়, তাঁহাদিগের পুত্র-পরম্পরাই 'পিতৃগণ' বলিয়া অভিহিত। এই পিতৃগণের মধ্যে বিরাট-পুত্র সোমসদ্‌গণ সাধ্যগণের, মরীচি-পুত্র অগ্নিস্বাত্তাদি দেবগণের এবং অত্রিপুত্র বর্হিষদ্‌গণ দৈত্য, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, সুবর্ণ ও মনুষ্যগণের পিতৃগণ। ব্রাহ্মণগণের সোমপা, ক্ষত্রিয়গণের হবির্ভুজ, বৈশ্যগণের আজ্যপা এবং শূদ্রগণের সুকালিন নামক পিতৃলোক। অগ্নিদগ্ধ অনগ্নিদগ্ধ, কাব্য, বর্হিষদ, অগ্নিস্বাত্তা ও সৌম্য—ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণগণের পিতৃলোক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠে জানা যায়, দেহাসক্ত অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণ কর্ম্মের নাগরদোলায় নির্ব্বোধ শিশুগণের ন্যায় 'ঘুরপাক' খাইবার জন্য অধিকতর আগ্রহবিশিষ্ট। পিতৃলোকের আরাধনাতৎপর বালকসুলভ অজ্ঞমতি ব্যক্তি-গণও পিতৃলোকাদির উপাসনাকে বহুমানন করিয়া জগতে গতাগতি লাভ করে।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥

(গীঃ ৯।২০, ২১, ২৪, ২৫)

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥ (গীঃ ৭।২৩)

পিতৃ-পিতামহ প্রভৃতি নায়কোপাসকগণ ঋক্, সাম ও যজুর্বেদোল্লিখিত কর্ম্মতন্ত্রে আবদ্ধ হইয়া উক্ত বেদত্রয়ের কর্ম্মোপদেশিনী বিদ্যা অধ্যয়নপূর্ব্বক সোম-পানদ্বারা ধৌতপাপ হইবার চেষ্টা করেন। ক্রমে যজ্ঞসকলের দ্বারা আমার উপাসনা করিয়া স্বর্গলাভ প্রার্থনা করেন। তাঁহারা পুণ্য-লভ্য দেবলোক দিব্য দেবভোগসকল প্রাপ্ত হন। পরে সেই প্রভূত সুখজনক স্বর্গ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন। কামকামী ব্যক্তিগণ বেদত্রয়ীর অনুগত হইয়া পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতে থাকেন। যাঁহারা দেবতাগণকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করেন, দেবব্রত ব্যক্তিগণ অনিত্য দেবলোক লাভ করেন। যাঁহারা পিতৃলোকের উপাসক, তাঁহারা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করেন। যাহারা ভূতোপাসক, তাহারা ভূতত্বই লাভ করে, কিন্তু যাঁহারা আমার (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের) উপাসক, তাঁহারা সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিত্য তত্ত্ব আমাকেই লাভ করেন। পিতৃদেবতা প্রভৃতি ভক্তগণ অত্যল্পবুদ্ধি, তাহাদের আরাধনার ফল নশ্বর এবং অনিত্য।

শ্রীভগবান্ গীতায় অন্যত্র বলিয়াছেন,—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ (গীঃ ৮।১৬)

ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক হইতে সমস্তই অনিত্য। সেই সেই লোকগত জীব পুনঃপুনঃ গতায়াত করিয়া থাকে। কিন্তু হে কৌন্তেয়, যিনি একমাত্র আমাকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ আমাকে আশ্রয় করেন, তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না।

যখন ব্রহ্মলোকেরই নিত্যত্ব নাই, ভগবৎসেবা-বিমুখ ব্রহ্মারই যখন পতন হয়, তখন ভগবদ্-বিমুখ কামোন্মুখের আদর্শ প্রদর্শনকারী ব্রহ্মার শরীর-ধর্ম্মজাত অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ এবং তাঁহাদের লোকের নিত্যত্ব কোথায়? ইহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রমাণে কৈমুতিক ন্যায়ানুসারে সিদ্ধ নহে কি?

সুতরাং পিতৃলোক ও পিতৃলোকাদির উপাসনার নিত্যত্ব সনাতন শাস্ত্র স্বীকার করেন নাই। অধোক্ষজ ভগবদ্ভক্তিরই নিত্যত্ব অর্থাৎ সার্ব্বকালিকত্ব, সার্ব্বজনীনত্ব ও সার্ব্বত্রিকত্ব সর্ব্বশাস্ত্রেই স্বীকৃত হইয়াছে। তবে যে মনু ও জৈমিন্যাদি শাস্ত্রকারগণ পিতৃমাহাত্ম্য প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অজ্ঞান, কর্ম্মসঙ্গী, অসন্মতি বাল-প্রবোধের জন্য। যে-সকল শাস্ত্রকার ঐরূপ বিধি-সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের মতি দৈবীমায়ায় অতিশয় বিমোহিত হওয়ায় তাঁহারা শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনরূপ সার্ব্বকালিক ভাগবত-ধর্ম্মকে জানিতে পারেন নাই,—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥ (ভাঃ ৬।৩।২৫)

যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণের মতি প্রায়ই দৈবীমায়ায় অতিশয় বিমোহিতা হওয়ায় তাঁহারা এই নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ পরম ভাগবতধর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের চিত্ত ঋক্, যজুঃ ও সাম—ত্রয়ীর এই অর্থবাদাদি দ্বারা মনোহর বাক্যেই জড়ীভূত; তাই তাঁহারা দ্রব্য, অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি দ্বারা বিস্তৃত, বহু কর্ম্মসাধ্য দশপৌর্ণমাসী প্রভৃতি তুচ্ছ অনিত্য ফলপ্রদ কর্ম্ম-যজ্ঞেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং সুখসাধ্য অথচ চতুর্ব্বর্গাধিকারী পরমার্থফলপ্রদ নাম-কীর্ত্তনাদিতে রত হন নাই। প্রোজ্ঝিত-কৈতব, পরম নিরপেক্ষ, বেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত নির্ভীক হৃদয়ে ভুবন-মঙ্গলের জন্য অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের প্রামাণিক মনু-জৈমিনী-যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিকে পর্য্যন্ত "মায়াবিমোহিতমতিঃ," "জড়ীকৃতমতিঃ," "ন বেদ" প্রভৃতি বাক্যদ্বারা তাঁহাদের প্রামাণিকতা নিরস্ত করায় অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃলোকের উপাসকগণ ভাগবতের প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়াছেন ও সর্ব্বচিৎসমন্বয়কারী ভাগবতকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া পাশ কাটাইতে চাহিতেছেন! আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, আমাদের নিজের দিকে ঝোল না টানিলেই যদি শাস্ত্র সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে, আর আমরা তাহা প্রমাণরূপে স্বীকার না করি, তাহা হইলে শাস্ত্রের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না, দণ্ড আমরাই ভোগ করিব। যে আইন-পুস্তকে চৌর্য্য, পরদারাপহরণ পাপরূপে উক্ত হইয়াছে, সেই নীতি-শাস্ত্রকে চৌর-সম্প্রদায় বা লম্পট-সম্প্রদায় যদি সাম্প্রদায়িক-বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ হন, বা পাশ কাটাইতে চান, তাহা হইলেও ঐ সকল পাপী ন্যায়পর রাজদণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

শ্রীগীতা বলিয়াছেন, কৃষ্ণই একমাত্র সকলের পিতা,—

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥ (গী ১১।৪৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥

লোকপিতা ঋষভদেব নিজ-পুত্রগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন,—

"পিতা ন স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥"

যে-পিতা আমাদিগকে উপস্থিত মৃত্যু হইতে অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষরূপ আত্মবিনাশের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া ভগবৎসেবারূপ নিত্য চেতনতা বা অমরত্ব প্রদান করিতে না পারেন, তিনি পিতাই নহেন। অপিচ "যথাতরো-র্মূলনিষেচনেন" ন্যায়ানুসারে শ্রীভগবৎসেবায় নিখিল পিতৃগণের পূজা আনু-ষঙ্গিকভাবে ও বিধিপূর্ব্বক সাধিত হয়। কিন্তু নিখিল পিতৃগণের পূজায় মূল পরাৎপর বস্তুর সেবা হয় না এবং তাহা অবিধি-পূর্ব্বক পূজা-চেষ্টা।

পাঠক, আপনারা অগ্নিস্বাত্তার জন্ম-বিবরণ শ্রবণ করিলেন—শ্রীগীতা, শ্রীভাগবতের প্রমাণ শুনিলেন। এখন আত্মস্থ হইয়া বিচার করুন, অগ্নি-স্বাত্তাদির ধর্ম্ম সার্ব্বকালিক, না কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রচারিত ভাগবতধর্ম্ম সার্ব্বকালিক? অনিত্য লোকগত পিতৃপুরুষের পূজা অসৎসাম্প্রদায়িক, না সকলের মূল—নিখিল পিতৃগণেরও মূল গোলোকনিবাস অচ্যুতের সেবা অসৎসাম্প্রদায়িকতা-নির্ম্মুক্ত সার্ব্বজনীন? **যাহা নিত্য নহে, তাহাই অসৎ।** মানবগণের পিতা দেবগণের আরাধ্য নহে, যক্ষগণের পিতা মানবগণের পূজ্য নহে, আর সেই সকল পূজ্যবস্তু এবং তাঁহাদের লোকও নিত্য নহে। ইহা আমরা গীতাদি প্রামাণিক শাস্ত্র পাঠেই জানিতে পারি। কিন্তু ভাগবতধর্ম্ম—নিখিল চেতনের ধর্ম্ম। মানব, দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, পশু, পক্ষী, তৃণ, গুল্ম, লতা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসী—সকলের নিত্যস্বরূপ বা চেতনের নিত্যস্বভাবই—ভগবদ্ভক্তি। সুতরাং ভগবদ্ভক্তি সার্ব্বজনীন, না অগ্নিস্বাত্তাদির ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন, আপনারা ইহা ধীরভাবে বিচার করুন।

শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহপ্রভুর বিরহ-মহোৎসব

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও আনন্দপাড়ায় (২৪ পরগণা) শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহ-মহোৎসব বিরাট সমারোহের সহিত গত ২৬শে পৌষ (১০ই জানুয়ারী) সোমবার সুসম্পন্ন হইয়াছে।

আনন্দপাড়া-নিবাসী শ্রীযুত গোপালচন্দ্র বসু মহোদয় এবং তাঁহার ভ্রাতা-গণের বিশেষ অনুরোধে শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ভাইস-প্রেসিডেন্ট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত

নারায়ণ মহারাজ, সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ও অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ এবং শ্রীপাদ মুরলীমোহন ব্রহ্মচারী ও আরও ১৫।২০ জন বৈষ্ণববৃন্দ ২৫শে পৌষ আনন্দপাড়ায় শুভাগমন করেন। বিরহ-মহোৎসবের অধিবাস-তিথিতে সন্ধ্যায় সঙ্কীর্ত্তনের পর পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শন-মাধ্যমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত এবং প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ় শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন।

পরদিবস ২৬শে পৌষ, প্রাতে মহাসমারোহে নগর সঙ্কীর্ত্তন হয়। তাহাতে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ও শ্রদ্ধালু বহু সজ্জনগণ যোগদান করেন; এবং পূর্ব্বাহ্ণ ৯টার সময় বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। তাহাতে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীপাদ মুরলীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গৌরেন্দু দাসাধিকারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ শ্রীল নরহরি প্রভুর আদর্শজীবন-চরিত্র এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা ও বিচার-বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে অত্যন্ত সুন্দর এবং সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন।

তদনন্তর শ্রীল নরহরি প্রভুর শ্রীচরণে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি এবং শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীজীউর ভোগরাগ ও আরাত্রিক সম্পন্ন হইলে সেখানে সমবেত বৈষ্ণব এবং গ্রামবাসী তথা আমন্ত্রিত প্রায় চার সহস্রাধিক শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। সকলেই এইরূপ আদর্শ ধর্ম্মসভা এবং বিরহ-উৎসবের প্রশংসা করিতেছিলেন। এই আয়োজনে মাননীয় শ্রীগোপালচন্দ্র বসু মহাশয়, তাঁহার ভ্রাতৃগণ এবং শ্রীপাদ গৌরেন্দু দাসাধিকারী প্রভুর সেবাচেষ্টা এবং উদারতা বিশেষ প্রশংসনীয়।

পরদিবস ২৭শে পৌষ, উপরোক্ত বৈষ্ণবগণ সদলবলে বড়াগ্রাম নিবাসী শ্রীসন্তোষকুমার মুখার্জ্জী মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে তাঁহার গৃহে শুভাগমন করিয়া সেখানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করাইয়াছিলেন।

—শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর বার্ষিক উৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আকরমঠ নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে সমিতির পরিচালিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর চতুর্দ্দশ বর্ষপূর্ত্তি-উৎসব উপলক্ষে ২৫শে নভেম্বর হইতে আরম্ভ হইয়া সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। এই উৎসবে বিভিন্ন দিবসে নবদ্বীপের অন্যতম কৃতিসন্তান শ্রীচপলেন্দু ভট্টাচার্য্য, এম্. পি.; পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদের মুখ্য সচিব শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, সংস্কৃত টোলের ইন্সপেক্টর শ্রীনলিনীকান্ত তর্কস্মৃতিতীর্থ, নবদ্বীপ গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীআশুতোষ সিদ্ধান্ত, স্থানীয় উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলের (শিক্ষা মন্দির) প্রধান শিক্ষক শ্রীবাদলকুমার মজুমদার, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীএস্. কুমার, শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়, স্বনামধন্য ডাঃ সুশীলকুমার ভৌমিক, ডাঃ অবনীজীবন ভট্টাচার্য্য এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে যোগদান করত উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

এই উৎসব উপলক্ষে সমিতির সাধারণ সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, উক্ত চতুষ্পাঠীর সম্পাদক ও প্রধান অধ্যাপক শ্রীব্রজানন্দ ব্রজবাসী (ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ) প্রভৃতি উৎসব পরিচালনা-ব্যাপারে সমিতির সেবকবৃন্দকে প্রভূত উৎসাহীত ও উদ্দীপনা দান করেন। উল্লিখিত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ প্রত্যেকেই উক্ত চতুষ্পাঠীর ব্যাবস্থাপনা দর্শনে ভূয়সী প্রশংসা এবং সাফল্য কামনা করেন।

এই উৎসব-সম্পাদনায় শ্রীপাদ কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভুগণের সেবাপ্রচেষ্টা সর্ব্বোপরি উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে, উক্ত উৎসব-সমাপ্তি দিবসে শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রমের বার্ষিক উৎসবও উপনীত হয়। এই আশ্রমও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্তর্গত, উহা নবদ্বীপ সহরের উপকণ্ঠে সুরধনিতীরে অবস্থিত। এখানে অনেক —সন্ন্যাসিগণের পবিত্র সমাধিস্থল এবং শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ অর্চ্চাবিগ্রহরূপে অবস্থান করিতেছেন। এখানেও পাঠ-কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণাদির ব্যবস্থা হয়।

—শ্রীরামানন্দদাস ব্রহ্মচারী

সাধুসঙ্গে শ্রীঅমরনাথ দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯৫ পৃষ্ঠার পর)

আমাদের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই নির্ব্বাচিত স্থানটি লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাবু আর তাবু, মাইকের মাধ্যমে অহরহ তীর্থযাত্রীদের খোঁজ-খবর নেওয়া হইতেছে। প্রায় ৫০।৬০ বিঘা পরিমিত একটি অসমতল স্থান। চারিদিকে পাহার ঘেরা,—গাছপালা পরিপূর্ণ। নিকটেই সু-উচ্চ পাহাড় যাহাকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। বৃষ্টির দরুণ এই স্বল্প পরিসর স্থানটিও কর্দ্দমাক্ত হইয়া গিয়াছে। একাদশী-ব্রতোপবাস হেতু আমাদের খাওয়ার জন্য কোন উদ্বেগ পাইতে হয় নাই। জম্মু-কাশ্মীরের কোন এক সমিতি চন্দনবাড়ীর প্রবেশপথেই তীর্থযাত্রীদের মধ্যে যৎসামান্য লুচি ও সুজি বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁদের এই বদান্যতা তীর্থযাত্রীগণ সাদরে গ্রহণ করিতেছিলেন। কিভাবে যে দিনটি অতিবাহিত হইল তাহা অনুভব করিতে পারিলাম না। শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলন যাত্রার কথা চিন্তা করায় বিগত দিনের স্মৃতি আমার হৃদয়পটে জাগরিত হইতে লাগিল। শ্রীএকাদশী-ব্রত হেতু শ্রীহরিনাম সংখ্যাপূর্ব্বক সাধ্যমত গ্রহণ করিলাম। এই যাত্রাপথে হরিভজনের অনুকূল পরিবেশ নাই। সদাসর্ব্বদা এগিয়ে চলার বাসনাই তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া পড়িয়াছে—সমস্ত আতঙ্ক ও ভয়কে উপেক্ষা করিয়া। এইস্থানে জল ও বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। সরকার-পক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন যাত্রীদের সুবিধার জন্য। চন্দনবাড়ীর পাদদেশেই পাহাড়ী নদী কূলুকূলু রবে তীব্রবেগে প্রবাহিত হইতেছে। বৃষ্টিপাতেরও বিশ্রাম নাই। শীত ও বৃষ্টি এই দুই বন্ধু একত্র মিলিত হইয়া তীর্থযাত্রীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে; কিছুতেই শান্তিতে বাস করিতে দিতেছে না। যাহাহউক, রাত্রি আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সকল যাত্রীই নিদ্রাদেবীর কোলে লুটিয়া পড়িল। আমরাও সেই পন্থাই অবলম্বন করিলাম।

ইং ৭।৮।৭৬ রবিবার : **যাত্রাপথ ঃ চন্দনবাড়ী হইতে শেষনাগ—** দূরত্ব ১১ কি, মি.। শেষনাগের উচ্চতা—১১৭৩০ ফুট। গতরাত্রে বৃষ্টি হওয়ায় চলার পথে আবহাওয়া অনুকূল নয়। তথাপিও তীর্থযাত্রিগণ ভোর হইতে না হইতেই যাত্রা শুরু করিয়াছেন, কে কার আগে যাইবে; তবে দলছাড়া নয়। তীর্থযাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৭।৮ হাজার। তাদের কুলির সংখ্যা প্রায় ৪।৫ হাজার ও ঘোড়া আনুমানিক ২।২½ হাজার; ডাণ্ডীর সংখ্যা নগণ্য।

আমরা একাদশীর পারণ সমাপন করিয়া সকাল ৮।২৫ মিনিটে যাত্রা আরম্ভ করিলাম। রাস্তা কর্দ্দমাক্ত ; ফোঁটা ফোটা বৃষ্টি পড়িতেছিল। সকলেই মন্থর গতিতে পাহাড়ের আঁকা-বাঁকাপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন ; দুর্গম গিরিকান্তার হইলেও জীবনের প্রতি কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। মনে হয় যেন—শ্রীঅমরনাথজী সকল তীর্থযাত্রীকে হাতছানি দিয়া আহ্বান করিতেছেন ; আর বলিতেছেন, —'মা ভৈঃ মা ভৈঃ'। তীর্থযাত্রীগণও উত্তাল তরঙ্গের মত কন্‌কনে ঠাণ্ডারমধ্যে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া দৃঢ় পদক্ষেপে পাহাড়ে অগ্রসর হইতেছেন। পাহাড়ের উচ্চতা ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে। কিছু কিছু শ্বাসকষ্টও হইতেছে। মাঝে মাঝে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে হইতেছে ৩০।৪০ মিনিট পথ অতিক্রম করিবার পর। শ্রীঅমরনাথের যাত্রাপথ ভয়ানক ও কষ্টসাধ্য। মনে হয় ভারত-তীর্থযাত্রাপথে ইহা একটি কঠিন ও দুর্গম যাত্রাপথ।

২।৩ বৎসর পূর্ব্বেও এত তীর্থযাত্রীর সমাগম হয় নাই, যেরূপ এবৎসর হইয়াছে। জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের টুরিষ্ট-বিভাগ হইতে ভারতের বড় বড় সহরে প্রবলভাবে প্রচার হওয়ায় এই বৎসর অভাবনীয়ভাবে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যাহাহউক আমরা শ্রীহরিনাম জপ করিতে করিতে তীর্থপথের শ্রান্তিকে লাঘব করিয়াছি এবং শ্রীভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টিরহস্য চিন্তা করিয়া তাঁহার অপার করুণা-রাশির কথা হৃদয়-মন্দিরে স্মরণ করিতেছি। চন্দনবাড়ী হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া পিসু (PISU TOP)-শৃঙ্গে উঠিতে যাত্রীদের জীবনান্ত। চন্দনবাড়ী হইতে পিসু শৃঙ্গের দূরত্ব সরকারী মতে ১½ মাইল। কিন্তু আমাদের অনুমান তিন মাইলের কম হইবে না। পিসু-শৃঙ্গে উঠিতে আমাদের বহু সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই পাহাড়ের উচ্চতা ১১০৮১ ফুট। চন্দনবাড়ীর উচ্চতা ছিল মাত্র ৯৫০০ ফুট। পাহাড়ে উঠিবার আনন্দে আমরা আমাদের কষ্টের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। চলার পথে কুলি ও ঘোড়ার জন্য পদ-যাত্রীদের বড়ই অসুবিধায় পড়িতে হয়। হঠাৎ অসাবধানতা বশতঃ ঘোড়ার বা কুলির পিঠে অবস্থিত মালের ধাক্কাতে গভীর খাদে পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী ছিল। তবে মনে হয় শ্রীঅমরনাথজী তার যাত্রীদের নিরাপদে পৌঁছে দেওয়ার সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। কুলিদের ও ঘোড়ার সহিসদের মুখে চলার পথে একই সাবধান-বাণী শোনা গেল,—"উস্ উস" বা "বাঁচকে চলো"।

সুউচ্চ পাহাড়ে উঠিয়া নীচের দিকে ও চতুর্পার্শ্বে তাকালে চারিদিকে পাহাড় ঘেরা বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ বিভিন্ন আকারের গাছপালা, তীব্রগতিতে বরফগলিত পাহাড়ীনদীর ধারা এদিক ওদিকে প্রবাহমান দৃশ্য এক অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। তখন সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়া যাই; অতীতদিনের কোন কথাই মনে স্থান পায় না। মাঝে মাঝে কর্ণকুহরে প্রবেশ করে "বল স্বামী অমরনাথজী কী জয়।" সকল যাত্রীই আপনমনে চলিতেছেন; সকলেই যেন আমরা একই পরিবারের লোক। কাহারও চলিতে কষ্ট হইলে সহানুভূতির সঙ্গে বলিতেছেন,—ভয় নাই, শ্রীঅমরনাথজী রক্ষা করিবেন; কষ্ট হইলেও আস্তে আস্তে এগিয়ে চলুন।

চন্দনবাড়ী হইতে ৪।৫ মাইল যাত্রা শেষ করিবার পর আর কোন গাছ-পালা দৃষ্ট হয় না; শুধু পাহাড় আর পাহাড়। বহুদূরে বরফে ঢাকা সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়া দর্শনে মনে হয় যেন পাহাড়ের চূড়া রূপাদ্বারা আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। মাঝে মাঝে নিকটস্থ পাহাড়ে কিছু কিছু ছোট সবুজ ঘাস দেখা যায়। আমরা বরফে ঢাকা পাহাড়ের উপর দিয়াই ২০।২৫ মিনিট হাঁটিয়া চলিলাম। মাঝে মাঝে বরুণদেব তাঁর কৃপাবারি বর্ষণ করিয়া যাইতেছেন। পবনদেবও তাঁর হিমশীতল বায়ু বিতরণে ব্যস্ত; অর্থাৎ যাত্রাপথে কোন অনুকূল আবহাওয়া পাওয়া যায় নাই।

১১০৮১ ফুট পিসু শৃঙ্গে উঠিয়া **'শেষনাগে'** পৌঁছিতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। কারণ, 'পিসু' হইতে শেষনাগের উচ্চতা ছিল প্রায় ৬৪৯ ফুট। রাস্তা তত দুর্গম নয়। সমতল ও অসমতল পাহাড়ী রাস্তা, চলার পথে কিছুটা অনুকূল ছিল। চলার পথে মাঝে মাঝে ২।৪টি ঘোড়া মৃত অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। দীর্ঘ ১১ কি. মি. রাস্তা অতিক্রম করিবার সময় মাঝে মাঝে ২।৪টি টী স্টল দেখা গিয়াছিল। প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থাও ছিল। মাঝে মাঝে উচু পাহাড়ের দুর্গম রাস্তার ধারে পুলিশকর্ম্মীরা তীর্থযাত্রীদের উঠা-নামার জন্য হাত ধরিয়া সাহায্য করিতেও দেখিলাম। এরূপ সহানুভূতি দর্শনে আনন্দ অনুভব হইতেছিল। অবশেষে আমরা আমাদের আজকের গন্তব্যস্থল 'শেষনাগে' বেলা ৪ঘটিকায় মঙ্গলমত পৌঁছিলাম। **(ক্রমশঃ)**

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহামহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ-রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)
১৭ই পৌষ, ১৩৮৩ ; ইং ১।১।৭৭

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৪৯০ শ্রীগৌরাব্দ ; ২৪শে মাঘ, ১৩৮৩ সাল (ইং ৭।২।৭৭) সোমবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণা-তৃতীয়া-তিথি** হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী-কৃষ্ণা-পঞ্চমী** ৪ঠা গোবিন্দ, ২৫শে মাঘ (ইং ৮।২।৭৭) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত **দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবা-কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য—২৪শে মাঘ, সোমবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি তদনন্তর শ্রীগুরু-মহিমাসূচক বন্দনাদি মহাজন-গীতি কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলি প্রদান ও মধ্যাহ্ণে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ অপরাহ্ণে, প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা।

২৫শে মাঘ, মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ; অপরাহ্ণে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেব-সম্বন্ধে আলোচনা।

।। গ্রন্থ-সমাচার ।।

"সিদ্ধান্তরত্নম্"

বা

গোবিন্দভাষ্যপীঠকম্

শ্রীমদ্বলদেব-বিদ্যাভূষণ-বিরচিতম্

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত।

বৈষ্ণব দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ 'সিদ্ধান্তরত্নম্' বাংলা ভাষায় সম্ভবতঃ টীকা, ভাষ্যসহযোগে এই প্রথম। এই গ্রন্থে বৈষ্ণব-দর্শনে পারঙ্গম পণ্ডিত গ্রন্থকার পাঞ্চজন্য-পাদঃ কৌমোদকী-পাদঃ, সুদর্শন-পাদঃ, তাক্ষ্য-পাদঃ, বামন-পাদঃ, ত্রিবিক্রম-পাদঃ, নন্দক-পাদঃ এবং পদ্মক-পাদঃ—এই আটটি অধ্যায়ে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত ও পর-মত খণ্ডন করেছেন। অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তু শ্রীশঙ্কর-প্রবর্ত্তিত কেবলাদ্বৈতবাদ-খণ্ডন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত যে কৃষ্ণপ্রেম মানুষের অপরিহার্য্য, তার প্রতিষ্ঠা। 'কৃষ্ণই পরতত্ত্ব'—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন গ্রন্থকার প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা ও বিশ্লেষণ-সাহায্যে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের এটি একটি অমূল্য গ্রন্থ। এটি প্রকাশ করে ত্রিদণ্ডিস্বামী যেমন বৈষ্ণব-জগতের অশেষ কল্যাণসাধন করেছেন, তেমনি বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ গ্রন্থখানিকে 'বৈষ্ণব-দর্শন' বিষয়ক আদ্য পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট করে যথেষ্ট বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

—দৈনিক বসুমতী, ২৬শে পৌষ, ১৩৮৩

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। | অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিহশূন্ত॥ | হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৮শ বর্ষ { ক্ষীরোদশায়ী, ৮ গোবিন্দ, ৪৯০ গৌরাব্দ
শনিবার, ২৯ মাধব, ১৩৮৩ : ইং ১২।২।১৯৭৭ } ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমদানন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্

শ্রীমদ্দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ]

বাসুদেবাপরিমেয়-সুধামন্ শুদ্ধ সদোদিত সুন্দরীকান্ত।
ধরাধরধারণ বেধুর ধর্ত্তঃ সৌধৃতি-দীধিতি-বেধৃবিধাতঃ॥১॥

হে বাসুদেব! হে অপরিমেয়দিব্যপ্রভাব! হে বিশুদ্ধস্বরূপ! হে নিত্যপ্রকাশ! হে সুন্দরীকান্ত! হে গিরিধর! হে অসুরবিদারক! হে জগদ্ধারণ! হে পরমসন্তোষপর ব্রহ্মার মূলপুরুষ॥১॥

অধিক বন্ধং রন্ধয় বোধাচ্ছিন্ধি পিধানং বন্ধুরমদ্ধা।
কেশব কেশব শাসক বন্দে পাশধরার্চ্চিত শূরবরেশ॥২॥

হে কেশব! কেশব! শাসক! বরুণ-পূজিত! শূরবরেশ্বর! আপনাকে বন্দনা করি। আপনি জ্ঞানপ্রদানদ্বারা আমাদের প্রবল সংসার-বন্ধন নাশ করুন এবং বিচিত্র মায়িক আবরণ ছেদন করুন॥২॥

নারায়ণামলকারণ বন্দে কারণ-কারণ পূর্ণ বরেণ্য।
মাধব মাধব সাধক বন্দে বাধক বোধক শুদ্ধসমাধে ॥৩॥

হে নারায়ণ! হে বিশুদ্ধ কারণ! হে কারণ-কারণ! হে পূর্ণ! হে বরেণ্য! আপনাকে বন্দনা করি। হে মাধব! মাধব! হে সাধক! হে জগৎপ্রলয়ঙ্কর! হে জ্ঞানপ্রদ! হে শুদ্ধধ্যানশীল! আপনাকে বন্দনা করি ॥৩॥

গোবিন্দ গোবিন্দ পুরন্দর বন্দে স্কন্দ-সুনন্দন-বন্দিতপাদ।
বিষ্ণো সৃজিষ্ণো গ্রসিষ্ণো বিবন্দে কৃষ্ণ সদুষ্ণ-বধিষ্ণো সুধৃষ্ণো ॥৪॥

হে গোবিন্দ! গোবিন্দ! হে পুরন্দর! হে স্কন্দ-সুনন্দন-বন্দিত-চরণ! হে বিষ্ণো! হে সৃষ্টিশীল! হে প্রলয়শীল! হে কৃষ্ণ! হে সজ্জনপীড়ক-বিঘাতক! হে উত্তমধৃতিশীল! আপনাকে বন্দনা করি ॥৪॥

মধুসূদন দানবসাদন বন্দে দৈবতমোদিত বেদিত-পাদ।
ত্রিবিক্রম নিষ্ক্রম বিক্রম বন্দে সুক্রম সংক্রম হুংকৃতবক্ত্র ॥৫॥

হে মধুসূদন! হে দৈত্যবিনাশন! হে দেবগণানন্দিত! হে স্বপদজ্ঞাপক! আপনাকে বন্দনা করি। হে ত্রিবিক্রম! হে নিষ্ক্রমণশীল! হে বিক্রমশীল। হে উত্তমক্রমশীল! হে সংক্রমণশীল! হে হুংকৃতবদন! আপনাকে বন্দনা করি ॥৫॥

বামন বামন ভামন বন্দে সামন সীমন শামন সানো।
শ্রীধর শ্রীধর শঙ্কর বন্দে ভূধর বার্দ্ধিব কন্ধর-ধারিন্ ॥৬॥

হে বামন! (সজ্জনগণের শুভ ও অসজ্জনগণের অশুভপ্রদ!) হে বামনদেব! হে ভামন! (জ্ঞানাদিপ্রকাশ-প্রাপক!) হে সামন! (সাম্য-ভাবপ্রাপক!) হে সীমন! (মর্য্যাদারক্ষক! হে শামন! (শমভাবপ্রাপক!) হে সানো! (সর্ব্বাধার!) আপনাকে বন্দনা করি। হে শ্রীধর! হে মঙ্গলাধার! হে ভূমিধর! হে জলধর! হে মুক্তগণের আশ্রয়! আপনাকে বন্দনা করি ॥৬॥

হৃষীকেশ সুকেশ পরেশ বিবন্দে শরণেশ কলেশ বলেশ সুখেশ।
পদ্মনাভ শুভোদ্ভব বন্দে সন্তৃতলোক-ভরাভর ভূরে ॥৭॥

হে হৃষীকেশ! হে সুকেশ! হে পরেশ! হে ব্রহ্মাদি শরণ্যদেবগণের অধীশ্বর! হে চতুঃষষ্টিকলাধিপতে! হে বলাধিপতে! হে উত্তমসুখপ্রদ!

আপনাকে বন্দনা করি। হে পদ্মনাভ! হে কল্যাণকর! হে লোকভার-ধারক! হে সর্ব্বধারক! হে বহুরূপ! আপনাকে বন্দনা করি ॥৭॥

দামোদর দূরতরান্তর বন্দে দারিতপারগ-পার পরস্মাৎ ॥৮॥

হে দামোদর! হে অজ্জনদুর্লভ! হে ভবার্ণবপারগামি-মুক্তগণের আশ্রয়! আপনাকে বন্দনা করি ॥৮॥

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪০৬ পৃষ্ঠার পর)

যখন (foreign contamination) বিজাতীয় আবর্জ্জনা (sweep off) ঝেটিয়ে দূর কর্‌তে পারি, তখন সান্নিধ্য লাভ কর্‌তে পারি। তখন প্রসন্নতার লাঘব হয় না—শোক হয় না। আকাঙ্ক্ষা—অভাবজাত। সমজ্ঞান—বস্তুশেভিক (idea) ধারণা মাত্র নয়—সব জিনিষে চেতনধর্ম্ম দর্শন হয়। (eclipsed form of inspection) আবৃত দর্শনে (full) পূর্ণ প্রকাশ দ্রষ্টব্য-বিষয় হয় না। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্—এই তিনটি সংজ্ঞা আমরা সেই বস্তু বিষয়ে লাভ করি। ভক্ত বলেন—'ভগবান্', যোগী বলেন—'পরমাত্মা', ব্রহ্মভূত ব্রাহ্মণ বলেন--'ব্রহ্ম'। জ্ঞানের সহিত সন্ধিনীর যোগে পরমাত্মা দূরস্থিত বিজ্ঞান-রাহিত্য হ'য়ে বস্তুর সহিত এক হ'য়ে যাওয়া—আত্মার ধর্ম্ম নহে। যখন আমরা বিশুদ্ধভাবে সেই বস্তুর নিকট উপস্থিত হই, তখন প্রথমে আমরা ব্রাহ্মণ হই, পরে যোগী হই, শেষে ভক্ত হই। ভগবত্তার আংশিক দর্শন ছেড়ে পূর্ণ দর্শন হয়।

ইতর দেবতার (fountain head) মূল আকর—বিষ্ণু-বস্তু। আচমনমন্ত্রে বিষ্ণুর পারতম্য সূচীত হ'য়েছে—

"ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্"।

বিষ্ণু হ'তে দেবত্ব। সমগ্র জগৎ তাঁহা কর্ত্তৃক পালিত হয়। বিষ্ণু—সবিশেষ বস্তু। সবিশেষ-সম্বন্ধে ভগবত্তা-বিচার উপস্থিত হয়। ভগবত্তার খানিক খানিক অংশ যাঁ'রা লাভ করেন, তাঁ'দিগকে 'ভগবান' বলি। কিন্তু তা' ছাড়া অন্যভাব অর্থাৎ ভৃত্যভাব যাঁ'তে আছে, তাঁ'কে দেবদেব পরমেশ্বর বলি না। সূরিসকল বিষ্ণুর পরমতত্ত্ব দর্শন করেন। যাঁ'রা সূরি, তাঁ'রা অবিদ্বান্ নহেন। অবিদ্বৎ-প্রতীতি-বশে বিষ্ণুবস্তুকে অন্য দেবতার সহিত সম-জ্ঞান হয়। 'আততং চক্ষুঃ'—যদ্দ্বারা স্তোতব্যান্ রাজো সব জিনিষটাকে দেখা যায়।

বিষ্ণু হ'তে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত, স্থিতি ও লয়প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব-এর কার্য্য—কালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। আবার বিষ্ণুবস্তুতেই লীন, সংগোপিত হ'য়ে যায়। রজোগুণের অবতারকে, তমোগুণের অবতারকে আমরা—ব্রহ্মা, শিব দর্শন করি। জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ। জন্ম ও ভঙ্গ—স্থিতির আগের এবং পরের অবস্থা। সৃষ্টির (Analytical view) বিশ্লিষ্ট দর্শন যাঁ'রা পেতে চান, তাঁ'রা বিষ্ণুর তিনটি রূপ দর্শন করেন—গুণের দ্বারা বিভাগ ক'রে শক্তি দর্শন করেন। তিন প্রকার ক্রিয়া—(Integer) অদ্বয় বস্তুর বিভিন্নভাবে ক্রিয়ার দর্শন। তিনি বৈকুণ্ঠ বস্তু। আমাদের অসম্পূর্ণ (equipment) যন্ত্রসমূহের দ্বারা তাঁ'কে মেপে নেওয়া যায় না। আমাদের কারণ-দ্বারা সসীম দেবতার আরাধনা ক'রে থাকি। ইন্দ্র, ঊষা ইত্যাদি (different phenomenal aspect) বিভিন্ন খণ্ডিত, (partial aspects) আংশিকভাব-সমূহ—(of that integer) সেই অদ্বয় বস্তুর। আলোকময় অংশকে আমরা সূর্য্য বলি—যা' জল টেনে নেয়। ইন্দ্র সেই জল বর্ষণ করেন, বায়ু সঞ্চালন করেন। ইহা এক একটা (different aspects) ভিন্ন ভাব—(not the full absolute) পূর্ণ ও স্বতন্ত্র বস্তু নহে। এই (partial vision) আংশিক দর্শনকে (create) সৃষ্টি কর্‌বার জন্য যে (Potency) শক্তি, সেটা—বিষ্ণুমায়া।

ভূতাকাশে বায়ু-দেবতার ক্রিয়া আমরা ভিন্ন ভিন্ন (location) অবস্থানে লক্ষ্য করি। দেবতাগুলো (partial) খণ্ড-দর্শনে বিষ্ণুতে অবস্থিত। দেবতার উপাসনা—এই হিসাবে বিষ্ণুর উপাসনা; কিন্তু শালগ্রাম এনে তাঁ'দের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে হয়। বিষ্ণু—পূর্ণ বস্তু। তাঁ'রই অপূর্ণ দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা-প্রতীতি।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ (গীঃ ৯।২৩)

মানুষের (particular angle) কোণবিশেষে বিষ্ণু দৃষ্ট হ'লে বিষ্ণুর (attributions) আরোপিত গুণ-মাত্র দৃষ্ট হয়। (One of the faces) অদ্বয়ের একটি খণ্ডিত ভাবকে অবিধি-পূর্ব্বক যজন-কার্য্য হয়। তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজক—অপূর্ণের সেবক; যেমন হাতীর শুধু লেজ, কিংবা একটা পা' দেখে, হস্তী-বিষয়ক জ্ঞানটা অসম্পূর্ণ জ্ঞান, সেইরূপ। শ্রীভগবান্ বল্‌লেন,—আমার আংশিক উপলব্ধি কর্‌বার জন্য যা'রা ব্যস্ত হ'য়েছে, তা'দের এইরূপ দর্শন হয়। বিষ্ণুতত্ত্ব-বর্ণনে মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার সংশ্লিষ্ট আছেন। বিষ্ণুতত্ত্ব-বর্ণন হ'তে অসংশ্লিষ্ট উপাস্যের উপাসককে—যেমন

বুদ্ধের (followers) অনুগত ব্যক্তিদিগকে—বৈষ্ণব কিংবা বৌদ্ধবৈষ্ণব বলা হয় না। তপস্যা এখান থেকে (start) আরম্ভ ক'রে উদ্ভূত। তপস্বিগণ বৈষ্ণবতা থেকে বাদ প'ড়েছে ; কিন্তু বৈষ্ণব তা'দিগকে (excluded) বাদ দিতে পারেন না।

যদি কেহ অপূর্ণ হ'য়ে অপূর্ণত্বের সেবা করে, তা' হ'লে তা'র বিষ্ণু-সেবা হয় না, (dislocated part from Vishnu) অসঙ্গতরূপে বিষ্ণুর কল্পিত খণ্ডিত অংশের সেবা (?) হয়। অংশভূত বিচার না ক'রে বিভিন্ন কল্পনা করা—ভ্রম। (particular angle of vision) বিশেষ কোণজ-দর্শনে প্রকৃত প্রস্তাবে আমারই (বিষ্ণুরই) একটামাত্র গুণ অবলোকন দ্বারা অখণ্ড বস্তুর দর্শন কল্পনা কর্‌বার অবৈধ চেষ্টা। সেইরূপ দর্শকেরাও আমাকেই (বিষ্ণুকে) ভজনা করে ; কিন্তু তা'রা আমার একটা (aspect) দিকের ভজনা করে। (But they are found to be inadequate, irregular) তা'দের দর্শন—অসম্যক্ ও অবৈধ—তা'দের (hallucinative thought) প্রবঞ্চনাপূর্ণ চিন্তাস্রোতে যা' উপস্থিত হ'ল, তা'র দর্শন। আমার (ভগবানের) নিকট (fully surrender) নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন কর্‌তে হয়, আমি পরিপূর্ণ বস্তু—অনিবেদিত দ্রষ্টার আংশিক প্রতীতি-কল্পিত দেবতামাত্র নহি। (It is policy by which we measure things through our senses) ইহা আমাদের ইন্দ্রিয়-দ্বারা বস্তু মাপিবার বৃত্তি। মায়া দ্বারা যখন আমরা (tied up) আবদ্ধ হই, তখন এই প্রকার শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদির ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। তখন মনের দ্বারা বহির্জ্জগৎ হ'তে একটা (subtle impression) সূক্ষ্ম অনুভূতি নেবার ক্ষমতা উপস্থিত হয়। বৈকুণ্ঠ বস্তুকে খানিক খানিক মেপে নিয়ে এক একটী (school) মতবাদ স্থাপন করি। অক্ষপাদ, পতঞ্জল প্রভৃতির (scholastic thought) আরোহ চিন্তার এইরূপ বিভিন্ন বিচার। (eclipsed form of knowledge instead of knowledge in full) ইহাতে পূর্ণজ্ঞানের পরিবর্ত্তে আবৃত জ্ঞান (eclipsed bliss), আবৃত আনন্দ (as effect) ফলরূপে উপস্থিত হয়। ইহাই জীবের দুর্গতি।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ (গীঃ ৭।১৪)

মায়া আমার সম্বন্ধিনী। আমি (fountain head) আকর। আমার (deluding potency) বঞ্চনাকারিণী শক্তি অণুচিৎএর উপর (act) ক্রিয়া

করে—পূর্ণচিৎএর উপর (act) ক্রিয়া করতে পারেনা—সেখানে (condemned) অপাশ্রিত, জুগুপ্সিত হ'য়ে দূরে অবস্থান করে। এই মায়াশক্তি 'দুষ্পারা'। মায়াগ্রস্ত ব্যক্তি (cannot cross over the particular chamber) তা'র সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ট-বিশেষের গণ্ডি ছাড়াইতে পারে না। (Different atmospheres are not available to him) উন্মুক্ত অবকাশের বিভিন্ন অংশ তা'র নিকট উন্মুক্ত নহে। ঢাকা-পড়ার-ব্যাপার 'আমি' নহি। এই ঢাকা-পড়া-ব্যাপার কেউ (cross) উত্তীর্ণ হ'তে পারে না; কারণ মায়া ঢের বড় জিনিষ। মেপে নেওয়া ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে বৈকুণ্ঠ-জিনিষ শ্রবণ কর্‌বার অধিকার সকলের হয় না—যেকাল পর্য্যন্ত (submissive temper) অধীনতা স্বীকার কর্‌বার প্রবৃত্তি না হয়। অহঙ্কারযুক্ত অবস্থায় ইহা অসম্ভব। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবা—পর পর চাই। যে-কথা জানা নাই, সেই কথা শ্রবণীয়। তৃতীয় (dimension) মানের বৃদ্ধি থাকা-কালেই পঞ্চমঞ্জুষ মুরলীধ্বনি শ্রবণের অধিকার থাকে না। ইহা তুরীয় (dimension) মানের ঐশ্বর্য্যযুক্ত বিষ্ণুদর্শন-মাত্র নহে। পঞ্চম (dimension) মানে চেতনের নিত্য স্বভাব থেকে এ অধিকারটা আসে তখন—যখন (unconditional Surrender) অহৈতুকী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ হয়—যখন তৃতীয় (dimention) মানের (acquisitions) সংগৃহীত সম্পত্তিগুলো (fully give up) সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ হয়—যখন (I would not examine matters which are confined to three dimensions) আমি তৃতীয় মানের বিষয়ের আলোচনাতেই নিযুক্ত হই না, এরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হয়। (Fourth dimensions) চতুর্থ মানে পৌঁছ্‌বার সময়ে (surrender) আত্মসমর্পণ ব'লে একটা কথা আসে। I don't identify myself as an object that is capable of being investigated) ভগবান্ বল্‌ছেন যে, যে-বস্তু জীবের ইন্দ্রিয়-দ্বারা আলোচ্য হ'বার যোগ্য, তা' হ'তে আমি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকি, আমি কখনই তা'র সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত হই না। তৃতীয় মান হ'তে বাহিরে আছি, যখন কাহারও এরূপ বিশ্বাস উপস্থিত হয়, তখন তুরীয়ের মানে যাওয়ার জন্য তা'র তৃতীয় মানের ব্যাপার হ'তে নিবৃত্ত হ'বার (retirement) ইচ্ছা উপস্থিত হয়। (He no longer exercises the function of his

senses as an empiricts) তখন সে অক্ষজ জ্ঞানের ন্যায় আর নিজের ইন্দ্রিয়-পরিচালনা কর্‌তে প্রবৃত্ত হয় না। এই জিনিষটা মায়া (cross) উত্তীর্ণ হওয়ার (process) পদ্ধতি। (surrender) আত্মসমর্পণ-দ্বারা মেপে-নেওয়া-ধর্ম্ম-থেকে উদ্ধার হওয়া যায়। তারপর যখন কৃষ্ণকথা শ্রবণ করে, তখন পঞ্চম মানে উপস্থিত হয়। তখন উন্নত উজ্জ্বলরস আস্বাদন হয়, (consorthood of Godhead) ভগবানের ভোগ্যা স্ত্রীত্ব উপস্থিত হয়। হরি তা'র নিজের স্ত্রীকেও নিজের সৌন্দর্য্য-দ্বারা হরণ কর্‌তে পারেন।

এই সমুদয় নূতন বিষয় প্রচারিত ক'রে শ্রীচৈতন্যদেব (poverty of theism) ভাগবত-ধর্ম্মের দরিদ্রতা, অসম্পূর্ণতা বিদূরিত ক'রে ভগবৎ-সেবা-ধর্ম্মকে (Theism) সমৃদ্ধ ক'রেছেন। উন্নত উজ্জ্বল ভগবৎ-সেবারস পূর্ব্বে জগতে দেওয়া হয় নাই। রাধাগোবিন্দের লীলার কথা তিনিই জগতে প্রকাশ ক'রেছেন। এই সকল (mundane) জাগতিক কথাগুলো আমাদিগকে তাঁ'র কথা থেকে (throw off) দূরে নিক্ষেপ কর্‌তে পারে। রাধা-গোবিন্দের কথা পরম কমনীয়। তা' জীবনে জানা'বার জন্য এবং তদ্দ্বারা তা'দের অবিচারকে (liquify) দ্রব ক'রে সব মলিনতা পরিষ্কার ক'রে দিতে শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁ'র আশ্রিত দাসগণ সর্ব্বদা প্রস্তুত হ'য়ে আছেন।

লেখক—শ্রীরূপ গোস্বামী। তিনি বল্‌ছেন যে, সমগ্র জীবাত্মা অবিচার পরিত্যাগ ক'রে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হোক্। বাঁশী যখন বাজে, তখন অনূঢ়া, পরোঢ়া প্রভৃতি সব শ্রেণীর গোপী—যাঁ'রা মধুর রসের কোন সংবাদ পান নাই, তাঁ'রা সকলে এসে পারকীয়ত্ব সেবা লাভ করুন। হাড়-মাংসের ব্যভিচারের কথা বলা হচ্ছে না। কৃষ্ণের নিজের সেবার শ্রী—তাঁ'র পাঁচ প্রকারের সেবার কথাটা এই মরণশীল জীবের অমঙ্গলকে ধ্বংস ক'রে দিতে পারে। চৈতন্যদেবের শিক্ষার দ্বারা সকলে কৃষ্ণের প্রীতি লাভ করুক। তিনি রক্ত-মাংসের শরীরধারী প্রচারক মাত্র নহেন। তিনি দেব, পুরুষ, অন্যান্য অবতার কিম্বা বলদেবমাত্র নহেন। শ্রীচৈতন্যদেব—সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। তাঁ'র দাসেরা অতি (nice and scrutinizing) চমৎকার এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-দ্বারা অতি সুষ্ঠুভাবে এই সব কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যদেবকে সেরূপভাবে লোকে আলোচনা করে না। তিনি কৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য কথা বলেন নাই। যাঁ'র সৌভাগ্য হ'বে, তিনি তা' গ্রহণ কর্‌বেন।

———

তটস্থ-ধর্ম্ম-বশতঃ জীব বদ্ধ-দশায় মায়া-কবলিত

জীবের তটস্থধর্ম্ম পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিচারিত হইয়াছে। সেই তটস্থ-ধর্ম্ম-বশতঃ জীব ভগবজ্-জ্ঞানাভাবে নিকটস্থ মায়াদ্বারা কবলিত হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে :—

নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তা'রে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তা'রে জারি' মারে॥
কামক্রোধের দাস হঞা তা'র লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥
তাঁ'র উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, কৃষ্ণ-নিকটে যায়॥ (ম: ২২।১২-১৫)

বদ্ধজীব সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর বলেন ;—

বালাগ্র-শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ (৫।৯)

তাৎপর্য্য এই যে, জড়দেহে অবস্থিত হইয়াও জীব সূক্ষ্ম ও অপ্রাকৃত-তত্ত্ব। জড়ীয় কেশাগ্রকে শতভাগ করিয়া তাহার এক এক ভাগকে শতধা কল্পিত করিলেও জীবের সূক্ষ্মতার সমান হয় না। যদিও জড়ের মধ্যে জীব এত ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তাহা অপ্রাকৃত বস্তু ও আনন্ত্য-ধর্ম্মের যোগ্য।

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে॥
(শ্বেতাশ্বতর ৫।১০ মন্ত্র)

জীবের স্থূলশরীরই স্ত্রী-পুরুষ ও নপুংসক লক্ষণে লক্ষিত হয়। কর্ম্মফলে জীব যে যে শরীর লাভ করেন, তাহাতেই তিনি থাকেন। বস্তুতঃ জীব আত্মগত-বস্তু ; বাহ্যদর্শনে স্ত্রী-পুরুষ হইলেও জড়দেহের পরিচয় তাঁহার পক্ষে যথার্থ নয়।

সংকল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈর্গ্রাসাম্বু বৃষ্ট্যাত্মবিবৃদ্ধজন্ম।
কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে॥
(শ্বেতাশ্বতর ৫।১১ মন্ত্র)

ইচ্ছা, স্পর্শ, দৃষ্টি, মোহ, গ্রাস, অম্বু, বৃষ্টিদ্বারা বিবৃদ্ধি-ধর্ম্মসহকারে অনুক্রমের সহিত জীব কর্ম্মানুগ বহুবিধ জড়শরীরগত রূপ ধারণ করেন।

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহো স্বগুণৈর্ব্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ॥

(শ্বেতাশ্বতর ৫।১২ মন্ত্র)

জীব স্বীয় আবৃত প্রাকৃতগুণে স্থূল-সূক্ষ্ম অনেকরূপ প্রাপ্ত হন। ক্রিয়াগুণ ও আত্মগুণে পুনরায় অপর রূপদ্বারা আবৃত হন।

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

(শ্বেতাশ্বতর ৫।১৩ মন্ত্র)

এবম্ভূত মায়াবদ্ধ জীব এই গভীর সংসার-গহনমধ্যে পতিত অবস্থায় কদাচিৎ সাধু-সঙ্গবলে জাতশ্রদ্ধ হইয়া ভক্তিবৃত্তিদ্বারা অনাদি-অনন্ত-অবতারাবলি বীজস্বরূপ বিশ্বমধ্যগত বিশ্বস্রষ্টারূপ পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে সমস্ত মায়াপাশ হইতে পরিমুক্ত হন।

শ্রীআম্নায়সূত্রে জীবের বদ্ধ-অবস্থার ক্রম এইরূপে সূত্রিত হইয়াছে ;—

"পরেশ-বৈমুখ্যাত্তেষামবিদ্যাভিনিবেশঃ"।—(৩৫ সূত্র)

"স্ব-স্বরূপ-ভ্রমঃ"—(৩৬ সূত্র)

"বিষমকামঃ কর্ম্মবন্ধঃ"।—(৩৭ সূত্র)

"স্থূল-লিঙ্গাভিমান-জনিত-সংসারক্লেশাশ্চ"।—(৩৮ সূত্র)

[পরমেশ্বর হইতে বিমুখ হওয়ায় তাঁহাদের (জীবগণের) অবিদ্যারূপ দ্বিতীয়াভিনিবেশ ঘটিয়াছে ॥ ৩৫ ॥

সেই কারণেই তাঁহাদের স্ব-স্বরূপ-ভ্রম হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥

স্বরূপ-ভ্রমবশতঃ তাঁহাদের ভয়ঙ্কর কামকর্ম্মবন্ধ উপস্থিত হইয়াছে ॥৩৭॥

স্থূল-লিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিই সংসার-ক্লেশের কারণ ॥৩৮॥]

জীব চিদ্বস্তু। তিনি চিৎ ও জড়ের সন্ধিস্থলে তটস্থশক্তি-কর্ত্তৃক প্রকটিত হইয়া সেই স্থান হইতে চিজ্জগৎ ও মায়িক-জগৎ উভয় স্থান দেখিতে লাগিলেন। একটু ভগবজ্জ্ঞানাকৃষ্ট হইয়া যাঁহারা সেই জ্ঞান-সংসর্গ-প্রসঙ্গে চিদভিলাষী হইলেন, তাঁহারা নিত্যভগবদুন্মুখতা-প্রযুক্ত চিচ্ছক্তি-বিলাসগত-হ্লাদিনী-বল প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণপার্ষদ-রূপে চিজ্জগতে নীত হইলেন। যাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে অন্যপার্শ্বস্থিতা মায়াতে মোহিত হইয়া লোভ করিলেন, তাঁহারা মায়াকর্ত্তৃক

আহূত হইয়া মায়িক জগতে আকৃষ্ট হওয়ায় মায়াধীশ কারণার্ণবশায়ী পুরুষবতার-কর্ত্তৃক জড়জগতে নিক্ষিপ্ত হইলেন (৬ষ্ঠ পঃ ৫৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহা কেবল তাঁহাদের নিত্য ভগবদ্বৈমুখ্যের ফল। মায়া-মধ্যগত হইবামাত্র মায়াবৃত্তি অবিদ্যা তাঁহাদিগকে লিপ্ত করিল; অবিদ্যালিপ্ত হইয়া তাহাতে অভিনিবেশ করিতে অবিদ্যাবন্ধু কর্ম্মের চক্রে পড়িলেন। এস্থলে কর্ম্মফলভোজী পক্ষীর সহিত তাঁহাদের তুলনা হইল। যথা, মুণ্ডকে (৩।১।১) ও শ্বেতাশ্বতরে (৪।৬ মন্ত্রে),—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানাং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ ও জীব এই অনিত্য জগৎরূপ অশ্বত্থ-বৃক্ষে দুই সখার ন্যায় বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব স্বীয়-কর্ম্মানুসারে পিপ্পল-ফল সেবন করিতে লাগিলেন। অন্যটী অর্থাৎ পরমাত্মা, ভোগ না করিয়া সাক্ষীস্বরূপে তাহা দেখিতে লাগিলেন; তথা মুণ্ডক (৩।১।২) ও শ্বেতাশ্বতর, (৪।৭ মন্ত্র),—

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। (১২।২।৩৭)

[সেই একই বৃক্ষে অবস্থিত জীব মায়ামোহিত হইয়া শোক করিতে করিতে পতিত হইলেন।]

শ্রীভাগবতে (১১।২।৩৭) লিখিয়াছেন ;—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ ॥

ঈশজ্ঞান হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া দ্বিতীয় বস্তু যে মায়িক অবিদ্যা, তাহার অভিনিবেশে জীবের সংসার-ভয়, বিপর্য্যয় **(দেহে আত্মবুদ্ধি)** ও অস্মৃতি **(স্বরূপভ্রম)** হইয়াছে। **বিপর্য্যয়-ভাবই স্বরূপ ভ্রম। ইহাই অবিদ্যা-সংসর্গের প্রথম ফল। চিৎস্বরূপ ভুলিয়া জড়গত স্বরূপে অহমভিমান-জনিত নিজের কৃষ্ণদাসত্ব-বিস্মৃতি গাঢ় হইল। অবিদ্যা মায়া জীবের চিৎস্বরূপের উপর লিঙ্গ অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও তদুপরি স্থূল—এই দুইটী আবরণ প্রদান করিলেন।** মায়িক অহঙ্কার, মায়িক চিত্ত, মায়িক বুদ্ধি ও মায়িক মন—এই চারিটী সূক্ষ্মজড়-কর্ত্তৃক লিঙ্গদেহ। ইহাতেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ ও মাৎসর্য্যরূপ ষড়্‌বর্গের অবস্থান। এই ষড়্‌বর্গ কখন পুণ্য ও কখন পাপময় হইয়া জীবের উচ্চ-নীচ বাসনার হেতু হইল।

লিঙ্গশরীরে যে-আমিত্বরূপ অহঙ্কার, তদ্দ্বারা জীবের শুদ্ধচিদহঙ্কার আচ্ছাদিত হইয়া গেল। লিঙ্গদেহে কর্ম্ম ও ভোগ হয় না, অতএব তদুপরি জীবের মায়াগতি চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা, মেদ ও শুক্র প্রভৃতি সপ্তধাতু-নির্ম্মিত স্থূলদেহ জন্ম, অস্তিত্ব, পরিণাম, মৃত্যু প্রভৃতি ষড়্‌বিকারের সহিত আরোপিত হইল। স্থূলদেহ লাভ করিয়া জীবের জড়াহঙ্কার ঘনীভূত হইল। তখন স্থূল-দেহকে 'আমি' বলিয়া স্বীকার করিতে লাগিলেন। এবম্প্রকার স্ব-স্বরূপভ্রম হইতে বিষম কাম্য-কর্ম্মবন্ধনই বর্ণাশ্রমবদ্ধ-বিধিদ্বারা কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম তথা নিত্যনৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্ম ও তাহাদের ফল পুণ্য ও পাপ—এই সকল বন্ধন জীবকে দৃঢ়রূপে মায়িক করিয়া ফেলিল। স্থূল-লিঙ্গদেহ-সম্বন্ধ হইতে অনেক অনর্থ ঘটে। যথা, বৃহদারণ্যক ;—

স বা অয়মাত্মা যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি। সাধুকারী সাধুর্ভবতি। পাপকারী পাপো ভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন। (৪।৪।৫ ব্রাহ্মণ)

[সেই বা এই (স্থূল-লিঙ্গদেহধারী) আত্মা যেরূপ যেরূপ আচরণ করেন সেইরূপ সেইরূপ অবস্থা লাভ করেন। সাধু-আচরণের দ্বারা সাধু, পাপা-চরণের দ্বারা পাপী হইয়া থাকেন। পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা পুণ্য এবং পাপকর্ম্মের দ্বারা পাপ হইয়া থাকে।]

শ্রীভাগবতে ;—

স দহ্যমান সর্ব্বাঙ্গ-এষামুদ্বহনাধিনা।
করোত্যবিরতং মূঢ়ো দুরিতানি দুরাশয়ঃ ॥ (৩।৩০।৭)

[কুটুম্বদিগের পোষণ-চিন্তায় সেই দুরাশয় মূঢ়ব্যক্তির আপাদ-মস্তক নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে থাকে ; সুতরাং সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়।]

এই বচনদ্বয় স্পষ্টার্থ। তাৎপর্য্য এই যে, জীব স্থূল-লিঙ্গাভিমানে সংসারে আবদ্ধ হইয়া পুণ্য-পাপদ্বারা ক্লেশ পাইতেছেন। যথা,—ভগবৎসন্দর্ভধৃত সর্ব্বজ্ঞসূক্ত বাক্য—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ-ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ-নিকরাকরঃ ॥

[সচ্চিদানন্দ-পরমেশ্বর হ্লাদিনী এবং সম্বিৎশক্তিদ্বারা আলিঙ্গিত-বিগ্রহ। জীব নিজ-অবিদ্যা-আচ্ছাদিত হইয়া সংসারে যাবতীয় ক্লেশ ভোগ করে।]

পরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীজীব কহিয়াছেন ;—

অথাবিদ্যাখ্যস্য ভাগস্য দ্বে বৃত্তী আবরণাত্মিকা বিক্ষেপাত্মিকা চ। তত্র পূর্ব্বা জীব এব তিষ্ঠন্তী তদীয়ং স্বাভাবিকং জ্ঞানমাবৃণ্বানা। উত্তরা চ তং তদন্যথাজ্ঞানেন সঞ্জয়ন্তী বর্ত্ততে। (৫৪ সংখ্যাধৃত)

তাৎপর্য্য এই যে, মায়াশক্তির বিদ্যা ও অবিদ্যা—দুই বৃত্তি। বিদ্যা-বৃত্তি মায়ার অকপট কৃপাজাত। অবিদ্যা-বৃত্তি মায়ার অপরাধ-দণ্ডদান-শক্তিবিশেষ। সেই অবিদ্যার দুইটি বৃত্তি অর্থাৎ আবরণাত্মিকা-বৃত্তি ও বিক্ষেপাত্মিকা-বৃত্তি। জীবের স্বাভাবিক সম্বন্ধ-জ্ঞানকে আবরণ করিয়া আবরণাত্মিকা-বৃত্তি বর্ত্তমান থাকে। বিক্ষেপাত্মিকা-বৃত্তি অন্যপ্রকার জ্ঞানকে উৎপন্ন করিয়া জীবকে অজ্ঞান করে। এখানে কারিকা ;—

সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
ইত্যাদ্যুপনিষদ্বাক্যান্নির্গুণো জীব এব হি ॥
চেতনঃ কৃষ্ণদাসোঽহমিতি-জ্ঞানে গতে পরে।
প্রকৃতের্গুণ-সংযোগাৎ কর্ম্মবন্ধোঽস্য সিধ্যতি ॥
কর্ম্মচক্রে-গতাস্যাস্য সুখ-দুঃখাদিকং ভবেৎ।
ষড়্গুণাব্ধি নিমগ্নস্য স্থূল-লিঙ্গ-ব্যবস্থিতঃ ॥

বেদে বলিয়াছেন যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী অপরা ও জড়া প্রকৃতির গুণ। জীব স্বভাবতঃ নির্গুণ। ক্ষুদ্রতাবশতঃ ভগবদ্বৈমুখ্য-দ্বারা যখন দুর্ব্বল হইলেন, তখনই মায়াগুণসকল প্রবল হইয়া তাঁহাকে পরাভব করিল। সুতরাং তখন "আমি চেতন পদার্থ ও কৃষ্ণদাস" এরূপ জ্ঞান আচ্ছাদিত হইয়া গেলে প্রকৃতি-গুণ-সংযোগবশতঃ জীবের কর্ম্মবন্ধ সিদ্ধ হইল। কর্ম্মচক্রগত জীবের স্থূলশরীর ও লিঙ্গশরীর-দ্বারা ষড়্গুণসমুদ্রে পতন ও ক্রমশঃ নিমগ্নক্রমে সমস্ত সুখ-দুঃখাদি উদয় হয়। এই অবস্থার নামই শুদ্ধজীবের মায়া-কবলিত দুরবস্থা। ইহা জীবের ভাব বা গঠনসিদ্ধ তটস্থ-ধর্ম্ম হইতে হইয়া থাকে। জীব শুদ্ধবস্তু, মায়াবৃত্তি অবিদ্যা তাঁহার উপাধি। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকরূপ তাপত্রয় ঐ উপাধির ফল।

—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীপরীক্ষিত-উত্তরা-সংবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪১৭ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীব্রহ্মা দেখিলেন, নিজ-পিতা ও গুরুস্বরূপ মহানারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব্ব মোহদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তজ্জন্য ক্ষণকাল রোদন করিলেন, পরে প্রভুকে শ্রেষ্ঠতম প্রণয়কাতর এবং নিজ নিগূঢ় প্রেম-মাধুরীর মহিমা প্রকটনে উদ্যত দেখিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন। পরে ধৈর্য্যসহকারে প্রভুর স্বাস্থ্য সম্পাদনের উপায় অবধারণ করিলেন।

ভগবৎপার্শ্বে রোদনরত গরুড়কে ব্রহ্মা যত্নের সহিত সুসংজ্ঞা প্রাপ্ত করাইয়া বলিলেন,—লবণসমুদ্রের মধ্যস্থলে রৈবতক পর্ব্বতে বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত শ্রীনন্দযশোদার এবং গোযূথের প্রতিকৃতি সমালঙ্কৃত বৃন্দাবন নামক একটী স্থান আছে। তুমি শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রজের সহিত ধীরে ধীরে সযত্নে তথায় লইয়া যাও। একাকী রোহিণীদেবী তথায় গমন করুন। আর যেন কেহ না যায়।

বসুদেবাদি যাদবগণ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রবোধ লাভ করিয়া নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। গরুড়ও ভ্রাতৃদ্বয়কে ব্রহ্মার নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে শ্রীবলরামের সংজ্ঞা হইল। গরুড় যথাস্থানে ভ্রাতৃদ্বয়কে পৃষ্ঠ হইতে স্থাপন করিলেন। দেবকী, রুক্মিণী আদি দেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া যাইতে অসমর্থ হইয়া শ্রীউদ্ধবের সহিত নববৃন্দাবনে আগমনপূর্ব্বক ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে অন্তরালে গমন করিলেন।

সেই নববৃন্দাবনে সাক্ষাৎ বিরাজিতের ন্যায় গোপগোপীর প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। বিচক্ষণ-শিরোমণি শ্রীবলরাম ব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত নিজ মুখকমল প্রক্ষালন করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল মার্জ্জনা করিয়া উদরের বসন-মধ্যে বংশী, কুক্ষিতে শিঙ্গা, বেত্র, কণ্ঠে কদম্বমালা, মস্তকে ময়ূর-পুচ্ছ ও কর্ণদ্বয়ে গুঞ্জানির্ম্মিত কর্ণভূষণ অর্পণ করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণকে শয্যা হইতে তুলিয়া বলিতে লাগিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ! ভ্রাতঃ! উঠ, উঠ জাগ্রত হও। বেলা অধিক হইয়াছে। ধেনুসকল বনে গমন করিতেছে। শ্রীদামাদিও তোমার অপেক্ষায় আছে। মাতা ও পিতা স্নেহবশতঃ তোমাকে কিছুই বলিতেছেন না। এই প্রকারে শ্রীবলদেব লালন সহকারে নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে বলপূর্ব্বক তুলিয়া বসাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য লাভ করিয়া

শয্যা হইতে সত্বর উঠিলেন এবং চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পিতা নন্দকে দেখিয়া লজ্জাবনত বদনে প্রণাম করিলেন। পার্শ্বে মাতা যশোদা স্নেহবশতঃ যেন তাঁহার বদনকমলে দৃষ্টি অর্পণ করিয়া আছেন দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন,—মাতঃ, আজ আমি কত বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলাম। আমি এখান হইতে মথুরা গমন করিয়া দুষ্ট কংস-জরাসন্ধাদিকে নিহত করিয়াছি, আর সমুদ্রতীরে দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছি। আরও বহু কিছু দেখিলাম তাহা এখন বলিতে পারিব না। এইরূপ স্বপ্ন দেখার জন্য যথাসময়ে শয্যা ত্যাগ করিতে পারি নাই।

হে আর্য্য! আপনি যদি সেই আশ্চর্য্য স্বপ্নবৃত্তান্ত অসম্ভব মনে না করেন, তবে বনে গিয়া সবিস্তারে বলিব।

তৎপরে বন্য ভোজনের উপযোগী খাদ্যের অভিলাষে হস্ত প্রসারণ করিলে বিচক্ষণা শ্রীরোহিণীদেবী বলিতে লাগিলেন—হে বৎস! অদ্য তোমার মাতা যেন কিছু অসুস্থ হইয়াছেন, অতএব অধিক বার্ত্তায় প্রয়োজন নাই। গাভী ও গোপবালকগণ আগেই বাহির হইয়াছে। তুমিও সত্বর অনুসরণ কর। আমি উৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া বনে পাঠাইব।

শ্রীরোহিণী দেবীর কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কতক দূর অগ্রসর হইবার পর বেণু-নাদে গাভীসকলকে রোধ করিয়া সখীগণ সঙ্গে বর্ত্তমানা শ্রীমতী রাধিকাকে প্রাপ্ত হইয়া মৃদু হাস্যে বলিতে লাগিলেন, আমি তোমার একান্ত ভক্ত। আমাকে নির্জ্জনে পাইয়াও কিজন্য কথা বলিতেছ না? আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি? আমি বুঝিয়াছি তুমি সর্ব্বজ্ঞ, অদ্যকার স্বপ্নবৃত্তান্ত অবগত হইয়াছ। আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যেন তোমাকে ত্যাগ করিয়া দ্বারকায় গমন ও অনেক বিবাহ করিয়াছি। তাহাদের গর্ভে বহু পুত্র জন্মিয়াছে। ঐ সকল পুত্রেরও পুত্রাদি হইয়াছে। আপাততঃ সে-সকল কথা থাকুক, অদ্য প্রদোষে তোমাকে আনন্দিত করিব। এই প্রকার বলিয়া অগ্রগামী গো ও গোপগণের সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীদেবকী শ্রীকৃষ্ণের অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্রজবেষ দর্শন করায় স্নেহভরে তাঁহার স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে লাগিল। আর রুক্মিণী-জাম্ববতী আদি মহিষীগণ অভূতপূর্ব্ব মহাপ্রেমে ধৈর্য্যচ্যুতা ও মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিতা হইলেন। বৃদ্ধা পদ্মাবতী সত্যভামা সহ কামবেগে মত্ত হইয়া আলিঙ্গনের অভিনয়ে শ্রীহরিকে ধরিবার জন্য ধাবিত হইলেন। বুদ্ধিমতী কালিন্দী অতিকষ্টে

ধৈর্য্যধারণ করিয়া শ্রীউদ্ধবের সাহায্যে সেই দুই জনকে আকর্ষণপূর্ব্বক পথরোধ করিলেন।

শ্রীগোবিন্দদেব গোচারণ করিতে করিতে লবণসমুদ্র নিরীক্ষণ করিয়া যমুনা-ভ্রমে জলবিহারের জন্য সখাগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। পরে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া সমুদ্রতীরে প্রকাশিত স্বীয় মহাপুরী দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—একি, আমি কোথায় রহিয়াছি? আমি কে? তখন শ্রীবলদেব বলিলেন, প্রভো বৈকুণ্ঠেশ্বর! আত্মানুসন্ধান কর। তুমি অমর-গণের প্রার্থনায় ভূভার হরণার্থ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। দুষ্টদিগকে সংহার ও শিষ্টগণকে পালন কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ বিস্তার কর। তোমার সহিত বৈরতানিবন্ধন দুষ্ট অনুশাল্বাদি তোমার প্রিয় যুধিষ্ঠিরাদিকে পীড়ন করিতেছে, তাহাদিগকে হনন কর। শ্রীকৃষ্ণ তাহা শ্রবণ করিয়া ভাবান্তর প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, সেই শাল্বের অনুজাদি কে? তাহারা বরাকসদৃশ। আমি একাই গিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিব। অতঃপর চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া নিজেকে শ্রীযাদবেন্দ্র বলিয়া অবগত হইলেন। পুরীর বহির্ভাগে সমুদ্রতীরে গোচারণ করিতেছেন দেখিয়া সংশয়ান্বিত হইলে শ্রীহলধর সহাস্যে ব্রহ্মাকৃত আমূল বৃত্তান্ত জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া লজ্জিতের ন্যায় মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন।

ভগবদ্ভাব-কোবিদ শ্রীগরুড়ও তথায় সমাগত হইলে তদুপরি আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষিতভাবে নিজ প্রাসাদে আগমন করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীউদ্ধব দেবকীপ্রমুখ দেবীগণকে প্রবোধিত করিয়া অন্তঃপুরে শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে প্রেরণ করিলেন। দেবকীও সত্বর ভোগ সম্পাদন জন্য গমন করিলেন। প্রভুপ্রিয়া শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি দেবীগণ স্তম্ভের অন্তরালে লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, কেবল শ্রীসত্যভামাদেবী তথায় আগমন করেন নাই। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—রৈবতক পর্ব্বতে আপনার অবুধভ্রামক বিচিত্রভাব অবলোকন জন্য খলস্বভাবা কংসমাতা দেবীগণের সহিত অলক্ষিতভাবে অবস্থান করিতেছিল। পদ্মা সেই অপূর্ব্বভাব দেখিয়া বলিতে লাগিল। আরে দেবকী, রুক্মিণি, তোমরা কি এই শ্রীকৃষ্ণ-চেষ্টা দেখিতেছ না? এখন আপন আপন অভিমান পরিত্যাগ করিয়া আভীরীগণের দাসী হইবার জন্য তপস্যা কর।

তাহার দুর্ব্বাক্য শুনিয়া অভিজ্ঞা দেবকী মাতা বলিলেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! আমি পূর্ব্বজন্মে পতিসহ শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলাম, পরন্তু শ্রীনন্দযশোদা কেবল ভক্তিলাভের জন্য ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার বরে তাঁহাদের ভক্তিলাভই হইয়াছে। আর সেই ভক্তিপ্রভাবে তাঁহাদের আমাদের অপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্য। তাঁহারা স্নেহভরে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ লালন-পালন করিয়াছেন, ঐভাব আমারও প্রিয়।

শ্রীরুক্মিণীদেবী বলিলেন,—গোপীগণ ঐহিক-পারত্রিক সকল সাধ্য-সাধনে জলাঞ্জলি দিয়া ও পতি-পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া বিচিত্র বিলাসের সহিত প্রেমাতুর হইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়াছেন। আমরা প্রভুর বিবাহিত পত্নী, সর্ব্বদা ধর্ম্ম-কর্ম্ম, পুত্র-পৌত্র-গৃহাদি কতো ব্যস্তচিত্তা; আর পতিভাবে গৌরবান্বিতা হইয়াই পতিসেবা করি, কিন্তু গোপীগণ উক্ত ধর্ম্মকর্ম্মের অপেক্ষারহিত হইয়া শুদ্ধভাবে প্রভুর সেবা করিয়া থাকেন। উঁহাদের ভাব আমাদের মাৎসর্য্যের বিষয় নহে, বরং প্রশংসাযোগ্য। সেই জাতীয় ভাবই আমাদের প্রভুর প্রিয়।

অপরাপর মহিষীগণ শ্রীরুক্মিণীর বাক্য অনুমোদন করিলেন। কিন্তু সত্যভামা উহা সহ্য করিতে না পারিয়া মানাগারে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সক্রোধে আদেশ করিলেন,—মহামূঢ়া সত্যজিৎ-তনয়া সত্যভামাকে সত্বর এখানে আনয়ন কর। সত্যভামাদেবী বিদগ্ধ রমণীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ছিলেন। তিনি দাসীমুখে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ শ্রবণ করিয়া দ্রুতগতিতে প্রভুর পার্শ্বে গমনপূর্ব্বক চাতুর্য্যসহকারে প্রভুকে সন্তুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীভগবান বলিলেন,—অরে সংকীর্ণচিত্তে সত্রাজিৎতনয়ে! পূর্ব্বে তুমি রুক্মিণীর পারিজাতপ্রাপ্তিতে যেমন মান করিয়াছিলে, আজ ব্রজ-জনের প্রতি আমার চরম সীমাপ্রাপ্ত প্রেম দেখিয়া সেইরূপ মান করিয়াছ! আমি যে ব্রজবাসীদিগের ইচ্ছানুবর্ত্তী, তাহা কি তুমি জান না? তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করিলে যদি ব্রজবাসিগণ নিজেদের মঙ্গল মনে করেন, তবে আমি শপথপূর্ব্বক বলিতেছি, আমি এখনই তাহা সত্য সত্যই করিব। আমি ব্রজবাসীদের নিকট মহাঋণী। তাহাদের প্রত্যুপকারে অসমর্থ। আমি তাহাদের প্রীতির নিমিত্ত ব্রজে বাস করিলেও তাহাদের স্বাস্থ্য লাভ

হইবে না, ইহাই আমার ধারণা। তাহারা আমার দর্শন মাত্রে প্রগাঢ় ভাবের উদয়ে বিকল ও মোহিত হইয়া দেহ-দৈহিক সমস্ত বিষয়ই বিস্মৃত হইয়া যায়। অধিক কি, তাহারা সেই অবস্থায় আপনাকেও জানিতে পারে না। আমাকে দেখিলেও তাহাদের মদ্বিরহজনিত দুঃখের শান্তি হইবে না। আমার বিচ্ছেদ-চিন্তায় আকুলিত হইয়া তাহাদের দুঃখই দ্বিগুণতর হইয়া পড়ে। আবার আমি তাহাদের অদৃশ্য হইলে কখনও প্রদীপ্ত বিরহানলে বিকল, কখনও মৃতবৎ, কখনও বা উন্মাদগ্রস্ত হইয়া বিচিত্র মধুরভাবের আশ্রয় করিয়া থাকে। তাহারা আমার বর্ণসাম্যে তিমিরপুঞ্জাদি দর্শন করিয়া তাহাতে আমার স্বরূপ বুদ্ধি করিয়া চুম্বন ও আলিঙ্গনাদি করিয়া থাকে। আমার ব্রজে বাস করা না করা উভয়ই সমান দেখিয়া আমি তথায় যাইতেছি না। তবে তোমাদিগকে কেন বিবাহ করিয়াছি, তাহার কারণ শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মথুরায় বাসকালে আমার বিবাহ করার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু রুক্মিণী-দেবী আমাকে না পাইলে প্রাণত্যাগ করিতে অভিলাষিণী হইয়াছেন বলিয়া এক আর্ত্তিসূচক-পত্র বিপ্রহস্তে প্রেরণ করেন। আমি দুষ্ট রাজগণের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য তাহাদের সমক্ষেই রুক্মিণীকে হরণ করিয়া বিবাহ করিয়াছি। কিন্তু রুক্মিণীকে দেখিয়া আমার গোপীগণের স্মৃতি আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় আমি আরও ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম।

ষোড়শ সহস্র একশত গোপ-কুমারী আমাকে পাইবার জন্য কাত্যায়নী পূজা ও ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিল। তাহাদের বিরহে আকুলিত মনকে সুস্থ করিবার জন্য তোমাদিগকে বিবাহ করিয়াছি। কিন্তু আমার সে-সকল সুখ ও মহিমাও আমাকে ত্যাগ করিয়া ব্রজে গমন করিয়াছে। আমি ব্রজের সেই মনোজ্ঞ-বিচাররূপ আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন থাকিয়া রাত-দিন জানিতে পারি নাই।

আমি বাল্যকালে ক্রীড়াকৌতুক দ্বারা দৈত্যশ্রেষ্ঠগণকে বিনাশ করিয়াছি, দুষ্ট কালিয়কে দমন করিয়া ব্রজ হইতে বিতাড়িত করিয়াছি এবং গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে বাম হস্তে সপ্তাহকাল ধারণ করিয়াছি। আমি ব্রজে আনন্দ-সাগরে এতটা নিমগ্ন ছিলাম যে, ব্রহ্মাদি দেবগণ আমার স্তব-বন্দনাদি করিলেও আমি তাহাদের সম্ভাষণ ও দর্শনাদিকে দুঃখজনক মনে করিয়া দেবকার্য্য-সকল পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। ঐসময় আমার অপূর্ব্ব রূপ, বেশ ও বংশীরব চরাচর বিশ্বকে সংমোহিত করিয়াছিল। আকাশ-যানস্থ ব্রহ্মা-রুদ্র-

ইন্দ্রাদি দেবগণ, সিদ্ধগণ, গো, বৃষ, বৎস, মৃগ, পক্ষী, বৃক্ষ, তৃণ-গুল্ম-লতা, নদীসকল, মেঘসমূহ, স্থাবর-অস্থাবর, চেতন-অচেতন নিখিল প্রপঞ্চ প্রেম-প্রবাহোত্থ সাত্ত্বিক বিকার-দ্বারা রুদ্ধ হইয়া নিজ নিজ-স্বভাবের বৈপরীত্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই সকলের সত্যতা সম্বন্ধে এই কালিন্দীকে জিজ্ঞাসা কর। কালিন্দী আমার ব্রজবাসীদের সহিত স্বচ্ছন্দ বিহারের সাক্ষী। আমি অধুনা তাদৃশ নর্ম্মক্রীড়া-কৌতুক প্রদর্শনে অসমর্থ। তোমার ন্যায় মানিনীর মানভঙ্গ করাও আমার পক্ষে দুষ্কর। তাই লজ্জাবশতঃ প্রিয় বংশীকেও ত্যাগ করিয়াছি।

আমি ব্রজে যেরূপ লীলা করিয়াছিলাম এবং আনন্দে বাস করিতাম, তাহা বর্ণনেও অসমর্থ।

ব্রজবাসিগণের ন্যায় আমার প্রিয় বাদরায়নি আছেন। তিনি তাদৃশ প্রেমভর-প্রভাবে মৎকর্ত্তৃক রক্ষিত নিজ প্রিয় শিষ্যবর পরীক্ষিৎকে ব্রজলীলার কিঞ্চিৎ কথা শ্রবণ করাইবেন।

—পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহাজরাজ**

খড়জাঠিয়া বেটা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪২৬ পৃষ্ঠার পর)

সভাস্থলে দাঁড়াইয়া যদি কেহ এই কথাগুলি বাক্‌চাতুর্য্যের সহিত উচ্চারণ করেন, অমনি শত শত, সহস্র সহস্র করতালি-নিনাদ চতুর্দ্দিক হইতে বক্তার কর্ণের উপর বর্ষিত হইতে থাকে। শ্রোতৃবর্গ তখন বক্তার আপাত উত্তেজনাময়ী কথাগুলির দ্বারা এত উত্তেজিত হইয়া পড়ে যে, ঐ সকল কথা ছাড়া আর কিছু অধিক বিচারের কথা জগতে আছে, তাহার অস্তিত্বই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয় না। এইরূপ বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়-তর্পণে সহানুভূতির উত্তেজনা যখন গণসমষ্টিকে পাইয়া বসে, তখন গণমত নিত্যানিত্য-বিচারের মুখ আবৃত করিয়া নানাপ্রকার সঙ্কীর্ণতাকেও মহাউদারতা বলিয়া অভিনন্দন প্রদান করে। এক দেশ আর এক দেশের প্রতি, এক জাতি আর এক জাতির প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ পোষণ করিয়াও 'মহাউদার,' 'দেশপ্রেমিক' 'বিশ্বপ্রেমিক' প্রভৃতি নামে বৃত হয়। তখন আত্মধর্ম্ম অপেক্ষা দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মেই অধিক উদারতা আছে এবং আত্মধর্ম্মের সহিত দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের চিজ্জড়সমন্বয়-চেষ্টার অধিক হৃদয়বত্তা আছে,—ইহাই বিচারিত হয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের কথা অপেক্ষাও আধুনিক কালের যে-কোনও চরিত্রের সাহিত্যিক বক্তার সর্ব্বভূতে অধিক সমদৃষ্টি, অধিক তত্ত্বজ্ঞান, সিদ্ধান্তজ্ঞান, উদারতা প্রভৃতি গুণ আছে বলিয়া অনেক সময়ই আমরা অন্তরে অন্তরে ভাব পোষণ করিয়া থাকি !

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমুকুন্দকে উপলক্ষ করিয়া ঐরূপ সমন্বয়চেষ্টাকে গর্হণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

———"ও বেটা যখন যেথা যায়।
সেই মত কথা কহি' তথাই মিশায়॥"

আধুনিক-কালের সাহিত্যিক ও ইন্দ্রিয়তর্পণরত সম্প্রদায় ইহাকে সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন এবং তৎপরিবর্ত্তে বলিবেন,—

"হাঁ জি হাঁ জি কর্‌তে রহোঁ।"

"তুমি সকল সম্প্রদায়েই মিশিও, সকলের কথাই 'সায়' দিও, সকলকেই "হাঁ হাঁ" করিও; কিন্তু অন্তরে নিজের যাহা অভিরুচি, তাহাতে নিষ্ঠা রাখিও।" তথাকথিত সমন্বয়বাদীর এই কপটতাই আজকাল মহা উদারতা।

একশ্রেণীর চতুর সমন্বয়বাদী বলেন,—সকল ধর্ম্মকেই মুখে ঠিক বল, কিন্তু হনূমানের ন্যায় 'তথাপি মম সর্ব্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ'—এই ভাবটি রাখ।" সমন্বয়বাদীর বহির্ম্মুখতা এই অনুকরণ-বিদ্যায় যে একটা মস্ত ভুল করিয়াছে, তাহা সে ধরিতে পারে নাই। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমুকুন্দকে উপলক্ষ করিয়া জগতে যে-শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে ভাবীকালের সমন্বয়বাদীর সেই অবৈধ যুক্তিও নিরাকৃত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণে আমরা দেখিতে পাই যে, মহাপ্রভু তাঁহার মহাপ্রকাশের দিনে শ্রীমুরারী গুপ্তের নিকট শ্রীরাম-মূর্ত্তিতে পরিদৃষ্ট হইলেন—শ্রীমুরারিগুপ্তকে শ্রীরামনিষ্ঠাই প্রদান করিলেন। যখন শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপ তদীয় কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীঅনুপমকে কৃষ্ণভজনার্থ অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন শ্রীঅনুপম বলিয়াছিলেন,—

রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা, পাও বড় ব্যথা॥
কৃপা করি' মোরে আজ্ঞা দেহ দুই জন।
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ॥

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে অধিকতর মাধুর্য্য থাকিলেও শ্রীরূপ-সনাতন বা শ্রীমন্মহাপ্রভু অনুপমের রামনিষ্ঠার হন্তারক হন নাই বরং শ্রীমন্মহাপ্রভু অনুপমের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন ॥ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ)

আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় বোঙ্কট ভট্ট প্রভৃতি এবং দক্ষিণদেশের অনেক রামোপাসক অখিলরসামৃতমূর্ত্তি মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু মুরারিগুপ্তকে লক্ষ্য করিয়া জানাইলেন যে, বিষ্ণু-উপাসনা ও বিষ্ণুমায়া-উপাসনা, মায়াবাদ ও হরিসেবায় কখনও সমন্বয় হইতে পারে না। যে-ব্যক্তি মায়াবাদীর সভায় উপস্থিত হইয়া মায়াবাদে 'সায়' দেয়, আবার ভক্তের সভায় "হাঁ জি, হাঁ জি" করে, সেই ব্যক্তিই মহাপ্রভুর ভাষায়— **"খড়জাঠিয়া বেটা"**। সে-ব্যক্তি ভক্তিদেবীর পায়ে এক হাত এবং গল্লায় আর এক হাত! সে-ব্যক্তি কপট অধার্ম্মিক। সে কেবল সুবিধাবাদী, সমন্বয়বাদটা কেবল তাহার সুবিধাবাদের লোকবঞ্চনাময় ধর্ম্মের মুখোসপরা একটা প্রতীক-মাত্র।

"খড়জাঠিয়া বেটার" আদর্শ-সমূহ কোন কোন সময় যতই 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাব, ভক্তির নানাপ্রকার আনুকরণিক হাবভাব প্রদর্শন করুক না কেন, ইহাদের আদৌ আত্মধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিকতা নাই। যাঁহারা আত্ম-ধর্ম্মকে অনাত্মধর্ম্মের সহিত সমান বলেন, তাঁহারা কখনই আত্মধর্ম্মকে অন্তরে আদর করেন না, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অনাত্মধর্ম্মের দিকেই তাঁহাদের পাল্লার ঝোঁক সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—তাঁহারা অনাত্মধর্ম্মেরই লোক। যাঁহারা পাতিব্রত্য ধর্ম্মকে ব্যভিচার-ধর্ম্মের সহিত সমান বলিয়া সমন্বয়বাদিরূপে পরিগণিত হন এবং ব্যভিচারীর সংখ্যাধিক্যই জগতে বর্ত্তমান থাকায় সেই সংখ্যাধিক্যের দ্বারা অভিনন্দিত হন, তাঁহাদের "সব সমান" কথাটী যেমন অযৌক্তিক, তেমনি মৌখিক মাত্র। তাঁহাদের অন্তরে ব্যভিচারের প্রতিই অধিকতর প্রীতি, নিষ্ঠা, আসক্তি ও পক্ষপাতিত্ব আছে বলিয়া তাঁহারা ব্যভিচারকে অত্যধিক আক্রমণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাতিত্য ধর্ম্মের সহিত অন্ততঃ সমান বলিবার কৌশলটী আবিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। কারণ চোর যদি সাধুকে অন্ততঃ চোরের সহিত সমান না বলে, তবে সাধু চোরকে খুব বেশী আক্রমণ করিবে। 'চোর' ও 'সাধু' সমান, 'ভক্তি' ও 'অভক্তি'—সমান, 'হরিসেবা' ও 'মায়াবাদ'—সমান, 'বিষ্ণু-পূজা ও 'বিষ্ণুর বহিরঙ্গা মায়া'র পূজা—সমান বলিলে অন্ততঃ চোরই শ্রেষ্ঠ, অভক্তিই শ্রেষ্ঠ, মায়াবাদই শ্রেষ্ঠ, আর সাধু, ভক্তি, হরিসেবা তদপেক্ষা লঘুই প্রচারিত হয়

এবং তদ্দ্বারা প্রচ্ছন্ন কপটতাপূর্ণ সাম্প্রদায়িকতাই প্রমাণিত হয়। 'চোর' ও 'সাধু' সমান বলিলে সাধুর কিছু প্রশংসা করা হয় না, তদ্দ্বারা চোরের প্রশংসা হয় এবং সাধুর নিন্দা হইয়া পড়ে। সুতরাং কার্য্যতঃ একের বন্দনা ও অপরের নিন্দা অনিবার্য্য হইয়া সঙ্কীর্ণ ও কপট সাম্প্রদায়িকতাই প্রমাণিত হয়। তথাকথিত সমন্বয়বাদিগণ—যাঁহারা সকল ধর্ম্মই সমান, এরূপ মত প্রচার করেন, সকল উপাসনাই সমান বলেন, তাঁহারা ঐরূপ অত্যন্ত কপট ও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর রাজ্যে—ভাগবতধর্ম্মে কপটার কোনও স্থান নাই। মহাপ্রভু—সরল, চোর, দস্যুকে উদ্ধার করেন, জগাই-মাধাইর মঙ্গল করেন, দারী সন্ন্যাসীকে কৃপা করিবার জন্য তাহার গৃহে পর্য্যন্ত গমন করেন; কিন্তু কপট মায়াবাদিগণ 'সন্ন্যাসী,' 'বেদপাঠী' 'আচার-পরায়ণ', 'ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ' বলিয়া খ্যাত হইলেও তাঁহারা মহাপ্রভুর দর্শন পান না। সমন্বয়বাদী অভক্তিবাদ ও ভক্তিসিদ্ধান্তকে একাকার করিতে চাহেন বলিয়া মহাপ্রভু নিজ-ভক্ত মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া ঐ সকল সমন্বয়বাদীকে 'খড়জাঠিয়া বেটা'র আদর্শ বলিয়া গর্হণ করিলেন এবং মহাপ্রভুর প্রসাদ ও বর হইতে তাঁহারা চিরদিন বঞ্চিত, তাহা জানাইলেন। তাঁহারা কোনদিন মহাপ্রভুর ঘরে প্রবেশ করিতে পারেন না—সমন্বয়বাদিগণের সাহস নাই যে, তাঁহারা মহাপ্রভুর সম্মুখে আসেন, কারণ, তাঁহারা কপট ও অপরাধী; তাঁহারা সর্ব্বদা অন্তঃপটের বাহিরেই থাকেন।

মহাপ্রভু মুকুন্দের আদর্শ-দ্বারা আরও শিক্ষা দিলেন। সমন্বয়বাদী যখন অসদ্‌গুরু বা অসৎসঙ্গিগণের সঙ্গের কুফল হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাদিগকে চিরতরে দুঃসঙ্গ বলিয়া বর্জ্জন করেন এবং তাহাদের তথাকথিত সমন্বয়বাদের প্রতিমাকে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন করেন, তখন তাঁহাদের মঙ্গল হয়।

মুকুন্দ বাহিরে থাকিয়া মহাপ্রভুর সকল কথা শুনিতে পাইলেন। মহাপ্রভু মুকুন্দকে দর্শন-প্রদান করিবেন না শুনিয়া মুকুন্দ যারপর নাই ব্যথিত হইলেন। মুকুন্দ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"আমি আমার পূর্ব্ব-গুরুর শিক্ষা ও সঙ্গ-ফলেই এইরূপ সমন্বয়বাদ স্বীকার করিয়া আত্মধর্ম্ম ভক্তির অসমোর্দ্ধ মহত্ত্ব বুঝিতে পারি নাই। ভক্তিধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম, তাহা অসম ও অনূর্দ্ধ; তাহার সমান আর কোন ধর্ম্ম নাই, তাহা হইতে উর্দ্ধ কোন ধর্ম্ম ব বৃত্তি নাই, যেমন শ্রীচৈতন্যভগবান্—অসমোর্দ্ধ, তেমনি শ্রীচৈতন্যের শক্তি

স্বরূপিনী ভক্তিও অসমোর্দ্ধা। যখন আমি মহাপ্রভুর দর্শন পাইব না, তখন আমি এ শরীরও আর রাখিব না। অপরাধী শরীরকে আমি আজই পরিত্যাগ করিব।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া মুকুন্দ শ্রীবাসকে বলিলেন,—"শ্রীবাস, তুমি মহাপ্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা কর, আমি কি কখনই প্রভুর দর্শন পাইব না?" ইহা বলিতে বলিতে মুকুন্দ অঝোরনয়নে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও মুকুন্দের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিলেন।

মুকুন্দের কোনওকালে মহাপ্রভুর দর্শনে যোগ্যতা হইবে কি না, প্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবাসপণ্ডিতকে মহাপ্রভু বলিলেন,—"কোটি জন্মের পরে মুকুন্দের নিশ্চয় দর্শন-সৌভাগ্য লাভ হইবে।"

মহাপ্রভুর মুখে 'কোটি' জন্মের পরে ভক্তি লাভ হইবে এবং প্রভুর দর্শন লাভ ঘটিবে শুনিয়া মুকুন্দ পরমানন্দসুখে সিঞ্চিত হইলেন। মুকুন্দের আনন্দিত হইবার কারণ এই যে, মুকুন্দ সমন্বয়বাদী মায়াবাদীর পর্য্যায়ে গণিত হইলেন না। সমন্বয়বাদি-মায়াবাদিগণ নির্ব্বিশেষবাদ আঁচলে বাঁধিয়া যে-সমন্বয়ের যথেচ্ছ খেলা খেলেন, তাহাতে চির-আত্মহত্যা হয় বলিয়া কোনদিনই তাঁহারা ভক্তির অধিকারী হইতে পারেন না। ভগবানের নিত্যস্বরূপ দর্শন করিতে পারা যায় না, এই অবস্থার অধীন হইতে হইল না জানিয়াই মুকুন্দের পরম আনন্দ হইল। নির্ব্বিশেষগতির লক্ষ্য সমন্বয়বাদীর নিত্যবৃত্তি ভক্তি চিরতরে বিলুপ্ত হয়। সমন্বয়বাদীর ন্যায় মহাপ্রসাদ ও ডালভাতে সমানবুদ্ধিজনিত এবং ঐরূপ উপদেশ প্রদানকারী অসদ্‌গুরুর সঙ্গ-প্রভাবে যে,—

"ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ॥
কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রাস্তস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥"

এবং "যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালক্ষয়ম্॥"

প্রভৃতি শ্লোকের বিচারও মুকুন্দের চিন্তাস্রোতের মধ্যে আগত হওয়ায় মুকুন্দের যে নৈরাশ্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে "কোটিজন্মের পর ভক্তি লাভ হইবে"—এই আশ্বাসবাণীতে উদ্ধার-লাভ করিয়া মুকুন্দ পরমানন্দ-সুখে মগ্ন হইলেন। মুকুন্দ শ্রীচৈতন্যের অপার করুণা স্মরণ করিয়া প্রেম-বিহ্বলিত চিত্তে উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

ভগবান্—প্রেমবাধ্য। ভক্ত প্রেমের দ্বারা ভগবান্‌কে এরূপ বাধ্য করিতে সমর্থ যে, তিনি ভগবানের অভিপ্রায় পরিবর্ত্তন করিতে সর্ব্বদাই যোগ্য। মহাপ্রভু বলিলেন,—"মুকুন্দ, আমার অসামান্তা শক্তিও তোমার প্রীতি-সেবায় পরাজয় লাভ করিল। তুমি ভগবানের নিত্যদাস্য বিস্মৃত হইয়া তাৎকালিক দুঃসঙ্গবশে তোমার নিত্যবৃত্তি ভুলিয়া গিয়াছিলে, তোমার সঙ্গদোষ ঘটিয়াছিল। সমন্বয়বাদ ভগবৎসেবা-স্মৃতির পরম শত্রু। সমন্বয়বাদি-গুরুব্রুবের সঙ্গের ন্যায় আর দুঃসঙ্গ কিছুই নাই। ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তগণের সঙ্গ-প্রভাবে তোমার অভক্তিপথে অনিত্যরুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া নিত্যরুচির উদয় হইয়াছে। সুতরাং তোমার আর ভগবদ্বিমুখতা থাকিতে পারে না। "তুমি ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবে"—এই বর আমি তোমাকে দিলেও তোমার অপরাধানুসারে ভক্তির পুনঃ-প্রাপ্তির কাল 'কোটি জন্ম' অবধারিত করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার তীব্র সেবাপ্রবৃত্তিতে আমার নির্দ্দিষ্টকাল নিমেষমাত্রেই অতিক্রম করিল। মুকুন্দ, তুমি সর্ব্বদা ভগবৎকীর্ত্তন করিয়া থাক, সেজন্য তোমার সহিত আমার নিত্যবসতি। তবে যে 'কোটি জন্ম' পরে তোমাকে দর্শন দিব বলিয়াছি, উহা রহস্য-মাত্র জানিবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেজন্য তোমার সহিত পরিহাস করা আমার স্বভাব।"

এই লীলার দ্বারা মহাপ্রভু জানাইলেন যে, তথাকথিত সমন্বয়বাদী ভক্তির চরণে চির-অপরাধী। সমন্বয়বাদী কখনও শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের অধিকারী নহে,—

"ভক্তিস্থানে অপরাধ কৈলে, ঘুচে ভক্তি।
ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশন-শক্তি॥"

নিবেদন

'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' এই সংখ্যা ২৮শ বর্ষের ১২শ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইয়া বর্ষপূর্ত্তি করিলেন। সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে, আগামী ২৯শ বর্ষের আনুকূল্য বাবদ এবং যাঁহাদের বর্ত্তমান বর্ষের দেয় ভিক্ষা এখনও প্রদত্ত হয় নাই—তাহা যেন কৃপাপূর্ব্বক অবিলম্বে পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবায় সহায়তা ও উৎসাহিত করেন। বিনীত নিবেদক—

সেবাসচিব,
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-কার্য্যালয়

শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসযাত্রায়
শ্রীল গুরুদেবের ৮ম বার্ষিক-পূর্ত্তি তিরোধান-বাসরে

শ্যামের শারদ রাসযাত্রায় আজি রাস-মঞ্চের' পরে,
ব্রজ-সখীগণে শ্যাম-সাথে কত কেলি করে ভাব-ঘোরে।
নব নব ফুলে সাজায়ে শ্যামেরে
স্তুতি গাহে তাঁরা শ্যাম-পদ ঘিরে,
খেলা-ছলে কভু শ্যাম যে বন্দী--তাঁদের কোমল-করে।
শ্যামের ধেয়ানে তন্ময় তাঁরা, বাঁধা শ্যাম-প্রেম-ডোরে ॥১॥
শ্যাম-সেবা লাগি' মোদের গুরুজী একদা এহেন ক্ষণে
রাধার প্রসাদী-মালা পেয়ে ত্বরা চলে গেছে ব্রজধামে।
হরি-সঙ্গিনী হয়ে আজো তিনি
রাজে হরি-সাথে দিবস-যামিনী ;
শ্রীরাধা-অনুগা হইয়া শ্যামেরে সেবিছে প্রাণের টানে।
ক্ষণকালও তিনি থাকেনি মরতে শ্যাম-আহ্বান শুনে ॥২॥
শ্রীগুরু ছিলা যে ব্রজনর্ম্মসখী,—জানিত তা' প্রভুপাদ,
ব্রজের কথায় তাঁরা দুইজন কাটাইত দিবা-রাত্র।
গৌর-কৃষ্ণ-কথা কহিতে কহিতে,
অশ্রু ঝরিত দোঁহার আঁখি পাতে,
শাস্ত্র-বিচারে জানালো তাঁহারা শ্রেয়ঃ গৌর-মতবাদ।
শ্রীরূপ-বাণীর প্রচারে তাঁহারা করিল জীবনপাত ॥৩॥
শ্রীপ্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ-দাসরূপে শ্রীগুরু যে পরিচিত,
তাঁহার শ্রীগুরু-সেবা-নিষ্ঠা হেরি' সারা বিশ্ব চমকিত।
তুচ্ছ করি' তিনি, নিজের জীবন
রক্ষিলা একদা প্রভুপাদ-প্রাণ,
গুরুরে রক্ষিতে সহিলা জীবনে লাঞ্ছনা-পীড়ন কত।
ভকতেরা আজো অনুভবে তাঁর পুণ্য স্মৃতি-সৌরভ ॥৪॥
ব্রজসখী—গুরু, ব্রজ-কথা ছাড়া কহিত না কোন কথা,
শ্রীপ্রভুপাদের অপ্রকট-পরে গুরুরূপে দিলা দেখা।

পাপী-তাপীদেরে আশ্রয় দিয়া
শোধিলা তাদের কলুষিত হিয়া
তাঁহার অমিয় পরশে জীবের বিদূরিল ভব-ব্যথা ।
জগৎগুরুর কার্য্য লাগি' তিনি, রত ছিলা সর্ব্বথা ॥৫॥
তাঁহার সেবায় প্রীতিদান তরে বিগ্রহরূপে শ্রীহরি,
নদীয়ার মঠে হ'ল প্রকটিত ভক্ত-সেবা অঙ্গিকারি ।
দেশে দেশে অপ্রাকৃত ভূমিতে
মঠ-মন্দির স্থাপি ভালমতে,
শ্রীহরি-ভজনে নিয়োজিলা তিনি আমাদেরে কৃপা করি' ।
চির প্রোজ্জ্বল তাঁহার মহিমা মনে মনে আজি স্মরি ॥৬॥
ব্রজসখী হ'য়ে কতকাল আর র'বে তিনি ব্রজ-ছাড়ি' ,
শারদ-রাসে তাই ডাকিল তাঁহারে একদা স্বয়ং হরি !
ব্রজে তমাল-কুঞ্জে—কদম্ব বনে,
খেলে তিনি আজ শ্যামচাঁদ-সনে,
আমরা হেথায় তাঁহার বিরহে সতত কাঁদিয়া ফিরি ।
প্রাণের প্রাণেরে মোরা কি কভুও ভুলিয়া থাকিতে পারি ?॥৭॥
সূর্য্যাস্তের মতন শ্রীগুরু মোদের আঁখির আড়ে রয় ;
মরণ যাঁহারে ছুঁইতে পারে না, তাঁর কি মরণ হয় ?
ভক্ত-হৃদয়ের পুণ্য-বেদীতে
শ্রীগুরু আজিও রহিছে রে জেগে,
শ্রীগুরুদেবের সেই লীলা আজো নদীয়ার মঠে হয় !
আজি কোটী ভক্তের কণ্ঠে ধ্বনিছে—'জয় গুরুদেব জয়' ॥৮॥
গুরু-কৃপা বিনা মোদের জীবনে নাহি আর কোন গতি ।
বিরহ-ব্যথিত অন্তরে তাই জানাই আজ তাঁরে নতি ॥৯॥

শ্রীগুরু-বিরহ-বাসর
শ্রীগৌরাব্দ—৪৯০

শ্রীগুরু-কৃপালেশ-প্রার্থী—
সেবকাধম—
"চিত্তরঞ্জন"

শ্রীবাণীপূজা সম্পর্কে দু-চার কথা

শ্রীমন্মহাপ্রভু দিগ্বিজয়ীকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন,—

'দিগ্বিজয় করিব'—বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বর ভজিলে, সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে॥

হে পণ্ডিত, যদি তুমি প্রকৃত বাণীবিনোদ করিতে চাও, তাহা হইলে অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণভজন আরম্ভ কর। দেহ থাকিতে থাকিতে নবধা ভক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ভজনেই একমাত্র বাণীবিনোদ হয়। ভগবদ্বাণী কীর্ত্তন করিতে করিতে ভগবানের সেবা কর,—

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়॥

সরস্বতীর বরপুত্র পণ্ডিত কবি সরস্বতীপতির এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহার যাবতীয় দম্ভ পরিত্যাগ করিলেন এবং হস্তী, ঘোড়া, দোলা, ধন প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু যথাপাত্রে বিতরণ-পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস বাঙ্গালার আদিকবি ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন বাণীপূজার স্বরূপ নির্দ্দেশকল্পে গাহিয়াছেন,—

বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী বিষ্ণুবক্ষঃস্থিতা।
মূর্ত্তিভেদে রমা সরস্বতী জগন্মাতা॥

বাগীশ্বরী শ্রীসরস্বতীদেবী সাক্ষাৎ বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী। তিনি বিষ্ণুর দ্বারা নিত্য আলিঙ্গিতা। বিষ্ণুর বদনে তাঁহার নিত্য অবস্থান। ভক্তিস্বরূপিণী চিচ্ছক্তির লক্ষ্মী ও সরস্বতীরূপে প্রকাশভেদ মাত্র। মহাকবি সরস্বতীর নিকট দিগ্বিজয়ী বরপ্রাপ্তি-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

যাঁ'র দৃষ্টিপাত মাত্রে হয় বিষ্ণুভক্তি।
দিগ্বিজয়ী-বর বা তাহান কোন্ শক্তি॥

সরস্বতীদেবীর দৃষ্টিপাত মাত্রেই জীবের তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। যাঁহার কৃপাদৃষ্টিতে বিষ্ণুভক্তির ন্যায় চরম সাধ্য লাভ হইতে পারে, তাঁহার নিকট হইতে সামান্য দিগ্বিজয়াদি জাগতিক প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির বর ত' অতি তুচ্ছ কথা। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সসাগরাধিপতি সম্রাটের নিকট অন্ধ-কপর্দ্দক

যাচ্ঞা করিতে যায় ?　যেমন পাকার্থে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে আনুষঙ্গিকভাবেই পাকগৃহের অন্ধকার নাশ এবং পাচকের শীত বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বিষ্ণুভক্তিলাভে আনুষঙ্গিকভাবে জাগতিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থগুলি অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে, তজ্জন্য পৃথক্ করিয়া চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা করে না। যাঁহারা অল্পমেধা, তাঁহারাই ঐসকল অন্ধ-কপর্দ্দকসদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকামনার বশীভূত হইয়া কাম-প্রদাত্রী দেবতাগণের আবাহন এবং সাময়িক কামপূরণের পর কামনাকল্পিত আদর্শের বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন,—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্ ॥
অন্তবৎ তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ (গীঃ ৭।২০-২৩)

বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী বিষ্ণুবদনবিলাসিনী বাণীর কীর্ত্তনের দ্বারা বাণীর অধিষ্ঠাতৃ দেবতার যে পূজা হয়, তাহাই বাণীদেবতার বিধি-পূর্ব্বক পূজা বা প্রকৃত বাণীপূজা। শ্রীগীতায় ভগবান্ ইহাই জানাইয়াছেন,—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ (গীঃ ৯।২৩)

স্নেহময়ী জননী সন্তানকে স্বীয় বক্ষবাহিনী স্তন্যধারা-দ্বারা প্রতিপালন করেন, পুত্রকে বক্ষো-মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া রাখেন, কিন্তু যে পুত্র জননীর স্তন্যধারা অপেক্ষা বাহ্য চাকচিক্যযুক্ত বস্তুতে অধিকতর প্রলুব্ধ হয়, সেই পুত্র জননীর নিকট হইতে সামান্য চুষিকাঠী পাইয়াই জননীর সাক্ষাৎ ক্রোড়দেশ হইতে দূরে অবস্থান করে। এইজন্য লীলাশুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর মূর্ত্তি।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥ (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক)

গৌড়নৈমিষের ব্যাস গাহিয়াছেন,—

লক্ষ্মী-সরস্বতী আদি যত যোগমায়া।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোহে যাঁ-সবার ছায়া ॥
তাঁহারা পায়েন মোহ যাঁ'র বিদ্যমানে।
অতএব পাছে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে ॥

লক্ষ্মী-সরস্বতী—চিচ্ছক্তি যোগমায়ারূপিণী। তাঁহাদের ছায়াদ্বারা আমরা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত জীব মুগ্ধ হইয়া সরস্বতীর প্রকৃত পূজা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের দ্বারাই আমাদের পূজা করাইয়া লইতে চাই। আমরা পূজা করাইয়া লইতে চাই বটে, কিন্তু চেতনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করা যায় না। জড়বস্তুকে আমরা আমাদের কাজে লাগাইয়া লইতে পারি, কিন্তু চেতনকে আমাদের কাজে লাগাইতে চাহিলেই চেতন আমাদিগকে বাধা দেয়। চিচ্ছক্তিকে আমরা পূজা করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারি না। যখনই তাঁহার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করি, তিনি তখন আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি দেখিয়া—তাঁহার ছায়ারূপী জড়রূপটী আমাদের সম্মুখে প্রদর্শন করেন এবং তাঁহার প্রকৃত কায়া বা স্বরূপটীকে আবরণ-পূর্ব্বক মাতার সন্তানকে চুষিদ্বারা বঞ্চনার ন্যায় আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন। তখন বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী বাণীদেবীর ভক্তিস্তন্য-ধারায় আমরা পরিপুষ্ট হইতে পারি না—তাঁহার সাক্ষাৎ ক্রোড়ে স্থাপিত হইতে পারি না।

পুরাণ বলেন,—বাণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের বদন হইতে আবির্ভূতা হইয়াছেন। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা বলিয়া তিনি শুক্লাবর্ণা। সর্ব্বদা কীর্ত্তনমুখে ভক্তিশিক্ষাদায়িনী বলিয়া বীণাধারিণী। ভগবৎগুণকীর্ত্তনকারী কবিদিগের ইষ্টদেবতা বলিয়া তিনি বাগধিষ্ঠাত্রীরূপে পূজিতা। পুরাণে তাঁহার এইরূপ স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে,—

বাগধিষ্ঠাত্রী যা দেবী শাস্ত্রজ্ঞানপ্রদা সদা।
কৃষ্ণকণ্ঠোদ্ভবা যা চ সা চ দেবী সরস্বতী ॥

যিনি সকলের বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণীরূপে সকল শব্দকেই 'কৃষ্ণ'শব্দ বা শব্দের বিদ্বদরূঢ়িতে প্রদর্শিত করিবার জন্য শব্দেশ্বরীরূপে বিরাজিতা, যিনি সর্ব্বদা শাস্ত্রজ্ঞানপ্রদায়িনী—'শাস্' ধাতু হইতে শাস্ত্রশব্দ নিষ্পন্ন অর্থাৎ যিনি অশ্রৌত বিশৃঙ্খল কোলাহলকে বিধ্বস্ত করিয়া সমস্ত শব্দভাণ্ডারকে ভগবানের ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে শাসিত বা সংযত করিবার

জন্য জ্ঞান প্রদান করেন, যিনি কৃষ্ণ-কণ্ঠ হইতে আবির্ভূতা হইয়াছেন, তিনিই বাগ্দেবী সরস্বতী।

কথিত হয় যে, কৃষ্ণযোষিতের মুখ হইতে এই বাণীদেবী আবির্ভূতা হইয়া কৃষ্ণকে কামনা করিলে কৃষ্ণ তদংশস্বরূপ চতুর্ভুজ নারায়ণকে ভজনের জন্য বাণীকে আদেশ করেন এবং বলেন যে, মাঘমাসের শুক্লা পঞ্চমীতে দেব, দানব, মানব—সকলেই তোমার পূজা করিবে। যাঁহারা তোমার নিষ্কপট ভক্ত, তাঁহারা নিত্যকাল তোমাকে বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী জানিয়া তোমার দ্বারা নিরন্তর আমার গুণানুবাদ করিবেন। তাঁহারা কখনও জাগতিক লোকের ন্যায় অব্যভিচারিণী বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা তোমাকে ভগবদ্‌গুণ-কীর্ত্তন ব্যতীত্ব ইতর বিষয়ে নিযুক্ত করিবেন না। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাগ্রে সরস্বতীপূজা জগতে প্রচার করেন। সেই সরস্বতীপূজা কেবলা ভগবদিন্দ্রিয়তর্পণ-মূলা। এই জন্য পুরাণ বলিয়াছেন,—

আদৌ সরস্বতীপূজা শ্রীকৃষ্ণেন বিনির্ম্মিতা।
যৎপ্রসাদাৎ মুনিশ্রেষ্ঠ মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ॥

অর্থাৎ, আদিতে সরস্বতীপূজা শ্রীকৃষ্ণই জগতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, সেই সরস্বতীপূজা-দ্বারা মূর্খও পণ্ডিত হয়।

'পণ্ডা' শব্দে—বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। সেই বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই পণ্ডিত। পরবিদ্যায় দীক্ষিত-ব্যক্তিই পণ্ডিত। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—বন্ধমোক্ষবিদ্ ব্যক্তিই পণ্ডিত। আমরা অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদে দেখিতে পাই, বিদ্যা দুই প্রকার,—পরা ও অপরা,—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ॥ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো-ঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা-কল্পো ব্যাকরণং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥"

এই অপরা বিদ্যার নামই—অবিদ্যা অর্থাৎ যাহা-দ্বারা কেবল জাগতিক অভিজ্ঞান-লাভে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি-বিমুখজীবেন্দ্রিয়তর্পণপর অবান্তর ফল প্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ প্রেমফল লাভ হয় না; ঐ অপরা বিদ্যা-দ্বারা ক্ষরবস্তু জানা যায়, অক্ষরবস্তুকে জানা যায় না। এইরূপ অপরা বিদ্যা বা অবিদ্যায় মোহিত হইয়া আমরা আপনাদিগকে পণ্ডিত মনে করি এবং এইরূপ পণ্ডিতগণের দ্বারা চালিত হইয়া অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায় দুর্দ্দশা লাভকরি। তাই মঙ্গলময়ী শ্রৌতবাণী আমাদিগকে বলিয়াছেন,—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

অবিদ্যা ও অতিবিদ্যা উভয়ই পরিত্যাগ করিবার আদেশ শ্রুতি-সরস্বতী আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। ঈশোপনিষদ্‌বাণী আমাদিগকে বলিয়াছেন,—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

উপনিষদ্ বলেন, সকল বিদ্যা, সকল বেদ, সকল তপস্যা, সকল ব্রহ্মচর্য্য সেই অসম্প্রসারিত ও সম্প্রসারিত প্রণবকেই বন্দনা করেন, কীর্ত্তন করেন, তপস্যা করেন,—

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্‌বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তেপদং সংগ্রহেণ ব্রব্রীম্যোমিত্যেতৎ॥
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

এই সম্প্রসারিত প্রণবই—তারকব্রহ্মনাম। শ্রীচৈতন্যদেব গয়াধামে সদ্‌গুরুপাদপদ্ম-আশ্রয়গ্রহণের লীলা প্রদর্শন করিবার পর সকল শব্দ, সকল সূত্র, কৃষ্ণময় প্রচার করিয়াছিলেন,—

পড়ুয়া সকলে বলে—'সাধু'-সংজ্ঞা কা'র?
প্রভু বলে,—শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যা'র॥
ভ্রমবশে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা।
হয় নয় ভাই সব বুঝ মন দিয়া॥
এবে যারে নমস্করি করি মান্য জ্ঞান।
ধাতু গেলে তারে পরশিলে করি স্নান॥
ধাতু-সংজ্ঞা কৃষ্ণশক্তি বল্লভ সবার।
দেখি ইহা দুষুক আছয়ে শক্তি কা'র॥ (চৈঃ ভাঃ ম ১ম অঃ)

এই শ্রীচৈতন্যবাণীপূজা-প্রচারই যুগবাণী। এজন্য শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কেশব-বাণীহট্টে কৃষ্ণা পঞ্চমীতে শ্রীচৈতন্যবাণীর পূজায় ব্যাসপূজার পদ্ধতি দেখা যায়। আমাদের আত্মভোগপরা কর্ম্মময়ীর অঞ্জলির পরিবর্ত্তে আত্ম-নিবেদন-ময়ী অঞ্জলি প্রদানের প্রবৃত্তির উদ্বোধন-জন্য শ্রুতি-সরস্বতী বলিয়াছেন,—

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

আমরা সেই চৈতন্যবাণীর পূজায় মহাসঙ্কল্প গ্রহণ করিব। আমরা সেই শ্রৌতবাণীর—সেই যুগবাণীর পূজাব্রত ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় দৃঢ়তার সহিত উদ্‌যাপন করিব। জগতের কোন প্রলোভন, রামচন্দ্রখাঁর প্রেরিত মায়াদেবীর ছায়াকলার নৈপুণ্যপ্রদর্শনকারিণী মায়ার কোনপ্রকার বিলাসনাট্য, এমন কি, স্বয়ং মায়াদেবীর প্ররোচনা আমাদিগকে যেন সেই বাণীপূজার মহাসঙ্কল্প হইতে ভ্রষ্ট করিতে না পারে।

বাণী বা শব্দই সমগ্র বিশ্বকে চালিত করিতেছে। বাণী বন্ধ হইলে বিশ্বচক্র বন্ধ হইয়া যায়। বাণী-বিনিময়ের মধ্য দিয়াই জগতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, সভ্যতা, স্বাধীনতা প্রচারিত হইয়াছে। বাণী-বৈশিষ্ট্য পশুজগৎ হইতে মনুষ্যজগতের বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছে বাণী বন্ধ হইলে মানুষ মৃত, বাণী বন্ধ হইলে মানুষের সহিত পশু বা অচেতনের কোন পার্থক্য নাই। অত্যন্ত সঙ্কুচিতচেতন হইতে যতই খণ্ডবিকচিত বা পূর্ণবিকচিত জগতের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই বাণী বা ভাষা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতররূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বাণীসম্পৎ যাঁহাদের যত প্রচুর তাঁহারা জগতে তত অধিক সভ্য, শিক্ষিত জাতি বলিয়া আদরণীয়। বাণী ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের দূরদর্শন করাইতে পারে; বাণী চক্ষু, নাসা, জিহ্বা, ত্বগাদি ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তুর বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতে পারে; বাণী দূরের ঘটনা চিত্রিত করিতে পারে; বাণী দূরের দৃশ্য মূর্ত্ত করিয়া দিতে পারে; বাণী বাণ অপেক্ষা তীব্রতর হইয়া মর্ম্মে বিদ্ধ হয়; বাণী বিদ্যুৎ অপেক্ষা দ্রুততর বেগে শক্তিসঞ্চার করে; বাণী হিংস্র পশুকে মুগ্ধ করে, ব্যথিতকে শান্ত করে, দুর্ব্বলকে সবল করে। বাণী বিশ্বকে বিজয় করিতে পারে, বাণীই—বল, বাণীই—শক্তি, আচার্য্য বা ব্যাস বাণীরই প্রচারক, মন্ত্র—বাণীময়, পূজা—বাণীময়ী, দীক্ষা—বাণীময়ী, বাণীই—বেদ, ভাগবতপুরাণে ব্যাপ্ত, বাণীই—প্রমাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ; বাণী-বিজ্ঞানই—সর্ব্ব বিজ্ঞানের আকর; সৃষ্টির আদি হইতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, শব্দ-বিজ্ঞানই সকল সময় জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

জগতের প্রতিঘরে এই বাণীপূজার মহামন্দির রচিত হউক্, আর সেই মহামন্দিরের উপর উড়ুক্—বাণীর বিজয়-কেতন। চৈতন্যবাণীর প্লাবন

প্রবাহিত হউক—সকল গ্রাম্যকোলাহল, সকল ইতরবাণী বাণী সম্রাজ্ঞীর মহা ঐশ্বর্য্যে, মাধুর্য্যে ও ঔদার্য্যে স্তব্ধ হইয়া যাউক। হে বাণীপূজার পূজারিগণ! কেবল আপনাদের নিকট আমাদের সকাতরে এই নিবেদন, আপনারা বাণী-পূজা করিতেছন, খুব ভাল কথা; কিন্তু বাণীপূজার প্রণালীটীকে যেন 'অবিধি-পূর্ব্বক' না করেন।

বাণীপূজার অঞ্জলি প্রহ্লাদের ন্যায় দিতে শিক্ষা কর। শ্রীল রূপগোস্বামি-পাদ যে-ভাবে শ্রীচৈতন্য-বাণীপূজার প্রণালী জানাইয়াছেন, তোমরা সেই শিক্ষার অনুসরণকারিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। তোমরা তাহাদের সুরে সুর মিলাইয়া বল,—

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতিনিরাজিত পাদ-পঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥

তোমরা সকলে বাণীপূজার প্রচারক হইয়া বাণীপূজার পূজারী হও। আবার তোমাদের নিকট সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণীর পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছি, তোমরা শ্রীচৈতন্যবাণীর চরণাশ্রয় কর,—

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেভাধিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

সংগ্রহ করুন! সংগ্রহ করুন!

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত-ধারায়

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত ৪৯১ শ্রীগৌরাব্দের

বিশুদ্ধ সারস্বত

শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা

ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণবমাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আনুকূল্য—৩·০০ টাকা, ডাক-মাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইবেন।

২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৭'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'৭৫ টাকা। ভারত ও বাংলাদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি. পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।

৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড লিখিবেন।**

৫। **শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।** নচেৎ কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়া।

৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **'কার্য্যাধ্যক্ষ'** অথবা **'প্রকাশক'**, **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়**, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)— ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্)—১২'০০, ২। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী)—বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০, ৩। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ—৪'০০, ৪। সাংখ্য-বাণী—'২৫, ৫। মায়াবাদের জীবনী—৩'০০, ৬। Shri Chaitanya Mahaprabhu —1'00, ৭। প্রেম-প্রদীপ—২'৫০, ৮। প্রবন্ধাবলী—২'৫০, ৯। শরণাগতি—১'০০, ১০। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ—'৫০, ১১। বৈষ্ণবধর্ম্ম (বাংলা)—৯'০০, ১২। ঐ (হিন্দী)—১০'০০, ১৩। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—২'৫০, ১৪। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্—১'০০, ১৫। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা—১'০০, ১৬। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ড)—২'০০, ১৭। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী—১'২৫, ১৮। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা—৩'০০ ১৯। শ্রীদামোদরাষ্টকম্—১'০০, ২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য—১'০০, ২১। অর্চ্চন-দীপিকা—১'৫০, ২২। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—১'৫০।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত

শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ. (নদীয়া)।
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক।

২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)।
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ।

৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, মথুরা পোঃ. (মথুরা), ইউ. পি।
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ।

৪। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাটসাহি, পুরী পোঃ (পুরী), উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী।

৫। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয়মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ।

৬। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ—পিছলদা, আশুতিয়াবাড় পোঃ (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ব্রজবাসী।

৭। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
রক্ষক—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী।

৮। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—৩৩/২, বোসপাড়া লেন, (কলিকাতা—৩)
রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

৯। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয়প্রচারকেন্দ্র কোরণ্ট, বান্দিয়াহাট পোঃ, বালেশ্বর
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ।

১০। শ্রীকেশবগোস্বামী গৌড়ীয়মঠ—শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ, জলপাইগুড়ি
রক্ষক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী।

১১। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
শ্রীবিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি. এ।

১২। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ।

১৩। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ. (নদীয়া)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত [illegible] মহারাজ।

১৪। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়ারাপাড়া রোড, নবদ্বীপ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীবসুদেবদাস ব্রজবাসী।